মিশরের ডায়েরী

(তিন খণ্ড একত্রে)

মিশরের ডায়েরী

(তিন খণ্ড একত্রে সম্পূর্ণ)

ডক্টর মাখনলাল রায়চৌধুরী
ঐস্লামিক ইতিহাসের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

॥ ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন ॥
৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯ ॥

। প্রকাশক ।
প্রতুলচন্দ্র ঘোষ
৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

॥ নতুন পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, ১৩৫৫ ॥

। মুদ্রাকর ।
১ম খণ্ড : নিশীথকুমার ঘোষ,
সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২০৯-এ বিধান সরণী, কলি-৬
২য় খণ্ড : অজিতকুমার সাউ,
নিউ রূপলেখা প্রেস,
৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯
৩য় খণ্ড : অশোককুমার পান,
৯, বলাই সিংহ লেন, কলি-৬

। বাঁধাই ।
শ্রীগুরু বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

অগণিত পাঠকের পুনঃপুনঃ অনুরোধে, স্বর্গত লেখকের পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায়, দীর্ঘদিন অপ্রকাশিত থাকার পর অতঃপর আমরা আবার নতুনরূপে প্রাচীন মিশরের কৃষ্টি, সভ্যতা সম্বন্ধে সম্যকরূপে জানবার সুযোগ করে দিতে পেরে নিজেদের গৌরবান্বিত ও ধন্য মনে করছি। বর্তমান কাগজ সঙ্কট, নিত্য বিদ্যুৎবিভ্রাটের মধ্যেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় গ্রন্থ প্রকাশের বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করতে হলেও স্বল্প মূল্যেই এই পুস্তক পাঠক সমাজে নিবেদন করা হোল। প্রখ্যাত লেখকের এই 'মিশরের ডায়েরী' একদা অধুনালুপ্ত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় মাসের পর মাস প্রকাশকালে সমগ্র দেশে তুমুল আলোড়ন পড়ে গেছলো এবং পরবর্তীকালে বহু অধ্যাপক, গুণী, মনীষী এই প্রাচ্য মিশরকে তাঁদের গবেষণার বিষয়বস্তু করেছেন। বস্তুতঃ মিশরের আকর্ষণ এখনো সমানভাবে বর্তমান। পৃথিবীর বিভিন্ন লেখকের কাছে চিরদিন এই মিশর রহস্য-রোমাঞ্চের খনিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে ও হচ্ছে।

অধ্যাপক চৌধুরী একদা শিক্ষার্থীরূপে মিশর ভ্রমণে গেছলেন এবং দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থানকালে মিশরের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে অকুণ্ঠভাবে মিশেছেন। সেখানকার কৃষক, মজদুর, দোকানদার থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীমণ্ডলী এবং সে দেশের সম্বন্ধে সম্যক যে জ্ঞান আহরণ করেছেন, তার ফলশ্রুতি এই 'মিশরের ডায়েরী'। তাঁর আহরিত জ্ঞানের সমস্তটুকু একক উপলব্ধি না করে ভবিষ্যতের জ্ঞানী, গুণী, গবেষক এবং সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের দরবারে হাজির করে তিনি যে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তা আজও অম্লান এবং কালের কষ্টিপাথরে তা চির-ভাস্বর হয়ে থাকবে।

আমরা এই বিখ্যাত পুস্তকটি দীর্ঘদিন পরে পুনঃপ্রকাশ করে ধন্য। ভবিষ্যতে অধ্যাপক চৌধুরীর অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থ, যা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য,—সেগুলি প্রকাশ করতে সচেষ্ট রইলাম।

—বিনীত

প্রকাশক।
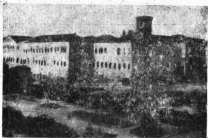
অ্যামেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়, বেরুথ

২য় খণ্ড

মিশরের ডায়েরী

প্রথম খণ্ড

যাত্রাপথে

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪—

শুক্লা একাদশী। বিজয়ার আনন্দোৎসবের রেশ তখনও বাংলার আকাশ বাতাস জুড়ে র'য়েছে। রাত্রির অন্ধকার না কাটতেই বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজার বন্ধুবর সত্যপ্রসন্ন সেনের মোটরকার সশব্দে আমাদের যাত্রার ইঙ্গিত জানালো। আমরা বাড়ীর সকলেই প্রস্তুত, ৫ মিনিটের মধ্যেই গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের দিকে যাত্রা ক'রলুম। বি-ও-এ-সি (ব্রিটিশ ওভারসিজ্ এয়ার কর্পোরেশন) তাদের যাত্রীবাহী মোটর দিয়ে গ্রেটইষ্টার্ণে আমাদের তুলে নিলে। প্রায় সাড়ে পাঁচটায় সমস্ত যাত্রী মোটরের অপেক্ষায় বি-ও-এ-সির প্রতীক্ষা-গৃহে ব'সে আছেন। প্রত্যেকের যৎসামান্য ৪৪ পাউণ্ড লাগেজ নিয়ে ভারবাহী মোটর লরী এগিয়ে চ'লল। তারপর আমাদের যাত্রা সুরু। ১১ জন যাত্রী সকলেই অপরিচিত।

অন্ধকারের অন্তরালে চলেছে আমাদের অতি সুন্দর শব্দবিহীন মোটর। পাশে অভিনন্দন ও বিদায় অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন বহু আত্মীয়, আত্মীয়া— সকলের মুখেই আশঙ্কার অস্পষ্ট ছায়া। হয়ত বিদায়ের প্রাক্কালে আশঙ্কার আভাস আরও ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছিল। বোধ হয় যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে অন্ধকারের আবরণ মনকে দৃঢ় করবার জন্য অধিকতর সুযোগ দিয়েছিল। হয়ত বা কারো কারো চোখ অশ্রুসজল হ'য়ে উঠেছিল। ইউরোপের যুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি, অপরিচিত মিশর দেশ, অনাত্মীয়, নির্ব্বান্ধব; ভাষা, ধর্ম্ম, সংস্কার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে চলেছি দূরে—অতি দূরে; কোন্ অলক্ষ্য দেবতার ইঙ্গিতে—কে জানে? চলা যখন সুরু হ'য়েছে, পশ্চাৎ তখন সম্মুখে।

ছয়টায় আমাদের যাত্রীবাহী মোটর বালীর সেতু পার হ'য়ে বি-ও-এ-সির মেরিন এয়ার-বেস (Marine Air-base)-এ প্রবেশ ক'রল। নিঃশব্দ, নির্জ্জন পথে কোন মানুষ, পশু অথবা যান বাহন কিছুরই সাক্ষাৎ পাইনি। বোধ হয়, ভবিষ্যৎ নিঃসঙ্গতার অতি স্পষ্ট ইঙ্গিত। মোটর থেকে নেমে দেখলাম আমার

সঙ্গে র'য়েছেন দশজন যাত্রী। সকলেই শ্বেতাঙ্গ। আমরা তিনজন মাত্র অসামরিক তার মধ্যে একটি সস্ত্রীক যুবক। তিনজন কানাডিয়ান সামরিক, চারজন ব্রিটিশ, আর একজনকে ঠিক চিনলাম না। আমাদের রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেল মোটর লঞ্চের দিকে। ভারী সুন্দর লঞ্চ—পরিষ্কার ঝকৃঝকে। মনে হয় যেন এইমাত্র কারখানা থেকে বেরিয়ে এসেছে। বসবার জায়গায় পাশাপাশি কুশন দেওয়া দুগ্ধশুভ্র গদি। দুই শ্রেণী, মাঝে পথ। দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা পৌছলাম সী-প্লেন (Sea-plane) এর পাশে। মাঝিরা আমাদের সিঁড়ি নামিয়ে দিল। আমরা উঠলাম প্লেনের ভিতরে।

সী-প্লেন এরোপ্লেনের চেয়ে সাধারণতঃ আকৃতিতে বড়। সামনে দু'টি ঘর। একটি কাপ্টেনের, অপরটি ড্রাইভারের। পিছনে বাথরুম, লাভেটারি এবং পান্‌ট্রি। মাঝখানে পাসেঞ্জারদের জন্য তিনটি প্রকোষ্ঠ। সামনের প্রকোষ্ঠে ৬টি বসবার জায়গা, খুব পুরু গদি, পিছনে হেলান ইজি চেয়ারের মত। আমরা ঢুকলাম তার পরের কেবিনে। আটটি বসবার জায়গা। বামপাশে লম্বা প্রায় শোবার মতন গদি, আসনগুলোর সামনে ছেলেদের পড়ার ডেস্কের মতন সাজান; তার উপর রয়েছে একখানা ক'রে Statesman খবরের কাগজ। একটি বড় কাগজের ব্রেকফাষ্ট বক্স, উপরে লেখা B. O. A. C. শেষের কেবিন ধুমপান প্রকোষ্ঠ—এখানেই শুধু ধূমপান করা যায়, অন্য জায়গায় নয়। সেখানে মাত্র চারিটি বসবার জায়গা। প্রত্যেকটি আসন আলাদা। পাশে কাঁচের জানালা, বাহিরে সব দেখা যায়—আকাশ, মাটি ও দিগন্ত।

একটু পরেই কাপ্টেন এসে দেখিয়ে দিল, কেমন ক'রে বিপদের সময় প্যারাসুট দিয়ে আত্মরক্ষা ক'রতে হবে। আমাদের লাইফজ্যাকেট পরা শিখিয়ে দিল। প্রত্যেক জানালার কাছে এমন বন্দোবস্ত র'য়েছে যে, প্লেন এর যে কোন জায়গা থেকে বিপদের সময় প্যারাসুট অথবা লাইফবেল্ট প'রে লাফিয়ে পড়া যায়। এই সমস্ত কাজ শেষ ক'রতে এক মিনিটের বেশী সময় দরকার হয় না। কিন্তু সত্যি যখন এরোপ্লেনে বিপদ আসে, তখন সেই এক মিনিটও পাওয়া যায় না।

দেখতে দেখতে আমাদের প্লেন বিরাট দৈত্যের মতন গর্জ্জন ক'রতে ক'রতে জলের উপর দিয়ে এগিয়ে চ'লল। সে কি ভীষণ বিকট! ষ্টীমার সব চেয়ে জোরে চলার সময় চাকার আলোড়নে জল যেমন আর্তনাদ করে, তার চেয়েও সহস্র গুণ! প্রায় ২ মিনিট পরে আমাদের প্লেন উপরে উঠেছিল, বেশ বুঝতে

পারছিলাম। বাইয়ের দিকে অস্পষ্ট আলো। বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রণাম ক'রে যাত্রা আরম্ভ করলাম। ৫ মিনিটের মধ্যে আমার সামনের সিভিলিয়ান ভদ্রলোক ডেস্কে মাথা এলিয়ে দিলেন। বুঝলাম এয়ার সিক্‌নেস (Air sickness) হ'য়েছে। আমার ভয় হলো—আমারও তাই হবে। আমি কিছু না ভেবে একটু লেবু মুখে ক'রে দু'পাশ দেখতে দেখতে এগিয়ে চ'ল্‌লাম—খানিকটা অনুসন্ধিৎসা, খানিকটা নূতনের মোহে। তখনও প্লেন খুব উপরে উঠেনি, বোধ হয় অনভ্যস্ত যাত্রীদের সুবিধার জন্য। ৫ মিনিটের মধ্যে আমরা বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে গেলাম। তারপর প্লেন ধাপে ধাপে উপরে উঠছিল। বেশ বুঝতে পারছিলাম উপরেই উঠছি—ধাপে ধাপে, যেমন লিফ্‌টে উপরে উঠে। আমার এয়ার সিক্‌নেস হ'লো না। ক্রমে আধঘণ্টা চলার পরে বুঝলাম—বীরভূম জেলার উপর দিয়ে যাচ্ছি; কারণ ঘর বাড়ীগুলো খড়ের চালা—পুরোনো ধরণের, অট্টালিকা বিরল; মাঝে মাঝে গাছের ঝোপ, অসংলগ্ন। আমি শিশুর আনন্দ ও কৌতূহল নিয়ে দুপাশের বনানী ও সূর্য্যের আলোর খেলা দেখছি। হঠাৎ শব্দ হ'তেই দেখি, পাশের ভদ্রলোক প্রাতরাশের জন্য ব্রেকফাষ্ট বক্স্‌ খুলছেন। অন্যকে খেতে দেখে আমারও ক্ষিদে পেলো। এবার ব্রেক-ফাষ্ট আরম্ভ হ'লো।

বাক্স খুললাম। প্রথমেই কাগজে মোড়া কাঠের কাঁটা, ছুরি—তারপর একটি লেবু, একটি কলা, কয়েকখানি স্যাণ্ডউইচ্‌—খেতে বেশ। কয়েকখানা বিস্কুট, পেষ্ট্রী, রুটির রোল, খুব পুরু মাখন মাখান। মন্দ ক্ষুধা নিবৃত্তি হ'লো না। লেমন স্কোয়াস পান্ট্রিতে র'য়েছে—বিভিন্ন রেফ্রিজারেটারে চা, কফি। কাগজের গ্লাস র'য়েছে। নিষেধ নেই, যার যত ইচ্ছা খেলেই হ'লো। তার পাশে র'য়েছে একটা বড় বাক্স। উপরে লেখা "লাঞ্চ"—কেউ সে বাক্স খুলল না। দুপুরের অপেক্ষা ক'রতে হবে।

কেবিনে ফিরে এসে সবাই Statesman প'ড়তে আরম্ভ ক'রল। আমি কাগজ প'ড়তে প'ড়তেই ঘুমিয়ে প'ড়লাম। প্রায় সাড়ে নয়টার সময় ঘুম ভেঙে গেল, কারণ প্লেন ধাপে ধাপে নীচে নামছিল। পাশে চেয়ে দেখলাম,—বিরাট সহর এলাহাবাদ। গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে প্লেন নামল। এলাহাবাদ আমার চেনা সহর। ত্রিবেণী সঙ্গম আমার পরিচিত তীর্থ। বিরাট শব্দে প্লেন জলে নামল। মোটর লঞ্চ এগিয়ে এল। তিনজন যাত্রী নেমে গেল। ছয়জন উঠল, পাঁচজন আর্মি অফিসার—একজন সিভিলিয়ান—B.O.A.C.র পোশাক পরা।

দশ মিনিট ত্রিবেণী সঙ্গমে বিশ্রাম ক'রে প্লেন আবার গর্জ্জন ক'রে উঠলো। এবার খুব উপরে উঠছি বুঝতে পারলাম। নীচের সমস্ত জিনিস—ঘরবাড়ী, গাছপালা সব একাকার। মনে হ'ল যে পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কেটে গেছে। আমার বেশ ভালই লাগছিল। আর্ম্মি অফিসাররা কেউ কেউ গা এলিয়ে দিল, বোধ হয় এয়ার সিক্‌নেস। আবার কাগজ প'ড়তে লাগলাম। শরীরটা একটু নিঝুম মনে হ'চ্ছিল। বোধ হয় মানসিক উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া। যখন একটা বাজে, অনুভব ক'রলাম প্লেন নেমে আসছে। ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলাম পাশে কালো পাথরের স্তূপ, নীচে নীল জলরাশি। কিছু কল্পনা করবার আগেই কাপ্তেন্ এসে ব'ল্লে—**গোয়ালিয়র**। যারা দিল্লীর যাত্রী, তারা বামদিকে—যারা করাচীর যাত্রী, তারা ডানদিকে।

আমরা মাত্র ছয় জন যাত্রী ডানদিকের লঞ্চে চ'ড়লাম। কাপ্তেন্ আমাদের সঙ্গে ছিলেন; তিনি ব'ললেন—এবার লেক ক্রুইজ—অর্থাৎ শরীরকে একটু সবল করবার জন্য জলবিহার। দশ মিনিট হ্রদের জলে লঞ্চ ঘুরে ফিরে আমাদের তীরে নিয়ে এল, সামনে বিরাট অক্ষরে লেখা রয়েছে—**রেষ্টহাউস, গোয়ালিয়র এয়ারপোর্ট**। জনমানব বিহীন প্রকৃতির একান্তে রচিত অত্যন্ত বিস্ময়কর স্থান। সবই যেন মানুষের হাতে প্রকৃতি তার অপরূপ সৃষ্টিসম্ভার সঁপে দিয়েছে, মানুষ তাকে কাজে লাগাবে। আমরা উপরে উঠে রেষ্ট হাউসে আশ্রয় নিলাম। হাত মুখ ধুয়ে বারান্দায় ব'সলাম। সম্মুখে অবারিত মাঠ দিগচক্রবাল রেখার সঙ্গে মিশে গেছে। পশ্চাতে নীল জল, উর্দ্ধে নীল আকাশ। শান্ত সমাহিত নীরব শূন্যতা, কি বিরাট আরাম! সারাদিনের ক্লান্তি দূর করবার জন্য এই বিশ্রামাগার, বিমানবিহারী যাত্রীদের চিত্তবিনোদনের নানা আয়োজন। আমরা একটু শীতল জল, লেমন স্কোয়াস পান ক'রে চ'ললাম প্লেনের দিকে।

এবার প্লেনে উঠেই বিদ্যুৎগতিতে আকাশের দিকে চ'লেছি। উর্দ্ধে আরও উর্দ্ধে—মেঘের পর মেঘ ছাড়িয়ে মেঘের দেশে চ'লেছি। নীচে সীমাহীন বালুকা-রাশি, শূন্যে মেঘ, মধ্যে আমাদের আকাশের এই যান চ'লেছে পশ্চিমের পানে। শরীর ক্রমশঃ ভার বোধ হ'চ্ছিল, নিশ্বাস ঘন হ'য়ে আসছিল। শীত—সমস্ত শরীর শীতে আড়ষ্ট। কানাডিয়ান সৈন্যেরা তিনজনেই মেঝের উপর শুয়ে পড়ল। একজন পারাসুট পরে নিল। আর একজন পায়ের গালিচা গায়ে তুলে নিল। বেচারি! অতি সামান্য মাত্র আভরণ ও আবরণ। কাপ্তেন্ প্রত্যেক

যাত্রীকে একখানা করে খুব পুরু কম্বল দিয়ে গেল, কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়। আমার মাথা যেন খালি, অথচ ভারী বোধ ক'রলাম। প্রায় পনের হাজার ফিট উপর দিয়ে চ'লেছি। মনে হ'ল এয়ার সিকনেস হবে। আমি পান্‌ট্রিতে গিয়ে লাঞ্চ খেয়ে নিলাম, শুনেছিলাম, শূন্য উদর সী-সিকনেস ও এয়ার সিকনেসএর সহায়ক। রেফ্রিজারেটারে রয়েছে পানীয়ের তালিকা; লাঞ্চ বক্সে রয়েছে খাদ্যের তালিকা—মাংস, রুটি, কেক, বিস্কুট, মাখন, ফল। আমি খুব পরিপূর্ণ উদর নিয়ে নিজের আসনে ফিরে এলাম। সোয়েটার, কোট, তার উপরে জার্ম্মান ওভারকোট, কম্বল তার উপরে, তবু শীত। সামনে ডেস্কে মাথা দিয়ে শুয়ে প'ড়লাম। নীচে কি হ'চ্ছে দেখবার অবসর নেই, শক্তিও নেই, তবু চেষ্টা ক'রলাম—রাজপুতনার মরুভূমির সঙ্গে একটু সাক্ষাৎ পরিচয় ক'রেনি। চারিদিকে বাতাস ভারী, আমাদের সামনের কেবিনের মহিলাটি বার বার বমি ক'রছেন। বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু গিয়ে দেখব কি হচ্ছে, সে শক্তিও ছিল না। ক্রমশঃ অবসন্ন দেহে তন্দ্রার আবেশে চোখ বুজে রইলাম। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলান। ক্যাপ্টেন্ এসে ব'ললে করাচী এসেছি।

নীচের দিকে চেয়ে দেখলাম আকাশচুম্বী অট্টালিকা, পাশে নীল জল, উপরে নীল আকাশ। দূরে নগরের পথ, জলে জাহাজ, পথ জনবিরল। স্বপ্নোত্থিতের মতন ঠাকুরমার ঝুলির অশোক কুমারের রাজপুরীর কথা মনে হ'ল। দশ মিনিটের মধ্যে আমরা লঞ্চে নেমে এলাম। করাচী হোয়ার্ফ পার হ'য়ে জাহাজের পথ ধ'রে তীরে এলাম। সেখানে B. O. A. C.র মোটর আমাদের নিয়ে এল এয়ারবেসে। ঠিক যেন বালীর এয়ারবেসের দ্বিতীয় সংস্করণ। একজন এয়ার অফিসার ব'ললেন—আপনারা রেষ্টহাউসে বিশ্রাম করুন। পরে যাত্রার সময় বলা হবে। রেষ্টহাউসে ব'সে একটু বিশ্রাম ক'রতেই একজন B.O.A.C.র অফিসার এসে ব'ল্লেন,—আপনাদের জিনিষ নিন, কাল করাচী থেকে কোন প্লেন পশ্চিমে যাবে না। আপনাদের হোটেলে বন্দোবস্ত করে দেওয়া হ'চ্ছে। একটু অস্বস্তি বোধ ক'রলাম,—বিমানযাত্রার অনিশ্চয়তা। পাঁচ মিনিট পরেই আবার তিনি ব'ললেন—অধ্যাপক রায়চৌধুরী নর্থ ওয়েষ্টার্ণ হোটেলে যাবেন, আপনার কার এসেছে। অন্য আর এক কারে আপনার জিনিষ হোটেলে পাঠান হ'ল। আমি কারে উঠ্‌ছি, পেছন থেকে ডাকছে—মাখন্‌ দা! আশ্চর্য্য! এই অপরিচিত স্থানে নাম ধ'রে কে ডাকবে! পিছন ফিরে দেখি, নোয়াখালির ক্ষিতীশ সেন, বর্ম্মা প্রত্যাগত, অধুনা করাচী B.O.A.C.র অফিসার। আমি

কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই ব'ল্লেন—কাল ১১টায় নর্থ ওয়েষ্টার্ণ হোটেলে পাঁচ নম্বর কামরায় দেখা ক'রব। আপনার আগমন-বার্ত্তা কলকাতা থেকে সরকারী সংবাদে পেয়েছি।

ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে হোটেলে এলাম। সঙ্গে B.O.A C.র লোক। হোটেলের কেরানী আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেল। B.O.A.C.-র লোক বল্লে,—আপনার ডিপারচার কার্ড যথাসময়ে আপনাকে দেওয়া হবে; তার ভিতরে আপনার যাত্রার সমস্ত সংবাদ থাকবে।

হোটেলে পাঁচ নম্বর ঘর। ঘর অর্থাৎ—তিনটি কক্ষ। প্রথম বসবার সেলুন, তারপর শোবার ঘর, তার পাশে ড্রেসিংরুম। পশ্চাতে বাথরুম। সেলুনে র'য়েছে একখানি বড় টেবিল, চারখানি চেয়ার, দু'খানি ইজি চেয়ার, টানা পাখা, নীচে গালিচা। শোবার ঘরে রয়েছে একখানি ছোট টেবিল, দুইখানি চেয়ার, একখানি ইজি চেয়ার, একটি ড্রেসিং আলমারী, স্প্রিংএর খাট, ঝকঝকে বিছানা—বেশ নরম। আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। বেয়ারা গরম জল দিয়ে গেল। খুব ভাল করে স্নান ক'রলাম। সারাদিনের ক্লান্তি, বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে প'ড়লাম। সাড়ে দশটার সময় উঠে দেখলাম—সব নীরব, নিস্তব্ধ, দরজার সামনে লম্বা গোঁফ দাড়িওয়ালা 'বয়' আমার জন্য অপেক্ষা ক'রছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম,—আমার ডিনার। সে ব'ল্লে—এখানে ডিনার ত' দেওয়া হ'য়েছে। আমি ভাবলাম সে ঠাট্টা ক'রছে। কিন্তু খবর নিয়ে জানলাম সত্যিই বেয়ারা বেচারা আমাকে ডেকে গেছে। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গাতে সাহস করেনি। ঘুমন্ত সাহেবকে জাগান গুরুতর অপরাধ। হয়ত' সেজন্য তার চাকুরীও যেতে পারে। হায় বেয়ারা! সে অপরাধই যদি ক'রত, তা'হলে যে তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রতাম। সাহেব সাজার প্রথম শাস্তি উপবাস। জানি না, এটা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত কিনা। যাক, অনেক খুঁজে গৃহিণীর দেওয়া কয়েকটি নারকেলের নাড়ু, বিজয়ার সন্দেশ আর জল খেলাম। সমস্তটা নিঃশেষ করলাম না। কারণ, হয়ত' পথে আবার প্রয়োজন হ'তে পারে।

২৮শে সেপ্টেম্বর—'৪৪

ভোরের হাওয়ায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। বেশ অন্ধকার। পশ্চাতের বারান্দায় বিগ্‌নোলিয়া লতার ফাঁকে ফাঁকে অস্পষ্ট আলোক দিনের আগমন-বার্ত্তা জানিয়ে

দিচ্ছিল। আমি একটু প্রার্থনা ক'রে নিলাম। আলো জেলে দেখি ঘড়িতে সাড়ে সাতটা। তবু বেশ গাঢ় অন্ধকার। বেয়ারা এল, ব'ললাম—গরম জল। বেচারা রাত্রির অভুক্ত সাহেবকে গরম জল ও স্নানের সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিল। স্নান শেষ ক'রে এসে দেখি—রুটি, মাখন, চা টেবিলের উপর সাজানো র'য়েছে। সকাল বেলার চা পান শেষ ক'রে হোটেলের অফিসে গিয়ে B. O. A. C.কে ফোন ক'রলাম—আমার যাত্রার সময় জানাতে। তারা উত্তর দিলে—নাইট কার্ডে লিখে যথাসময়ে জানান হবে। তবে সী-প্লেনে যে যাওয়া হবে না, এটা ঠিক। Ensigne অর্থাৎ ল্যাণ্ডপ্লেনে যাওয়া হবে—বস্‌রা, বাগদাদ, প্যালেষ্টাইন ঘুরে। বস্‌রাতে একরাত্রি থাকতে হবে, তারপর বাগদাদ। বেশ ভালই, ইরাকটা দেখা যাবে।

বেলা নয়টার সময় বেয়ারা এসে বল্লে,—ব্রেকফাষ্ট। অভুক্ত সাহেবকে বেচারা যত্ন করবার জন্য ব্যস্ত। হোটেলের সকলেই ইউরোপীয় সামরিক কর্ম্মচারী ও শ্বেতাঙ্গিনী—একচারিণী অথবা সহচারিণী। আমিই একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ। পাশে বিরাট প্রকোষ্ঠের এক অনাড়ম্বর কোণে অতি সংযত হস্তে অনভ্যস্ত ছুরি, কাঁটা ব্যবহার ক'রে উপবাস ভঙ্গ করা গেল। প্রায় দশটার সময় ফিরে এসে ভাগলপুরে একখানা চিঠি লিখলাম। তখন মিঃ ক্ষিতীশ সেন এসে উপস্থিত হ'লেন। প্রবাসে আত্মীয়-বান্ধবহীন স্থানে পরিচিতের অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ লাভে খুব আনন্দ হ'লো! এরোপ্লেন, সী-প্লেন, সাণ্ডারলাণ্ড প্লেন প্রভৃতি যাত্রীবাহী আকাশ যানের সম্বন্ধে অনেক সংবাদ নিলাম। অনেক নূতন বিষয় জানলাম। কবে কোথায় কখনও কোন দুর্ঘটনা এরোপ্লেনে হয়েছে কি না, তা'র সংবাদও নিলাম। তাঁর সঙ্গে সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত গল্প ক'রলাম। মাঝখানে একটার সময় আবার চা খেয়ে মিঃ সেনের গাড়ীতে সহর ঘুরবার জন্য বেরুলাম।

করাচী চমৎকার শহর! মরুভূমির মধ্যে কাঁকর ভেঙ্গে সহর তৈরী করা একটা অপূর্ব্ব ব্যাপার। সহর তো ভারতের মধ্যে দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, বরোদা, বম্বে, মাদ্রাজ, মহীশূর, জব্বলপুর, কলিকাতা—কতই দেখলাম। সব সহরেই স্থানবিশেষ, অংশ-বিশেষ সুন্দর ও পরিষ্কার। কিন্তু করাচীর মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, পরিষ্কার, সুবিশাল পথ, অত্যুচ্চ অট্টালিকা, অদৃশ্য নিঃসরিণী, ধূলিকণা-শূন্য রাজপথ আর ভারতের মধ্যে চোখে পড়ে না। সারাদিন মৃদুমন্দ মলয় কচ্ছ উপসাগর থেকে প্রবাহিত হ'য়ে আসছে। পরিশ্রান্ত পথিকের বিশ্রামের জন্য করাচীর সিন্ধু শীকর-সিক্ত বায়ু হিল্লোল অতি আরামপ্রদ। একটি দিন করাচীতে

বিশ্রাম করায় শরীর বেশ সুস্থ ও সবল বোধ ক'রলাম। আর চক্ষু ত' সার্থক হ'লোই।

অনেকক্ষণ সহর ঘুরে মিঃ সেন আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে আরও দু'জন বাঙ্গালী যুবক আছে—B. O. A. C.র অফিসার। একজন ভাগলপুরের বিভূ মুখার্জ্জী, আমার প্রাক্তন ছাত্র। মিঃ সেন আমাকে ব'ল্লেন,—কায়রোতে বড্ড শীত, আমার গায়ের গরম সোয়েটার যথেষ্ট নয় তিনটি পুল-ওভার আমার হাতে দিয়ে ব'ল্লেন,—যেটি পছন্দ হয় নিন। আমাকে কিন্তু-ভাবাপন্ন দেখে হেসে ব'ল্লেন,—এই তিনটিই আমার স্ত্রীর হাতের তৈরী। আপনার লৌকিকতা নিষ্প্রয়োজন। জোর ক'রে সব চেয়ে ভাল পুল-ওভারখানা আমায় দিলেন। বিদেশে এই বন্ধুটির সহৃদয়তা আমাকে মুগ্ধ ক'রেছিল। জানি—তিনি ধন্যবাদপ্রত্যাশী নন, তবু তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে নিজে তৃপ্ত হ'লাম।

তারপর B. O. A. C.র প্রধান কার্য্যালয়ে এলাম—বিভূ মুখার্জ্জীর সঙ্গে দেখা ক'রতে। সে এরোপ্লেনের distribution ও weight officer। কে কোথায় ব'সবে, কোন্ ভার কোন্ অংশে নির্দ্দিষ্ট হবে, তাই তার কাজ—অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। বিভূর সঙ্গে দেখা হ'তেই সে ব'ল্লে,—মাষ্টারমহাশয়, আপনার ওজন ১৫২ পাউণ্ড। আপনার জন্য খুব ভাল জায়গা প্লেনের ভিতর নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়েছি। আপনার এয়ার-সিকনেস্ হবে না। কালকে আমরা আপনাকে ভোর বেলা প্লেনে তুলে দেব। আপনার নাইট কার্ড আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। বড় আনন্দ হ'লো—যাত্রার সুবিধার জন্য নয়, প্রবাসে পরম আত্মীয়তার দাবী অনুভব ক'রে।

তারপর হোটেলে ফিরে এসে রাত্রি ১০টার সময় নাইট কার্ড পেলাম—যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা লিখিত একখানি চিঠি। তাতে লেখা আছে—

Airport of KARACHI.

LOCAL TIME is 6 hours 30 mins. FAST on Greenwich.

CURRENCY COUPONS value Rs. 5/-) may be cashed at Rs. 3/5 each.

ENQUIRIES of any kind will gladly be dealt with by the Company's representative.

ARRANGEMENTS FOR TO-MORROW

30. 9. 44

(DATE)

(1) You will be called at 5.00 A. M. (Local time)

(2) Your baggage will be collected at 5. 30 A. M. (Lacal time)

(3) The car will leave THE HOTEL at 5. 45 A. M. (Local time.)

(4) The airliner is due to leave at 7.30 A. M. (Local time)

MEALS will be served as follows—

Breakfast }
Lunch } ON BOARD
Tea }
Dinner··· ·· AT BASRAH

Prof. Roy Choudhury.

২৯শে সেপ্টেম্বর, '৪৪—

ঠিক নাইট কার্ড অনুসারে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হ'লো। আমরা ছয়টায় B. O. A. C র অফিসে এসে উপস্থিত হ'লাম। বিভিন্ন হোটেলের যাত্রী সমবেত হ'য়েছে। নূতন কয়েকজন যাত্রীও আমাদের সঙ্গী হ'লো। তার মধ্যে একজন মস্কো যাত্রী, জাতিতে পার্শী, বাগদাদ নেমে তেহরান হ'য়ে মস্কো যাবেন। আর একজন ত্রিবাঙ্কুর নিবাসী মিঃ সিলভ্‌রাজ, পুণা থেকে চ'লেছেন মধ্য প্রাচ্যের Y. M. C. A.-এর সেক্রেটারীর কাজ নিয়ে। অন্যান্য বারো জন যাত্রী। আমরা প্রায় ৮ মাইল মোটরে এসে মারী এয়ার ষ্টেশনে পৌছলাম। আমাদের সমস্ত জিনিষপত্র সেন্‌সর করা হ'লো। ডাক্তারি সার্টিফিকেট দেখলো। বেশ কৌতুহলের ব্যাপার। এই কাজটা শেষ হ'তে পাঁচ মিনিট মাত্র সময় লাগল। এর জন্য রয়েছে দু' জন ডাক্তার, পাঁচজন কাষ্টম্‌স্ অফিসার, তিন জন ছাড়পত্র পরীক্ষক, দশ জন পুলিশ। কি বিরাট যজ্ঞ, অথচ কি সামান্য আহুতি!

মাল্টী বিমান ঘাঁটি অতি বৃহৎ। বহির্ভারতের অনেক বিমান এই ঘাঁটিতে অবতরণ করে। অবারিত মাঠ—চারি পাশে জনমানব, বৃক্ষলতা কিছুরই চিহ্নমাত্র নাই। শুধু একখানি বিমানপোত দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রী নিয়ে পশ্চিমের পথ চ'লবে। বিরাট, অতিকায় দৈত্য। অন্ধকার জয় ক'রে আলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার জন্য নীরবে অপেক্ষা ক'রছিল। আমরা প্লেনে উঠ্‌বামাত্রই এক মিনিটের মধ্যে সে বিমান-দৈত্যের কি বিরাট গর্জ্জন। পাঁচ মিনিট কাল পাঁয়তারা ক'সে উঠল আকাশের পথে। অন্ধকার তখনো আলোর সঙ্গে দ্বন্দ্ব ক'রছিল। তার রাজত্ব পৃথিবীর বুকে আর কতক্ষণ! একটু পরেই দেখি চলেছে জলের উপর দিয়ে—গাঢ় কালো জল, অন্ধকারে আরো কালো হয়ে র'য়েছে। মাঝে মাঝে সাদা পেঁজা তুলার মতন মেঘখণ্ডের সংস্পর্শে এসে অন্ধকার আরো স্পষ্টতর হ'য়ে উঠেছে। অন্ধকারের কোলে কালো, সাদা মেঘশিশুগুলির লুকোচুরি খেলা—আলোর অন্তরালে আরো সুন্দর দেখায়। দার্জ্জিলিংএর পথেও এই মেঘশিশুর খেলা দেখেছি পাহাড়ের কোলে, কিন্তু সেখানে সবুজ বনস্পতির অন্তরালে, তাই সে সৌন্দর্য্য অন্যরূপ। যাক আলো-অন্ধকারের দ্বন্দ্বে আলোরই জয় হ'লো।

আমরা পশ্চিমযাত্রী। পূবের আকাশ দেখতে দেখতে চ'ললাম। কিন্তু অরুণ দেবের দেখা আর পেলাম না, মেঘ সূর্য্যের সারথিকে ঢেকে দিয়েছে। আমরা আকাশের বহু উপরে উঠলাম। আরো উপরে—ক্রমশঃ দেখলাম, আমাদের চারিদিকে মেঘ ছুটে আসছে, মেঘের পরে মেঘ, তার উপরে মেঘ, তারা যেন মানুষের হাতে গড়া বিমান-দৈত্যের আকাশ অভিযানের বিরুদ্ধে তাদের মৌন প্রতিরোধ জানাচ্ছে। আমাদের বিমান মেঘপুঞ্জকে খণ্ড বিখণ্ডিত ক'রে বিজয়ী সেনানীর মতন জয়গর্ব্বে স্ফীত হয়ে চারিদিকে বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা ক'রে চলেছে। মানুষ আর প্রকৃতির দ্বন্দ্ব—শেষফল এখনো অনিশ্চিত।

স্থলপথচারী বিমান জলপথচারী বিমান থেকে বোধ হয় বেশী আরামপ্রদ। যাক্ আরাম জিনিষটা ব্যক্তিগত। আমাদের বিমান Agrica মাত্র বারজন যাত্রী নিয়ে চ'লেছে। একজন বড় সাহেব সস্ত্রীক চ'লেছেন লণ্ডনে। একজন মস্কোযাত্রী। আমার পাশে একটি শিখ যুবক মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে যাচ্ছেন ছুটি শেষ ক'রে। পশ্চাতে মিঃ সিলভ্‌রাজ, অন্যান্য সব সৈন্য। ব্রেকফাষ্ট বক্স্ ভেঙ্গে আমরা খেলাম—সেই মাংস, ফল, ডিম, মাখন, রুটি—সেই কাঠের কাঁটা,

চামচে। ফ্লাস্কে র'য়েছে—জল, বরফ, কফি, চা, লেমন জুস। খাওয়ার ব্যবস্থা বেশ। প্রাচুর্য্যের অন্ত নাই। এবার আমরা প্রায় ১০ হাজার ফিট উপরে উঠেছি। নীল জল, নীল আকাশ, নীল আবেষ্টনে আমাদের এলুমিনিয়ামের তৈরী শ্বেতকায় বিমান চারিদিকের নীলের স্পর্শে নীলাভ হ'য়ে উঠেছে। মেঘের ফাঁকে সূর্য্যের কিরণ বিচ্ছুরিত হওয়ায় প্রকৃতি এক অভিনব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ক'রে চ'লেছে। কলিকাতা—করাচীর পথে আমার ঘুম পেয়েছিল। এবার অচেনা পথ যেন আমায় বেশী আকর্ষণ ক'রলো। জল স্থির, বিমান স্থিরগতি, আমি স্থির, চারিদিক নিস্তব্ধ। অসীম শূন্যের মধ্যে একমাত্র বিমানগতির শব্দ, সেটাও আর শব্দ ব'লে মনে হ'চ্ছে না। কারণ অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলাম। মহাকবি ভবভূতির উত্তররামচরিতে রামচন্দ্রের লঙ্কা থেকে অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তনের যে বিমানযাত্রার বর্ণনা র'য়েছে, তা স্মৃতি পথে জেগে উঠল। কালিদাসের বর্ণনার মধ্যে প্রকৃতির বৈচিত্র্যের কাহিনী প্রচুর। কিন্তু এখানে প্রকৃতির শূন্যতা ব্যতিরেকে আর কিছুই অনুভব করা যায় না। উর্দ্ধে সীমাহীন আকাশ, নিম্নে দিগন্তব্যাপী লবণাম্বুরাশি, পার্শ্বে বিরাট শূন্যতা—সে শূন্যতা স্পর্শ করা যায়। সমুদ্র আমার কাছে নূতন নয়। নোয়াখালীতে জন্ম। শিশুবেলা থেকে সমুদ্র দেখেছি। চট্টগ্রামের পোতাশ্রয়ে দাঁড়িয়ে বঙ্গোপসাগর দেখেছি, অবিশ্রান্ত ঊর্মিমালার কি বিরাট আলোড়ন! বম্বেতে India Gate এর সামনে দাঁড়িয়ে আরব সাগর দেখেছি—কি শান্তি, বিরাট প্রশান্তি! মাদ্রাজের সাগর-সৈকতে দাঁড়িয়ে ভারতমহাসাগরের উন্মত্ত নর্ত্তন দেখেছি। লবণাক্ত জলধারায় অবগাহন ক'রেছি। সমুদ্র আমার কাছে অতি পরিচিত। কিন্তু আজকের মতন আকাশ থেকে এমন কাল, নিস্তব্ধ জলরাশি—আর দেখিনি। মানুষ এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে অনায়াসে নিজকে হারিয়ে ফেলতে পারে।

আমাদের বিমান যথাসময়ে জীবানি বিমানকেন্দ্রে (Jiwani Airport) নামল। বেলুচিস্তানের মধ্যে কোয়েটার সীমান্তে জনবিরল বৃক্ষলতাহীন মরু-প্রান্তর। খিলাতের খান সাহেবের নিকট থেকে ব্রিটিশ এই স্থান বন্দোবস্ত নিয়ে নূতন বিমানকেন্দ্র স্থাপন ক'রেছে, রসিদ আলির বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই। এখানে দশ মিনিট বিশ্রাম ক'রলাম। তারপর ওমান উপসাগরের তীরে সার্জ্জা নামক একটা বিমানকেন্দ্রে বিশ্রামের জন্য নাম্‌লাম। ভীষণ গরম স্থান। চারিদিকে উত্তপ্ত বালু। দুই একটা খেজুর গাছ ভিন্ন জীবনের কোন চিহ্নই নাই। বহুদূর থেকে গাধার পিঠে ক'রে জল আনা হয়। বিমানকেন্দ্রে

বিশ্রামাগারে পৌঁছে আমরা দেখলাম—এই দুর্জ্জয় বালুকারাশি জয় ক'রে মানুষ অতি সুন্দর গৃহ, অট্টালিকা নির্ম্মাণ ক'রেছে। আমি প্রবেশ পথে দেখলাম—একটি বাঙ্গালী যুবক। আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন—একটু সন্দিগ্ধ ও সস্মিত দৃষ্টি। সার্জ্জার পথে কোন অসামরিক বাঙ্গালী বৎসরাধিক কাল তিনি দেখেন নি। সাহস ক'রে আমার সঙ্গে কথা ব'লতে পারছিলেন না, যদিও কথা বলবার খুব ইচ্ছা দেখলাম। আমি এগিয়ে এসে তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রলাম,—আপনি কি মিঃ সেন? তিনি আরও আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। তাঁর মুখ থেকে কথা স'রছিল না। আমি হেসে ব'ল্লাম,—আপনার ভাই করাচী এয়ার পোর্টে আপনার কথা ব'লেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা ব'লতে দেখে ভিতর থেকে আরও দু'জন বাঙ্গালী যুবক বেরিয়ে এলেন। আমার খুব আনন্দ হ'ল। তাঁদের আনন্দ বোধ হয় আরও বেশী। গগন সেন (হুগলী), মণি মিত্র (ফরিদপুর), ক্ষিতীশ কর (ময়মনসিংহ)—তিনটি বাঙ্গালী যুবক বেতার-অফিসে কাজ করেন। বহুকাল পরে একজন বাঙ্গালী পেয়ে তাঁরা যেন স্বদেশের অংশবিশেষের সন্ধান পেলেন। পরম আত্মীয়জ্ঞানে অতি যত্নে আমাকে তাঁদের বাসগৃহে নিয়ে খাওয়ালেন। আমাকে কিছুতেই B. O. A. Cর লাঞ্চ খেতে দিলেন না, যদিও তাঁদের রেশন্ অত্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ ছিল। প্রায় ৪৫ মিনিট তাঁরা বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক সূক্ষ্মতম সংবাদ—দুর্ভিক্ষ, বন্যা, অনাচার সমস্ত জেনে নিলেন। কি তীব্র আকাঙ্ক্ষা সামান্য সংবাদটুকুর জন্য! তাঁরা আমাকে ওমান উপসাগরের মণিমুক্তা ও ব্যবসার কথা ব'ল্লেন। অনেক দুঃখ ক'রলেন যে, বাঙ্গালী কোন যুবক ভাগ্য অন্বেষণে এ দেশে আসে নি। বম্বের সঙ্গে ওমান উপসাগরের মুক্তা ব্যবসায়ীদের খুব লাভজনক কারবার চ'লছে। তারপর আবার বিমান সঙ্কেতে আমরা এগিয়ে চ'ল্লাম **বাহেরিণের** পথে।

আমাদের পথ চ'লেছে—এক পাশে মরুভূমি, আর এক পাশে সাগর। উপর থেকে দেখা যাচ্ছিল যেন একখানি শ্বেতপট্টবাস ধরণীর বক্ষ আবৃত ক'রে র'য়েছে। ওমান উপসাগরের জলরাশি স্বল্পতরঙ্গ, অতি শান্ত ও শুদ্ধ। মেঘের ছায়ায় কখনো কখনো জলের উপর রঙ্গের খেলা ও বর্ণ চাতুর্য্য—ভারী চমৎকার, অতি অপূর্ব্ব! আমার কৌতূহল অপরিসীম। প্রকৃতির সেই আনন্দময়ী মূর্ত্তি—একদিকে রিক্তা বৈরাগ্যময়ী বসুন্ধরা, অপরদিকে প্রাচুর্য্যময়ী পূর্ণসলিলা অম্বুধি। প্রকৃতির কি অপরূপ রূপ! প্রায় সাড়ে তিনটায় সময় অনুভব করলাম, অদূরে মনুষ্যাবাস। কারণ, কচিৎ খর্জ্জুরবৃক্ষ মরুভূমির বক্ষে দাঁড়িয়ে

র'য়েছে, আর একটু দূরে দু' একটি ক্ষুদ্র বেদুইন কুটীর, আড়ম্বরবিহীন অথচ মনুষ্যাবাস সূচনা ক'রছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা **বাহেরিণ** সহরের চিত্র দেখতে পেলাম। উপর থেকে মনে হ'চ্ছিল, শুষ্ক মরুভূমির প্রচ্ছদপটে সবুজ উদ্যানবাটিকা। পোতাশ্রয়ে বিশ্রামাগারে প্রথম আরব সেখের (Arab chief) সাক্ষাৎ পেলাম। সুস্থ সবল দেহ, ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রু, মস্তকের শুভ্র আচ্ছাদন জড়িয়ে রয়েছে, কৃষ্ণবর্ণ আগালা (বেল্ট)। স্কন্ধদেশ থেকে লম্বমান গালাবাইয়া (আচ্‌কান)। তার উপরে সোনালি সূতার কারুকার্য্য, আর পদযুগলে বিচিত্র কারুকার্য্যময় চপ্‌পল, হস্তে জপমালা। ইহাই সাধারণ আরব গোষ্ঠীপতির বেশ। এরা বড্ড তাড়াতাড়ি কথা বলে। একজন বাঙালী'র সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি সামান্য রঙ্গীন পানীয় গ্রহণের জন্য আহ্বান ক'রলেন। অক্ষমতা জানিয়ে মার্জ্জনা প্রার্থনা ক'রলাম। তিনি স্মিতমুখে ব'ল্লেন ;—আপনার বিদেশ যাওয়া বৃথা। আমি উত্তর দিলাম—আপনার বিদেশবাস সার্থক জেনে আমি কৃতার্থ। তারপর এরোপ্লেনে ফিরে এসে দেখি—আমার সিগারেটের কৌটার অর্দ্ধেক শূন্য। পাশের তিনজন কানাডিয়ান সৈন্যের মুখে দেখলাম, আমারই কাভেণ্ডার সিগারেট। আমাকে দেখে তারা একটু অপ্রস্তুত হ'ল। সিগারেট নেওয়াতে দুঃখিত হই নি, চুরি করাতে নিজেই লজ্জিত হ'লাম ; আমি তাড়াতাড়ি কৌটাটা এগিয়ে তাদের আরো সিগারেট দিলাম। কম্পিত হস্তে তারা সিগারেট নিল ; কিন্তু মুখে বেশ অপ্রস্তুতের ভাব দেখলাম। ব'ল্লাম,—দরকার হ'লে আরো নেবে, লজ্জা কিসের !

তারপর **বসরার** পথে যাত্রা সুরু হ'ল। প্রায় ৭ হাজার ফিট উপরে উঠেছি ; হঠাৎ অনুভব ক'রলাম, এরোপ্লেন খুব দুল্‌ছে। মাথা স্থির রাখতে পারছিলাম না। সামনের মহিলাটি তাঁর স্বামীর কোলে মাথা দিয়ে অবশ হ'য়ে শুয়ে প'ড়লেন। আর অনবরত বমি। ক্রমশঃই এরোপ্লেনে দোলা বেশী হ'তে লাগল। সাত আটজন শুয়ে প'ড়ল। প্লেন একবার উঠছে, একবার নামছে, কখনও কখনও পাশ কাটাচ্ছে। জানালা দিয়ে বাইরে দেখলাম ধূলির সমুদ্র। সমস্ত পাংশুবর্ণ। শিখ কাপ্টেন ব'ল্লেন,—ধূলর ঝড় উঠেছে। স্থির হ'য়ে থাকুন। মরুভূমিতে ধূলির ঘূর্ণিবায়ু অতি ভীষণ। আমরা অনেক উপর দিয়ে যাচ্ছি। ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি কিন্তু মরুভূমির ধূলির ঝড়কে সানন্দে অভিনন্দন জানালাম। ভয়ঙ্করেরও অভিজ্ঞতা বরণীয়। আধ ঘণ্টা পর ধূলির ঝড় কেটে গেল। দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতাগুল্ম ও বেদুইনের কুটীর **বসরার** নৈকট্য

জ্ঞাপন ক'রল। আমরা প্রায় সাতটার সময় **বসরা এয়ারপোর্টে** নামলাম। তখনও সন্ধ্যা হ'তে তিন ঘণ্টা দেরী।

আমাদের হোটেলে নিয়ে এল। **শাত্-ইল্-আরব-হোটেল** (Shatt-Al-Arab-Hotel) মধ্যপ্রাচ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হোটেল বলে বিখ্যাত। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর সঙ্গমস্থলে মরুভূমি চাষ ক'রে নূতন উদ্যান তৈরী করা হ'য়েছে। সাদা বালি, সবুজ বিলাতী মুর্‌গমী ফুলের গাছ, নানা রঙের ফুল, জ্যামিতির সমস্ত চিত্র ও রেখা বৈজ্ঞানিকের কাজে লাগান হ'য়েছে। হোটেলের পশ্চাতেই র'য়েছে নর্ম্ম উদ্যান। সেখানে সঙ্গীত, নাটক, সিনেমা, নৃত্য সমস্ত আয়োজনই র'য়েছে। বিলাতী বাগু দিনে তিনবার তাদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। তাইগ্রিসে মেরিন এয়ার পোর্ট হোটেলের পূর্ব্বদিকে, আর ল্যাণ্ড এয়ার পোর্ট হোটেলের পশ্চিমে। জলে ও স্থলে এই বিমানপোতের সঙ্গম অতি বিচিত্র। আমরা হোটেলে আমাদের নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে ইরাকীয় কাষ্টমস এবং পোর্ট অফিসার নানারকম প্রশ্ন ও সংবাদ নিয়ে আমাদের অব্যাহতি দিলেন। তারপর আমরা লাউঞ্জ-এ ব'সলাম। কি মূল্যবান তৈজসপত্র! প্রত্যেকটি জিনিস যেন কোন বিবাহের উদ্যোগ পর্বের আনুসঙ্গিক দ্রব্যাংশ। আমাদের একটু হট্ ও কোল্ড্ পানীয় (Cold and hot drink) এর ব্যবস্থা ক'রে প্রধান ওয়েটার ফরাসী ভাষায় জানিয়ে দিলে,—বিভিন্ন যাত্রীর নির্দ্দিষ্ট কামরা। আমি ও কাপ্টেন সিং পাশাপাশি কামরায় গেলাম। কামরায় র'য়েছে সমস্ত প্রয়োজনীয় আসবাব, তদুপরি একটি রেডিও, আর একটি টেলিফোন। প্রত্যেক কামরার জন্য একটি ক'রে আলাদা ভৃত্য। আমি স্নান ক'রে বেরিয়ে দেখি, আমার টেবিলে র'য়েছে পরের দিনের বাগদাদ যাত্রার ব্যবস্থা-বিজ্ঞপ্তি; আর এক থালা ফল ও এক গ্লাস লেমন স্কোয়াস। ভৃত্য ব'ল্লে—রঙীন পানীয় চাইলে ভিন্ন দাম দিতে হবে।

আমি জিজ্ঞেস ক'রলাম,—এই হোটেলের দক্ষিণা কত? উত্তর দিল,—প্রথম শ্রেণী ৪ পাউণ্ড, অর্থাৎ ৫৫৲ টাকা দৈনিক। বাস্তবিকই হোটেলের যা' আয়োজন,—আসবাবপত্র, বিলাসের ব্যবস্থা, রেডিও, টেলিফোন, সিনেমা, নৃত্য —তার বিনিময়ে ৪ পাউণ্ড যুদ্ধের দিনে খুব বেশী নয়। তবে মহীশূরের মাউণ্ট পেলিয়ার হোটেলের প্রাকৃতিক দৃশ্যের যে একটা বিশেষ মূল্য অথবা দার্জ্জিলিং-এর মাউণ্ট এভারেষ্ট হোটেলের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য র'য়েছে সেটা মানুষের হাতে গড়া শাত্-ইল্-আরব হোটেলে ছিল না।

এই হোটেলের বিশেষত্ব এই যে কোন বেয়ারা কোন কথা বলে না।

অদৃশ্য শক্তির মন্ত্রবলে এরা চ'লেছে যন্ত্রের মতন। মাত্র প্রধান বেয়ারা কথা বলে। আমরা বেয়ারাকে ডেকে তাইগ্রিসের ওপারে একটি ট্যাক্সির বন্দোবস্ত ক'রে কাপ্তেন সিংহের সঙ্গে বসরা বেড়াতে গেলুম। কাপ্তেন সিং রসিদ আলির বিদ্রোহের সময় প্রথম মালয় থেকে শিখ রেজিমেণ্টের সঙ্গে ইরাকে আসেন। সুতরাং বসরা, বাগদাদ ও নিকটবর্ত্তী স্থান তাঁর পরিচিত। তিনি সঙ্গে থাকাতে অন্যান্য ভারতবাসীদিগের নানা সংবাদ জানতে পেলাম। বহু বাঙ্গালী বসরায় র'য়েছেন, তাঁরা ব্যাঙ্কে, জাহাজে, পোর্ট অফিসে, একাউণ্ট বিভাগে কাজ করেন। যুদ্ধের বহু সামগ্রী বসরা-বাগদাদের পথ দিয়ে তেহ্‌রাণ, চীন ও মস্কোতে যায়। যুদ্ধের সময় ব'লে কাপ্তেন সিং কোন কথা ব'ললেন না, তবে চোখ থাকলে অনেক কিছুই দেখা যায় ও বোঝা যায়।

আমরা প্রায় সাড়ে দশটায় ফিরে এলাম। তখন মাত্র ১ ঘণ্টা রাত হ'য়েছে। পাশে বাণ্ড চ'লেছে। একজন সামরিক কর্ম্মচারীর বিদায় উপলক্ষে নৃত্যের আয়োজন হ'য়েছে। তারপর ডিনার। ডিনার হলে দেখলাম হোটেলে দলে দলে বসরার অভিজাত সম্প্রদায়ের নরনারী—সুবেশা, সুবেশিনী—ভোজনোদ্দেশ্যে সমাগতা। রাজশেখর বসুর ভাষায় "পরণে বাঁদিপোতার গামছা, ঠোঁটে সিন্দুর", মুখে শুভ্ররেণু মণ্ডিত, ভ্রূ-চিত্রিত ; পরিপূর্ণ ইউরোপীয়—সরমের বালাই নেই। পাশে র'য়েছে সুবেশ পুরুষ সঙ্গী। এখানকার অভিজাত সম্প্রদায়ের পক্ষে শাত্‌-ইল্‌-আরব হোটেলের পান ভোজন আভিজাত্যের নিদর্শন।

ডিনারের পর হোটেলের আর এক পাশে বায়স্কোপ হবে। আমি যাব না, তবে আমার প্রকোষ্ঠ থেকে জানালা খুলে দিলে নৃত্যের অংশবিশেষ দেখা যায়। ডিনারের পরে এসে ভাগলপুরে একখানা চিঠি লিখলাম। হোটেলে পোষ্ট অফিস র'য়েছে, ভারতবর্ষের পয়সার বদলে কিছু ইরাকীয় টিকিট ও মিশরীয় পয়সা কিনে নিলাম।

আমরা এবার ঘুমোব। বিছানায় শুয়ে আছি। চিঠি লেখা শেষ হ'য়েছে। পাশের নৃত্যমঞ্চ চঞ্চল চরণাঘাতে রণিত, মাঝে মাঝে বিলাসের অট্টহাসি কানে এসে পৌঁছুচ্ছে ; কখন ঘুমিয়ে প'ড়লাম জানি না—হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গবার পর দেখি ৪টা বেজেছে ; তখনও সঙ্গীতের রেশ চ'লেছে। জানালার পাশে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে দেখছি, ত্রয়োদেশীয় চাঁদ ও মরসুমী ফুলের লুকোচুরি খেলা। আবার ঘুমিয়ে প'ড়লাম, কারণ ভোর পাঁচটায় উঠতে হবে। আমাদের বিমান সাড়ে সাতটায়, আমরা বাগদাদের পথে রওনা হবো।

৩০শে সেপ্টেম্বর, '৪৪

পাঁচটার সময় বি-ও-এ-সির লোক এসে দরজায় আঘাত ক'রে যাত্রার ইঙ্গিত জানাল। স্নান সেরে এসে দেখি পালঙ্ক-চা (Bed-Tea) প্রস্তুত। যাত্রার পোষাক প'রে জিনিসপত্র বেয়ারার জিম্মায় দিয়ে আমরা ব্রেক-ফাষ্টের জন্য ডিনার হলে উপস্থিত হ'লাম। খাদ্যসামগ্রী প্রচুর ; পাশের টেবিলে তিন জন সামরিক কর্ম্মচারী সব যা' খেল, দেখে মনে হ'ল যেন তাদের এই জীবনের শেষ খাওয়া।

ঠিক সাতটার সময় এয়ারপোর্টে এলাম। আমাদের সঙ্গে একজন ইরাকী যুবক—নূতন যাত্রী, চ'লেছে বাগদাদে ; সঙ্গে এসেছে তার মা, ভাই-বোন তাকে তুলে দিতে। সবার কি কান্না! কারণ তার এই প্রথম এরোপ্লেন চড়ার অভিজ্ঞতা। পিতা তাকে সমস্ত বিষয়ে সাবধান ক'রে দিলেন এবং নানা খুঁটিনাটি উপদেশ দিলেন। মা, বোন কয়েকবার তাকে চুমু দিল। তারা সবাই পোর্টের সীমানার বাইরে। শেষ মুহূর্ত্তে ছোট্ট বোনটি তার অশ্রুসিক্ত রুমালটি দূর থেকে ছুঁড়ে দিল। ভাইটি দৌড়ে গিয়ে সেই রুমাল খানি কুড়িয়ে নিল। সব ঘটনাটা দেখে মনে হ'ল ইউরোপীয় পরিচ্ছদের অন্তরালে এখনও লুপ্ত রয়েছে প্রাচ্য মন—স্নেহ, মমতা, যত্ন দিয়ে ঢাকা। ঠিক সাড়ে সাতটায় সময় আমাদের এরোপ্লেন চ'ল্ল বাগদাদের পথে।

এবার সত্যিকারের মরুভূমির উপর দিয়ে চ'লেছি। ডানপাশে **তাইগ্রিস**, বামপাশে দিকচক্রবাল রেখার পানে ছুটেছে সীমাহীন মরু। মাঝে মাঝে দুই এক জায়গায় র'য়েছে খর্জ্জুরবৃক্ষশ্রেণী—কৃষকের অতি নিপুণ হস্তে সাজান। দেখে বোঝা যায় যে কৃষিবিভাগ এই বনবীথির পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করে। প্রায় এক ঘণ্টা চলার পর আবার আমরা প'ড়লাম ধূলির ঝড়ে ; বসরার পথে যে ঝড় দেখেছিলাম, আরবের মরুপ্রান্তে এই ঝড়ের গতি, তদপেক্ষা বহুগুণ বেশী। চারিদিকে কাল ধূলির ঝঞ্ঝা, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ—অবশ্য সেটা বালুকার। সমুদ্রের স্রোতের মত বিরামবিহীন। ধূলি আমাদের স্পর্শ ক'রতে পারে নি, কারণ সমস্ত কাঁচের জানালা। মনে হ'ল বিরাট শূন্য ধূলি দিয়ে তৈরী হ'য়েছে। বসরা থেকে বাগদাদ বিমানপথে ৩০০ মাইল। তার মধ্যে প্রায় ২০০ মাইল পথ ধূলিতে ঢাকা ছিল। **বাগদাদ** এসে নামলাম প্রায় তিন ঘণ্টা পরে। এত বিলম্বের কারণ, ধূলির এবং বিমানপোতের প্রতিযোগিতা।

বাগদাদ এরোড্রাম বিশেষ চমৎকার নয়। তবে খুব বিরাট। এখান

থেকে একটি রেল লাইন চ'লেছে কারবালার দিকে, আর একটি লাইন গেছে তেহ্‌রাণের দিকে, তৃতীয়টি চলেছে উত্তর আরবে মরুভূমির সীমান্ত স্পর্শ ক'রে এলেপ্পোর পথ দিয়ে তুরস্ক অতিক্রম ক'রে ইউরোপ পর্য্যন্ত। এরোপ্লেন থেকে নেমে আমরা পাসপোর্ট, মেডিকেল সার্টিফিকেট দেখিয়ে বিশ্রামাগারে প্রবেশ ক'রলাম। এখান থেকে সহর প্রায় ছয় মাইল। বহু ভারতবাসী নানাপ্রকার যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত হ'য়েছে এই বাগদাদে। সহর দেখার সুযোগ হ'ল না। আধ ঘণ্টা পরে আমাদেব যাত্রা সুরু হবে **প্যালেষ্টাইনের** দিকে।

এবার চ'লেছি বাগদাদ থেকে উত্তর আরবের মরুভূমির উপর দিয়ে প্যালেষ্টাইনের পথে। এরোপ্লেন প্রায় ১০,০০০ হাজার ফিট উপর দিয়ে যাচ্ছিল। নীচে ঘন কৃষ্ণ বালুকার স্তূপ, মাঝে মাঝে ধূলির ঝড়ে বালুকা স্তূপীকৃত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে পরিণত হ'য়েছে। ক্বচিৎ কখনও সমান্তরাল বালুকাক্ষেত্রের ভিতরে রেখার মতন পথ চ'লেছে। বোধ হয় মানুষের পায়ে চলা পথ। কিন্তু এর কোন নিশ্চয়তা নেই—কোথা থেকে আরম্ভ, কোথায় এর শেষ। বালুকারাশি তীব্র হিংস্ররূপ পরিগ্রহ ক'রে যেন মানুষের তৈরী বসতিক্ষেত্রের প্রতিযোগিতার জন্য অপেক্ষা ক'রছে। একবার পথ হারিয়ে গেলে পথিক বিভ্রান্ত হবে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তার রক্ষা পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। সেই জন্য বোধ হয় আরব জাতি অত্যন্ত অতিথিবৎসল। পথহারা পথিকের আশ্রয় অত্যন্ত প্রয়োজন; তাই প্রত্যেক আরব বেদুইন অন্যকে আশ্রয় দিতে উন্মুখ। কারণ, পথ হারান মরুভূমির যাত্রীর পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার। একে অন্যকে আতিথ্য না দেখালে নিজেও বিপদের সময় আতিথ্যের সুযোগ পাবে না। আরবদের হিংস্র চরিত্রের অন্যতম কারণ বোধ হয় পারিপার্শ্বিক মরুভূমির হিংস্র, উগ্র, নৃশংস রূপ। আরব বেদুইনের দুইটি বিরুদ্ধ প্রকৃতি—একদিকে ভয়ঙ্কর, অন্যদিকে অতিথিপরায়ণ। মরুভূমির বালুকাই এর প্রচ্ছদপট। আমি অতি উৎসাহের সঙ্গে এই আতঙ্কজনক হিংস্ররূপ উপভোগ ক'রলাম।

আমরা জেরুজালেমের অপর পার্শ্বে **লীডা** নামক এয়ারপোর্টে নামলাম প্রায় সাড়ে চারটার সময়। একজন ইহুদী গর্ব্বের সঙ্গে জেরুজালেমের কথা ভাঙ্গা আরবী ও ভাঙ্গা ইংরাজীতে ব'লে গেল। জেরুজালেমের অতীত ঐশ্বর্য্যের বিবরণ দিয়ে গেল, এবং ব'ল্লে,—জেরুজালেম না দেখলে আমার মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ ব্যর্থ হবে। আমি তাকে আশ্বাস দিলাম, তোমাদের আতিথ্য একবার গ্রহণ

ক'রব। এখান থেকে লোহিত সাগর ৪০ মাইলেরও কম। আমাদের সহযাত্রী কাপ্টেন্ সিং সস্মিতমুখে বিদায় নিয়ে হাইফার উদ্দেশ্যে চ'লে গেল।

আমাদের পাসপোর্ট পরীক্ষার পর আবার যাত্রা সুরু হবে। লীডা থেকে ১৫ জন যাত্রী আমাদের সঙ্গে **কায়রো** চ'ল। প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় আমরা এশিয়া ত্যাগ ক'রে লোহিত সাগর অতিক্রম ক'রলাম। এখানেও মরুভূমি র'য়েছে, বালুকারাশি অপেক্ষাকৃত ভদ্র আকৃতির, রুদ্র কৃষ্ণবর্ণ নয়। মাঝে মাঝে মেঘের ছায়া প'ড়ে কোথাও কোথাও নীলাভ হয়ে উঠেছে। কোন কোন স্থানে ঘন বসতির সাক্ষাৎ পেলাম—মাঝে মাঝে পয়ঃপ্রণালী, পাশে পাশে সৈন্যশিবির—যুদ্ধক্ষেত্রের নৈকট্যের আভাস পাওয়া যায়। প্রায় সাড়ে ছয়টার সময় আমরা মিশরের রাজধানী **কায়রোর** প্রান্তদেশে একটি এয়ারপোর্টে নামলাম। এটি সহর থেকে ১০ মাইল দূরে। কাষ্টমস্, পাসপোর্ট, ডাক্তারি সার্টিফিকেট তন্ন তন্ন ক'রে দেখা হ'লো। আমাদের সঙ্গের লণ্ডনযাত্রী সস্ত্রীক ইউরোপীয় ভদ্রলোক এইবার প্রথম পাসপোর্ট দেখিয়েই নিষ্কৃতি পেলেন না। তাঁর সুটকেশ যখন খোলা হ'ল, তিনি অত্যন্ত মুখ বিকৃতি ক'রে অস্বচ্ছন্দমনে এই নিয়মের কাছে মাথা নত ক'রলেন। আমাকে পাসপোর্ট অফিসার ব'ল্লেন, —আপনার মিশরে স্থিতির অনুমতি মাত্র এক মাস। আপনি তাড়াতাড়ি এই অনুমতিপত্র পরিবর্ত্তন ক'রে নেবেন। বি-ও-এ-সির মোটর আমাদিগকে নিয়ে এল তাদের কায়রোর অফিসে। সেখান থেকে বিভিন্ন হোটেলে আমাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হবে। আমি ও মিঃ সিলভরাজ হোটেলে না থেকে ওয়াই-এম-সি-এর আশ্রয় নিতে চ'ল্লাম। আমার সঙ্গে সেক্রেটারি মিঃ আলেকজাণ্ডারের নামে কানেডিয়ান মিঃ ডাণ্ডাডেলের একখানি পরিচয় পত্র ছিল। আমি সিলভরাজের পরিচয় ও মিঃ ডাণ্ডাডেলের চিঠির উপর নির্ভর ক'রলাম।

কায়রো

ওয়াই-এম্-সি-এ গৃহ কায়রোর বি-ও এ-সির অফিস থেকে পাঁচ মিনিটের পথ। মিঃ আলেকজাণ্ডার সাইপ্রাসে গিয়েছেন, তাঁর সহকারী মিঃ মালবিয়া আমাদের সাদর সম্বর্দ্ধনা ক'রে নিয়ে গেলেন। তিনি মিঃ সিলভরাজের আগমন-বার্ত্তা পূর্ব্বেই জেনেছিলেন। অত্যন্ত আপ্যায়ন ক'রে আমাদের স্নানের এবং জলযোগের ব্যবস্থা ক'রলেন। রাত্রি নয়টায় আমরা অফিসার মেসে ডিনারে ব'সেছি। আমিই একমাত্র অসামরিক পোষাকধারী অপরিচিত। অন্যান্য সকলেই আমাকে দেখে একটু আশ্চর্য্য হ'লেন। এই যুদ্ধের দুর্য্যোগে হঠাৎ কোন অসামরিক ভারতবাসীর কায়রো আগমন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। মিঃ মালবিয়া আমাকে সকলের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিলেন। একজন ভারতীয় অধ্যাপক ইসলাম সংস্কৃতি চর্চ্চার জন্য এসেছেন এবং এই মধ্য প্রাচ্যে এক বৎসর অবস্থান ক'রবেন। আমার পাশের টেবিলে ব'সেছিলেন একজন অফিসার—নিবাস, সীমান্ত প্রদেশের মর্দ্দান জেলায়, জাতিতে পাঠান। আমার সঙ্গে পনের মিনিট আলাপ ক'রে তিনি আমাকে তাঁর গৃহে অবস্থানের জন্য আমন্ত্রণ ক'রলেন। হিন্দু অধ্যাপক ইসলাম সংস্কৃতির চর্চ্চা ক'রতে এসেছেন ব'লে অত্যন্ত গর্ব্ব অনুভব ক'রলেন এবং আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিলেন। রাত্রি সাড়ে দশটার পর তিনি ওয়াই-এম-সি-এর অনতিদূরে তাঁর আবাসে নিয়ে গেলেন। এই আবাসটি একটি পেনসন্ (Pension)—একজন মিশরীয় মহিলা এই পেনসন্‌টির কর্ত্রী। পেনসন্ হোটেলেরই নামান্তর ও রূপান্তর। গরীব অথবা মধ্যবিত্ত লোকেরা নিজেদের বাড়ীর কিয়দংশ ভাড়া দেন; কখনও বা স-ভোজন কখনও বিনা-ভোজন। ইহার বিনিময়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন। এই তাঁদের উপার্জ্জন। তাঁর পেন্‌সনে আমাকে নিয়ে পাঠান ভদ্রলোক এত রাত্রেও এক পেয়ালা কফি দিয়ে অতিথি সংকার ক'রলেন। বল্লেন,—পরের দিন ভোর বেলা আমাকে আমেরিকান্ এক্সপ্রেস ব্যাঙ্কে নিয়ে যাবেন এবং কয়েকজন আরব ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দেবেন। এই পাঠান ভদ্রলোকের সহৃদয়তা আমার অনেক দিন স্মরণ থাকবে। এঁর নাম কাপ্টেন ফজল করিম খাঁন।

আপ্যায়িত করেন। আমাকে বাঙ্গালী জেনে তিনি ব'ল্লেন,—মহীউদ্দিন নামে আর একজন বাঙ্গালী আল-আজ্‌হরে পড়াশুনা শেষ ক'রে মিশরের রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। তাঁর খোঁজ মিঃ দয়ালদাস দিতে পারবেন। তারপর আমাকে একটু কফিযোগ ক'রিয়ে তাঁর একজন কর্ম্মচারী সঙ্গে দিয়ে ওয়াই-এম্-সি-এ তে পাঠিয়ে দিলেন। আমি অনেকটা আশস্ত হ'লাম যে মিশরে একেবারে নির্বান্ধব হব না।

প্রায় বারটার সময় ওয়াই এম্-সি-এতে ফিরে এসে একখানা চিঠি লিখলাম। দুপুরে মিঃ মালবিয়া জিজ্ঞেস ক'রলেন—প্রফেসর, আপনি কি বিবাহিত?—আমি জিজ্ঞাস ক'রলাম,—আপনার কি সন্দেহ আছে? তিনি বল্লেন,—নিশ্চয়ই। মিঃ সিলভরাজ অবিবাহিত হ'য়েও ভারতে আজকে ভোরেই তিনখানি টেলিগ্রাম ক'রেছেন। আর আপনি একখানাও করেন নি; সুতরাং আপনি নির্ব্বান্ধব। তারপর একটু রহস্যালাপের ভিতর দিয়ে স্থির করা গেল যে, মিঃ মালবিয়া কালকে মার্কনী ওয়ারলেস সাহায্যে ভারতবর্ষে আমার পক্ষ থেকে একখানি কোড টেলিগ্রাম ভাগলপুরে পাঠিয়ে দেবেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে প্রতি সপ্তাহে সুদীর্ঘ পত্র লিখে তাঁর প্রবাসের বহু সময় আনন্দ মুখরিত ক'রে তোলেন। তাঁর অহেতুকী সহৃদয়তা আমি খুব উপভোগ ক'রলাম।

বিকাল চারটার সময় আমি মিঃ শোভরাজের সঙ্গে দেখা ক'রলাম। তিনি মেসার্স পোহোমলের আফ্রিকাস্থিত সমস্ত মণিমুক্তা ব্যবসায়ের উর্দ্ধতন কর্মচারী। তিনি ৪২ বৎসর পূর্ব্বে সাত বৎসর বয়সে মিশরে আসেন; এবং কর্ম্মক্ষমতায় পোহোমল কোম্পানীর উচ্চতম কর্ম্মচারী ও অংশীদার হন। তিনি অতি বিশুদ্ধ হিন্দু; আমার ইসলাম সংস্কৃতি প্রীতির সংবাদ শুনে একটু আশ্চর্য্য হ'লেন। তিনি ইণ্ডিয়া ইউনিয়নের সহ-সভাপতি। তিনি মিঃ দয়ালদাসের নিকট ফোন ক'রে জানিয়ে দিলেন যে প্রফেসর চৌধুরী তাঁর কাছে যাচ্ছেন। তাঁর একটি কর্ম্মচারীকে সঙ্গে দিয়ে আমাকে মিঃ দয়ালদাসের নবপ্রতিষ্ঠিত **ইণ্ডিয়া** নামক দোকানগৃহে পাঠিয়ে দিলেন। ইণ্ডিয়া নাম শুনেই বুঝলাম যে প্রবাসী ভারতবাসী ভারতের নাম প্রচারের জন্য যে কোন সামান্য উপায় গ্রহণ ক'রতে প্রস্তুত। আমি প্রায় পনের মিনিটের মধ্যেই মিঃ দয়ালদাসের দোকানে উপস্থিত হ'লাম। দূরে থেকেই দেওয়ালের উপরে বুদ্ধমূর্ত্তি দেখে আভাস পেলাম যে ভারতের স্থপতি মিশরে কি প্রকার পরিচিত হ'য়েছে।

মিঃ দয়ালদাস নাতিদীর্ঘ, অত্যন্ত শুভ্র দেহ; পঞ্চবিংশতিবর্ষের যুবক, সদা

হাস্যময়। তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি অত্যন্ত পরিচিতের মত হাত ধ'রে ব'ল্লেন—আপনাকেই আমরা চেয়েছিলাম। আমি বুঝতে পারলাম, এই লোকটি কথার ব্যবসায়ী এবং কথাকেই বোধহয় মণিমুক্তা করে ব্যবসা করেন। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই তিনটি গ্রাহকের সঙ্গে বিনা প্রয়োজনে আমাকে পরিচিত করে দিয়ে তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত দোকানের বিজ্ঞাপনরূপে আমাকে ব্যবহার ক'রলেন। লোকটি বুদ্ধিমান্ বটে! তিনি সহর থেকে ১৫ মাইল দূরে হালুয়ান উপকণ্ঠে মিঃ ছোটেলালকে ফোনে ব'ল্লেন—মিঃ মহীউদ্দিনকে যেন তিনি একজন বাঙ্গালী অধ্যাপকের আগমনবার্ত্তা জানিয়ে দেখা ক'রতে অনুরোধ করেন। তাঁর সেখানে কফি সদ্ব্যবহার ক'রে ভারতের অন্যান্য বিষয়ে—বিশেষ ক'রে বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ ও অনাচার সম্বন্ধে কথা বলে বিদায় নিলাম। তিনিও একটি কর্ম্মচারীকে সঙ্গে দিয়ে আমাকে ওয়াই-এম্-সি-এতে পাঠিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে কাপ্টেন করিম ডিনারের বহু পূর্ব্বে আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। তাঁর ইচ্ছা,—তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে তাঁর বাড়ী ঘুরে আসি। আমি পরিশ্রান্ত হলেও তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ক'রতে পারলাম না। কাপ্টেন করিমের বাড়ী গিয়ে দেখি, তিনটি আরবদেশীয় ছাত্র উপস্থিত। তিনি হেসে ব'ল্লেন,—এ'রা আল-আজ্‌হরের ছাত্র—একটির বাড়ী মক্কা, আর দুইটি ইয়ামন নিবাসী। আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য টেলিফোন ক'রে এনেছি। আপনি এ'দের কাছ থেকে আল্-হাজ্‌হরের সমস্ত খবর পাবেন। কাপ্টেন করিমের সহৃদয়তা অসীম। তাঁদের সঙ্গে আল্-আজ্‌হরের বিষয় আলোচনা করে জানলাম, আল্-আজ্‌হরের ছুটি এখনও শেষ হয় নি। আমার ভালই হ'ল। নিজের স্থান ও স্থিতির ব্যবস্থা করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

তারপর প্রায় সাড়ে আটটার সময় কাপ্টেন করিম আমাকে নিয়ে এলেন "ইণ্ডিয়ান মুসলিম এসোসিয়েশনের" অফিস ঘরে। কয়েকজন ভারতীয় ও মিশরীয় ভদ্রলোক সেখানে ব'সেছিলেন, তার মধ্যে দীর্ঘতম দেহ, কৃষ্ণতম বর্ণ, শ্বেতকৃষ্ণ শ্মশ্রুবিভূষিত মুখমণ্ডল, ইউরোপীয় পোষাক পরিহিত একজনকে দেখে বুঝলাম, ইনি সভার মধ্যমণি। কাপ্টেন করিম সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ ফারোকী সাহেব এসে ব'ল্লেন যে, মিঃ দয়ালদাস, মিঃ জেঠমল, মিঃ শোভরাজ প্রত্যেকেই তাঁর কাছে ফোন ক'রে আমার আগমন-বার্ত্তা জানিয়েছেন। তিনি ভেবেছিলেন যে কাল আমার সঙ্গে দেখা ক'রবেন। ফারোকী সাহেবের চেহারা দেখে তাঁর ভিতরটা বোঝা যায় না। তিনি স্পষ্ট ও

পরিষ্কার ভাষায় কথাও ব'লতে পারেন না, অথচ প্রত্যেকটি কথা খুব সরল ও আন্তরিকতাপূর্ণ। ফারোকী সাহেবের সঙ্গে এই অপ্রত্যাশিত দেখা—সেটা খুব ভাল লাগল। তিনি এক পেয়ালা চা আমাকে এগিয়ে দিলেন। বড় সুন্দর চা —এলাচির গন্ধে ভরপুর। আমি চা না খেয়ে চায়ের ঘ্রাণই নিচ্ছিলাম। ফারোকী সাহেব আলমারি থেকে এক কৌটা চা বের ক'রে আমার নাকের কাছে ধ'রলেন। এলাচি আর জাফ্রাণের গন্ধ মিশিয়ে ভারি সুন্দর আমেজ! তিনি ব'ল্লেন,—এ আমার তৈরী চা, চা-বাগানে ব্লেণ্ড করা নয়, আমি আমার টেবিলে ব্লেণ্ড করি। অতি সহজ নিয়ম। একটু কাপড়ে এলাচি ও জাফ্রাণ বন্ধ ক'রে কৌটোর ভিতরে রাখুন। দেখবেন, এলাচ চা হয়ে গেছে। কেমন সুন্দর ব্লেণ্ড বলুন তো!

সরল ফারোকী সাহেব নিজের কৃতিত্বে নিজেই মুগ্ধ। এমন সময় একটি যুবক,—বয়স তার ২৪।২৫, ক্ষীণকায়, শ্যামবর্ণ, অর্দ্ধ গোঁফ সমন্বিত—কারো দিকে না দেখে ফারোকী সাহেবকে বল্লেন,—ভারতবর্ষ থেকে একজন প্রফেসর এসেছেন; মিঃ ছোটেলাল আমাকে এই খবর দিয়েছেন। মিঃ দয়ালদাস তাঁকে ফোন করে জানিয়েছিলেন। তাঁর খবর পাওয়া যায় কি? কাপ্টেন করিম বল্লেন,—হাঁ, প্রফেসরের খবর আমি দিতে পারি, যদি আমাকে ডিনার খাওয়ান হয়। ফারোকী সাহেব বল্লেন,—আমি দিতে পারি খবর, যদি আমার এখানে তুমি ডিনার খাও। এই ব'লেই তিনি আমার পরিচয় ক'রে দিলেন, আরও ব'ল্লেন, —এবার বাঙ্গালী বাঙ্গালী মিলে যাবে। সেই যুবক আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে ব'ল্লেন—আপনি প্রফেসর চৌধুরী, বাঙ্গালাদেশ থেকে এসেছেন? অনেকদিন বাঙ্গালায় কথা কইনি। আপনার সঙ্গে বাঙ্গালায় কথা কইব। আর একজন বাঙ্গালী আছেন বটে আল্-আজহর-এ, তিনি বাঙ্গালায় কথা ক'ন না। মুর্শিদাবাদে বাড়ী; উর্দ্দুতেই কথা ক'ন। এই যুবকটির নাম মহীউদ্দিন। আমি জিজ্ঞাস করলাম, আপনার বাড়ী? তিনি বল্লেন নোয়াখালী; গ্রামের নাম জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম,—ঠিক আমারই পাশের গ্রাম। মহীউদ্দিন এবার নোয়াখালীর ভাষায় আমার সঙ্গে কথা আরম্ভ ক'রলেন। অন্যান্য ভদ্রলোক ছিলেন—তাঁদের উপস্থিতি তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রেই কথা ব'লছিলেন। আমারও খুব ভাল লেগেছিল। প্রথমতঃ বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ, তারপর আমারই পাশের গ্রামের, বিশেষতঃ, তাঁর বাঙ্গলায় কথা বলার আগ্রহ দেখে খুবই আনন্দ লেগেছিল। আমরা প্রায় সাড়ে নয়টায় সময় সভা ভঙ্গ ক'রে চ'ল্লাম। ফারোকী

সাহেব ব'লে দিলেন যে, কালকেই আমার পাসপোর্ট ব্রিটিশ কন্‌সলটে নিয়ে রেজেষ্ট্রী ক'রে নিতে হবে ; তিনি আমাকে কাল এগারটার সময় সেখানে নিয়ে যাবেন। মহীউদ্দিন ব'ল্লেন যে—তিনি কাল পাঁচটার সময় এসে মিঃ দয়ালদাসের "ইণ্ডিয়া"-তে নিয়ে যাবেন ; আমার কাগজপত্র দেখে তিনি অধ্যয়নের এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা ক'রবেন।

আমার খুব আনন্দ হ'চ্ছিল ; এই অপরিচিত, নির্বান্ধব দেশে কয়েকজন সহৃদয় ভারতবাসীর সাক্ষাৎ পেলাম। এরা হিন্দু নয়, মুসলমান নয়—এরা ভারতবাসী।

২রা অক্টোবর, '৪৪

ফারোকী সাহেব আজ এগারটার সময় ওয়াই-এম্-সি-এতে এসে আমাকে ব্রিটিশ কন্‌সালের অফিসে নিয়ে গেলেন। পথে তিনি তাঁর জীবনের অনেক কাহিনী ব'লে গেলেন। তিনি রাজপুতনার অধিবাসী এবং বিগত যুদ্ধের সময় পারস্য ও তুরস্কে ব্রিটিশের আর্মিতে যুদ্ধ ক'রেছিলেন ও সেই অবধি তিনি পারস্যে র'য়ে গেছেন। পারস্যে তিনি একটি ভারতীয় সমিতি স্থাপন ক'রেছিলেন। এখনও তেহ্‌রানে সেই সমিতি র'য়েছে। তিনি অত্যন্ত তীব্র ভারতীয়। তিনি ব'ল্লেন—১৯৪২ সালে তিনি হায়দারাবাদ থেকে বকরত্‌উল্লা স্বাক্ষরিত একখানি আমন্ত্রণপত্র পেয়েছিলেন। ইণ্ডিয়ান মুসলিম এসোসিয়েশনের সম্পাদকরূপে তিনি যেন মিশরে পাকিস্থান সমর্থক মুসলিম লীগ স্থাপন করেন। ফারোকী সাহেব উত্তরে বকরত্‌উল্লাকে পাকিস্থানের উদ্দেশ্য, এবং পাকিস্থানের পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেন। তারপর বকরত্‌উল্লা ফারোকী সাহেবের সঙ্গে আর পত্রালাপ করেন নি। ফারোকী সাহেব ব'ল্লেন—বকরতউল্লার পত্রখানি এখনও তাঁর কাছে আছে।

আমরা প্রায় সাড়ে এগারটার সময় ব্রিটিশ কন্‌সালের অফিসে এলাম। যথারীতি আমার পাসপোর্ট রেজেষ্ট্রী হ'ল। ফারোকী সাহেবকে ব্রিটিশ কন্‌সাল অফিসের প্রায় সকলেই চেনে। কারণ, তিনি প্রবাসী ভারতবাসীর কন্‌সাল সংক্রান্ত সমস্ত কাজেই উৎসাহের সহিত সাহায্য করেন। আমার পাসপোর্ট রেজেষ্ট্রীর পর কন্‌সালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। ভারতবর্ষে যেমন বিরাট অফিস, সাজসজ্জা, বিলাস-বিভ্রম বিলাতী

সাহেবেরা উপভোগ করেন, এখানে তার এক-চতুর্থাংশও নয়। কন্‌সাল আমার পরিচয় পেয়েই বল্লেন,—তিনি আমার আগমনের সংবাদ পেয়েছেন। ভারতবর্ষের প্রতি সূক্ষ্মাতিতম সংবাদও বৈদেশিক বিভাগের জালে ধরা পড়ে। আমার মতন নগণ্য শিক্ষার্থীর আগমন বার্ত্তা কন্‌সাল দপ্তরের বন্ধন থেকে অব্যাহতি পায় নি। তিনি আমাকে অতি শান্ত এবং সুমিষ্ট ভাষায় আগমনের উদ্দেশ্য এবং বাসস্থানের কথা জিজ্ঞেস ক'রলেন। আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে আমার পরিচয় দিয়ে, আমার একটি বাসস্থানের সন্ধান দেওয়ার জন্য অনুরোধ ক'রলাম। তিনি বুদ্ধিমানের মত ঈষৎ মস্তক সঞ্চালনের পর মন্তব্য ক'রলেন, যে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত। কোন মুখ্য ভারতবাসীর সঙ্গে তিনি আমার পরিচয় করিয়ে দিতে অপরাগ। কারণ, ভারতবাসীরা মিশরে একাধিক দলে বিভক্ত। যদি আমাকে প্রফেসর নারু-দি-পামিষ্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, তবে মিঃ গণেশিলাল অসন্তুষ্ট হ'বেন। অবশ্য একটু পরেই ব'ল্লেন—যে আমি যেন তাঁর সংস্পর্শে থাকি। তা'হ'লে তিনি আমার বাসস্থানের জন্য চেষ্টা ক'রবেন। ফারোকী সাহেবের মুখের দিকে লক্ষ্য ক'রলাম, কারণ বিদেশে ভারতীয়দের এই বিবাদ-বিসম্বাদের সংবাদ একজন ইংরেজের মুখে শ্রুতিমধুর নয়। আমি কন্‌সালের অফিস ত্যাগ ক'রে বাইরে এসে ফারোকী সাহেবকে জিজ্ঞেস ক'রলাম—এই ভদ্রলোক কি কখনও ভারতবর্ষে ছিলেন? উত্তর পেলাম,—এই ব্রিটিশ ভদ্রলোক জাপান কর্ত্তৃক মালয় থেকে বিতাড়িত, অধুনা মিশরস্থিত ভারতীয়দের —তথা তৎসমজাতীয়দের ভাগ্যবিধাতা ব্রিটিশ কন্‌সাল। অধিক বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

বিকাল পাঁচটায় সময় মিঃ মহীউদ্দিন আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। তাঁর কাছে ভারতীয়দের সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পেলাম। তিনি ব'ল্লেন—বিদেশে ভারতবাসীরা ভারতীয়দের নিরাশ্রয়তা ও পরাধীনতার গ্লানি অত্যন্ত বেশী অনুভব করেন এবং যে সব ভারতবাসী ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বিদেশে আসেন তাঁদের অর্থ-স্বাচ্ছল্য এবং বিলাস-জীবন দেখে বিদেশীয়েরা মনে করে ভারতের ঐশ্বর্য্য প্রচুর। অনেক সময়ই তাঁরা অনেক গ্লানিকর কাজ করেন, যার বিবরণ অত্যন্ত অপমানকর—বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ের পক্ষে।

আমরা সাড়ে পাঁচটার সময় মিঃ দয়ালদাসের 'ইণ্ডিয়াতে' এলাম। তিনি তাঁর উপরের ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরখানি অতি মাত্রায় ভারতীয়। সম্মুখে বুদ্ধদেবের ধ্যানমূর্ত্তি। পার্শ্বে ক্ষুদ্রাকৃতি আগ্রার তাজমহল। প্রাচীরগাত্রে

অজন্তার চিত্রাবলী। বিক্রয়ের জন্য সুসজ্জিত র'য়েছে ঢাকা, বেনারেস, মোরাদাবাদ, মহীশূর, সিংহল প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানের দেশীয় উপাদানে, দেশীয় হস্তে প্রস্তুত দ্রব্যাবলী। মনে হ'ল, ভারতের কোন বিখ্যাত নগরীর সুসজ্জিত বিপণিতে ভারতের খণ্ডিতাংশ স্থানান্তরিত হ'য়েছে। মিঃ দয়ালদাস হিন্দি ব'লতে পারেন না, তাঁর ভাষা ফরাসী, আরবী, গ্রীক এবং ইংরাজী। তিনি একজন গ্রীক মহিলার পাণিগ্রহণ ক'রেছেন। তাঁর বিরাট ব্যবসায়ের শাখা আফ্রিকার বহু নগরীতে প্রতিষ্ঠিত র'য়েছে। কিন্তু তিনি মনে, প্রাণে এবং কার্য্যে ভারতীয়। কিছুক্ষণ স্বাগত সম্ভাষণ ও আলাপ-আলোচনার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম,—প্রফেসর নারু-দি-পামিষ্টের পরিচয়। তিনি সন্দিগ্ধনেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলেন,—আপনি তাকে কি ক'রে চেনেন? আমি তখন ব্রিটিশ কন্‌সালের সঙ্গে আলাপের বিবৃতি দিলাম। তিনি কন্‌সালের সম্বন্ধে যা বল্লেন,—তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। নারুর সম্বন্ধে ব'ল্লেন,—ক্রমশঃ এই ভারতীয় বীরের পরিচয় পাবেন। মিঃ দয়ালদাস খুব চতুর এবং বয়সের তুলনায় যথেষ্ট অভিজ্ঞ। আমরা আটটার সময় বাংলার দুর্ভিক্ষের কিঞ্চিৎ আলোচনা ক'রে সুবিশাল রাজপথ দিয়ে আলোর খেলা উপভোগ ক'রতে ক'রতে ওয়াই-এম্-সি-এর পথ ধ'রে চ'ল্লাম। অনেকদিন পরে কলকাতার অন্ধকারের রাজত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে কায়রোর আলোর মন্দিরে এসে বেশ অভিনবত্ব উপভোগ ক'রছিলাম। সাড়ে আটটার সময় ওয়াই-এম্-সি-এতে ফিরে এলাম। মিঃ মহীউদ্দীন ব'ল্লেন—আল-আজ্‌হর বিশ্ববিত্থালয় খুলতে এখনও দেরী আছে। তিনি আমাকে পরের দিন রাজকীয় বিশ্ববিত্থালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডাঃ হাসানের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দেওয়ার জন্য কায়রোর উপকণ্ঠে গিজাতে নিয়ে যাবেন। তারপর তিনি বিদায় নিলেন।

৩রা অক্টোবর, '৪৪

সাড়ে আটটার সময় মিঃ মহীউদ্দিন আমাকে বিশ্ববিত্থালয়ের অধ্যাপক ডাঃ হাসানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য এলেন। আমরা ট্রাম ধ'রে চ'লেছি; আমার কায়রোতে ট্রামচড়ার এই প্রথম অভিজ্ঞতা। এখানকার ট্রামে একটি, দুইটি অথবা তিনটি গাড়ী। প্রতি গাড়ীতে প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণী আছে। মহিলাদের জন্য পৃথক কেবিনের বন্দোবস্ত র'য়েছে, অবশ্য তাঁরা

ইচ্ছা ক'রলেই পুরুষের কেবিনে আসতে পারেন। কিন্তু বিপরীত নীতি নিয়ম-বিরুদ্ধ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পুরুষ, নারী এক সঙ্গেই বসেন। প্রথম শ্রেণীতে অতি সূক্ষ্ম বেতের কাজ করা কুশান। কোন পাখার বন্দোবস্ত নাই; প্রয়োজনও হয় না। কতকগুলো দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী রয়েছে কুলীগাড়ীর মতন। পাশে কোন আবরণ নাই। ছারপোকা অত্যন্ত শক্তিশালী, অতি পুরু গরম কাপড়, গরম জামা সত্বেও তা'দের দংশনের তীব্রতা অনুভব করা যায়। কণ্ডাক্টরের বাঁশী দ্বারা যাত্রা এবং স্থিতি নিয়ন্ত্রিত হয়। ট্রামে ভীড় আমাদের দেশ অপেক্ষাও বেশী, কলকাতার ট্রাম অবশ্য কায়রোর ট্রাম অপেক্ষা অনেক সুন্দর এবং সুপরি-চালিত। ট্রামের কণ্ডাক্টর বেশী অভদ্র নয়, কিন্তু প্রায়ই বিদেশীয়দিগকে পয়সার বিনিময়ে প্রতারণার চেষ্টা করে। টিকিটের মূল্য কলকাতার চেয়েও চতুর্গুণ। সহরের কেন্দ্রস্থল থেকে গিজার উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর ভাড়া (যাতায়াতের) ১।/০, দূরত্ব ৮ মাইল। টিকিট পাঞ্চ করার নিয়ম নাই। এক ফার্লং দূরে দূরে লেখা রয়েছে, "মাহত্‌তাতা—ষ্টেশন।" এখানকার যানবাহনের গতি দক্ষিণমুখী (বাই-দি-রাইট)। অবশ্য পৃথিবীর সব জায়গায়ই যানবাহন নিয়ন্ত্রিত হয়—বাই দি রাইট—একমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ছাড়া। এখানে ড্রাইভারের পাশে যাত্রীরা প্রায়ই ভীড় ক'রে দাঁড়ায়; অনেক সময় স্কুলের ছেলেরা ট্রামের ছাদে বসে। মহিলাদের সম্মানার্থে প্রায় কেহই তার আসন ত্যাগ করে না। অবশ্য বৃদ্ধাকে দেখে কেহ কেহ ভদ্রতা করেন, কিন্তু তরুণীকে দেখে শিভ্যাল্‌রি দেখাবার প্রথা এখানে অচল।

আমরা চ'লেছি সহরের সর্ব্বাপেক্ষা সুবিশাল রাজপথ শারাহ্‌ ফোয়াদ দিয়ে (শারাহ্‌ শব্দের অর্থ পথ)। দুই পাশে অতি উচ্চ অট্টালিকা—বৈজ্ঞানিক স্থপতির নিয়মানুসারে নির্ম্মিত, সুরুচিপূর্ণ সজ্জায় বিভূষিত। প্রায়ই বিপণিশ্রেণীর দ্রব্যসম্ভার ইচ্ছুক এবং অর্দ্ধ-ইচ্ছুক ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং লোভ জন্মায়। আমি দুই পাশের পথ ও বিপণিশ্রেণী লক্ষ্য ক'রে চ'লেছি, মাঝে মাঝে মিঃ মহীউদ্দিন অট্টালিকার খ্যাতি ও ইতিহাস অথবা বিশেষত্ব জানিয়ে দিচ্ছিলেন। অকস্মাৎ আমাদের ট্রাম একটি স্বল্পসলিলা স্রোতস্বিনী অতিক্রম ক'রে চ'ল্ল। মিঃ মহীউদ্দিন ব'ল্লেন,—এই নীলনদের শাখা। আমি চমকিত হ'লাম—এই নীলনদ! নীলনদের জল মোটেই নীল নয়, অত্যন্ত বালুকাপূর্ণ, তরঙ্গচিহ্ন মাত্র নাই। আমার হঠাৎ মনে প'ড়ল, মিঃ এ, এন্, মিত্র (চানু বাবু) আমাকে ক'লকাতায় বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর মিশর ভ্রমণের সময় নীলনদ দেখে সব

চেয়ে বেশী নিরাশ হ'য়েছিলেন। নীলের নামের সঙ্গে একটু রোমান্স জড়িয়ে আছে, কিন্তু এই অ-নীল, অ-স্বচ্ছ, নিস্তরঙ্গ, জলধারা সম্পূর্ণ বৈচিত্র্যবিহীন। আমি বিশেষ চিন্তা করার পূর্ব্বে নীলের শাখার সেতু অতিক্রম ক'রে এলাম। শাখার পাশ দিয়ে চ'লেছে মিউনিসিপ্যাল পার্ক। দে'খলাম,—স্বাস্থ্যবান্, সুস্থ, জীবন্ত শিশুর দল খুব উৎসাহের সঙ্গে পার্কে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাছেই বিরাট বৃক্ষশ্রেণী, সমস্ত পথের এক দিকটাকে ছায়াচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।

আমরা প্রায় ন'টা কুড়ির সময় ডাঃ হাসানের বাড়ীর কাছে এলাম। মিঃ মহীউদ্দীন ব'ল্লেন,—ডাঃ হাসান অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের সাড়ে নয়টায় সাক্ষাতের সময় নির্দ্ধারিত হ'য়েছে। সুতরাং আমরা একটু পরেই যাব। মিঃ মহীউদ্দীন আমাকে নিকটবর্ত্তী বিরাট প্রাসাদগুলি ও গৃহস্বামিদের কিছু কিছু পরিচয় দিচ্ছিলেন। একটু দূরেই তিনি মিশরের একজন প্রাক্তন রাজদূতের অট্টালিকা দেখিয়ে ব'ল্লেন,—ইনি পূর্ব্বে বম্বেতে মিশরের রাজদূত ছিলেন। তাঁর গৃহে একটি মিউজিয়ম র'য়েছে।—তার সমস্তই ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থপতি, শিল্প, চিত্র, মুদ্রা এবং পুস্তকাবলী। তিনি গর্ব্ব করেন যে, ভারতীয় মুসলমানগণ তাঁকে এই সমস্ত ভারতের সম্পদ বিদায়ের দিনে স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ উপহার দিয়েছেন। মিঃ মহীউদ্দিন অত্যন্ত দুঃখ ক'রে ব'ল্লেন যে, এই আতিথ্য ও সৌজন্য ভারতীয়তার পরিপন্থী। ভারতের গর্ব্বের জিনিষ, ভারতের বাহিরে আতিথ্যের চিহ্ন স্বরূপ দান করাও অত্যন্ত গ্লানিকর। মিশরীয়গণ এভাবে ভারতের প্রাচীন নিদর্শনগুলি স্থানান্তর করাকে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় মনে করেন। মিঃ মহীউদ্দিন ব'ল্লেন,—বিগত যুদ্ধের পর একজন ইংরাজ মিশরে অবস্থান কালেই বহু শিল্পসামগ্রী সংগ্রহ করেন। কিন্তু তিনি যখন ইংলণ্ডে ফিরে যেতে চাইলেন, মিশর-রাজ তাঁর সংগৃহীত মিশরের গৌরবসূচক প্রত্যেকটি জিনিষ মিশরে রেখে দিলেন। সেই সংগ্রহাবলী বর্ত্তমানে "কয়াৎলী-পাশ" মিউজিয়ম নামে বিখ্যাত। মিঃ মহীউদ্দিন বেশ উৎসাহী ভারতবাসী এবং তাঁর আত্ম-সম্মান জ্ঞান আছে। তিনি ব'ল্লেন,—ভারতের মুসলমানরা যদি কোন লোক আরবী ভাষায় কথা বলতে পারে এবং নিজেদের আরব বংশধর, অন্ততঃ বহির্ভারতের মুসলমান ব'লে পরিচয় দিতে পারে, তবে কোন কোন মুসলমান ভারতবর্ষের সম্পদ আতিথ্যের চিহ্ন স্বরূপ তার হস্তে অর্পণ ক'রতে দ্বিধা বোধ করেন না। তিনি কয়েকটি বহির্ভারতীয় মুসলমানের অতি উচ্চ পদে নিয়োগের

উদাহরণ আমাকে দিলেন। তার মধ্যে বোধহয় হায়দারাবাদ এবং কলকাতা মাদ্রাসার উদাহরণ দিয়েছিলেন।

আমরা ঠিক সাড়ে ন'টার সময় ডাঃ হাসানের গৃহে এলাম। ইলেকট্রিক লীফ্‌টে উঠে তিন তলায় উঠলাম। অটোমেটিক লীফ্‌টে কোন কণ্ডাক্টর থাকে না। ভিতরে প্রবেশ করে চাপি টিপে যথা ইচ্ছা যাওয়া যায়। তারপর আবার দরজা বন্ধ করে চাবি টিপে দিলেই লীফ্‌ট নীচে গিয়ে যথাস্থানে দাঁড়ায়! আমাদের দেশে অটোমেটিক লীফ্‌টের প্রচার খুব কম। আমরা কলিং বেল টিপে দাঁড়াতেই একজন হাবসী বেয়ারা এসে সেলাম করল এবং "আই-ওয়া" ব'লে আহ্বান ক'রল। ডাঃ হাসানের অভ্যর্থনাগৃহ অতি পরিপাটি সজ্জিত। লাউঞ্জ, গালিচা, টেলিফোন, পিয়ানো, বৈদ্যুতিক ঝাড়, প্রাচীর চিত্র ইত্যাদি সামগ্রী গৃহস্বামীর অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় দেয়। ডাঃ হাসান মিঃ মহীউদ্দিনের কাছে আমার পরিচয় পেয়ে আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। তিনি বেশ ইংরাজী বলেন এবং বহু বৎসর লণ্ডনে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর পাঠাগারে এলাম। পুস্তকের বাহুল্য নাই। বহিরাবরণ দেখে মনে হল পুস্তকগুলি কথঞ্চিৎ বিলাসের সামগ্রী। তিনি আমাদের জন্য "কাহোয়া" অর্থাৎ কফির আদেশ করলেন। পনর মিনিটের মধ্যেই রূপার ট্রেতে করে চিত্রিত চীনামাটির পেয়ালায় অতি স্বচ্ছ, পুরু গ্লাসে জল সমেত কফি নিয়ে হাবসী ভৃত্য আমাদের অভ্যর্থনা ক'রলে। আমরা প্রায় দেড় ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় আলোচনা ক'রলাম। তিনি এই সময়ের মধ্যে অন্ততঃ দশ-বার বার টেলিফোন কল পেলেন। তখন কায়'রাতে নিখিল আরব কন্‌ফারেন্সের ধুম চলেছে। সমস্ত আরবদেশীয় প্রতিনিধি কায়রোতে উপস্থিত হ'য়েছেন। নাহাস পাশার মন্ত্রিত্বে ডাঃ হাসান একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহুবার আলোচনার অভ্যন্তরে উঠে যেতে বাধ্য হ'লেন। তিনি ব'ল্লেন—শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রীর অফিস থেকে তিনি আমার মিশরে আসার সংবাদ পেয়েছিলেন। আলেকজেন্দ্রিয়ার ভারতীয় ট্রেড্ কমিশনার মিঃ এনামুল হক্ আমার বিষয় মিশর গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে পত্রালাপ ক'রেছেন। তিনি আমার বাসস্থান সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং ব'ল্লেন,—আমি যদি রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হই, তবে আমার লাইব্রেরী ব্যবহার করা, বাসস্থান এবং আরবী শিক্ষা করার সুযোগ-সুবিধা বেশী হবে। তিনি জানালেন,—একটি প্রাচ্য ছাত্রাবাস "বায়েৎ-উৎ-তালাবৎ-উস্-সারকি-ইন্" নামে র'য়েছে। আমি

যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিই, তবে আমার বাসস্থানের আর কোন অসুবিধা হ'বে না। আমি কোন সুনিশ্চিত উত্তর না দিয়ে ডাঃ হাসানের কাছে বিদায় নিলাম, কারণ এই ছাত্রাবাস দরিদ্র বিদেশী ছাত্রদের জন্য নির্দ্ধারিত।

প্রায় এগারটার সময় আমরা ওয়াই-এম-সি-এ উদ্দেশ্যে ট্রাম ধরতে এলাম। অন্য রাস্তা দিয়ে চ'লেছি। মিঃ মহীউদ্দিন ব'ল্লেন,—এবার আমরা সত্যিকারের নীলের উপর দিয়ে যাব। দশ মিনিট পর ইংলিশ ব্রীজের পাশ দিয়ে চ'লেছে আমাদের ট্রাম। দূরে দেখছি, নীলের বুক চিরে উঠেছে সোনালি ফসল। মিঃ মহীউদ্দিন ব'ল্লেন,—এই দেখা যাচ্ছে জজিরাৎ-উজ্ জাহাব (সোনার দ্বীপ)। নীলের বুকে স্থলবিশেষে এই সোনালী ফসল জমে উঠে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলিতে গম, ইক্ষু অন্যান্য প্রকার সব্জী চাষ করা হয়। অপর পার্শ্বে আছে খর্জ্জুরবৃক্ষশ্রেণী। সমস্ত গাছের মাথায় র'য়েছে সোনার টোপর। মাঝে মাঝে ঝরে প'ড়ছে দু'চারটি মুক্তাফল। এদেশের খেজুব ভারতবর্ষের খেজুরের তুলনায় অতি বৃহৎ। খেজুর গাছ কেউ কাটে না, তার রসও তুলে নেয় না। সুতরাং গাছগুলি খুব সবল এবং ফলগুলি খুব বড়। নীলের উপর দিয়ে চলেছে সারি সারি দেশীয় নৌকো। প্রায় নৌকাই দেখলাম শূন্য। কোথাও বোঝা নামিয়ে আসছে, অথবা বোঝা ভ'রে নিতে যাচ্ছে। মিঃ মহীউদ্দিন ব'ল্লেন,—এই যুদ্ধের সুযোগে মিশরের দেশীয় যানবাহনের চাহিদা একটু বেড়েছে। যুদ্ধের সময় অনেক কাজই এই উপেক্ষিত যানবাহন নিষ্পন্ন করে। পূর্ব্বে এই মিশরের মাঝিমাল্লারাই ভূমধ্যসাগর, লোহিতসাগর, আরব সাগর ও পারস্য উপসাগর অতিক্রম ক'রে ভারতবর্ষের সঙ্গে আদান-প্রদান ক'রত। বর্ত্তমানেও কোন কোন দেশীয় নৌকা করাচী পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। আমরা দুইটি সেতু অতিক্রম ক'রে প্রায় সাড়ে বারটার সময় ওয়াই-এম্-সি-এ তে এলাম। মিঃ মহীউদ্দিন হালুয়ানের পথে ট্রেনে ক'রে যাবেন, প্রায় ১৫ মাইল দূরে। তিনি একজন গ্রীক ভদ্রমহিলার পেন্সনে থাকেন।

৪ঠা অক্টোবর, '৪৪

আজকে বেলা দুইটার সময় ওয়াই-এম্-সি-এ মিলিটারি ট্রাকে ভারতীয় সৈন্যরা মিশরে দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখতে যাবে। প্রতি সপ্তাহে একদিন ক'রে ভারতীয় সৈন্যদের নগর ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে। মিঃ মালবিয়া আমাকে

ও মিঃ সিলভরাজকে এই ভ্রমণের সঙ্গী হ'তে বল্লেন। আমাদের আজকের গন্তব্যস্থান **হালুয়ান্**। কায়রো নগর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে প্রায় আট ক্রোশ দূরে। নীলনদের পাশ দিয়ে আমাদের পথ। এবার নগরপ্রান্ত অতিক্রম ক'রেই পরিচয় পেলাম সত্যিকার নীলের। এই নীল চ'লেছে সুদূর সুদান প্রদেশের এক পর্ব্বত গুহার অভ্যন্তর থেকে প্রায় এক সহস্র ক্রোশ অতিক্রম ক'রে মরুভূমির বুক চিরে মিশরকে শস্যশ্যামলা ও উর্ব্বর ক'রে দিয়ে ভূমধ্যসাগরের দিকে। নীলনদের পাশে অজস্র খর্জ্জুরবৃক্ষশ্রেণী। প্রতি গৃহস্বামী তার আবাসের অংশরূপে খর্জ্জুরবীথি রচনা করেন। সর্ব্বত্রই মিশরীয় গৃহস্থের অনাড়ম্বর গৃহবাটিকার চতুর্দ্দিকে গ'ড়ে উঠেছে এই খর্জ্জুরবনবীথি। কার্ত্তিক মাস। শীত খুব বেশী নয়। খর্জ্জুরের মরসুম। প্রত্যেক বৃক্ষেই শোভিত র'য়েছে দশ বারটি স্তবক—সুপক, সুন্দর।

নীলনদের অপর তীরে অতি দূরে অস্পষ্ট দৃষ্ট হ'চ্ছিল পিরামিড শ্রেণী। বহুদিন-শ্রুত পিরামিডের অস্পষ্ট আভাস আমাকে মুগ্ধ ক'রে দিল। সম্মুখে যদি পিরামিডের পরিপূর্ণ স্পষ্ট আকৃতির দর্শন পেতাম তবে বোধ হয় আমার এত আনন্দ হ'ত না। কারণ এই অস্পষ্টতার ভিতর দিয়ে কল্পনার যথেষ্ট সুযোগ র'য়েছে। কল্পনায় যে জিনিস বহুবার দেখেছি, এই অস্পষ্ট দৃষ্টির ভিতর দিয়ে তার রূপ আরও সুন্দর হ'য়ে উঠল। আমাদের পূর্ব্ব পার্শ্বে আমাদের সাথে চ'লেছে অতি ক্ষুদ্র একটি পর্ব্বতমালা। চ'লেছে নীলনদের পাশে পাশে। বাম দিকে **মকত্তম** পাহাড়। এই পাহাড়ের বুকের পাঁজর দিয়েই ফেরাউন সম্রাট নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন **পিরামিড**। দক্ষিণে নীলধারা ব'য়ে চ'লেছ অবিশ্রান্ত গতিতে—যেমন চ'লেছিল মিশর সৃষ্টির প্রথম দিনে। মাঝখান দিয়ে চ'লে গেছে পথ ভূমধ্যসাগরের সৈকত চুম্বন ক'রে দক্ষিণ আফ্রিকার মরুপ্রান্তের শেষ সীমান্ত পর্য্যন্ত। কত স্মৃতি জড়িত র'য়েছে এই পথের ধূলায়। আমি ইতিহাসের তথ্য আর কবির কল্পনায় একেবারে বহু দূরে দৃষ্টিপাত ক'রলাম। কত যে চিন্তা, কত ঘটনা চলচ্চিত্রের ছবির মতন ভেসে উঠল, তার ইয়ত্তা নাই। আমাদের পথ আর নীলের ক্ষুদ্র পরিসরের ভিতরে সাধারণ গৃহস্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির, পথের দুপাশে কৃষ্ণচূড়াগাছ, প্রস্ফুটিত রক্তস্তবক, মাঝে মাঝে স্বর্ণাভ খর্জ্জুররাশি।

আমরা প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই হালুয়ানের উদ্যানে প্রবেশ ক'রলাম। এই উদ্যানটি সাধারণতঃ **জাবানীজ** উদ্যান ব'লে পরিচিত। আরবী ভাষায়

"প" নাই, সুতরাং তারা জাপানীজকে জাবানীজ ক'রে রেখেছে। একজন সম্ভ্রান্ত মিশরীয় ভদ্রলোক সুমাত্রা, জাভা, জাপান প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ ক'রে জাপানী উদ্যানের অনুকরণে কায়রোর উপকণ্ঠে হালুয়ান নামক স্থানে একটি উদ্যান রচনা করেন। আমরা একটি ক্ষুদ্র সেতুর উপর দিয়ে কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী অতিক্রম ক'রে পাগোডার পার্শ্ববর্ত্তী বিশ্রামাগারে এলাম। এই পাগোডার প্রবেশপথে স্থাপিত হ'য়েছে বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি। মঙ্গোলিয়ান শিল্পের অনুকরণে ইষ্টকখণ্ড ও রক্তবর্ণ সিমেণ্ট দিয়ে নির্ম্মাণ করা হ'য়েছে এই বিরাট মূর্ত্তি। তার বাম পাশে জলের উপর ফুটে র'য়েছে অতিকায় শ্বেতপদ্ম। রক্তবর্ণ মূর্ত্তির পদপ্রান্তে প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম বৈষম্যের একটা অভিনব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ক'রেছিল। হঠাৎ দেখলাম, একটা বানর এসে আমাদের একজন সহযাত্রীর পা জড়িয়ে ধ'রে সামনে হাত বাড়িয়ে দিলে। পাশের মানুষটি ছোট্ট খঞ্জনী বাজিয়ে প্রার্থনা জানাল,—বক্‌সিস্। দুই তিনটি ফেরিওয়ালা সাল্‌জ (বরফ), কাকুজা (লেমনেড), চকোলাতা (চকোলেট) নিয়ে এ'ল। আমরা কিছুক্ষণ বানর নাচ উপভোগ ক'রলাম। ভারতীয় বানর নাচের অনুরূপ। আমাদের পার্শ্বেই কয়েকটি মিশরীয় শিশু এসে দাঁড়াল বানর নাচ দেখবার জন্য। আমি সকলকে কিছু চকোলেট কিনে দিলাম। শিশুদের আনন্দ হঠাৎ বানরের থেকে চকোলেটেই বেশী হ'ল। এই শিশুরা এসেছে তাদের মা-বোন ও অন্যান্য আত্মীয়ের সঙ্গে হালুয়ানের উন্মুক্ত প্রান্তরে, সুমিষ্ট বায়ু ও প্রকৃতির শোভা উপভোগ ক'রতে। শুনলাম প্রতিদিন এই হালুয়ানের উদ্যানে শিশুসমাগম দেখতে পাওয়া যায়। শীতকালে অনেক সময় পিক্‌নিকের জায়গা পাওয়াই দুষ্কর হয়। খানিকক্ষণ ছেলেদের সঙ্গে খেলা ক'রে আমরা হালুয়ানের উদ্যানে গেলাম। এই উদ্যানে রয়েছে পাশাপাশি সাতচল্লিশটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি। বৃহত্তমটি ৩০ ফুট উচ্চ,—মস্তকে সুবিস্তৃত কেশদাম, কর্ণে কুণ্ডল, নিমীলিত নেত্র, পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি এই মুসলমানের দেশে অতি বিস্ময়কর ব্যাপার! একটি মূর্ত্তির পাশে হনুমান যুগ্মহস্তে প্রার্থনার ভঙ্গিতে উপবিষ্ট। মুসলমান রাজ্য, মুসলমান ধর্ম্ম, মুসলমান বসতির মধ্যে বুদ্ধদেবের এই মূর্ত্তিগুলি অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক! বহু মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী এই সুন্দর মূর্ত্তি দর্শন অভিলাসে এখানে আসেন এবং আনন্দ উপভোগ করেন।

দুই ঘণ্টা পরে আমরা কায়রো ফিরব। পথে খানিকদূর এসে আমাদের গাড়ী একটি সুন্দর ছোট্ট বাড়ীর দরজায় এসে থামল। সবাই নীচে গেল।

তাদের দেখে আমিও নামলাম, ভাবলাম দর্শনীয় জিনিস কিছু আছে। ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখলাম—একজন প্রৌঢ় ভারতবাসী আমাদের অভ্যর্থনা ক'রছেন। মিঃ মালবিয়া পরিচয় করে দিলেন,—মিঃ ছোটেলাল, নিবাস গুজরাট। টোকিও, পোর্ট সুদান এবং অ্যালেকজান্দ্রিয়ায় তাঁর ব্যবসায় র'য়েছে। বর্ত্তমানে টোকিওর ব্যবসা তুলে কায়রোতে এসেছেন। বম্বেতে এঁর প্রধান অফিস। মিসেস্ ছোটেলাল এসে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন। একটি ভারতীয় পরিবারকে এই দূরদেশে সমৃদ্ধ অবস্থায় দেখে খুব আনন্দ হ'ল। প্রীতি সম্ভাষণের ও আলাপ-পরিচয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের চা পান শেষ হ'ল। মিসেস্ ছোটেলাল ব'ল্লেন—আপনার কথা সেদিন মিঃ দয়ালদাস ব'লে'ছলেন, আর একদিন আসবেন। আমরা পথে গন্ধকের উৎস (সাল্‌ফার স্প্রিং) দেখে কায়রো ফিরলাম। এই সালফার স্প্রিং নবাবিষ্কৃত এবং মিশরের শিল্প-বাণিজ্যে অনেক সহায়তা ক'রবে ব'লে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা আশা ক'রছেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমাদের বাস থামল মোমের মিউজিয়মের দরজায় (ওয়াকস্ মিউজিয়ম)। একজন হাবসী প্রহরী আমাদের কাছ থেকে পাঁচ পিয়াষ্টার (সাড়ে বার আনা) দক্ষিণা নি'য়ে প্রবেশ পথ উন্মুক্ত ক'রে দিল। জনৈক মিশরীয় শিল্পী ফরাসাদেশে মোমের কাজে দক্ষতা লাভ ক'রে মিশরের অতীত ইতিহাস মোম দিয়ে রচনা ক'রবেন, স্থির ক'রলেন। সেই শিল্পীর কল্পনা ও দক্ষতার প্রমাণ এই মোমের যাদুশালা। প্রথম কক্ষে র'য়েছেন খেদিব মহম্মদ আলি পাশা ও তাঁর ফরাসী মন্ত্রী জেনারেল সাইথ্। তার একটু দূরেই ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বপ্রান্তে বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে র'য়েছেন মহম্মদ আলির মহিষী। প্রত্যেকটি মূর্ত্তি আকারে জীবন্ত মানুষের সমান ; বসন-ভূষণ, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হ'য়েছে এবং সমস্ত জিনিসটাই মোম দিয়ে তৈরী। মোমের বর্ণ অত্যন্ত সজীব। মনে হয় যেন এই মাত্র শিল্পী তাঁর কাজ শেষ ক'রে অবসর গ্রহণ ক'রেছেন। হাবসী গাইড অর্দ্ধেক আরবী, অর্দ্ধেক ফরাসী ভাষায় সমস্ত মূর্ত্তিগুলির ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ব'লে দিচ্ছিল। আমি সেইগুলিকে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ ক'রে সকলকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। তার পরের প্রকোষ্ঠে দেখলাম—নেপোলিয়ন, জোসেফিন ও তাঁহার দুই ভগ্নী। ক্রমশঃ বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে প্রদর্শিত র'য়েছে খেদিব ইব্রাহিম পাশার মহিষীগণ। ইতিহাসবিশ্রুত বহুখ্যাত ক্লিওপেট্রার

জীবনের দৃশ্যাবলী ইহুদী মোজেস ও ফেরায়ুন রাম্‌সিসের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা। তারপরে প্রাচীন মিশরীয় গ্রাম্য জীবনের একটি কাঠুরিয়ার দৈনন্দিন কর্ম্মধারা ও একটি বিবাহের দৃশ্য; এরই সঙ্গে র'য়েছে একজন অহিফেনসেবীর স্বর্গ ও নরকবাস। প্রতি মুহূর্ত্তেই এই স্বর্গের দৃশ্যগুলি চলচ্চিত্রের ঘটনার মত পট-পরিবর্ত্তন হচ্ছিল; পূর্ব্বে প্রদর্শনী ব'লে জানা না থাকলে নরকের দৃশ্যে যে কোন মানুষকে ভীত ও সন্ত্রস্ত ক'রে তুলতে পারে। সর্ব্বশেষে দেখলাম ইহুদী-সম্রাট সলোমানের বিচার কাহিনী। মিশরে এই মোম যাদুশালা একটি অবশ্য দ্রষ্টব্য সামগ্রী ব'লে পরিগণিত। যে জাতির শিল্পী পিরামিড সৃষ্টি ক'রেছিল, সহস্র সহস্র বৎসর ধ'রে মৃতদেহকে কালের হস্ত থেকে রক্ষা ক'রেছিল, তার পক্ষে এই মোম-শিল্প কিছুই আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। কিন্তু তবু পৃথিবীর অন্য কোন দেশের শিল্পী মিশরের এই মোমমূর্ত্তিগুলি অনুকরণ ক'রতে পারে নি। আমরা খুব আনন্দে ও উৎসাহে আমাদের দিনের কাজ শেষ ক'রে ওয়াই-এম-সি এ ফিরে এলাম।

রাত্রির ডিনারের পর একজন বোম্বে নিবাসী মিঃ শ্রফ আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—মিঃ এলবার্ট নামক একজন জাতীয় খৃষ্টান আমার হাত দেখতে চান। আমার কোন আপত্তি আছে কি না। ভারী কৌতূহল হ'ল। অপরিচিত লোক বিনা পারিশ্রমিকে হস্তরেখা পরীক্ষা ক'রবেন। তাঁর উদ্দেশ্য কি? আমার সম্মতির অপেক্ষা না ক'রেই মিঃ এলবার্ট ব'ল্লেন,—হালুয়ানে আপনার হাত আমি দেখেছি। আরো পাঁচ বছর পরে আপনার জীবনের গতির পরিবর্ত্তন হ'বে, এবং আপনার সম্বন্ধে বাইরের পৃথিবী খুবই কৌতূহল অনুভব ক'রবে। ভারতবর্ষে গিয়ে আপনি একটু অসুবিধায় প'ড়বেন। আপনার শত্রু অনেক; কিন্তু শক্তিশালী মিত্রও রয়েছে। আরও অনেক কথা ভদ্রলোক ব'লে গেলেন। আমি ব'ল্লাম,—আপনার হস্তরেখাও আমি একদিন পরীক্ষা ক'রব। মিশরে এলে সকলেই হস্তরেখাবিদ্ হ'য়ে উঠে।

৫ই অক্টোবর, '৪৪

প্রাতে সাড়ে আটটার সময় মিঃ মহীউদ্দিন এলেন; তাঁকে প্রাতরাশে নিমন্ত্রণ ক'রলাম এবং পূর্ব্ব ব্যবস্থামত **আল-আজ্‌হার**-এ চ'ল্লাম। আল-আজ্‌হার প্রাচীন কায়রোর একপ্রান্তে অবস্থিত। একটি ক্ষুদ্র মস্‌জিদকে কেন্দ্র ক'রে যে কত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠতে পারে এই আজ্‌হারের ইতিহাসই

তার সাক্ষ্য। ইসলাম সংস্কৃতিতে আজ্‌হারের দান সম্বন্ধে অনেক পুস্তকাদি পাঠ ক'রেছি—এবার স্বচক্ষে তার কার্য্যাবলী দেখতে এসেছি। সুতরাং তার বিবৃতি আজ কিছুই লিখব না। পরে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে পুস্তকলব্ধ জ্ঞান যাচাই ক'রে নেব।

বাইরের থেকে বর্ত্তমান আজ্‌হার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীনত্বের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। অতি আধুনিক প্রাসাদ; দ্বার পার্শ্বে প্রহরী, প্রত্যেক কক্ষের সম্মুখে পরিচয় ফলকে ক্ষোদিত রয়েছে অভ্যন্তরের স্মারক। অফিস কর্ম্মচারী, টাইপ রাইটার, ইলেক্‌ট্রিক লাইট, চেয়ার, টেবিল, সোফা, টেলিফোন—সবই অতি আধুনিক। শুধু মাত্র শিক্ষার্থী এবং অধ্যাপকের পরিধেয় বস্ত্র দেখে নির্ণয় করা যায় যে এই প্রাসাদ ইউরোপীয় বিদ্যালয় নয়।

মিঃ মহীউদ্দিন আমাকে ডেপুটী রেক্টর অর্থাৎ শেক্-উল্ আজ্‌হারের সহকারীর সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিলেন। তিনি আমাকে আহ্‌লান্ ও সাহ্‌লান্ ব'লে অভ্যর্থনা ক'রলেন। এই শব্দ দুইটি প্রায় মিশরীয়গণ ব্যবহার করেন। অভ্যাগতকে বলেন—আহ্‌লান্ অর্থাৎ আপনি আমাদেরই একজন; সাহ্‌লান্—আমার গৃহ আপনার জন্য প্রসারিত হোক। এই কথা দুইটি অতি সুন্দর। এবং প্রত্যুত্তরে অভ্যর্থিত বলেন, আহ্‌লান্ বিকুম্—অর্থাৎ আপনিও আমাদের একজন। যথোচিত সুজনতা বিনিময়ের পর তিনি ব'ল্লেন—আপনার পরিচয়পত্র এবং নির্দ্দেশাদি প্রফেসর মহম্মদ হাবিব আহম্মদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে; তিনি আপনার সমস্ত কাজের ভার নিয়েছেন। আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে মিঃ মহীউদ্দিনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহগুলি দেখতে গেলাম। আজ্‌হারের গ্রন্থাগারে এসে মিশরের আধুনিক কবি আস্‌মারের সঙ্গে দেখা হ'ল। মিঃ মহীউদ্দিন পরিচয় ক'রে দিলেন যে, ভারতবর্ষ থেকে একজন হিন্দু অধ্যাপক আজ্‌হারে ইসলাম সংস্কৃতি চর্চ্চার জন্য এসেছেন। কবি আস্‌মার তৎক্ষণাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন,—হে ভারতীয় বন্ধু, যদিও আমার মুখে তোমার ভাষা নাই, তবু আমার বুকের অকথিত ভাষা তোমাকে বরণ করুক। তাঁর বিশুদ্ধ আরবী ভাষা আমি প্রথমে বুঝি নাই। মিঃ মহীউদ্দিন আমাকে অর্থ ব'লে দিলেন। আমিও আমার ভাষায় তাঁকে বরণ ক'রলাম—হে মিশরীয় বন্ধু, তোমার বাণী আমার অন্তরে পৌঁছেছে। তুমি ভারতের শুভেচ্ছা গ্রহণ কর। তোমার কাব্যের রেশ সুদূর সমুদ্র অতিক্রম ক'রে আমার দেশে প্রবেশ করুক। এই সুমিষ্ট আলাপের ভিতর দিয়ে আমরা সমস্ত গ্রন্থাগারের বিশিষ্ট বিভাগগুলি

দে'খলাম। ভারতবর্ষ বিষয়ক কি কি পুস্তক আছে এবং ভারতীয় মুসলিম লেখকের কোন গ্রন্থ আছে কি না জানবার জন্য গ্রন্থাগারিককে জিজ্ঞাসা ক'রলাম। তিনি বল্লেন,—আজ্‌হারে খুব শ্রেণী বিভক্ত গ্রন্থ-তালিকা নাই। বিশেষ ক'রে যুদ্ধের সময় মকত্তম পাহাড়ের গুহায় স্থানান্তরিত করা হ'য়েছে, কাজেই আপনাকে প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থের বিশেষ সন্ধান দিতে পারব না। তার উপর, আজ পর্য্যন্ত কোন ভারতীয় ছাত্র, এই রকম ভাবে কোন গ্রন্থ সন্ধান করেন নাই। তবে মহিবুল্লা বিহারী ভারতবাসী প্রণীত একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ এখানে পাঠ্য তালিকাভুক্ত আছে। ভারতীয়দের লেখা কয়েকখানি কোরাণ তিনি দেখালেন, পরিশেষে ব'ল্লেন, –রওয়াক্‌-উল্‌-হনুদ্‌ হিন্দুস্থানী ছাত্রদের আবাসে দুইজন ভারতবাসী র'য়েছেন। তাঁরা হয়ত এ বিষয়ে আপনাকে সন্ধান দিতে পারেন।

আমি মিঃ মহীউদ্দিনের সঙ্গে রওয়াক্‌-উল্‌-হনুদ্‌-এর দিকে রওনা হ'লাম। আজ্‌হার এর শেষ সীমানাস্থিত বহু প্রাচীন ইমারৎ ভেঙ্গে ফেলা হ'য়েছে। তার সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র মসজিদও নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। কারণ এই প্রান্তরে নূতন ক'রে আজ্‌হার-এর জন্য গৃহবাটিকা নির্ম্মিত হবে। আমরা আজ্‌হার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক মাদ্রাসা দেখে নিলাম। ছোট ছোট শিশুরা বেঞ্চে বসে ব্লাক বোর্ড লক্ষ্য ক'রে কবিতা মুখস্থ ক'চ্ছিল সুর বেঁধে, যেমনি ক'রে আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুরা অভ্যাস করে। আজ্‌হারের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষালয়গুলি সবই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। যে প্রাথমিক পাঠ অভ্যাস করে এবং যে অত্যুচ্চ শ্রেণীতে গবেষণা করে, উভয়েই আল্‌-আজ্‌হারী। মিঃ মহীউদ্দিন ব'ল্লেন যে,আজ্‌হার সম্বন্ধে পৃথিবীর বহু স্থানে অনেক ভ্রান্ত ধারণা র'য়েছে, একজন আজ্‌হারী বলে পরিচয় দিলেই তাকে মুসলিম শাস্ত্রে বিরাট পণ্ডিত ব'লে মনে করা হয়। ভারতবর্ষে দু'একটি মুসলমান আজ্‌হার এর অতি নিম্নাঙ্গের শিক্ষালাভ ক'রে নিজেদের শেখ্‌ ব'লে পরিচয় দিয়েছে এবং লোকচক্ষুতে যথেষ্ট শ্রদ্ধা অর্জ্জন ক'রেছে। অবশ্য আজ্‌হার-এর শেখ্‌,—যিনি উহার সমস্ত স্তরগুলি নিয়মিতভাবে অতিক্রম ক'রেছেন,—তিনি পণ্ডিত। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশেই রওয়াক্‌-উল্‌ হনুদ্‌।

আজ্‌হার বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু বৃত্তি এবং দান র'য়েছে। সেই অর্থের উপস্বত্ব থেকে এবং সাময়িক দানের অর্থ থেকে বহু ছাত্রের বাসস্থান এবং খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়। বিশিষ্ট উৎসব উপলক্ষে কেহ কেহ সাময়িক খাদ্যাদি আজ্‌হার-এর

ছাত্রগণকে খয়রাত করেন। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ ও চীন ভিন্ন পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের রাষ্ট্রশক্তি মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য বিচিত্র রওয়াক্ তৈরী ক'রেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁ'রা তাঁ'দের ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থাও ক'রেছেন। আজ্‌হার-এর সমস্ত ছাত্রই বিনা বেতনে শিক্ষা পায়। পূর্ব্বে তৎসঙ্গে প্রতিদিন দশ পয়সা হিসাবে খাদ্যের জন্য খয়রাত পেত। ইদানীং ভারতবর্ষ ও চীনের (জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোচীন) ছাত্রেরা এই দান গ্রহণ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়াকফ্ (দেবোত্তর বিভাগ) একটু বেশী সাহায্য করেন। রওয়াক্-উল্-হনুদ্ আজ্‌হার-এর ছাত্রাবাসের অংশবিশেষ। মিশরে মাটির নীচে ঘর তৈয়ারী হয়। অবশ্য সাধারণতঃ মাটির নীচের ঘর গুদাম, চাকর ও কর্ম্মচারীর বাসস্থান এবং রন্ধনশালা রূপে ব্যবহৃত হয়।

রওয়াক্-উল্-হনুদ্ পশ্চিমমুখী বারন্দাযুক্ত একটি ভূ-নিম্নস্থ প্রকোষ্ঠ; এই প্রকোষ্ঠে দুইটি কক্ষ আছে। তৈজসপত্রের মধ্যে একটি খাট এবং একখানি কম্বল। প্রতি বৎসর শীতকালে ছাত্রদের একখানি ক'রে কম্বল খয়রাত করা হয়। বারন্দায় জলের কল ও রন্ধনের ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমানে এই রওয়াক্-উল্-হনুদে দুই জন বাঙ্গালী মুসলমান এবং একজন চীনদেশীয় মুসলমান ছাত্র আছেন। তন্মধ্যে একজন প্রায় দশ বৎসর আছেন। তাঁর নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলায়, নাম লোকমান সিদ্দিকী। দ্বিতীয় পাবনার অধিবাসী, মিশরে নূতন এসেছেন, পায়ে হাঁটা পথে জেরুজালেম থেকে অত্যন্ত কষ্ট সহ্য ক'রে। তিনি এখনও আজ্‌হার-এ ছাত্ররূপে গৃহীত হ'বার অনুমতি পান নাই। তিনি মিঃ মহীউদ্দিনকে অধ্যাপক হাবিবকে ব'লে তাঁর বাসস্থানের একটা ব্যবস্থা ক'রার জন্য অনুরোধ ক'রলেন। লোকমান সিদ্দিকী আমার কাছে দুঃখ ক'রলেন—রওয়াক্-উল্-হনুদের "মুদীর" (সচিব) একজন মাদ্রাজী মুসলমান। তিনি বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন এবং এই নিয়ে লোকমানের সঙ্গে প্রায়ই বচসা হয়। শেষ পর্য্যন্ত কয়েক মাস আগে লোকমান বাঙ্গালীর এই অপমান সহ্য ক'রতে না পেরে মাদ্রাজীটির মাথায় লগুড়াঘাত করে। এই ব্যাপারটি আদালত পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল। লোকমান এই কথাগুলি খুব গর্ব্বের সঙ্গে আমাদের ব'লে গেলেন। তিনি আমাকে তাঁর রওয়াকে এসে একদিন তাঁর সঙ্গে আহারাদি ক'রতে অনুরোধ ক'রলেন। এই প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রের সুজনতা এবং আত্ম-সম্মান জ্ঞান আমার বেশ ভাল লাগল।

লোকমান আমাকে বল্লেন,—এখানে আবু নসর নামক একজন ভূপাল

নিবাসী মুসলমান প্রায় কুড়ি বৎসর আছেন। তাঁকে নিয়ে শীঘ্রই আমার সঙ্গে দেখা ক'রবেন। আমরা রওয়াক্ থেকে প্রায় দেড়টার সময় ফিরে এসে আজ্‌হার মসজিদে প্রবেশ ক'রলাম।

৬ই অক্টোবর, '৪৪

আজকে ভোর বেলা ওয়াই-এম্-সি-এতে কাটালাম। পরশুর জাপানী বুদ্ধমূর্ত্তির পাশে দাঁড়িয়ে তোলা ছবি ভাগলপুরে পাঠিয়ে দিলাম। আমার মাথায় আস্ত্রাখান টুপী দেখে আমারই হাসি পা'চ্ছিল। দুপুর বেলা আমার ঘরে একজন মাদ্রাজী যুদ্ধের হাবিলদার কেরাণী এলেন। ওয়াই-এম্-সি-এ সোলজার্স ক্লাবে মাদ্রাজীর স'খ্যাই বেশী। এরা এম্-ই-এফ (মিডেল-ইষ্ট-ফোর্স) এর অন্তর্গত। ছোট ছোট ছুটিগুলি এরা এই ওয়াই-এম-সি এ সোলজার্স ক্লাবেই কাটায়। এখানে গান, বাজনা, রেডিও, খবরের কাগজ, তাস, পাশা, দাবা, পিঙ্‌পঙ্, কেরাম খেলার বন্দোবস্ত র'য়েছে। এই কান্টিনে নিত্য ব্যবহারের অনেক জিনিষ কিনতে পাওয়া যায়, যথা,—খাম, পোষ্টকার্ড, কাগজ, ডাকটিকিট, গামছা, মোজা, আণ্ডারওয়ার, মাথার তেল, চিরুণী, ব্রুশ, চকলেট, টফি—ইত্যাদি। সব চেয়ে বেশী বিক্রয় হয় সিগারেট। মিশরীয় সিগারেটের বাইরে খুব নাম আছে, যদিও এখানে কোন তামাক পাতা জন্মায় না। সিগারেটের দাম এখানে ভারতবর্ষের চেয়ে তিনগুণ। বাটার একটি জুতার দোকান এই ওয়াই-এম্-সি এ কান্টিনে আছে। চা, হিন্দুস্থানি সেও, লাড্ডু, জিলিপীও পাওয়া যায়। ভোর আটটা থেকে দু'টো, এবং বিকাল চারটে থেকে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। ভোরবেলা ব্রেকফাষ্টের জন্য ডিম, পাওরুটি, মাখন, চা পাওয়া যায়। দুপুরে ডিনারের জন্য অনেক রকম বন্দোবস্ত র'য়েছে। যার যেমন অভিরুচি সে নগদ দাম দিয়ে তাই খেতে পারে, অবশ্য অফিসার এবং সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে একই জিনিষের দামের তারতম্য আছে। রাত্রে ডিনারেরও তাই ব্যবস্থা। প্রত্যেককে শোবার ঘরের জন্য ভাড়া দিতে হয় দৈনিক পাঁচ পিয়াষ্টার (সাড়ে বার আনা)। তার মধ্যে খাট, তোষক, দুইটি কম্বল, একটি বিছানার চাদর, একটি বালিশ এবং একটি টেবিল দেওয়া হয়। স্নানের বন্দোবস্ত অফিসারদের জন্য বেশ ভাল। কিন্তু সৈন্যদের ব্যবস্থা অতি সাধারণ।

আমার সঙ্গে কয়েকজন বাঙ্গালী চিকিৎসা বিভাগের কাপ্টেনের সঙ্গে দেখা

হ'ল। তার মধ্যে চাটগাঁয়ের মেজর সেন এইমাত্র ইতালি থেকে এসেছেন। খাওয়ার টেবিলে লিবিয়া, গ্রীস এবং ইতালির গল্প ক'রলেন। কাহিনীগুলি খুবই সুন্দর এবং অভিজ্ঞতা বিচিত্র।

মিঃ মহীউদ্দিন ছ'টার সময় আমাকে ফোনে জানালেন,—ডাঃ হাসান তাঁকে আমার বাসস্থান সম্বন্ধে সংবাদ দিয়েছেন। গিজার পথে রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনতিদূরে বায়েৎ-উল্‌-আরাবী নামে একটি আরব দেশীয় ছাত্রাবাসে একটি প্রকোষ্ঠ আমার জন্য নির্দ্ধারিত হ'য়েছে, দক্ষিণা মাসিক দশ পাউণ্ড (১৩৫৲)। তিনি বল্লেন যে, কাল আমাকে নিয়ে যাবেন। সেখানে তাঁর অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দেবেন।

সন্ধ্যায় লোকমান এবং আবু নসর ভূপালী আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। ভূপালী এসেই প্রথমে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, মহীউদ্দিনের সঙ্গে আমার কি ক'রে পরিচয় হ'লো? এবং আমাকে সাবধান করিয়ে দিলেন যে ওর সঙ্গে বেশী মেলামেশা না করি। কারণ, মহীউদ্দিন একজন গুপ্তচর (?), এ সংবাদ তিনি ব্রিটিশ কন্‌সালেট থেকে পেয়েছেন। লোকমান এ বিষয়ে ভাল-মন্দ কিছুই বল্লেন না। আমি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে আবু নসরের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ভাবলাম, সত্যি কি তাই! মনে একটু অস্বস্তি বোধ ক'রলাম। তারপরে আবু নসর লেখাপড়া সম্বন্ধে এবং আমার আগমনের উদ্দেশ্য ও কর্ম্মধারার আলোচনা ক'রলেন। দেখলাম, ভদ্রলোক লেখাপড়া জানেন। তিনি মহীউদ্দিনের উপর অত্যন্ত রুষ্ট। তিনি নিজেকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ছাত্র ব'লে পরিচয় দিয়ে গর্ব্ব অনুভব ক'রলেন, অথচ মিঃ আবদুর রহমান্ সিদ্দিকীর বন্ধু ব'লেও খুব তৃপ্তি লাভ ক'রলেন।

৭ই অক্টোবর, '৪৪

মিঃ মহীউদ্দিন ন'টার সময় ওয়াই-এম্-সি-এতে এলেন। কাল আবু নসরের নিকট থেকে তাঁর বিষয় শুনে মনটা একটু তিক্ত হ'য়ে রয়েছে। বাইরে তাঁকে কিছু প্রকাশ ক'রলাম না। তবু নিজে একটু সাবধান হ'তে বাধ্য হলাম। আমরা বায়েৎ-উল্‌-আরাবীর দিকে চল্লাম। প্রায় ওয়াই-এম্-সি-এ থেকে সাত মাইল দূরে পিরামিডের পথে একটি ক্ষুদ্র ত্রিতল গৃহ, উত্তর ও পূর্ব্ব দিক উন্মুক্ত। আমার কক্ষটি নীচে। চারিটি জানালা র'য়েছে। সামান্য একটু

বসবার ঘর, পাশে স্নানাগার,—সোফা, ড্রেসিং টেবিল, ইজিচেয়ার, রাইটিং টেবিল, ড্রেসিং বুরো, বড় আয়না—বেশ সুবন্দোবস্ত। বিছানা, স্প্রীংয়ের খাট, পুরু জাজিম, তোষক, ধব্‌ধবে সাদা বিছানার চাদর, দুইটি কম্বল—ব্যবস্থা বেশ ভাল। ম্যানেজার আমাকে খাবারের ঘর, চায়ের ঘর, রন্ধনশালা, স্নানের ঘর —দেখিয়ে দিলেন। আমি ইচ্ছা ক'রলে বাইরে খেতে পারি,—তিনি ব'লে দিলেন। আমি দশ পাউণ্ডে ঘরটি ভাড়া নিয়ে অগ্রিম টাকা দিতে যাচ্ছি, হঠাৎ মিঃ মহীউদ্দিন ব'ল্লেন,—আপনি ইচ্ছা ক'রলে 'তলাবৎ-উৎ-সারকি-ইন'-এ থাকতে পারেন। তাতে আপনার মাসে দশ পাউণ্ড বেঁচে যাবে। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে ব'ল্লাম,—এটা গরীব শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবস্থা, আমি একজন অধ্যাপক এবং মিশরে অবস্থানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে টাকা দিয়েছেন, এ অনুগ্রহের দান আমি গ্রহণ ক'রতে পারি না। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষেও গ্লানিকর। সুতরাং এই অনুগ্রহ একজন উপযুক্ত দরিদ্র ছাত্রকে দিলে আমি কৃতার্থ হ'ব। আপনি ডাঃ হাসানকে আমার হ'য়ে ধন্যবাদ জানাবেন। যা' হোক আমি ম্যানেজারকে টাকা দিয়ে ব'ল্লাম,—কাল বেলা দশটার সময় এখানে আসব।

প্রায় বারটার সময় আমরা এসে রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ হাসানের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে ব'ল্লেন—বায়েৎ-উল্‌-আরাবীতে থাকবার একটা সর্ত্ত হচ্ছে—এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট থাকা চাই। সুতরাং তিনি আমাকে ডি লিট্‌ উপাধির জন্য গবেষণার অনুমতি চাইতে ব'ল্লেন। আমি ব'ল্লাম,—আমার পক্ষে দুইবৎসর এদেশে থাকা অসম্ভব। তিনি ব'ল্লেন,—আপনি একটি চিঠি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পাঠিয়ে দিন। তার উপর নির্ভর ক'রে আমি আপনার বাসস্থানের যথাযথ ব্যবস্থা ক'রব।

ডাঃ হাসান অত্যন্ত ভদ্রলোক। তাঁর আফিস ঘরটি অতি সুসজ্জিত। মেঝেতে মূল্যবান্ কার্পেট। অভ্যাগতদের জন্য গদি আঁটা চেয়ার, তাঁর নিজের ঘূর্ণ্যমান চেয়ার, অতিকায় বিচিত্র কারুকার্য্যময় টেবিল, রৌপ্যের কলমদানি, দুইটি টেলিফোন—একটি সংবাদ গ্রহণের অপরটি সংবাদ প্রেরণের। এখানে প্রত্যেক বড় কর্ম্মচারীর দুইটি করে টেলিফোন থাকে। তাঁর বসবার ঘরের এক পাশে সভা-কক্ষ। আর একটু দূরে সেই কক্ষে ভোজনের ব্যবস্থা। একজন কর্ম্মচারীর অন্ততঃ দুইটি ভৃত্য। সমস্ত জিনিষটাই রাজকীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপযোগী রাজকীয় ব্যবস্থা। ডাঃ হাসান ডিন্ অফ দি ফ্যাকাল্টি

অব্ আর্টস। সুতরাং তাঁর সম্মান এবং বিলাস-ব্যবস্থা তাঁর পদমর্যাদার উপযুক্ত।

আমরা যখন ওয়াই-এম্-সি-এতে পৌছলাম, তখন দু'টো বেজে গেছে। সুতরাং আমাকে বাইরে হোটেলে লাঞ্চ খেতে হবে। আমি ওয়াই-এম্-সি-এর ওয়েটার রেজাক্‌কে সঙ্গে নিয়ে একটি মিশরীয় হোটেলে লাঞ্চ খেতে গেলাম। এই ওয়েটার রেজাক অনেকদিন ওয়াই-এম্-সি-এতে আছে। সে ভাঙ্গা ইংরাজী, উর্দ্দু, ফ্রেঞ্চ ও আরবী বলে, এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান্। হোটেলের বেয়ারা জিজ্ঞেস ক'রলে,—আন্‌তা মুসলিম? (অর্থাৎ আপনি কি মুসলমান?) রেজাক উত্তর দিল—"আল্-হাম্ দুলিল্লাহ্ (অর্থাৎ আল্লা প্রশংসনীয়), এর দ্বারা বোঝা যায় যে বক্তা মুসলমান। এই আমার প্রথম মিশরীয় হোটেলে ভোজন। সমস্ত খাওয়ার ভিতরে চীনদেশীয় ঘাস (চাইনিজ্ গ্রাস) দিয়ে তৈরী দৈ অতি উপাদেয়, মূল্য দিতে হ'ল মাত্র ২০ পিয়াষ্টার অর্থাৎ—৩৶০—বেশ সস্তাই মনে হ'ল। ফিরবার পথে রেজাক আমাকে জানিয়ে দিল যে, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, 'আন্তা মুসলিম।' তখন উত্তর দিবেন,—'আল্-হাম্ দুলিল্লাহ্। অনেক ভারতবাসী মুসলমান এটা জানে না।

বিকালে মিঃ আলেকজাণ্ডার সাইপ্রাস থেকে ফিরে এলেন। তাঁকে পরিচয়-পত্র দিলাম। তিনি আমাকে দেখে খুব খুসী হ'লেন এবং ব'ল্লেন, আমেরিকান ওয়াই-এম্ সি-এর সেক্রেটারী রেভারেণ্ড ডাঃ কোয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। প্রায় ছটার সময় মিঃ আলেকজাণ্ডারের গাড়ীতে ক'রে আমরা আমেরিকান সিভিল ওয়াই-এম্-সি-তে গেলাম। বিরাট ব্যাপার! এর প্রত্যেকটি জিনিষ অতি মূল্যবান্। সাজসজ্জা রাজকীয়। প্রথমেই গেট-অফিসার ব'ল্লেন, ডাঃ কোয়ে অনুপস্থিত। মিঃ আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে আমি তাঁদের অভ্যর্থনা-গৃহে গিয়ে ব'সলাম। তাঁদের একটি জুনিয়ার অফিসার এসে ওয়াই-এম্-সি এর বিবরণ দিলেন। সভ্যদের বাৎসরিক দক্ষিণা ৫৪ পিয়াষ্টার, প্রায় সাত টাকা এবং প্রবেশকালীন চাঁদা সাত টাকা, আমানত জমা সাত টাকা। বর্ত্তমানে প্রায় ২৩০০ সভ্য আছেন। তার মধ্যে ১০০ জন নারী। সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা তাঁদের ব্যায়ামশালা দেখতে গেলাম। কায়রোর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যায়ামশালা—আমেরিকান ওয়াই-এম্-সি-এ। এখানে ফুটবল, টেনিস, ভলিবল, বাস্কেট বল, সুইমিং পুল, সুইডীস ও আমেরিকান ফ্রী হাণ্ড ব্যায়ামের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যহ প্রায় ১২০০ জন সভ্য বিভিন্ন সময়ে এখানে

ব্যায়ামের সুযোগ গ্রহণ ক'রেন। ডাঃ কোয়ে উপস্থিত থাকলে আরও সমস্ত জিনিষ দেখার সুযোগ হ'ত।

সেখান থেকে আমি ও মিঃ আলেকজাণ্ডার কাস্‌র্‌-এল আইনি ব্যারাকস এ মিলিটারী সৈন্যাবাসে এসে উপস্থিত হ'লাম। মিঃ আলেকজাণ্ডারের উর্দ্ধতম অফিসার এখানে থাকেন। আমি গাড়ীতে ব'সে ড্রাইভারের সাথে গল্প করলাম। সে আমাকে নিয়ে কাস্‌র্‌-এল-আইনি সৈন্যাবাস ঘুরে এল। এই বিরাট সৈন্যাবাস মহম্মদ আলি পাশা প্রায় ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী সৈন্যাবাসের অনুকরণে নির্ম্মাণ ক'রেছিলেন। নীল নদের ঠিক উপরেই এই সৈন্যাবাস স্থাপিত হ'য়েছে। প্রায় এক সহস্র সৈন্যের আবাস। বর্ত্তমানে এর পাশেই মিউজিয়ম স্থাপিত হ'য়েছে। আপাততঃ মিউজিয়মটি বন্ধ আছে। ড্রাইভার আমাকে ব'ল্লে,—তিন বৎসর সে মিশরে র'য়েছে, এবং তিন বৎসরে তার মাইনা বেড়ে ৩৬৲ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ দুই পাউণ্ড ৬০ পিয়াষ্টার। কায়রো এত বেশী খরচের জায়গা যে, রাস্তায় বেরোলেই ১০ পিয়াষ্টার খরচ হয়ে যায়। এক প্যাকেট সিগারেট, যার দাম ভারতবর্ষে চার আনা, সেটা মিশরে অন্ততঃ দশ আনা।

তারপর সে ব'ল্লে—আমাদের কোন ক্ষমতাই নাই, এমন কি প্রতিবাদের ক্ষমতাও নাই। লোকটি ব'লতে ব'লতে কেঁদে ফেললে। নিয়মানুবর্ত্তিতার অন্তরালে যে শাস্তি প্রদান করা হয়, তার কয়েকটি প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিলে। সে ভদ্রঘরের সন্তান, অনেক আশা ক'রে সৈন্যবিভাগে যোগ দিয়েছিল। শাস্তি থেকে শাস্তির অপমান তার বুকে বেশী বেজেছে।

রাত্রি ৮টায় ফিরে এসে দেখলাম, কাপ্টেন করিম আমার জন্য অপেক্ষা ক'রছেন। তাঁর গৃহে একজন আরবদেশীয় ইঞ্জিনিয়ার ও একজন মিশরীয় শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন। তাই নৈশ-ভোজনের আমন্ত্রণ তিনি তাঁদের ক'রেছেন। আমি সানন্দে কাপ্টেন করিমের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রলাম,—যদিও মিঃ আলেকজাণ্ডারের ইচ্ছা ছিল যে, প্রথম রাত্রিতে আমরা এক সঙ্গে আহার করি। কাপ্টেন করিমের বাসগৃহ একটি পেন্সন্। সমস্ত ঘরটি কাঠের তৈরী এবং আলমারি, চেয়ার, খাট, দেওয়াল, সিলিং সবই এক রকমের রঙীন্ জাপানী কাগজে মোড়া। এমন কি টেবিলের উপরের বনাৎ (ঢাকনা) পর্য্যন্ত ঐ কাগজ দিয়ে জড়ানো। আলোর ঝাড়টিও প্রায় ঐ কাগজের চিত্রের অনুকরণে তৈরী। কাপ্টেন করিমের সঙ্গে তাঁর একটি

পাঠান ভৃত্য র'য়েছে ; তারই হাতে সীমান্ত প্রদেশীয় পাঠানদের তৈরী গ্রাম্য ভোজনের ব্যবস্থা। দৈ দিয়ে বেগুণ রান্না এক অপূর্ব্ব জিনিষ! তারপর দৈ জমান হ'য়েছে, তার ভিতরে রান্না শাক। তিনি পাঠান ; অথচ নিমন্ত্রণে মাংসের কোন বন্দোবস্ত নেই। খাওয়ার পর প্রচুর ফলের আয়োজন ; লেবু, কলা এবং আঙ্গুর। কাপ্টেন করিম নিজে প্রায় ১ সের আঙ্গুর খেলেন। আরবদেশীয় ইঞ্জিনিয়ার আমার এই মুসলিম সংস্কৃতি চর্চ্চার উৎসাহ দেখে আমাকে মক্কা বেড়িয়ে আসার জন্য অনুরোধ ক'রলেন। কাপ্টেন করিম নিষেধ ক'রলেন। কারণ, তাতে বহু বাধা, জীবনেরও আশঙ্কা। ইবন্-সাউদের রাজত্ব এবং নীতির বিষয়ে নানাপ্রকার জনশ্রুতি আছে। আমরা নানা আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়ে ডিনার শেষ ক'রে রাত্রি সাড়ে দশটায় ওয়াই-এম্-সি-এতে ফিরে এলাম।

আমি আসা মাত্রই বেয়ারা ব'ল্লে—মিঃ আলেকজাণ্ডার আপনার জন্য অপেক্ষা ক'রছেন। আমি তাঁর ঘরে যেতেই একজন বৃদ্ধ, নীতিদীর্ঘ, অতি তীক্ষ্ণ উজ্জ্বলদৃষ্টি মুসলমান ভদ্রলোক ইংরাজীতে আমাকে ব'ল্লেন,—প্রোঃ চৌধুরী, আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কারণ আপনি বাঙ্গালী, আর আপনারই জাতি পরাজিত হ'য়েও ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল ক'রেছে। আমি একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে দেখলাম। এই অপরিচিত ভদ্রলোকের অহেতুকী বাঙ্গালী-প্রশংসার মূলবস্তু কি? আমি কিছু না ব'লতেই মিঃ আলেকজাণ্ডার ব'ল্লেন,—এই ভদ্রলোক ডাঃ ওয়ালি খাঁন, প্রায় ২৫ বৎসর ইউরোপে ছিলেন। ইনি আমানুল্লা খাঁয়ের পার্শ্বচর এবং মুস্তাফা কামাল পাশার একজন সহকর্ম্মী ছিলেন। জেনেভাতে "দি ক্রিসেণ্ট" পত্রিকার সম্পাদকতাও ক'রছেন। ইনি অক্স্‌ফোর্ড এবং জার্ম্মাণীতে শিক্ষালাভ ক'রেছেন। এঁর কৈশোর কেটেছে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইনি মোহাম্মদ আলির সহপাঠী। ইনি একজন জার্ম্মাণ মহিলাকে বিবাহ ক'রেছেন এবং বর্ত্তমানে মিশরে প্রায় নির্ব্বাসনে আছেন। মিঃ আলেকজাণ্ডারের এই অসংলগ্ন পরিচয়ের ভিতরে ইনি ভারবাসী কি না স্পষ্ট ক'রে জানা গেল না। ডাঃ ওয়ালি খাঁ প্রায় ২০ মিনিট নিজের পরিচয় দিয়ে গেলেন। প্রায় মিঃ আলেকজাণ্ডারের উক্তির উপর ভিত্তি করেই তিনি মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহ্‌রু, ডাঃ আন্সারী, মৌলানা মোহাম্মদ আলি প্রভৃতির বিষয় অনেক কথাই বলে গেলেন এবং মিঃ জিন্নার প্রতি অনেক অপ্রত্যাশিত কটাক্ষও ক'রলেন। যাক, প্রথম পরিচয়েই

এত বেশী রাজনীতির আলোচনা, বিশেষ ক'রে ইণ্ডিয়ান সোলজার্স ক্লাবে ব'সে,—খুব শোভনীয় বলে মনে হ'ল না। ডাঃ ওয়ালি খাঁ গুপ্তচর (?) নয় তো?

রাত্রি বারটায় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হ'য়ে নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

৮ই অক্টোবর, '৪৪

ভোর সাড়ে সাতটায় মিঃ মহীউদ্দিন এলেন; আটটার মধ্যেই তৈরী হ'য়ে আমার নূতন আবাস বায়েৎ-উল্‌-আরাবীতে গেলাম। ট্যাক্সি ভাড়া লাগল ২০ পিয়াষ্টার অর্থাৎ ৩৵০। ঐ টেক্সিওয়ালা কলকাতার ভাইদের মতন ডাকাত নয়। সেখানে জিনিষপত্র বায়েৎ-উল্‌-আরাবীতে রেখে আমরা রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এলাম। মিঃ মহীউদ্দিন আমাকে লাইব্রেরী দেখিয়ে সেখানকার ব্যবস্থার সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দিলেন। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ এবং কাগজপত্র ফরাসী ও আরবী ভাষায় লেখা হয়। আমি মার্গোলিউৎ ও লেনিপোলে রচিত দুইখানি গ্রন্থ প'ড়ে কায়রো সম্বন্ধে সাধারণ সংবাদ জানতে চেষ্টা ক'রলাম। কিন্তু ইউরোপীয়দের দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনাকৌশল প্রায় একই রকম। তাঁরা প্রাচ্য দেশে এবং প্রাচ্য সভ্যতার বিবরণ যেখানেই দিচ্ছেন, তার ভিতরে একটা সাম্রাজ্যবাদের ও আপেক্ষিক ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠতার আভাস দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা জাতীয় ও সামাজিক জীবন থেকে এমন কতকগুলি ঘটনার অবতারণা করেন, যা' থেকে প্রাচ্য জাতীয় চরিত্রের উপর প্রচ্ছন্ন ইতর ইঙ্গিতের আভাস পাওয়া যায়।

মিঃ মহীউদ্দিন প্রায় ১২ টার সময় আমার কাছে এলেন। পথে কমেরউদ্দিন নামক একজ ইন্দোনিশিয়ান্ মুসলমান ছাত্রের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। এই ছাত্রটি যুদ্ধের পূর্ব্বে মিশরে শিক্ষালাভের জন্য এসেছিল। জাপানীরা জাভা জয় করার পর এর সঙ্গে দেশের সংস্রব বিচ্যুত হয়। বর্ত্তমানে বায়েৎ-উৎ-তালাবাৎ-উৎ-সারকি-ইন্ এ আছে, এবং ওয়াকফ্ থেকে সাহায্য পাচ্ছে। যে কোন বিদেশীয় মুসলমান ছাত্র ইচ্ছা ক'রলে এই ওয়াকফ থেকে কিছু সাহায্য পেতে পারে। কারণ বর্ত্তমানে মিশর সমস্ত পৃথিবীর মুসলমানদের অগ্রণীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চায়। রাজা ফোয়াদ্ ও বিগত খিলাফত আন্দোলনের সময় নিজেকে সমস্ত পৃথিবীর মুসলমানদের খলিফারূপে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চেষ্টা ক'রেছিলেন। এখনও সেই চেষ্টার ধারা নানা রূপে চ'লছে। কমেরউদ্দিন্

আমাকে দেখে খুব খুসী হ'ল এবং আমরা ভারতবাসী ও জাভা প্রতিবেশী ব'লে সে যেন আমার সঙ্গে একটু বেশী হৃদ্যতা ক'রল। আমি ও মিঃ মহীউদ্দিন রিয়াস্ হোটেলে লাঞ্চ খেয়ে প্রায় ৪ টার সময় বায়েৎ-উল্-আরাবীতে ফিরে এলাম। আমার সমস্ত বই পত্র ঠিক ক'রে মিঃ মহীউদ্দিনের সঙ্গে আমার গবেষণার বিষয় কিছু আলোচনা ক'রলাম।

বিকাল বেলা আজ্‌হার-এর অধ্যাপক মহম্মদ হাবীর আহাম্মদের সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলাম। তিনি আমাকে সাগ্রহে গ্রহণ ক'রলেন। তাঁর সঙ্গে নিখিল আরব আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হ'ল। বর্ত্তমানে সমস্ত মুসলিম জগতে এই আন্দোলন চ'লেছে। অবশ্য এটা মুসলিম আন্দোলন নয়, যদিও আরব জাতির শতকরা ৮৫ জন মুসলমান। এই আরবীয়দের মধ্যে খৃষ্টান, ইহুদী এবং কিছু হেরেটিক মুসলিম আছে। এরা নিখিল জগৎ মুসলিম আন্দোলন না ক'রে নিখিল আরব আন্দোলন ক'রছে। সুতরাং এই আন্দোলন চক্র থেকে তুর্কী, পারশী, আফগান, ভারতীয়, চীনদেশীয়, ইন্দোনিশিয়ন এবং আলবেনীয়ান, মঙ্গোলিয়ান ও মুসলমান বাদ প'ড়ে গেছে ; এবং এর পরিবর্ত্তে আরব ইয়ামন্, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, প্যালেষ্টাইন, মিশর এবং কিছু ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী মুসলমান এসে গেছে। এর পশ্চাতে র'য়েছে ইংলণ্ড, ফরাসী, রুশ এবং আমেরিকান স্বার্থ ও তাদের পরস্পর দ্বন্দ্ব। অধ্যাপক হবীব বেশ বিচক্ষণ ও রাজনীতিবিদ্ ব'লেই মনে হ'ল। তিনি আজ্‌হার ডেলিগেশনের সঙ্গে ১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, এবং অনেক ভারতীয় মুসলিম নেতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় হ'য়েছে।

রাত্রে মিঃ মহীউদ্দিন আমাকে একটি আরব সিনেমায় নিয়ে গেলেন—উদ্দেশ্য একটি আরবীয় সমাজচিত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবেন। এই সিনেমার স্বত্বাধিকারী আমাকে ভারতবাসী জেনে খুব সমাদর ক'রলেন, এবং বম্বের সঙ্গে তাঁর ব্যবসায় সংক্রান্ত আদান-প্রদান আছে ব'লে তিনি আমাকে যথেষ্ট সুজনতা দেখালেন। কিছুতেই প্রবেশ-মূল্য গ্রহণ করলেন না। মিশরীয়দের আতিথ্য বেশ উপভোগ্য। চিত্রটি মিশরীয় নাগরিক জীবনের নগ্নচিত্র। যদি চলচ্চিত্র, সমাজের প্রতিচ্ছবি ব'লে গণ্য করা যায়, তাহলে ভগবান্ ভারতবর্ষকে ইউরোপের প্রভাব থেকে মুক্ত করুন! আমাদের দৃশ্যমান ছবির মধ্যে রয়েছে ইউরোপীয় পরিচ্ছদ, ইউরোপীয় বিলাস, গাউন পরিহিতা নারী, রক্তরঞ্জিত অধর, ভোজনের টেবিলে বিচিত্র আকারের এবং পরিমাণের মদের গ্লাস ও

বোতল। গৃহের সাজসজ্জা সবই ফরাসী দেশীয়। দর্শকের বিকট অট্টহাসি, তাদের রসগ্রহিতা কিংবা লাস্য অনুভূতির পরিচায়ক। অবশ্য এক দিনের একটি কোন চিত্র দেখে কোন সমাজের বিষয় মন্তব্য করা অনুচিত। রাত্রি প্রায় ১০টা ১১টার সময় বায়েৎ-উল্-আরাবীতে ঘুমুলাম। নির্ব্বান্ধব দেশ, সমস্ত অপরিচিত। ধর্ম্ম, ভাষা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সমস্তই বিভিন্ন। এই প্রকোষ্ঠে আমি একা। অনেকক্ষণ জানালা খুলে আকাশের দিকে চেয়ে রইলাম। আমার চিন্তাস্রোতের একমাত্র সাক্ষী আকাশের তারা।

৯ই অক্টোবর '৪৪

পূর্ব্বদিনের ব্যবস্থা অনুসারে মিঃ মহীউদ্দিন ও আমি আল্-আজ্ হারের বিশ্ববিদ্যালয়ে চ'ল্লাম। ঠিক ১২ টার সময় অধ্যাপক হবীরের সঙ্গে আমাদের গবেষণা এবং পাঠ্য বিষয়ের পুস্তকাদি স্থির করা হ'ল। তিনি ব'ল্লেন,—রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ হাসানের সঙ্গে কথা ব'লে তাঁরা দুই জনে পরামর্শ ক'রে আমার বিষয় সমস্ত ব্যবস্থা ক'রবেন। এই দুইটি অধ্যাপকই আমার সম্বন্ধে খুব যত্ন নিচ্ছেন।

সাতটার সময় বায়েৎ-উল-আরাবীর কয়েকটি ছাত্র আমার সঙ্গে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়েই আলাপ ক'রতে এলেন। ট্রান্স-জর্ডনের রাজধানী আম্মান নিবাসী একটি ছাত্র—নাম হাম্দি-মাল-হাস্, অন্যটি ট্রান্স-জর্ডনের তালিয়া নিবাসী বিখ্যাত শেখ সালেহ্ আওয়ানের পুত্র আতাল্লাহ্ আওরান্। তাঁর পূর্ব্বপুরুষ মহম্মদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ ক'রেছিলেন ব'লে তার খুব আভিজাত্য-গর্ব্ব র'য়েছে। হাম্দি-মাল-হাস্ একটি বনেদী পরিবারের সন্তান—অত্যন্ত মার্জ্জিত এবং ভদ্র। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ব'ল্ল,—তাঁর খুল্লতাত ট্রান্স-জর্ডনের আমীরের দেহরক্ষী সৈন্যদের অধ্যক্ষ। আর দুইটি মিশর য় ছাত্র—দুই ভাই—সফিক্ দেহান্ এবং ফোয়াদ্ দেহান্—ইঞ্জিনিয়ারিং ও আইন পাঠ ক'রে। তারা বেশ ফ্রেঞ্চ ব'লতে পারে। আরাবী ত' মাতৃ-ভাষা। এই দুইটি ছাত্র একটু একটু ইংরাজী জানে। তারা আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আরবী, ভাঙ্গা ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় কথা ব'ল্ল। আমি মাঝে মাঝে একটু একটু আরবী ব'লছিলাম, প্রায়ই ভুল,—কিন্তু তারা খুব উৎসাহ ও গর্ব্বের সঙ্গে আমার মতন একটি প্রবীণ অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ ক'রছিল।

ইঞ্জিনিয়ার ছাত্রটি ব'ল্লে,—আপনি আমাদের সাথে আরবীতে কথা ব'লবেন। তারা আমার সঙ্গে বিকালে বেড়িয়ে আরবী শেখাবে ব'লে কথা দিলে। আতাল্লাহ্-আওরান্ আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে—আমি সিয়া কি না। আমি ব'ল্লাম, আমি সিয়াও নই, সুন্নিও নই, আমি হিন্দু। সে ব'ল্লে—হিন্দু ত' মুসলমানও হ'তে পারে, আর "হিন্দুকী"ও হ'তে পারে, অর্থাৎ হিন্দুস্থানে যে বাস ক'রে সেই আল্-হিন্দী (হিন্দু) কিন্তু হিন্দুকী যারা তারা তো পৌত্তলিক —আমি পৌত্তলিক জেনে আতাল্লাহ্ একটু দুঃখিত হ'ল, কিন্তু জাহান্ ভ্রাতৃদ্বয় যেন বেশ একটু উৎসাহিত হ'লেন। হাম্‌দি-মাল-হাস্ জিজ্ঞাসা ক'রল,—আমি কোরাণ হাদিস্ প'ড়েছি অথচ মুসলমান নই—, এটা বিশ্বাস ক'রতে তার প্রবৃত্তি হ'চ্ছে না।

তারপর তারা গান্ধী, টেগোর এই দুইজনের বিষয় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করল। এই দেশের অনেকেই গান্ধী এবং টেগোরের কথা জানে। আরব দেশীয়রা বাংলা দেশের দুর্ভিক্ষের কথা কিছু কিছু জ নে। কারণ, ভারতীয় মুসলমান তীর্থযাত্রীরা—যদিও বর্ত্তমানে সংখ্যায় খুবই কম, তবু দুর্ভিক্ষের কথা বলে।

তারপরে আমরা বারান্দায় এলাম। সেখানে আতাল্লাহ আওরানের সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হ'ল। আমি এইসব যুবকদের সঙ্গে রাজনীতির আলোচনা ক'রতে মোটেই ইচ্ছুক নই। কিন্তু দেখছি মধ্যপ্রাচ্যে, কিশোর এবং যুবকদের প্রাণে একটা রাজনৈতিক অনুসন্ধিৎসা জেগেছে এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানবার জন্য এদের আকাঙ্ক্ষা যথেষ্ট। ইঞ্জিনিয়ার ছাত্রটি খুব চতুর। সে ব'ল্লে মিশর যদিও সম্পূর্ণভাবে প্রাচ্য নয়, তবু ইউরোপের বাহিরে ব'লে, মিশর নিজেকে প্রাচ্য ব'লেই মনে করে ; বিশেষতঃ, তার ইতিহাস এবং সভ্যতা প্রাচ্য দেশের সঙ্গে জড়িত। এই কারণে যুদ্ধের পরে একটি যুবকদল (ডেলিগেশন) মিশর থেকে বেরিয়ে সমস্ত দেশ ঘুরে তারা একটি প্রাচ্য দেশীয় যুবকসঙ্ঘ গড়ে তু'লবে। উদ্দেশ্য হ'বে, প্রাচ্যদেশীয় যুবকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন।

মাত্র দুই দিন পূর্ব্বে নাহাশ পাশার মন্ত্রিত্ব পতন হ'য়েছে। নাহাশ পাশার কর্ম্মপদ্ধতি ও চিন্তাধারা অনেক কাল মিশর এবং মধ্য প্রাচ্যকে উদ্বোধিত ক'রেছে। আজকে তাঁর পতনের সংবাদ যুবকদের একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। মিশরের যুবকরা আলি মেহের পাশাকে (সা-আদ্-জগলুল পাশার

সহকর্মী) অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। এই যুবকরা আজ প্রত্যুষে রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজাকে জানিয়ে এসেছে যে, তারা আলি মেহের পাশাকে মন্ত্রীরূপে পেতে চায়। আমাকে ফোয়াদ্ জিজ্ঞাসা ক'রলে,—মিশরের লোকদের প্রতি আপনার কি রকম ধারণা? আমি উত্তর দিলাম,—এই মাত্র মিশরে এসেছি। দশ দিনে কোন জাতি কিম্বা কোন দেশের সম্বন্ধে ভালমন্দ কিছুই বোঝা যায় না। তবে তাদের নিকট আজকের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বল্লাম,—আজ দুপুরে আল্-আজ্‌হার থেকে একাই গিজার পথে আসছিলাম। পথ ঠিক চিনি না। ট্রাম থেকে নেমে একজন সাধারণ লোক দেখলাম, বোধ হয় দোকানদার, ব'সে কফি পান ক'চ্ছিল। তাকে জিজ্ঞাস ক'রলাম,—আইনা বায়েৎ-উল্ আরাবী? সে জিজ্ঞাসা ক'রলে—আন্‌তা হিন্দী? আমি উত্তর দিলাম, আল্ হাম্ দুলিল্লাহ্। সে খুসী হ'য়ে প্রায় ১০ মিনিট পায়ে হেঁটে আমার সঙ্গে এই কর্ম্মব্যস্ততার দিনেও বায়েৎ-উল্-আরবীতে পৌঁছে দিয়ে গেল। এই সামান্য ঘটনায় মিশরে জনসাধারণের অতিথিবৎসলতার কথা এবং বিদেশীয় রফিক-প্রীতির (ভারতীয়দের মিশরীয়রা রফিক্ বলে, রফিক মানে বন্ধু) কথা অনেকদিন মনে থাকবে। এই ঘটনার বিবরণে মিশরীয়রা আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। স্বদেশের প্রশংসা সকল ভদ্র ব্যক্তিই ভালবাসে। আমাদের আলোচনা রাত্রি নয়টায় শেষ হ'ল।

১০ই অক্টোবর '৪৪

আমি ছয়টায় উঠে খানিকটা ক্রীহাও ব্যায়াম ক'রে নিলাম। তারপর গিজার পথে প্রায় আধ ঘণ্টা বেড়িয়ে এসে হাত মুখ ধুয়ে পড়াশুনা আরম্ভ ক'রলাম। বায়েৎ-উল্ আরাবীতে তখন আহারের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। প্রত্যেকেই নিজের আহারাদির বন্দোবস্ত ক'রে নিত। আমাদের ভৃত্য আহম্মদ আমাকে একখানি খুব্‌জ্, একটি ডিম, এক প্লেট "ফুল" ও একগ্লাস দুধ এনে দিলে। খুবজ্ আমাদের দেশের ঢাকাই বাখরখানির শুষ্ক সংস্করণ, প্রায় ২ ছটাক ওজন, মূল্য ছয় মিলিম্ (পয়সা), সঙ্গে একটু সালাড অর্থাৎ কাঁচা সব্জি ও টমেটো। "ফুল" অর্থাৎ বিন্ (সিম) নূন জলে সিদ্ধ। তার সঙ্গে একটু ওলিভ তৈল (জলপাই তৈল)। এদেশের লোকে সরিষার তৈলের ব্যবহার জানে না। এক প্লেট সিদ্ধ ফুলের দাম দশ পয়সা। মহিষের দুধ এক গ্লাস দশ আনা।

এখানে গরুর দুধ ঘি তৈরীর জন্য ব্যবহার করা হয়। হালুয়া-তাহিনা (তিলের হালুয়া) খুব উপাদেয়, দাম এক প্লেট দশ আনা। প্রায়ই প্রাতরাশের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। এক প্লেট খুব বড় আঙ্গুর পাঁচ আনা। একটি বেদানা দশ পয়সা—লাল রক্তের মত রঙ্, ওজনে প্রায় দেড় পোয়া, আধ সের। ফল খুব পাওয়া যাচ্ছে। কমলালেবুর এখন দাম বেশী। একটা বড় কমলালেবু প্রায় দশ পয়সা। মাংসের যে কোন খাদ্য অতি দুর্ম্মূল্য। এক প্লেট মুরগীর মাংস, অর্থাৎ তিন টুকরো মাংস, দুই টুকরো আলু, একটি টমেটো—সাড়ে তিন টাকা। একটি চপ দশ আনা থেকে পাঁচ সিকা। উটের মাংসের দাম কম; মুরগী দুর্ম্মূল্য। একটি ভাল মুরগী এক পাউণ্ড, অর্থাৎ তের-চৌদ্দ টাকা। সপ্তাহে প্রত্যেক দিন মাংস পাওয়া যায় না। মাছ নীলের মধ্যে যা জন্মায়, সাধারণতঃ আড় মাছ ও মাগুর মাছ। এক প্লেট রান্না করা মাছ সাধারণতঃ চার টাকা, পাঁচ টাকা। ভাল ব্রেকফাষ্ট ভাল হোটেলে তিন টাকা, সাড়ে তিন টাকা। ডিনার সাড়ে পাঁচ টাকা, ছয় টাকা। লাঞ্চ প্রায় তাই। অবশ্য হোটেল বিশেষে এর অর্দ্ধেক অথবা চতুর্গুণ দামও আছে। এখনও আমি ভাল ক'রে সব জিনিষের দাম জানি না। বিদেশী বলে একটু একটু প্রতারিত হ'চ্ছি বলে মনে হ'চ্ছে।

প্রায় দশটার সময় মিঃ মহীউদ্দিন এসে আমাকে রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গেলেন। ডাঃ হাসানের কাছে পূর্ব্বদিন আমার প্রকাশিত কিছু কিছু প্রবন্ধ ও পুস্তক দেখবার জন্য দিয়ে এসেছিলাম। তিনি আমার গ্রন্থাদি পাঠ ক'রে খুব উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁর মন্তব্য প্রকাশ ক'রলেন। তিনি ব'ল্লেন,—রেক্টরের সঙ্গে আমার বিষয় কথা হ'য়েছে; এবং তাঁরা শীঘ্রই আমার বিষয় সরকারীভাবে বন্দোবস্ত ক'রবেন। কিছুক্ষণ পরে একটি যুবক অধ্যাপক ডাঃ হাসানের সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। তিনি এখন তাঁর ইতিহাস বিভাগে কাজ করেন। তাঁর সঙ্গে অধ্যাপক হাসানের কোন বিষয়ের মতান্তর হওয়ায় তিনি নবাগত ভদ্রলোকের সহিত যা' ব্যবহার ক'রলেন তা' আমার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত মনে হ'ল। একজন বিদেশীয় অধ্যাপকের সম্মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অন্য একজন অধ্যাপককে এমন তীব্র রূক্ষ ভাষায় তাঁর মন্তব্য প্রকাশ ক'রতে পারেন, এটা আমার অজ্ঞাতপূর্ব্ব।

ডাঃ হাসান আমাকে আরবী পড়াশুনার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত ক'রলেন। মিঃ মহীউদ্দিন ব'ল্লেন—তিনি আমাকে এ বিষয়ে কিছু সাহায্য ক'রবেন। সেখানে ডাঃ ফোয়াদ্ হাস্-নাইন্ নামক একজন অধ্যাপকের সঙ্গে

পরিচয় হ'ল। তিনি সেমিটিক ভাষার অধ্যাপক। হিব্রু এবং এরামিক ভাষায় সুপণ্ডিত। তিনি আমাকে হিব্রু পড়াবার জন্য উৎসাহিত ক'রলেন, বল্লেন—আরবী জানলে তিন মাসের ভিতরে হিব্রু শেখা যায়। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ব'ল্লাম,—তিন মাস পরে আপনার শরণাপন্ন হব। মিঃ মহীউদ্দিন বাংলা ভাষায় ব'ল্লেন—মাসের পরে বেশ একখানি বিল পাবেন। মিশরীয়রা বিনিময় ছাড়া কোন কাজ করে না; এটা মনে রাখবেন। আমি ব'ল্লাম,—অভিজ্ঞতা আমার পক্ষে হয়ত অন্য রকম হ'বে।

আজ বিকাল বেলা অধ্যাপক হবীব বায়েৎ-উল্-আরাবীতে আসবেন। সুতরাং আমি আর আজ কোথাও বেরুলাম না। ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় প্রতিশ্রুতি অনুসারে অধ্যাপক হবীব এলেন। আমি তখন একটি আরব ছাত্রের সঙ্গে ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবীতে কথা ব'লছিলাম। তিনি খুব খুশী হ'লেন, ট্রান্স-জর্ডনিয়ন ছাত্রদের সঙ্গে আরবীতে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি। তাদের উচ্চারণ এবং ভাষার জ্ঞান খুব চমৎকার। তিনি সব দেখে শুনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন। আমরা একটি গ্রীক কফি হাউস—"সান্ সোসি"তে গিয়ে বসলাম। এখানকার কফি হাউস উন্মুক্ত আকাশের নীচে। টেবিল, চেয়ার বিছিয়ে তৈরী করা হয়। বৃষ্টি বৎসরে ২।৩ দিন মাত্র হয়, তাও সামান্য। শীত প্রায় বৎসরে ৯ মাস, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উত্তাপ ৬০°। অবশ্য এটা নীলের ধারে, মরুভূমির দিকে নয়। সুতরাং কায়রো সহরে বহু কফি হাউস রাস্তা কিংবা উন্মুক্ত প্রান্তরে কিংবা গাড়ী-বারান্দার নীচে ব্যবস্থা করা হয়। সান্ সোসির তৈজসপত্র ও পানীয় আহার্য্যের বন্দোবস্ত দেখে মনে হ'ল বেশ অভিজাত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। হবীব সাহেব ব'ল্লেন,—আপনাকে একটা নূতন পানীয় পরিবেশন ক'রব। তাঁর নির্দ্দেশ মতন গ্রীক ভৃত্যটি একটি কাঁচের ট্রেতে ক'রে দুই গ্লাস ঘন দুধের মতন পানীয় নিয়ে এল। তার উপরে ভাসছিল কিছু বাদাম ও পেস্তা, আরও দুই একটা ঐ জাতীয় ফল। আর চকোলেটের মতন একটা পাউডার। হবীব সাহেব ব'ল্লেন,—এর নাম "সাইলাব"। দুধের মতন জিনিষ, অত্যন্ত সুস্বাদু, আমাদের দেশে এ জিনিষ নেই। দুই গ্লাসের মূল্য তিন টাকা দুই আনা। মিশরীয় আহার্য্যের বিষয় গল্প ক'রতে ক'রতে হঠাৎ হবীব সাহেব জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—আমি অ-মুসলমান অথচ মুসলমানের শাস্ত্র ও সংস্কৃতিতে এত উৎসাহ কেন? তিনি হিন্দু-মুসলমানের বর্ত্তমান মানসিক পরিস্থিতির সঙ্গে কিছু কিছু পরিচিত আছেন।

আমি আমার জ্ঞান বুদ্ধিমত তাঁর সঙ্গে ইসলামের বিভিন্ন আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা ক'রলাম এবং সুফি মতবাদের বিষয়ে ও ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে সুফি মতবাদের রূপান্তরের কথাও ব'ল্লাম। তিনি আমাকে কয়েকখানি পুস্তকের সন্ধান দিলেন। অবশ্য, এগুলি প্রায়ই আমার জানা ছিল। তিনি আমাকে একজন পণ্ডিত মনে ক'রে আর বেশী কিছু না ব'লে উপদেশ দিলেন, যেন আমি তিন মাসের ভিতরে আরবী ভাষা আয়ত্ত করি। তিনি আজ্‌হার-এর গবেষণা প্রণালী এবং বর্ত্তমান যুগের গবেষণা প্রণালীর তুলনা ক'রলেন। আমার মনে হ'চ্ছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রণালীর কোন ধারা নাই, যদিও ব্যক্তিগত চেষ্টাতেই কলিকাতার পণ্ডিতগণ গবেষণা করেন, তাঁদের কাজের ভিতর আরও অনেক উন্নতি করা সম্ভব। হবীব সাহেবকে ধন্যবাদ দি'য়ে আমি বিদায় গ্রহণ ক'রলাম প্রায় রাত্রি আটটার সময়।

১১ই অক্টোবর '৪৬

আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ডাঃ ফোয়াদ হাসানাইনের সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি তাঁর দুইখানি হিব্রু গ্রন্থ আমাকে উপহার দিলেন। আমি ব'ল্লাম,—ধন্যবাদ; আপনার উপহার গ্রহণ ক'রছি। কিন্তু হিব্রু জানি না ব'লে আমার পক্ষে আপনার উপহারের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তিনি উত্তর দিলেন,—এই পুস্তক দুইখানি যখনই আপনার চোখে পড়বে, তখন এই মিশরীয় অধ্যাপক আপনার স্মৃতিতে ভেসে উঠবে। এইটাই হ'ল আমাদের পরিচয়ের সার্থকতা। আমাদের কথা শেষ না হ'তেই আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন, একজন সুন্দর, শান্ত, গৌরবর্ণ, অতি উচ্চ দেহ, প্রায় বার্দ্ধক্যের রেখাস্তে উপনীত, অতি পরিপাটি বসনভূষণ পরিহিত ভদ্রলোক। ডাঃ ফোয়াদ্ আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ক'রিয়ে দিয়ে ব'ল্লেন,—ইনি ভারতীয় অধ্যাপক। কলকাতা থেকে এসেছেন। আল্-আজ্‌হার এ ইসলাম সংস্কৃতির আলোচনা ক'রবেন। এঁর কথাই আপনার কাছে আজ ব'লেছি। ইনি ডাঃ আব্দুল ওহাব আজ্‌জাম। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী সাহিত্য ও ভাষার অধ্যাপক। তৎক্ষণাৎ ডাঃ আজ্‌জাম আমার করমর্দ্দন ক'রে ব'ল্লেন,—আপনার আগমনের কথা কয়েক দিন আগে জেনেছি। আপনাকে পেয়ে আমরা খুব খুশী হ'য়েছি। আশা করি, আমাদের পরস্পরের পরিচয় ক্রমশঃ বন্ধুত্বে পরিণত হ'বে। ডাঃ আজ্‌জাম খুব শান্ত সমাহিত—এবং

অত্যন্ত স্বল্পভাষী। তিনি তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন ও অধ্যাপনা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন ক'রলেন এবং প্রকারান্তরে আমার গবেষণা সম্বন্ধেও অনেক কথা জেনে নিলেন। তিনি ফেরদৌসীর সাহ্ নামার পারশী থেকে আরবীতে অনুবাদ করেছেন প্রায় ৬০ হাজার শ্লোক। ইনি সার মহম্মদ ইকবালের পায়াম-ই-মশরেক্ থেকে কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি ক'রে শুনালেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে খুব উৎসাহী। তারপর গীতা ও রামায়ণের কথার অবতারণা ক'রলেন। আমি গীতা সম্বন্ধে কিছু ব'লতেই তিনি বল্লেন,—আমি এখানে রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সাহায্য ক'রতে প্রস্তুত কি না। আমি স্বচ্ছন্দমনে স্বীকৃতি দিলাম এবং ডাঃ আজ্জাম ব'ল্লেন,—আমার হ'য়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে মিশরের শুভেচ্ছা জানাবেন যে তাঁরা একজন ভারতীয় পণ্ডিতকে মিশরে পাঠিয়েছেন। মিশর ও ভারতের বন্ধুত্ব আবার নূতন করে গ'ড়ে উঠুক। আমার খুব আনন্দ হ'ল যে এদেশেও রবীন্দ্র অনুরাগী মুসলমান পণ্ডিত আছেন।

বিকাল বেলা মিঃ মহীউদ্দিন এবং আমি ক্যাপ্টেন করিমের গৃহে দেখা ক'রতে এলাম। সেখানে ডাঃ ওয়ালি খাঁন উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে খুব উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আহ্বান ক'রলেন। Oh unofficial ambassador of India; তারপরই ভারতের হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ-বিসম্বাদ বিষয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা অনর্গল বক্তৃতা ক'রে গেলেন। তিনি সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন পাল, চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষ বসু, মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু, অরবিন্দ ঘোষ, ডাঃ আন্সারী, হাকিম আজমল খাঁ, সিকেন্দার হায়েৎ খাঁ, আব্দুল গফুর খাঁ, বিঠল ভাই পেটেল, জিন্না, গান্ধী, ডাঃ জিয়াউদ্দিন, রাজাগোপাল আচারী, শেষ পর্য্যন্ত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী ও সাভারকরের কথাও ব'ল্লেন। অদ্ভুত এই লোকটির বলার ক্ষমতা। কথা যেমন বলেন তেমন সংবাদও তাঁর যথেষ্ট। তবু এই লোকটিকে স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ ক'রতে পারলাম না। বোধ হয় তাঁর কথার বাহুল্য দেখে। ফিরে আসবার সময় অধ্যাপক হবীবের সঙ্গে দেখা ক'রে কয়েকখানি মুসলিম সংস্কৃতি বিষয়ক পুস্তক এবং ভারতীয় মুসলমানি সম্বন্ধে আজ্হার ডেলিগেশনের রিপোর্ট নিয়ে এলাম।

রাত্রিবেলায় যায়েৎ-উল্-আরাবীর বন্ধুরা এসে আমার সঙ্গে নিজামের অর্থ সম্পর্কে অনেক উদ্ভট গল্প ব'ল্লেন। নিজামের সঞ্চিত অর্থ, আগা খাঁনের ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়াই তাদের বক্তব্য ছিল। একটি আরবীয় ছাত্র কিছুতেই বিশ্বাস

ক'রতে পারছিল না যে ভারতের একটি তুর্ভিক্ষে একমাত্র বাংলাদেশের ২৫ লক্ষ লোক মৃত্যুকে বরণ ক'রতে পারে। সে ব'ল্লে,—ভারতের প্রত্যেক হাজী যেভাবে মক্কা ও মদিনায় এসে অর্থ ব্যয় করে, তাতে তাদের দারিদ্র্যের কোন স্থচনাই পাওয়া যায় না। আমি মনে মনে দরিদ্র, ধর্ম্মপ্রাণ ভারতীয় মুসলমানদের হজের পুণ্য সঞ্চয় করার ব্যাকুল আগ্রহের কথা ভেবেই চুপ ক'রে রইলাম। সময়ান্তরে স্থযোগ পেলে ভারতের দারিদ্র্যের কথা এদের জানিয়ে দেব।

১২ই অক্টোবর '৪৪

আজ আমার হালুয়ান্-এ মিঃ মহীউদ্দিনের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। অবশ্য নিমন্ত্রণ অর্থাৎ ত্ব'জনে হোটেলে খাব। তিনি অতিথি সৎকারের দক্ষিণার ভাব গ্রহণ ক'রবেন। আমরা এগারটার সময় বাবুল্লুক ষ্টেশনে এলাম। এখান থেকে প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর হালুয়ান্ এ গাড়ী ছাড়ে। ভাড়া ৬ পিয়াস্তা, সেকেণ্ড ক্লাস ৩ পিয়াস্তা, থার্ডক্লাস নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীতে দেখলাম অত্যন্ত ভীড়। প্রায় এদেশের লোকাল ট্রেনের মতনই। গাড়ীতে একটি প্রকাণ্ড বারান্দা প্রায় ৫০ হাত লম্বা, ত্বই পাশে ব'সবার আসন, মাঝখান দিয়ে রাস্তা। দ্বিতীয় শ্রেণীর আসন কাঠের তৈরী, প্রথম শ্রেণীর কুশান। এই পথে বহু গ্রামের যাত্রী যাতয়াত করে। একটি ফালাহিন্ কৃষক, তার স্ত্রী এবং কন্যা চ'লেছে। কৃষক নগ্নপদ, নীল রঙের গালাবাইয়া আপাদ-লম্বমান, মুণ্ডিতশ্মশ্রু, এক চোখ অন্ধ। তার স্ত্রী পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ গালাবাইয়া, আপাদ-লুণ্ঠিত, গলায় কাঁচের নীলমালা, কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে কঙ্কণ। কন্যাটির হাই হীলের জুতা, আ-জানু স্কার্ট, অতিসূক্ষ্ম রেশমী মোজা, মুখে রঙমাখান, ঠোঁটে রুজ, অতিসযত্ন পরিপাটি কেশদামে নানারূপের পিন নিবন্ধ। আমি লক্ষ্য ক'রছিলাম, মিশরের যুগ পরিবর্ত্তন। একই গৃহে ত্বইটি বিপরীত সভ্যতা ও সামাজিক ধারার প্রতিচ্ছবি। এই দৃশ্য গিজার ট্রামে পিরামিডের পথে প্রায়ই দেখা যায়।

আমাদের ট্রেন চ'লেছে দক্ষিণে সহরের উপকণ্ঠ দিয়ে। মাঝে মাঝে জীর্ণ সৌধাবলী নগরের প্রাচীনত্ব প্রমাণ ক'রছিল। মিঃ মহীউদ্দিন ব'লছিলেন,— পথপ্রান্তবর্ত্তী প্রত্যেক ভগ্ন প্রাচীর ও প্রসাদের কাহিনী। অদূরে বামপার্শ্বে মকত্তম পাহাড় ও ফেরায়ুনের যুগের পরিচয় দিচ্ছিল। এই পাহাড়ের বুক

তাদের পরকালের আবাস—**পিরামিড**। ডান দিকে দেখলাম, একটি অতি প্রাচীন, জীর্ণ, রোমান যুগের মঠ। এটা এখন কপটিক চার্চ্চ। প্রায় ১৫ শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ মঠের অনুকরণে ভূমধ্যসাগরের তীরে নির্ম্মিত হ'য়েছিল বহু মঠ। আলোচ্য কপটিক্ চার্চ্চটিতে র'য়েছে কয়েকটি বাসোপযোগী প্রকোষ্ঠ। এখানে মিশনারী ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করে। আমাদের গাড়ী প্রায় মঠের প্রাচীর স্পর্শ ক'রে যাচ্ছিল। লক্ষ্য ক'রলাম,—প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠই বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ খণ্ডিত। অন্ধকার সঙ্কীর্ণ গলির পথে দুই একজন লোক যাতায়াত ক'রছিল। এই কপটিক্ চার্চ্চটির একপার্শ্ব নূতন করে তৈরী হ'চ্ছিল, দে'খতে পেলাম। আর একটু দূরে বাম দিকে দে'খলাম ইলেকট্রিক রোপ ওয়ে (Electric Rope way)। যুদ্ধের জন্য মকত্তম পাহাড়ের গহ্বরস্থিত দ্রব্যাদি সহজে এবং সকল সময়ে স্থানান্তরিত ক'রবার জন্য এই রোপ ওয়ের ব্যবস্থা হ'য়েছে। আর একটু এগিয়ে দে'খলাম এক বিরাট মসজিদ। কায়রো নগরীর পশ্চিমপ্রান্তে রয়েছে পিরামিড। তারই ঠিক বিপরীত দিকে নগরীর পূর্ব্বপ্রান্তে এই মসজিদ। পিরামিডে রয়েছে প্রাচীন ফেরায়ুনদের মৃতদেহ। আর এই মসজিদের পাশে সমাধিস্থ রয়েছে মহম্মদ আলি পাশা এবং তাঁর বংশধর ইব্রাহিম পাশা। এই মসজিদ মহম্মদ আলির মসজিদ নামে পরিচিত। মিশরে এই মসজিদ একটি অবশ্য দর্শনীয় জিনিস ব'লে বিখ্যাত।

আমরা প্রায় ৫০ মিনিট পরে কয়েকটি ছোট ছোট ষ্টেশন অতিক্রম ক'রে হালুয়ান্-এ এসে নামলাম। প্রথমেই পূর্ব্ব ব্যবস্থা মত এক হোটেলে আমাদের লাঞ্চ শেষ করা হ'ল। এই হোটেলটি গ্রীক পরিচালিত।

মিঃ মহীউদ্দীনের গৃহে এসে আশ্রয় নিলাম প্রায় ১ টার সময়, এই গৃহটি একটি গ্রীক পরিবারের অংশবিশেষ। আমি বারান্দা থেকে চারদিক দেখে নিলাম। কায়রোর এই উপকণ্ঠ নূতন ক'রে সৃষ্টি করা হ'চ্ছে। প্রায় সবই মরুভূমি ; অথচ বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমিকে উর্ব্বর করে এখানে বৃক্ষাদি রোপণ করা হয়েছে এবং বহু দূর থেকে জলের ব্যবস্থা করা হ'চ্ছে। সমস্ত দিন ভূমধ্য-সাগরের বায়ু এই হালুয়ানের পাহাড়ের উপর দিয়ে ব'য়ে যায়। স্বাস্থ্যাবাস ব'লে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এখানে গৃহাদি নির্ম্মাণ ক'রছেন। অবশ্য গভর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা অনুযায়ী গৃহাদি নির্ম্মাণ, উদ্যান রচনা এবং পথ তৈরী করতে হ'বে। কায়রো এবং হালুয়ানের মধ্যবর্ত্তী মা-আদী একটি অতি চমৎকার উপকণ্ঠ। কায়রোকে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৩০ মাইল ব্যাপী লণ্ডনের অনুকরণে তৈরী করাই উদ্দেশ্য।

৪টার সময় আমরা মিঃ ছোটেলালের সঙ্গে দেখা ক'রতে চ'ল্লাম। পথে দুইটি ভারতীয় সামরিক কর্ম্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। তারা মিঃ মহীউদ্দিনের পূর্ব্ব পরিচিত। একজন বর্ষীয়ান, নাম ইলিয়াস্, কাচ্চি ময়মন সম্প্রদায়ভুক্ত; অন্য একজন আস্‌গর, মুসলমান, আজমগড় নিবাসী। ইলিয়াস বম্বেতে ৬০ টাকা বেতনে ১২ বৎসর শিক্ষকের কাজ ক'রেছিলেন। বর্ত্তমানে সার্ভে বিভাগে কাজ ক'রছেন। বেতন ১২০৲। তিনি তিন বৎসর কাজ ক'রে ২০৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি পেয়েছেন। ভারতীয়দের প্রতি ব্যবস্থা ও একদেশদর্শিতার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করলেন। সামরিক বিভাগে প্রবেশ করার পূর্ব্বে তাঁকে যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হ'য়েছিল, তার কিছুই রক্ষিত হয় নি ব'লে তিনি অভিযোগ ক'রলেন। তাঁর কথার সঙ্গে কাইসার-এল-আইনীর মোটর ড্রাইভারের কথার অনেক সামঞ্জস্য দে'খলাম আস্‌গর অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক। তিনি আমার সঙ্গে উর্দ্দুতেই কথা ব'ল্লেন। আজমগড়, উর্দ্দু চর্চ্চার জন্য বিখ্যাত। তিনি আজমগড়ের অধিবাসী ব'লে খুব গর্ব্ব অনুভব করেন। বর্ত্তমানে তিনি মিশরে আরবদেশীয় জীবিত কবিদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একটি পুস্তক প্রণয়ন ক'রবেন ব'ল্লেন। আমি মিঃ মহীউদ্দিনকে জিজ্ঞাসা কর'লাম, কোন ভারতবাসীর পক্ষে মিশরে থেকে অতি স্বল্প পরিসবের অন্তরালে এই বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন হবে কি না। হয়ত এই পুস্তক প্রকাশ হ'লে সমস্ত ভারতবাসী নিন্দনীয় হবার সম্ভাবনা আছে। আসগর এ কথায় খুব আহত হ'লেন এবং ব'ল্লেন, মুসলমানের পক্ষে আরবী ভাষা আয়ত্ত করা সহজ। আমি তাঁকে স্মরণ ক'রিয়ে দিলাম, আকবরের সভা-কবি শেখ্ ফৈজি সম্বন্ধে দাগিস্থানী বিশেষ শোভন মন্তব্য প্রকাশ করেন নি; আবু আতা সিন্ধীর আরবী সম্বন্ধে আরবদেশীয় পণ্ডিতগণ আরও কটু মন্তব্য ক'রেছিলেন। ইদানীং স্যার মহম্মদ ইকবালের পারসী কবিতা সম্বন্ধে বর্ত্তমানে পার্শী পণ্ডিতগণ যে সব মন্তব্য প্রকাশ ক'রেছেন সেটার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আজমগড়ে উর্দ্দুর আলোচনাই হয়, কিন্তু আরবী, পার্শীর আলোচনা সীমাবদ্ধ। মিঃ মহীউদ্দিন ব'ল্লেন,—আস্‌গর সাহেব তাঁর কাজের জন্য যে অমানুষিক পরিশ্রম ক'রছেন, সেটা যদি তিনি উর্দ্দুতে লেখেন তবে হয়ত' ভারতীয়দের পক্ষে পাঠ্য হ'বে। কিন্তু আরবীতে লিখলে খুব জনপ্রিয় হ'বে কি না সন্দেহ।

আমরা মিঃ ছোটেলালের গৃহে অতি সাদরে গৃহীত হ'লাম। তিনি ব'ল্লেন, —ভারতের কোন নূতন ব্যবসায়ী, হিন্দুই হোক্ আর মুসলমানই হোক্, মিশরে

ব্যবসায়ের অনুমতি পান না। মিশর সরকারের ইচ্ছা নয় যে কোন বিদেশী এদেশে স্থায়ী ব্যবসা স্থাপন করে। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম,—ভারতের সঙ্গে আপনাদের কি কি জিনিস আদান-প্রদান হ'তে পারে? তিনি ব'ল্লেন,—তুলার ব্যবসা খুব বিরাটভাবে চ'লতে পারে, কিন্তু ৬০ কাউন্টের উপরে সুতা ভারতবর্ষে চলে না। ভারতের তৈরী জিনিসের বিরাট ক্ষেত্র মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যে র'য়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এ বিষয়ে মোটেই উৎসাহ দেন না, দিতে পারেন না। ইণ্ডিয়ান ট্রেড্ কমিশনারের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

সাড়ে ছয়টায় আমরা আবার কায়রোতে ফিরে চলেছি। মধ্যপথে একটি ছোট ষ্টেশনে আমার পাশে এসে ব'সলেন একজন মিশরীয় ভদ্রলোক,—মধ্যম আকৃতি, বেশভূষায় বিশেষ পরিপাটি নাই। হাতে ইংরাজী, ফরাসী, ইতালিয়ান, আরবী—সাত আট খানি খবরের কাগজ। মিঃ মহীউদ্দিন তাঁকে দেখেই অতি সম্মানের সহিত নিতান্ত বিনীতভাবে ব'ল্লেন,—ইনি ডাঃ আবদুর রহমান আজ্জাম—সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছেন, মিশরের কমাণ্ডার-ইন্-চীফ্ ছিলেন। ১৯৩৬ সালে এংলো-ইজিপ্স্যান সন্ধি স্বাক্ষর ক'রেছেন, তরে পূর্ব্বে মুস্তাফা কামাল পাশার অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি কিছুকাল বাগদাদ, দামাস্কাস, মক্কা ও প্যালেষ্টাইনে মিশরের প্রতিনিধি ছিলেন। তৎসঙ্গে আমারও সুদীর্ঘ পরিচয় দিয়ে তিনি আসন গ্রহণ ক'রলেন। ডাঃ আবদুর রহমান আজ্জাম অধ্যাপক আবদুল ওহ্হাব আজ্জামের খুল্লতাত। তিনি আমাকে খুব সাদরে গ্রহণ ক'রে প্রায় দুই মিনিট করমর্দ্দন ক'রলেন। তারপর ভারতের বিষয় নানা প্রশ্ন ক'রে অনেক কথা জেনে নিলেন। তাঁর প্রশ্ন থেকে বুঝলাম,—তিনি জিন্না, গান্ধী সম্বন্ধে বহু সূক্ষ্ম সংবাদ জানেন। তিনি পাকিস্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, তারপর নিজেই তিনি ব'ল্লেন, স্বাধীনতা প্রত্যেক জাতির ও দেশের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার। জাতির কিংবা দেশের কোন ব্যক্তি বা অংশবিশেষ যদি সেই স্বাধীনতার বিরোধিতা করে তবে সে মানুষের শত্রু, সুতরাং সে আমার শত্রু এবং মিশরের শত্রু, তিনি জিন্নাই হো'ন আর গান্ধীই হো'ন। শেষে তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ব'ল্লেন,—ভারতের মুসলমান কি জানে না যে ইংরেজের জন্যই পৃথিবীর মুসলমান আজ পরাধীন। বিশেষ ক'রে, মধ্যপ্রাচ্যের এই পরাধীনতার অর্থ মুসলমানদের পরাধীনতা। সে পরাধীনতার মূল উৎস ভারতের পরাধীনতা। যতদিন ভারতবর্ষ নিজ রাষ্ট্রব্যবস্থা নিজ হাতে তুলে নিতে না পারবে, ততদিন মধ্যপ্রাচ্য কিংবা

মুসলমান স্বাধীন হবে না। আমরা সমস্ত পরাধীন জাতি ভারতের মুক্তির জন্য অপেক্ষা ক'রছি।

আমি ব'ল্লাম,—আপনি কি মনে করেন না যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানের উপর অত্যাচার ক'রবে? এই ভয়েই তো মুসলমানরা পাকিস্তান দাবী করে, যেখানে তাদের সভ্যতা, ধর্ম্ম এবং স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকবে। ডাঃ আবদুর রহমান্ আজ্জাম হেসে ব'ল্লেন;—আপনি মুসলমান হ'য়ে, মুসলমান ইতিহাসের ছাত্র হ'য়ে কি ক'রে এই ইতিহাসবিরুদ্ধ কথা বলেন? আমার তো মনে হয়, মুসলমানদের এই মনোভাব ব্রিটিশ রাজত্বেই এসেছে। স্বাধীন ভারতে বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পেষণে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে কাজ ক'রতে বাধ্য হবে। যদি হিন্দুরা অত্যাচার ক'রে, তবে মুসলমান আত্মরক্ষা করতে পারবে। প্যালেষ্টাইনে আরব-ইহুদী সমস্যা কি এই শিক্ষা আপনাকে দিচ্ছে না? আরবজাতি শিক্ষা, অর্থ এবং সভ্যতায় ইহুদী অপেক্ষা অনেক বিষয়ে পশ্চাৎপদ। কিন্তু ইংরেজের কিংবা আমেরিকার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সাহায্য সত্ত্বেও এই দরিদ্র নিরক্ষর আরবজাতি কি ইহুদীদের জীবন প্যালেষ্টাইনে বিষময় ক'রে তোলে নি? ডাঃ আবদুর রহমান্ আজ্জামকে আমি জানিয়ে দিলাম যে আমি মুসলমান নই। তিনি খুব আশ্চর্য্য হ'লেন এবং খুশী হ'লেন যে তিনি আমাকে মুসলমান ভেবে তাঁর মনের ভাব অকপটে প্রকাশ ক'রতে পেরেছেন।

তারপরের আলোচনায় তিনি ব'ল্লেন,—তুরস্কের মুসলমান সমস্যা মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা নয়, এটা মুসলমান সমস্যাও নয়; তবে তুরস্ক নিজেদের স্বার্থ নিজেরাই রক্ষা ক'রতে পারবে। তিনি ইরাণের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে খুব অস্বস্তি প্রকাশ ক'রলেন। তিনি ভবিষ্যৎবাণী ক'রলেন যে যুদ্ধের পর ইংরেজ পারস্যের তৈলের খনি কখনও ছেড়ে দেবে না এবং রাশিয়াও ভারতের প্রান্ত থেকে নিজেকে বহুদূরে সরিয়ে নেবে না। ইরাণের প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল এবং ভাগ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন —আমাদের অসমাপ্ত কথার মাঝেই বাবুল্লুক ষ্টেশনে এসে পৌছুলাম। ডাঃ আজ্জাম তাঁর বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ ক'রে বিদায় নিলেন।

১৩ই অক্টোবর '৪৪

ডাঃ হাসানের সঙ্গে আজ আমার গবেষণার বিষয় কিছু আলাপ হ'ল এবং তিনি আমাকে ব'ল্লেন যে রেক্টরের উপদেশ অনুসারে তিনি আমার কাজের

সম্পূর্ণ সহায়তা ক'রবেন। ডাঃ হাসান আমার সঙ্গে কথা ক'য়ে খুব আনন্দ পেলেন যে আমি ইসলাম সংস্কৃতির বহু তথ্য এবং প্রচ্ছদপটের সঙ্গে সুপরিচিত। মুসলমানদের বিষয় একজন অ-মুসলমান এত উৎসাহ নিয়ে আলোচনা ক'রছেন দেখে তিনি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত ডাঃ আবদুর নিকটে খুব গর্ব্ব ক'রছিলেন।

বিকালবেলা এই কয়দিনের মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রমের ফলে আমি একটু অসুস্থ বোধ ক'রছিলাম এবং একটু ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম ; হঠাৎ বেয়ারা এসে জানাল—একজন মিলিটারি অফিসার আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছেন। আমাদের বায়েৎ-উল্-আরাবীর অভ্যর্থনা গৃহে এসে দেখি সদাহাস্য-মুখ ক্যাপ্টেন্ করিম আমার অপেক্ষায় ব'সে আছেন। এই সহৃদয় বৃদ্ধ পাঠান ভদ্রলোক সমস্ত দিনের কাজের পর অবসর মুহূর্ত্তে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে আমাকে অত্যন্ত বাধিত ক'রলেন। তিনি ভারি সুন্দর একটা গল্প ব'ল্লেন—ক্যাপ্টেন্ করিমের একজন আত্মীয় ভারতবর্ষ থেকে কাবুলে জীবিকা অন্বেষণে চ'লে গেলেন, কারণ ভারতবর্ষ অ-মুসলমানের দেশ। উন্নত বলিষ্ঠ দেহ পাঠান—প্রথমে সৈন্য বিভাগে প্রবেশের চেষ্টা করেন। সেখানে উত্তর পেলেন, আফগানরাজ মুসলমান ভিন্ন অন্য কোন জাতিকে সৈন্যবিভাগে প্রবেশের অধিকার দিতে ইচ্ছুক নন। রাজপথে আফগান জনসাধারণ তাকে হিন্দী অর্থাৎ ভারতবাসী ব'লেই সম্ভাষণ ক'রত। সে দুঃখে ও অভিমানে পারস্যে চ'লে গেল। পারস্যের রাজসরকার পারসী ভিন্ন অন্য জাতিকে রাজকার্য্যের অধিকার দিতে প্রস্তুত নন। আফগান রাজসরকার তবু সৈনিক ভিন্ন অন্য বিভাগে প্রবেশের অধিকার দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু পারস্য রাজসরকারের নিয়ম অত্যন্ত কঠোর। সেই ভদ্রলোক নিরাশ হ'য়ে আবার পেশোয়ারে ফিরে এলেন। কিন্তু এবার তিনি সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসী। করিম সাহেব আমাকে এবার থেকে 'ভাই' ব'লেই সম্বোধন ক'রলেন এবং একটি মশারী উপহার দিয়ে গেলেন, কারণ তাঁর কাছে ব'লেছিলাম গিজা অঞ্চলে মশার অত্যধিক উপদ্রব। এই আত্মীয়তা বিদেশে যে কত প্রীতিপ্রদ তা ব'লে শেষ করা যায় না।

সন্ধ্যাবেলা আতাল্লাহ-আওরান, হাম্‌দি-মাল-হাস, হিস্-আম-এর সঙ্গে মিলে নীলের একটি ছোট শাখার পাশ দিয়ে মাঠের মাঝে বেড়িয়ে এলাম। ছোট গ্রাম ; চাষীদের অবস্থা, তাদের গৃহপালিত জন্তুর কথা এবং সাময়িক ফসলাদির বিবরণ জেনে নিলাম। এখানকার কৃষক ভারতের কৃষকের মত দরিদ্র, অশিক্ষিত, রোগগ্রস্ত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এরা যে আবেষ্টনীর ভিতরে বাস

করে তার অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর জীবনের কল্পনাই ক'রতে পারে না। আমার সঙ্গীরা ব'ল্ল যে মিশরের কৃষকের অবস্থা আরবদেশের কৃষকের অপেক্ষা ভাল। জানি না আরবদেশীয় কৃষকের জীবযানত্রার আদর্শ ও ধারা কি প্রকারের। এদের সঙ্গে আরবী ভাষাতেই কথা ব'লেছিলাম; এরা আমার ভুলগুলি দেখিয়ে দিচ্ছিল, বিশেষ ক'রে উচ্চারণের ভুলই সব চেয়ে বেশী।

১৪ই অক্টোবর '৪৪

আজ রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরী ব্যবহার ক'রবার অনুমতিপত্র চেয়ে চিঠি লিখলাম। ডাঃ হাসান সেই পত্রখানি পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু এখানকার নিয়ম এবং কর্ম্মপদ্ধতি এত জটিল যে, আমাকে প্রায় তিন ঘণ্টা অপেক্ষা ক'রতে হ'ল এবং শেষ পর্য্যন্ত সংবাদ পেলাম যে আমাকে একটি ফটো দিতে হবে। কারণ—আমার অনুমতিপত্র দিয়ে যেন অন্য কেহ লাইব্রেরী ব্যবহার না করে। এখানে ছাত্রই হোক আর অধ্যাপকই হোক, লাইব্রেরীর অভ্যন্তরে কেহ কোন হ্যাণ্ডব্যাগ হাতে নিয়ে প্রবেশ ক'রতে পারে না। ব্যক্তিগত কোন পুস্তক ভিতরে নিতে হলে অফিসের অনুমতির প্রয়োজন হয়। কোন নোট খাতা নিয়ে বে'রোলেই লাইব্রেরী-অফিসের ছাপ দিয়ে নিতে হয়। এখানকার লাইব্রেরীতে পাঠের নিয়ম প্রায় পুলিশ অফিসের মতন কঠোর।

বিকাল বেলা আমি ও হাম্‌দি-মাল্‌হাস নীলের ধারে প্রায় দু'ঘণ্টা বেড়িয়ে নিলাম। হঠাৎ একটু বৃষ্টি আসছিল। নীলের তীরে মুক্ত আকাশের নীচে কাফে র'য়েছে। মাঝে মাঝে বিরাট ছাতাও রয়েছে। নীল-বিহারী মিশরীয়রা এখানে চা, কফি এবং অন্যান্য পানীয় ব্যবহার করেন। আমরা বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য একটি ছাতার নীচে বসলাম। ওয়েটার এসে জিজ্ঞাসা ক'রে গেল, কাহোয়া ইয়া কাজুজা? —(কফি অথবা লেমনেড্)। আমি কাহোয়ার আদেশ দিলাম। ছোট দুটি পেয়ালায় কফি আর দু'গ্লাস জল একটি ট্রেতে ক'রে নিয়ে এল সঙ্গে একখানি বিল—২০ পিয়াস্তা (অর্থাৎ তিন টাকা দুই আনা) এবং ৫ পিয়াস্তা বক্‌শিস্ দিলাম। বক্‌শিস্ জিনিষটা এদেশে একটি রোগ অথবা জাতীয় ব্যবসা। যে কোন লোক যে কোন প্রকারের কাজ করুক, তার জন্য নির্দ্ধারিত মূল্যের উপর বক্‌শিস্ নির্দ্দিষ্ট আছে। এটা দেওয়া যেন বাধ্যতা; না দেওয়া অভদ্রতা এবং গ্রহণ করাটা অধিকার। আমার মনে হ'চ্ছিল, যে

কোন কাজের একটা প্রতিদান প্রত্যাশা করা মনুষ্যত্বকে অনেকটা ক্ষুণ্ণ করে। জানি না, প্রতি কার্য্যের জন্যই কিছু বিনিময় প্রত্যাশা করা, মাত্র এই ভৃত্যস্তরের ভিতরেই নিবদ্ধ না সমাজের প্রত্যেক স্তরেই আছে।

আমরা দশ মিনিট বৃষ্টি উপভোগ ক'রে আবার নীলের তীরে বেড়াতে এলাম। তখন পশ্চিমের সূর্য্য অস্ত যায় নি। মেঘ কেটে গেছে। মেঘমুক্ত আকাশে অস্তায়মান সূর্য্যের রক্তিম আভা, নীলের পূর্ব্বপার্শ্বে বিরাট সৌধাবলীর উপর প্রতিফলিত হ'য়ে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য রচনা ক'রছিল। গিজার লৌহ সেতু থেকে আরম্ভ ক'রে ইংলিশ ব্রীজ পর্য্যন্ত পূর্ব্বতীরস্থ সমস্ত প্রাসাদ প্রায় একই আকারের ও বর্ণের, বৃহৎ ও হরিদ্রাভ। হরিৎ বর্ণের উপর রক্তিম ছটা—সমস্ত সৌধাবলী নীলের জলে প্রতিবিম্বিত হ'য়ে অতি অপরূপ রূপ পরিগ্রহ ক'রেছিল। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নীলের আর সৌধাবলীর অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখছিলাম, হঠাৎ প্রায় পনের খানি ক্ষুদ্র নৌকা ইংলিস ব্রীজের নীচে থেকে বেরিয়ে এল। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রোয়িং ক্লাবের নৌকা—তার উপর সাঁতারের পোষাক পরিহিত তরুণ যুবকের দল। তাদের দেহের গৌরবর্ণ সন্তরণের নীল পোষাকের বৈপরীত্যে আরও সুন্দরতর প্রতিভাত হচ্ছিল। এই আনন্দময় যুবকদল প্রতিযোগিতা ক'রে নীল অতিক্রম ক'রছিল। এই খেলার আনন্দ দূর থেকে আমি খুব সাগ্রহে প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উপভোগ ক'রলাম। তারপর ধীরমন্থর গতিতে আমরা বায়েৎ-উল্ আরাবীতে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রলাম। এই স্মৃতি আমার মনে বহুকাল জেগে থাকবে।

১৫ই অক্টোবর '৪৪

আজ ভোর ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্য্যন্ত লাইব্রেরীতে কাজ ক'রলাম। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী অত্যন্ত আধুনিক, প্রতেক্যটি বিভাগ স্বতন্ত্র। এদের পুস্তক তালিকা এবং পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন প্রকারের। অবশ্য এই দুই তিন দিনের দেখাশুনা ক'রেই কোন তুলনামুলক সমালোচনা চলে না। কিন্তু এদের পুস্তক-তালিকার একটি ভিন্ন ঘর কাছে, সেখানে তিনটি পৃথক রীতি অনুসারে পুস্তকের তালিকা প্রণয়ন করা হ'য়েছে—একটি পুস্তকের নামানুসারে, একটি গ্রন্থকারের নাম অনুসারে এবং অন্যটি পুস্তকের বিষয়বস্তু অনুসারে—অক্ষর অনুযায়ী। হস্ত

লিখিত পুস্তকের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবস্থা। এখানে তুর্কী, ফরাসী, জার্ম্মানী, হিব্রু, এরামিক, ইংরাজী, ইতালীয় এবং গ্রীক ভাষায় লিখিত নিত্য ব্যবহার্য্য পুস্তকাদি বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে রাখা হ'য়েছে। খোলা সেল্‌ফ্‌-গুলো এক একটি গবেষক ছাত্রের তত্ত্বাবধানে, এবং তার অধীনে একটি ভৃত্য আছে। যে কোন ছাত্র বিনা অনুমতিতে সেখানে গিয়ে ইচ্ছামত অধ্যয়ন ক'রতে পারে। সেই ঘর থেকে বাইরে আসবার সময় গবেষক ছাত্র অথবা ভৃত্যটিকে জানিয়ে আসতে হয়। তারপর যখন সে গ্রন্থাগারের বাইরে যাবে, তখন সদর দরজায় একটি কেরাণীকে গেট্‌পাশ দেখিয়ে আসতে হয়। এখানে পুস্তক সম্বন্ধে নিয়ম অতি কঠোর। পুস্তক হারান কিংবা পাতা ছেঁড়া অথবা ছবি কেটে নেওয়া প্রায় অসম্ভব। দুষ্কর্ম্মের জন্য শাস্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্ব্বাসন। জরিমানা পুস্তকমূল্যের দ্বিগুণ থেকে আরম্ভ ক'রে দুষ্প্রাপ্যতা অনুসারে প্রায় পঁচিশ গুণ। আমাকে একটি বিশেষ অনুমতিপত্র দেওয়া হ'ল। আমি যে কোন সময়, যে কোন স্থানে, যে কোন পুস্তক অধ্যয়নের অধিকার পেলাম।

আজ অত্যন্ত গরম। আমি প্রায় সারা বিকাল বেলা বিশ্রাম নিলাম। সন্ধ্যার কিছু আগে আতাল্লাহ্‌ আওরানের সঙ্গে গিজা রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে বেড়াতে গেলাম। ষ্টেশনের পাশে একটা মাঠে যুবক এবং ছাত্রগণ ফুটবল খেল্‌ছিল। আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ফুটবল খেলা দেখলাম। এখানকার ফুটবল বেশ উচ্চস্তরের, কেউ কেউ খালি পায়ে ফুটবল খেলে। ক্রিকেট, হকি, টেনিস খেলার বেশ প্রচলন আছে। বিদেশী সৈন্যরা হকি এবং ফুটবল খেলাতে বেশ উৎসাহ দিচ্ছে। রাত্রে হাম্‌দি-মাল্‌-হাস তার ফরাসী লেখার ইংরাজী অনুবাদ ক'রে আমাকে দেখাতে এল। এতে আমারও বেশ সুবিধা হ'চ্ছিল। ফরাসী ভাষার সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় হ'চ্ছিল। তারপর আমার পড়াবার ধারা দেখে হামদি আমাকে ওস্তাদ ব'লেই গ্রহণ ক'রল। সে আমাকে আম্‌মানে তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রল। এই তরুণ আরব ছাত্রটি অত্যন্ত সহৃদয় এবং সরল।

১৬ই অক্টোবর '৪৪

আজ ভোরবেলা মিঃ মহীউদ্দিনের সঙ্গে লাইব্রেরীতে গিয়ে ইবন্‌-আসাকির ও ইবন্‌-হিসামের পুস্তকের অংশবিশেষ অনুবাদ ক'রলাম। মিঃ মহীউদ্দিন খুব

ভাল আরবী জানেন ব'লেই মনে হ'ল। বিকাল বেলা ট্রান্স-জর্ডনের একটি যুবক সৌকত্-এর সঙ্গে পরিচয় হ'ল। সে তার বন্ধু আতাল্লাহর সঙ্গে দেখা করতে বায়েৎ-উল্ আরাবীতে এসেছে। বাইরে একটু বৃষ্টি হ'চ্ছিল। তাই সে অভ্যর্থনা গৃহে অপেক্ষা কচ্ছিল। আমাকে আরবী ভাষায় জিজ্ঞাসা ক'রলে, আতাল্লাহ্ কোথায়? খানিকক্ষণ আরবী ভাষায় আলোচনার পর সে বুঝল, আমি ভারতবাসী। সে বেদুইন ব'লে নিজেকে পরিচয় দিল। আমার সঙ্গে এই প্রথম শিক্ষিত বেদুইনের পরিচয়। ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের—"ইহার চেয়ে হ'তাম যদি আরব বেদুইন! চরণ তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন"—ভিন্ন আর বেদুইনের সাথে কোন পরিচয় ছিল না। সুতরাং ভীষণাকৃতি মরুনিবাসী অশ্বারোহী জীবনমৃত্যু নিরপেক্ষ, বেদুইনের পরিবর্ত্তে একজন উন্নত বলিষ্ঠ দেহ গৌরবর্ণ অজাতশ্মশ্রু ইউরোপীয় পোশাক পরিহিত মার্জ্জিত-রুচি বেদুইনের দর্শন অপ্রত্যাশিত এবং কৌতূহলোদ্দীপক।

এবার এইসব পরিচিত আরব কিশোর ও তরুণ ছাত্রদের সম্বন্ধে একটু লিখব। তাদের ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র। এরা কোন ভদ্রলোককে উপেক্ষা ক'রে কখনও কফি, সিগারেট, ফল, অন্য কিছু খাওয়াকে অত্যন্ত রুচিবিরুদ্ধ মনে করে। আহারের সময় কোন পরিচিত ব্যক্তি উপস্থিত হ'লে তৎক্ষণাৎ তাকে ফাদ্দাল্ বা তাফাদ্দাল্ (আসুন, আসুন,—আমার সাথী হউন) ব'লে অভ্যর্থনা করে। উপস্থিত আমন্ত্রিত ব্যক্তি যদি প্রত্যাখ্যান করে, তবে এরা অপমান জ্ঞান করে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে কিছু গ্রহণ ক'রতেই হয়। আরবের অতিথি-বৎসলতা প্রায় প্রবাদের মতন, বিশেষ ক'রে বেদুইনদের। এরা বিভ্রান্ত পথিককে কিংবা কোন অতিথিকে প্রায় দেবতা জ্ঞানে অভ্যর্থনা করে। অভ্যাগত সৎকারের জন্য তারা নিজেদের অতি মূল্যবান্ জিনিষকে উৎসর্গ ক'রতে দ্বিধা করে না—সে শত্রুই হো'ক, অথবা মিত্রই হো'ক। কিন্তু পরের দিনের আলোয় যখন তাদের সীমানা অতিক্রম ক'রে যায় এবং যখন অন্য শেখের সীমানায় প্রবেশ করে তখন অকপটে তাকে হত্যা ক'রতেও দ্বিধা করে না। কিন্তু যতক্ষণ নবাগত তাদের আশ্রয়ে থাকে, ততক্ষণ সে বরণীয়। বর্ত্তমান যুগে বিদেশে আরব দেশীয় ছাত্রগণ ইউরোপীয় পোশাক পরিধান করে এবং আহারাদিতে ইউরোপীয় প্রথাই অনুসরণ করে। আরবদেশীয় ছাত্ররা কখনও তুর্কী টুপী অথবা তরবুশ্ ব্যবহার করে না। এটাকে তারা পরের জিনিষ ব'লে হীন জ্ঞান করে। একমাত্র সিরিয়া, লেবানন এবং মিশরে অভিজাত সম্প্রদায় তুর্কী টুপী ব্যবহার করে, কারণ তারা প্রায় ৩৫০

বৎসর তুরস্কের অধীনে ছিল। বর্ত্তমান যুগে তুরস্ক এই টুপীরই ব্যবহার পরিত্যাগ ক'রেছে। সুতরাং মিশরীয়দের মধ্যে একটা দল গ'ড়ে উঠেছে যারা তুর্কী টুপী ব্যবহার করা অপমানজনক মনে করে। আরবদেশে যারা একটু বুদ্ধিমান কিংবা মেধাবী ছাত্র তারা প্রায়ই মিশরে শিক্ষা সমাপ্ত ক'রতে আসে। মিশরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার একটি বিশেষ মূল্য আছে। সমস্ত ট্রান্স-জর্ডনে মাত্র ১০ জন গ্রাজুয়েট আছে এবং এদের সম্মান খুব বেশী। হাম্‌দি-মাল-হাসের পিতা প্রায় ১ লক্ষ পাউণ্ডের অধিকারী। কিন্তু হাম্‌দি-মাল-হাস কখনও অর্থের গৌরব করে না। সে দেশে ফিরে গিয়ে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আম্‌মানের বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন ক'রবে ব'লে স্বপ্ন দেখে। আতাল্লাহ্ আওরানের পিতা সালেহ্ আওরান তালিফা প্রদেশের শেখ। তাঁর অধীনে দুই সহস্র বেদুইন এবং আরব র'য়েছে। এই সালেহ্ আওরান নিরক্ষর। তিনি বিগত যুদ্ধের সময় তুরস্কের অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। বর্ত্তমানে আম্‌মান সহরে তাঁর আটখানি অট্টালিকা আছে। তাঁর মাসিক আয় ২০০০ পাউণ্ড। তিনি আম্‌মান্ পার্লামেণ্টের একজন সভ্য। তাঁর চার স্ত্রী। ১৬টি পুত্রের মাসিক শিক্ষার জন্য এই নিরক্ষর আরব শেখ্ প্রায় ৪০০ পাউণ্ড মাসিক খরচ করেন, অর্থাৎ ৫০০০৲ টাকা। তাঁর পুত্রেরা কেহ জেরুজালেম, কেহ বেরুথ, কেহ আম্‌মান ও কেহ কায়রোতে পাঠ করে। আতাল্লাহ্ আওরান্ পাঠ শেষ করে আম্‌মানের প্রধান মন্ত্রী হবে আশা করে। ইন্‌স আল্লাহ্, হয়ত বা সে কোনদিন আম্‌মানের আরও উচ্চ পদ পেতে পারে। এই কথার পরে সে ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখল যে অন্য কেহ আছে কি না। সে গম্ভীরভাবে ব'ল্লে, এই সংবাদ যদি আমীর আবদুল্লাহ্‌র কানে পৌঁছায়, তাহ'লে তাকে তৎক্ষণাৎ শাস্তির আদেশ দেবে। অবশ্য এই সব কথা গল্পচ্ছলেই হ'চ্ছিল। কিন্তু এই সকল হাস্য-পরিহাসের মধ্যেও দৃষ্টিভঙ্গীর একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে।

১৭ই অক্টোবর '৪৪

আজ ৯টা থেকে প্রায় ২টা পর্য্যন্ত লাইব্রেরীতে কাজ ক'রেছি। ডাঃ হাসান আমাকে ব'ল্লেন,—আগামী শুক্রবার বেলা ৯টার সময় তিনি আমার সঙ্গে ভারতবর্ষের মুসলিম ইতিহাস আলোচনা ক'রবেন। বিকাল বেলা কয়েকটি আরব ছাত্রের সঙ্গে নীলের ধারে বেড়াতে গেলাম। হিস্-আম্ একটি সেকেণ্ডারী

স্কুলের ছাত্র, সে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে,—ভারতবাসী কত কোটি লোক; অথচ তারা পরাধীন কেন? এই প্রশ্ন আমাকে আরও দু' একজন ক'রেছে। যথাসাধ্য উত্তর দিয়েছি, কিন্তু এই উত্তরে তারা সন্তুষ্ট নয়। তারপর হিস্-আম্ আজ জিজ্ঞাসা ক'রলে,—সাধারণ ভারতবাসী মুসলমান তো আরবী জানে না, তারা কি ক'রে নামাজ পড়ে? অবশ্য নামাজ কথাটি আরবী নয়। আরবীতে নামাজকে বলে "সালাৎ"। হিস্-আমের সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের বিষয়ে নানা কথা হ'ল। ভারতীয় মুসলমানদের অর্থ সম্বন্ধে তা'দের ধারণা প্রায় আলাউদ্দীনের প্রদীপের কাহিনীর মত।

রাত্রিতে দাহান ভ্রাতৃদ্বয়, সাফিক্ দাহান্ ও ফোয়াদ্ দাহান্, তাদের গৃহ থেকে ফিরেছে। তাদের পিতামাতা কায়রো থেকে ৫০ মাইল দূরে তান্তা নামক একটি ক্ষুদ্র সহরে বাস করে। ফোয়াদ্ আমাকে তা'দের ঘরে নিয়ে গেল এবং তা'দের মায়ের তৈরী মিশরদেশীয় কিছু মিষ্টি আমাকে খেতে দিল। এখন তাদের বাড়ীঘর ও আত্মীয় স্বজনের পরিচয় পেলাম। তা'দের পরিবার প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আরব থেকে সিরিয়া হ'য়ে মিশরে এসেছে। তারা মহম্মদের পূর্ব্বে মক্কার কোরায়েশ বংশের অন্তর্গত ছিল। ধর্ম্মে খ্রীস্টান, রক্তে আরব, বর্ত্তমানে জাতিতে মিশরীয়। তারা ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করে'নি এবং কিছুকাল জিজিয়া দিয়ে এসেছে। তার নিদর্শনস্বরূপ কিছু পেপাইরাস তাদের গৃহে এখনও বর্ত্তমান। অতীতে মিশরের কিছু কিছু আদান-প্রদানের প্রমাণ এই পেপাইরাস কাগজে লেখা। সফিক্ একটু ধর্ম্মপ্রাণ খ্রীষ্টান। সে ব'ল্লে,—খ্রীষ্টান হ'লেও সে মিশরীয়, তার ভাষা আরবী। ব্রিটিশ অধিকারের প্রথম অবস্থায় একটি খ্রীষ্টান রাজনৈতিক দল গ'ড়ে উঠ্ছিল, এখন সেটা নেই। আজ মিশরে ধর্ম্মের সঙ্গে দেশাত্মবোধের কোন বিরোধ নাই—এই নীতি মিশরীয় খ্রীষ্টানরা সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ ক'রেছে। মিশরের স্বাধীনতা যুদ্ধে জগলুল পাশার আহ্বানে বহু খ্রীষ্টান যোগ দিয়েছিল এবং জন্মভূমির নামে তারা যথাসর্ব্বস্ব দান ক'রেছিল। মিশরের স্বাধীনতার ইতিহাসে খ্রীষ্টানদের দান খুব সামান্য নয়। খ্রীষ্টানরা নিজেদের ভিন্নজাতি কখনই মনে করে না। বর্ত্তমানে বহু মিশরীয় খ্রীষ্টান পণ্ডিত আছেন যাঁরা আরবী ভাষায় অতি সুপণ্ডিত এবং কোরাণ কণ্ঠস্থ করেছেন। রাজা ফারুকের অন্যতম বিশ্বস্ত উপদেষ্টা মকরম্ আবিদ পাশা খ্রীষ্টান। রাজদত্ত উপাধি পাশা এবং বে খ্রীষ্টানরা স্বচ্ছন্দমনেই গ্রহণ করে। ফোয়াদ্ দাহানের কথা শুনে একটু আশ্চর্য্যই মনে হ'ল। এর পিতা রোমান্ ক্যাথলিক,

খুল্লতাত প্রোটাষ্টাণ্ট, মাতামহ গ্রীক খ্রীষ্টান্। এরা শিক্ষালাভ ক'রেছে তান্তার এক রোমান ক্যাথলিক ফরাসী বিদ্যালয়ে। চমৎকার ফরাসী বলে। একটু একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীও ব'লতে পারে।

১৮ই অক্টোবর, '৪৪

আজ সন্ধ্যাবেলা ওয়াই-এম-সি-এতে ডিনারে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। পথে মিঃ আওয়াদ নামক একজন ল' গ্রাজুয়েটের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, তিনি ব্যবহার-শাস্ত্রে গবেষণা করেন। তিনি ব্যবহারশাস্ত্রকে সমাজবিভাগের অংশরূপেই চর্চ্চা করেন। এই যুদ্ধের সময় তিনি একটি আমেরিকান তৈলের খনিতে সংশ্লিষ্ট আছেন। এই তৈলের কোম্পানী সাউথ আমেরিকান অয়েলফীল্ড নামে পরিচিত। কোথায় যে এব তৈলের খনি তা'ও মিঃ আওয়াদ্ জানেন না। তাঁর সঙ্গে আমার মুসলমানের শাসনাধীনে অ মুসলমানদের রাষ্ট্র অ ধকারের বিষয় প্রায় আধ ঘণ্টা কাল আলোচনা হ'ল। তার পরে মুসলমানের রাজ্যে ব্যক্তিগত ইণ্টারন্যাশনাল ল' সম্বন্ধে আলোচনা ক'রলেন। বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে অন্যদেশীয় মুসলমান প্রজার রাষ্ট্র অধিকার এবং মুসলিম রাষ্ট্রের অ-মুসলমান প্রজার মুসলিম রাজ্য অধিকারকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের অনেক বিতর্ক হ'ল। যথা,—আরবের ইবন্-সাউদের মুসলিম প্রজার মিশরে কি কি রাষ্ট্র অধিকার এবং মিশরের খ্রীষ্টান প্রজার আরবে কি কি অধিকার; তথা ব্রিটিশ মুসলমান প্রজাদের মিশর, আরব অথবা সিরিয়া প্রভৃতি মুসলিম রাজ্যে কোন বিশেষ অধিকার আছে কি না—এই নিয়ে বেশ জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করা হ'য়েছিল। তারপর, তুরস্ক প্রভৃতি অতি আধুনিক মুসলমান রাষ্ট্রে অ-মুসলমানের কোন অসুবিধা আছে কি না, সেটাও আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাইসার-এল্-আইনি থেকে আরম্ভ ক'রে ইব্রাহিম পাশা ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত পায়ে হেঁটে গল্প ক'রতে ক'রতে এলাম। রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোঃ হামিদ জাকি বে রচিত মুসলিম প্রাইভেট ইণ্টারন্যাশনাল ল' এবং পিয়ার আরামংগেম প্রণীত অটোমান রাজ্যে অ-মুসলমানের অধিকার সম্বন্ধীয় পুস্তকে অনেক তথ্য র'য়েছে।

ওয়াই-এম্-সি-এতে আমাদের পার্টি সাড়ে আটটায় আরম্ভ হ'ল। খাওয়ার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভারতীয়—পুরি, পাকোড়া, আলুরদম, পোলাও, মাংস এবং ফল। টেবিলের উপরে বিভিন্ন পাত্রে সমস্ত জিনিষ সাজান র'য়েছে। ডিস, কাঁটা,

চামচ, ছুরি নি'য়ে প্রত্যেকেই টেবিল থেকে আপন আপন রুচি অনুসারে খাবে। লৌকিকতা নাই। এর নাম "বোফে ডিনার"। খেতে খেতে আমার সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় অফিসারের আলাপ হ'ল। তার মধ্যে ত্রিপুরা জেলার ক্যাপ্টেন রায় বেশ সতেজ, সবল এবং সরল। তিনি ব'ল্লেন,—তিনি সি-এম্-এফ এর অধীনে শীঘ্রই ইতালি যাচ্ছেন। বিদেশ দেখা ছাড়া তাঁর এ যুদ্ধে আসার কোন কারণ নাই। আরো ব'ল্লেন,—অনেক ভারতীয় যুবক বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ গ্রহণের জন্যই এই যুদ্ধে যোগদান ক'রেছে। লেঃ চাটার্জ্জী হুগলী থেকে এসেছেন। ভারী সপ্রতিভ এবং সমস্ত জিনিষের ভিতরেই তিনি আনন্দের সন্ধান পান। লেঃ ঘোষ একটি আকাট মূর্খ। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ না দেওয়াই ভাল। মিস্ ফারোকী নাম্নী একজন পাঞ্জাবী মহিলা—নিবাস লাহোর, সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান লেডি ওয়েলফেয়ার অফিসার হ'য়ে কায়রোতে আছেন, বয়স ২৫।২৬; রং অর্দ্ধগৌর, গণ্ডদেশে ব্রণের চিহ্ন, চক্ষুর নীচে কালিমা, লম্বমান কুঞ্চিত কেশদামে রূপোর ফিতে জড়ান, মুখে হাসি লেগেই আছে। মিঃ আলেকজাণ্ডার ব'ল্লেন, দুইজন ভারতীয় মহিলাকে ভারতীয় সৈন্যদের পক্ষে একটু পারিবারিক আবহাওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আনা হ'য়েছে। ভারতীয় সৈন্যদের বিভিন্ন শিবির পরিদর্শন ক'রে বেড়ানই এঁদের কাজ। মিস্ ফারোকী বর্ত্তমানে কায়রোর সামরিক মহলে একটি "বিগ্ নয়েজ" (Big noise); তিনি কোন বেতন গ্রহণ করেন না। মিস্ উইলস্ আর একজন অতি আধুনিকা সুবেশা মহিলা। পরিচ্ছদের আবরণে যদি বয়সকে প্রতারণা করা যে'ত, তবে মিস্ উইলস্ সেটা ক'রতে পা'রতেন। তিনি আল্-আহরাম্ পত্রিকার একটি অংশ সকলকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, এতে তাঁর এন্‌গেজমেণ্টের সংবাদ র'য়েছে। এই প্রৌঢ়া মহিলার বিবাহের সম্ভাবনায় তাঁর আনন্দ সমস্ত দেহে ফুটে উ'ঠছিল। মিঃ ছোটেলাল সস্ত্রীক এসেছেন। মিসেস্ ছোটলালও অতি পারিপাটি বেশে ভূষিতা, কিন্তু তাঁর পরিচ্ছদ আর মিস্ ফারোকীর পরিচ্ছদ ভিন্ন রুচির পরিচয় দেয়। মিশরীয় নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ ক'রেছেন, কিন্তু ভারতীয় মহিলারা অতি অল্পক্ষেত্রেই নিজেদের সাড়ী বিসর্জ্জন দেন। এই সাড়ী পরিহিতা ভারতীয় মহিলাদের প্রতি বিদেশীয়দের বেশ একটু শ্রদ্ধা র'য়েছে।

ওয়াই-এম্-সি-এর ডিনারের উপলক্ষে এখানে প্রতি বুধবার একটি সভা আহূত হয়। সৈন্যদের জন্য একটি অধিবেশনের ব্যবস্থা হয়। বিশিষ্ট বক্তাকে আহ্বান ক'রে বিভিন্ন দেশের কিংবা বিভিন্ন জাতির শিক্ষা, সভ্যতা, সমাজ,

রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই কর্ম্মধারার প্রেরণা দিয়েছেন মিঃ মালবিয়া, আর একে কার্য্যে পরিণত ক'রছেন মিঃ আলেকজাণ্ডার। প্রথম দিনের উৎসবটি খুব সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন হ'য়েছে; বক্তা মিঃ মহীউদ্দিন মিশরের কৃষ্টি বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ ক'রেছেন; এবং এই প্রবন্ধের মূলবস্তু খুব গভীর।

এই বক্তৃতা শেষে কয়েকটি খেলার ব্যবস্থা ছিল,—যথা, বুদ্ধিবিচার, স্মৃতি-পরীক্ষা, শব্দরচনা। দড়ি খেলাটি বেশ উপভোগ্য ছিল। স্মৃতিশক্তির খেলায় আমি প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলাম। একজন এড্‌জুটাণ্ট কর্ণেল উইলসন আমার সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্রভাবে ভারতের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা ক'রলেন। তিনি সাধারণ "পাকা" ইংরাজ নন।

মিঃ আলেকজাণ্ডার একটি অদ্ভুত গল্প ব'ল্লেন,—কয়েকটি মহিলা বাঙ্গালা থেকে মিশরে এসেছিলেন নৃত্য এবং গীতাদির অনুষ্ঠান ক'রবার জন্য; বিভিন্ন শিবিরে এঁরা অভিনয় করেন। সেদিন একজন অফিসার কমাণ্ডিং ইসমাইলিয়া শিবিরে রাত্রে অভিনয়ের পর মহিলাদিগকে তাঁর সঙ্গে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু ম্যানেজার এ বিষয়ে অনুমতি দিলেন না। ও. সি. তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন, পুরুষ অভিনেতা যথা ইচ্ছা যেতে পারে, কিন্তু একটি মহিলাও শিবির ত্যাগ ক'রতে পারবে না। ম্যানেজার বিপদ দেখে অদূরবর্ত্তী একটি শিবিরে গিয়ে এড্‌জুটাণ্টের কাছে সমস্ত ঘটনা ব'লে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ইউরোপীয় এড্‌জুটাণ্ট উত্তর দিলেন যে, কোন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর কার্য্যে অন্য শিবিরের কর্ম্মচারী হস্তক্ষেপ ক'রতে পারে না এবং তিনি ইচ্ছা ক'রলেই যে কোন লোককে তাঁর শিবিরের সীমানায় প্রবেশের অপরাধে আটক ক'রতে পারেন। কিন্তু এই মহিলাদের বিপদের কথা শুনে এবং সেই ভারতীয় এড্‌জুটাণ্টের পানাসক্তির বিবরণ জে'নে দু'জন ইংরাজ কর্ম্মচারীর আপ্রাণ চেষ্টায় সেই রাত্রে প্রায় ১২ টার সময় অক্ষত অবস্থায় ম্যানেজার তাঁর দলবল নিয়ে কায়রোতে ফিরে এসেছেন। ক্যাপ্টেন করিম তৎক্ষণাৎ ব'ল্লেন,—এই অফিসার কমাণ্ডিং তাঁর পরিচিত এবং তিনি একজন পাঞ্জাবী মুসলমান। ক্যাপ্টেন করিম আরও ব'ল্লেন,—সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয়দের মধ্যে তিনি অদ্বিতীয়।

আমরা প্রায় রাত্রি ১১ টায় আমাদের গৃহে ফিরেছি, সঙ্গে ছিলেন মিঃ মহীউদ্দিন। তিনি আমাকে একজন মিশরীয় রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে পরিচয় ক'রিয়ে দিলেন, ইনি ভারতবর্ষে দুই বৎসর গ্রাম সংরক্ষণ ব্যবস্থা পরিদর্শন

ক'রেছেন। তিনি ব'ল্লেন মাদ্রাজ ও কলিকাতা তাঁর খুব ভাল লেগেছে। তিনি জাতিতে তুর্ক, তাঁর মা মিশরীয়, স্ত্রী সার্কেশীয়ান। তিনি আমাকে কৃষক (ফালাহিন) বিদ্যালয়ে চরকায় সুতা কাটবার কৌশল শিখিয়ে দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ ক'রলেন। দু'জন ভারতীয়কে তিনি এই জন্য নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন, কেহ রাজী হয় নি; আমি কিন্তু স্বচ্ছন্দমনে স্বীকার ক'রলাম। তিনি ব'ল্লেন, সমাজ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর (Minister of Social Affairs) আদেশ নিয়ে আমাকে সরকারীভাবে আমন্ত্রণ ক'রবেন। আমরা প্রায় ১২ টায় বায়েৎ-উল্ আরাবীতে ফিরে এলাম।

১৯শে অক্টোবর, '৪৪

আজ বিকালবেলা লোকমান সিদ্দিকী এবং আবুনসর ভূপালী আমার সঙ্গে দেখা ক'রবার জন্য বায়েৎ-উল্-আরাবীতে এসেছিলেন। তাঁরা ব'ল্লেন,—আমি যদি আল্-আজ্-হার অঞ্চলে বাস করি তবে আমার শিক্ষার একটু সুবিধা হ'বে। আবু নসর ভুপালীর ইসলাম দর্শন সম্বন্ধে বেশ জ্ঞান আছে এবং তিনি দেশাত্মবোধী। তবে মিশরীয় সভ্যতাকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করেন এবং কঠোর প্রাচীনপন্থী। বিশেষতঃ নারীদের কোন প্রগতিই তিনি সহ্য ক'রতে পারেন না। সব কথাতেই তিনি মিঃ মহীউদ্দিনের প্রতি ইঙ্গিত করেন। আজ ৫।৬ দিন মিঃ মহীউদ্দিন বায়েৎ-উল্-আরাবীতে আমার অতিথি হ'য়ে রয়েছেন শুনে তিনি অত্যন্ত অপ্রসন্ন হ'লেন এবং আমার সঙ্গে আলাপের উৎসাহও যেন অনেকটা হ্রাস হ'য়ে গেল।

আবু নসর দরিদ্র প্রবাসী। তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ থেকেই সে পরিচয় পাওয়া যা'চ্ছিল। আমি আবু নসরকে পাথেয় স্বরূপ কিছু অর্থ দিলাম। তাঁকে ব'লে দিলাম, তিনি যেন এই সামান্য পাথেয় গ্রহণ ক'রতে কুণ্ঠা বোধ না করেন। কারণ আমার দেওয়ার ক্ষমতা আছে এবং তাঁর নেওয়ার প্রয়োজন আছে। তিনি ভবিষ্যতে আমাকে সাহায্য ক'রবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন।

আজকের আলোচনায় লোকমান সিদ্দিকী যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর মতেও মিঃ মহীউদ্দিন অব্যবস্থিত বন্ধু।

২০শে অক্টোবর, '৪৪

আজ সন্ধ্যায় হাদিকাত্-উল্-হাওয়ানাত্ (পশুপালা) দেখতে গেলাম। আমার সঙ্গী ছিল আতাল্লাহ্ আওরান এবং সৌকত্ বেতুইন। মিশরীয়রা চিরকাল অত্যন্ত পশুপ্রিয়। পিরামিড প্রাচীরের গাত্রে নানাবিধ পশুর আকৃতি অঙ্কিত র'য়েছে। বহু সহস্র বৎসর ধ'রে পশু-প্রীতির ধারা আজও চ'লেছে নিরন্তর। মিশরের এই পশুশালা অতি বৃহৎ ব্যাপার। সমস্ত দিন এখানে লোকারণ্য; এই পশুশালার অভ্যন্তরে পথ সযত্নে রক্ষিত, দুই পাশে বৃক্ষবীথি, মাঝে মাঝে শ্রান্ত দর্শকের বিশ্রামের আসন। সবুজ তৃণাচ্ছন্ন ভূমি, রক্তবর্ণ প্রস্তরখণ্ডশোভিত পথ, প্রস্ফুটিত মরসুমি ফুল, সবুজ ঘাসের উপর চঞ্চল শিশুর খেলা—দেখতে ভারী সুন্দর। প্রথমেই আতাল্লাহ্ বল্লে,—সে কখনও হস্তী এবং সর্প দেখে নি। আরব দেশে এই দুইটি প্রাণীর অত্যন্ত অভাব। আমি দেখলাম, সর্ব্বাপেক্ষা জনতার আধিক্য এই সর্প ও হস্তীর পার্শ্বেই। একটি বিশেষ শিক্ষিত হস্তী তার পরিচালকের আদেশ অনুসারে দর্শকের নিকট নানা প্রকার খেলা দেখিয়ে বক্শিস প্রার্থনা ক'রছিল। এবং প্রতি দর্শকই সানন্দে হস্তীকে বক্শিস্ দিচ্ছিল। আমি যত প্রকারের পশু দেখলাম, তার মধ্যে শ্বেত ভল্লুক এবং দ্বি-কুব্জ উষ্ট্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্বেতবর্ণ কাক ও শৃগাল এবং হরিদ্রাবর্ণের হনুমান অতি অভিনব। আমি প্রত্যেক পশু পক্ষী এবং অন্যান্য প্রাণী দর্শনের অবসরে তাদের আরবী নাম জেনে নিচ্ছিলাম। ভারতবর্ষ পশু এবং নানাপ্রকার বিচিত্র জীবজন্তু, সর্প ও সরীসৃপের দেশ। পশুশালার এই খবর প্রত্যেকটি আরবদেশীয় ছাত্রকে তাদের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পুস্তকের ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। আতাল্লাহ্ আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলে—আমার সাপ খেলাবার অভিজ্ঞতা আছে কি না। তাদের ধারণা, কোন ভারতবাসী যদি সাপের মন্ত্র না জানে, তবে নিশ্চয়ই সর্পদংশনে তার মৃত্যু অবধারিত। হাতীর সম্বন্ধেও এদেশের শিশুপাঠ্য পুস্তকে অনেক অদ্ভুত কাহিনী বর্ণিত রয়েছে।

তারপর আমরা মৃত জন্তুর যাদুশালা (মিউজিয়ম) দেখলাম। দর্শনী দুই পিয়াস্তা, অবশ্য প্রথমেও প্রবেশের মূল্য দুই পিয়াস্তা দিয়েছিলাম। পশুশালায় প্রায় সমস্ত মৃত জন্তুরই প্রতিকৃতি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেই যাদুশালায় রক্ষিত আছে। এই ব্যবস্থা অন্য কোনও পশুশালার সংশ্লিষ্ট যাদুশালায় দেখিনি, অবশ্য অন্য দেশ থেকেও তারা মৃত পশু অথবা যাদুগৃহে সংরক্ষণোপযোগী ফসিল (fossil) সংগ্রহ করে। প্রত্যেকটি দ্রষ্টব্য জিনিসের পার্শ্বে তার নাম, প্রাপ্তি-

স্থান এবং মূল্য ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয় ফরাসী এবং আরবী ভাষায় লিখিত আছে।

হঠাৎ আমাদের পার্শ্বেই রাজকীয় নহবৎ বেজে উঠল ; আর সমস্ত লোকই দণ্ডায়মান হ'য়ে রাজার স্তুতিবাদ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ক'রল। এই সময় আমরা চা-দ্বীপে প্রবেশ ক'রলাম। এই চা-দ্বীপটি জজিরাৎ-উস্-সায়্ (Tea Island) নামে পরিচিত। কায়রোতে এটি একটি বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান। পশুশালায় অভ্যন্তরে একটি কৃত্রিম জলের অববাহিকা খনন করা হ'য়েছে। চারদিক থেকে চারিটি জলধারা এই দ্বীপের চতুষ্পার্শ্বে মিলিত হ'য়েছে। এই ধারাগুলির পার্শ্বে নানাপ্রকারের দেশীয় এবং বিদেশী লতাগুল্মের দ্বারা কুঞ্জবন রচনা করা হ'য়েছে। রৌদ্র বৃষ্টি এখানে দর্শকদিগকে আহত ক'রে না। দ্বীপের প্রত্যেক অংশটি সুন্দর জ্যামিতির চিত্র অনুসারে সাজান। এখানকার চেয়ার, টেবিল, সোফা অতি মূল্যবান। সকাল ৮টা থেকে আরম্ভ ক'রে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত যে কোন দর্শক এখানে এসে চা, কফি, কোকো, সায়লাভ্, লেমনেড্ এবং বিয়ার পান ক'রতে পারে। প্রাতরাশ, দ্বিপ্রহরের ভোজন এবং বৈকালিক জলপানের অতি বিলাসপূর্ণ আয়োজন র'য়েছে। শুক্রবার দিন বহু পরিবার এই পশুশালায় অবসর বিনোদনের জন্য আসেন। তাস, দাবা এবং দেশীয় কিট্-কেট্ খেলা নিয়ে মত্ত থাকেন। এইটি জুয়া খেলারও একটি বিশেষ স্থান। আবার এই চা-দ্বীপের নির্জ্জন কোণে ব'সে অতি গুরুগম্ভীর দার্শনিক ও সাহিত্যিক আলোচনা করবার জন্য পণ্ডিতেরও সমাগম হয়। বিশিষ্ট রাজনৈতিকদেরও বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্ত এই চা-দ্বীপেই গ্রহণ করা হ'য়েছে বলে জনশ্রুতি। এই চা-দ্বীপটি মিশরে বিখ্যাত এবং কুখ্যাত ; কিন্তু দর্শনীয় ও উপভোগ্য বটে। এই জলধারায় বহু বর্ণের এবং বহু শ্রেণীর জলচর—হংস, বক, সারস প্রভৃতি পক্ষীর খেলা অতি মনোরম !

আমরা এই চা-দ্বীপে প্রায় এক ঘণ্টাকাল নানাপ্রকার লোকসমাগম লক্ষ্য ক'রলাম। কায়রোবাসী নরনারীর সামাজিক জীবনযাত্রার ধারাগুলি অলক্ষ্যে দৃষ্টিমানের চোখে ধরা পড়ে। আমরা বিদায় সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে পশুশালা ত্যাগ ক'রে এলাম। তিন পেয়ালা চা, ছয় টুক্‌রা কেক, তিন টুক্‌রা পুডিং—৩৫ পিয়াস্তা অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ টাকা বিল দিলাম, বক্‌শিস্ ৫ পিয়াস্তা।

রাত্রে বায়েৎ-উল্-আরাবীতে ইরাকদেশের একটি ছাত্র্ এসেছে। নাম মহম্মদ হোসেন, নিবাস সহর নাসির ; সে বসরা থেকে স্থলপথে বাগদাদ,

আম্মান, প্যালেষ্টাইন, কান্তারা ঘুরে আজ সন্ধ্যায় কায়রো এসেছে ; তার কাছে স্থলপথের অনেক বিবরণ শুনলাম। ইরাকের আরবী ভাষা মিশরের আরবী অপেক্ষা নিকৃষ্টতর, ইরাকীরা একটু দ্রুত কথা বলে এবং কথার মধ্যে একটু পূর্ব্বদেশীয় টান আছে।

২১শে অক্টোবর, '৪৪

মিঃ মহীউদ্দিন স্থির ক'রলেন তিনি ভারতবর্ষে ফিরে যাবেন। কিন্তু তাঁর মাজিষ্টের থিসিস (M-et-Lett.) এখনও শেষ হয় নি। আমি তাঁকে ব'ল্লাম, —যদি আগামী বৎসর ভারতবর্ষে ফিরে যেতে হয়, তবে হালুয়ানের বাস ত্যাগ ক'রে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটেই থাকতে হবে। তিনি সেই যুক্তি স্বচ্ছন্দমনে গ্রহণ ক'রলেন। মিঃ মহীউদ্দিন এখন বায়েৎ-উল্-আরাবীতে বাস ক'রবেন বলে স্থির ক'রলেন। সেই সুসংবাদ প্রোঃ হবীবকে দেওয়ার জন্য আমরা ৫টার সময় তাঁর গৃহে উপস্থিত হ'লাম। তাঁর কন্যা সংবাদ দিলেন, অধ্যাপক অনুপস্থিত। তখন আমরা নীলের দিকে বেড়াবার জন্য চ'লেছি, হঠাৎ অধ্যাপক হবীবের সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি অভিযোগ ক'রলেন,—আমি তাঁকে ভুলে গেছি। তাঁর কথায় বুঝলাম, তিনি আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ভালবাসেন। আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম, ভবিষ্যতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়মিত প্রতি সোম ও বুধবারে হ'বে। মিঃ মহীউদ্দিন ও আমি অধুনালব্ধ তুর্ক বন্ধুটির গৃহের দিকে রওয়ানা হ'লাম। আমাদের পথ নীলের পাশে পাশে। আকাশ অত্যন্ত নির্ম্মল। নীলের জল স্থির। অস্তায়মান সূর্য্যের শেষ রশ্মি নীলের জলে প্রতিফলিত হ'য়ে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ ক'রেছিল। অপর তীরে বিরাট সৌধমালা, গলিত স্বর্ণপিণ্ডের আকারে নীলের বুকে প্রতিবিম্বিত হ'য়ে কি যে অপরূপ শোভা! নীলের তীরবর্ত্তী প্রায় প্রত্যেকটি গৃহই হরিদ্রাভ। সুতরাং সন্ধ্যার রক্তিম আভা এই হরিদ্রাভ সৌধশ্রেণীকে এক অভিনব স্বর্ণ-শ্রী মণ্ডিত করে। পূর্ণসলিলা নীল নদ, পূর্ণাকৃতি সৌধমালা, জনাকীর্ণ পথ, দূরে অস্পষ্ট হালুয়ান পাহাড়,—আমরা ইংলিশ ব্রাজের উপরে উঠে দূর থেকে মকত্তম পাহাড়ের মহম্মদ আলী মসজিদ দেখছিলাম। মনে হ'চ্ছিল যেন হিমালয়ের উপরে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় প্রভাতী সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হ'য়ে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত ক'রেছে। এই দৃশ্যটি কায়রোকে দর্শনীয় ক'রে তুলেছে।

রাত্রে আহারের পর আমি একটু গিজার পথে বেড়াচ্ছিলাম। একজন ভারতীয় যুবক ট্রামের জন্য অপেক্ষা ক'রছিল—দেখে মনে হ'ল মাদ্রাজ নিবাসী। তাঁর সঙ্গে যেচেই কথা ব'ল্লাম। আমি ভারতীয় অধ্যাপক, নূতন কায়রো এসেছি শুনে তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—আপনি কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছেন? তিনি আমার উত্তর শুনে ব'ল্লেন,—আমি গভর্ণমেণ্টের কাগজে অধুনাগত ভারতবাসিদের নামের তালিকায় কলিকাতার একজন অধ্যাপকের নাম দেখেছিলাম। আপনিই বোধহয় সেই অধ্যাপক। তারপর প্রায় ১০ মিনিট আলাপ ক'রে জানলাম যে গিজার পার্শ্ববর্তী মিনা শিবিরে বহু বাঙ্গালী র'য়েছে। তা'রা প্রায়ই কেরাণী কিংবা ডাক্তার। তাঁর সঙ্গে দুইজন বাঙ্গালী যুবক আছেন—তাদের নিয়ে তিনি শীঘ্রই আসবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই যুবকটি অত্যন্ত মিষ্টভাষী ও সহৃদয়,—নাম মিঃ নায়ার। ইনি ভাইসরয়ের কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার (V. C. O.)।

২২শে অক্টোবর, '৪৪

আজ ডাঃ হাসানের সঙ্গে দেখা ক'রলাম এবং আমার গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা ক'রলাম। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহৃত আরবী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত অংশবিশেষের অর্থ নিয়ে বিতর্ক হল। ডাঃ হাসানের গবেষণার ধারা প্রোঃ হুবীরের মতন গভীর নয়; তবে অধিকতর বিস্তৃত। তিনি আমাকে একটি সাদা কাগজে আমার নাম লিখে দিতে ব'ল্লেন, তারপর হেসে ব'ল্লেন,— এই কাগজ আমি আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার ক'রব না। এখানে আপনার জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের নিকট দরখাস্ত ক'রব।

বিকালবেলা আমার আরবী-শিক্ষক এসে কতকগুলি অনুবাদরীতির আলোচনা ক'রলেন। ইনি ফরাসী এবং আরবী ভিন্ন কিছুই জানেন না। আমার খুব অসুবিধা হ'চ্ছিল। তবু শেষে সুফল হ'বে ব'লে সকলেই ব'লছেন।

সন্ধ্যার পর গত রাত্রের পরিচিত মিঃ নায়ার দু'টি বাঙ্গালী যুবক সঙ্গে নিয়ে বায়েৎ-উল-আরাবীতে উপস্থিত হ'লেন। একজন বরিশালবাসী মিঃ চৌধুরী, অন্যজন মিরাটবাসী মিঃ বানার্জ্জী; দু' জনই গিজার পার্শ্ববর্তী মিনা শিবিরে কাজ করেন। বহুকাল পর সিভিলিয়ান বাঙ্গালী পেয়ে তাঁরা খুব

খুসী হলেন। মিঃ বানার্জ্জী ১৯৪০ সাল থেকে মধ্যপ্রাচ্যে রণক্ষেত্রে সামরিক বিভাগে কাজ ক'রছেন। তিনি আবিসিনিয়া, মিশর, ইতালি, সাইপ্রাস ঘুরে বর্ত্তমানে আবার মিশরে ফিরে এসেছেন। তিনি খুব স্বল্পভাষী, প্রখর স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন, লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। তাঁর পরিচয়—তিনি মধ্যপ্রাচ্যের ভারতীয়সেনার চিত্রগুপ্ত, অর্থাৎ মৃত সৈনিকদের সংবাদ বিভাগে কাজ করেন মিঃ চৌধুরী অত্যন্ত সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান, গৌরবর্ণ, দূর থেকে দেখলে তাঁকে ভারতীয় ব'লে মনে হয় না। তিনি সাইপ্রাস এবং প্যালেষ্টাইন ঘুরে বর্ত্তমানে মিশরে রয়েছেন। তিনি সমস্ত কথা শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে সুপারলেটিভ ডিগ্রীতে ব'লেন। তাঁদের কাছে, কাসিনো যুদ্ধের অনেক সংবাদ জান্‌লাম। ভারতীয় সৈন্যদের কি অপূর্ব্ব শৌর্য্য, সাহস ও নিয়মানুবর্ত্তিতা! যুদ্ধ জয়ে ভারতীয় সৈন্যদের অনেক কীর্ত্তির কথা শুন্‌ছিলাম। কিন্তু মিঃ চৌধুরী ব'ল্লেন, —এই অকাতরে প্রাণদানের পরিবর্ত্তে ভারতীয় সৈন্যগণ যুদ্ধের পর কি পুরস্কার পা'বে! তিনি ভারতীয় এবং অ-ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে তুলনা ক'রলেন। এথানে আমার ভাগলপুরের পুরোনো ছাত্র ক্যাপ্টেন যতীশ সেন মিনা শিবিরের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী। তিনি যে মিশরে আছেন, সে সংবাদ আমি পূর্ব্বেই জানতাম। মিঃ বানার্জ্জী ব'ল্লেন,—ক্যাপ্টেন সেন তাঁদেরই শিবিরের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক। বিদেশে একটি প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপের সুযোগ হবে জেনে খুব আনন্দ হ'ল।

আজ রাত্রে আমি সোসাইটি অব ইণ্টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন এণ্ড ফেলোশিপ্ (Society of Intellectual Co-operation & Fellowship) সমিতির এক অধিবেশনে নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রতে গিয়েছিলাম, মিঃ মহীউদ্দিনও উপস্থিত ছিলেন। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য বিদেশীয় ছাত্রদের মধ্যে সখ্য ও হৃদ্যতার ভাব সৃষ্টি। প্রতি মাসে সভ্যগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কমন রুমে' সম্মিলিত হ'ন; তাঁদের মাঝে চা কিংবা কফি পরিবেশিত হয়। প্রত্যেকটি ছাত্রের সঙ্গে সম্পাদক অপরিচিত ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দেন। প্রায়ই এ সভায় বিদেশীয় পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ হয়। এ সভায় কোন বক্তৃতা হয় না। শুধু পরিচয় এবং গল্প। কমন্ রুমে পিয়ানো, সেতার, বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। দেশবিদেশের সঙ্গীত অনুষ্ঠান এই সভার একটি বিশেষ অঙ্গ। সম্পাদক আবদুল আজিজ একজন মিশরীয় ফালাহিনের (কৃষক) সন্তান; এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র; বর্ত্তমানে ট্রান্স-জর্ডন কন্সালের

সেক্রেটারী। তিনি দর্শন এবং শিল্পে বিশেষ অনুরাগী। সুতরাং সাধারণতঃ দর্শন এবং শিল্পের পণ্ডিতদের এখানে সমাদর একটু বেশী।

আজকের সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপলির মিঃ ইশাক, বেলজিয়ামের মিসেস্ ব সর (মিশরে বিবাহিতা), সুদানের কপটিক খ্রীষ্টান মিঃ খালিদ, লেবাননের মিস্ সাগির, আর প্যালেষ্টাইনের মিস্ সালামা, ট্রান্স-জর্ডনের হাম্-দি-মাল হাস্, ইরাকের মিঃ হোসেন এবং মিশরের আরও সাত আট জন ছাত্র। মিস্ সালামা ও মিস্ সাগির রেরুথ আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত ক'রে কায়রোর রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ক'চ্ছেন। তাঁরা দু'জন ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধে অতি উৎসাহের সহিত আমায় প্রশ্ন ক'রছিলেন। মিস্ সালামা মুসলিম, মিস্ সাগির খ্রীষ্টান, অতি আধুনিকা এবং অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষিনী। আমি ভারতবর্ষের নারীদের আদর্শ একপতিত্ব, স্বামীপ্রীতি, পরিবারকেন্দ্রীয়তা এবং আত্মত্যাগের কাহিনী ব'লে গেলাম। ভারতে বিবাহ-বিচ্ছেদ হিন্দুদের মধ্যে নাই, ভদ্র মুসলমানদের মধ্যেও দুর্লভ জেনে তাঁরা খুব আশ্চর্য্য হ'লেন। মিস্ সালামা বিবাহবিচ্ছেদ অত্যন্ত উগ্রভাবে সমর্থন করেন। আমি এর ফলাফল বর্ণনা ক'রতে গিয়ে আমেরিকার জজ লিণ্ডসের মন্তব্যের উল্লেখ ক'রলাম। বিবাহবিচ্ছেদ শতকরা দশটি মহিলার সমস্যা হয়ত' ন্যূনাধিক সমাধান করে। কিন্তু প্রায় শতকরা পঞ্চাশ জনের পক্ষে নূতন সমস্যার সৃষ্টি করে। পুরুষের অত্যাচারে হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ দ্বারা প্রতিকার হয়। কিন্তু নারীর অত্যাচার স্বামীর প্রতি কম তীব্র নয়। মিস্ সাগির হেসে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,- আমি কি আমার স্ত্রীর দ্বারা অত্যাচারিত হ'য়েছি? মিস্ সালামা দুঃখ ক'রলেন, মিশরে রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় পুরুষ ও নারীব সহ-শিক্ষা সমর্থন করেন অথচ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পুরুষ ও নারী ছাত্রের অবাধ মিলন সমর্থন করেন না। তাদের কমন্ রুম পৃথক, বস্‌বার আসন পৃথক্। তারা পুরুষের খেলায় যোগ দিতে পারে না। একমাত্র পাঠ গৃহে পুরুষ ও নারী ছাত্রেরা একসঙ্গে কাজ করে। এই আলোচনায় দেখ্‌লাম মিস্ সাগির অধিক বুদ্ধিমতী, মিস্ সালামা অধিক ভাব-প্রবণা। বেলজিয়মের ভদ্রমহিলার রূপ অতি উগ্র; তিনি ফরাসী ভাষা বলেন, অতি সামান্য ইংরাজী জানেন। মিশরীয় একজন অভিজাত ভদ্রলোকের স্ত্রী। ইনি সুগায়িকা। আমি ভারতবাসী জেনে তিনি ব'ল্লেন, মিশরকে তিনি প্রাচ্য ব'লে মনে করেন না। তিনি ভারতবর্ষে গিয়ে সত্যিকার প্রাচ্যমনের এবং

প্রাচ্যসমাজের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেতে চান। আমি উপহাস ক'রে ব'ল্লাম,—তা'হ'লে আপনাকে সুদূর প্রাচ্যে জাপানে যেতে হবে। তিনি উত্তর দিলেন,—জাপান তার প্রাচ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছে। তিনি বরং চীনে যাবেন, জাপানে নয়। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম,—এটা কী জাপানভীতি না প্রাচ্যপ্রীতি? এবার কপটিক ভদ্রলোক আলোচনায় যোগ দিয়ে ব'ল্লেন,—মিসেস্ বসিরের সুদানে এবং আবিসিনিয়ায় ভ্রমণ করা উচিত। তিনি তখন ব'ল্লেন,—এক মিশরের যন্ত্রণায় তিনি অস্থির। আফ্রিকার অভিজ্ঞতা তাঁর নিষ্প্রয়োজন।

এই সময় আমাদেব সঙ্গীত আরম্ভ হ'ল। মিঃ মহীউদ্দিন প্রথম একটি পারসী সঙ্গীত শোনালেন। এই সঙ্গীতটি হ'ল রবীন্দ্রনাথের পারস্য ভ্রমণের সময় কবিগুরু সাদির প্রতি ভারতীয় কবির অর্ঘ্য। অতি সুদীর্ঘ কবিতা, তার অংশবিশেষ আবার আরবীতে অনুবাদ ক'রে শোনান হ'ল। টেগোর মিশরীয় সুধীসজ্জনের নিকট পরিচিত। তারপর একটি ফরাসী সঙ্গীত, একটি বেলজিয়ান, একটি কপটিক এবং দু' তিনটি আরবী সঙ্গীত শুনে আমরা সভাভঙ্গ ক'রলাম।

ফিরবার পথে মিঃ আবদুল আজিজ আমাকে ট্রান্স-জর্ডন ভ্রমণের কথা ব'ল্লেন। মিস্ সালামা ব'ল্লেন,—তাঁর ভাই প্যালেষ্টাইনে শিক্ষা-বিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারী। জেরুজালেম ভ্রমণের সময় তিনি আমার সঙ্গে থাকবেন।

২৩শে অক্টোবর, '৪৪

আজ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই নি। আমরা ঘরে ব'সেই কাজ ক'রলাম। বিকাল বেলা অধ্যাপক হবীব আমার গৃহে এসেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে ইসলাম ও সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা হ'লো। আমি এ বিষয়ে আমার পাণ্ডুলিপি তাঁর কাছে দিলাম। তিনি প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে পাণ্ডুলিপির গ্রন্থপঞ্জী সম্বন্ধে আলোচনা ক'রলেন। একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, ভারতে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের আদিম তথ্য নিয়ে আলোচনা হয়—এটা তাঁর ধারণা ছিল না। তিনি আমাকে এই পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত ক'রে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ ইউরোপের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিতে ব'ল্লেন। আমি ব'ল্লাম,—আজ্‌হার শেখ্ মণ্ডলী যদি আমার এই ইসলাম ও সঙ্গীত আলোচনা সমর্থন করেন, তা হ'লে আমার শ্রম সার্থক ব'লে মনে ক'রব।

ইউরোপীয় ডিগ্রীর প্রতি আমার কোন মোহ নাই। তারপর আমরা সার মহম্মদ ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা ক'রলাম। তিনি একটি ইন্দো-ইজিপ্‌সান সমিতি প্রতিষ্ঠা ক'রবার জন্য আমাকে খুব উৎসাহ দিলেন এবং উহার পরিকল্পনা নিয়েও আমার সঙ্গে কিছু আলোচনা ক'রলেন। তিনি আজ্‌হার প্রতিনিধিরূপে যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন পাশপোর্ট সংক্রান্ত যে সব অসুবিধা হ'য়েছিল, তার উল্লেখ করেন, এটা অবশ্য ১৯৩৭ সালের মিশর-ব্রিটিশ চুক্তির পরের কথা।

আমি অধ্যাপক হবীবের নিকট প্রস্তাব ক'রলাম, রওয়াক-উল্‌-হনুদ এ আমার বাসস্থানের ব্যবস্থা সম্ভব কি না। আমি আবু নসর ভুপালীর সঙ্গে আমার আলোচনার কিছু অংশ তাঁর কাছে বিবৃত ক'রলাম। সেখানে আজ-হার এর সংশ্লিষ্ট শেখ্‌ এবং ছাত্রদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে আমার মুসলিম কৃষ্টি সম্বন্ধে গবেষণার সুবিধা হ'বে। তিনি আমাকে তিনটি কারণে রওয়াক্‌-উল্‌-হনুদে বাস ক'রতে নিষেধ ক'রলেন। প্রথমতঃ, রওয়াক-উল হনুদ অস্বাস্থ্যকর, দ্বিতীয়তঃ সেখানকার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া পাঠের অনুকূল নয়। তৃতীয়তঃ, যে দু'জন ভারতবাসী বর্ত্তমানে সেখানে আছেন, তাঁদের সান্নিধ্য শিক্ষার দিক দিয়ে তিনি খুব বেশী লোভনীয় বলে মনে করেন না। এই উপলক্ষে তিনি ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি কটাক্ষ করেন। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ থেকে যে সকল শিক্ষার্থী আজ্‌হার-এ আসবেন, তাঁরা শুধুমাত্র মিশরের দানের উপর নির্ভর ক'রে যেন না আসেন। প্রত্যেক দেশের একটি ক'রে ছাত্রাবাস আজ্‌-হার এ নির্ম্মিত র'য়েছে। একমাত্র ভারতবর্ষেরই নিজস্ব কোন ছাত্রাবাস নেই। শেষে প্রোঃ হবীব দুঃখ ক'রে ব'ল্লেন,—আমি ভুপাল, আলীগড়, ভাওয়ালপুর প্রভৃতি স্থানে অনেকবার ভারতীয়দের বাসস্থানের এবং বৃত্তির কথা ব'লেছি, কিন্তু কোন ফল হয় নি। অর্দ্ধশিক্ষিত মরক্কো দেশে যখন আমি একটি ছাত্রাবাসের প্রস্তাব করি, তাঁরা অকাতরে সাহায্য করেন এবং একটি ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। আমরা বুঝি, ভারতের প্রবাসী ছাত্রের উন্নিতি ও সুবিধার জন্য ভারত সরকারের কোন আগ্রহ নাই। আমরা ভারতীয় ছাত্রদের জন্য মিনিষ্ট্রি অব ওয়াকফ্‌ (Ministry of Waqf) থেকে সাহায্য ক'রতে প্রস্তুত আছি, যদি উপযুক্ত-ভারতীয় ছাত্র এ দেশে আসে। তিনি আমাকে অনুরোধ ক'রলেন, আমি যেন ভারতবর্ষে এই নিয়ে একটু আলোচনা করি। তিনি ভারতে একটি "ইজিপ্ট সোসাইটি" (Egypt Society) প্রতিষ্ঠা ক'রবার

প্রস্তাবও ক'রলেন। এই সোসাইটি ভারতীয় পণ্ডিতদের প্রবন্ধাদি মিশরের মাসিক পত্রিকাদিতে প্রেরণ ক'রবেন এবং মিশরীয়রাও সে দেশের পণ্ডিতদের প্রবন্ধাদি ভারতে প্রেরণ ক'রবেন। এই ভারে একটা কৃষ্টি সমন্বয় ধারা নিরন্তর চ'লতে পারে। প্রস্তাবটি বেশ যুক্তিপূর্ণ ব'লেই মনে হ'ল।

২৪শে অক্টোবর, '৪৪

আজ ভোরে ডাঃ আজ্‌জামের সঙ্গে আলোচনা হ'য়েছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, যদি রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে তাঁদের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে অধ্যপনার জন্য নিমন্ত্রণ করেন, আমি সে প্রস্তাকে স্বীকৃতি দেব কি না। আমি সানন্দে সম্মত হ'লাম। তারপর প্রায় ৩০ মিনিট তাঁর সঙ্গে ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার উৎস নিয়ে আলোচনা হ'ল। তিনি পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিত এবং পার্শী সাহিত্যের আলোচনা ব্যপদেশে ভারতীয় সাধনার সন্ধান পেয়েছেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী। তিনি বল্লেন,—আমি যদি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে সম্মত হই, তবে তিনি অত্যন্ত খুসী হ'বেন। আমি এক সপ্তাহ সময় চেয়ে নিলাম। অবশ্য আমার সঙ্গে ঐ বিষয়ের বিশেষ কোন পুস্তক ছিল না। তবু ভারত এবং মিশরের তথা হিন্দু ও মুসলমানের কৃষ্টি সমন্বয়ের এমন সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নয় মনে ক'রে আমি এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কায়রোর বৃহৎ লাইব্রেরীগুলি অনুসন্ধান ক'রলে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে পাঠোপযোগী পুস্তক পাওয়া অসম্ভব হ'বে না।

রাত্রিবেলা খাবারের টেবিলে আইন কলেজের ছাত্র ফোয়াদ দাহন্ সাময়িক মিশরীয় রাজনীতির অতি উগ্র আলোচনা ক'রছিল। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রত্যেক ছাত্রই কোন-না-কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত। মিশরে রাজনৈতিক নেতারা কলেজের ছাত্রদের মধ্য থেকেই তাঁদের ভবিষ্যৎ সভ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন। আজ যে ছাত্র, কাল সে হ'বে দলের নেতা—এই উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা ছাত্রদের রাষ্ট্রমনা ক'রে গড়ে তোলেন। ফোয়াদ দাহান ব'ল্লে —বর্ত্তমানে মিশরে পাঁচটি রাজনৈতিক দল আছে—সা-আদ দল, ওয়াফদ দল, জাতীয় দল, নিয়মতান্ত্রিক দল এবং সম্মিলিত দল। প্রতেকটি দলই মিশরের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে। সুতরাং তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে কোন মতভেদ নেই;

তবে জাতীয় দল এই মুহূর্ত্তেই স্বাধীনতা চায়, নিয়মতান্ত্রিক দল বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে কোনরূপ সংঘর্ষে না এসে ক্রমশঃ স্বাধীনতা সমর্থন করেন। তারপর অন্যান্য দলের বিষয় কিছু কিছু বলে গেল। মিশরে দলের নীতি অপেক্ষা ব্যক্তির প্রাধান্যই বড়, কিন্তু সব চেয়ে বড় এখানকার রাজা ফারুক। যদিও ১৯৩৬ সালের রাষ্ট্রবিধান অনুযায়ী মিশরের রাজার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, তথাপি মিশরের প্রাচীন ধারা অনুসারে রাজার ক্ষমতা অজেয়, অক্ষুণ্ণ, অপ্রতিহত; বিশেষতঃ রাজা ফারুক স্বয়ং অনেক সূক্ষ্ম রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন এবং তিনি জনপ্রিয়।

২৫শে অক্টোবর, '৪৪

বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ অনেক কাজ ক'রেছি। ফিরবার পথে জনৈক তুর্কী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি পূর্ব্বে দিল্লী ও হায়দ্রাবাদে ছিলেন। তিনি খুব দুঃখ ক'রলেন, মিশর রাজসরকার তাঁদের যুবকদের গ্রীস, তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি দেশে গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করেন, কিন্তু ভারতের সম্বন্ধে তাঁদের কোন উৎসাহ নেই। তাঁর মতে পারস্যের সঙ্গে মিশরের সম্বন্ধের ভিত্তি ভারতীয় সংস্কৃতি। আমার মনে হ'ল এ উক্তির ভিত্তি অত্যন্ত পরোক্ষ।

আজ রাত্রে ওয়াই-এম-সি-এতে আমেরিকান সেক্রেটারী ডাঃ জেমস্ কোয়ের বক্তৃতা শুনবার জন্য আমন্ত্রিত হ'য়েছিলাম। বক্তব্য বিষয়—মিশর, অতীত ও বর্ত্তমান। তিনি ২৫ বৎসর মিশরে বাস ক'রেছেন। মিশরের বর্ত্তমান জাগরণের আদি অঙ্ক তাঁর দৃষ্টির সম্মুখেই অভিনীত হ'য়েছে। তাঁর ভাষা সরল, কণ্ঠস্বর পরিষ্কার, উচ্চারণ বিশুদ্ধ, প্রকাশভঙ্গী রসাল। আমার যতদূর মনে আছে, তাঁর বক্তৃতা আমি উদ্ধৃত ক'রলাম :—

"মিশর দেশ প্রধানতঃ নীলের দান, এই দেশ নীলের একটি উপত্যকামাত্র। যথার্থ মিশরের দৈর্ঘ্য দিল্লী থেকে কলিকাতা। যদিও ভৌগোলিক অবস্থান অতিশয় স্বল্পপরিসর, তথাপি প্রাচীনত্বে, ঐতিহ্যে, স্থপতিতে মিশর সব সময়ই বৈদেশিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবশ্য, ভারতবর্ষও সমভাবে বৈদেশিকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছে। মিশরের ইতিহাস প্রায় নিরন্তরভাবে চার হাজার বৎসর চলেছে। তারপর এসেছে গ্রীক, রোম, পারস্য, আসিরিয়া, বেবিলন, আরব, তুরস্কের লোকেরা; ক্রমে এল ফরাসী, তারপর বর্ত্তমানে ইংরেজ। ইদানীং

মিশরীয়গণ বিদেশীয়দের ভালবাসে না, এটা আমরা বুঝি; তবু বিদেশীয়গণ মিশরে আছে। অনুকরণপ্রিয়তা মিশরের জাতীয় জীবনের একটি বিশেষত্ব। বর্ত্তমান মিশরের জীবনযাত্রা, বসনভূষণ সবই বিদেশীয়দের অনুকরণে। তা'দের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থাগুলি বহু পরিমাণে বিদেশের মুদ্রাঙ্কণ।

"পিরামিড মিশরের সর্বশ্রেষ্ঠ দান; সভ্যতার প্রাচীনতম চিহ্ন। গিজা, সাক্কারা, লক্সর প্রভৃতি স্থানে পিরামিড গাত্রে প্রাচীন মিশরের জাতীয় জীবনের ক্ষুদ্রতম অংশগুলিও বিবৃত রয়েছে। তার ভিতর দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মিশরের সামাজিক আচার-ব্যবহার, রাষ্ট্রব্যবস্থা, ধর্ম্মবিশ্বাস এবং দৈনন্দিন জীবন যাত্রার চিত্র। কৃষক তার ভূমিতে বীজবপন ক'চ্ছে, শস্য উৎপাদিত হ'চ্ছে, উৎপন্ন শস্যের উদ্বৃত্ত অংশ ভাণ্ডারে সঞ্চিত ক'চ্ছে; মৎস্যজীবী নীলের জলে জাল ফেলছে, ব্যাধ পশুর পশ্চাতে তীর নিয়ে তাড়না ক'চ্ছে, লৌহকার, স্বর্ণকার —তাদের জীবিকার জন্য পরিশ্রম ক'চ্ছে, তন্তুবায় বস্ত্রবয়ন ক'চ্ছে, অন্যদিকে পুরোহিত দেবতার সম্মুখে পূজার বলি উৎসর্গ ক'চ্ছেন; মৃত আত্মার কল্যাণে অর্ঘ্য নিবেদন ক'চ্ছেন; রাজা বিদেশ আক্রমণে অভিযান ক'চ্ছেন; সঙ্গে রয়েছে বহু দেশী-বিদেশী সৈন্য, যুদ্ধজয়ের পর সম্রাট দেশে প্রত্যাবর্ত্তন ক'চ্ছেন; জনমণ্ডলীর কি আনন্দ উৎসব! পিরামিডের প্রাচীর গাত্রে এই সমস্ত দৃশ্যাবলী আজও অতি জীবন্ত।

"আমাকে সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ ক'রেছিল সাক্কারার একটি সমাধি-প্রাচীরের দৃশ্য। পুত্র মৃত, শোকার্ত্ত পিতা পুত্রের পরলোকগামী আত্মাকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন দেবতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। এক একটি দেবতার চিত্র, তৎপার্শ্বে পিতা স্বয়ং। মৃত পুত্রের সূক্ষ্ম দেহ, পশ্চাতে পুরোহিত মঙ্গলবারি সিঞ্চন ক'রে মৃত আত্মার কল্যাণ কামনা ক'চ্ছেন। হতভাগ্য পিতা শেষ দৃশ্যে অশ্রু সংবরণ ক'রতে না পেরে স্বয়ং আত্মনিবেদন ক'রে পুত্রের পুনর্জীবন প্রার্থনা ক'রলেন। এই করুণ দৃশ্য যে কোন মানুষকে ব্যথিত করে। মানুষ সমাধি থেকে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রতে পারে না। অদৃশ্য জগতের চিত্রাবলী মানবের চক্ষুর সম্মুখে এমন সুন্দর এবং নিবিড় ক'রে অঙ্কিত আর হয়নি। মিশরের স্থপতি, শিল্প, এবং জীবনধারা বিচার ক'রলে আ'দিম মানবের ক্রমবর্দ্ধমান বিবেক ও জাগরণের সুন্দর ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়! আমন দেবতার পূজা, সূর্য্য দেবতার পূজা ও অক্ষর ধারণা তৎসঙ্গে পিরামিড নির্ম্মাণ কৃষ্টি জগতের একটি অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। মিশরের ভাষা চিত্রমাতৃক। সম্রাট ৩য় থুট্‌মসিস্-এর মহিষী

নিঃসন্তান। স্বামীর মৃত্যুর পর নিঃসঙ্গ জীবন অত্যন্ত ভারগ্রস্ত। সুতরাং তিনি আসিরিয়ার রাজাকে এই দুঃসংবাদ জানালেন এবং তাঁর যে কোন পুত্রের সঙ্গে বিবাহের প্রার্থনা ক'রলেন। আসিরিয়ার সম্রাট মিশরের সঙ্গে বংশানুক্রমিক বিবাহের ইতিহাস স্মরণ ক'রে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রলেন। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার একই প্রার্থনা—ফলও একই হল। পরিশেষে অ্যাসিরিয়ার তৃতীয় রাজপুত্র এই বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হ'য়ে মিশর যাত্রা ক'রলেন। পথে তাঁকে হত্যা করা হ'ল। সেই করুণ ইতিহাস একটি বিরাট প্রস্তরফলকে ক্ষোদিত আছে। প্রস্তরফলকের লিপি মিশরের অক্ষর পরিচয়ের সোপান।

"মিশরের ফেলাহিন (কৃষক) অত্যন্ত পরিশ্রমী। সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে, তার খাদ্য এবং বস্ত্র পর্য্যাপ্ত নয়; তবু সে নিজের জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট। নীলের দুই পার্শ্বে মিশরের ফেলাহিন বাস করে এবং বাৎসরিক জলপ্লাবনে যে পলি সঞ্চিত হয় তাই মিশরের কৃষকের জীবিকা অর্জ্জনের উপাদান। যথার্থই নীল মিশরের কৃষকের প্রাণদাতা এবং নীলকে কৃষক দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। নীলনদের প্রতি শ্রদ্ধা-অর্ঘ্যদান ইসলাম ধর্ম্মবিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মিশরীয় কৃষক পূর্ব্বের প্রথা অব্যাহত রেখেছে।

"আধুনিক মিশরীয়গণ মিশ্রিত জাতি। অতীত মিশর মৃত। মধ্যযুগের মিশর মৃতপ্রায়। বর্ত্তমান যুগের মিশর নবজন্ম লাভ ক'রছে।

"মিশরের ভৌগোলিক অবস্থান হেতু প্রাচীনযুগে মিশর একটি বিরাট মিশ্র সভ্যতার কেন্দ্র সৃষ্টি ক'রেছিল। ভবিষ্যতে হয়ত মিশর তার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য নতুন সভ্যতা সৃষ্টি ক'রবে। সুয়েজ চিরকাল ইউরোপের দ্বার-রূপেই বিবেচিত হবে। কায়রো বিমান বন্দর যুদ্ধোত্তর জগতে একটি বিরাট এয়ারপোর্ট রূপেই ব্যবহৃত হবে।

"ফাইয়ুমের জলাধার (water reservoir) যদি আবার নূতন ক'রে পরিকল্পিত হয়, যদি আরবে ভূমধ্যসাগরের জলরাশি ফাইয়ুমে সঞ্চিত হয়, তবে মিশরের উর্ব্বরাশক্তি বহুগুণ বেড়ে যাবে। বর্ত্তমানে মিশরের মরুভূমিতে রাসায়নিক কৃষিকার্য্যের প্রচেষ্টা চলেছে, অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার প্রথায় যদি এই মরুভূমিকে উর্ব্বর করে তোলা যায়, তবে মিশর তার অতীত ঐশ্বর্য্য ফিরে পাবে।

"মিশরীয়রা অত্যন্ত রঙ্গপ্রিয় জাতি। মিশরের নারীরা খুব প্রগতিশীলা। তারা খুব উচ্চকণ্ঠে প্রাণ খুলে হাসতে পারে। প্রত্যেক মিশরীয় যুবক ভাবে

তারা স্বাধীন ; তারা নবীন মিশরের স্বপ্ন দেখছে। মিশরের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, যদিও তার রাষ্ট্রনেতা অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল।"

ডাঃ জেমস্ কোয়ের বক্তৃতা আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনেছিলাম, কারণ ২৫ বৎসর মিশরপ্রবাসী দরদী অথচ বুদ্ধিমান্ ওয়াই-এম্-সি-এ কর্ম্মীর দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করবার সুযোগ আমি নষ্ট ক'রতে প্রস্তুত ছিলাম না। যে সমস্ত মিশরীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই ডাঃ কোয়েকে খুব ধন্যবাদ দিলেন। ডাঃ কোয়ে আমার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে খুব খুশী হলেন এবং ওয়াই-এম্-সি-এতে আমাকে আমন্ত্রণ ক'রলেন।

২৬শে অক্টোবর, '৪৪

বেলা চারটার সময় ক্যাপ্টেন সেন এবং মিঃ চৌধুরী মিনা শিবির থেকে আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। ক্যাপ্টেন সেন আমার ভাগলপুর কলেজের প্রথম ছাত্র। বিদেশে একটি প্রিয় ছাত্রের সন্দর্শন অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। ওয়াই, এম, সি, এ কাম্পে শুনেছিলাম, ক্যাপ্টেন সেন কোন মিশরকুমারী বিবাহ ক'রবেন। কিন্তু তাঁর কথাবার্ত্তা শুনে বুঝলাম, এ উক্তি সম্পূর্ণ অলীক। কিছুকাল পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী ক্যাপ্টেন—মিঃ দত্ত, কায়রোনিবাসিনী জনৈক তুর্কী মহিলার পাণিগ্রহণ ক'রেছেন এবং তিনি বর্ত্তমানে সস্ত্রীক কলিকাতায় আছেন। ক্যাপ্টেন সেনের সঙ্গে বিদেশে বাঙ্গালীদের কর্ম্মপদ্ধতি, জীবনযাত্রা এবং সম্মান বিষয়ে অনেক আলোচনা হ'ল। তিনি বাঙ্গালী ডাক্তারদের বুদ্ধি বিবেচনার যথেষ্ট সুখ্যাতি ক'রলেন। কিন্তু আমি কর্ণেল এম্ এস্ গুপ্তের নিকট শুনেছিলাম, বাঙ্গালী সামরিক কর্ম্মচারীদের দোষ এই যে তাঁরা ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর আদেশ বা উপদেশ বিনা প্রশ্নে গ্রহণ ক'রতে অনিচ্ছুক। এ বিষয়ে পাঞ্জাবী এবং মাদ্রাজী ডাক্তার বিনা প্রতিবাদে, বিনা দ্বিধায় উপরস্থ কর্ম্মচারীর অসঙ্গত আদেশও পালন করে। এখানেই বাঙ্গালী এবং অ-বাঙ্গালী সামরিক কর্ম্মচারীদের প্রভেদ। ক্যাপ্টেন সেন আমাকে তাঁর শিবিরে নিমন্ত্রণ ক'রে গেলেন।

রাত্রে আমি আমাদের বায়েৎ-উল-আরাবীর মুদির আহম্মদের সঙ্গে একটি আরবী রঙ্গ নাট্য অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম। নাটকটির নাম "যদি আমি সুন্দর হ'তাম"। আমি অভিনয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝতে পারিনি, কারণ,

নাটকের মিশরীয় কথ্য ভাষা একজন বিদেশীর পক্ষে মাত্র একমাস অবস্থানের পর বোঝা সম্ভব নয়। তবু আমি লেখকের, অভিনেতার এবং দর্শকের ব্যঙ্গপ্রিয়তা অনুভব ক'রতে পেরেছিলাম। অভিনয় আরম্ভ হ'বার পূর্ব্বে একটি জাতীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হ'য়েছিল। নাটকটির তিনটি অঙ্ক, প্রত্যেকটি দৃশ্য একই অঙ্কের প্রচ্ছদপটে অভিনীত হ'য়েছিল। মাত্র দু'বার যবনিকা উত্তোলন করা হ'য়েছিল। এখানে দৃশ্য পরিবর্ত্তন ভারতবর্ষের নাটকের মতন বারবার দেখা যায় না। প্রেক্ষাগৃহ অর্দ্ধ গোলাকৃতি। দর্শকের আসন সুকোমল মখমল দিয়ে তৈরী। কথোপকথন অত্যন্ত দ্রুত। দর্শকের ভীড় এত বেশী যে অন্ততঃ কয়েকদিন পূর্ব্বে চেষ্টা না ক'রলে টিকিট পাওয়া যায় না। আমাদের প্রথম শ্রেণীর ডি লুক্স (De Luxe) ৬০ পিয়াস্তা (৭॥০ টাকা)। প্রেক্ষাগৃহে ৫০০ দর্শকের স্থান হয়। আসনগুলি অর্দ্ধ গোলাকৃতি। আলোর ঝাড় বিচিত্র বর্ণের, প্রাচীরের বর্ণ হরিদ্রাভ। স্তম্ভগুলি আলোর ছটায় গলিত স্বর্ণ স্তম্ভের মতন মনে হ'চ্ছিল। প্রতি স্তম্ভের উপরিভাগে একটি ক'রে গ্রীকনারীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত ছিল। প্রত্যেকটি মূর্ত্তি যুক্তকরে দর্শককে অভিবাদনের জন্য অলিভ শাখা নিয়ে অপেক্ষা ক'রছিল। যবনিকা অত্যন্ত তীব্র, গাঢ় রক্তবর্ণ, কারুকার্য্যবিহীন, কিন্তু এই আড়ম্বর-বিহীনতার মধ্যেও অত্যন্ত সুরুচির এবং গাম্ভীর্য্যের পরিচয় পাওয়া যা'চ্ছিল।

আজ মিশরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ অভিনেতা রিহানীর অভিনয় হ'বে। তিনি নিজেই নাটকের রচয়িতা, প্রযোজক এবং অভিনেতা। তিনিই এই প্রেক্ষাগৃহের স্বত্বাধিকারী। স্বত্বাধিকারীর নাম অনুসারে প্রেক্ষাগৃহের নামকরণ হ'য়েছে আল্ রিহানী। মিশরের বহু অভিজাত সম্প্রদায়ের বিলাসী অংশ আল্ রিহানীর প্রেক্ষাগৃহে সমবেত হ'য়েছেন—কৃষ্ণবর্ণ হাব্সী পিঙ্গলবর্ণ সুদানী, তীক্ষ্ণনাসিক গ্রীক, স্থূলকায় তুর্ক, মিশ্র মিশরীয়, স্বল্পগ্রীব সিরিয়ান; ক্বচিৎ দু' একজন প্রাচীন মিশরীয় পোষাক পরিহিত ধনী ফেলাহিন উপস্থিত ছিলেন। প্রায় সকলেরই পরিচ্ছদ ইউরোপীয়। নারীদের গৌরবর্ণ বৈদ্যুতিক আলোর নীচে রুজ-পমেটম সহযোগে অধিকতর উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। আজ বৃহস্পতিবার মুসলিম সপ্তাহের শেষ দিন। সাধারণতঃ সপ্তাহের শেষে অভিনয় রজনীতে মধুযামিনী যাপন করবার জন্য সম্ভ্রান্ত মিশরীয় মহিলাগণ মূল্যবান্ পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ও ভ্যানিটি ব্যাগ সাথে নিয়ে অভিনয়গৃহে আপন আপন প্রিয়জনের সঙ্গে আগমন করেন। প্রায়ই তাঁদের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং জীবনযাত্রার রীতি দেখে ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমকক্ষই মনে হয়। অনেক নারীর মুখেই ধূমপানের বিলাস দেখতে

পেলাম। এখানে প্রেক্ষাগৃহে বেশী শিশুর উপস্থিতি দেখলাম না। ব্যঙ্গচিত্র অভিনয় থাকা সত্বেও এখানকার দর্শক অত্যধিক অভদ্র ইঙ্গিত এবং চীৎকার করে না। তাঁরা অভিনয় দেখেন, উপভোগ করেন, বিচার করেন কিন্তু চীৎকার করেন না।

বিপরীত দিকে বাল্‌কনিতে তিনজন দর্শক উপস্থিত ছিলেন—দু'জন নারী, একজন পুরুষ। তাঁদের মধ্যে একজন নারীকে দেখলাম অপূর্ব্ব! প্রায় ৬ ফুট দৈর্ঘ্য, নাতিস্থূল, নাতিকৃশ, মসৃণবর্ণ, উজ্জ্বলতা দিয়ে সে বর্ণের আভরণ তৈরী করা হ'য়েছে। সযত্নকুঞ্চিত স্বর্ণাভ কেশদাম ক্ষণে ক্ষণে আন্দোলিত হ'য়ে তাঁর মুখমণ্ডলকে আবৃত ক'রছিল। আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু সম্পূর্ণ আবেশময়, ওষ্ঠাধর রক্তিমরাগরঞ্জিত। পশ্চাতে প্রাচীরের বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাভ, উপরে বৈদ্যুতিক আলোর নীল ঝাড়—সমস্ত দৃশ্যটাই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল মহীশূরের "নন্দনকাননে" বিচিত্র বর্ণের খেলা। এই মহিলা সার্কেশিয়ান। আমি বুঝলাম, এই রূপ মিশরের নয়; এরই বর্ণনা আমরা আরব্য উপন্যাসে পড়েছি।

আমরা রাত্রি প্রায় ১১টায় বাড়ী ফিরে এলাম।

২৭শে অক্টোবর, '৪৪

আজ মিনা শিবির দেখতে গিয়েছিলাম। এই মিনা গিজার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এখানেই পিরামিড রচিত হ'য়েছে। আমরা চারটের সময় গিজার ট্রামে উঠলাম। প্রায় ১৫ মিনিট পথ চলেছি, পথে নীলের দু'টি অববাহিকা অতিক্রম ক'রেছি। এই অববাহিকা উত্তর-দক্ষিণে কায়রোর উপকণ্ঠ অতিক্রম ক'রে গেছে এবং শস্যশ্যামলা ক'রে দিয়েছে নীলের উপত্যকা। ট্রামের লাইনের দু'পাশে অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সৌধমালা উদ্যান বাটিকা, মাঝে মাঝে র'য়েছে বিদেশীয় হোটেল। এই গৃহগুলি ইউরোপীয় শিল্পের অনুকরণে পরিকল্পিত ও নির্ম্মিত। দু'টি গৃহে মিশরীয় স্থপতির প্রভাব দেখতে পেলাম। একটি গৃহে দেখলাম দরজার সম্মুখে রয়েছে ফেরায়ুনের প্রতিমূর্ত্তি, একজন সম্রাট রামেশিস আর একজন সম্রাট টুট্-এন্-খ-মেন। প্রাচীরগাত্রে মিশরের বিভিন্ন দেবতার মূর্ত্তি অঙ্কিত রয়েছে। আধুনিক মিশরীয় মুসলমানগণ মিশরের প্রাচীন গৌরবকে জাতীয় গৌরবের সামগ্রী ব'লে শ্রদ্ধা করে এবং ঐ গৌরবের অধিকারী ব'লে নিজেদের ও গৌরবান্বিতমনে করে। জন্মভূমির ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে

দেশপ্রেমিক হওয়া সম্ভব নয়—এ তথ্য আধুনিক মিশরীয়রা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করে। এই স্থানে হোটেলগুলি প্রায় সমস্তই বিদেশীয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে এগুলি সব সময় জনাকীর্ণ থা'কত। এবং কখনও কখনও এক বৎসর পূর্ব্ব থেকে হোটেলে স্থান সংগ্রহ করা হ'ত। প্রায় প্রত্যেকটি হোটেলের প্রাচীরের বর্ণ, উদ্যানের পরিকল্পনা, সিনেমার অবস্থান, সন্তরণ ও টেনিস খেলার ব্যবস্থা, নৈশনৃত্যের আয়োজন অতি অপরূপ। মিশরের অভিজাত সম্প্রদায় অনেক সময় সপরিবারে হো'টেলে সপ্তাহ শেষ যাপন করেন এবং বিদেশীয় আমোদ প্রমোদ উপভোগ করেন।

ট্রামপথের শেষে গিজার পাহাড়ের পদপ্রান্তে রয়েছে **মিনা হোটেল**। মিনেস নামে একজন মিশরীয় সম্রাট এস্থানে প্রথম তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন, তাই এই নগরের নাম মিনানগর। আমরা ট্রাম থেকে নাম্‌তেই দশ বারজন গাইড, কয়েকজন পশুচালক উট, গাধা, ঘোড়া নিয়ে এল আমাদের পাশে, পিরামিড দেখিয়ে আনবে। আমরা চলেছি মিনা শিবিরে ক্যাপ্টেন সেনের সঙ্গে দেখা ক'রতে। ডান পাশে মিনা হোটেলের প্রান্তদেশ স্পর্শ ক'রে স্থাপিত হ'য়েছে বর্ত্তমান ব্রিটিশ যুদ্ধনগর মিনাশিবির। আমাদের পথের বামপাশে দূর থেকে দেখছিলাম পর পর তিনটি পিরামিড। আমার সঙ্গীটি বল্লেন, এখনও সময় আছে, আমরা পিরামিড দেখে মিনা শিবিরে যেতে পারি। আমি ব'ল্লাম, —আমি পিরামিড এত শীগ্‌গির দেখে শেষ ক'রব না। সেদিন হালুয়ানের পাহাড় থেকে অস্পষ্ট পিরামিডের অবয়ব দেখেছি। কিন্তু প্রত্যক্ষ পিরামিড আজকেও দেখ্‌ব না।

মিনার শিবিরের পথে ভারতীয় লেঃ কাজির সঙ্গে দেখা হ'ল। নিবাস গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব ; তিনি ক্যাপ্টেন সেনকে চেনেন। গুরুদাসপুর কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের তীর্থক্ষেত্র। কাজি সাহেব আমার সঙ্গে দশ মিনিট কথা ব'লে অত্যন্ত খুসী হ'লেন—এত দূর দেশে তিনি একজন কাদিয়ানির দেখা পেয়েছেন। ভাগলপুর কলেজে অধ্যাপক মজিদ এবং অধ্যাপক আহম্মদ কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের মুখপাত্র ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আমি কাদিয়ানি বিষয়ে তাঁদের মুখপত্র সানরাইজ (Sunrise) পত্রিকাখানি রীতিমত পাঠ ক'রেছি। সুতরাং কাজি সাহেবের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে তিনি আমাকে কাদিয়ানি ভেবেই নিয়েছিলেন। শিবিরের সম্মুখে একজন বাঙ্গালী অফিসারের সঙ্গে দেখা হ'ল—লেঃ ধর, নিবাস কুচবিহার। কালই মাত্র পুণা থেকে কায়রোতে এসেছেন।

বর্ত্তমানে মিনা শিবির একটি যুদ্ধ নগর। গিজা পাহাড়ের অধিত্যকার উপরিভাগে এই নগর শিবির দিয়ে তৈরি হ'য়েছে। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল শিবির, শিবিরের সমুদ্র। ক্যাপ্টেন সেনের শিবির বালির নীচে ইটের দেয়াল দিয়ে তৈরী করা হ'য়েছে। অত্যন্ত গরমেও বালির নীচের ঘর অতিশয় শীতল। উপরিভাগে মাত্র একটি বস্ত্রাচ্ছাদন। তাঁর একজন ভৃত্য র'য়েছে। ক্যাপ্টেনের ওজন প্রায় ১মণ ৫০ সের। তিনি ২মণ ১০সের ওজন ব'ল্লে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেন। বিনা পরিশ্রমে জাগতিক সমস্ত জীবিকার সামগ্রী বিনা আয়াসে উপভোগ ক'রে তিনি আলস্যকে নিবিড়ভাবে কি প্রকারে ভোগ করা যায় তারই গবেষণা ক'রছেন। তিনি খুব ব্যঙ্গ করেই বল্লেন ;—তাঁর গবেষণার ফল নিদ্রা। তিনি এই নিদ্রাদেবীর সাধনা ক'রে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে মানুষ মৃত্যুকে অনর্থক ভয় করে। কারণ, মৃত্যু অর্থ মহা নিদ্রা। এই জীবজগতে নিদ্রা যদি মানুষকে এত আনন্দ দেয়, পরলোকে মহানিদ্রা নিশ্চয়ই অধিকতর আনন্দ দেবে।

এই হাস্যালাপের মধ্য দিয়ে ক্যাপ্টেন সেনের সঙ্গে বেরিয়ে অফিসারদের ভোজনালয়, বিশ্রামাগার, নাফি, দোকান, হাসপাতাল—একে একে দেখলাম। অফিসারদের পরেই ওয়ারেণ্ট অফিসারদের শিবির—অতি সাধারণ, তবু নিতান্ত অব্যবহার্য্য নয়। তারপর র'য়েছে ভাইস্‌রয়জ কমিশনড অফিসারদের শিবির এটা আরও খারাপ ; মোটেই সম্ভ্রান্ত নয়। যদিও তাঁরা কমিশন্‌ড্‌ অফিসার ; তাঁদের আবাস মোটেই অফিসারদের সম্মানোপযোগী নয়। সৈন্যদের আবাসগুলি যদিও অতি অনাড়ম্বর তথাপি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রতি পদে পদে অনুভব করা যায়। সব শেষে দে'খলাম যে ইনফোর্সমেণ্ট রেষ্টরুম। এখানে এসে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য নির্ব্বাচিত কর্ম্মচারিমণ্ডলী অবস্থান করেন ; এবং অনুমতি অনুসারে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন। এঁদের সমস্ত ভার ক্যাপ্টেন সেনের হস্তে ন্যস্ত আছে। আমার একটি প্রাক্তন ছাত্র ছাপরার বিশ্বনাথ সিং, আর একজন পাটনা কলেজের অধ্যাপক সরোজ বসুর ভ্রাতা ক্যাপ্টেন বসু এই বিশ্রাম শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমার পূর্ব্ব পরিচিত। আমাকে দেখে তাঁদের খুব আনন্দ হ'চ্ছিল। ক্যাপ্টেন সেন দুঃখ ক'রছিলেন—ইংরাজ অফিসাররা ভারতীয় অফিসারদের জীবনযাত্রার ধারা অতিশয় নীচস্তরের ব'লে সর্ব্বদাই ইঙ্গিত করেন। তাঁদের মতে ভারতীয় কর্ম্মচারীরা উপযুক্ত বেতন এবং সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সম্মানের সঙ্গে মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে চলতে পারেন না, অর্থাৎ তাঁরা

কৃপণ। ক্যাপ্টেন সেন তাঁদের অপরিচ্ছন্ন শিবিরগুলি দেখিয়ে এ কথাই প্রমাণ ক'রতে চেয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন বসু উত্তর দিলেন, এ কথা সত্য নয়। কারণ, এই বিশ্রাম শিবিরে আমরা মাত্র অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছি, হয়ত আদেশ হলে দু'ঘণ্টার মধ্যে চলে যাব। সুতরাং সমস্ত জিনিষপত্র সাজিয়ে পরিষ্কার "য্যাট্ হোম্" হওয়ার কোন অর্থ হয় না। তার উপরে আমরা সত্যই দরিদ্র, হয়ত এ যুদ্ধের সুযোগে কিছু অর্থ সঞ্চয় করতে পা'রব ; যদি অর্জ্জিত অর্থের কিছু সঞ্চয় না করি, তবে যুদ্ধের পর আমাদের আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয় হ'বে। যুদ্ধ শেষে আমাদের কর্ম্ম ও ত্যাগের বিনিময়ে রাষ্ট্রশক্তি যে বিশেষ কোন সুবিধা করে দেবেন, এ আশা আমরা করি না। এই আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা শিবির-সীমা ত্যাগ ক'রে মিনা অধিত্যকার সর্ব্বোচ্চ ক্ষেত্রে এলাম।

কায়রো নগরীর প্রায় দক্ষিণ এবং পূর্ব্বের সমস্ত অংশই আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল—নীলের অপর তীরে মহম্মদ আলী পাশার মস্‌জিদ দিকচক্রবাল রেখান্তে অতি সুন্দর, দক্ষিণে হালুয়ানের অস্পষ্ট পাহাড়। চোখের অতি সম্মুখে মিশরের সর্ব্বোচ্চ গিজার পিরামিড, সম্রাট খুফুর স্মৃতিস্তম্ভ। উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে নীলের ধারা, যেন একখণ্ড শুভ্রবসনাঞ্চল ধরণীর বক্ষ জড়িয়ে র'য়েছে। মিনার রাজপথের দুই পার্শ্বে মানুষের হস্তে সযত্নে রচিত বনবীথিকা গড়ে উঠেছে। মিশরের মরুভূমিতে প্রকৃতির রচিত কোন বনভূমি গড়ে উঠেনি ; অথচ নানা দেশের নানা জাতীয় বৃক্ষরাজি যুগযুগ থেকে এস্থানে সযত্নে রোপিত ও বর্দ্ধিত হ'য়েছে। এখানে পর্ব্বত, মরুভূমি, বনভূমি, জলধারা, আকাশ এবং মানুষের রচিত লোকালয় একটি বিচিত্র সমাবেশ সৃষ্টি ক'রেছে। এই গিজার পাহাড়টি আরম্ভ হ'য়েছে সুদানের রাজধানী খারটুমের প্রান্ত দেশ থেকে, চলেছে নীলের পাশে পাশে মিশরের মেরুদণ্ড স্পর্শ ক'রে আসমারা, আসুদ, আসোয়ান এবং কায়রো পর্য্যন্ত। নীলের দুই পাশে মাত্র ছয় ক্রোশ পরিমিত ভূমি উর্ব্বরা, তারপরই সীমাহীন মরুপ্রান্ত, ক্বচিৎ কখনও মানুষের চক্ষে বেদুইন শিবির পরিলক্ষিত হয়। আমার এটাই আশ্চর্য্য মনে হচ্ছিল যে, পৃথিবীর প্রথম মানব কোন্ দূরদৃষ্টিতে প্রকৃতির এই অপ্রচুর কেন্দ্রে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন ক'রেছিল, আর কি উপায়ে, কত পরিশ্রমে যাযাবর মানব এই স্বল্প পরিসর ভূমির অভ্যন্তরে এই মানব বিজ্ঞানের যন্ত্রাগার প্রতিষ্ঠা করেছিল, কি উপায়ে তারা আত্মার সন্ধান পেয়েছিল, মানুষ সৃষ্টি ক'রেছিল, পিরামিড নির্ম্মাণ ক'রেছিল, সমস্ত খনিজ ধাতুর ব্যবহার আবিষ্কার করেছিল, নানা বর্ণের মিশ্রণে

কি উপায়ে প্রকৃতির সমস্ত প্রচ্ছদপট রচনা ক'রেছিল। আমরা উপর থেকে ধীরে ধীরে উইলো বৃক্ষের ছায়ার তলে সবুজ লতাগুল্মবীথির পাশ দিয়ে আবার গিজার পথে ফিরে এলাম। প্রায় রাত্রি ৯টায় বায়েৎ-উল-আরাবীতে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রেছি।

২৮শে অক্টোবর '৪৪

আজকে বায়েৎ-উল-আরাবীতে এক নূতন মিশরীয় ছাত্র এসেছে। সে চিত্রবিদ্যালয়ের ছাত্র। বয়স ২২। প্রথম দেখে আমি তাকে গ্রীক মনে ক'রেছিলাম। বর্ণ ভূমধ্যসাগর তীরবাসীর মতন নাতি উজ্জ্বল, গড়ন নাতি স্থূল, নাসিকাগ্র তীক্ষ্ণ। এসেই তাঁর কক্ষের প্রাচীরগাত্র কয়েকটি চিত্র দিয়ে সাজালেন। এই চিত্রের মধ্যে বারখানি ছোট ছোট হস্তাঙ্কিত ছবি—একটি মাত্র তরুণীর। প্রত্যেকটি ছবি অন্ততঃ তিনবার, চারবার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে টাঙালেন। স্বল্প পরিচয়ের পরেই আমাকে ব'ল্লেন—এই তরুণী তার ভাবী স্ত্রী ; অবশ্য তাঁর একমাত্র প্রিয়তমা নন। এই কথা ব'লেই তিনি আরবী ভাষায় কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি ক'রে গেলেন। কিছুকাল পরে তাঁর একটি পাণ্ডুলিপি বে'র ক'রে আমাকে কয়েকটি কবিতা, পাশে পাশে পেন্সিলে আঁকা ছবি দেখালেন। এই ছবিগুলির ভিতরে আরও তিনটি তরুণীর চিত্র—একটি ফরাসী, একটি গ্রীক, একটি ইংরাজ। এই তরুণ শিল্পীর মতে গ্রীক তরুণীরা অন্যান্য প্রাচ্যদেশীয়া নারীর মতন ভালবাসে, আনন্দ পায় এবং প্রিয়তমের বিরহে অশ্রুপাত করে। ফরাসী তরুণীরা অত্যন্ত প্রগতিশীলা, এক মুহূর্ত্তে তারা সিদ্ধান্তে আসে। তারপর অনায়াসে সমস্ত ভুলে যায়। ইংরাজী নারীরা অত্যন্ত স্বার্থপর, রক্ষণশীলা এবং নিজেদের অতি উচ্চস্তরের জীব ব'লে মনে করে। তারা আশা ক'রে, পুরুষ তাদের কাছে এগিয়ে আসবে, তারা ঐশ্বর্য্যময়ী—ইচ্ছা হ'লে একটু করুণা বিতরণ ক'রবে। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, মিশরীয় তরুণীরা কেমন? তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে বল্লেন,—তাদের মধ্যে রক্তের উন্মাদনা রয়েছে। তারা সমস্ত শরীর ও মন দিয়ে ভালবাসে, কিন্তু অত্যন্ত অভিমানী। তারা প্রিয়তমকে একান্তে পেতে চায়, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী সহ্য করে না। প্রয়োজন হয়, এক দিনে বিবাহ বিচ্ছেদ করে সমস্ত সংসার ভেঙ্গে দিয়ে চ'লে যাবে। কিন্তু পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও মিশরের নারীদের এত স্বাতন্ত্র্যবোধ

ছিল না। প্রথম পরিচয়ের দিনে এই তরুণ যুবকটির ভাবপ্রবণ, উচ্ছ্বাসপূর্ণ আলোচনা একটু অদ্ভুত মনে হ'ল। একজন বিদেশী প্রবীণ অধ্যাপকের সম্মুখে সে তার জীবনের বহু সামান্য সামান্য ঘটনা বলে গেল। আমি তাকে শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের "প্রেমের অভিষেক" কবিতার কয়েকটি স্থান আবৃত্তি ক'রে একটু একটু অনুবাদ ক'রে ব'ল্‌লাম। তিনি বল্লেন, এই কবিতাটি আরবীতে তিনি রূপান্তরিত ক'রবেন। এই যুবকটির নাম শাফি জানফালি।

আমরা সানসোসি গ্রীক কাফেতে গিয়ে আইসক্রীম খেলাম। এই সানসোসির বিবরণ পরে একদিন লিখব। দু'গ্লাস আইসক্রীমের দাম ৪০ পিয়াস্তা (৬।০ আনা)। তারপর চার্লি চ্যাপলিনের গোল্ড রাশ সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। জানফালিকে ভারতীয় হস্তরেখা বিচারের বিষয়টা বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। পাশে একজন মিশরীয় ভদ্রমহিলা বিশ্রামের সময় আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, আমি ভারতীয় কি না। তিনি আমাকে ভারতীয় জেনে ব'ল্লেন, তাঁর হস্তরেখা বিচার ক'রলে তিনি খুব খুশী হ'বেন এবং আমাকে পারিশ্রমিকও দিতে প্রস্তুত আছেন। মিশরীয়রা সকলেই ভারতবাসীকে হস্তরেখাবিদ মনে করেন। আমি ভদ্রমহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে সিনেমা দেখে ১০টার সময় ফিরে এলাম।

২৯শে অক্টোবর '৪৪

আজ সন্ধ্যায় আমি ডাঃ ওয়ালী খানের গৃহে চা পানে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। তিনি আফগান ব'লে নিজেকে পরিচয় দেন। তিনি খুব চমৎকার ইংরাজী বলেন। তিনি বহুকাল ইউরোপে বাস ক'রেছেন এবং একজন অভিজাত বংশীয়া জার্ম্মাণ মহিলার পাণি গ্রহণ ক'রেছেন। ডাঃ ওয়ালীর স্ত্রী নিজেকে নুরেমবার্গ-এর প্রাক্তন রাজবংশের কন্যা বলে পরিচয় দেন। তাঁদের এক কন্যা ও এক পুত্র—কন্যা জামিলা পঞ্চদশী, পুত্রটি শিশু—ভারি সুন্দর, প্রাণবন্ত। গৃহে সাজসজ্জা অতি সাধারণ, বিলাসের চিহ্ন মাত্র নেই; কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তিনি প্রায় পাঁচ বৎসর কায়রোতে বাস ক'রেছেন; মিসেস্ ওয়ালী সূক্ষ্মদর্শী, বুদ্ধিমতী এবং সম্ভ্রমশীলা।

প্রসঙ্গক্রমে ডাঃ ওয়ালী ভারতবর্ষের অবস্থা ও চিন্তাধারার সঙ্গে মিশরের তুলনা ক'রলেন। তিনি বল্লেন,—স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙ্গালা দেশ যা'

ক'রেছে সেটা যে-কোন পরাধীন জাতির পক্ষে গৌরবের বস্তু। হ'তে পারে বাঙ্গালা দেশ সফলতা লাভ করেনি, তবু যে পরিস্থিতির মধ্যে বাঙ্গালাদেশের সন্তান কাজ ক'রেছে সেটা যে কোন জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয়। তিনি রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত Economic History of Indiaর কথা বল্লেন এবং সেই থেকে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা বলে মনে করেন। ডাঃ ওয়ালী বলেন সুন্দর !

৩০শে অক্টোবর '৪৪

মিঃ শাফি জানফালি আজকে তাঁর একখানি চিত্র আলবাম আমাকে দেখালেন। নানাদেশীয় তরুণীর চিত্র, তাঁর নিজ হস্তে অঙ্কিত—এর প্রত্যেকটি নারী তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচিত। জানফালি নিজেকে "মিশরের শেলী" ব'লে গৌরব করেন। শেলী কবিতায় যে আবেগ সৃষ্টি ক'রেছেন, জানফালি রেখায় সে আবেগ ফুটিয়ে তুলবেন। এই আলবামে রয়েছে তিনটি গ্রীক মহিলা, দু'টি মিশরীয় ও একটি ফরাসী তরুণী ; সর্ব্বশেষে পোর্ট সাইদের মিস্ ফতাইয়া। মিস্ ফতাইয়ার ছবির নিম্নে নানা প্রকারের কবিতা। একটি সুদীর্ঘ কবিতায় মিস ফতাইয়ার দেহের সূক্ষ্মতম দৃষ্ট ও অদৃষ্ট অংশের বিলোল আলেখ্য ; এই চিত্রগুলির মধ্যে একটা ছন্দ মূর্ত্ত হ'য়েছে। আমি তাঁকে রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বশী কবিতার নৃত্যাংশ অনুবাদ ক'রে বল্লাম। তিনি ভারি খুশী হলেন, এবং কবিতাটুকুর আরবী অনুবাদ ক'রবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

৩১শে অক্টোবর '৪৪

লেবাননের মিস্ সাগির আজকে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে ব'ল্লে, গত কয়েকদিন যাবত আপনাকে খুঁজেছি। আপনি কোথায় ছিলেন ? আমি ব'ল্লাম, আমি আজ্‌হার লাইব্রেরীতে বইয়ের অনুসন্ধান ক'র্‌ছিলাম। আমার দেখা পেলে আমার জন্য আপনার উৎসাহ হ্রাস হয়ে যেত। মিস্ সাগির উত্তর দিল, নিজেকে দিয়ে পরকে বিচার ক'রলে অনেক সময় ভুল হয়। তার সঙ্গে ইউনিভার্সিটি মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক কথা হ'ল। বিকেলে অধ্যাপক হবীব হঠাৎ আমাকে বল্লেন ;—মিশরের ভারতবাসীরা সব সময় বিবাদ ক'রছে। বর্ত্তমানে "ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন" এবং "ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন" প্রকাশ্য

বিচারালয়ে উপস্থিত হয়েছে। মিঃ নারু এবং মিঃ মহম্মদ আলি দুই পক্ষে প্রতিভূ। মিঃ মহীউদ্দিনের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিক্ষামন্ত্রীসকাশে এবং বৃটিশ কন্সালেটে মিঃ নারু অভিযোগ ক'রেছেন। আমরা এর জন্য অত্যন্ত দুঃখিত যে ভারতবাসীর বিবাদ মিশরের বিচারালয়ে মীমাংসিত হ'বে।

১লা নভেম্বর '৪৪

আজ ওয়াই-এম-সি-এ হলে বুধবারের সমাবর্ত্তন। চীনদেশের কন্সাল প্রধান অতিথি এবং বক্তা ব'লে বিজ্ঞাপিত হ'য়েছেন, কিন্তু তিনি ৫টার সময় টেলিফোন ক'রে জানালেন যে তাঁর শরীরে ঠাণ্ডা লেগেছে, তিনি বক্তৃতা দিতে পা'রবেন না। মিঃ আলেকজাণ্ডার আমাকে তাঁর বিপদে ত্রাণকর্ত্তারূপে আহ্বান ক'রলেন। আমি তাঁকে ব'ল্লাম—বিষয় আপনারা নির্ব্বাচন করুন, আমি যথা ইচ্ছা বক্তৃতা দিয়ে যাব। তাঁরা বক্তৃতার বিষয় ঠিক ক'রলেন "Four Freedoms"। কয়েকদিন আগেই রুজ্‌ভেল্ট এবং চার্চ্চিল যুদ্ধোত্তর পৃথিবী পুনর্গঠনের জন্য মুক্তির চারিটি পথ নির্দ্ধারণ ক'রেছিলেন এবং সাময়িক সংবাদপত্রে এই বিষয়ে নানাপ্রকার আলোচনা চ'লছিল।

তখনও সভা আরম্ভ হ'বার আধ ঘণ্টা বিলম্ব ছিল। হঠাৎ মিঃ নারু ওয়াই-এম-সি-এ অফিসে এক টেলিফোন ক'রে আমার সঙ্গে কথা ব'লতে আরম্ভ ক'রলেন। তিনি বল্লেন,—আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আপনি একমাস হ'ল ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন অথচ আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। সম্ভাষণ বিনিময়ের পর তিনি হঠাৎ বল্লেন—ইণ্ডিয়া ইউনিয়নের সঙ্গে ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ার তুমুল বিবাদ চলেছে। তিনি আমাকে মধ্যস্থতা করবার জন্য অনুরোধ ক'রলেন। আমি উত্তর দিলাম—আমি মিশরে জ্ঞান অনুসন্ধানের জন্য এসেছি সুতরাং কোন প্রকার বিবাদ বিসম্বাদে হস্তক্ষেপ ক'রতে অক্ষম। যাহা হউক তিনি আমাকে সোমবার দিন তাঁর সঙ্গে লাঞ্চ খেতে অনুরোধ ক'রলেন।

সাড়ে আটটার সময় বক্তৃতা আরম্ভ হয়েছে। বক্তৃতার বিষয় "Four Freedoms"। আমি পরাধীন মুক্তিকামী জাতির মুক্তিযজ্ঞে আহুতির কথা ব'ল্লাম। পৃথিবীর পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা বিগত যুদ্ধ ও লিগ্‌ অব নেশনের প্রচ্ছদপটে আলোচনা ক'রলাম। মুক্তির ধারা এবং আদর্শ নির্দ্দেশ ক'রবে মুক্তিকামী জাতি এবং সে ধারার সীমা নির্দ্দেশ সাম্রাজ্যবাদী জাতির পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি এক ঘণ্টা বক্তৃতা ক'রেছিলাম। বহু আমেরিকান, ইংরেজ, নিউজিল্যাণ্ড এবং কানাডিয়ান সামরিক কর্ম্মচারী আমার সঙ্গে পরিচিত হ'লেন। লেঃ কর্ণেল ফোক্‌ষ্টোন আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আমি ভারতীয় সামরিক কেন্দ্রগুলিতে বক্তৃতা দিতে প্রস্তুত কি না এবং আরও বল্লেন যে ইটালি, সাইপ্রাস, প্যালেষ্টাইনে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সম্বন্ধে বক্তৃতার প্রয়োজন আছে। তিনি তাঁর অধীনস্থ লেঃ চান্দকে ডেকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং সমস্ত ব্যবস্থা ক'রবার জন্য আদেশ ক'রলেন।

২রা নভেম্বর '৪৪

রাত্রিতে আজ চন্দ্রালোক অতি তীব্র উজ্জ্বল। মিঃ জানফালি ও মিঃ মহীউদ্দিন স্থির ক'রলেন পিরামিড দেখতে যাবেন। আমি বল্লাম,—যাব, তবে পিরামিডের ভিতরে প্রবেশ ক'রব না—যদিও চন্দ্রালোকে পিরামিড খুব সুন্দর। আমরা ট্রামে গিজার পথে পিরামিডের প্রান্তে পৌছলাম রাত্রি তখন ৯টা। পথে বিরাট হোটেলগুলি বিভিন্ন বর্ণের আলোক মালায় বিভূষিত, প্রত্যেকটি হোটেলের আলোক সজ্জা পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী বিভিন্ন। এই হোটেলগুলি যুদ্ধের পূর্ব্বে পৃথিবীর বিলাসিদের নর্ম্ম-উদ্যান ছিল। প্রত্যেক হোটেলে টেনিস, সন্তরণ, সিনেমা, নৃত্যমঞ্চ, ভোজনব্যবস্থা, আরও কত কি। প্রায় প্রত্যেকটি হোটেলই অ-মিশরীয় দ্বারা পরিচালিত। ট্রাম লাইনের শেষ প্রান্তে রাত্রিতে মাত্র দু'একটি উট রয়েছে—যাত্রীদের পিরামিডে নিয়ে যাবে। গাধা ও ঘোড়া চ'লে গেছে। আমরা পদব্রজে উপরে গিজা পাহাড়ে উঠ্‌ছি। দূর থেকে জ্যোৎস্নায় নীলনদের অববাহিকা একখণ্ড শুভ্র বস্ত্রের মতন ধীর মন্থর গতিতে পৃথিবীর বুকের উপর দুল্‌ছে। দূরে ট্রাম গাড়ীগুলি মাথায় লাল আলো নিয়ে কীটের মতন এগিয়ে আস্‌ছে, কোনটি আবার দূরে সরে যাচ্ছে। আরও দূরে মকত্তম পাহাড়ের উপরে মহম্মদ আলি মস্‌জিদ অতি তীব্র আলোতে অস্পষ্ট দেখা যা'চ্ছে; আকাশ নীল, তারকা উজ্জ্বল, স্বর্ণাভ শরতের আকাশ নির্ম্মল। পিরামিডের দিকে এগিয়ে চলেছি। ক্রমশঃ পিরামিডের আয়তন প্রতীয়মান হ'চ্ছে। আমরা পিরামিডের নিম্নে একখণ্ড প্রস্তরের উপর বসেছি। দু'একজন বীর পুরুষ এই রাত্রে জ্যোৎস্নালোকে পিরামিডের উপরে উঠ্‌ছে। পথের মাঝে উটের উপরে কয়েকজন সৈন্য দে'খলাম, তারা পিরামিডের চারিদিক ঘুরে

বেড়াচ্ছে। আমরা একটু এগিয়ে স্ফিঙ্কস্ (নরসিংহ) দেখ্‌তে গেলাম। সে এক অপূর্ব্ব জিনিষ। মানুষ আর পশুরাজের সম্মেলনে প্রাচীন মিশরবাসী অদ্ভুত দেবতার কল্পনা ক'রেছিল। সেই দেবতা পিরামিডের অভ্যন্তরস্থ মৃত মানবের আত্মা ও তার সঙ্গে প্রোথিত অর্থের প্রহরী। আমরা সমস্ত আবেষ্টনী জ্যোৎস্নালোকে যতটা সম্ভব দেখে এলাম। রাত্রি ১০॥০ টায় বায়েৎ-উল্-আরাবীতে ফি'রলাম।

৩রা নভেম্বর '৪৪

লেঃ চান্দ আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সৈন্যদের বক্তৃতার ব্যবস্থা ক'রতে এসেছিলেন। আমার পক্ষে নিয়মিতভাবে বক্তৃতা দেওয়া অসম্ভব, যদিও সৈন্য-বিভাগ প্রতি বক্তৃতার জন্য ২॥০ পাউণ্ড দিতে প্রস্তুত ছিল। যা'ক আমার পাঠের ব্যাঘাত না হ'লে আমি কয়েকটি বক্তৃতা দেব ব'লে প্রতিশ্রুতি দিলাম। কিন্তু সর্ত্ত হ'ল যে আমি কোন পারিশ্রমিক নেব না—মাত্র সৈন্যবিভাগ আমার যাতায়াত বন্দোবস্ত ক'রবে।

রাত্রিতে মিঃ জানফালি ভারতীয় আর্ট সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা ক'রলেন। আমি প্রাচীন ভারতীয় স্থপতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় শিল্প-কলার মূলবস্তু তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম। তারপর রাজপুত, মুঘল এবং বর্ত্তমান টেগোর আর্ট নিয়ে আলোচনা ক'রলাম। সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম, চৈনিক ও জাপানী আর্টের কথাও ব'ল্লাম। শান্তিনিকতনে কোন মিশরীয় ছাত্র এলে আমি শিল্প ও চিত্রশিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে দেবার চেষ্টা ক'রব ব'লে আশ্বাস দিলাম। শান্তিনিকেতনে মাসিক ৫ পাউণ্ড খরচ শুনে তিনি আশ্চর্য্য হ'লেন। কারণ বর্ত্তমানে অত্যন্ত সাধারণ ভাবে থাকলেও মিশরে মাসিক অন্ততঃ ১৫ পাউণ্ড লাগে। মিঃ জানফালি আমাকে কয়েকখানি সুন্দর ছবি উপহার দিলেন।

৪ঠা নভেম্বর '৪৪

আজকে শরীরটা একটু খারাপ, তাই বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ঘুমিয়েছি; ভয় হ'ল বিদেশে অসুখ ক'রলে খুব অসুবিধা হ'বে। বৈকালে ভাল বোধ ক'রলাম। নীলের ধারে বেড়াতে গেলাম। পথে ট্রান্স-জর্ডনের কন্সালের সেক্রেটারী মিঃ আবদুল আজিজের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁর সঙ্গে আম্মানের বিষয় অনেক গল্প হ'ল। তিনি খুব ভাবপ্রবণ। খুব ভাল ফরাসী ব'লেন, একটু ইংরেজীও

জানেন। তিনি ভারতের ধর্ম্মপুস্তক গীতার বিষয় পড়াশুনা ক'রেছেন। আমার সঙ্গে ভারতবর্ষের মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে বর্ত্তমান প্রগতিশীল মুসলিম সমাজের তুলনা করলেন। তাঁর সঙ্গে সৈন্যবিভাগের কয়েকজন ভারতীয় মুসলিম অফিসারের পরিচয় আছে। তাঁর ধারণা, ভারতীয় মুসলিম যুবকগণ খুব উৎসাহী কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে প্রাচীনপন্থী। আধুনিক মুসলিম জাগরণের বিষয়ে তাঁদের সংবাদ সীমাবদ্ধ। আমি বললাম যে, তরুণ আন্দোলনের মুখপত্র রূপে একদল মিশরীয় যুবককে ভারতে পাঠিয়ে দিলে উভয় দেশের পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানের সুবিধা হ'বে। ভারতেও চিন্তাশীল প্রগতিবাদী মুসলিম যুবক আছেন, তবে তাঁরা প্রচার ও সুযোগের অভাবে বহির্জগতের সঙ্গে অপরিচিত। ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের বিনিময় অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি মিশরে যুবক আন্দোলনের বিষয় আমাকে অনেক সংবাদ দিলেন।

৫ই নভেম্বর '৪৪

সন্ধ্যায় মিঃ মহম্মদ আলির গৃহে তাঁর কন্যার জন্মোৎসবের নিমন্ত্রণ। কুব্বেহ্ রাজকীয় উদ্যান বাটিকার পার্শ্বেই তাঁর সুন্দর নিবাস, আধুনিক স্থপতি অনুকরণে রচিত। তিনি প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র ১৮৲ টাকা সম্বল নিয়ে মিশরে এসেছিলেন; নিজের চেষ্টা ও সততায় আজ তিনি তিনটি অট্টালিকা ও কায়রো শহরে কয়েকটি ভূমিখণ্ডের অধিকারী। তিনি একজন মিশরীয় মহিলার পাণি গ্রহণ ক'রেছেন। ভারতবর্ষেও তাঁর স্ত্রী বর্ত্তমান রয়েছে। ভারতীয় পরিবারের জন্য তিনি নিয়মিত অর্থ প্রেরণ করেন। আজ তাঁর মিশরীয় স্ত্রীর প্রথম সন্তানের জন্মোৎসব; সুতরাং বন্ধু ভোজন।

ডিনারে ২৫ জন ভারতীয় ও মিশরীয় বহু ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। অনেক ভারতবাসীর সঙ্গে পরিচয় হ'ল। মিঃ নারু ভিন্ন প্রায় সকল বিশিষ্ট ভারতবাসী বন্ধুসম্মেলনে উপস্থিত। ডিনারের পর ডাঃ ওয়ালি খাঁ মিঃ মহম্মদ আলিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রলেন এবং আমি বিশেষ উপরুদ্ধ হ'য়ে ভারতবর্ষের যুদ্ধকালীন অবস্থা সম্বন্ধে একটু আলোচনা ক'রলাম, কারণ উপস্থিত প্রত্যেক ভারতবাসী ভারতের সংবাদ শ্রবণের জন্য বিশেষ আকুল ছিলেন। সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাকে অভিনন্দন ক'রেছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে রাজা ফারুকের চিকিৎসক ডাঃ মুস্তাফা আলি বে তাঁর মোটরে আমাকে বাড়ী

পৌঁছিয়ে দিলেন—প্রায় দশ মাইল পথ। ভারতবর্ষের চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে তিনি অনেক প্রশ্ন ক'রলেন। তিনি ফরাসী দেশে শিক্ষালাভ ক'রেছেন এবং ভারতের প্রাচীন চিকিৎসাপ্রণালী সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন।

৬ই নভেম্বর '৪৪

আজ দ্বিপ্রহরে মিঃ নারুর নিমন্ত্রণে যোগ দিয়েছিলাম। তিনি একটি হোটেলে মৌলানা লোকমান সিদ্দিকী এবং মিঃ আবু নসর ভূপালীকেও নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। লাঞ্চের সময় মিঃ নারু, মিঃ মহীউদ্দিনের সম্বন্ধে অহেতুক অনেক তীব্র কটু মন্তব্য ক'রলেন। এই লোকটি নির্মম শত্রু। কিন্তু আশ্রিতবৎসল কিনা বুঝতে পা'রছি না।

মিঃ আবু নসর ভূপালীর সঙ্গে কথা ব'লে বেশ ভালই লাগল। তিনি তাঁর বাসস্থানে আমাকে নিয়ে গেলেন। এইটি একটি তুরস্ক দেশীয় খান্‌কা। কায়রোর একপ্রান্তে শারাহ্‌-দাইবুল দামেস্কি নামক রাজপথের পার্শ্বে তুরস্ক সুলতান মহম্মদ ১১৬৪ হিজরীতে তুরস্ক দেশীয় আল্‌ আজ্‌-হারী ছাত্রদের জন্য এই খান্‌কা নির্ম্মাণ ক'রেছিলেন। ইহার পরিচালনার্থে তিনি কিছু সম্পত্তি ওয়াকফ্‌ করেন। বর্ত্তমানে তার উপস্বত্ব থেকে ২৫ জন বিদেশী ছাত্রের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই খান্‌কাটির অভ্যন্তরে একটি মসজিদ রয়েছে। মাঝখানে একটি জলের উৎস। জলের চারিপাশে কয়েকটি খেজুরগাছ,—অত্যন্ত শান্তশ্রী, নির্জ্জন। খান্‌কার চতুঃপার্শ্বে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভিন্নদেশীয় মুসলমান ছাত্র। নামাজের সময় দেখলাম,—জাভা, আলবেনিয়া এবং মিশর দেশীয় কয়েকটি ছাত্র সেখানে রয়েছে। মিঃ আবু নসর ভূপালীর প্রকোষ্ঠে বেশ সুন্দর ছোট একটি লাইব্রেরীতে ভারতীয় দর্শন সংক্রান্ত অনেক পুস্তক রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকখানি জার্ম্মাণ এবং ফরাসী গ্রন্থও ছিল। প্রাচীরের চারিপার্শ্বে তাঁর নিজ হস্তে অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্রও দেখলাম। মহাত্মা গান্ধীর ছবিও রয়েছে। তিনি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সহকর্মী ব'লে খুব গর্ব্ব ক'রলেন। বর্ত্তমানে তিনি ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা ক'রছেন। তাঁর প্রণীত একখানি ভৌগোলিক অভিধানের অর্দ্ধ সমাপ্ত পাণ্ডুলিপি আমাকে দেখালেন। আরবী ভাষায় ভারতবর্ষে যে সমস্ত স্থানের উল্লেখ আছে, তাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ ক'রেছেন। অর্থাভাবে

পুস্তকখানি মুদ্রিত হ'বে না ব'লে তাঁর পুস্তক সমাপ্ত ক'রবার আর উৎসাহ নেই। তিনি টিউশনি ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। তিনি দুঃখ ক'রলেন—এখানে ভারতীয় শিশু-শিক্ষকের আদর নেই; কারণ তাঁদের আরবী উচ্চারণ ভাল নয়।

৭ই নভেম্বর '৪৪

আমরা সারাদিন ষ্টেট্ লাইব্রেরীতে ভারতীয় গ্রন্থের অনুসন্ধান ক'রেছি। মিশরীয় কর্ম্মচারী ভারতীয় গ্রন্থের সম্বন্ধে উৎসাহী ন'ন। একজন আল্-আজ্-হারের ছাত্র ভারতীয় তর্কবিজ্ঞান সম্বন্ধে একটু আলোচনা ক'রলেন। কিন্তু আরবীতে তর্কশাস্ত্র আলোচনা ক'রতে আমার খুব অসুবিধা হ'চ্ছিল। অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি মকত্তম পাহাড়ের গহ্বরে সংরক্ষিত রয়েছে ব'লে তাঁরা আমাকে কোন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতে পা'রলেন না। আল্-আজ্-হার লাইব্রেরীতে অনুসন্ধান ক'রব ব'লে স্থির ক'রলাম।

সন্ধ্যাবেলা মিঃ জানফালি তাঁর দু'টি বান্ধবী—মিস্ আদেলিয়া এবং মিস্ রিণীকে নিয়ে বায়েৎ-উল্-আরাবীতে এলেন। অভ্যর্থনা কক্ষে ব'সে গল্প হচ্ছিল। এমন সময় বায়েৎ-উল্-আরাবীর অধ্যক্ষ এসে মিঃ জানফালিকে বলে গেলেন যে ছাত্রাবাসে নারীর প্রবেশ নিষেধ। এই কথা নিয়ে বাদানুবাদ শিষ্টতার সীমা অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল। বিশেষ ক'রে উপস্থিত মহিলাদের সম্মুখে এটা মোটেই শোভন ব'লে মনে হ'ল না। যা'ক—আমি এখানকার নিয়ম জানি না, সুতরাং কোন মন্তব্য প্রকাশ ক'রতে অক্ষম।

৮ই নভেম্বর '৪৪

আজ ওয়াই-এম্-সি-এতে মিস্ বাগ নাম্নী একজন মহিলা বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি ভারতবর্ষে দশ বৎসর কাল কাটিয়েছেন। লণ্ডন থেকে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কায়রোতে বক্তৃতা দিলেন। তিনি ৭০টি ওয়াই-এম্-সি এর কেন্দ্রে সম্মিলিত সৈন্যদের সেবার ব্যবস্থা পরিদর্শন ক'রে ফিরেছেন। তাঁর বক্তৃতা আমার খুব ভাল লেগেছিল, বিশেষ ক'রে বর্ত্তমান ইংলণ্ডের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ প্রণালী। কিন্তু ডাঃ ওয়ালী খাঁ এই মহিলাকে কয়েকটি অপ্রাসঙ্গিক বিশেষণে জর্জ্জরিত ক'রে তুললেন, এটা অশোভন।

দু'জন নিউজিল্যাণ্ড নিবাসী আমার পাশে বসে ভারতবর্ষের যুদ্ধকালীন

অবস্থার আলোচনা ক'রলেন। তাঁরা আমেরিকার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট এবং মিঃ রুজভেল্টকে মোটেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না।

প্রত্যাবর্ত্তনের সময় মিঃ কণ্ট্রাক্টর নামক মধ্যপ্রাচ্যের একজন পার্শী রেডক্রশ কর্ম্মী এবং তাঁর বন্ধু আমাকে তাঁদের গাড়ীতে নিয়ে এলেন। মিঃ কণ্ট্রাক্টর মিশরীয় নারীদের সম্বন্ধে অত্যন্ত বিশ্রী ধারণা পোষণ করেন। তাঁর মতে মধ্যপ্রাচ্যের প্রত্যেক শহরেই শপ-গার্ল (Shop-Girl) ক্রেতা আকর্ষণের জন্য নিয়োজিত হয়। প্রত্যেকটি শপ-গার্ল বিক্রয় মূল্যের উপর একটি কমিশন পায়। বিক্রয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট মূল্য প্রায় প্রত্যেক দোকানেই অনির্দ্দিষ্ট, অর্থাৎ এই মূল্য শপ্-গার্লরাই স্থির করে এবং বিক্রয়লব্ধ অতিরিক্ত অর্থ তা'দেরই প্রাপ্য। আরও যে সব কথা তিনি বল্লেন, আমার মনে হয় অনেকটাই অতিরঞ্জন, কিংবা তাঁর দৃষ্টির ভ্রম।

৯ই নভেম্বর '৪৪

আজ ডাঃ হাসান আমাকে বল্লেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ রেক্টর ডাঃ সালেহ্ (আইন বিভাগের ডীন্) আমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে চান। তাঁর আলোচনার বিষয় ব্রিটিশ অধিকারে ভারতে মুসলমানের আইন ব্যবস্থা। ডাঃ আজ্জাম আমাকে অনুরোধ ক'রলেন, রবিবার ৬টার সময় আমি স্কুল অব ওরিয়েন্টাল লার্ণিং-এ সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিলে তাঁরা খুব খুসী হবেন। আমার স্বীকৃতি পেয়ে তাঁরা কয়েকজন অধ্যাপক এবং ছাত্রকে বক্তৃতায় যোগ দিতে অনুরোধ করলেন। আজকে ডাঃ হোসেন নামক একজন যুবক অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি বম্বে এবং সুরাটে ইসমাইলিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের আইন এবং রীতিনীতি বিষয়ে গবেষণা ক'রেছেন। তিনি ডাঃ তাহা হোসেনের প্রিয় ছাত্র! আমাকে ডাঃ তাহা হোসেনের সঙ্গে দেখা ক'রবার জন্য অনুরোধ ক'রলেন। তাঁর সেক্রেটারীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা ব'লে আগামী সোমবার ৫টায় সাক্ষাতের সময় স্থির হ'ল।

১০ই নভেম্বর '৪৪.

অধ্যাপক হবীরের সঙ্গে দেখা কর'লাম। তিনি ক্যাল্ আজ্-হরের লেখকদের সম্বন্ধে বল্লেন যে তাঁরা আজকাল অনেকটা নবীনপন্থী এবং

ধর্ম্মাতিরিক্ত বিষয়ও আলোচনা করেন। তবে প্রাচীন উলেমাগণ তর্কশাস্ত্রে এবং সমস্যা বিচারে কোরাণ ও হাদিস প্রভৃতিতে যে পন্থা নির্দ্দেশ করা আছে তার বাইরে পদক্ষেপ করতে প্রস্তুত ন'ন।

তারপর তিনি ব'ল্লেন,—অতি আধুনিক, বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত আল্-আজ্‌হরী মৌলানারা এই চিন্তাধারা সমর্থন করেন না। কারণ যদি ইসলাম আচরিত পন্থাকে একমাত্র সত্য ব'লে বিশ্বাস করা যায়, তারপরে একজন জিজ্ঞাসু ও তত্ত্বান্বেষীর পক্ষে আর কোন প্রশ্ন থাকে না। অ-মুসলমানকে যুক্তির স্থান করে দিতে হবে; এবং যুক্তি দ্বারা ইসলামের প্রতি তার বিশ্বাস উৎপাদন ক'রতে হ'বে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমি অধ্যাপক হবীবকে বল্লাম, আকবরের রাজসভায় মথুরা নিবাসী একজন ব্রাহ্মণ ইসলামের প্রতি অশোভন ভাষা প্রয়োগ করার জন্য অভিযুক্ত হ'ন। সে বিচারে মোল্লা বাদায়ুনি, ইমাম আবু হানিফার মতের উপর নির্ভর ক'রে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে একজন অ-মুসলমান যিনি ইসলামে বিশ্বাস করেন না, তিনি যদি ইসলামের প্রাত কোন অশোভন ভাষা প্রয়োগ করে থাকেন, তবে তার শাস্তি একজন মুসলমানের অনুরূপ অপরাধের শাস্তি অপেক্ষা অনেক লঘু হবে; কারণ যাকে সে বিশ্বাস করে না তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা ভদ্রতা হ'তে পারে কিন্তু অমার্জ্জনীয় অপরাধ নয়। ষোড়শ শতাব্দীর একজন ভারতীয় উলেমার এই দৃষ্টিভঙ্গী শুনে অধ্যাপক হবীব খুবই বিস্ময়ান্বিত হ'য়েছিলেন।

তারপর মিঃ জানফালির সঙ্গে একটু নীলের ধারে বেড়িয়ে আমরা রাসেল বার নামে এক কাফেতে এলাম। সেখানে একজন ভারতীয় মুসলমানকে হোটেলের ওয়েটার রূপে কাজ করতে দেখলাম। সে আমাকে বল্লে যে পূর্ব্বেও আমাকে এই রাস্তায় বেড়াতে দেখেছে।

তার মুখ থেকে তীব্র মদের গন্ধ আস্‌ছিল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রল,—আপনি কি কোন ভারতবাসীকে জানেন যে মুসলমান নয় অথচ মুসলমানের আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম সম্বন্ধে জানাবার জন্য মিশরে এসেছে। তারপর একটু রাগের সুরেই সে বল্লে, মুসলমানরা কখনও একজন হিন্দুর কাছে তাদের "হাঁড়ির খবর" দিবে না। আমি একটু উৎসাহের সঙ্গে তাকে বল্লাম,—সে লোকটিকে যদি চিনিয়ে দাও তাহ'লে বিশেষ খুসী হ'ব। তুমি তার সংবাদ কার কাছ থেকে পেয়েছ? সে উত্তর দিল,—মিনা শিবির থেকে প্রায়ই ভারতীয় মুসলমান সৈন্য এবং কেরাণীরা তার হোটেলে খেতে আসে। তারাই সে

ভারতীয় হিন্দুর মিশর আগমনের কথা জানিয়েছে। তারপর তাকে আমি এক প্যাকেট সিগারেট উপহার দিলাম এবং নানা গল্প ক'রে তার প্রাক্তন জীবনকথা জেনে নিলাম। বিগত যুদ্ধের সময় সে টেল্-এল্-আমারাতে বন্দী হয়েছিল। সেখানে থেকে সে পালিয়ে মিশরে আসে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে মিশরে তিনবার বিবাহ ক'রেছে। তার তিনটি স্ত্রীর মধ্যে একটি স্বর্গে গিয়েছে, একটি পালিয়ে গিয়েছে, আর একটি হাসপাতালে রয়েছে। তিনটি পুত্রকন্যা নিয়ে বেচারী বিব্রত। আমি তাকে ছেলেদের মিষ্টি খাওয়াবার জন্য ২৫ পিয়াস্তার (৩৷৵০ আনা) একখানি নোট দিলাম। তাকে বল্লাম, আমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছি; সমস্ত দেশ দেখব। প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, ইরাক যাব। বেচারা আমাকে এই যুদ্ধের সময় সেখানে যেতে নিষেধ ক'রল; শেষে বল্ল, আল্লার দোয়া তোমাকে রক্ষা ক'রবে।

রাত্রিতে মিঃ মহীউদ্দিন আমাকে একখানি কাদিয়ানি পুস্তক উপহার দিয়ে বল্লেন, মিনা শিবির থেকে একজন পাঞ্জাবী মুসলমান তাঁকে এই পুস্তকখানি দিয়েছেন। ইহা কাদিয়ানি মত প্রবর্ত্তক মির্জ্জা মহম্মদ গোলাম আহম্মদের মতবাদের সমালোচনার প্রত্যুত্তর। কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের প্রচারবিভাগ খুবই প্রাণবন্ত।

ডিনারের পরে আম্মান নিবাসী একজন আরব শেখের পুত্র বায়েৎ-উল্-আরাবীতে এসেছে। অভ্যর্থনা কক্ষে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হল। এই যুবকটি সামান্য কথাবার্ত্তার পরই আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রল—আমি আল্লাহ্ বিশ্বাস করি—কি না, কোরাণ আল্লার বাণী এবং মহম্মদ আল্লার প্রেরিত পুরুষ বলে বিশ্বাস করি-কি-না। আমি ব'ল্লাম—হাঁ।

তখন যুবকটি আমাকে মক্কায় গিয়ে আসন্ন ঈদের নামাজে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ ক'রল। আমি তার সঙ্গে কোরাণ এবং হাদিসের আলোচনা করে বল্লাম, আল্লাহ্ সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি ক'রেছেন, সমস্ত নবী সৃষ্টি ক'রেছেন, সমস্ত ধর্ম্ম সৃষ্টি ক'রেছেন, কারণ তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন পৃথিবীতে কিছুই সৃষ্টি হয় না। তাঁর যদি ইচ্ছা হয় তবে সমস্ত বিশ্ব একদিন ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রবে। এবং আমিও মক্কায় গিয়ে নামাজ পড়ব। আল্লাহ্ তাঁর প্রত্যেক বান্দাকেই সত্যপথে নিয়ে যাবেন, প্রত্যেকেরই মঙ্গলের ব্যবস্থা ক'রবেন। সুতরাং আমি আমার চিন্তা, মত এবং ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের জন্য আল্লাহ্‌র উপরেই নির্ভর ক'রেছি। তরুণ যুবকটি বু'ঝল যে আমি ইসলাম সম্বন্ধে একবারে অনভিজ্ঞ নই। তার ছোট ভাই আমাকে কিছু

খেজুর উপহার দিল এবং আম্মানে তাদের গৃহে আমন্ত্রণ ক'রল। আতাল্লাহ্ আওরান ব'ল্ল যদি হায়দরাবদের নিজাম তাদের অর্থ সাহায্য করেন, তবে সমস্ত আরব যুবক সম্মিলিত হ'য়ে আরব দেশ বিদেশীয়দের কবল থেকে মুক্ত ক'রতে পারে। নিজাম সম্বন্ধে এ দেশে অনেক জনশ্রুতি আছে, কিন্তু তাঁর সত্যিকারের ক্ষমতা যে কতটুকু সে বিষয়ে তারা অজ্ঞ। তবু আতাল্লাহ্ ব'ল্ল, প্রত্যেক মুসলমানের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে ইসলামের পুণ্যস্থানগু'লকে বিদেশীর অধিকার থেকে মুক্ত করা। আতাল্লাহ্ আওরান সরল আরব বেদুইন সর্দ্দার পুত্র। তার চিন্তাধারা সরল, কথাবার্ত্তা সহজ, রক্ত উষ্ণ। প্রায় ১১টার সময় নানা আলাপ-আলোচনার পর ঘরে ফিরে এলাম।

১১ই নভেম্বর '৪৪

আজ মহম্মল উৎসব। এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ মক্কায় কাবার পুণ গৃহে মখ্মলের আচ্ছাদন প্রেরণ। প্রতি বৎসর মিশরের রাজা একজন আমির-উল্ হজ্ (মক্কায় তীর্থ যাত্রীদের অধিনায়ক) এর অধীনে সমস্ত ব্যয় বহন ক'রে একদল তীর্থ যাত্রীদের সঙ্গে একটি বিশাল আস্তরণ প্রেরণ করেন। মিশর দেশের মুসলমান রাজা এই পুণ্যকার্য্য দ্বারা মক্কা তথা ইসলাম জগতের সঙ্গে যোগসূত্র অক্ষুন্ন রাখেন এবং ইসলামের কর্ণধার মক্কার মুফতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। আব্বাসিয় উদ্যানে মৃত নগর (Dead City) থেকে সামরিক ও অসামরিক কর্ম্মচারী পরিবেষ্টিত শোভাযাত্রা একটি সুসজ্জিত উষ্ট্রপৃষ্ঠে বিস্তৃত কাবার আস্তরণ অনুসরণ ক'রে কায়রোর প্রধান রাজপথ এবং প্রাচীন মসজিদ প্রদক্ষিণ ক'রে পুণ্যস্মৃতি হাসানের সমাধি পার্শ্বে উপস্থিত হয়। সেখানে স্বয়ং মিশরের রাজা হজের প্রার্থনা করেন এবং মখমলের আস্তরণটি কাবার উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। সাত দিন পরে একটি স্পেশাল ট্রেনে পোর্ট সৈয়দ থেকে উহা মক্কায় প্রেরিত হয়।

আমরা এই মহম্মল উৎসব এবং শোভাযাত্রা দেখতে ময়দান মালিকা ফরিদা একটি ট্যাক্সি নিয়ে আব্বাসিয়া (Dead City) উদ্দেশ্যে চল্লাম। আমরা চার জনই ভারতবাসী। ড্রাইভার আমাদের কথাবার্ত্তা এবং চেহারা দেখে প্রায় ২৫ মিনিট বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এল। মিটারে দেখলাম ২৭ পিয়াস্তা। তখন আমাদের একজন বন্ধু ড্রাইভারকে গ্রাম্য আরবীতে ব'ল্লেন—তোমাকে

পুলিশে দেওয়া হ'বে, কারণ তুমি বিদেশীয়দের প্রতারণা করবার চেষ্টা ক'রেছ। ড্রাইভার বু'ঝল যে এরা নিতান্ত নির্বোধ নয়। তৎক্ষণাৎ দু' মিনিটের মধ্যে একটি গলি পেরিয়ে আব্বাসিয়ার কাছে পৌছল। একজন তাকে বল্লে, তোমাকে থানায় যেতে হবে। বেচারী কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বকশিসের লোভ ছেড়ে যথার্থ ভাড়া অর্থাৎ ১৫ পিয়াস্তা নিয়ে যা'চ্ছিল। আমি ১০ পিয়াস্তা বকশিস দিয়ে বেচারীকে বিদায় ক'রে দিলাম। বিদেশীয়দের প্রতারণার চেষ্টা সব দেশেই একটি সাধারণ ব্যাপার।

মহম্মল উৎসবের উদ্যানে সমবেত হয়েছে মিশরের পদাতিক, উষ্ট্রবাহিনী, অশ্বারোহী, ট্যাঙ্কবাহিনী, এবং ছয়খানি এরোপ্লেন। ঠিক ১০টার সময় একটি কামানের শব্দের সঙ্গেই যুদ্ধ বাজনা আরম্ভ হ'ল এবং উষ্ট্রবাহিনী যাত্রা সুরু ক'রল। সুবিশাল ময়দানের এক প্রান্ত থেকে অশ্বারোহী, পদাতিক, কামান, ট্যাঙ্ক, মোটর চলেছে প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে। মাথার উপরে এরোপ্লেন ঘু'রছিল। শু'নলাম, মিশরের প্রায় সমস্ত সৈন্য এখানে সমবেত। সৈন্যদের মধ্যে কোন বিদেশীয় কর্ম্মচারী দে'খলাম না। সমস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ তরুণ, সুপুরুষ এবং অনেকেই সার্কেশিয়ান তুর্ক ও অভিজাত বংশ বলেই মনে হ'ল। একজন মাত্র অর্দ্ধকৃষ্ণবর্ণ ফেলাহিন বংশজ দেখতে পেলাম। সাধারণ সৈন্য কৃষ্ণবর্ণ অথবা মিশ্র। ১৯৩৭ সালের এংলো-ইজিপশান সন্ধির পরেই এই জাতীয় মিশরবাহিনী গঠিত হয়। সৈন্য সংখ্যা মাত্র ১৭০০০—অতি সামান্য। তবু মিশরীয়গণ এই সৈন্য নিয়ে গর্ব্ব করে যে, তাদের দেশে জাতীয় সৈন্যদের মধ্যে কোন বিদেশীয় কর্ম্মচারী নেই।

শোভাযাত্রা শেষ হওয়ার পর আমরা হোলিওপোলিস নগর দে'খতে গেলাম। কায়রো থেকে ইলেকট্রিক ট্রামে ২০ মিনিটের পথ। কিছুকাল পূর্ব্বে একজন বেলজিয়াম ধনী বারণ এম্ পাইন কায়রো নগরের বহুদূরে অনেক ভূমি বন্দোবস্ত নিয়ে এই নগরের পরিকল্পনা করেন এবং প্রাচীন গ্রীক বসতি হেলিও-পোলিস নগরের ধ্বংসাবশেষের উপরই ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি প্রাচীন স্মৃতি অনুসারে ইহার নামকরণ করেন হেলিওপোলিস (সূর্য্য নগর)। নগরের বিভিন্ন অংশের কোথাও বাগদাদ, কোথাও দামাস্কাস, কোথাও করডোভা, কোথাও দিল্লী, সারনাথ, কায়রো এবং জেরুজালেমের স্থপতি অনুসারে নগরের বিভিন অংশের পরিকল্পনা ও নামকরণ করেন। এই পথগুলির নাম ইসলামের বিখ্যাত নৃপতিগণের নামানুসারেই দেওয়া হয়েছে—যথা, শারাহ্ হারুন-অল-রশীদ, শারাহ্ মামুন, শারাহ্ সেলিম, শারাহ্ আবুবকর, শারাহ্ হাকিম্।

কিন্তু ভারতীয় কোন মুসলমান রাজার নাম দেখলাম না। বারণ এম্ পাইনের গৃহ তোরণটি বৌদ্ধ স্থপতির রীতি অনুসারে পরিকল্পিত। তোরণের দু'পার্শ্বে দু'টি বৃহদাকার হস্তী,—উপরে বুদ্ধমূর্ত্তি; স্তম্ভগুলি সারনাথের অনুকরণ এবং স্তম্ভগাত্রে নানাপ্রকার দেবদেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ। মসজিদটি তুরস্কদেশীয় স্থপতির অনুকরণ। গির্জ্জাটি গ্রীক রীতিতে নির্ম্মিত। পথের দু'দিকে নানাপ্রকার আমেরিকান, চীনদেশীয়, ভারতীয়, তুর্কী এবং আফ্রিকার বৃক্ষরাজি। বৃক্ষগুলি বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সমদূরবর্ত্তী এবং উচ্চতায় ত্রিভুজাকৃতি। একটু দূরে দূরেই কাফে, হোটেল, বার, বাথজুয়ার আড্ডা এবং হোটেল। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহা পৃথিবীর আমোদপ্রিয় ভ্রমণকারিদের একটি বিলাসকেন্দ্র ছিল। আমরা প্রায় ৩ টার সময় কায়রোর পথে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রলাম।

১২ই নভেম্বর '৪৪

ডাঃ হাসান আমাকে রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ডাঃ আলি ইব্রাহিম পাশার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি মিশরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ অস্ত্র-চিকিৎসক—শীর্ণকায়, পক্বকেশ, মৃদুভাষী আভিজাত্যপূর্ণ ব্যবহার—আমাকে অত্যন্ত সাদরে গ্রহণ ক'রে বল্লেন, আপনার আগমনের সংবাদ ভারতবর্ষের সরকারী পত্রে জেনেছি। ডাঃ হাসানের কাছে আপনার বিষয় শুনেছি। আজকে আমাদের খুব গৌরবের দিন যে, একজন ভারতীয় অধ্যাপক ইসলামের ইতিহাস এবং কৃষ্টির গবেষণার জন্য বার্লিন, প্যারিস কিংবা লণ্ডনে না গিয়ে ইসলামের কেন্দ্রস্থল মিশরে এসেছেন। কায়রো বর্ত্তমান যুগে সমস্ত ইসলাম জগতের মুখপত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সে সম্মান কায়রোকে দিয়েছেন। সুতরাং আমি আপনাকে এবং আপনার বিশ্ববিদ্যালয়কে আমার এবং মিশরের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমিও তাঁকে মিশরবাসীর সহৃদয় আতিথ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রলাম। তারপর কফি পানান্তে বিদায় গ্রহণ ক'রলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদপত্র-শিক্ষাবিভাগের অধ্যাপক মগদউদ্দীন নাসিফের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তিনি বিখ্যাত মিশরীয় পণ্ডিত হেফনি নাসিফের পুত্র। তিনি লণ্ডন এবং প্যারিসে শিক্ষালাভ ক'রেছেন। তাঁর ভগ্নী মাদাম বাহিসাতুল বাদিয়া ভারতবর্ষে ভূপালে এসেছিলেন। সুতরাং আমি ভারতবাসী জেনে তিনি আমাকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ ক'রলেন। আমরা কথা ব'লছি

এমন সময় সিরিয়ার প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এল্ আজম এবং তাঁর ভ্রাতা মিঃ সালেঃউদ্দিন সেখানে উপস্থিত হ'লেন। আমরা পরস্পর পরিচিতি হ'য়ে আগামী বুধবার এখানেই মিলিত হ'ব ব'লে স্থির করলাম।

আজকে বিকালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগে আমার প্রথম অভিভাষণ দিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপক, ডক্টরেটের গবেষক এবং ম্যাজিষ্টেরের ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। এই ধারণা আমার ছিল যে আমার অভিভাষণের উপরে ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সাহিত্যের ইঙ্গিত নির্ভর ক'রছে। সুতরাং ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্মরণ করে আমার সমস্ত শিক্ষা এবং ধারণাকে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় নিবেদন ক'রলাম, আমার বক্তৃতা বিষয় ছিল—"ভারতীয় ; গীতা ও রবীন্দ্রনাথের বাণী" বক্তৃতা শেষে উপস্থিত অধ্যাপকমণ্ডলী এবং ছাত্রগণ আরও কয়েকটি বক্তৃতা দিতে অনুরোধ ক'রলেন। আমি বুঝলাম, আমার অভিভাষণ নিষ্ফল হয় নি। আমি ভবিষ্যতে আরও কয়েকটি অভিভাষণ দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিলাম।

১৩ই নভেম্বর '৪৪

আজ বিকালে অধ্যাপক হবীবের সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। তিনি বিদেশীয়দের দৃষ্টিতে মিশর সম্বন্ধে আলোচনা ক'রলেন। এমন কি ওয়েণ্ডেল উইল্কির 'ওয়ান ওয়ারল্ড' পুস্তকেও মিশরের প্রতি কটাক্ষ রয়েছে ব'লে দুঃখ ক'রলেন। আমি তাঁকে মিস্ মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়ার' বিষয় কিছু কিছু বল্লাম। তারপর তিনি মিশর সম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আমি বল্লাম, আরও কিছুকাল এদেশে বাস ক'রে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব।

বিকাল ৪টার সময় পূর্ব্ব ব্যবস্থামত ডাঃ কামিল হোসেনের সঙ্গে ডাঃ তাহা হোসেনের সহিত সাক্ষাতের জন্য এলাম—সহরের উত্তর প্রান্তে নীলনদের অদূরে একটি ছোট ত্রিতল অট্টালিকা, চারিদিকে ইউকালিপ্টাস গাছের সারি, শান্ত নিবিড় আবেষ্টনী। আমরা গৃহে প্রবেশ ক'রতেই ডাঃ তাহা হোসেনের সেক্রেটারী এসে আমাদের অভিনন্দন জানালেন। আমরা তাঁর ছোট লাইব্রেরী কক্ষে বসলাম। পুরো গালিচা, কুশান চেয়ার, এলোমিনিয়ামের তৈরী ফরাসী ধরণের সাজসজ্জা, অনেকগুলি বৈদ্যুতিক আলো, দেয়ালের পাশে পাশে তাকের মধ্যে পুস্তক। সেক্রেটারী আমাদের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কথা জিজ্ঞাসা ক'রতেই কলিং বেলের শব্দের সঙ্গে উপরে চলে গেলেন। একটু পরেই

প্রবেশ ক'রলেন ডাঃ তাহা সেক্রেটারীর কাঁধে হাত দিয়ে মন্থর গতিতে ; অতি দীর্ঘকায়, নাতিস্থূল, চোখে কাল চশমা, অর্দ্ধপক্ক কেশ, পশ্চাৎ দিকে সুবিন্যস্ত ; ধূসর বর্ণের পরিচ্ছদ—নীল বর্ণের টাই, রেশমের কলায় অত্যন্ত পরিপাটি এবং সযত্নভূষিত। প্রবেশ ক'রেই সেক্রেটারীর নির্দ্দিষ্ট একখানি চেয়ারে ব'সে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ব'ল্লেন—"আহ্‌লান্ ও সাহ্‌লান্, ইয়া হবীব মিন্ আল্ হিন্দ্ (হে ভারতীয় বন্ধু, সুস্বাগত)!" ভারী সুন্দর তাঁর কণ্ঠস্বর, প্রায় সঙ্গীতের মত। মুখে হাসি লেগেই আছে। মিশরে যে কোন সম্ভ্রান্ত বিদেশীই আসুন, তিনি ডাঃ তাহা হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ একটা অবশ্যকর্ত্তব্য ব'লে মনে করেন। ডাঃ তাহা হোসেনের গৃহ কায়রোর একটি তীর্থস্থান। এই অন্ধ পণ্ডিত সমস্ত মিশরে, সমগ্র আরবদেশে, তথা পৃথিবীর পণ্ডিত সমাজে অন্যতম জ্ঞানী এবং উদার চিন্তাশীল বলে খ্যাত।

আমি তাঁকে বল্লাম, ভারতবর্ষ থেকে মিশর আগমনের পূর্ব্বে আমি আপনার কাছে একখানি পত্র দিয়েছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার উত্তর পাই নি। তিনি বল্লেন, বোধ হয় দার্-উল্ উলুম কিংবা ফোয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানায় চিঠি দিয়েছিলেন, কাজেই আমি পাই নি। আমি বল্লাম, চিঠির পরিবর্ত্তে চিঠির উদ্দিষ্ট মানুষকেই পেয়েছি, তীর্থস্থান অপেক্ষা তীর্থদেবতার মূল্য অনেক বেশী ; সুতরাং আজকে কায়রোর হজ্ আমার সার্থক। ডাঃ তাহা হোসেন হেসে বল্লেন, আপনি বোধ হয় প্রাচ্যদেশের একজন বিখ্যাত চারণ। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন ; আপনার মিশর আগমনের উদ্দেশ্য কি ? আমার উদ্দেশ্য শুনে তিনি বল্লেন, যদি আর কিছুকাল পূর্ব্বে আপনি আসতেন তাহ'লে আমি আপনার অনেক সুবিধা ক'রে দিতে পারতাম ; কিন্তু ইদানীন্তন রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমারও শিক্ষাবিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ ক'রতে হ'য়েছে। তিনি দুঃখ করলেন যে, মিশরে শিক্ষাবিভাগের প্রধান পদগুলি রাজনৈতিক মতবাদের উপর নির্ভর করে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় হেকেল্ পাশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন কি ? আমি ব'ল্লাম, মন্ত্রীপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ অত্যন্ত ব্যস্ত, সুতরাং পারিপার্শ্বিক অবস্থা স্থির হ'লে তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রব।

এবার আমাদের আলোচনা আরম্ভ হ'ল।

আমার প্রশ্ন :—ভারতবর্ষ এবং মিশরের সঙ্গে কি উপায়ে সংস্কৃতির নৈকট্য স্থাপিত হ'তে পারে ?

ডাঃ তাহা হোসেন উত্তর দিলেন :—দুইটি দেশ থেকে পরস্পর শিক্ষক এবং ছাত্র বিনিময় প্রয়োজন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী বিনিময় হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিভিন্ন দেশীয় পুস্তকাবলী যদি পরস্পরের নিকট প্রেরিত হয়, এবং অধ্যাপকগণ যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্ণালে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তবে চিন্তাধারায় আদান-প্রদান হ'তে পারে।

প্রঃ—মিশরে সুফি মতবাদ কি রকম প্রসার লাভ ক'রেছে? রহস্যবাদী ভারতবাসী সাধারণতঃ মিশরের জাতীয় জীবনে সুফি মতবাদের প্রসার জানতে উৎসুক।

উঃ—বস্তুতঃপক্ষে মিশরে সুফি মতবাদকে জীবনের অংশ ব'লে গ্রহণ করা হয় না। ভারতবর্ষ এবং পারস্যে শিয়া মতবাদ এবং নানাবিধ সম্প্রদায়গত মতবাদের প্রচ্ছদপটে সুফি মতবাদের উদ্ভব সম্ভব হ'য়েছিল। কিন্তু বর্ত্তমান মিশরে একটি মাত্র সম্প্রদায় রয়েছে সুন্নি। সুতরাং মিশরে সুফি মতবাদের ভিত্তি অত্যন্ত শিথিল।

প্রঃ—কিন্তু এখানে তো আতা আল্লাহ্ প্রবর্ত্তিত সাজ্‌লিয়া সম্প্রদায় এবং জালালউদ্দিন রুমীর মৌলবিয়া সম্প্রদায় রয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি দুনদুন মিশরীর মত সুফি মৌলানাও জন্ম গ্রহণ ক'রেছেন। তারপর এদেশের মাটিতে জন্মেছিলেন ইবন্ উল্ ফরিদ, আল্ বুসিরি এবং ইবন্ ওয়াফা।

উঃ—কিন্তু এই মতগুলি পারস্য তুরস্কেরই চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক এবং অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ। আপনি মুরাদ বে বক্‌রীর সঙ্গে আলাপ ক'রলে এর কিছুটা সন্ধান পাবেন এবং তাঁদের নৃত্যগীতাদির উৎসব এবং প্রার্থনায় যোগ দেবেন, তাহ'লে কিছু কিছু জানবেন।

প্রঃ—জগতকে দেবার মতন মিশরের কি সম্পদ রয়েছে?

উঃ—আধুনিক যুগের প্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে ইসলাম ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি প্রচারই মিশরের সম্পদ; মিশর প্রধানতঃ মুসলমানের দেশ এবং মিশর আরবীয় চিন্তা ধারা অনুসরণ করে, অন্ততঃ ধর্ম্মের ক্ষেত্রে। তুরস্ক দেশীয় ইসলাম থেকে মিশরীয় ইসলাম অনেক বিভিন্ন। তুর্কীগণ দামাস্কাস এবং বাগদাদ জয়ের অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেই ইসলামকে অনেকটা পঙ্গু করেছিল। বাইজেন্টাইন্ সংস্কৃতি কনষ্টান্টিনোপ্‌লে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তুর্কীগণ কনষ্টান্টিনোপলে রাজ্যস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামে অনেক অভিনব ব্যবস্থা

করেছে,—যেমন এই বিংশ শতাব্দীতে তারা ক'রছে। পারস্য আর্য্য সভ্যতার অংশ ভাগ হ'য়ে ইসলামের সংস্কারকে নিজেদের ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য করবার জন্য বহুধা পরিবর্ত্তন ক'রেছে এবং সুফি ও শিয়া মতবাদ প্রচলন ক'রেছে। ভারতীয় মুসলমানগণ যদিও মনে করেন যে তাঁরা ইসলাম সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ইসলাম আরবীয় ইসলাম থেকে বহু দূরে অবশ্য এটা কিছু গুণ দোষের কথা নয়। কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং ঘটনার বিবর্ত্তনে এ রকম পরিবর্ত্তন অস্বাভাবিক নয়। মুসলমানগণ সমস্ত জগতেই বর্ত্তমানে নানা দিক দিয়ে উন্নতি সাধন ক'রছে, কিন্তু ভারতে ধর্ম্মভাব এত বেশী যে জাগতিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সময় ভারতীয় মুসলমানের কম।

এই কথা বলে তিনি খুব উচ্চকণ্ঠে হেসে আমার সঙ্গে করমর্দ্দন করবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন।

প্রঃ—আচ্ছা, এখানে কি এই প্রশ্ন উঠে না যে প্রাচীন গ্রীক রোমক এবং ফেরায়ুন সভ্যতা দ্বারা মিশরীয় ইসলাম প্রভাবান্বিত হ'য়েছে যেমন ভারতবর্ষ এবং পারস্যের ইসলাম এই দু'টি দেশের প্রাচীন চিন্তা এবং সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'য়েছিল? মিশরীয় ফেলাহীন কৃষকদের একটি প্রাচীন সভ্যতা ছিল। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করবার পর কি তারা তাদের সমস্ত অতীত নিঃশেষে মুছে দিয়েছে? না এখনও কিছু কিছু অতীতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলেছে?

উঃ—অবশ্য মিশরীয় ফেলাহীন কখনও আমূল পরিবর্ত্তন করে নি। সহস্র বৎসরের গ্রীক-রোমক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তারা বহিরাবরণ পরিবর্ত্তন করেছিল। কিন্তু মর্ম্মস্থলে তারা সে প্রাচীন মিশরীয় ভাবধারাই অনুসরণ ক'রেছে। তাদের দৈনন্দিন জীবনের রাজনীতি, আচার-ব্যবহার, উৎসব-আনন্দ, সঙ্গীত-নৃত্য এখনও পূর্ব্ব ধারাই রক্ষা ক'রে চলেছে। ধর্ম্ম বিশ্বাসে মিশরীয় ফেলাহীন মুসলিম; ইসলাম মুসলমানদের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ দাবী করে। অন্য সভ্যতা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে প্রভাবান্বিত হ'লেও কোন মুসলমান, কখনও স্বীকার করে না যে ইসলামাতিরিক্ত কোন পথ অথবা মত সে গ্রহণ ক'রেছে। ইসলামে ধর্ম্মের আবেদন অত্যন্ত কঠোর, সেখানে কোন সামঞ্জস্যের দাবী স্বীকৃত হয় না, যদিও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইসলাম সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে গেছে। আপনি মিশরের গ্রামে গিয়ে দেখুন

ফেলাহীন কৃষক খুব বেশী পরিবর্ত্তিত হয় নি। একজন কপ্‌টিক খৃষ্টান এবং একজন মুসলিম ফেল্লাহীনের জীবন ধারা এক—কিন্তু মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করলে সে কিছুতেই তা স্বীকার ক'রবে না। অথচ একজন আরব দেশীয় মুসলমান কৃষকের সঙ্গে একজন মিশরীয় মুসলমান কৃষকের জীবনযাত্রার পার্থক্য অনেক বেশী।

প্রঃ—আপনি কি মনে করেন না যে ভারতীয় মুসলমানের সমস্যা সমপ্রকার, কারণ তারা অনেকেই ধর্ম্মান্তরিত প্রাচীন হিন্দু?

উঃ—হাঁ। ভারতীয় মুসলমান তাদের পূর্ব্বপুরুষের ধারা বহুভাবে অক্ষুণ্ণ রেখেছে; তাতে দুঃখের কি আছে? ইসলাম প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই কি আরবগণ পূর্ব্বপুরুষের রীতিনীতি ত্যাগ ক'রেছে? অমুসলমান পূর্ব্বপুরুষের নামে তারা গর্ব্ব করে—যথা হাশিমীগণ, আব্বাসীগণ। যে জাতি পূর্ব্বপুরুষকে শ্রদ্ধা করে না, সে নিজেও শ্রদ্ধা পায় না।

আমি আবার প্রশ্ন ক'রলাম। যদি ফেলাহীন আজও তার পূর্ব্বস্মৃতি এবং পূর্ব্ব সভ্যতা অনুসরণ করে তবে মিশরের সত্যিকারের মুসলমান কারা? তারা কি শতকরা ১০ জন আরব?

উঃ—হাঁ, মিশরে আরব গোষ্ঠী শতকরা ১০ ভাগ, কিন্তু তারা "অ—আরব," অর্থাৎ যারা যথার্থ আরব নয়, পরে আরবের ধর্ম্ম ও সভ্যতা গ্রহণ ক'রে নিজেদের আরব গোষ্ঠী ব'লে পরিচয় দিয়ে নিজেদের সম্মানিত মনে ক'রেছে। তারা কোরায়েশ এবং কাহাতান্ বংশীয় আরব অপেক্ষাও নিজেদের প্রাধান্য রক্ষা করবার জন্য গভীরতর ভাবে আরব সভ্যতা এবং কৃষ্টি অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা ক'রেছিল এবং এখনও ক'রছে। কিন্তু মিশর পূর্ব্বেও যেমন বহিরাবরণের পরিবর্ত্তন গ্রহণ ক'রেছে, ইসলামিক যুগেও তাই। আপনি তো দেখেছেন, আমরা ইউরোপীয় সাজসজ্জা, পোষাক-পরিচ্ছদ সবই গ্রহণ ক'রেছি, এমন কি তাদের ভাষাও। কিন্তু তবু আমরা মুসলমান, আমরা মিশরীয়, ইউরোপীয় নই। বহিরাবরণই মানুষকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করে না।

তারপর তিনি বল্লেন, আমাকে প্যারিসে একজন ইংরাজ বলেছিলেন যে ভারতবাসীরা যখন ইউরোপে আসে তখন তারা আহার-বিহারে, পোষাক পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রহণ করে। কিন্তু ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে আবার তারা মনে প্রাণে ভারতবাসী হয়ে যায় এবং বিশেষ করে ইংরাজবিদ্বেষী হয়। আমার মনে হয়, মিশরীয়রাও তাই।

প্রঃ—কিন্তু ইসলাম কি সামাজিক রীতিনীতিতে বহিরাবরণের পরিবর্ত্তন অনুমোদন করে? আল্-আজ-হারের উলেমাগণ ইউরোপীয় সভ্যতা বিলাসী মিশর সন্তানকে কি খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন?

তিনি একটু উত্তেজিত হ'য়ে আমাকে ব'ল্লেন, আল্-আজ্-হারের কথা বলবেন না। আজকার দিনে আজ্-হারী মৌলানাদের সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

প্রঃ—আপনিও তো আজ্-হারের উলেমা, তবে আপনার এই ধারণা কেন?

উঃ—হ্যাঁ, তা সত্যই। আমি আজ্-হারকে জানি বলেই বলছি।

প্রঃ—আপনি তা হ'লে বিদ্রোহী।

উঃ—আমি আমার আল্-আজ-হারের জীবন সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখেছি। নাম—**আল্-ইয়ুম** (দিনগুলি)।

প্রঃ—আজ্-হার্ আপনাকে কি রকম প্রভাবান্বিত করেছে?—Positive অথবা Negative (গতি অথবা নেতি)।

উঃ—উভয়তঃ।

এমন সময় আলেকজেন্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ ফৌজি এসে উপস্থিত হ'লেন। আমরা পরস্পর পরিচিত হ'লাম। ডাঃ তাহা হোসেন আমার সম্বন্ধে এবং আমাদের আলোচনা সম্বন্ধে যে সব বিশেষণ উল্লেখ করলেন, তার জন্য আমিও তাঁকে মধ্যপ্রাচ্যের চারণ ব'লে অভিনন্দিত ক'রলাম।

এই রহস্যালাপের মধ্য দিয়ে আমাদের কফিপান শেষ হ'ল। আমি ডাঃ ফৌজিকে আলেকজেন্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, সেখানে কোন ভারতীয় পাণ্ডুলিপি কিংবা তার সারাংশ, অথবা ভারতীয় সভ্যতার কোন নিদর্শন আছে কি না। তিনি ব'ল্লেন, আলেকজেন্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স মাত্র ১৮ মাস; অত্যন্ত শিশু, প্রাচীনতার গন্ধও নেই। তিনি আমাকে আলেকজেন্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ ক'রে গেলেন। আমরা ৮টার সময় সভা ভঙ্গ ক'রে স্বচ্ছন্দমনে গৃহে ফিরে এলাম।

১৪ই নভেম্বর '৪৪

আজকে 'শহীদ দিবস'। এই দিনে ১৯১৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট ক'রেছিল এবং ইংরাজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন ক'রেছিল। কারণ

১৯১৪–১৮ সালের যুদ্ধের সময় মিশরকে যে সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সে সব প্রতিশ্রুতি ইংরাজগণ পালন করেন নি। জগলুল পাশা শান্তিবৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য প্যারিস যেতে চেয়েছিলেন, ইংরাজ সরকার সেটা অনুমোদন করেন নি, এমন কি একটি মিশরীয় ডেলীগেশন লণ্ডনে এবং ওয়াশিংটনে যাবার অনুমতিও পায়নি। সুতরাং সমস্ত জাতি ইংলণ্ডের এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন ক'রেছিল। সেই গোলযোগের সময় গুলির আঘাতে কয়েকটি মিশরীয় ছাত্র হত হয়। অধুনা এই দিবসই ছাত্রদের সম্মানার্থ জাতীয় শোক প্রকাশের দিন। অবশ্য মিশরীয় রাষ্ট্র সরকারীভাবে এই শোক-শোভাযাত্রা পালন করে না। কিন্তু স্কুল কলেজের ছাত্ররা এই দিবসটি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে। শহরের সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্রদল বিভিন্ন পতাকা হস্তে নিয়ে সমস্ত দিন স্রোতের মত অবিশ্রান্ত গতিতে এই নিহত ছাত্রদের সমাধিক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনের কেন্দ্রস্থলে সমবেত হ'য়ে পুষ্পস্তবক, মাল্য এবং পতাকা নিবেদন করে। ১১ জন ছাত্রের সমাধি একই স্থানে, সমাধির উপরেই শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত ফলকে প্রত্যেকটি ছাত্রের নাম এবং বয়স লিখিত রয়েছে। সমস্ত জিনিষটি অতীতের এক নিষ্ঠুর ঘটনার পরিচায়ক। আমি বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট হাউস থেকে দাঁড়িয়ে প্রায় ৩ ঘণ্টা এই শোভাযাত্রা তথা শোকযাত্রা লক্ষ্য ক'রেছিলাম।

গত বৎসর এইদিনে রাজা ফারুকের মোটরের সহিত একটি ইংরাজ পরিচালিত লরীর সঙ্ঘর্ষ হয়, ফলে রাজা আহত হন। রাজা ফারুক সাতদিন হাসপাতালে ছিলেন; প্রত্যেকদিন ছাত্রগণ সমবেত হ'য়ে দ্বিপ্রহরে হাসপাতালে উপস্থিত হ'ত এবং রাজার রোগমুক্তির [illegible] প্রার্থনা ক'রত। মিশরীয়গণ এ যুগেও রাজাকে দেবতার মত ভক্তি করে এবং জাতীয় প্রতীক্ বলে শ্রদ্ধা করে। আজকে তারা দ্বিপ্রহরে সভায় এই ঘটনার উল্লেখ ক'রে মিশর থেকে বিদেশীয় সৈন্যদের বিতাড়ন দাবী করে। তাদের বক্তব্য—যদি মিশরে বিদেশীয় সৈন্য না থাকত, তা' হলে তাদের রাজা আহত হতেন না।

আবু নসর এবং আমি ষ্টেট্ লাইব্রেরীতে গিয়ে আল্ বেরুণী প্রণীত ভারতীয় গ্রন্থাদির অনুসন্ধান ক'রলাম। ছয় খান পাণ্ডুলিপি এবং তিন খানি ফটোগ্রাফের সন্ধান পেলাম। তাঁর মধ্যে লাইডেনের তোলা ফটোই খুব স্পষ্ট। আমি লাইব্রেরীর কর্ম্মচারী কামিল মহান্ দস্কে আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে ভারতীয় পুস্তকের অনুসন্ধান ক'রতে অনুরোধ ক'রলাম। তিনি সানন্দে সম্মত হ'লেন।

১৫ই নভেম্বর '৪৪

পূর্ব্ব ব্যবস্থামত সংবাদপত্র বিভাগের অধ্যাপক মিঃ নাসিফের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ৯॥টার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হ'য়েছি। তুরস্কের প্রাক্তন সেনাপতি মিঃ সালেহ্ উদ্দিন এল্ আজম্ এবং তাঁর ভ্রাতা শামি বে-এল্-আজম্ আজকে আমার সঙ্গে এখানে সাক্ষাৎ ক'রবেন ব'লে স্থির হ'য়েছিল। মিঃ নাসিফ আমাকে তার ভগ্নীর জীবনী উপহার দিলেন। মিঃ সালেহ্ উদ্দিন আমাকে নিখিল-আরব আন্দোলনের প্রচ্ছদপট বুঝিয়ে দিলেন। তিনি অতিশয় দেশভক্ত এবং বর্ত্তমান রাষ্ট্রজালের কুহেলিকা তাঁর কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বল্লেন, আরব জাতীয়তার সঙ্গে মুসলিম নবজাগরণের কোন সম্বন্ধ নেই। ইবন সাউদের সঙ্গে সিরিয়া এবং ইরাকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সকলেই জানে। ইবন সাউদ সিরিয়া প্রজাতন্ত্র এবং ইরাকের রাজতন্ত্রকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন। সিরিয়া থেকে মেন্ডেট উঠে যাবার পরও ফরাসীগণ সেখানে স্কুল এবং কলেজের ভিতর দিয়ে ফরাসী সংস্কৃতির কাজ অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়। ইংরাজ কিন্তু আরব জাতিকে নিজের স্বার্থানুযায়ী তৈরী ক'রে নিতে ইচ্ছুক। সেখানে ট্রান্স-জর্ডনের আমির, লেবাননের প্রজাতন্ত্র, প্যালেষ্টাইনের আরব-ইহুদী সমস্যা ব্রিটিশেরই সৃষ্টি। আমেরিকা প্যালেষ্টাইনে ইহুদী উপনিবেশের মধ্য দিয়ে নিজেদের বাণিজ্য প্রসার ক'রতে চায়। রাশিয়া আড্রিয়াটিক কিংবা ডার্ডেনেলিজের মধ্য দিয়ে একটি পথের সন্ধানে ব্যস্ত আছে, কিন্তু তুরস্ক এটাকে খুব স্বচ্ছন্দমনে গ্রহণ করে না। কারণ দ্বিতীয় ক্যাথেরিন এবং প্রথম আলেকজাণ্ডার এই দৃষ্টি নিয়েই তুরস্কের সর্ব্বনাশ ক'রেছেন। আমেরিকা আরব দেশে পেট্রোল খনির সুবিধা খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং আরব জাতিকে হস্তগত করবার জন্য বহু আরব ছাত্রকে বৃত্তি দিয়ে আমেরিকায় পাঠিয়ে ইয়াঙ্কি ভাবাপন্ন ক'রে তু'লছে। মিঃ রুজভেল্টের সেদিনের নির্ব্বাচনী বক্তৃতার উল্লেখ ক'রে তিনি বল্লেন যে, সমস্ত জিনিষটাই একটি প্রবঞ্চনা। মিঃ সালেহ্ উদ্দিন আমার মত জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বল্লাম, দোষ কিংবা গুণের বিচার না ক'রে কার্য্যতঃ আরব দেশ **দ্বিতীয় বলকান** ব'লে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে দেখা দেবে এবং ভারতবর্ষই যবনিকার অন্তরালে থাকবে। আমার মনে হচ্ছে আধুনিক পরিস্থিতিতে ইংরাজ ভূমধ্যসাগরের কোন অংশেই তাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হ'তে দেবে না। ১৯৩৬ সালে ইংলণ্ড মিশরকে যে স্বাধীনতা দিয়েছিল, সেগুলি ইতালির ভূমধ্যসাগরের নীতির পরোক্ষ প্রতিবাদ ও রাজনৈতিক চাল মাত্র।

আলোচনান্তে মিঃ সালেহ্ উদ্দিন শুক্রবার দিন সন্ধ্যায় আমাকে তাঁর গৃহে চা পানের জন্য নিমন্ত্রণ ক রলেন। তিনি বল্লেন যে, আরও কয়েকজন সিরিয়া নিবাসী বন্ধুকেও তি'নি নিমন্ত্রণ ক'রবেন। আমি এ পর্য্যন্ত যে সব লোকের সঙ্গে মিশেছি তা'দের চেয়ে মিঃ সালেহ্উদ্দিনকে অন্য ধরণের বলে মনে হ'ল।

১৬ই নভেম্বর '৪৪

মিঃ জানফালি তিন জন বন্ধু নিয়ে আজ সন্ধ্যায় বায়েৎ-উল-আরাবীতে এলেন। তিন জনই পুলিশ ট্রেনিং কলেজের ছাত্র, অসংলগ্ন কথা ব'লছে, মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। একটু পরেই তাঁর ভাই এলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনজন বন্ধু অন্তর্হিত হ'লেন। অনেক ক্ষেত্রের মিশরের অভিজাত বংশের আভিজাত্যের চিহ্ন হ'ল নৃত্য; সিনেমা, কাফে এবং মদ বিলাস।

আমি আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে ইবন্ আসাকিরের গ্রন্থ দেখেছি। ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া গেছে, তবে ভারতবর্ষকে কোন লেখকই বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেন নি।

১৭ই নভেম্বর '৪৪

মিঃ সালেহ্ উদ্দিন এল আজমের গৃহে চায়ের নিমন্ত্রণে যোগ দিতে গেলাম। একজন মিশরীয়কে তাঁর বাড়ীর নম্বর জিজ্ঞাসা ক'রলাম, সে আমাকে পথ দেখিয়ে চল্ল। পথে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "আন্‌তা মুসলিম?" ("আপনি কি মুসলমান?") আমি উত্তর দিলাম, "আল্‌হামদুলিল্লাহ্" (আল্লাহর জয় হোক)। এখানে বিদেশীয়ের প্রতি প্রশ্নই হ'ল—তুমি মুসলমান কি না। তারপরেই সে আমার কাছে বক্‌শিস্ প্রার্থনা ক'রল। একজনের বাড়ীর পথ দেখিয়ে বকশিস্ দাবী করা এখানে অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার।

মিঃ সালেহ্ উদ্দিনের গৃহ নীল নদের পূর্ব্ব তীরে। অতি বিরাট অট্টালিকা —দুই পার্শ্বে অনেক জমি, চারতলা বাড়ী, ১৬টি ফ্ল্যাট, তাঁর নিজের ফ্ল্যাটটি সম্পূর্ণ ফরাসী ধরণে সুসজ্জিত। তিনি বংশে তুর্ক, জন্মে সিরিয়ান, বসবাসের অধিকারে মিশরীয়। তাঁর পূর্ব্বপুরুষ ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়নের মিশর অভিযানের সময় একজন তুর্ক সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং পরে মিশরের শাসনকর্ত্তা হন। কিন্তু মহম্মদ আলীর আগমনের পরে ১৮০৬ সালে তাঁকে হত্যা করা হয়

এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরে ১৯০৯ সালে তুরস্ক রাষ্ট্রবিপ্লবের অবসানে সেই বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি আবার তাঁর পরিবারকে প্রত্যর্পণ করা হয়। তিনি ১৯১০ সালে কনষ্টাণ্টিনোপল্ থেকে এডিনবার্গে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যান, কিন্তু ১৯১৪ সালে যখন তুরস্ক জার্ম্মাণীর পক্ষ সমর্থন করে, তখন তিনি তুরস্কে পলায়ন করেন। ১৯১৫ সালে বিদ্রোহের সময় তিনি সৈন্য পরিচালনা করেন, পরে ১৯১৯ সালে আবার পালিয়ে কায়রোতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং সেই অবধি তিনি কায়রোতেই বাস করছেন। আমাদের আজকের সভায় শামি-বে-এল্-আজম্ (দামাস্কাসের বিচারপতি) এবং মঁসিয়ে হারিরি (লেবাননের সরবরাহ মন্ত্রী) উপস্থিত ছিলেন। মঁসিয়ে হারিরি বল্লেন, ব্রিটিশের অধীনে লেবাননবাসীরা, মোটের উপর আরামেই আছেন, কারণ ফরাসী জাতির কোন আত্মসম্মান জ্ঞান নেই। তারা কোন নিয়ম ব্যবস্থা মানে না। অনেক ফরাসী কর্ম্মচারী তাদের মাসিক বেতন নেয় না, কারণ বেতন যদি গৃহে নিতে হয়, তাহ'লে চাকুরী করে কি লাভ?

তার পরের আলোচনায় মিঃ সালেহ্উদ্দিন মধ্যপ্রাচ্যের একখানি মানচিত্র খুলে বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক সংস্থানের পটভূমিকায় আরব দেশগুলির রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা আলোচনা ক'রলেন। তাঁর মতে আরব-জাতির অর্থনৈতিক অবস্থা এমন শোচনীয় যে তারা নিজেদের বিদ্রোহের জন্য কোন ব্যবস্থাই ক'রতে পারে না। আমেরিকা তার ইচ্ছা সত্ত্বেও প্যালেষ্টাইন এবং সিরিয়াতে কোন প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছুক। তার প্রধানতম কারণ দূরত্ব। মিঃ রুজভেল্ট যদিও ইবন সাউদের বিশেষ বন্ধু তথাপি তাঁর নির্ব্বাচনী বক্তৃতায় প্যালেষ্টাইনে ইহুদী উপনিবেশ সমর্থন করেছেন ব'লে আরব জাতির মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হ'য়েছে।

এই সময় মিশরীয় বাণিজ্য বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী মিঃ শামি উপস্থিত হ'লেন। আমাদের কথা তখন মিশরের অর্থনৈতিক অবস্থাকে কেন্দ্র ক'রে চলেছে। তিনি বল্লেন—মিশরের ছাত্রদের উপর তাঁর শ্রদ্ধা নেই, কারণ তারা অত্যন্ত বেশী চাকুরীলোভী। তারা স্বাধীনতার চেষ্টা ক'রছে, কারণ স্বাধীন মিশরে তাদের চাকুরীর সুবিধা হবে। ধর্ম্ম জাতীয় জীবনকে আর পূর্ব্বের মত প্রবুদ্ধ করে না। ধর্ম্মের নামে মিশরীয় ছাত্র খুব গর্ব্ব অনুভব করে। কিন্তু বাস্তব জীবনে তারা ধর্ম্মের বিশেষ ধার ধারে না। তরুণীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনের অন্যতম কারণ, পিতামাতার পক্ষে বিবাহ সমস্যা অনেক সময় সহজ

হয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতা মহিলারা সমাজ সেবার দ্বারা অনুপ্রাণিত না হ'য়ে নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি দ্বারাই প্ররোচিত হয়। সমাজ সেবিকা মিশরীয় মহিলার সংখ্যা কর গুণে বলা যায়। তারপর মিশরীয় নারী প্রায় সকল অবস্থাতেই পরিবারের ভার স্বরূপ। ফেলাহীন কৃষক ধর্ম্মে বিশ্বাস করে বটে কিন্তু সে বিশ্বাস অজ্ঞতারই নামান্তর। আল-আজ্‌হার্‌ পূর্ব্বের মত ধর্ম্মে, সমাজে এবং রাষ্ট্রনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে না। একদিন সমস্ত মিশরের রাষ্ট্রচিন্তার কেন্দ্র ছিল আল্‌-আজ্‌হার। শেখ্‌ মহম্মদ আব্‌দুর দিন আর নেই। ডাঃ তাহা. হোসেন অনেক দুঃখে আল্‌-আজ্‌-হারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। অবশ্য তাঁর আল্‌-আজ্‌-হারের সমালোচনা ধ্বংসমূলক। তিনি সৃষ্টিমূলক বিশেষ কোন নীতির সন্ধান দিতে পারেন না। তাঁর মতবাদ মিশরের সুধী-সমাজ স্বচ্ছন্দমনে গ্রহণ করেন না। তিনি বর্ত্তমান মিশরের চিন্তাজগতে একটি আলোড়ন সৃষ্টি ক'রেছেন।

আমি দেখলাম, ভদ্রলোক অত্যন্ত হতাশাবাদী। কোন জিনিষেরই তিনি ভাল দিকটা দেখতে পারেন না, অথবা আমাদের কাছে প্রকাশ করেন নি। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, ফেলাহীন কৃষকদের অবস্থা কেমন?—আপনি কি মনে করেন না যে শতকরা ৯৫ জন কৃষক ৫ জন মাত্র অভিজাত সম্প্রদায় দ্বারা শাসিত হচ্ছে এবং এই অভিজাত সম্প্রদায় তুর্ক, আরব কিংবা মিশ্রিত ব্যক্তিবর্গ? মিঃ সালেহ্‌ উদ্দিন বল্লেন, ফেলাহীন বিদ্রোহ মিশরে খুব সহজ ব্যাপার নয়, কারণ মিশরে রাজা প্রাচীন ফেরায়ুন যুগের অনুকরণে প্রায় দেবতারূপে পূজিত হন। অধিকন্তু মিশরের বর্ত্তমান রাজা ফারুকের জাতীয় ভাব অত্যন্ত তীব্র। তিনি জন্মে তুর্ক হলেও তাঁর কর্ম্মপন্থা দ্বারা আরব জাতিসমূহের মধ্যে একটি নবজাগরণের উন্মেষ হ'য়েছে। এমন কি কপ্‌টিক আরব, খৃষ্টান, তুর্ক এবং ইহুদী মিশরীয়দের মধ্যেও জাতীয়তার প্রচ্ছদপটে রাজা ফারুক অত্যন্ত সম্মানের পাত্র। পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধে তুর্ক ও আরব জাতি প্রায় মিশে গেছে এবং তুর্কও জাতীয়তাবাদী মিশরীয়রূপে নিজেদের পরিচয় দেয়। কপ্‌টিক মিশরীয়-গণ একবার তুর্কদের বিরুদ্ধে একটি মিশরীয় জাতীয় দল সৃষ্টি করার চেষ্টা ক'রেছিল, কিন্তু তুর্কগণ মিশরে বিবাহ ক'রে মিশরবাসীর সঙ্গে মিশে গেছে এবং তারা ধর্ম্মে মুসলমান ব'লে এই চেষ্টা সফল হয় নি। ফেলাহীন কৃষক এখনও মুসলমান বলেই পরিচয় দেয়, মিশরীর বলে নয়।

মিঃ সালেহ্‌উদ্দিনকে দেখলাম বেশ চিন্তাশীল, ভদ্র এবং মার্জ্জিতরুচি,

পাশ্চাত্য শিক্ষা অথচ প্রাচ্য মন। তিনি আমাকে ট্রাম পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন।

১৮ই নভেম্বর, '৪৪

আজকে হজ যাত্রীগণ **কাবার গিলাব** সঙ্গে ক'রে মক্কা যাত্রা ক'রবেন। নিখিল আরব আন্দোলনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডাঃ আবদুর রহমান আজ্‌জামের অধিনায়কত্বে বহু রাজকর্ম্মচারী এবং জনসাধারণ পোর্ট সৈয়দে গিয়ে মক্কা যাত্রী জাহাজে উঠবেন। আমি ডাঃ আজ্‌জামকে শুভেচ্ছা জানাবার জন্য ষ্টেশনে গিয়েছিলাম। এই মহম্মগ অভিযান যে কি বিরাট ব্যাপার, তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মিশরের সমস্ত রাজকীয় ঐশ্বর্য্য যেন উৎসর্গিত হয়েছে। আমরা যেমন ব্যক্তি বিশেষের নামোল্লেখ ক'রে, জয়ধ্বনি করি— মিশরেও ডাঃ আজ্‌জামের নাম উল্লেখ ক'রে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হ'ল। বন্ধু-বান্ধব তাঁর করমর্দ্দন করেন, সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনমণ্ডলী সাড়া দেয়। কিন্তু হজ যাত্রীর পরিধানে ভারতীয় হাজিদের মত আরবীয় পোষাক ছিল না। প্রত্যেকেই মিশরীর জাতীয় পোষাক পরিধান ক'রেছিলেন, এমন কি আমির-উল্‌-হজ পর্য্যন্ত। ডাঃ আবদুর রহমান আজ্‌জামকে বিদায় দিয়ে ষ্টেট লাইব্রেরীতে গেলাম।

ষ্টেট লাইব্রেরীতে কাজ ক'রে ফিরবার সময় এজবেকিয়া উদ্যানে মিঃ আবু নসরের সঙ্গে দেখা হল। একটু এগিয়ে যেতেই মিঃ মহীউদ্দিনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হল। মিশরের ভদ্রতা হল—সাক্ষাৎমাত্র করমর্দ্দন ক'রে অভিনন্দন জানান। কিন্তু এরা দু'জনই ভারতবাসী হয়েও পরস্পর শুভেচ্ছা না জানিয়ে নীরব রহিল। আমি মিঃ মহীউদ্দিনকে বল্লাম যে ভারতবাসীর পক্ষে বিদেশে এই ব্যাপার অত্যন্ত অশোভন। মিঃ মহীউদ্দিন আবু নসরের সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রতে গেলেন, কিন্তু মিঃ আবু নসর করমর্দ্দন প্রত্যাখ্যান ক'রলেন। আমি বড়ই লজ্জা পেলাম। বুঝলাম বাঙ্গালী মুসলমানকে ভুপালী মুসলমান প্রীতির চক্ষে দেখে না।

আজ মিঃ ফারুকীর সঙ্গে মিশরীয় সরকারের পাসপোর্ট বিভাগে গিয়ে আমার ভিসা পরিবর্ত্তনের জন্য আবেদন ক'রেছি। কারণ আমার মিশরে অবস্থানের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। মিঃ ফারুকী অত্যন্ত অমায়িক ও পরোপকারী।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ওয়াই-এম্‌-সি-এ তে গেলাম। সেখানে লাঞ্চ খেয়ে

মিঃ আলেকজেণ্ডারের সঙ্গে কথা বলে আগামী সম্মেলনের দিনে মিঃ সালেহ্-উদ্দিনকে বর্ত্তমান আরব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুরোধ ক'রলাম। তিনি সম্মতি দিলেন।

১৯শে নভেম্বর '৪৪

ডাঃ কামিল হোসেন আমাকে একখানি বই দিয়ে বল্লেন, ডাঃ তাহা হোসেন তাঁর বিখ্যাত পুস্তক আল্ ইয়ুম আপনাকে উপহার দিয়েছেন। ডাঃ তাহা হোসেন আপনার সঙ্গে কথা কয়ে খুব আনন্দ পেয়েছেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে পুস্তকখানি গ্রহণ ক'রলাম।

বৈকালে ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউটে সংস্কৃত অক্ষরমালা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলাম। অনেক অধ্যাপক এবং ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। আমার মনে হয় উপযুক্ত প্রচারের অভাবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এরা খুবই অজ্ঞ। সহানুভূতির সহিত এবং তাঁদের অভিমানে আঘাত না ক'রে কথা বল্লে, বোধ হয়, মিশরবাসী ভারতবাসীকে আপন জন মনে ক'রবে।

বক্তৃতার পরে ডাঃ আব্‌দুর ওহাব আজ্‌জামের সঙ্গে মিশরে আরব ভাষার রূপ নিয়ে আলোচনা হ'ল। তিনি বল্লেন, বিগত শতাব্দীতে মিশরে প্রাদেশিক মিশরীয় আরবী ভাষা প্রচলন করবার জন্য একটি লেখকদল সৃষ্টি হয়। তাঁরা কয়েকখানি উপন্যাস, অভিধান এবং কবিতা পুস্তক লিখেছিলেন। কিন্তু আল্-আজ্‌হারের উলেমাদের চেষ্টায় সে আন্দোলন কৃতকার্য্য হয় নি। তিনি বল্লেন, এই আন্দোলন সফল হলে মিশর আরব আন্দোলন থেকে বহু দূরে সরে যেত এবং নিখিল আরব আন্দোলনের অন্যতম যোগসূত্র—ভাষা সমতা নষ্ট হয়ে যেত। তিনি আমাকে সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম পুস্তকের নাম জিজ্ঞাসা ক'রলেন, আমি উত্তর দিলাম, গীতা। তিনি তখন গীতার কর্ম্মবাদ নিয়ে আলোচনা ক'রলেন।

আমি বর্ত্তমান ভারতীয় উর্দ্দু, হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি সাহিত্যের অনুবাদ করবার জন্য চেষ্টা ক'রতে অনুরোধ ক'রলাম। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আত্মীয়তা গড়ে তোলা কঠিন নয়।

২০শে নভেম্বর '৪৪

আজকে সন্ধ্যায় নীলের ধারে বেড়াবার সময় অধ্যাপক হবীবের সাথে দেখা হ'ল। তাঁর সহিত মিঃ সালেহ্ উদ্দিনের সঙ্গে পূর্ব্বদিনের আলোচনা নিয়ে কথা হ'ল এবং ডাঃ তাহা হোসেনের সম্পর্কে মিঃ শামি যে মত প্রকাশ ক'রেছিলেন, তার উল্লেখ ক'রলাম, বিশেষ ক'রে—ডাঃ তাহা হোসেনের ধ্বংসাত্মিকা প্রতিভা নিয়ে। অধ্যাপক হবীব বল্লেন, আমি আল্-আজ্-হারের অধ্যাপক। আমি জানি, ডাঃ তাহা আল্-আজ-হারের বিরুদ্ধবাদী। তবু আমি ডাঃ তাহার প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করি এবং আরবী ভাষা ও মুসলিম সংস্কৃতিতে তাঁর দানের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি পুরাতন আরবী ভাষাকে বর্ত্তমান জগতের সম্মুখে শ্রদ্ধার বস্তু ক'রে তুলেছেন। প্রাচীন যুগে আরবী পণ্ডিতগণ অন্য কোন ভাষা কিংবা ইসলামাতিরিক্ত চিন্তার প্রতি অতি অল্প ক্ষেত্রেই শ্রদ্ধা প্রকাশ ক'রছেন। কিন্তু ডাঃ তাহা আরবী ভাষায় গ্রীক এবং ফরাসী রীতি ও চিন্তার ধারা প্রবর্ত্তিত ক'রেছেন।

আমি বল্লাম,—এ কাজটি হয়ত' ডাঃ তাহা হোসেন ছাড়াও হ'তে পারত, কারণ যে সকল মিশরীয় যুবক ইউরোপে গিয়েছিলেন এবং ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁরা ইউরোপীয় চিন্তার ধারা আরবী সাহিত্যে প্রবর্ত্তিত ক'রতে পারতেন, যেমন উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ প্রত্যাগত ভারতবাসীরা ভারতে ইউরোপীয় চিন্তাধারা প্রচার ক'রেছিলেন এবং বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকা প্রত্যাগত চীন যুবকরা চীনে ইয়াঙ্কি চিন্তাধারা প্রচার ক'রছিলেন। হয়'ত বা প্রবাহটা একটু সময় নিত, কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে যখন স্থান ও কালের দূরত্ব দূর হয়ে গেছে, তখন এটা এসে পড়তই।

অধ্যাপক হবীব উত্তর দিলেন, আপনার কথা আংশিক সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে প্রত্যেক দেশেই একজন বিরাট পুরুষ জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, যিনি নিজের প্রতিভা দ্বারা সমস্ত জাতিকে খুব দ্রুতগতিতে উদ্বুদ্ধ ক'রেছেন—যেমন আপনাদের দেশে টেগোর ক'রেছেন। আমাদের দেশেও ডাঃ তাহা তাঁর অপরূপ ভাষা দিয়ে এবং চিন্তা ও ভাব সম্পদ দিয়ে সমস্ত মিশরীয় জাতি অথবা আরবী ভাষা-ভাষী জাতিগুলিকে উদ্বুদ্ধ ক'রেছেন। আপনি তো দেখেছেন যে শব্দের পুনরুক্তি এবং চিন্তার পুনরাবৃত্তি আরবী লেখকের বিশেষত্ব। একই কথা, একই ভাব নানাপ্রকারে, নানা শব্দের যোজনায় ভারাক্রান্ত ক'রে তোলাই

প্রাচীন আরবী লেখকদের গুণপণা ছিল। কিন্তু ডাঃ তাহার ভাষায় কোন পুনরুক্তি নেই এবং সে ভাষা অত্যন্ত সহজ। তাঁর প্রকাশ-ভঙ্গিমা তাঁর ভাষারই মত সরল। তারপর তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান—তাঁর চিন্তাধারা সার্ব্বজনীন এবং সে চিন্তা একমাত্র ইসলাম সংস্কৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এক কথায় বলতে গেলে, বর্ত্তমান নিখিল আরব আন্দোলনের শীর্ষস্থানে মিশরের স্থান অনেকটা ডাঃ তাহা হোসেনরই দান। রাজা ফারুক একটি মাত্র দেশের রাষ্ট্র সম্রাট; আর ডাঃ তাহা হোসের সমস্ত আরব রাষ্ট্রগুলির চিন্তার সম্রাট।

এর সূত্র ধরে ডাঃ তাহাকে বাদ দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে নিখিল আরব আন্দোলনের নেতারূপে মিশরের কি লাভ হ'বে? এই যে মিশর নিখিল আরব আন্দোলনের জন্য এত অজস্র অর্থ ব্যয় ক'রেছে, এই আন্দোলন সার্থক হ'লে মিশরীয় জাতির কি লাভ হবে?

অধ্যাপক হবীব বল্লেন, আপনার অনুসন্ধিৎসা আমাকে খুব আনন্দ দিচ্ছে, এই জন্য যে, একজন বিদেশীর চক্ষে এই জিনিষটি ধরা পড়েছে। আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে এই আন্দোলনে মিশরের খুব লাভ হবে না, কারণ ইদানীং একমাত্র ধর্ম্ম কিম্বা ভাষার সামঞ্জস্য দ্বারাই কোন রাষ্ট্র কিম্বা রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ভাগ্য নিরূপিত হ'তে পারে না। বর্ত্তমান যুগে অর্থ.. :তিক পটভূমিকায় পৃথিবীর জাতি ও দেশগুলির ভবিষ্যৎ নির্ণীত হবে। রাজা ফোয়াদ তাঁর সিংহাসন আরোহণের সময় নিজেকে খলিফা বলে অভিহিত ক'রতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মিশরের ধীমানগণ রাজা ফোয়াদকে এই চেষ্টা থেকে বিরত করেন, কারণ খিলাফতের অতীত ইতিহাস এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেয় না। আপনি তো জানেন, ১৯৩২ সালে একদল উলেমা জাপানে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের অভিযান করেন এবং মিকাডোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মিকাডো উত্তর দিলেন, তিনি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রতে পারেন যদি সমস্ত মুসলমান জাতি তাঁকে খলিফা বলে গ্রহণ করে। আমি জানি না, মিকাডোর এই উত্তরের পশ্চাতে কতটা বিদ্রূপ অথবা কতটা সত্য ছিল। কিন্তু উলেমাগণ নিরাশ হ'য়ে ফিরে আসেন, এটা সত্য।

আমি অধ্যাপক হবীবকে বল্লাম, আপনি জানেন যে হায়দ্রাবাদের নিজামের পুত্রবধু তুরস্কের রাজ্যচ্যুত খলিফার কন্যা। এমন দিন হয়'ত ইসলামে আসতে পারে যে, খিলাফতের দাবী রক্তের অধিকারে ভারতবর্ষেও উঠতে পারে এবং ব্রিটিশরাজ হয়'ত সে দাবী সমর্থন ক'রতেও পারেন।

অধ্যাপক হবীব একটু নীরব থেকে বল্লেন, একজন ভারতীয় মুসলমানকে

খলিফা পদে অধিষ্ঠিত করা ব্রিটিশরাজের ক্ষমতার বাইরে। হয়'ত গায়ের জোরে বাহেরিন অথবা প্যালেষ্টাইনে সম্ভব হ'লেও হ'তে পারে। কিন্তু ইয়ামনে, হেজাজে, মিশর ও সিরিয়ায় এটি অসম্ভব। তারপর তিনি বল্লেন, বর্ত্তমান যুগে মিশরের সুধী সমাজ ইরাক, ট্রান্স-জর্ডন, ইয়ামন, হেজাজ, সিরিয়া ও আবিসিনিয়া দেশে আর কোন শিক্ষক, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক অথবা ইঞ্জিনিয়ার পাঠাতে প্রস্তুত নয়, কারণ এটা জাতীয় শক্তির অপচয়। পাঁচ দশ বৎসর পরে মিশর এটা আরও ভাল ক'রে বুঝবে। ডাঃ আব্দুর রহমান আজ্জাম নিজে একজন ট্রান্স-জর্ডনীয় আরব। সুতরাং তাঁর মনোভাব নিখিল আরব আন্দোলনের প্রচ্ছদপটে প্রকাশ পায়। কিন্তু জাতীয়তাবাদী মিশর-সন্তান মনে করে যে, মিশর প্রথমে মিশর, তারপর আরব।

২১শে নভেম্বর '৪৪

মিঃ সালেহউদ্দিন ওয়াই-এম-সি-এতে "বর্ত্তমান আরব" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। আমি সভাপতির আসন গ্রহণ ক'রেছিলাম। তাঁর বক্তৃতায় অনেক সূক্ষ্ম সমস্যার সমাবেশ ছিল এবং প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে ও আভাষে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ ক'রেছিলেন। তাঁর বক্তৃতায় কোন ক্ষোভ, কিংবা দ্বেষ বা ধর্ম্মগন্ধ ছিল না। তিনি একমাত্র অর্থনৈতিক যুক্তির উপর ভিত্তি ক'রে সিরিয়া দেশে ফরাসী শাসনের বিফলতা ব্যাখ্যা ক'রলেন। ১৯১৯ থেকে ১৯৪৪ পর্য্যন্ত ২৫ বৎসর লীগ অব নেশনের নির্দ্দেশ অনুসারে ফরাসী জাতি লেবানন এবং সিরিয়া শাসন ক'রেছে এবং তারা তাদের উদ্দেশ্য সফল ক'রতে পারে নি। সুতরাং এবার সিরিয়াবাসীগণ নিজেরাই নিজের দেশ শাসনের দাবী করে। নিখিল আরব আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি বল্লেন, বিভিন্ন দেশীয় নেতাদের ঈর্ষ্যা এবং ভয়ের জন্য এই আন্দোলন হয়'ত নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। আলোচনার পরে একজন আমেরিকান এবং কয়েকজন ভারতীয় সামরিক কর্ম্মচারী নানা প্রকার প্রশ্ন ক'রেছিলেন। ডাঃ ওয়ালি খান প্রশ্ন ক'রতে গিয়ে ইংরেজকে কয়েকটি অনাবশ্যক আঘাত ক'রলেন। আমি এই সভার বিভিন্ন সমস্যাকে একত্রীভূত ক'রে অনেকটা আবরণ দিয়ে সভার কাজ শেষ ক'রলাম।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে 'ফতেহ্ নীল' পত্রিকার সম্পাদক আহম্মদ খলিল বে, মিঃ সালেহ্উদ্দিন এবং অধ্যাপক নাসিফের সঙ্গে আল্ আহ্রাম পত্রিকা অফিসে

গিয়েছিলাম। নৈশ সম্পাদক আমাদের কফিপানে তৃপ্ত ক'রে মিঃ সালেহ্-উদ্দিনের বক্তৃতাংশ মুদ্রণের ব্যবস্থা ক'রলেন। তারপর এই সিরিয়াবাসী কর্ত্তৃক পরিচালিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মিশরীয় পত্রিকা আল্ আহ্‌রাম সম্পাদনার বিভিন্ন বিভাগগুলি দেখিয়ে দিলেন। আল্ আহ্‌রাম সমস্ত মধ্য প্রাচ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিরপেক্ষ পত্রিকা। দৈনিক বিক্রয় সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার। আমাদের দেশের যে কোন পত্রিকা অপেক্ষা এর কর্ম্মপদ্ধতি, চিন্তাধারা, লোকমত-নিয়ন্ত্রণ উচ্চস্তরের। এর সিরিয়া দেশীয় সম্পাদক রাষ্ট্রের বহু সমস্যা সমাধানের জন্য প্রায়ই প্রধান মন্ত্রী এবং স্বয়ং রাজা ফারুক কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হন; তিনি একজন পার্লামেন্টের সভ্য। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁরা সংবাদের জন্য উৎসুক, কিন্তু রয়টার ব্যতীত অন্য কোন দেশীয় বার্ত্তাবহের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ নেই। মধ্য-প্রাচ্যে কিছুকাল পূর্ব্বে আমেরিকা এবং ইউরোপীয় বার্ত্তাবহ একমাত্র সংবাদের বাহন ছিল। তার জন্য প্রকৃত সংবাদ জনসাধারণের নিকট পৌঁছাত না। বর্ত্তমানে সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যকে সংযোজিত ক'রে "আরব নিউজ এজেন্সী" নামক একটি বার্ত্তবহ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হ'য়েছে। আহ্‌মদ খলিল বে বল্লেন, যুদ্ধের পরে তাঁরা ভারতবর্ষেও একটি শাখা প্রতিষ্ঠা ক'রবেন, অবশ্য যদি ব্রিটিশ সরকার সম্মত হন।

আমরা প্রায় রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় পুনরায় কফি পানান্তে গৃহে ফিরে এলাম।

২২শে নভেম্বর '৪৪

আজকে পিরামিড দেখেছি। সঙ্গে ছিলেন মিনা ক্যাম্পের মিঃ ব্যানার্জী, মিঃ চৌধুরী এবং মিঃ মহীউদ্দিন। এর পূর্ব্বে দুই দিন পিরামিডের সম্মুখে এসেছিলাম, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করি নি। একজন গাইডকে সঙ্গে নিয়ে সম্রাট খুফুর পিরামিডের দ্বারদেশে এলাম। প্রায় পঞ্চাশটি পাথর অতিক্রম ক'রে আমরা পিরামিডের পাদদেশে উপস্থিত হ'লাম। প্রত্যেক পিরামিডের ৯টি ক'রে দরজা, ৮টি মানুষকে বিভ্রান্ত করে, নবমটি যথার্থ পথের সন্ধান দেয়। অন্ধকার, বক্র এবং পিচ্ছিল পাথরের সিঁড়ি দিয়ে আমরা গাইডের পশ্চাতে চলেছি। প্রায় ৪২৫ ফিট অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রলাম। এই পথ দিয়ে সম্রাটের মৃতদেহ বহন ক'রে সমাধি-কক্ষে নিয়ে যাওয়া হ'ত। অন্ধকার পথের দুই পার্শ্বে প্রদীপ এবং বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা প্রায় ২০ মিনিট পরে সমাধিকক্ষে

উপস্থিত হ'লাম, এই কক্ষটি দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে প্রায় ৩০ ফিট। শবাধার আলাবাষ্টার দিয়ে তৈরী, দৈর্ঘ্যে ৭॥ ফিট, এবং উচ্চতায় ৪ ফিট, উপরের আবরণ নেই। এই বিরাট কক্ষটি যেন পরলোকের আত্মার শান্তিকক্ষ। জীবনের সুদীর্ঘ পথের সঙ্কীর্ণ, বক্র এবং দুঃখময় আবর্ত্তন অতিক্রম ক'রে মানুষ পরলোকে যেমন তৃপ্তি পায়, জীবদেহও তেমন এই সমাধি মন্দিরের সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম ক'রে এইস্থানে এসে তৃপ্তি পায়। জীবদেহের শবাধারের পার্শ্বে জীবিতকালের ভোগ কিংবা লালসার বস্তু উৎসর্গ করা হ'ত এবং প্রতি বৎসর মৃত্যু-তিথিতে পুরোহিতের মধ্যস্থতায় আত্মীয় স্বজনগণ মৃতদেহের এবং পরলোক-গত আত্মার তুষ্টি সম্পাদনার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রতেন, সে অর্ঘ্য বাস্তব এবং মন্ত্রপূত। ইহজগতে মানুষের যেমন প্রয়োজন, পরজগতেও সেরূপ; ইহলোকে মানুষ ইন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ করে, পরলোকে মানুষ সূক্ষ্মদেহ দ্বারা উপভোগ করে। এই বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে মিশরীয়গণ মৃত পূর্ব্বপুরুষের পারলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন ক'রত এবং তাদের বিশ্বাস ছিল যে, পরলোকগত আত্মা সন্তুষ্ট হ'লে মর্ত্ত্যবাসী সন্তান সন্ততির মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেন। সমাধি পার্শ্বেই দেখলাম একটি দরজা—গাইড বল্লে, সম্রাজ্ঞীর কফিন এখানে ছিল, কিন্তু সে কক্ষ এখনও উন্মুক্ত হয়নি; সুতরাং আমরা প্রত্যাবর্ত্তন ক'রলাম।

তারপর আমরা দ্বিতীয় পিরামিডে উপস্থিত হ'লাম, এটি এখনও উন্মুক্ত হয় নি। এই পিরামিডের উপরিভাগ প্রলেপ-লিপ্ত এবং এর উদ্যোক্তা ও নির্ম্মাতার সন্ধান এখনও সঠিক পাওয়া যায় নি। একটু এগিয়ে আমরা নৃসিংহ মূর্ত্তি দেখব ব'লে এলাম। পথে সম্রাট খুফুর পুরোহিতের ব্যবহৃত মন্দির দেখলাম। মন্দিরগাত্রে নানাপ্রকার চিত্র উৎকীর্ণ ছিল। কোথাও বা প্রাচীন মিশরীয় কৃষিব্যবস্থা, গরু, মেষ, ছাগ, শস্যভাণ্ডার, তৌলযন্ত্র ইত্যাদি।

তার পার্শ্বেই একটি বৃহৎ মন্দিরে ৫০ ফিট উচ্চ স্তম্ভ দেখলাম—এক খণ্ড আলাবাষ্টার দিয়ে তৈরী। ক্রমান্বয়ে ১২টি স্তম্ভ ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত হ'য়ে সমস্ত মন্দিরটির ভিত্তিস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে। একটি সুড়ঙ্গ দিয়ে আমরা মন্ত্রীর সমাধি কক্ষে প্রবেশ ক'রলাম। শবাধারটি অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং ৫০০০ বৎসরের ব্যবধানেও তার বর্ণ মলিন হয় নি। গাইড বল্লে, ১০ টন স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমুক্তা এই শবাধারের সঙ্গে উৎসর্গীকৃত হ'য়েছিল। তার পরেই সম্রাট পরিবারের এবং পুরোহিত পরিবারবর্গের অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাধি দেখতে পেলাম। তাঁরা এই নশ্বর দেহগুলিকে অবিনশ্বর ক'রে রাখবার চেষ্টা ক'রেছিলেন, কারণ তাঁদের

বিশ্বাস ছিল যে, সূক্ষ্ম দেহ ও আত্মা কখনও কখনও বিশ্রামের জন্য তার পাঞ্চভৌতিক দেহ আশ্রয় করে। জীবন্ত অবস্থায় সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁদের পারলৌকিক আত্মার আশ্রয় এবং ভোগের জন্য যথাসম্ভব ব্যাবস্থা ক'রবার চেষ্টা ক'রতেন। আজকে পিরামিড সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু লিখব না, কারণ পিরামিড সমস্ত মিশর দেশেই রয়েছে এবং আরও পিরামিড দেখে পরে লিখব।

কিন্তু স্ফিঙ্কসের কথা ব'লতেই হবে। কারণ এটি অভূতপূর্ব্ব। নরসিংহ মূর্ত্তি সত্যি একটি পশুরাজ সিংহের দেহ এবং একজন ফেরায়ুনের মুখমণ্ডল। পশুরাজ শক্তির প্রতীক ; ফেরায়ুন ঐশ্বর্য্যের প্রতীক—এক খণ্ড প্রস্তরে তৈরী। এর পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতি রয়েছে। কারও কারও মতে সম্রাট এই সিংহমূর্ত্তির উদরে তাঁর সমস্ত মণি মুক্তা এবং অলঙ্কারাদি প্রোথিত ক'রতেন, কারও মতে পিরামিডের রক্ষী দেবতারূপে নরসিংহের মূর্ত্তি কল্পিত হ'য়েছিল, অন্য মতে মিশরীয়গণ এই সিংহদেবতাকে অর্চ্চনা ক'রতেন। কিন্তু মিশরের অন্য কোথাও এই প্রকার স্ফিঙ্কস্ পাওয়া যায় নি। নেপোলিয়ন এই মূর্ত্তিকে দূর থেকে কামান দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন ; এবং এই মূর্ত্তির নাসাগ্র গোলার আঘাতে চূর্ণ হ'য়ে গেছে। মিশরীয়দের বিশ্বাস, এই পাপের জন্য নেপোলিয়নের মিশর অভিযান সফল হয় নি।

তারপর আমরা দেখলাম, ছোট ছোট অনেকগুলি মন্দির। আমাদের গাইডকে বলেছিলাম, ১০ পিয়াস্তা বক্‌শিস্ দেব, সে চেয়েছিল ২৫ পিয়াস্তা। আমি গাইডকে ১ খানি ১০ পিয়াস্তার নোট দিয়ে বল্লাম ১৫ পিয়াস্তা ফিরিয়ে দাও। সে আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, ১০ পিয়াস্ত মাত্র ? এবং ব্যাকুলভাবে চারিদিকে দেখতে লাগল। আমি তখন বল্লাম, ১০ পিয়াস্তা তোমার পারিশ্রমিক ; ১৫ পিয়াস্তা তোমার বক্‌শিস্, আমাকে আর কিছু ফিরিয়ে দিতে হবে না। পাশের সবাই হেসে উঠল,—পারিশ্রমিকের চেয়ে বক্‌শিস্ বেশী। বেচারা চারিদিক দেখে চলে গেল। আমাদের পিরামিডের প্রথম অভিযান এখানে শেষ।

২৩শে নভেম্বর '৪৪

ঈদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ দিন ছুটি। আমি বেরিয়ে পড়লাম মিশর দেখতে। ছোট একটি শহর তান্‌তা। অতি প্রাচীন, কপ্‌টিক যুগের এই শহর, আরব উপনিবেশও রয়েছে ; শহরটি তুলার চাষের জন্য বিখ্যাত আমার

ছাত্রবন্ধু সাফিক দাহান এবং ফোয়াদ দাহানের পিতা এই শহরেই বাস করেন। ভোরে ৭॥ টার গাড়ীতে আমরা চলেছি। রেলপথের দু'ধারে ছোট ছোট গ্রাম, নীলের একটি ক্ষুদ্র অববাহিকা চলেছে আমাদের পাশে পাশে। দরিদ্র গৃহস্থ বালিকারা এসেছে কলসী ক'রে জল ভরে নিতে, কারণ নীল এবং তার শাখা ভিন্ন জলের অন্য কোন উৎস এদেশে নেই। অত্যন্ত অপরিষ্কার জল; এই জলেই তারা বাসন মাজে, স্নান করে, মুখ ধোয়, রান্না করে এবং পান করে; জলের স্রোত নাই, গভীরতাও নেই; সুতরাং জল অত্যন্ত দূষিত। ছোট ছোট গ্রামের গৃহগুলি, কোনটিরই প্রায় ছাদ নেই, ছাদের প্রয়োজন হয় না, কারণ বৃষ্টি নেই, তেমন রৌদ্রও নেই। দরিদ্র গ্রামবাসী—ক্ষুদ্র গৃহ, সামনে একটি প্রকোষ্ঠে গৃহস্থের মুরগী, মহিষ ও ছাগল একই সঙ্গে বাস করে। গরু, মহিষ, উট অথবা গাধা ঘরের দরজায় বাঁধা থাকে। ছেলেদের প্রায়ই চোখ অপরিষ্কার, কারণ মুখ ধোয়ার অভ্যাস এদেশে বেশী নেই, খানিকটা জলের অভাব; তারপর মরুভূমির বালুকার ঝড় প্রায়ই গ্রামের উপর দিয়ে বয়ে যায় এবং চোখে লাগে। নীল নদের জলে একরকম ভীষণ পোকা রয়েছে,—শরীরে প্রবেশ ক'রে মূত্রাশয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে এবং মানুষ রক্তস্রাবে দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। এই রোগের নাম বেলহার্জিয়া। গ্রামের শতকরা ৭০ জন লোক এই রোগে ভুগছে।

আমরা তান্‌তা পৌছালাম সাড়ে ১০ টায়। ষ্টেশনে ট্যাক্সি নেই, ফিটনে চল্লাম, ১০ মিনিটেই মিঃ জর্জ্জ দাহানের বাড়ী পৌছালাম। একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাট বসবার ঘরে; বসে আছেন একজন সিরিয়ান গ্রীক 'ফাদার'—পক্ক কেশ, কৃষ্ণবর্ণ গাউন, মাথায় পূর্ণাচ্ছাদিত গ্রীক পাট্রিয়াকের টুপি। ইনি আজকে এঁদের গৃহে অতিথি। মিঃ জর্জ্জ দাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইউসুফ দাহান উপস্থিত ছিলেন। তিনি আলেকজেন্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র এবং সপ্তাহে শুক্র, শনি, রবিবার তান্‌তাতে নিজেদের তুলার কারবারে পিতার সাহায্য করেন এবং সপ্তাহে ৪ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকেন। ইনি ফরাসী, তুর্কী, ইতালীয়, আরবী খুব ভাল বলেন এবং ইংরাজীও কিছু কিছু জানেন; ফাদারটি সিরিয়াক, ফ্রেঞ্চ, গ্রীক এবং আরবী বলেন। আমাকে ভারতবাসী দেখে ফাদার ভারতে খৃষ্টান ধর্ম্মের অবস্থা বিষয়ে প্রশ্ন ক'রলেন। এমন সময় একজন ফরাসী ক্যাথলিক এসে উপস্থিত হলেন। তিনি স্থানীয় ফ্রেঞ্চ ক্যাথলিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তান্‌তা, মনসুরা, মাহাল্লা এবং আলেকজেন্দ্রিয়া শহরে ফরাসী, ইতালী, গ্রীক এবং হিব্রু বিদ্যালয় রয়েছে।

ফরাসী ফাদারটি ভারতবর্ষে ফরাসী দেশ সম্বন্ধে কি ধারণা জিজ্ঞাসা ক'রলেন। তিনি মিশরকে খুব ভালবাসেন, মিশরে সামাজিক জীবনে ফরাসীদের প্রভাবের সঙ্গে ভারতীয় জীবনে ইংরাজের প্রভাব সম্বন্ধে তুলনা করলেন। মিঃ ইউসুফ দাহানকে দেখলাম, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খুব শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেন। এ দেশের আলোচনায় যোগ দিতে হ'লে ভাল ফরাসী না জানলে অসুবিধা হয়। আমি সামান্য আরবীতে খুব উচ্চাঙ্গের আলোচনা করতে পারি নি। তবু যথাসম্ভব ভারতবর্ষের কথা জানিয়ে দিলাম। প্রায় সাড়ে ১১ টার সময় মিসেস্ দাহান এলেন—সঙ্গে একটি হাবসী ভৃত্য, হাতে কফি। সস্মিতমুখে আমাদের আহ্বান ক'রে ব'ল্লেন—আমার পুত্র ইউসুফের সঙ্গে কথা আরম্ভ ক'রলে তার শেষ নেই। ইউসুফ! এবার কফি দিয়ে মুখ বন্ধ কর। তাঁর বয়স প্রায় ৫০ বৎসর, মধ্যমাকৃতি, ন্যূনাধিক পক্ককেশ, গাউন পরিহিতা, শুভ্রবর্ণা। সমস্ত মুখখানি মাতৃভাবে পরিপূর্ণ। ৫ মিনিটের মধ্যে অভ্যর্থনা আপ্যায়ন শেষ করে ত্রস্তপদে চলে গেলেন; বুঝলাম, স্বয়ং গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা মহিলা আর সময় নষ্ট ক'রতে পারেন না। আজকে তাঁর আনন্দের দিন, গৃহে ধর্ম্মোপদেষ্টা পুরোহিতের আগমন, সঙ্গে সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভারতীয় অতিথি, তদুপরি আলেকজেন্দ্রিয়া থেকে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং কায়রো থেকে দুই পুত্র উপস্থিত। একটু পরেই ১২।১৩ বৎসরের একটি সুগঠিতা হৃষ্টপুষ্ট কিশোরী ছুটতে ছুটতে আমাদের অভ্যর্থনা কক্ষে প্রবেশ ক'রল; হঠাৎ এত লোকের সমাগম দেখে সে পালিয়ে গেল—ইউসুফ বল্লে, আমাদের দুষ্ট বোন, ইভাট্ স্কুল থেকে পালিয়ে এসেছে। আর একটু কথা-বার্ত্তার পর মিঃ জর্জ্জ এলেন। এসেই বল্লেন, আপনাকে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি, প্রকৃত ভারতবাসীর সঙ্গে আলাপ করবার আমার খুব ইচ্ছা ছিল, আপনাদের সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। আজকে লাঞ্চের পর আপনার সঙ্গে আলোচনা ক'রব। আপনাদের পাঞ্জাবী হস্তরেখাবিদ্ ফকিরের সঙ্গে আলাপ ক'রে আমি তৃপ্ত হইনি। আমি বুঝলাম, ভদ্রলোক কোথায়ও ঠকেছেন!

প্রায় ৩টা পর্য্যন্ত আমরা লাঞ্চের অপেক্ষা করছি। এমন সময় মিঃ জর্জ্জের কন্যা মিসেস্ লোলা ইউসুক প্রবেশ ক'রল—চিত্রিত ভ্রূ, কুঞ্চিত সোনালী কেশদাম, রঙ্গীন ওষ্ঠাধর, চকলেট রঙের স্কার্ট, উজ্জ্বল দৃষ্টি।

তারপর খাওয়া আরম্ভ হ'লো। এদের খাওয়া বেশ একটি বিরাট পর্ব্ব। মিশরেও খৃষ্টানরা একটু মদ খায়। বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন সবাই মিলে,

আমরা যেমন চা খাই, তেমনি এরা মদ খায়। এরা এটাকে অপরাধ মনে করে না। আমাকে জিজ্ঞাসা করাতে আমি ব'ললাম, আমরা মদকে প্রয়োজন মনে করি না এর কারণ আলোচনা নিস্প্রয়োজন। যাক্ আমাকে জিঞ্চার দিন। প্রথমে মুরুয়া ও পায়রার রোষ্ট; তারপরে মাংসের কারি, পোলাও। এমন পোলাও কখনও খাইনি। সিদ্ধ মাংসের খুব ছোট টুক্‌রো, চীজ ও পনীর আর একটু মিষ্টি দিয়ে চালগুলোকে জমান হয়েছে। "এ আমাদের দেশে হয় না"—একথা ব'লতেই ওদের মা রান্নার নিয়মটা ব'লে গেলেন। সুগৃহিণী তিনি; পোলাওয়ের প্রশংসা শুনে আরও অনেকগুলো দিলেন। সব দেশেই মেয়েরা সমান দেখলাম—এই ব্যাপারে। খাওয়াতে পারলে তৃপ্ত, বিশেষতঃ রান্নার সুখ্যাতি শুনলে চরিতার্থ হন। এদের ডাইনিংরুম এবং আসবাবপত্র যেন জীবনের অঙ্গ। ডাইনিংরুম পূজোর ঘরের মত যত্ন ক'রে সাজানো। যাই খায় না কেন, ভোজন একটা বিরাট জিনিষ এবং জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ ব'লে মনে করে। এঁদের ডিনার সেট, ডিশ্‌, প্লেট, কাঁটা, চামচ সবই খুব আভিজাত্য-সূচক সুসজ্জিত এবং সুরুচিপূর্ণ। এঁদের চাকরগুলো আসবাবপত্রের মতই প্রিয়দর্শন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কথা বলে অল্প, ইঙ্গিতে সব কাজ করে। কলিংবেলের শব্দ শুনলেই চট্‌পট্ হাজির হয়।

খাওয়ার পর এঁদের কফি পান চলে। ফলের প্রাচুর্য্য অবর্ণনীয়। এঁরা পেয়ারা, খেজুর, কমলালেবু ও আঙ্গুর খুব ব্যবহার করেন। আমাদের দেশে কলা পাওয়া যায় শুনে এঁরা আশ্চর্য্য হ'লেন

২৪শে নভেম্বর '৪

আজকে তান্‌তার কয়েকজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। এঁদের প্রত্যেকের প্রশ্নই অদ্ভুত—মিঃ জর্জ্জ দাহান জিজ্ঞাসা ক'রলেন, আপনি কি এমন কোন ফকিরের কথা জানেন যিনি ভারতবর্ষ থেকে একটি মন্ত্রপূত ছুরিকাদ্বারা ফরাসীদেশের একজন শত্রুকে বিনাশ ক'রেছিলেন? তাঁর ভ্রাতা জিজ্ঞাসা ক'রলেন, ভারতবর্ষের প্রত্যেক পুরুষ হিংস্র পশু বশ করতে পারে কি না। তা না হ'লে সর্পদংশনে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত। আর একজন বৃদ্ধ আমাকে তাঁর হাত দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর পুত্র বেনাগাজীতে যুদ্ধের সময় এক ইতালীয় কারখানায় কাজ ক'রছিল, সে বেঁচে আছে কি না। একজন

বৃদ্ধা বল্লেন, তাঁর পুত্রবধূর ক্রমশঃ তিনটি সন্তান মরে গেছে, আমি একটি মাদুলি দিলে তিনি খুবই বাধিত হবেন। তিনি আরও বল্লেন, একজন দাড়ীওয়ালা ভারতীয় তাঁকে ৩ পাউণ্ড নিয়ে একটি মাদুলি দিয়েছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নি।—আমি তাঁকে চিনি কি না, তাও জিজ্ঞাসা ক'রলেন। প্রথমতঃ আমার বেশ আমোদ লেগেছিল, তারপর দুঃখ হল, আমাদের সম্বন্ধে এই বিদেশে কি অপপ্রচার চলেছে!

বিকাল বেলা আমরা গেলাম আবু বাদায়ুইর মসজিদ দেখবার জন্য। তানতা অতি পুরাতন শহর। বিস্তৃত রাজপথ—মাঝে মাঝে অত্যাচ্চ বৃক্ষবীথি কিন্তু শহরের প্রাচীনতম অংশ অত্যন্ত অপরিষ্কার। যদিও মানুষের গায়ের রঙ্ অত্যন্ত পরিষ্কার, কিন্তু অভ্যাস এত অপরিচ্ছন্ন যে, দুর্গন্ধে তাদের পাশ দিয়ে যাওয়া কষ্টকর। আবু বাদায়ুইর মসজিদটি মিশরের মধ্যে একটি তীর্থস্থান; যে কোন লোক এখানে এসে যে কামনা করে, তাই পূর্ণ হয় ব'লে এদের বিশ্বাস। মামলাবাজ লোকেরই সমাগম বেশী, তাদের বিশ্বাস আবু বাদায়ুই একজন 'ফেকা' আইনজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁর কৃপায় মোকদ্দমায় জয়লাভ নিশ্চিত। প্রার্থীরা প্রায়ই কাগজে তাদের এবং অপর পক্ষের নাম ধাম লিখে আবু বাদায়ুইর নামে মসজিদের একটি বিশেষ কক্ষে ফেলে দেয় এবং সঙ্গে কিছু প্রণামীও দেয়। তারপর মোকদ্দমায় জয় লাভ হ'লে যথেষ্ট উপহার দেয়। এই একই ধারা আজ বহু বৎসর যাবৎ চলেছে এবং এ ছাড়া পুত্রাকাঙ্ক্ষা, রোগী, বিদ্যার্থী এই মসজিদে এসে নানা প্রকার 'মানত' করে। আমরা মসজিদের সুবৃহৎ প্রাঙ্গন অতিক্রম ক'রে অভ্যন্তরে এলাম। এই মসজিদে মুসলমান ভিন্ন বহু খৃষ্টান, ইহুদী প্রভৃতি প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীই প্রবেশ করে,—তাদের কোন নিষেধ নেই।

রাত্রে আমরা মিউনিসিপাল ক্লাবে এলাম। যে কোন শহরবাসী যিনি মিউনিসিপালিটির ট্যাক্স দেন, তিনি এবং তাঁর পরিবারবর্গ এই ক্লাবের সভ্য হ'তে পারেন। তবে বিভিন্ন বিভাগের সুবিধা গ্রহণ ক'রতে হ'লে বিভিন্ন দক্ষিণা দিতে হয়। এর প্রধান বিভাগগুলি—টেনিস, সন্তরণ, গল্ফ্, এবং তার উপরে ব্যায়াম। তাস, দাবা, কিট্‌কেট্, ইত্যাদি খেলারও বন্দোবস্ত আছে। প্রধান আকর্ষণ মদ, জুয়া এবং সিনেমা। পড়ার বন্দোবস্ত বিশেষ কিছুই দেখলাম না। তবে কয়েকখানি খবরের কাগজ ছিল।

২৫শে নভেম্বর '৪৪

আজকে মনসুরা শহর দেখতে গিয়েছিলাম এই শহরটি কপ্‌টিক যুগের। আরবগণ মিশর জয়ের পরে এখানে এক বসতি স্থাপন ক'রেছিলেন।

মনসুরা নীলের ধারে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার পথে মধ্যযুগের শহর। এই অঞ্চল সুন্দরের লীলা নিকেতন ব'লে বিখ্যাত, বহু বিলাসী এই শহরে শীত ঋতু যাপন ক'রতে আসেন। ক্রুসেডের যুগে ফরাসী সম্রাট নবম লুই চার সহস্র অনুচর-বর্গের সঙ্গে বন্দী হন। মুনসুরার কারাগারে তাদের আবদ্ধ রাখা হয়। লুইর মৃত্যুর পর এই সমস্ত অনুচরবর্গের অধিকাংশ ইসলাম গ্রহণ ক'রতে বাধ্য হয় এবং তারা এইখানে বসতি স্থাপন করে। ফরাসী সন্তানগণ মিশরে বিবাহ ক'রে মিশরীয় হয়ে যায়; এই ফরাসী পুরুষ এবং মিশরীয় নারীর মিশ্রণজাত সন্তানগণ মিশরে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ব'লে বিখ্যাত।

ক্রমশঃ এখানে অনেক ইহুদী, গ্রীক, ইতালিয়ান বাস আরম্ভ করে। ব্রিটিশদের একটা খুব বড় সেনানিবাস এবং এরোপ্লেন-ঘাঁটিও এখানে আছে।

আজ ঈদের দিন; সমস্ত শহর আনন্দে উল্লসিত, সকলেই বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা ক'রতে চলেছে। এখানে খুব নিকটতম আত্মীয় না হ'লে কেউ কারো বাড়ী যায় না; পথে, পার্কে, কাফেতে দেখা শুনা করে। আমরা শহরে বেড়িয়ে হোটেলে খেয়ে, নাচ দেখে সন্ধ্যায় তান্‌তা ফিরে এলাম। এখানে সব চেয়ে ভাল লাগল নীলে নৌকা বিহার, মিউনিসিপাল পার্ক আর গ্রীক স্কুল। মানুষ-গুলি যেমন শুনেছিলাম তেমন আর কি সুন্দর! সমস্ত কায়রোতেই অমন সুন্দর দেখা যায়।

২৬শে নভেম্বর '৪৪

আজকে আমরা তান্‌তায় ফিরেছি। মিঃ জর্জ্জ দাহনের সঙ্গে ভারতীয় ফকির এবং সন্ন্যাসী সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। আমি গীতার কর্ম্মবাদ এবং ইসলামের কর্ম্মবাদ নিয়ে কিছু আলোচনা ক'রলাম। খৃষ্টানের ভক্তিবাদ, ইসলামের আত্মসমর্পণ এবং ভারতবর্ষীয় বৈষ্ণব প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধেও আলোচনা হল। মিঃ জর্জ্জ দাহান জানবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক এবং প্রায় ৩ ঘণ্টা কাল নানাপ্রকার প্রশ্ন ক'রে অনেক বিষয় জেনে নিলেন। মিসেস্ দাহানের এসব বিষয়ে উৎসাহ নেই, তবে ভারতবর্ষের গৃহিণীরা সংসারে কতটুকু কাজ করেন

এবং কি কি রান্না করেন—এ সব জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর গৃহস্থালী আমাকে দেখালেন। তাঁর শৈশব কেটেছে লেবাননের পাহাড়ে, যৌবন কেটেছে কায়রোতে, বর্ত্তমানে তান্তায় স্বামীর সঙ্গে রয়েছেন এবং সংসারের প্রত্যেকটি কাজ নিজহস্তে করেন। তিনি বলেন, স্বামী, পুত্র কন্যার সেবা যত্ন নারীর প্রধানতম কর্ত্তব্য। যে নারী সে ভার অন্যের উপর অর্পণ করেন, তাঁর নারীজন্ম বৃথা। তিনি বল্লেন, আমি জীবনে কখনও কোন সন্তানের গায়ে হাত দেই নি এবং আমার কোন দিন সে প্রয়োজনও হয় নি। তান্তায় এই পরিবারের মধ্যে কয়েকদিন বাস ক'রে মিশরীয় মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের জীবন-যাত্রায় অনেক অংশ দেখলাম।

২৭শে নভেম্বর '৪৪

আজকে ১০টার সময় আমি একাই কায়রোর দিকে রওনা হ'লাম। আমার ট্রেণ ষ্টেশনে এসে গেছে। আমি টিকিট ক'রে প্লাটফর্ম্মে ঢুকেছি অমনি গার্ড বাঁশী বাজিয়ে দিল। ফার্ষ্ট ক্লাসের যাত্রী আমি—গাড়ীতে তিলধারণের জায়গা নেই, থার্ড ক্লাশ আর ফার্ষ্ট ক্লাশে কোন পার্থক্য দেখলাম না। বাইরে ফার্ষ্ট ক্লাশের পা-দানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, দরজা খুলতে পারছিলাম না; কারণ ভিতরে লোকের ভীড়ে দরজাও খোলা যাচ্ছিল না। আমার হাতের হাণ্ড-ব্যাগটি ভিতরের একজন যাত্রী অনুগ্রহ ক'রে তুলে নিলেন। আমি পা-দানে দাঁড়িয়ে রইলাম—প্রায় আধ ঘণ্টা পথ। বর্ত্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশ যদিও এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেয় নি, তবু তাদের এই যানবাহন, যন্ত্র এবং রাষ্ট্রনীতি যুদ্ধের প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হ'চ্ছে। বহু রেলগাড়ী মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়েছে এবং রেলের ভাড়া প্রায় দ্বিগুণ করা হ'য়েছে। আমি ১২টার সময় কায়রোতে এলাম।

২৮শে নভেম্বর '৪৪

আবুল ফতেহ্ নামে একজন মিশরীয় যুবক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রলেন। তিনি সাফি বেদুইনের বন্ধু। সাফির নিকট তিনি আমার কথা শুনে দিন পনের পূর্ব্বে একবার আমার সঙ্গে পরিচয়ের জন্য এসেছিলেন। ইনি অল্প

ইংরাজী জানেন এবং সরকারের শিক্ষা বিভাগে চাকুরী করেন। আমাকে বলেছিলেন, বিদেশীয়দের তিনিই আরবী শিক্ষা দেন। ইনি আমার সঙ্গে আরবীতে কথা আরম্ভ ক'রলেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে ব'ল্লেন ; এক মাসের মধ্যেই আমাকে বিশুদ্ধ আরবীতে কথোপকথনের উপযুক্ত করে দেবেন। তিনি আমাকে একখানি আরবী পুস্তক দিলেন। অত্যন্ত প্রাথমিক—একদিনেই সেখানি শেষ করা যায়। তিনি আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন ক'রলেন এবং পরে বল্লেন, তাঁর সময় আছে এবং সপ্তাহে তিন দিন আমাকে আরবী শিক্ষা দেবেন। তাঁর শিক্ষার প্রয়োজন আমার ছিল না। তবু ভদ্রতার অনুরোধে আমি স্বীকৃত হলাম। হঠাৎ তিনি বল্লেন, এই শিক্ষকতার জন্য তিনি কোন পারিশ্রমিক নেবেন না, তবে আসা যাওয়ার জন্য তিনি দৈনিক ২০ পিয়াস্তা করে নেবেন। হিসাব করে দেখলাম, তাঁর বাড়ী থেকে আমার হোটেলে আসতে ৩ পিয়াস্তার বেশী ব্যয় হয় না। তবু আমি স্বীকৃত হ'য়ে তাঁকে ২০ পিয়াস্তা দিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ বল্লেন, পূর্ব্বের ২দিনের জন্য আরও ২০ পিয়াস্তা তাঁর প্রাপ্য। এ বিষয়ে কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। মিঃ আলেকজাণ্ডার আমাকে বলেছিলেন, মিশরে তাঁর অভিজ্ঞতা বাদ্-ইন্, মা-ফিস্, মা-লিস্, তারপর বকৃশিস। অর্থাৎ—হোটেলের ভৃত্যকে কোন কাজের কথা বল্লেই প্রথমে সে উত্তর দেবে—বাদ্-ইন (একটু পরে ক'রব) ; দ্বিতীয়বার কাজ ক'রেছে কি-না জিজ্ঞাসা ক'রলে বলবে, মা-ফিস্ (এখনও হয় নি) ; তৃতীয় দিন বলবে, মা-লিস্ (এর জন্য ভাবনা নিষ্প্রয়োজন) ; চতুর্থ দিন বলবে, বকৃশিস্। মিঃ আলেকজাণ্ডার বল্লেন, এই রকম অভিজ্ঞতা বিদেশীয়দের অনেকেরই হ'য়েছে। আলেকজাণ্ডার খুব ব্যঙ্গপ্রিয়।

২৯শে নভেম্বর '৪৪

আজকে সন্ধ্যায় আবুল ফতেহ্ আবার আমার কাছে এলেন ; তাঁর হাতে দু'খানি আরবী বই ছিল। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, আপনি ঈদের ছুটিতে বাড়ী গেলেন না ? তিনি উত্তর দিলেন—না ; গ্রাম অত্যন্ত অপরিষ্কার, জল পাওয়া যায় না, খাদ্যের অভাব। সেখানে গেলে সকলেই এসে অপরিষ্কার পোষাক পরে ঈদের সময় করমর্দ্দন করে, আলিঙ্গন করে,—এটি আমার পক্ষে অসহ্য। সুতরাং ঈদের সময় বাড়ী গেলাম না। রাত্রে আমি সাফি বেদুইনকে বল্লাম, আবুল ফতেহ্‌কে আমার প্রয়োজন নেই।

৩০শে নভেম্বর '৪৪

আজকে ভোর বেলা সাফি বেতুইন, মহম্মদ নসর আসাদ নামক একটি যুবককে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি ট্রান্স-জর্ডনে সরকারী স্কুলে আরবী শিক্ষক ছিলেন। বর্ত্তমানে মিশরে এসেছেন। তিনি ইংরাজী কিছু কিছু জানেন। মিঃ নসর আসাদ আমার সঙ্গে আরবীতেই কথা বল্লেন। একটু পরেই বল্লেন, আমি কয়েকজন ভারতীয়কে জানি, তাঁদের কণ্ঠস্বর যথার্থ আরবী উচ্চারণের পক্ষে অনুকূল নয় এবং এই কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তন প্রায় অসম্ভব। সাফি বেতুইন বল্লেন, আবুল ফতেহ্‌র পরিবর্ত্তে নসর আসাদ আমাকে নিয়মিত আরবী পাঠ দেবেন। কারণ তিনি এই বায়েৎ-উল-আরবীতেই থাকবেন।

সন্ধ্যায় নসর আসাদ এসে আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে আরবী ভাষার কতগুলি বিশেষত্ব সম্বন্ধে কথা বল্লেন, এবং সমস্ত কথার মধ্যেই কোরাণের আয়াৎ উল্লেখ ক'রে উদাহরণ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমারও কোরাণের সাহিত্যিক দিকটার সঙ্গে পরিচয় হ'চ্ছিল।

১লা ডিসেম্বর, '৪৪

আজকে তান্‌তা থেকে মিঃ সাফি দাহান এসেছেন। তাঁর মা আমার জন্য অনেক খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন। লোলা একখানি চিঠি দিয়েছেন। মিঃ জর্জ্জ দাহান তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ইউসুক একটি ওভালটিন চেয়েছে। মিশরে ওভালটিনের দাম ৮০/৯০ পিয়াস্তা,—আমি ওয়াই-এম-সি-এ থেকে ৩০ পিয়াস্তায় পাচ্ছিলাম, এবং এর পূর্ব্বে ফোয়াদ্ দাহানকে একটি দিয়েছিলাম। ইউসুক ওভালটিন খুব ভালবাসে। এই পরিবারটি আমাকে অত্যন্ত আপন ভাবে; তাই কোথাও কোন জড়তা নেই।

বৈকালে আমি এবং সাফি বেড়াতে গেলাম। সে ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের ছাত্র এবং খুব বিশ্বাসী খৃষ্টান। শৈশব থেকে তার জীবনে সে খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাব অনুভব ক'রেছে, কখনও কখনও তার মন অবিশ্বাসে ভরে ছিল। কখনও সে একটু আলো দেখতে পেয়েছিল, সন্দেহ তার মনকে অনেক সময় বিভ্রান্ত ক'রেছিল। বর্ত্তমান যন্ত্রশাস্ত্র আলোচনা করে এবং যুদ্ধের নির্ম্মম হত্যাকাণ্ড লক্ষ্য করে তার ঈশ্বরে অবিশ্বাস এসেছে। এতে সে অত্যন্ত দুঃখিত। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ভারতবর্ষের ধর্ম্মে এই সন্দেহ নিরসনের কোন শিক্ষা আছে কি

না। আমি বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনা ও ধর্ম্মের উল্লেখ করে প্রত্যেক মানুষের ধর্ম্মজীবনে সন্দেহের ছায়াপাত সম্বন্ধে আলোচনা করলাম ; শেষে আমি বল্লাম, —এটা শুভ লক্ষণ। সে মনে অনেক শান্তি পেল।

২রা ডিসেম্বর '৪৪

আজকে ফোয়াদ দাহান এসেছে তান্‌তা থেকে। তার সঙ্গেও মা পাঠিয়েছেন অনেক খাবার—১৬টি পায়রার রোষ্ট, মাংসের পোলাও, জলপাইয়ের আচার, কাল পনীর, আরও কত কি! লোলা পাঠিয়েছে তার ফটোগ্রাফ এবং ইভাট্ পাঠিয়েছে এক বাক্স রুমাল, আর বাড়ীর প্রত্যেকেই এক একখান করে চিঠি—গ্রীষ্মের ছুটিতে এদের আলেকজেন্দ্রিয়ার বাড়ীতে গিয়ে থাকবার জন্য আমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছে।

বৈকালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন তুর্কী তুর্ক-স্থাপিত সম্বন্ধে আলোচনা ক'রলেন। তিনি বল্লেন, ভারতবর্ষের হিন্দু স্থপতি তুর্কী স্থপতিকে আদর্শের দিক দিয়ে বহুভাবে সমৃদ্ধ ক'রেছে। কিন্তু মিশর তুর্কী স্থপতিকে একমাত্র পূর্ত্তজ্ঞান দিয়ে উন্নততর করেছে, আদর্শের দিক দিয়ে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করে নি। আরব স্থপতির নিজস্ব কোন রূপ আছে ব'লে তিনি বিবেচনা করেন না। তাঁর মতে বিশ্ব-স্থপতির ইতিহাসে ইসলাম স্থপতির স্থান আছে বটে কিন্তু আরবগণ যে দেশই জয় করেছে, সেখানেই মসজিদ ভিন্ন অন্য কোন শিল্পে নিজস্ব কোন দান করে নি। আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে একমত হ'তে পারি নি। অনেক স্থলেই তাঁর কথার প্রতিবাদ ক'রলাম। কিন্তু প্রতিবাদ ক'রলে তিনি অসন্তুষ্ট হ'ন দেখে আমি চুপ করে তাঁর কথা শুনলাম। আলোচনান্তে তিনি আমাকে বহু ধন্যবাদ দিয়ে বল্লেন, আমার মত শ্রোতা তিনি অল্পই পেয়েছেন। বোধ হয়, আমার সচেষ্ট নীরবতাই এই প্রশংসার কারণ।

৩রা ডিসেম্বর '৪৪

আজ আল্ আজ্‌হর লাইব্রেরীতে ভারতীয় পুস্তক সম্বন্ধে সন্ধান করবার জন্য গিয়েছিলাম। সেখানকার মুদিরের (Librarian) সঙ্গে কথা বলে, এবং প্রায় ৩ ঘণ্টা কাল খুঁজে ভারতীয় লেখকের কোরাণ ভিন্ন তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধে মহিবুল্লা বিহারী প্রণীত একখানি মাত্র পাণ্ডুলিপি পেলাম। কোরাণের অনেক

প্রতিলিপি রয়েছে। অন্যদিনের মত আজও আল্-আজ্‌হর লাইব্রেরীতে পাঠকের সংখ্যা বেশী দেখলাম না। পাঠক অপেক্ষা লিপিকারই বেশী; পুস্তকের প্রতিলিপি হচ্ছে এবং প্রায় সকল লিপিকারই বৃদ্ধ। কোরাণ লেখা ইসলামের একটি পুণ্য কর্ম্ম, যাঁরা নিজ হাতে লিখতে পারেন না কিংবা যাঁদের লেখার সময় নেই, তাঁরা লিপিকার দিয়ে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরাণ লিখিয়ে নেন। সেটাও একটি পুণ্যকর্ম্ম। অনেকে আবার নিজের গৃহে কোন শুভকর্ম্ম উপলক্ষে অথবা সময় বিশেষে কোরাণ পাঠ উৎসব অর্থাৎ মিলাদ শরীফে ব্যবস্থা করেন। কোরাণ পাঠশিক্ষা দেওয়ার জন্য এখানকার বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা আছে। আল্-আজ্‌হরের সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদিগের জন্য কোরাণ আবৃত্তি শিক্ষার মাদ্রাসা রয়েছে। প্রায় ৩ থেকে ৫ বৎসরে একটি ছাত্র সম্পূর্ণ কোরাণ মুখস্থ ক'রতে পারে। বর্ত্তমানে প্রায় ২৫০০০ ছাত্র এই কোরাণ আবৃত্তি বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করে। ভাল আবৃত্তি-কার পুরস্কার পায়।

আল্-আজ্-হরের গ্রন্থাগারিক যথেষ্ট সমাদর করে আমাকে আজকে ভারতবর্ষের শিক্ষার বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন। ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মে উন্নত ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা আছে—এ বিষয়ে তিনি সন্দিহান।

৪ঠা ডিসেম্বর '৪৪

মিঃ নসর আসাদ আজকে বিকালে নীলের ধারে আমার সঙ্গে বেড়িয়েছিলেন। তিনি জেরুজালেমে এডুকেশন বোর্ডের অধীনে শিক্ষালাভ ক'রেছেন। সে বিদ্যালয়ে সমস্ত ট্রান্স-জর্ডন এবং প্যালেষ্টাইন হাইস্কুলের প্রথম এবং দ্বিতীয় ছাত্র দুটিকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় এবং দুই বৎসরে সেখানকার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তিনি বল্লেন, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট অপেক্ষা প্যালেষ্টাইনের বাকালরিয়েট্ আপেক্ষিক ভাবে বেশী শিক্ষিত। তারপর নিখিল আরব আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। তিনি বল্লেন, বর্ত্তমান নিখিল আবব আন্দোলন ব্রিটিশের সৃষ্টি এবং এটি একটি আমেরিকার বিরুদ্ধবাদী প্রতিষ্ঠান। ইহুদী সমস্যা বৃটিশের অন্যতম সৃষ্টি। কিন্তু মিঃ রুজভেল্ট ইহুদী সমস্যাকে নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন ব'লে ব্রিটিশ আরব আন্দোলনকে পুষ্ট করবার জন্য চেষ্টা করছেন। তারপর তিনি ট্রান্সজর্ডনের প্রধান মন্ত্রীর উক্তির উল্লেখ করে বল্লেন, —Mr. Churchill may make Arab union a success if he likes

it in so short a time as he needs to light his cigar—মোট কথা, আরব ইউনিয়নকে পুষ্ট করার ইচ্ছা ইংরাজের বিন্দুমাত্রও নেই। ইব্‌ন্ সাউদ্ আমির হোসেনের অনুপস্থিতিতে রিয়াজ সহরে অতর্কিত অবস্থায় আরব রাজ্য হস্তগত করেন। এই সময় আমির হোসেনের বন্ধু হওরা সত্ত্বেও ইংরাজ ইবন্ সাউদের বিপক্ষতা করেন নি। কিন্তু ইবন্ সাউদ্ মনে প্রাণে মুসলিম; শৌর্য্যে, সাহসে এবং ধর্ম্মে তিনি একজন মধ্যযুগের আরব। তাঁর দৈহিক শক্তি সম্বন্ধে বল্লেন, ইবন্ সাউদ্ প্রতিদিন একটি সম্পূর্ণ দুম্বার মাংস আহার করেন। একবার তাঁর একজন শত্রুকে এমন দৃঢ়মুষ্টিতে তরবারির আঘাত করেন যে, শত্রু এবং তার উষ্ট্রটি একই আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়। তিনি আরবী ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানেন না। তিনি কোন বিধর্ম্মীকে মক্কা সহরে প্রবেশর অধিকার দেন না। বিদেশীয় রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ তাঁর সঙ্গে অনুবাদকের সাহায্য নিয়ে কথা বলে। তিনি অল্পভাষী; আলোচনায় যোগ দেন বটে, কিন্তু শ্রবণ করেন বেশী, বলেন অতি সামান্য। হাঁ, বা না বলেই উত্তর দেন; যুক্তি বেশী প্রদর্শন করেন না। রাজ্যের গোপন এবং প্রয়োজনীয় কাজগুলির ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাঁর স্বীয় পুত্র। তাঁর বয়স্ক পুত্রের সংখ্যা প্রায় ৩০ এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক আরও ৩৮টি আছে। তিনি প্রধান প্রধান আরব শেখদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখবার ব্যবসা করেছেন। তিনি জানেন ইরাক, ট্রান্সজর্ডন এবং ইয়ামনের অধিপতি তাঁকে পছন্দ করেন না এবং তিনি তার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তাঁর নিয়ম এত কঠোর যে, বর্ত্তমানে তাঁর রাজ্যে কোন চুরি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যায় না। কোথায় চুরি হ'লে নিকটবর্ত্তী স্থানের প্রত্যেক লোককে সেই অপরাধে দায়ী করা হয় এবং তারা ক্ষতিপুরণ ক'রতে বাধ্য হয়। চুরির জন্য শাস্তি হস্ত কর্ত্তন। এই কঠোর নীতি দ্বারা ইবন্ সাউদ আরবে দস্যুবৃত্তি অনেকটা কমিয়ে এনেছেন। তিনি মনে করেন, প্রাচীন খলিফাদের আদর্শ গ্রহণ না ক'রলে মুসলিম জাতির উপায় নেই, কিন্তু শিক্ষিত আরব তাঁর মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে পছন্দ করেন না। অথচ সাহস করে প্রতিবাদ করতেও ভয় পান। মিঃ নসর আসাদ বেশ বুদ্ধিমান এবং সপ্রতিভ।

৫ই ডিসেম্বর '৪৪

আজকে ওয়াই-এম্-সি-এর বুধবারের সভায় অধ্যাপক হবীব "বর্ত্তমান মিশর" সম্বন্ধে অভিভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি মিশরে জাতীয় জীবনের যে

দোষগুলি বিদেশীয়ের চক্ষে ধরা পড়ে তার আলোচনা করলেন। তাঁর মতে ইতালী, গ্রীক এবং অন্যান্য ইউরোপীয়দের সংমিশ্রণে মিশরীয়দের জাতীয় জীবনে বহু ক্লেদ প্রবেশ করেছে। কাবারে, হোটেল এবং সপ-গার্লস প্রায়ই ফরাসী, ইতালীয়, গ্রীক কিংবা মিশ্র-মিশরীয় দ্বারা পরিচালিত। যুদ্ধের জন্য ওয়াই-ডব্লিউ-সি-এ, এ-টি-এস এবং ডব্লিউ-এ-সি প্রভৃতির জীবনধারার উল্লেখ ক'রে অনেক দুঃখ ক'রলেন। মিশরীয় নৃত্য এবং গীত, সিনেমা এবং থিয়েটার নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি বল্লেন, একজন বিদেশী লণ্ডনে মিউজিয়ম দেখতে গিয়েছিলেন। গাইড একটি কঙ্কাল দেখিয়ে বল্লেন, এই মস্তকটি ক্রমওয়েলের। ভদ্রলোক বল্লেন, ক্রমওয়েলের মস্তক ছিল বিরাটাকার। গাইড উত্তরে বল্ল,—এই মস্তকটি ক্রমওয়েলের শিশু বয়সের, বৃদ্ধ বয়সের মস্তক অবশ্য অনেক বড় ছিল। তারপর অধ্যাপক হবীব বল্লেন, গাইডের চক্ষু দিয়ে ইউরোপীয় দর্শক মিশরেব কৃষ্টি, ধর্ম্ম, স্থপতি পর্য্যবেক্ষণ করেন; সুতরাং তাঁরা ক্রমওয়েলের শিশু বয়সের মস্তকই দেখে যান। অধ্যাপক একটি ইন্দো-মিশোরীয় সমিতি প্রতিষ্ঠা করবার কথা বল্লেন। ভারতবর্ষ এবং মিশরের সমস্যা অনেকটা একই রকমের, সুতরাং এদের পরস্পরের মিলন সহজ।

৬ই. ডিসেম্বর, '৪৪

অধ্যাপক হবীব আজকে আমার সঙ্গে ভারতে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা ক'রেছিলেন। ফাতেমি বংশের সম্বন্ধে আমার কয়েকটি ধারণা তিনি শুদ্ধ ক'রে দিলেন। ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি অনেকটা স্বাধীন মত পোষণ করেন। তিনি আমাকে আমার গবেষণাটি মিশরেই মুদ্রিত করবার জন্য অনুরোধ ক'রলেন।

রাত্রে মিঃ মহীউদ্দিন তাঁর ম্যাজিষ্টের পরীক্ষার গবেষণার বিষয় আলোচনা ক'রলেন। তাঁর বিষয়বস্তু সিন্ধুদেশে আরব অভিযান। এই কথা সত্য যে ভারতবর্ষে সিন্ধুদেশের প্রান্তে ইসলাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের বহু পূর্ব্ব থেকেই মুসলমানদের উপনিবেশ ছিল। মুলতানের সঙ্গে স্থলপথে বাণিজ্য-ব্যবস্থা ছিল। ৩৩ এবং ৩৬ হিজরীতে সিস্তান এবং মক্রাণের শাসনকর্ত্তা আবদুর রহমান আবেহ্ সামেরা ভারতবর্ষে দুইটি অভিযান ক'রেছিলেন। ৪৪ হিজরীতে আবদুর রহমানের সৈন্যাধ্যক্ষ মোহালিব আলি সোব্রা ভারতবর্ষে একটি অভিযান

প্রেরণ করেন এবং সিন্ধুদেশের কিয়দংশকে ইসলাম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক বালাজুরীর সংবাদে দেখা যায় ওমর ওসমান্ ইবন্ আবিল আস্ নামক একজন লোককে বাহেরিনে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ইনি তাঁর ভ্রাতা আলহাকাম ইবন্ আল্ আস্কে একদল নৌ-সেনা সঙ্গে দিয়ে ভারতের প্রান্তদেশে অভিযান প্রেরণ করেন। তিনি টানা অতিক্রম ক'রে সুরাট পর্য্যন্ত আসেন এবং তাঁর ভ্রাতা মোগায়রা কিছু স্থলসৈন্য নিয়ে গুজরাটের কচ্ছ (Broach) পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। মহম্মদ বিন্ কাসিম মুলতান পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'য়েছিলেন। তাঁর সময় সিন্ধুদেশে বহু ঔপনিবেশিক ছিল এবং হেজাজ-বিতাড়িত বহু মুসলমান পরিবার সিন্ধুদেশে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিল। দাহির পরিবার এই সমস্ত মুসলমানের অবস্থানে আপত্তি করেন নি, বরং দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য এই সমস্ত নবাগত মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু মহম্মদ বিন্ কাসিমের অভিযানের সময় এই সমস্ত মুসলমান দাহিরের সাহায্য করেন নি, বরং বিরুদ্ধতা করেছিলেন। দাহিরের সৈন্যবিভাগে মুসলমান সৈন্যও ছিল, তারা এই যুদ্ধে কি অংশ গ্রহণ ক'রেছিল, সে বিষয়ে বালাজুরীর ইতিহাসে উল্লেখ নেই। অত্যন্ত আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, বাগদাদ ভারতের এত নিকটে অবস্থিত হওয়া স্বত্বেও আব্বাসীয় খলিফা যুগে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে কোন অভিযান হয় নি।

৭ই ডিসেম্বর, '৪৪

আরবে ট্রান্স-জর্ডন কনসালের সেক্রেটারী আবদুল্ আজিজের সঙ্গে ভারতবর্ষে বিবাহ প্রথা নিয়ে আলোচনা হ'ল। তিনি বর্ত্তমানে স্কট্ল্যাণ্ড দেশীয় মহিলার সঙ্গে বিবাহের কথা ভাবছেন। সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনায় তাঁর খুব আগ্রহ রয়েছে। তিনি পিতার অথবা অভিভাবকের মধ্যস্থতায় বিবাহ মোটেই সমর্থন করেন না। তিনি বিবাহবিচ্ছেদ এবং বিবাহকে সমান চক্ষে দেখেছেন এবং আরও বল্লেন, বিবাহের দ্বারা মানুষের জীবনের কার্য্যক্রম অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হ'য়ে পড়ে। সেই সঙ্কীর্ণতার মধ্যে যদি বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার না থাকে, তবে বিবাহিত জীবন অঙ্ক শাস্ত্রে পরিণত হয়। পতি কিংবা পত্নী ত্যাগের অধিকারই বিবাহিত জীবনের মাধুর্য্য। আমি লক্ষ্য ক'রলাম, নবীন মিশরীয় যুবকের চিন্তাধারা কোন্ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। আমি

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পন্থার সমর্থনে কিছু বল্লাম। এই নবীন যুবকটি নিজের যুক্তি অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন এবং বিবাহিত জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবে বিবাহকে রঙ্গীন চোখে দেখেছেন।

৮ই ডিসেম্বর, '৪৪

আজকে ১৭ দিন পর ভারতবর্ষ থেকে চিঠি পেলাম। এখানকার ডাক বিভাগের সতর্কতা অত্যন্ত বেশী, ব্রিটিশ সেন্সরের উপর তাঁদের বিশ্বাস নেই, তাঁরা আবার এখানে সেন্সর করেন। সুতরাং চিঠি খুব বেশী দেরী হয়।

সন্ধ্যায় সাফি জানফালি আমার নিকট ইসলাম সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরে বক্তৃতা দিলেন এবং ইসলামই পৃথিবীর একমাত্র আদর্শ ধর্ম্ম বলে ঘোষণা ক'রলেন। তাঁর শেষ বক্তব্য হ'ল,—আমি যত ভাল লোকই হই না কেন, মুসলমান ভিন্ন অন্য কারও স্বর্গে যাওয়ার অধিকার নেই। তাঁর মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরুচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, আপনি ইসলাম বিরুদ্ধ আচার ক'রে কি ভাবে স্বর্গে যাবেন? তিনি উত্তর দিলেন, হজরত মহম্মদ আমাকে রক্ষা করবেন; কারণ আমি বিশ্বাসী।

৯ই ডিসেম্বর, '৪৪

আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত অক্ষর এবং আরবী অক্ষরের তুলনামূলক একটি ভাষণ দিয়েছিলাম। কয়েকজন অন্য বিভাগের ছাত্রও উপস্থিত ছিলেন।

রাত্রিতে মিনা শিবির থেকে মিঃ চৌধুরী এবং মিঃ বানার্জ্জী আমার জন্য কিছু লবঙ্গ, এলাচি, সুপারী নিয়ে এলেন। জিনিষটি অতি সামান্য, কিন্তু এই উপহারের পশ্চাতে অনেকটা দরদ ছিল। বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালীকে পেয়ে তাঁদের খুবই আনন্দ হ'য়েছে। তাঁরা একখানা গীতাঞ্জলি সঙ্গে করে এনেছিলেন। আমার নিকট ছিল চয়নিকা। আমরা প্রত্যেকেই বাঙ্গলা কবিতা আবৃত্তি কর'লাম। বিদেশে এই বাঙ্গালীসঙ্গ খুবই প্রীতিপ্রদ।

১০ই ডিসেম্বর, '৪৪

অধ্যাপক নাসিফের সঙ্গে বেলা ১০ টার সময় দেখা হ'ল। তিনি বল্লেন, মিঃ সালেহ্ উদ্দিন আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে চান। আজকে তিনি ডাঃ আলি

মেহের পাশার সঙ্গে দেখা করবেন। ডাঃ আলি মেহের পাশা মিশরের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী; তিনি ইংরাজদের পক্ষে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। সুতরাং তাঁকে পদচ্যুত ক'রে নাহাস পাশাকে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। তাঁকে নজরবন্দী করা হয়েছিল। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছেন। মিশরের বিখ্যাত লেখক কামিল কেলানী দামাস্কাসের বিচারপতি সামিধে, ডাঃ ওয়ালি খাঁ, মিঃ সালেহ্‌উদ্দিন এবং আমি ২টার সময় আলি মেহের পাশার গৃহে উপস্থিত হ'লাম। প্রায় ১ ঘণ্টা আমাদের ব্রিটিশ এবং মিশরীয় রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। তিনি ইয়ামনের সঙ্গে ইবন্ সাউদের যুদ্ধের সময় কি ভাবে মধ্যস্থতা করেছিলেন, তারই একটি বিশদ বিবরণ দিলেন। সেই সঙ্গে নিখিল আরব আন্দোলনের সীমাকে সীমাবদ্ধ করবার জন্য প্রস্তাব করলেন। তিনি অনারব জাতিগুলিকে আরব আন্দোলনের পক্ষপুটে স্থান দিতে মোটেই প্রস্তুত ন'ন। তিনি বল্লেন, তুর্ক, আবিসিনিয়া, কুর্দ্দীস্থান, ইরান, আফগানিস্থান এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে এই আন্দোলনের কোন সংস্পর্শ নেই। তাঁরা আমাদের বন্ধু, কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে আমাদের স্বার্থ এত বিভিন্ন, এরা যোগ দিলে নানাপ্রকার গোলযোগ সৃষ্টি হবে। তারপর তিনি নিজের জীবনের নানা ঘটনা বর্ণনা ক'রে মুস্তাফা কামাল, রাজা ফোয়াদ, ইবন সাউদ, আমির আবদুল্লা, রাজা ফৈসল, আমানুল্লা খাঁ, মিঃ বলডুইন, মিঃ এণ্টনি ইডেন প্রভৃতির বিষয় উল্লেখ করলেন। কিন্তু রাজা ফারুকের বিষয় একটি কথারও উল্লেখ করলেন না। বিদায়ের সময় তিনি আমাকে বল্লেন ভারতবর্ষে মিশরের শুভেচ্ছা নিয়ে যাবেন। আপনাদের সফলতার উপর আমাদের জীবন মরণ নির্ভর ক'রছে। মিঃ গান্ধীকে আমার শুভ সম্ভাষণ জানাবেন।

পথে আসবার সময় আমি মিঃ সালেহ্‌উদ্দিনকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, তিনি রাজা ফারুকের কথা বাদ দিয়ে গেলেন কেন? তিনি হেসে বল্লেন, তা হ'লে আপনিও লক্ষ্য ক'রেছেন। সকলেই ব্যাপারটা বুঝল, কিন্তু আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

১১ই ডিসেম্বর, '৪৪

আজকে এল্ এলামিন ক্লাবে সমাবর্ত্তন উৎসবে নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলাম। এল্ এলামিন থেকে জার্ম্মাণ জেনারেল রুমেলের প্রত্যাবর্ত্তনের পর ইংরাজদের

বিজয়ের স্মারক-চিহ্নস্বরূপ এল্ এলামিন ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উদ্দেশ্য ইঙ্গ-মিশরীয় প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন। এই ক্লাবটি জগলুল পাশার প্রস্তর মূর্ত্তির অপরদিকে কৃষি মিউজিয়মের পার্শ্বেই অবস্থিত। একদিকে ঘোড়দৌড়ের মাঠ, অন্যদিকে নীলনদ—পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র অববাহিকা। সঙ্গেই মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষের আবাস। বিস্তৃত ময়দানের এক পার্শ্বে শিবিরের মধ্যে এই ক্লাবের সম্মেলন মণ্ডপ। মণ্ডপটি সযত্নে এবং বহু অর্থব্যয়ে তৈরী হয়েছে—গল্ফ ক্লাব, টেনিস কোর্ট, বাগুপার্টি, কাণ্টিন, নৃত্যমঞ্চ—বিলাস ব্যসনের সমস্ত বন্দোবস্তই রয়েছে। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে ব্রিটিশ, কানাডিয়ান, স্কট্ল্যাণ্ড এবং নিউজিল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফরাসী প্রভৃতি দেশের সামরিক কর্ম্মচারীর সংখ্যাই অধিক। মহিলা সামরিক কর্ম্মচারীও আছেন, কয়েকজন অসামরিক মিশরীয় ভদ্রলোক রয়েছেন। মিশরের প্রাক্তন অর্থসচিব সার আমিন পাশা এই সম্মেলনের সভাপতি। তিনি একটি লিখিত ভাষণ পাঠ ক'রলেন। বিষয়বস্তু ছিল—ইংরাজের বন্ধুত্ব ভিন্ন মিশরের গত্যন্তর নেই। সুতরাং এই বন্ধুত্বকে অচ্ছেদ্য করে রাখবার জন্যই এল্ এলামিন ক্লাবের প্রয়োজন। আমরা দূর থেকে জগলুল পাশার প্রতিমূর্ত্তি দেখছিলাম আর সার আমিন পাশার বক্তৃতা শুনছিলাম।—কি বৈপরীত্য! সার আমিন পাশা মিশরের বিখ্যাত ধনী, ইংরাজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেছেন এবং মিশরে অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্যতম। তাঁর বক্তৃতার পর মধ্য-প্রাচ্যের ব্রিটিশ মন্ত্রী (লর্ড কিলারন) একটি ব্যঙ্গপূর্ণ অথচ সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন। তিনি লর্ড পরিবারের সন্তান হ'য়েও কূটনীতিতে খুবই অভিজ্ঞ। বক্তৃতান্তে ভূরিভোজনে সকলকে পরিতৃপ্ত করা হ'ল।

আমার পাশে বসেছিলেন একজন প্যালেষ্টাইনের মহিলা। ইনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী; লাইব্রেরীতে তিনি গবেষণা করেন। আজকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল—নাম মাদাম রিয়াদা জারাল্লা; ধর্ম্মে মুসলমান। তাঁর পিতা প্যালেষ্টাইনের প্রধান বিচারপতি, তাঁর পূর্ব্বপুরুষ সালেহ্উদ্দিনের ক্রুসেড অভিযানের সময় প্যালেষ্টাইনে সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। সুতরাং তিনি স্বীয় অভিজাত বংশের গর্ব্ব ক'রছিলেন। তিনি আব্বাসীয় যুগে ইসলাম জগতে মহিলার স্থান সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তাঁর ধারণা ইসলামের আগমনে সমস্ত পৃথিবীতে নারীজাতির অবস্থা উন্নত হয়েছে। এই সময় তিনি আমাকে টেবিল থেকে কয়েকখানি স্যাণ্ডুইচ্ তুলে দিলেন। আমি দেখলাম, তার ভিতরে বীফ্ রয়েছে। আমি বল্লাম, আমি মাংস খাই না। আমার আর এক

পার্শ্বে বসেছিলেন, কর্ণেল সাইদ্—তিনি মধ্যপ্রাচ্যে ফিল্ডস্ একাউন্টস্ অফিসার। তিনি বল্লেন, আপনি ইসলামের ছাত্র হয়ে মুসলমানের দেশে এসে ভারতীয় আচার রক্ষা ক'রে চলতে পারবেন, মনে ক'রছেন? তিনি মাদাম জালাল্লাকে বল্লেন, ইনি হিন্দু, 'বীফ' স্পর্শ করেন না; এটা তাঁর ধর্ম্মের অনুশাসন। মহিলাটি এতক্ষণ আমার সঙ্গে খুব হৃদ্যতার সঙ্গে গল্প ক'রছিলেন, কিন্তু এর পরেই আলাপের উৎসাহ কমে গেল। আমরা রাত্রি ৯টার পরে পরস্পরের সঙ্গে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

১২ই ডিসেম্বর, '৪৪

আজকে মিঃ সালেহ্ উদ্দিনের সঙ্গে একটি বিখ্যাত চিত্রশালা দেখবার জন্য গিয়েছিলাম। পথে তাঁর সঙ্গে মিশরের অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু আলাপ হ'ল। তিনি তাঁর নিজের জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনা ব'লে মিশরের অভিজাত সম্প্রদায়ের করুণ অংশ আমার সম্মুখে উপস্থিত ক'রলেন। তাঁর স্ত্রী তিন বৎসর এবং দেড় বৎসরের শিশুকে পরিত্যাগ ক'রে পুলিশের একজন পদস্থ কর্মচারীকে স্বামীত্বে বরণ ক'রলেন। অসহায় পিতা দুগ্ধপোষ্য কন্যাকে নিয়ে আলেকজেন্দ্রিয়া চলে গেলেন। কন্যাদের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি দুই বৎসর পূর্ব্বে কায়রোতে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রেছেন। বর্ত্তমানে প্রথমা কন্যা আজিজিয়ার বিবাহ দিয়েছেন দামাস্কাসে। কনিষ্ঠা কন্যা নওয়ারা বিবাহ ক'রেছেন মিশরীয় অভিজাত বংশের এক সামরিক কর্ম্মচারীকে। তিনি তাঁর কন্যাদের অত্যন্ত স্নেহ করেন। দুইটি কন্যার ফটো তাঁর পকেটেই ছিল; আমাকে দেখালেন। কন্যাদের কথা বলতে বলতে চোখ মুখ থেকে তাঁর স্নেহ বিগলিত হ'য়ে পড়ছিল, আমি খুব প্রীত হ'লাম। কিন্তু তিনি বল্লেন, আমার বাইরের আচরণ থেকে ভিতরের বেদনা প্রকাশ পায় না। আমার কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের করুণ কাহিনী আপনাকে আর একদিন ব'লব। এমন সময় আমরা চিত্রশালার দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হ'লাম।

এই চিত্রশালাটির অধিকারী মিঃ হাসান ফতেহ্। তিনি কায়রো চারুকলা বিদ্যালয়ের স্থপতি বিভাগের অধ্যাপক। আমরা প্রবেশ ক'রতেই একজন হাবসী দ্বাররক্ষিণী দরজা খুলে "আইওয়া" ব'লে আহ্বান ক'রল। এই দ্বার-রক্ষিণী একটি জীবন্ত নরকঙ্কাল—দীর্ঘ দেহ, কোটরগত চক্ষু, তীব্র নাসিকা,

অত্যন্ত ঘন কুঞ্চিত কেশদাম, প্রলম্বিত অধর,—মসীকৃষ্ণ দেহে দুগ্ধ-শ্বেত ভৃত্যের বেশ—। এমন অদ্ভুত রূপ যে মানুষের সম্ভব, তা আমি পূর্ব্বে কল্পনা ক'রতে পারি না। দিনের বেলা না হ'লে আমি ভয় পেতাম। মিঃ সাল্লেহ্ উদ্দিন বল্লেন, অধ্যাপক হাসান ফতেহ্ এই হাবসী কিঙ্করীকে তাঁর চিত্রশালার নমুনা হিসাবে সংগ্রহ ক'রেছেন। চিত্রশালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেই অধ্যাপক হাসান অত্যন্ত সাদরে আমাকে গ্রহণ করলেন এবং তাঁর কৃপটিক্ খৃষ্টান বন্ধু রামেশিসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অধ্যাপক রামেশিস তখন একটি চিত্রাঙ্কণে ব্যস্ত ছিলেন। অধ্যাপক হাসান একখানি নাটক রচনা করেছেন, সেখানি ৬ মাস পরেই মিশরে অভিনীত হবে। সে নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের প্রচ্ছদপট তাঁরা পরিকল্পনা করছিলেন। তাঁর চিত্রশালায় পারস্য, আরব, মিশর, স্পেন, ভারতবর্ষ, সুদান, মরক্কো, নিউবিয়া এবং তুরস্কের বিভিন্ন যুগের চিত্রাবলী সংগৃহীত ছিল। তিনি তাঁর শিল্পের আদর্শ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন। তাঁর মতে শিল্প সার্ব্বজনীন এবং সার্ব্বভৌম। শিল্পের আবেদন মানুষের সহজাত সৌন্দর্য্য-বোধের প্রতীক। যে মানুষ প্রেমময় নয়, এবং যে মানুষ প্রেমকে আধার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে বিশ্লেষণ করতে পারেন না, তিনি কখনও যথার্থ চিত্রশিল্পী হ'তে পারেন না। প্রেম মানুষকে নির্ব্যক্তিক ক'রে দেয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ ভাবে যে সে আধারবিশেষকে ভালবাসে ততক্ষণ সে যথার্থ শিল্পী নয়। শিল্পীর প্রীতিতে, প্রেমে তিনি বিচ্যুতজ্ঞান হ'য়ে পড়বেন। প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাধারের মিলন হ'লেই যথর্থে শিল্প মূর্ত্ত হ'য়ে উঠে। সেজন্যই তিনি বল্লেন,—তাঁর পত্নীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে এবং তিনি বর্ত্তমানে শিল্পসৃষ্টি নিয়েই নিমজ্জিত রয়েছেন। তিনি তাঁর একটি চিত্র দেখালেন। এই চিত্রে প্রেমিক তাঁর প্রেমাধারের দর্শনে সমস্ত শরীরে রক্তসঞ্চালন অনুভব করছেন এবং সে রক্তধারা প্রেমিকের সমস্ত দেহ এবং মুখমণ্ডলে স্ফূর্ত্ত হ'চ্ছে। অধ্যাপক হাসান ফতেহ্‌র প্রকাশভঙ্গী অনবদ্য। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ফেরাউনিক যুগের শিল্প পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চেষ্টা ক'রছেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমার শিল্পের পরিকল্পনায় ফেরাউন, গ্রীক, রোমক, মুসলিম নেই,—এ শুধু মিশরীয়। মিশরের শিল্পের ব্যঞ্জনায়, ধর্ম্মের আবেদন বহিঃপ্রকাশের দিক দিয়ে আছে বলে মনে হয়; কিন্তু সত্যই মিশরের শিল্প তার নিজস্ব। আমাকে তিনি এবং অধ্যাপক রামেশিস ভারতীয় শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রলেন। আমি শিল্পের ছাত্র নই; শিল্প সম্বন্ধে বেশী চর্চ্চাও করি না,

তাঁদের এই আকস্মিক প্রশ্নে অভিভূত হয়ে পড়লাম। বহুদিন পূর্ব্বে অবনীন্দ্র-নাথের চতুরঙ্গ পড়েছিলাম। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে ও তন্ত্রের পূজার্চ্চনায় শিল্পের উপর যে সব প্রভাব রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে প্রায় ১০ মিনিট কেবল ভারতীয় শিল্পের ব্যাখ্যা, প্রেরণা এবং বৌদ্ধযুগ, ইন্দো-গ্রীক্, ইন্দো-পারসিক, রাজপুত, মুঘল এবং বর্ত্তমান চিত্রধারা সম্বন্ধে বল্লাম। কি বলেছিলাম, তার পুনরাবৃত্তি ক'রতে পারব না। কিন্তু অন্তর থেকে যে প্রেরণা অনুভব ক'রেছিলাম তাই দিয়ে বলেছিলাম—আমার ব্যাখ্যার শেষে দেখলাম তিনজন বিশেষ মুগ্ধ। মিঃ সালেহ্ উদ্দিন বল্লেন, ভারতীয় শিল্পের অন্তরের কথা যে এত গভীর এবং তার প্রকাশে এত বিচিত্র সৌন্দর্য্য সঞ্চারিত হয়, সেটা শুনে ইচ্ছা হচ্ছে একবার ভারতে গিয়ে দক্ষিণ ভারতের মন্দির, অজন্তার গুহা, আগ্রার তাজমহল, দিল্লীর দুর্গ, সারনাথের বৌদ্ধস্থপতি, কাশীর মন্দির এবং শান্তিনিকেতনের চিত্রশালা পরিদর্শন ক'রে আসি। আমি তাঁদের ভারতবর্ষে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করলাম। রাত্রি ১০টায় আমরা চিত্রশালা দেখে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রলাম।

১৩ই ডিসেম্বর '৪৪

অধ্যাপক হবীরের সঙ্গে মুসলমান রাজত্বে ধর্ম্ম এবং রাষ্ট্রের সম্বন্ধ বিষয়ে অনেক আলোচনা হ'ল। আমি আকবরের জীবনীর প্রচ্ছদপটে বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে পরে ঔরঙ্গজেবের কর্ম্মনীতি সম্বন্ধে আলোচনা ক'রলাম। তিনি আমাকে বল্লেন, আমি ভারতের প্রধান প্রধান মুসলমান সুলতানদের জীবনী আরবী ভাষায় লিখলে ডাঃ সাফি গরবাল তাঁর আস্-সাকাফা সমিতি থেকে সানন্দে মুদ্রিত ক'রবেন। এই সুযোগে ভারতের সঙ্গে মিশরের পরিচয় আরও একটু ঘনীভূত হ'বে। আমি সে প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম। আমি আকবর সম্বন্ধে লিখব ব'লে প্রতিশ্রুতি দিলাম। কিন্তু তিনি ব'ললেন, কয়েকদিন পূর্ব্বে কর্ণেল সাইদ ডাঃ সাফি গরবালকে ব'লেছিলে, ঔরঙ্গজেব ভারতের সর্ব্ব-কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। সুতরাং তাঁর জীবনী নিয়ে আরম্ভ করাই উচিত এবং ডাঃ সাফি গরবাল তাঁকে ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে কিছু লিখতেও ব'লেছেন। আমি আর বেশী আলোচনা না ক'রে অধ্যাপক হবীবকে বল্লাম, এবিষয়ে মতান্তর আছে এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও আছে। তারপর অন্যান্য কথা ব'লে আমরা বিদায় নিলাম।

১৪ই ডিসেম্বর, '৪৪

বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ছাত্রদের সঙ্গে আজ কানাতির উল্-খাইরিয়া উদ্যানে গিয়াছিলাম। কায়রো থেকে ২০ মাইল দূরে একটি সুন্দর নীলের বাঁধ; সেখানে নীলের জল সঞ্চিত ক'রে কৃষিকার্য্যের জন্য বিভিন্ন স্থানে সিঞ্চিত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ জন ছাত্র ও ছাত্রী, ৩ জন শিক্ষক—তার মধ্যে একজন অন্ধ—আর একজন শিক্ষকের স্ত্রী এবং আমি ছিলাম। আমরা একখানি লঞ্চে ক'রে নীলের উপর দিয়ে চলেছি। নীলের জলে কোন পশু পক্ষীর সন্ধান পেলাম না। তীরে কোন লোককে স্নান ক'রতে দেখলাম না। আমি একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা ক'রলাম। শুনলাম নীলের জলে সাংঘাতিক কীটের ভয়ে কেহ স্নানাদি করে না। এই আনন্দমুখর দলটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হ'য়ে উৎসব ক'রছিল। একটি দলে বীণা বাজান হ'চ্ছে, আর সঙ্গে মিশরের জাতীয় গীত হ'চ্ছে। অন্যান্য ছাত্ররা হাততালি দিয়ে গানে যোগ দিচ্ছে; আর একটি দলে কিট্‌কেট খেলা হচ্ছে। একটি দলে অধ্যাপক এবং কয়েকটি ছাত্র গল্প ক'রছে। অন্যদিকে ছাত্রীরা সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের তত্ত্বাবধান ক'রছে। ক্রমশঃ দেখলাম, সকল ছাত্রই শেষোক্ত দলটির দিকে এগিয়ে গেল।

আমরা সাড়ে ১১ টার সময় কানাতির উল্-খাইরিয়াতে উপস্থিত হ'লাম। দূর থেকে এই মনুষ্য-হস্ত-রচিত জলপ্রপাত (Barage) দেখে আমার মহীশূরের জলপ্রপাতের স্মৃতি মনে হ'চ্ছিল, অবশ্য মহীশূরের জলপ্রপাত এর চেয়ে বহুগুণ বিরাটাকৃতি। উনবিংশ শতাব্দীতে মহম্মদ আলি পাশা প্রাচীন ফেরাউন রচিত ফাইয়ুমের জলপ্রপাতের অনুকরণে কৃষির উন্নতির জন্য এই বাঁধের ব্যবস্থা ক'রেছিলেন, তিন দিক থেকে তিনটি অববাহিকা সংযোজিত ক'রে জলাধার রচনা করা হ'য়েছে। এই তিনটি অববাহিকার মধ্যস্থলে একটি উদ্যান—তারই নাম **কনাত্তির উল্-খাইরিয়া**। এই উদ্যানে প্রতি শুক্রবার মিশরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ছুটি উপভোগ করবার জন্য আসে। এখানে ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল খেলার বন্দোবস্ত আছে। নৌকা-বিহারের ব্যবস্থাও রয়েছে। একটি কৃত্রিম পাহাড় তৈরী করা হ'য়েছে। লতাগুল্ম-পরিবেষ্টিত এই উদ্যান—ফুলগুলি কিন্তু ইতালীয়, ফরাসী এবং ইংলণ্ডের। উদ্যানটির বুক চিরে একটি কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী খনন করা হ'য়েছে। তার উপর অতি ক্ষুদ্র একটি লৌহ সেতু। ছোট ছোট ছেলেরা ছিপ দিয়ে মাছ ধরছে।

এসেই একটু কফি পানান্তে আমরা বাঁধের পাশে গেলাম। অনেকগুলি

বালক উট এবং গাধা নিয়ে এল ; আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী সহর দেখিয়ে আনবে। কেউ এনেছে চিনাবাদাম, কেউ লেমনেড, কেউ আখ, কমলালেবু, খেজুর— আরও কত কি। আমরা একটু বেড়িয়ে এসে ফুটবল খেললাম। অনেক দিন পর ফুটবল খেল্‌তে আমার ভালই লাগছিল। ১টার সময় লাঞ্চ। ছাত্রীরা দু'খানা ক'রে রুটি, ক্রীমরোল, ডিমের মামলেট, ভাজা মাংস আর পুডিং দিয়ে গেল। আমি বিদেশী ব'লে আমার প্রতি একটু পক্ষপাতিত্ব হ'চ্ছিল। কিন্তু মুস্কিল! জল ভিন্ন আমি খেতেই পারছিলাম না। অথচ মিশরীয়গণ খাদ্যের সঙ্গে জল পান অত্যাবশ্যক মনে করে না। একটি মেয়ে কমলালেবু পরিবেশন ক'রে গেল। তাকে ধন্যবাদ দিলাম। তারপর আরম্ভ হ'ল ছাত্রদের হাস্য-কৌতুক এবং ব্যঙ্গকলা। মিশরীয় যুবক বেশ রসিক এবং বুদ্ধিমান। প্রত্যেকেই একটি ক'রে গল্প বলছিল—বেশ রসাল ; গল্পের পরেই তা'কে একটি ক'রে কমলালেবু উপহার দেওয়া হ'চ্ছিল। অধ্যাপক একটি গল্প বল্লেন, তাঁর স্ত্রীও আর একটি বল্লেন ; কেউ বা গান গাইলেন। বেশ আনন্দেই সময় কাটল। তারপর আমরা প্রায় ৫টাই সময় আবার লঞ্চে ফিরলাম। ততক্ষণে আমার সকলের সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে গেছে। সবার সাঙ্গই সুমিষ্ট আলাপ ক'রে পরস্পর পরিচিত হ'য়ে রাত্রি ৯ টায় বাড়ী ফিরলাম।

১৫ই ডিসেম্বর '৪৪

আজকে আবার আমার আরবী শিক্ষক মিঃ নসর আসাদের সঙ্গে বিকালে বেড়াবার সময় আরব বেদুইনের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। তিনি বল্লেন, বেদুইনরা অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মুসলিম ব'লে তারা খুব গর্ব্ব করে কিন্তু ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রায়ই তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাদের অতিথিসেবা, প্রতিহিংসা সম্বন্ধে তিনি অনেক গল্প বল্লেন। তাদের মনান্তর, মতান্তর, বিবাদ সমস্তই বেদুইন শেখ বিচার করেন এবং তাঁর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দানেরও ক্ষমতা আছে। প্রায় প্রত্যেক প্রাণদণ্ডাজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের একটি মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। যদি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত অপরাধীর আত্মীয়স্বজন সে অর্থ প্রতিপক্ষকে দিতে পারে, তবে তার নিষ্কৃতি হয়। কখনও বা অর্থের পরিবর্ত্তে তাদের গোষ্ঠীর কোন কন্যা প্রতিপক্ষকে দান ক'রলেও নিষ্কৃতি মিলে। প্রতিহিংসা এদেশে পুরুষানুক্রমিক এবং দুই পরিবারের বিবাহ দ্বারা এই প্রতিহিংসার বহ্নি নির্ব্বাপিত হয়।

১৬ই ডিসেম্বর '৪৪

আজকে আল্-আজ্হর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় প্রাচীন তুরস্কের বাজার খান্ খালিলিতে কার্পেট নিলাম দেখতে গিয়েছিলাম। **খান্ খলিলি** প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আল্-আজ্হরের সংশ্লিষ্ট বাজার ছিল। এই বাজারের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন ক'রে প্রাচীন কপটিক্, আরব, তুর্ক, ফরাসী এবং বর্ত্তমান ইংরাজ বিপণির সংবাদ পাওয়া যায়। এ স্থানে বহু বিদেশীর দুষ্প্রাপ্য জিনিষ রয়েছে ; এটা সত্যই মধ্য-প্রাচ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কিউরিও (curio) বাজার। আমরা কার্পেট বাজারে প্রবেশ ক'রে দেখলাম, সাইবেরিয়া, রুশিয়া, তুর্কীস্থান, সমরখন্দ, পারস্য, বোখারা, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশের কার্পেটের দোকান। একজন পারস্যদেশীয় কার্পেট বিক্রেতা সম্প্রতি ইহলোক ত্যাগ ক'রেছেন। তাঁর পুত্র এই ব্যবসা তুলে দিয়ে অন্য ব্যবসা ক'রবেন ব'লে সমস্ত কার্পেট বিক্রয় ক'চ্ছেন। অনেকক্ষণ ধরে নীলামের দৃশ্য উপভোগ ক'রলাম স্বয়ং সম্রাটের প্রতিভূ, সম্রাটের শ্বশুর, খুল্লতাত, প্রধান মন্ত্রী, অর্থসচিব, থিয়েটারের অভিনেত্রী, ইংলণ্ড ও ফরাসীদেশীয় কন্সাল কার্পেট ক্রয়ের জন্য উপস্থিত হ'য়েছেন। নীলামের অবসরে বিভিন্ন মানুষের মনোবৃত্তির সুন্দর বিশ্লেষণ করা যায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সম্মানের আকাঙ্ক্ষা যে কি ভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে তার একটা সুন্দর নিদর্শন পেলাম। একখানি কাশ্মীরী কার্পেট বিক্রয় হ'ল ২৬৫ পাউণ্ডে, অনেক স্থলে ১০ পাউণ্ডের জিনিষ ৫০ পাউণ্ডেও বিক্রয় হ'য়েছে।

বিকালে ইণ্ডিয়া ইউনিয়নের সভায় উপস্থিত ছিলাম। এখানে যে তিক্ত দৃশ্য দেখলাম তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

১৭ই ডিসেম্বর '৪৪

বিখ্যাত মিশরীয় নৃত্যমঞ্চ আল্-বাদিয়া কাসিনো অপেরা দেখতে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন, মিঃ সালেহ্ উদ্দিন, অধ্যাপক নাসফ এবং রাজা ফারুকের একজন পারিষদ। কায়রোর অন্যতম বিস্তীর্ণ রাজপথ শাহ্যার ইব্রাহিম পাশার পার্শ্বেই এই কাসিনো অপেরা অবস্থিত। এই অপেরার মধ্যে একটি কাফে, একটি "বার", একটি নৃত্যমঞ্চ। সকলই অত্যন্ত পরিপাটি—নানা বর্ণের আলোকে বিভূষিত। প্রেক্ষাগৃহটি প্যারিসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যমঞ্চের অবিকল অনুকরণ। এই নৃত্যমঞ্চের অধিকারিণী স্বয়ং বদিয়া—তিনি দামাস্কাসে জন্মগ্রহণ

ক'রেছেন, প্যারিসে নৃত্যশিক্ষা ক'রেছেন। তিনি "মধ্যপ্রাচ্যের ভেনাস" বলে খ্যাতা, বয়স ৫০-এর উর্দ্ধে। কিন্তু অতি সযত্নে সংরক্ষিত অবয়বের মধ্যে কোথাও কুঞ্চন কিংবা জড়তা প্রকাশ পায় নি। মিশরে তিনি স্বচরিত্রা বলে শ্রদ্ধালাভ করেন। রাত্রি ১০টায় নৃত্যাভিনয় আরম্ভ হ'ল। প্রায় অধিকাংশই মিশরীয় নর্ত্তক নর্ত্তকী; তবে তুর্কী, সিরিয়ান, ইতালীয়, গ্রীক, হাঙ্গারী, আমেরিকা এবং ফরাসী দেশের নর্ত্তকীও রয়েছে। ইংলণ্ডের কোন নর্ত্তকী প্রকাশ্যভাবে মিশরে রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেন না ব'লে শুনলাম। নানাপ্রকার নৃত্যের ভিতরে তাঁরা একটি প্রাচ্যদেশীয় নৃত্যের অবতারণা ক'রেছিলেন। আমি আলমোরার উদয়-শঙ্করের ভারতীয় নৃত্য, বিশ্বভারতীয় শান্তিদেব ঘোষের নৃত্য দেখেছি। মহীশূরে কানাড়ীয় নৃত্য, গুজরাটের গরবা নৃত্য, বরোদা, সিংহল ও জাভার নৃত্য দেখেছি। সাঁওতাল পরগণার বিশুয়া নৃত্য, মণিপুরের গ্রাম্য নৃত্য এবং দিল্লীতেও কোন কোন দেশীয় রাজ্যে বিখ্যাত ভারতীয় বাইজীর নৃত্য দেখেছি। চীন এবং জাপানের নৃত্য কলিকাতায় দু-তিনবার দেখেছি। যদিও আমি নৃত্যের বিশেষ কিছু বুঝি না, তবু আজকে আল্-বদিয়াতে যে প্রাচ্য নৃত্য অভিনীত হ'য়েছে, তার সন্ধান আমি কোন প্রাচ্য দেশেই পাই নি। এখানে প্রাচ্য দেশীয় নৃত্যের মূলবস্তু একমাত্র দেহের আবেদন এবং শরীরের বিভিন্ন অংশকে লোক-চক্ষুর গোচর করান ছাড়া আর বিশেষ কিছুই ছিল না। তবে এই সব লাস্য নৃত্য না থাকলে সাধারণ দর্শকও যথেষ্ট হয় না। অন্যান্য নৃত্যের মধ্যে মিশরীয় 'কলসী নৃত্যটি' আমার খুব ভাল লেগেছিল। একটি তরুণী নীলের জল তুলবার জন্য অতি ধীর মন্থর গতিতে এসে নীরবে জল নিয়ে চলে গেল—দূর থেকে কোন তরুণ তার গতি লক্ষ্য ক'রছিল; এটা নারীকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলেছিল। এই ক্ষুদ্র ঘটনাকে নীরব ভাষায় মাত্র পদক্ষেপে ও কলসীর স্থান পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ ক'রেছিল। স্পেনদেশীয় নৃত্যটি অতি সহজ। পোষাক পরিচ্ছদ এবং অঙ্গভঙ্গিতে হাঙ্গারীয় নৃত্যটি অত্যন্ত গ্রাম্য। ফরাসী নৃত্যটি নগ্ন, কঙ্গো নৃত্য একটি সার্কাসের খেলা। সর্ব্বশেষে এসেছিলেন স্বয়ং বদিয়া। তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ কলধ্বনিতে উল্লসিত হ'য়ে উঠল। তিনি প্রথমে অভিনয়ের প্রারম্ভে একবার দর্শকদের সম্বর্দ্ধনা ক'রে গেছেন। অভিনয় শেষে স্বয়ং নৃত্যাভিনয় ক'রে দর্শকদের বিদায় সম্ভাষণ ক'রলেন। বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নৃত্যটি শেষ হ'ল। তাঁর সমস্ত অভিনয়ের মধ্যে চারুশিল্পের সুন্দর আভাষ পাওয়া যায়।

ফিরবার সময় পথে মিঃ সালেহ্‌ উদ্দীনকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর মত জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম। তিনি উত্তর দিলেন,—আমি ভারতবর্ষের চারজন লোকের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছি। চিত্রশিল্পী অতুল বসুর সঙ্গে এডিনবার্গে পরিচয় হ'য়েছিল। সুভাষ বসুর সঙ্গে ভিয়েনাতে কয়েকবার সাক্ষাত হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও ছিল খুব স্বল্প পরিচয় এবং আপনার সঙ্গে বর্ত্তমান আলাপ। যদি এঁদের দ্বারাই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ধারণা ক'রতে হয়, তবে ব'লব ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দেশ। তারপর আপনাদের দেশে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ ক'রেছেন। ভারতের নীল আকাশ, সবুজ বনানী, অত্যুচ্চ হিমালয়, নিত্যস্রোতা গঙ্গা শিশুকাল থেকে আমার মনকে আকৃষ্ট ক'রেছে। ভারতবর্ষের জন্য, তার সুধী পণ্ডিতদের জন্য আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে ; কিন্তু ভারতবাসী বড় কলহপ্রিয় এবং নিজেদের স্বার্থও তারা বুঝতে পারে না। তারা বোধ হয় যথেষ্ট স্বদেশপ্রেমিক নয়। অবনত মস্তকে তাঁর শ্রদ্ধা এবং নিন্দা গ্রহণ ক'রলাম।

১৮ই ডিসেম্বর, '৪৪

আজকে অধ্যাপক শিল্পী হাসান ফতেহ্‌র পরিত্যক্তা স্ত্রী মিসেস্‌ হাসনাইনের গৃহে কায়রোর উপকণ্ঠে মা-আদি পল্লীতে নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলাম। সামান্য আলাপের সূত্র নিয়ে মিশরের অভিজাত সম্প্রদায় নিমন্ত্রণ করে। যদিও কারো কারো মতে মিশরীয়রা সাধারণতঃ স্বার্থপর, কিন্তু আমার তা মনে হয় না ; এদের মধ্যে সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞান যথেষ্টই আছে এবং এরা অতিথিপরায়ণ।

১৯শে ডিসেম্বর, '৪৪

মিঃ গণেশীলালের গৃহে ডাঃ ওয়ালি খানের সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি আমাকে ২২শে তারিখে তাঁর গৃহে কফিপানের নিমন্ত্রণ ক'রলেন। তিনি আমানুল্লা খাঁর পার্শ্বচর ছিলেন। সেই সূত্রে ব্রিটিশ এবং রাশিয়ার কুটনীতির অনেক সংবাদ শুনালেন, এই সম্পর্কে নিজেরও বেশ বিজ্ঞাপন দিয়ে গেলেন।

২০শে ডিসেম্বর, '৪৪

আজকে ষ্টেট লাইব্রেরীতে কাজ ক'রে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আরবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিক কামাল কেলানীর সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তিনি প্রায় ১ ঘণ্টা

কাল আরবী ভাষায় শিশুসাহিত্যের জন্ম, প্রগতি এবং বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা ক'রলেন। ইনি শিক্ষাবিভাগের কেরাণী মাত্র। আরবী ভাষায় কোন শিশুপাঠ্য পুস্তক লিখিত হয়নি ব'লে তিনি তাঁর পুত্রের জন্য একখানি হস্তলিখিত 'শিশুশিক্ষা' প্রণয়ন করেন। সে পুস্তকখানি বর্ত্তমান আরবজাতির অতি জনপ্রিয় শিশুপাঠ্য পুস্তক। তারপর তিনি ৫২ খানি শিশুপাঠ্য পুস্তক লিখেছেন এবং বিভিন্ন দেশের উপকথা ও ধর্ম্মগ্রন্থ সহজ আরবী ভাষায় রচনা ক'রেছেন। তিনি আমাকে কিতাব-উল্-হিন্দ্ পর্য্যায়ের চার খানি ভারতীয় উপকথা উপহার দিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি রামায়ণের আরবী ভাষায় রূপান্তরিত গল্পাংশ উপহার দিয়ে আমাকে আশ্চর্য্যান্বিত ক'রে দিলেন। বিদায়ের সময় তিনি বল্লেন, আমি ভারতীয় রামায়ণ, মহাভারত এবং জাতকের গল্প আরবী ভাষায় অনুবাদ ক'রব।

২১শে ডিসেম্বর, '৪৪

মিনা শিবির থেকে আজকে মিঃ চৌধুরী এবং মিঃ বানার্জ্জী এসেছিলেন। মিঃ বানার্জ্জী ইতালিতে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বিষয়ে অনেক গল্প বলে গেলেন। ইতালিতে ভারতীয় সৈন্যরা অনেকক্ষেত্রে নিজেদের নির্দ্দিষ্ট রেশন থেকে দুর্ভিক্ষের সময় জনসাধারণকে সাহায্য ক'রেছে এবং সাধারণ ইতালীয় ভারতবাসীকে বেশ শ্রদ্ধা করে। কয়েক ক্ষেত্রে তারা ভারতবাসীকে বিবাহও ক'রেছে। বর্ত্তমান সামরিক নিয়মানুসারে বিশেষ অনুমতি না নিয়ে সৈন্য বিভাগের কোন কর্ম্মচারী আর বিবাহ ক'রতে পারে না। মিঃ চৌধুরী বল্লেন, তিনি সাইপ্রাসে থাকার সময় গুর্খাদের বিরুদ্ধেও অপপ্রচারের কথা শুনেছেন। এই দুটি যুবক মাঝে মাঝে আমার নিকট আসেন এবং রাত্রে আমার সঙ্গে আহার করেন। সৈন্যশিবিরে আহারে যখনই অরুচি হবে তখন আমার নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে আহার ক'রে যাবার জন্য তাঁদের অনুরোধ ক'রলাম।

২২শে ডিসেম্বর, '৪৪

ডাঃ ওয়ালি খানের গৃহে কফির নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ওয়াফ্‌দ নেতা প্রাক্তন শিক্ষাসচিব নাজিব হেলমী পাশা, শিশুসাহিত্যিক কামাল কেলানী, বিখ্যাত সাংবাদিক ইহুদী নেতা ম'সিয়ে

ইলিয়াস এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাসিফ। মিসেস্ ওয়ালি খান অত্যন্ত আভিজাত্য ও সুরুচিপূর্ণ জার্মাণ পোষাকে ভূষিতা—মৃদুকণ্ঠে সকলকে অভ্যর্থনা ক'রে যাচ্ছিলেন। আমাদের আজকের চায়ের আসরে ৫টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল বিষয় আলোচনা হয়েছে,—যথা ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদ, আমেরিকার ধনতন্ত্র, রুশিয়ার গণতন্ত্র, তুরস্কের টলমান অবস্থা। মঁসিয়ে ইলিয়াস বল্লেন, কামাল পাশা অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তিনি জানতেন যে, একদিন তুরস্ককে ইউরোপ পরিত্যাগ ক'রতে হবে। সুতরাং পূর্ব্বাহ্নেই তিনি তাঁর রাজধানী আঙ্কারাতে স্থানান্তরিত ক'রেছেন। তারপর চিয়াং-কাইসেক, ষ্টীলওয়েল, ফিলিপস্, রুজভেল্ট, ইবন সাউদ, নাহাশ পাশা—প্রভৃতির কথা হ'ল। নাজিব হেলমী পাশা আমাকে মহাত্মা গান্ধীর কথা জিজ্ঞাসা ক'রলেন। কামাল কেলানী বৌদ্ধজাতকের কয়েকটি গল্প বলতে বল্লেন। এই গল্পগুলি এঁরা প্রত্যেকেই খুব মন দিয়ে শুনলেন।

মিসেস্ ওয়ালি খান বিশেষ কথা বলেন নি। শুধু তাঁর স্বামীর কথাকে পরিপূর্ণ এবং সংযত করবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাই বলেছিলেন।

সভাভঙ্গের পর নাজিব হেলমী পাশা তাঁর মোটরে আমাকে আমার বায়েৎ-উল-আরাবীতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। এই ভদ্রলোক অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং স্বল্পভাষী। বর্ত্তমান মিশরের অন্যতম কূটনীতিবিদ্ বলে তাঁর খ্যাতি আছে।

২৩শে ডিসেম্বর, '৪৪

আজকে ষ্টেট্ লাইব্রেরীতে যাওয়ার পথে মিঃ জানফালির পিতার সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি মিদগামার সহরে একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন তুলার ব্যবসায়ী। অতি সামান্য অবস্থা থেকে নিজের পরিশ্রমে এবং বুদ্ধির সহযোগে উন্নতি ক'রেছেন ব'লে তিনি তাঁর জীবনের ইতিহাস শুনিয়ে গেলেন। তাঁর ৩ স্ত্রী, ১৫টি পুত্র, ৬টি কন্যা। ইনি দীর্ঘদেহ, বিরলকেশ, মুণ্ডিতশ্মশ্রু, দন্তহীন—কিন্তু খুব সুস্থ ও সবল। তিনি বল্লেন,—আমার বয়স ৩০ বৎসর, আর ৩০ বৎসর আমি ফাঁকি দিয়েছি। আমি বর্ত্তমানে আর একটি বিবাহ ক'রতে চাই; অবশ্য এবার ভারতীয় মেয়েকে বিবাহ ক'রব, কারণ তারা অত্যন্ত পতিভক্ত। মিঃ জানফালি বল্লেন,—আমার পিতার এই বিবাহের সমস্ত খরচ এবং ভারতবর্ষে যাতায়াতের ব্যয় আমি বহন ক'রব, যদি আপনি এরকম একটি পাত্রীর সন্ধান দিতে পারেন।

আমি জানি না, এ কথাগুলি রহস্য ব'লে বলা হ'য়েছে কি না। কিন্তু পুত্রের পক্ষে পিতার চতুর্থ বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে একজন বিদেশীয় স্বল্পপরিচিত ভদ্র-লোকের সঙ্গে বাক্‌চাতুরী করা—আমার নিকট নতুন অভিজ্ঞতা।

ষ্টেট লাইব্রেরীতে আজকে আল্-আজহরের একজন গবেষক ছাত্রের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তিনি গ্রীক দর্শন সম্বন্ধে আরবী ভাষায় একটি মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি এক অধ্যায়ে গ্রীক দর্শনের উপর ভারতীয় দর্শনের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা ক'রছেন। সে সম্পর্কে আমরা প্রায় ১ ঘণ্টা আলাপ ক'রলাম। শেষ পর্য্যন্ত তিনি বল্লেন, ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা অস্পষ্ট ছিল। তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন ক'রবেন বলে মত প্রকাশ ক'রলেন। এই গবেষক ছাত্রটি ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে ফরাসী ভাষায় কিছু কিছু পড়াশুনা ক'রছেন।

২৪শে ডিসেম্বর '৪৪

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একখানি আরবী পাঠ্য পুস্তক পড়ছিলাম। এই পুস্তকখানিতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ২টি উপকথা রয়েছে।—একটি ভারতীয় সাপুড়ে ও যাদুকরের বিষয়, অন্যটি ভারতীয় হাতীর বিষয়।

এই গল্পগুলির মূলবস্তু ভারতীয় যাদুবিদ্যা, ভূতবিদ্যা এবং সর্পবিদ্যা প্রভৃতির আলোচনা। আরব শিশুগণ এই সমস্ত পাঠ্য পুস্তক পড়ে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে বিশেষতঃ তার ফকির, সর্প, হস্তী, পর্ব্বত, বন এবং বনস্পতি সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত ধারণা করে। সম্প্রতি **আল্ ইত্‌নাইন** পত্রিকায় ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে যে, সাধারণতঃ ভারতীয় নারী ৩টি থেকে ৬টি পতি এক সঙ্গে গ্রহণ করে। সিনেমাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রায়ই হস্তরেখাবিদ্ এবং সাপুড়ের চিত্র প্রদর্শিত হয়। Bengal Heroes নামে একখানি ছবি সেদিন প্রদর্শিত হ'য়েছে; তার ভিতরে দেখান হ'য়েছে যে বাঙ্গালী জমিদার তাঁদের নিজ প্রজার উপর অত্যন্ত নির্ম্মম অত্যাচার করেন এবং ইংরাজ রাজপুরুষরাই নিরীহ প্রজাবর্গকে এই অত্যাচারের হস্ত থেকে উদ্ধার করেন। এরা বর্তমান ভারতবাসীকে নির্ব্বোধ বলেই ধারণা করে; কোন বুদ্ধিহীনকে তুলনা করতে হ'লে তারা বলে হিন্দী। যে হাব্‌সী মুরগী তাড়াতাড়ি চলতে পারে না, তাকে হিন্দী দাকিকা বলা হয়। কালো মেয়েকে তারা সাধারণতঃ হিন্দী বলেই সম্বোধন করে। মার খেয়ে যে

বালক প্রতিবাদ করে না, তাকেও লৌকিক ভাষায় বলে হিন্দী। ভারতবর্ষকে যদিও সুধী সমাজ প্রাচীন জ্ঞানের খনি বলে মনে করেন, তথাপি সাধারণ লোক ভারতবাসীকে বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না। সে দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্র ব'লল,—একটি ভারতীয় সৈনিক ট্রামে বসেছিল, হঠাৎ একজন ইংরাজ সার্জ্জেণ্টকে সে ট্রামে প্রবেশ ক'রতে দেখেই তাকে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম ক'রল এবং জায়গা ছেড়ে দিল। এই নিয়ে ছাত্রটি আমাকে ভারতীয় মনোভাবের বিষয় একটু ইঙ্গিত ক'রল। সত্যের প্রতিবাদ ক'রে হাস্যাস্পদ হওয়া নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা ক'রে চুপ ক'রে রইলাম।

২৫শে ডিসেম্বর, '৪৪

আজ খৃষ্টের জন্মদিন; খৃষ্টানদের উৎসব। মিশরে শতকরা ১১ জন খৃষ্টান, কিন্তু খৃষ্টীয় কোন পর্ব্বোপলক্ষে এখানে কোন সাধারণ রাজকীয় অনুষ্ঠান হয় না এবং অফিস আদালতও বন্ধ থাকে না। এদেশে খৃষ্টানগণ বহুকাল থেকে এমন কি প্রাচীন আরব ও মামেলুক যুগ থেকেও সার-রাফ্ অর্থাৎ লেখক এবং হিসাব রক্ষকরূপে কাজ ক'রে এসেছেন। এখনও মিশরে কর্ষণযোগ্য ভূমি সংখ্যানুপাতে খৃষ্টানরাই বেশী অধিকার ক'রে আছেন। কায়রো সহরের অনেকগুলি বড় বড় প্রাসাদ খৃষ্টানগণের অধিকৃত। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র **আল্-আহ্‌রাম** একজন সিরিয়াবাসী খৃষ্টান কর্ত্তৃক পরিচালিত। এখানকার সিনেমা, নৃত্যমঞ্চ, হোটেল, ব্যাঙ্কগুলি প্রায় অধিকাংশই সিরিয়ার খৃষ্টান বা কপ্‌টিক খৃষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত। রাজা ফারুক বিপদের সময় খৃষ্টান সুধীগণের সঙ্গে পরামর্শ ক'রতে দ্বিধা করেন না; বর্ত্তমানে রাষ্ট্রসভার ব[illegible] মনোনীত সদস্য খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। এই খৃষ্টানগণ সম্পূর্ণভাবে ইসলাম সভ্যতা ও তাদের ভাষা গ্রহণ ক'রেছেন। বর্ত্তমান অর্থসচিব মক্রম আবিদ পাশা ধর্ম্মে খৃষ্টান, কিন্তু সম্পূর্ণ কোরাণ তাঁর কণ্ঠস্থ। যদিও মিশরে বর্ত্তমানযুগেও খৃষ্টানবিরোধী একটি দল আছে, তথাপি খৃষ্টানদের স্বাদেশিকতা এবং স্বার্থত্যাগ মিশরের স্বাধীনতার আন্দোলনে এত বেশী সাহায্য ক'রেছে যে, বিরোধী দল তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রচার ক'রতে সাহস পায় না। এখানে অভিজাত বংশের বহু মুসলমান ইউরোপে খৃষ্টান মহিলার পাণি গ্রহণ ক'রেছেন, সুতরাং মিশরের ইসলাম ধর্ম্মে ইউরোপীয় খৃষ্টান আচার-ব্যবহার বহু ভাবে প্রসার লাভ ক'রেছে। এখানে কোন খৃষ্টান কিংবা মুসলমান যদি

ধর্মান্তর গ্রহণের ইচ্ছা করে, তবে প্রথমে স্থানীয় কাজী কিংবা বিশপের অনুমতির প্রয়োজন হয়; এবং সে অনুমতি দেওয়ার পূর্ব্বে তাকে ধর্মত্যাগের কারণ প্রদর্শন ক'রতে হয়। কারণ প্রদর্শিত হ'লেও তা'কে স্বীয় ধর্মযাজকের নিকট ৭ দিন নিজের ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ ক'রতে হয়। তৎসত্ত্বেও যদি সে ধর্মান্তর গ্রহণের মত প্রকাশ করে, তবেই তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। মিশর রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে ধর্মপ্রচারের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না। এখানে খৃষ্টান পর্ব্বদিনে ছুটি নেই বলে, খৃষ্টানরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন বিক্ষোভ প্রদর্শন করে না।

২৬শে ডিসেম্বর, '৪৪

আজকে কায়রোর ফলিত চারুশিল্প বিদ্যালয় (School of Applied Arts) পরিদর্শনের জন্য নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলাম। আমার সঙ্গীদের মধ্যে মিসেস ওয়ালি খান এবং মিঃ সালেহ্ উদ্দীনও ছিলেন। এই বিদ্যালয় প্রাঙ্গনটি পূর্ব্বে মামেলুক তুর্কবংশীয় রাজগণের প্রমোদ-উদ্যান ছিল। ১৯০১ সালে এই স্থানে একটি চারুশিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। বর্ত্তমানে এটা রাজসরকার পরিচালিত। এদের উদ্দেশ্য প্রাচীন ফেরাউন শিল্পের প্রচ্ছদপটে মধ্যযুগীয় মুসলিম শিল্প এবং আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পের সহযোগে মিশরে শিল্প সংগঠন। এই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন অংশে চিত্রাঙ্কন, বর্ণসম্মেলন, মৃৎশিল্প, মর্ম্মরশিল্প, মূর্ত্তিগঠন, কার্পেট বয়ন এবং প্রাচীর-চিত্রাঙ্কন—অপর দিকে একটি কাষ্ঠশিল্পের এবং লৌহশিল্পের ছোট কারখানা রয়েছে। এখানকার প্রায় সমস্ত শিক্ষকই জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইতালি বা গ্রীসে শিক্ষিত। বর্ত্তমান মিশরীয় শিল্পের মধ্যে ইসলামের প্রভাব বেশী নেই। জগলুল পাশার সমাধি প্রাচীন মিশরীয় সমাধির অনুকরণে পরিকল্পিত, রাজা ফারুক গির্জার পিরামিডের পূর্ব্ব পার্শ্বে স্বীয় ব্যবহারের জন্য যে বিশ্রামাগার রচনা ক'রেছেন, সেটা সম্পূর্ণ ফেরাউন-শিল্প।

অধ্যক্ষ আহম্মদ বে ইউসুফ প্রত্যেকটি জিনিষ আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, বিশেষ ক'রে প্রবেশ প্রকোষ্ঠের সম্মুখে স্থাপিত জল-দেবতার দু'টি মূর্ত্তির বিষয় তিনি বলছিলেন—প্রাচীন গ্রীক জলদেবী 'মার-মেড' অর্দ্ধ-মৎস্য অর্দ্ধ-নারী, মূর্ত্তির বর্ণ সমুদ্রের নীলাভ সবুজের অনুকরণ। বিগত ফরাসী শিল্প প্রদর্শনীতে এই দু'টী মূর্ত্তি প্রেরিত হ'য়েছিল এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে পৌঁছেছিল ব'লে

মূর্ত্তি দু'টি প্রদর্শিত হয় নি। কিন্তু আহম্মদ বে বল্লেন, ঈর্ষা প্রণোদিত হ'য়েই ফরাসী শিল্পীগণ মূর্ত্তি দু'টিকে প্রদর্শিত হ'তে দেন নি, কারণ তাদের গৌরব তাতে ম্লান হ'য়ে যাবে। সত্য যাই হোক এই দু'টি মূর্ত্তি অপরূপ। মিসেস্ ওয়ালি খান বল্লেন, তিনি ইউরোপে কোন যাদুশিল্পাগারে এমন সুন্দর মারমেড মূর্ত্তি দেখেন নি।

২৭শে ডিসেম্বর, '৪৪

আজকে ওয়াই এম্ সি-এতে খৃষ্টমাস পার্টি ছিল। এই উৎসবে ভারতীয় সৈন্যদের জন্য ভারতীয় নর্ত্তকীদের একটি অভিনয় প্রদর্শিত হ'য়েছে। ভারতবর্ষ থেকে কয়েকদিন হ'ল কয়েকজন ভারতীয় নর্ত্তকী সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন শিবিরে অভিনয় ক'রে বেড়াচ্ছে। এই সমস্ত নৃত্যাভিনয়ে ইতালীয়, আমেরিকান, কানাডিয়ান, নিউজিল্যাণ্ডের সামরিক কর্ম্মচারীদের আমন্ত্রণ করা হয় এবং ভারতীয় নৃত্য ও চারুশিল্পের নিদর্শন স্বরূপ উপস্থিত করা হয়। আজকের নৃত্যে এই সকল সামরিক কর্ম্মচারীদের সঙ্গে কয়েকজন মিশরীয় ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য ভারতীয় সিপাহীর সংখ্যাধিক্য ছিল। নৃত্যমঞ্চের যবনিকা উত্তোলনের পরই যে দৃশ্য দেখলাম কৃষ্ণ যবনিকাই তদপেক্ষা সুন্দরতর ছিল। মাদ্রাজী সাতটি যুবতী ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ, প্রায়ই কোটরগত চক্ষু, শুভ্রদন্ত,—হঠাৎ আমার অশোক বনে সীতাদেবীর পার্শ্বচারিণীদের চিত্র মনে পড়ে গেল। নর্ত্তকীদের আবৃত্তি যেমনই হোক তাদের নৃত্য দেখে আমার বদিয়ার কথাই মনে হ'চ্ছিল। একজন মিশরীয় ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা ক'রলেন, এই কি আপনাদের দেশের শিল্পকলার পরিচয়? আমি অন্য কথা বলতে আরম্ভ ক'রলাম।

২৮শে ডিসেম্বর, '৪৪

আজ ভাগলপুর থেকে একখানা চিঠি পেলাম। তাতে প্রমোদ বিহারে এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় ভাগলপুরের কমিশনার এবং কয়েকজন ইউরোপীয় ভদ্র মহিলার মৃত্যুসংবাদ পেলাম। উদীয়মান সাহিত্যিক স্বর্ণকোমল রায়ের মৃত্যু সংবাদ পেলাম। এই তরুণ যুবকটির বাঁচবার খুবই আকাঙ্ক্ষা ছিল, অসমাপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অবাঞ্ছিত মৃত্যুকে বরণ ক'রতে হ'ল; কে জানে আবার

কি সে ফিরে আসবে? বিখ্যাত বাঙ্গালী ব্যবসায়ী নারায়ণ দাস মুখার্জ্জী তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে অবস্থা বিপর্য্যয়ে অত্যন্ত আকুল আগ্রহে মৃত্যুকে বরণ ক'রেছেন। তিনটি মৃত্যুর সংবাদ, তিনটি বিভিন্ন কারণ; প্রত্যেকটি মৃত্যুর পটভূমিকা বিচার ক'রে মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তার কথাই ভাবছিলাম।

২৯শে ডিসেম্বর, '৪৪

আজকে সমস্ত দিন একখানি প্রাচীন পাণ্ডুলিপির মধ্যে ভারতীয় সাহিত্য এবং ধর্ম্মের পরিচয় অনুসন্ধান ক'রলাম এবং এ বিষয়ে আল্-আজ্‌হরের একজন আলেম আমাকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছেন। আল্-আজ্‌হরের মৌলানারা সাধারণতঃ খুবই ভদ্র এবং বিদেশীয়দের সাহায্য করবার জন্য খুবই উৎসুক। আমার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র যদিও ভারতবর্ষ সম্পর্কিত বিষয়ের গবেষণা, তবু তাঁরা যথেষ্ট উল্লাসের সঙ্গে সাহায্য ক'রছিলেন। অবশ্য, আমাদেরই দুর্ভাগ্য যে আমরা এ পর্য্যন্ত আধুনিক মিশরীয়দেব মনে ভারত সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার ক'রতে পারিনি। তারপর আল বেরুণীর ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের একখানি অনুবাদের বিষয় সন্ধান পেয়ে আমি ষ্টেট্ লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম। অধ্যক্ষ বল্লেন যে, মকত্তম পাহাড়ের গহ্বরে অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি লুক্কায়িত রয়েছে। সুতরাং ইচ্ছামত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

৩০শে ডিসেম্বর, '৪৪

আজকে মিঃ সালেহ্ উদ্দীনের গৃহে আমাদেব চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। নিমন্ত্রিতের মধ্যে শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আহম্মদ বে ইউসুফ, এবং মিসেস্ ওয়ালির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের সকলেই শিল্পামোদী। মিঃ সালেহ্ উদ্দীন আজ তাঁর শিল্প সংগ্রহের একটি ক্ষুদ্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। প্রদর্শনী-গৃহটি ফরাসী এবং তুর্কী স্থপতি অনুসারে পরিকল্পিত। তাঁর সংগ্রহের ভিতর মিসেস্ ইউসুফ এবং ওয়ালি সূচিশিল্পের বিশেষ প্রশংসা ক'রলেন। হাঙ্গারী এবং অষ্ট্রিয়ার উপরের ট্রের ঢাকনী, আয়র্লাণ্ডের ও প্রাশিয়ার চায়ের পটের ঢাকনী, ফরাসী দেশীয় জানালার পর্দ্দা, মরক্কোর সূতার তৈরী কোমরবন্ধ এবং সুদানের কাঁথা খুবই সুন্দর ছিল। তারপর আমরা দেখলাম, তুরস্কের অতি

প্রাচীন ফাউণ্টেন পেন, একটি হাড়ের ভিতরে কলম দোয়াত এবং কালি মুছবার জন্য বালি একই সঙ্গে রয়েছে। তারপর দেখলাম, প্রাচীন আরবের দলিল-পত্রাদি রাখবার জন্য চামড়া ও হাড়ের লম্বা নলের মত বাক্স। অন্যান্য জিনিষের মধ্যে চীনের ফুলদানি, ফরাসী বুক-কেস, রাশিয়ান কার্পেট, মিশরের টুকরো কাঠের তৈরী ছোট আলমারী—প্রত্যেকটি কাঠ এক ইঞ্চি, আধ ইঞ্চি এবং সিকি ইঞ্চি। এই টুকরোগুলির সমন্বয়ে আলমারী তৈরী হ'য়েছে। সর্ব্বশেষ প্রকোষ্ঠে দেখলাম, নানা চিত্র—প্রায় সমস্ত চিত্রই মৌলিক, অথবা যথাসাময়িক যুগের প্রতিলিপি। বিরাট দরজার অপর পৃষ্ঠে সংযোজিত ছিল তুর্কী সম্রাট মুরাদের রাজচিত্রকরের অঙ্কিত ছবি। এই চিত্রে চারিটি অংশ—প্রত্যেকটি অংশে এক একখানি স্বতন্ত্র ছবি। এই চারিটি অংশকে সম্মিলিত ক'রলে অপর একখানি পূর্ণাঙ্গ চিত্রের সৃষ্টি হয়। এই চিত্রের পরিকল্পনায় রাজচিত্রকর স্বয়ং প্রতিকৃতি অঙ্কিত ক'রছেন এবং চিত্রাংশে তাঁর চিত্রশালার পরিপূর্ণ ছবি রয়েছে। একটি অংশে চিত্রকরের পত্নীকে প্রসাধনরতা দেখান হ'য়েছে। চিত্রের শেষ অংশে সম্রাট মুরাদ স্বয়ং অত্যন্ত মৌলিক। আহম্মদ বে-ইউসুফ এবং তাঁর স্ত্রী ব'ল্লেন, ইউরোপের যে কোন চিত্রশালায় এই চিত্র খানি অন্ততঃ ৫০,০০০ পাউণ্ডে বিক্রয় হ'তে পারে। তারপর মিঃ সালেহ্‌উদ্দীন তাঁর ফটোগ্রাফ সংগ্রহ দেখালেন। নেপোলিয়নের যুগে মিশরের শাসনকর্ত্তা—তাঁর পূর্ব্বপুরুষ থেকে আরম্ভ করে তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা পর্য্যন্ত সকলেরই ফটোগ্রাফ রয়েছে। তাঁর কন্যার ৬ মাসের থেকে আরম্ভ ক'রে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি জন্মদিনের ছবিগুলি এবং তাদের মনস্তত্ত্ব এত সুন্দর ক'রে বুঝিয়ে দিলেন যে মনে হ'ল এই বিপত্নীক ভদ্রলোক কত আগ্রহ, যত্ন এবং নিপুণতার সঙ্গে কন্যাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর তন্ময়তা দেখে মনে হ'ল, কন্যাদের শিক্ষার জন্য কি তাঁর চিন্তা ছিল—এবং তার জন্য কত গ্রন্থ তিনি পাঠ ক'রেছেন! কিন্তু তাঁর পারিবারিক জীবনের পশ্চাতে কি ভীষণ শোকবহ ঘটনা জড়িত রয়েছে—সেটি আমি শুনেছিলাম।

প্রায় ৭টার সময় আমরা কফি পর্ব্ব শেষ ক'রে বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের সাহায্য-কল্পে প্রদর্শিত 'পুকার' ছায়াচিত্র দেখতে গেলাম।

ইণ্ডিয়া ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মিঃ গণেশীলাল, মিঃ দয়ালদাস, মিঃ ফারোকী এবং আমি এই ছায়াচিত্রের সাহায্যে কিছু অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা ক'রেছিলাম। অবশ্য এই ব্যাপারে আমাদের অনেক বেগ পেতে হ'য়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত রাজা ফারুককে পৃষ্ঠপোষক ক'রে আমাদের প্রভুদের অনুমতি পেয়েছিলাম।

টিকিটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারিত হ'য়েছিল ৫০ পিয়াস্তা (প্রায় ৬৷০ আনা) আমি আমার অনেক মিশরীয় বন্ধুদের নিমন্ত্রণ ক'রেছিলাম, তাতে ১৬ পাউণ্ড ব্যয় হ'য়েছিল। ভারতবর্ষের যে সমস্ত ছায়াচিত্র মিশরে প্রদর্শিত হয়, সেগুলি অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর এবং প্রায়ই বম্বের অতি প্রাচীন। এই সকল ছায়া-চিত্রে সীতার ভূমিকায় অবতীর্ণা হন হাত-ঘড়ি বাঁধা, ব্লাউজ পরা, উঁচু হিলতোলা জুতা পায়ে দিয়ে আধুনিকা মহিলা—তিনি আবার যুদ্ধনিরতা। আমি ইচ্ছা ক'রেই আমার কায়রোর বন্ধুদের অধিক সংখ্যায় পুকার দেখতে আমন্ত্রণ ক'রেছিলাম, কারণ তাঁরা ভারতের সবাক্ চিত্র এবং শিল্পরুচির কিছু পরিচয় পাবেন। মিশরবাসীরা সকলেই এই চিত্র খুব উপভোগ ক'রেছিলেন এবং তাঁরা ভারতীয় সিনেমা শিল্প সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা নিয়ে গেলেন।

সিনেমার শেষে আরম্ভ হ'ল ভীষণ বৃষ্টি! কিন্তু পথে আমরা প্রথমে কোন টেক্সি পেলাম না এবং পায়ে হেঁটে প্রায় নীলের পাশে এসে একখানা টেক্সি পেলাম। এই দারুণ দুর্য্যোগেও টেক্সিওয়ালা নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা ১ পিয়াস্তাও অধিক দাবী করে নি। আমি খুসী হ'য়ে তাকে ১০ পিয়াস্তা বকশিস্ দিলাম।

৩১শে ডিসেম্বর, '৪৪

কাল রাত্রি থেকেই মুষলধারে বৃষ্টি হ'চ্ছে! শুনলাম, এমন বৃষ্টি কায়রোতে অনেক বৎসর হয়নি। পথ কর্দ্দমাক্ত, বায়েৎ-উল-আরাবীতে বসে মিঃ নসর আসাদের সঙ্গে আরব দেশের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রায় ৪ ঘণ্টা আলোচনা ক'রলাম।

১লা জানুয়ারী, '৪৫

মিশরে খৃষ্টানদের নববর্ষ কিংবা 'ক্রীসমাস ডে'তে কোন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের বিধি নেই, যদিও এখানে শতকরা প্রায় ১৩।১৪ জন খৃষ্টান। শুক্রবার জুম্মা নমাজের দিনে রাষ্ট্রের সমস্ত বিভাগই বন্ধ থাকে। খৃষ্টান সংবাদপত্রে এ নিয়ে কোন আলোচনা নেই। খৃষ্টানগণ জাতীয় ভাষারূপে আরবী পড়ে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোরাণ অবশ্যপাঠ্য এবং কোরাণের ভাষা কণ্ঠস্থ করা উত্তম আরবী শিক্ষার প্রথম সোপান। বহু খৃষ্টান আরবী নাম গ্রহণ করে। আহম্মদ, মহম্মদ,

মুস্তাফা, ফোয়াদ, সফি, মক্রম প্রভৃতি নাম খুবই জনপ্রিয়। ইহুদীগণও আরবী নাম স্বচ্ছন্দমনে গ্রহণ করে। এখানে একমাত্র নাম থেকেই কোন লোকের পরিচয় পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান নিখিল আরব আন্দোলনের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই এবং নিখিল আরব আন্দোলনের উদ্যোক্তা অনেক স্থলেই খৃষ্টান। রাজনীতি ক্ষেত্রে খৃষ্টান, ইহুদী এবং মুসলমান সহযোগে কাজ করে। এখানে গ্রীক, কপট্ এবং ইতালীয় খৃষ্টান প্রায় শতকরা ১৩/১৪ জন; কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠের দাবীতে তারা রাষ্ট্রকে পঙ্গু করে না।

২রা জানুয়ারী, '৪৫

আজকে বায়েৎ-উল-আরাবীর অবস্থা খারাপ। কর্ম্মকর্ত্তা অনুপস্থিত, ২টি ভৃত্য পলাতক, পাচক অসুস্থ। সুতরাং খাদ্যের ব্যবস্থা হোটেলেই ক'রতে হ'য়েছে। বৈকালে ছাত্রাবাসের কর্ম্মকর্ত্তা আহম্মদ মিষ্টি কথায় আমাদের তুষ্ট ক'রলেন। কিন্তু খাদ্যের কোন ব্যবস্থা করেন নি। আমার খুব সুবিধা হ'য়েছে। সারাদিন ইবন-ই-আসাকিরের গ্রন্থখানি পড়েছি এবং ভারতবর্ষ সংক্রান্ত সংবাদগুলি সংগ্রহ ক'রেছি। কালকে কিতাব্-উল্-আঘানি আরম্ভ ক'রব।

৩রা জানুয়ারী, '৪৫

আজকে সমস্ত দিন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। প্রাতরাশের পর ডাঃ হাসানের সঙ্গে অনেকক্ষণ আব্বাসীয় খিলাফতের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা হ'ল। এখানকার পণ্ডিতগণ ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাস সম্বন্ধে অতি অল্প সংবাদই জানেন এবং জানবার জন্য এঁদের কোন উৎসাহও নেই।

প্রায় সাড়ে এগারটার সময় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রীর দপ্তরে গিয়ে আমার ভিসা (অনুমতি-পত্র) সম্বন্ধে সংবাদ নিলাম। দু'মাস হ'য়ে গেছে আমি ভিসা-পরিবর্ত্তনের জন্য আবেদন ক'রেছি, কিন্তু কোন সংবাদ নেই। ভারতবর্ষ ত্যাগ করবার পূর্ব্বে বোম্বাই কন্সালের নিকট টেলিগ্রাম ক'রে ১ মাস পরে উত্তর পেয়েছি। এখানে এসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একখানি পত্র লিখেছি, কিন্তু স্বরাষ্ট্র বিভাগ নিরুত্তর। রাজকীয় গ্রন্থাগারে কয়েকখানি পুস্তকের জন্য লিখেছি দু'মাস হ'ল; তাঁরা প্রত্যেক সপ্তাহেই শুক্রবারে আসতে বলেন, কিন্তু উপস্থিত

হ'লেই অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে মার্জ্জনা প্রার্থনা করেন; বলেন যে, উত্তর এখনও আসেনি। এ রাজ্যের সর্ব্বত্রই মন্থর গতি!

দ্বিপ্রহরে মিঃ সালেহ্ উদ্দীনের গৃহে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ ছিল। অধ্যাপক হাসান ফতেহ্ একজন বিখ্যাত স্থপতিবিদ্। তিনি মিশরের নূতন গ্রামের পরিকল্পনা ক'রেছেন। গ্রামেও যথেচ্ছ অনিয়মিত গৃহবটিকা নির্ম্মাণের তিনি বিরোধী। তবে তিনি ফরাসী ধরণের সেলুন কিংবা সুইট্‌জারলাণ্ডের কটেজ—মিশরের তাল-খর্জ্জুর-বৃক্ষ-সমাকীর্ণ গ্রামে পত্তন ক'রতে চান নি। মিশরের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মিশরীয় শিল্প একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ ক'রবে—সেটা ইউরোপীয় নয়, আরবীয় বা তুর্কী নয়, সেটা মিশরীয়, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত। তিনি বল্লেন, আমাকে একদিন মিশরের গ্রাম্য স্থপতি পরিকল্পনা দেখিয়ে গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে পরিচয় ক'রিয়ে দেবেন।

বৈকালে অধ্যাপক মগিহুদ্দীন নাসিফের গৃহে কফির নিমন্ত্রণ। বর্ত্তমানে কায়রোতে নিখিল আরব নারী আন্দোলনের অধিষ্ঠান চলেছে। সিরিয়া, পালেষ্টাইন, ট্রান্সজর্ডন, আরব ও মিশর থেকে বহু নারী প্রতিনিধি এসেছেন। মিসেস নাসিফ তাঁদের অভ্যর্থনা ক'রেছেন। এই কফি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মিঃ এবং মাদাম ইউসুফ বে, ডাঃ এবং মিসেস ওয়ালি খান, মিঃ সালেহ্-উদ্দীন, মিস্ মিরিয়ম (দামাস্কাস), মিস্ সাজ্‌জার (বেরুথ), মিস্ হাকিমা (মদিনা) এবং আরও কয়েকজন নারী প্রতিনিধি। আমাদের আলোচনা প্রথমে শিল্পকলাকে কেন্দ্র ক'রেই চলেছিল। আমি তাজমহলের পশ্চাতে যে রাজকীয় প্রেমের প্রেরণা ছিল, তার আলোচনা ক'রলাম। মিসেস ইউসুফ শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ভারতবর্ষের সৌন্দর্য্যজ্ঞান সম্বন্ধেও তাঁর খুব উচ্চ ধারণা রয়েছে। মিসেস ওয়ালি খান বল্লেন, তাজমহল না দেখে মরলে তাঁর আত্মার তৃপ্তি হবে না। তারপর মিস্ মিরিয়ম তুললেন নিখিল-আরব আন্দোলনে নারী স্বাধীনতা প্রশ্ন। ফতেহ্ নীল পত্রিকার সম্পাদক নারী প্রগতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ ক'রলেন। ডাঃ ওয়ালি খান ইউরোপীয় সভ্যতার খুব পক্ষপাতী, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ইউরোপীয় হ'য়েও ভারতীয় সভ্যতা সমর্থন করেন। ডাঃ ওয়ালি স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য যতই কথা বলেন, স্ত্রী ততই তার প্রতিবাদ করেন; তবে বুদ্ধিমতী স্ত্রী স্বামীর অপ্রাসঙ্গিক উক্তিগুলিকে অতি বিনম্রভাবে সংশোধন ক'রে দেন। মিঃ সালেহ্‌উদ্দীনের স্ত্রী স্বামী ত্যাগ ক'রেছেন। এই আঘাত তিনি কখনই ভুলতে পারেন না। তাঁর মতে পুরুষ

ও নারীর প্রতিযোগিতার প্রয়োজন নাই। তাদের সমান্তরাল অগ্রগতিই কাম্য। মিসেস নাসিফ কায়রোর মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। তিনি বল্লেন, মিশরীয় তরুণ-তরুণীগণ এখনও পথ স্থির ক'রে উঠতে পারে নি। তবে যুদ্ধোত্তর যুগে মিশরীয় নারী নূতনরূপে দেখা দেবে এটা নিঃসন্দেহ। ১৯৫০ সালের নারী আর ১৯২০ সালের নারীর মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান থাকবে।

এমন সময় আমি ইণ্ডিয়া যুনিয়নের সম্পাদক মিঃ দয়ালদাসের নিকট থেকে টেলিফোন পেলাম, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজে ব্রিটিশ কন্‌সালের পত্রের উত্তর দেওয়ার জন্য মিঃ গণেশীলালের গৃহে কয়েকজন ভারতবাসী অপেক্ষা ক'রছেন, আমাকে যেতে হবে। অনিচ্ছা সত্ত্বে সাতটার সময় সভা থেকে বিদায় গ্রহণ ক'রে নীচে এলাম। রাত্রি অন্ধকার, পথ অপরিচিত, দূরত্ব অজানা। গৃহের সামনে প্রায় ২০ মিনিট অপেক্ষা ক'রছি; কোন টেক্সি নেই। নাসিকের গৃহে ফিরে গেলে মহিলাদের সম্মুখে অপ্রস্তুত হ'ব, সুতরাং উপরে যাব না। একটি নিগ্রো ভৃত্যকে বল্লাম, আমাকে টেক্সি ডেকে দাও, তোমাকে বক্‌শিস্ দোব। বেচারা প্রায় ১৫ মিনিট হাঁটিয়ে এনে আমাকে ট্রাম লাইনের পাশে একটি টেক্সি ডেকে দিল। ১০ পিয়াস্তা বক্‌শিস্ দিলাম। নিগ্রো ভৃত্য খুব সন্তুষ্ট।

১৫ মিনিটের মধ্যে মিঃ গণেশীলালের গৃহে উপস্থিত হ'য়েছি। আলোচনার বিষয় মিঃ নারু। বর্ত্তমানে তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলছে। এই হস্তরেখাবিদ্ এখানে একটি মুসলিম লীগের শাখা প্রতিষ্ঠা ক'রতে চান এবং উদার ব্রিটীশ কন্‌সাল এ বিষয়ে সমদর্শী এবং নিরপেক্ষ। ইণ্ডিয়া যুনিয়ন বিদেশে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ক'রে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্লেদ দেশান্তরে ছড়াতে চায় না। এই দলের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক। আজকের সভায় মিঃ নারুর বিরুদ্ধে কন্‌সালের নিকট অভিযোগ করা হবে। সে সম্বন্ধেই আজকে রাত্রে আলোচনা করা হবে। আমি এই আলোচনায় যোগ দিতে অস্বীকার ক'রলাম, কারণ স্থানীয় সমস্ত স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত সম্বন্ধ আমি জানি না। সুতরাং অক্ষমতা জানিয়ে তাঁদের আলোচনা শুনলাম।

৪ঠা জানুয়ারী, '৪৫

আজকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, সুতরাং লাঞ্চের পূর্ব্বে বাইরে গেলাম না। বৈকালে অধ্যাপক হবীবের সঙ্গে শিয়া মতবাদের সহিত অবতারবাদের সম্বন্ধ

নিয়ে আলোচনা হ'য়। ভারতীয় পণ্ডিতদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বোধ হয় এই আলোচনার পরে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে।

সন্ধ্যায় লেঃ এবং মিসেস খয়রিয়া নামক মিশরীয়যুগল তাঁদের বন্ধু মিঃ জানফালির সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছেন। তাঁদের শিশুটি খুব অসুস্থ এবং নাক মুখ দিয়ে সর্দ্দি বেরুচ্ছিল। মিসেস্ খয়রিয়া বল্লেন যে, প্রায় ১০ দিন তিনি রাত্রে ঘুমুতে পারেন নি। আমি দেখলাম, শিশুটি সত্যই খুবই কষ্ট পাচ্ছে; মায়েরও খুব সর্দ্দি। আমি বল্লাম, এক ঘণ্টা বসুন, আমি ভাল ক'রে দিচ্ছি। শিশুর ওষুধ খেতে হবে না, মা খেলেই হবে। আমি তাঁকে ১ ফোঁটা হোমিওপাথিক ব্রাইওনিয়া দিলাম। ১ ঘণ্টায় তিনবার ওষুধ দিয়ে বল্লাম, বাড়ী যান। শিশুটি কালই ভাল হ'য়ে যাবে। ডিনারের পর তাঁরা উঠলেন। মায়ের সর্দ্দি ইতিমধ্যেই অনেকটা ভাল হ'য়ে গেছে। মিসেস্ খয়রিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলেন, আপনি কি সত্যই ভারতবাসী? আমি বল্লাম, আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে? তিনি বল্লেন, আমরা ভারতবাসীকে তো কেবল হস্তরেখাবিদ্, দর্জ্জি এবং সৈনিক বলেই জানি। আমার স্বামীও ইংরাজ কর্ম্মচারীদের নিকট শুনেছেন যে ভারতবাসী এখনও সভ্যতা শেখেনি। আপনার জন্ম কি ইউরোপে? আমি হাতের বর্ণ দেখিয়ে বল্লাম, এটা ভারতবর্ষের খাঁটি বর্ণ এবং এই পোষাকের নীচেই ভারতবাসীর খাঁটি মন রয়েছে। একবার ভারতবর্ষে চলুন, আপনাদের ধারণা বদলে যাবে। তিনি আমাকে আগামী সপ্তাহে হেলিওপলিসে তাঁদের গৃহে নিমন্ত্রণ ক'রলেন।

৫ই জানুয়ারি, '৪৫

আজকে অধ্যাপক হাসান ফতেহ্ এবং মিঃ সালেহ উদ্দীনের সঙ্গে প্রাচীন কায়রোর ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়েছিলাম। আল্-আজ-হারের উপকণ্ঠ এবং তৎসংলগ্ন কয়েকটি প্রাচীন পল্লী দেখেছি। তার অনেক গুলি একাদশ থেকে আরম্ভ করে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হ'য়েছিল। অট্টালিকাগুলির নীচের তলা প্রায়ই জানালাবিহীন। সেগুলি রন্ধনশালা, ভৃত্যদের কক্ষ এবং পশুশালার জন্য নির্দ্ধারিত ছিল। গৃহের সদর দরজা রাস্তার দিকে খোলা যায়, কিন্তু অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত। সুতরাং বাড়ীর অঙ্গন প্রবেশকারীর দৃষ্টিগোচর হয় না। অঙ্গনটি প্রায়ই চতুষ্কোণ এবং প্রত্যেক দিকেই বিভিন্ন সিঁড়ি রয়েছে। ভৃত্যদের জন্য,

মহিলাদের জন্য, পুরুষদের জন্য বিভিন্ন প্রবেশপথ, প্রায় প্রত্যেক অঙ্গনেই কোরাণ পাঠের ব্যবস্থা রয়েছে। উচ্চ বেদীতে বসে ইমাম অথবা কারি সাহেব কোরাণ আবৃত্তি করেন। পুরুষ শ্রোতা নীচের আসনে বসেন, এবং অসূর্য্যম্পশ্যা মহিলাগণ উপরে বারান্দায় বসে মাশরাবাইয়ার অন্তরাল থেকে কোরাণ পাঠ শ্রবণ করেন। এই মাশরাবাইয়ার কিছু আভাস আমরা দিল্লীর কোন কোন কেল্লার মধ্যে এবং আগ্রার শাহ্‌জাহান মহলে দেখতে পেয়েছি। আমরা জালালুদ্দিন আহম্মদ নামক একজন সুবিখ্যাত বণিকের গৃহে প্রবেশ ক'রেছিলাম। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর বণিক ছিলেন। গৃহ এবং আবাস দেখে মনে হ'ল, তিনি প্রায় সম্রাটের সমকক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। গৃহের অভ্যর্থনা কক্ষে চারিপার্শ্বে বিভিন্ন বর্ণের ঘন কাঁচ স্থাপন করা হ'য়েছে। দিবসের যে কোন সময়েই সূর্য্যের আলো এই গৃহটি প্রায় রঙ্গমঞ্চেরই অনুরূপ হ'য়ে ওঠে। ত্রিতলে মহিলা কক্ষটির পার্শ্বে স্নানাগারে প্রবেশ ক'রলাম। এই গৃহের ছাদটি কাঁচ দিয়ে তৈরী এবং অনেকটা মসজিদের মিনারেরই অনুকরণ। সাত রকম রঙের কাঁচের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত সূর্য্যালোকে স্নানাগারের অভ্যন্তরবাসিনীর দেহের বর্ণ প্রতিক্ষণে অপূর্ব্ব সুষমামণ্ডিত হ'য়ে উঠত। স্নানার্থিনী মহিলা নিজের রূপ প্রতিফলিত দেখে নিশ্চয় উল্লাস অনুভব ক'রতেন। মিশরের প্রকৃতির সঙ্গে এই ব্যবস্থা সুসমঞ্জস, কারণ এই দেশে বৃষ্টি নেই। সমস্ত বৎসরব্যাপী সূর্য্যালোক। সুতরাং বৃষ্টির প্রতিষেধক কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না।

আমরা একটি অদ্ভুত মসজিদ দেখলাম। মসজিদটির প্রাচীরগাত্রে আল্লাহ্‌র নাম উৎকীর্ণ রয়েছে, কোথাও বা মহম্মদ নাম কিংবা কোরাণের বাণী। নীচের অংশ শুক্তিমুক্তা খচিত। কক্ষের মধ্যস্থলে দুইটি কবর রয়েছে—পিতা এবং পুত্র —মসজিদের প্রতিষ্ঠাতৃদ্বয়। মিশরের শাসন-কর্ত্তারূপে তাঁরা ফেরাউস দ্বিতীয় রামেশিসের সমাধিস্তম্ভ আসোয়ান থেকে উত্তোলন ক'রে কায়রোতে আনয়ন ক'রেছেন। ধর্ম্মের দিক দিয়ে ইসলাম কখনও মৃতের সমাধির অবমাননা অনুমোদন করে না। এই শাসন-কর্ত্তা ইসলামের সম্মানার্থ ফেরাউন সমাধির একটি বিশাল স্তম্ভ স্থানান্তরিত ক'রে মসজিদ ভিত্তি স্থাপন ক'রেছেন এবং তৎসঙ্গে নিজের কবরের ব্যবস্থাও ক'রেছেন। কিন্তু উহার মধ্যে পূর্ত্তজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যাপক হাসান ফতেহ্‌ বল্লেন, এইস্থানে পূর্ব্বে একটি কপটিক খৃষ্টান গির্জ্জা ছিল এবং তারই ভিত্তির উপরে মসজিদটি নির্ম্মিত হ'য়েছে। তিনি এই বৃহৎ অট্টালিকার স্থপতিবৈশিষ্ট্য আমাদের বুঝিয়ে দিলেন।

৬ই জানুয়ারী, '৪৫

আমার ভিসার জন্য স্বরাষ্ট্র বিভাগে গিয়েছিলাম। তাঁরা বল্লেন, আমার সমস্ত কাগজপত্র হারিয়ে গেছে, তবে আবার কাল অনুসন্ধান ক'রে দেখবেন। তাঁরা অনুসন্ধান ক'রতে স্বীকৃত হতেন কি না সন্দেহ, যদি মিঃ সালেহউদ্দীন আমার সঙ্গে উপস্থিত না থাকতেন।

মিঃ সালেহ্‌উদ্দীনের গৃহে আজকে লাঞ্চ খেলাম। তিনি ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে বেশ সংবাদ রাখেন এবং তার চিন্তার ক্ষেত্র খুব সুপ্রসারিত। ভারতবর্ষ ও চীনের চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি ডাঃ হুসির কথার সমালোচনা ক'রলেন। ডাঃ হুসি বলেন, ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মই চীনের কর্ম্ম প্রেরণাকে ধ্বংস ক'রে তাঁদের জাতীয় জীবনকে আলস্য-পঙ্গু ক'রেছে। সুতরাং বর্ত্তমানে গান্ধীর নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদ ভারতের জাতীয় জীবনকে কি ভাবে পরিচালিত ক'রবে তা বুঝা যাচ্ছে না। তিনি ভারতবর্ষের জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করেন না। কর্ম্মফল দ্বারা যে ভবিষ্যৎ জন্ম নিরূপিত হয়, এটা তাঁর সেমিটিক মন কিছুতেই গ্রহণ ক'রতে পারে না। অথচ তিনি যুক্তিতে আমাকে পরাজিতও ক'রতে পারেন নি। তাঁর মতে, যে মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে সে নিজের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমাজ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নিজের মনোবৃত্তি এবং কর্ম্মধারার প্রভাব বিস্তার ক'রে ভবিষ্যৎ মানুষের কর্ম্মধারা নির্দ্ধারিত করে। এ ভাবেই তিনি ট্রান্সমাইগ্রেসন অব দি সোল গ্রহণ ক'রতে প্রস্তুত, তার বেশী নয়। মিঃ সালেহউদ্দীন অতি মার্জ্জিতরুচি, ভদ্র, স্থিরধী এবং মননশীল।

৭ই জানুয়ারী, '৪৫

কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি ছাত্র-শিক্ষকদল উত্তর আরব, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্সজর্ডন রাজ্যগুলি পরিদর্শন ক'রবেন—প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য শিক্ষা, পরোক্ষ উদ্দেশ্য রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন। সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে একটি নিখিল আরব আন্দোলন চলেছে। আজকে যারা যুবক, আগামী কাল তারা রাষ্ট্রের কর্ণধার হবে ; এর পূর্ব্বাহ্নে বিভিন্ন রাজ্যের যুবকদের মধ্যে একটি প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজন রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ অনুভব করেন। এই দলে ২১ জন ছাত্র, ৩ জন অধ্যাপক এবং ১ জন সেক্রেটারী থাকবেন। আমি মিশরবাসী অথবা আরব নই ব'লে প্রথমে একটু আপত্তি উঠেছিল। পরে

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ডাঃ আলি ইব্রাহিম পাশা বল্লেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে আমার ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অবৈধ নয়। ফেকাল্টি অব আর্টসের ডীন ডাঃ হাসান ইব্রাহিম হাসান আমার পক্ষ হ'য়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছেন।

আজ বৈকালে ভারতীয় সৈন্যাবাসের ছাত্রগণ আমাকে মিনা শিবিরে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন। পিরামিডের পাদদেশে আমাদের ফটোগ্রাফ নেওয়া হবে এবং বৈকালিক কফিপানের ব্যবস্থা হবে। আমি ৩টার সময় সেখানে উপস্থিত হ'লাম। গুর্খা, পাঠান, মাদ্রাজী, আরবী, রাজপুত, বাঙ্গালী, জৈন, দিল্লীওয়ালা প্রভৃতি ২০ জন যুবক সম্মিলিত হ'য়েছেন। আমরা প্রায় ২ ঘণ্টা সমস্ত পিরামিডের পার্শ্বে বেড়িয়েছি। ৫টার সময় নৃসিংহ মূর্ত্তির সম্মুখে ফটো তুললাম। এই ব্যাপারে বরিশালের মিঃ চৌধুরী এবং মিরাটের মিঃ বানার্জ্জী খুব উৎসাহী ছিলেন। মাদ্রাজের মিঃ নায়ার শান্ত, নীরব কর্ম্মী, খাদ্যের ভার তাঁর উপরই ছিল। আমরা ৬টায় সম্মেলন শেষ করে ফিরে এলাম।

৮ই জানুয়ারী, '৪৫

আজ মিশরে রাষ্ট্রনির্ব্বাচনের শেষ দিন। নির্ব্বাচনের পূর্ব্ব থেকেই নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনা চলেছে। এখানে নির্ব্বাচনের কলা কৌশল মায়াদয়াহীন, সফলতার জন্য যে কোন প্রকার উপায় অবলম্বন ক'রতে এঁরা দ্বিধা করেন না। নারীদের কোন ভোটাধিকার নেই। জগলুল পাশার ওয়াফদ্ দল এই নির্ব্বাচনে যোগদান করেন নি। নূতন দু'টি দল হয়েছে। মক্রম আবিদ পাশা একজন খৃষ্টান বারিষ্টার—জগলুল পাশার দল থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নূতন দল সৃষ্টি ক'রছেন। এদেশে নির্ব্বাচন কোন মূল নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয় না—মূল নীতি নির্ব্বাচনের পূর্ব্বাহ্নে প্রচারিত হ'লেও কার্য্যকালে প্রায়ই বিপরীত পন্থা অবলম্বিত হয়। নির্ব্বাচনের পর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ অতি সামান্য প্রলোভনেই দলত্যাগ করেন। এখানে নীতি অপেক্ষা ব্যক্তির প্রাধান্য বেশী। ব্রিটীশ সরকার ১৯৩৭ সালে যে রাষ্ট্র সংগঠনের পরিকল্পনা ক'রেছিলেন, তার ভিতর সাম্প্রদায়িক কোন নির্ব্বাচন নেই। এখন স্বরাষ্ট্র বিভাগে কোন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নেই। পররাষ্ট্র বিভাগে বিভিন্ন দেশের রাজদূত, বাণিজ্যদূত মিশরীয় মন্ত্রীমণ্ডলী কর্তৃক নিযুক্ত হন। সুতরাং ভারতবর্ষ অপেক্ষা মিশরের

পররাষ্ট্রীয় সম্মান বেশী। মক্রম আবিদ পাশা খৃষ্টান হ'লেও বহু মুসলমান তাঁকে সমর্থন করেন, কারণ তিনি দেশের সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তি। অবশ্য এই নির্ব্বাচনে আহম্মদ মেহের পাশার দল (সাদিষ্ট—যাঁরা জগলুল পাশার নীতির সমর্থক বলে দাবী করেন) মন্ত্রীত্ব লাভ ক'রবেন। কারণ নক্রাশি পাশা, মেহের পাশাকে সমর্থন করেন। ইনি একজন ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন—বর্ত্তমানে কূটনীতিবিদ্ বলে পরিচিত। মিশরে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিভাগে প্রায়ই অধ্যাপকগণ নিযুক্ত হন। এখানে অধ্যাপকদের বেশ সম্মান।

আমি নির্ব্বাচনের কয়েকটি কেন্দ্র ঘুরে দেখলাম যে সাধারণ লোক, বিশেষ ক'রে ফেলাহীন কৃষকগণ এটাকে একটা আমোদের জিনিষ ব'লে মনে করে। নির্ব্বাচনের সঙ্গে তা'দের জীবনযাত্রার কোন সম্বন্ধ নেই বলে জানে। রাজাকেই তারা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করে এবং রাজার নামে যে কোন আদেশ সম্মুখে উপস্থাপিত করা হ'লে নির্ব্বিচারে গ্রহণীয় ব'লে মনে করে। গ্রামের মাতব্বর (উম্দা) ভোট সংগ্রহ ব্যাপারে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করে। নির্ব্বাচনকে মিশর এখনও খুব ভাল ক'রে পরিপাক করতে পারেনি।

৯ই জানুয়ারী, '৪৫

ডাঃ মাজ্হার সাইদের সঙ্গে '১৯৪৫ সালের মিশর' নামক প্রস্তাবিত পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। তিনি মিশরের নিরক্ষরতা বিষয়ে এবং তাঁর স্ত্রী মিসেস্ নাজলা হাকিম নারী শিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখবেন। ডাঃ আজিম সংবাদপত্র বিভাগের পক্ষ থেকে সংবাদপত্র সেবা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখবেন। অধ্যাপক হবীব লিখবেন নিখিল আরব আন্দোলন সম্বন্ধে।

আমি এবং অধ্যাপক হবীব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের মিউজিয়াম দেখতে গিয়েছিলাম। ডাঃ সরকায়ুই এই বিভাগের খুব উন্নতি ক'রেছেন এবং প্রতি বৎসর এই বিভাগ থেকে মিশরে মরুভূমি, নীল নদের মোহনা, শাখা ও প্রাচীন জলের বাঁধ উদ্ধারের জন্য অভিযান প্রেরণ করেন। স্থপতি, প্রত্নতত্ত্ব, ভূগোল এবং ভূ-তত্ত্ব বিভাগ একযোগে কাজ করেন। বৎসরের প্রথমেই তাঁদের কার্য্যক্রম নির্দ্ধারিত হয়। ডাঃ সরকায়ুই বল্লেন, যুদ্ধের পর তাঁরা একটি অভিযান ভারতবর্ষে প্রেরণ ক'রে সিন্ধুর স্কুর বাঁধ পরিদর্শনের ব্যবস্থা ক'রবেন।

কফি পানের পর ডাঃ সরকায়ুই ডাঃ হাসান ইব্রাহিম হাসানের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সমালোচনা ক'রলেন। তাঁর মতে ডাঃ কামিল হোসেন বলেছিলেন, ডাঃ মহম্মদ আমিন কিছুই জানেন না। আর একজন হিব্রু ভাষার অধ্যাপক ডাঃ ফোয়াদ হাসনাইন বলেছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ আবদুল ওহ্‌হাব আজজাম ভিন্ন উল্লেখযোগ্য কোন পণ্ডিত নেই। এদেশে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের উপর লোকের মর্য্যাদা নির্ভর করে। আমার মত একজন বিদেশীর সম্মুখে অধ্যাপকদের পরস্পরের বিরুদ্ধে সমালোচনা আমার ভাল লাগে নি, কারণ পরের নিন্দা যে আমার নিকট করে, আমার নিন্দাও পরের নিকট করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। যা হোক্, মিশরীয় অধ্যাপকগণ আমাকে তাঁদেরই একজন ব'লে গ্রহণ ক'রেছেন, সে জন্য বোধ হয় পরস্পরের সমালোচনা ক'রতেও দ্বিধা বোধ করেন না।

১০ই জানুয়ারী, '৪৫

ললিত শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ ইউসুফ বে এবং মাদাম ইউসুফ বে আমাকে অভ্যর্থনার জন্য একটি চায়ের পার্টি দিয়েছেন। মাদাম ইউসুফ বে অত্যন্ত মার্জ্জিত, ভদ্র এবং মিশরের অন্যতম বিখ্যাত শিল্পী। তাঁরা প্রায়ই ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে যান এবং কিছুকাল এথেন্স থেকে ভেনিস হ'য়ে লুভার মিউজিয়ম পরিদর্শন ক'রে কায়রোতে ফিরে আসেন। তিনি বলেন, ভেনিস্, এথেন্স ও লুভার পৃথিবীর চিত্রশিল্পীদের তীর্থশালা। তাঁর গৃহ আজকে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য অতি সুসজ্জিত। অভ্যর্থনা কক্ষে নানা প্রকার দেশী বিদেশী চিত্রসম্ভার। মিসেস ওয়ালি খান আমাদের সঙ্গে নিমন্ত্রিত ছিলেন। তিনি পূর্ব্বেও আর একবার ঐ গৃহে অতিথি হ'য়েছিলেন। দ্বিতীয় কক্ষে মিউজিয়মে তিনিই আমাদের নিয়ে গেলেন। সেখানে জার্ম্মাণ, ফরাসী, গ্রীক-ইতালীয়, মিশরীয় এবং সুদানী বহু দ্রব্য সংগৃহীত ছিল। তারপর আমরা ডাঃ ইউসুফের ষ্টুডিওতে প্রবেশ ক'রলাম। বহু সম্পূর্ণ, অর্দ্ধসমাপ্ত এবং প্রারব্ধ-মাত্র চিত্রাবলী পরিদর্শন ক'রলাম। তিনি পশুপক্ষী, মানুষ ও জীবন্ত জিনিষের চিত্র অঙ্কন করতে ভালবাসেন। প্রায় প্রত্যেকটি চিত্রের শেষ অংশে তাঁর স্ত্রী রেখাসম্পাত করেন। সর্ব্বশেষে মাদাম ইউসুফ বে'র স্টুডিওতে উপস্থিত হ'য়েছি। স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীরই শিল্পক্ষেত্রে যশঃ বেশী! তিনি প্রায়ই প্রকৃতির

প্রচ্ছদপটে চিত্রাঙ্কন করেন। জীবন্ত একটি শিশুর ছবি দেখলাম—মাত্র একটিই; আর কোন জীবন্ত চিত্র দেখিনি। আমি মাদাম ইউসুফকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, আপনি জীবন্ত মানুষের চিত্র বেশী অঙ্কন করেন না কেন? তিনি আবেগের সঙ্গে উত্তর দিলেন, আমি নিঃসন্তান, জীবনের প্রথম অংশে বহু শিশুর মূর্ত্তি অঙ্কিত ক'রেছি। আমি শিশুকে অত্যন্ত ভালবাসি। কিন্তু বিধাতা আমাকে সে সম্পদ থেকে বঞ্চিত ক'রেছেন। আমার অঙ্কিত শিশু হাসে, কাঁদে, বিচিত্র ভঙ্গীতে আমার দিকে চেয়ে থাকে, কিন্তু তারা তো আমার সঙ্গে কথা কয় না, আমার প্রাণের স্পন্দনের প্রত্যুত্তর দেয় না। সুতরাং আমি আর শিশুচিত্র অঙ্কন করি না। দেখলাম, বর্ষিয়সী প্রৌঢ়া নারী শিল্পীর মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা। অথচ বিধাতার এই অভিশাপ!

তারপর আমরা এলাম ভোজন কক্ষে। কি সুসজ্জিত পরিচ্ছন্ন পরিপাটি চেয়ার, টেবিল, আলো, বাসন, প্রাচীর চিত্র! এমন কি খাদ্য-সামগ্রীর বর্ণও সুসমঞ্জস। সমস্ত জিনিস এমন শৃঙ্খলার সঙ্গে সাজান হ'য়েছে যে সামান্য জিনিষ বিন্দুমাত্র স্থান পরিবর্ত্তিত হ'লেও যেন সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যাবে। চা পানের পর আমরা লাউঞ্জে এসে গল্প ক'রছি, এমন সময় প্রাচীর গাত্র থেকে মখমলের পর্দ্দা সরে গেল, দেখলাম-পৃথিবীর সমস্ত দেশের নারী সমবেত হ'যেছে। আমেরিকার নিগ্রো থেকে আরম্ভ ক'রে আফ্রিকার জুমো, ইংলণ্ড থেকে আরম্ভ ক'রে জাপান পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের নারীর চিত্র! এ এক অদ্ভুত সমন্বয়। মাদাম ইউসুফ চিত্রগুলি আমাদের বুঝিয়ে দিলেন—অপূর্ব্ব!

আমি ঘরে ফিরে এসে আজকের শিল্পতীর্থের আলেখ্য ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দিলাম।

১১ই জানুয়ারী, '৪৫

রাত্রিবেলা মিনাশিবির থেকে মিঃ চৌধুরী এবং মিঃ বানার্জ্জি পিরামিডের পাদদেশে তোলা ফটো নিয়ে এসেছেন। এ যুবকদের কি আনন্দ! তাঁরা আমাকে বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করেন। প্রতি বৃহস্পতিবার আমার সঙ্গে নৈশভোজন করেন। মাঝে মাঝে চয়নিকা আবৃত্তি ক'রে শোনান। বিদেশে অনেকদিন থাকলে দেশের একটি পাথরের টুকরোকেও মানুষ পরমাত্মীয় ব'লে জ্ঞান করে। তাঁদের সঙ্গে রাত্রি ১০টার সময় গীজার প্রান্ত পর্য্যন্ত ট্রামে গেলাম।

তাঁরা আবার আমার সঙ্গে ট্রামে ফিরে এলেন আমাকে এগিয়ে দিতে। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, সারা রাত্রি কি এমনই করা হবে? মিঃ চৌধুরী বল্লেন, যতক্ষণ সঙ্গ পাওয়া যায় তাই লাভ। বেশ আমোদপ্রিয় তরুণ।

১২ই জানুয়ারী, '৪৫

মিঃ সালেহ্‌উদ্দীনের কন্যা আজিজিয়া এবং তাঁর স্বামী দামাস্কাস থেকে এরোপ্লেনে আজকেই কায়রোতে এসেছেন। তাঁরা প্রায়ই বৃহস্পতি ও শুক্রবার দামাস্কাস থেকে কায়রোতে এসে সপ্তাহ্‌শেষ উপভোগ ক'রে যান। আমরা টেবিলে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনী নওয়ারা প্রবেশ ক'রলেন—অষ্টাদশী, সমস্ত শরীর যেন আঙ্গুরের রসে ভরা; স্পর্শ ক'রলেই ঝরে পড়বে। সমস্ত শরীরে আসন্ন মাতৃত্বের আভাস, গ্রীকনারীদের মত নাসিকা, সার্কেসিয়ানদের মত দৈর্ঘ্য, গ্রীটা গার্ব্বোর মত কণ্ঠস্বর। ভারী চমৎকার ফরাসী আরবী ও তুর্কী বলেন; একটু জার্ম্মাণ এবং ইংরাজীও জানেন। আমি শুনেছিলাম, এই নওয়ারাকে নিয়ে তাঁদের পরিবারে যত অনর্থ! নওয়ারার মাতা ছ'মাস বয়সে কন্যা ও স্বামীকে ত্যাগ ক'রে একজন পুলিশ কর্ম্মচারীকে বিবাহ করেন। মিঃ সালেহ্‌উদ্দীন দুটি কন্যা নিয়ে আলেকজেন্দ্রিয়াতে চলে যান এবং সেখানে ফরাসী প্রথানুযায়ী এদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এ ভাবে ষোল বৎসর কেটে গেল। মাঝে মাঝে তিনি ছুটির সময় কন্যাদের নিয়ে ইউরোপ বেড়িয়ে আসতেন। মাতৃপরিত্যক্তা কন্যারা কখনও মায়ের অভাব অনুভব করে'নি। মিঃ সালেহ্‌উদ্দিন সে অভাব পূর্ণ ক'রেছিলেন। কিন্তু তাদের প্রতিহিংসাপরায়ণা মাতা কন্যাদ্বয়ের মধ্যে মিঃ সালেহ্‌উদ্দীনের তৃপ্তি সহ্য ক'রতে পারেন নি। সুতরাং নানা কৌশলে কনিষ্ঠা কন্যা নওয়ারার উপর প্রভাব স্থাপন ক'রে রাজপরিবারভুক্ত, অভিজাত বংশজ, একজন কুখ্যাত সৈন্যবিভাগের কর্ম্মচারীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন। মিঃ সালেহ্‌উদ্দীন এই কাহিনী আমার নিকট পূর্ব্বেই বলেছিলেন। সুতরাং আমি নওয়ারাকে খুব ভাল ক'রে পর্য্যবেক্ষণ ক'রলাম। মিঃ সালেহ্‌উদ্দীন এই অনভিপ্রেত বিবাহ সত্ত্বেও নীলের তীরে বিরাট অট্টালিকা এই কন্যাকে দান ক'রেছেন—যার আয় মাসিক ২০০ পাউণ্ড।

চায়ের টেবিলে পালেষ্টাইন ও সিরিয়ার বিষয় অনেক কথা মিসেস্ আজিজিয়ার কাছ থেকে জেনে নিলাম।

১৩ই জানুয়ারী, '৪৫

আমি পরশু বায়েৎ-উল্‌-আরাবী ত্যাগ ক'রে কায়রোর উপকণ্ঠে দুঃক্কী অঞ্চলে একটি মিশরীয় পরিবারে বাস ক'রব স্থির ক'রেছি। আরব ছাত্রদের সঙ্গে পরিচয় অনেকটা হ'য়েছে, সুতরাং এবার মিশরীয় মধ্যবিত্তদের পারিবারিক জীবন দেখব। ১৫ই জানুয়ারী থেকে হাজি মুসা নামক একজন মধ্যবিত্ত ইঞ্জিনীয়ারের বাড়ীতে একটি ফ্লেট ভাড়া নিয়েছি, তার মধ্যে আমার দু'খানি কক্ষ ও একটি স্নানাগার--ভাড়া ৫ পাউণ্ড। শয়নকক্ষটি মিঃ সালেহ্‌উদ্দীন নিজে সুসজ্জিত ক'রেছেন। তিনি একটি খাট, একটি আলমারী, দু'টি টেবিল, চারিখানি চেয়ার পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার অজ্ঞাতেই তাঁর দু'টি ভৃত্য এসে সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছে। কায়রো সহরে মিঃ সালেহ্‌উদ্দীনের অকৃত্রিম হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব আমাকে যে সর্ব্ব বিষয়ে কত সাহায্য ক'রেছে, তার ইয়ত্তা নেই।

১৪ই জানুয়ারী, '৪৫

কাথিওয়াড় নিবাসী মিঃ ও মিসেস্ ছোটেলাল আমাকে তাঁদের হালুয়ানের গৃহে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন। মিঃ ছোটেলাল বহু বৎসর কায়রোতে ব্যবসা ক'রছেন, পোর্ট সুদানে তাঁর একটি বড় ব্যবসায় রয়েছে। তাঁর ভ্রাতা রোশনলাল জাপানে মণিমুক্তার ব্যবসা ক'রেছেন এবং আলেকজেন্দ্রিয়ায় সম্প্রতি একটি শাখা খুলেছেন। তাঁর কায়রো থেকে দূরে হালুয়ান প্রান্তে একটি ছোট ভিলাতে সপরিবারে বাস ক'রছেন।

আজকে মিঃ ফারোকী এবং কয়েকজন গুজরাটী মুসলমান ও আহম্মদ হারুণ সস্ত্রীক নিমন্ত্রিত হ'য়েছেন; আরও সাতজন মুসলমান রয়েছেন। মিসেস্ ছোটেলাল, মিসেস্ রোশনলাল এবং আমরা সকলেই এক টেবিলে লাঞ্চে বসেছি। সম্পূর্ণ নিরামিশ আহার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাহুল্য বিবর্জ্জিত, অত্যন্ত সুস্বাদু—এঁরা যে মুসলমান ও হিন্দুর কোন পার্থক্য করেন না—এটা অনুভবের জিনিষ, অথচ খাদ্য সম্বন্ধে নিরামিশ। খাদ্য ব্যবস্থা হিন্দু প্রথানুযায়ী, অথচ ছুৎমার্গের কোন চিহ্ন নেই।

আহারের পর মিঃ ছোটেলাল আমাদের সবাইকে বাগানে নিয়ে ফটোগ্রাফ তুললেন। এই সমস্ত ব্যাপারে মিঃ ছোটেলালের ভদ্রতা এবং মিসেস্

ছোটেলালের মাতৃত্বভাব আমার খুব ভাল লেগেছিল। এই পরিচয়টি বন্ধুত্বের উপযুক্ত বটে!

১৫ই জানুয়ারী, '৪৫

বৈকালে আমি নূতন গৃহে এসেছি। এই গৃহের অপর প্রান্তে মহম্মদ নসর আসাদ রয়েছেন। পূর্ব্বেই বলেছি তিনি আম্মান সহরে আরবী ভাষার শিক্ষক ছিলেন, তিনি আমাকে আরবী ভাষা শিক্ষা দিচ্ছেন। মাসে ৫ পাউণ্ড করে তাঁকে পারিশ্রমিক দিতে হয়। তিনি বড় অলস, যদিও খুব ভাল শিক্ষক।

আমাদের এই গৃহের পার্শ্বে রয়েছেন ডাঃ ওয়ালি খান, সুতরাং আমি একেবারে নির্ব্বান্ধব নই। গৃহস্বামী হাজি মুসার সাতটি কন্যা, পাঁচটী অবিবাহিতা। এই কন্যাদের নাম আমাদের দেশীয় প্রথা অনুযায়ী এক আনি দু আনি, সিকি, আধুলী, টাকা ইত্যাদি। তাঁর তিনটি অবিবাহিতা ভগিনী—এই পরিবারটী দরিদ্র নয়, অথচ বাড়ীর শিশু এবং কিশোরীদের সর্ব্বাঙ্গে দারিদ্র্যের চিহ্ন। আমরা বাড়ীতে প্রবেশ করা মাত্রই সমস্ত শিশুগুলি কৌতুহল বশে আমাদের দেখতে এল। হাজি মুসার কন্যা মুনেরা—বয়স ১১ বৎসর—ভারী সুন্দরী। একটু পরেই সে আমার কক্ষে এল—জিজ্ঞাসা করলে, মুস আউজ ফাক্কা (আপনার কি টাকা ভাঙ্গানীর দরকার আছে)? আমার পাশেই ছোট কন্যা জুলী দাঁড়িয়ে ছিল। আমি অর্দ্ধপাউণ্ডের একটী নোট দিয়ে বল্লাম, আউজ ফাকা। সে নীচের দোকানে ছুটে গেল। ফিরে এসে আমাকে ৫০ পিয়াস্তার স্থলে ৪৫ পিয়াস্তা দিল। বাকী ৫ পিয়াস্তার কথা বল্লাম, উত্তর দিল—ওটা বক্‌শিস। আমি হেসে উঠলাম। কিছুক্ষণ পরে তার ভগিনী এল, এর একটি চক্ষু অন্ধ, অপরটিতেও ভাল দেখতে পায় না—শুদ্ধ ভাষায় বল্লে—হাত্ লি সিগারেতা (সিগারেট চাই), আমি একটি সিগারেট দিয়ে নিষ্কৃতি পেলাম।

১৬ই জানুয়ারী, '৪৫

ঘুম থেকে উঠতেই দেখি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মুনেরা এবং তার ভগিনী সাইদা। আমার টেবিলে ছিল রাত্রের অভুক্ত সিদ্ধ ডিম, সিদ্ধ আলু, অলিভের আচার। মুনেরা এসে টেবিল পরিষ্কার করবার ছলে সমস্ত জিনিষ নিয়ে গেল।

এমন সময় নসর আসাদ দরজায় শব্দ ক'রে আমার ঘরে ঢুকলেন, বল্লেন,—শাবাহোল খায়ের। (শুভ প্রাতঃ) উত্তর না দিয়ে বল্লাম, আমার মক্তব শূন্য এবং কাল থেকে আজকের এই ১৮ ঘণ্টার ইতিহাস বল্লাম। তিনি উত্তর দিলেন, জীবনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুন।

কালকে আমরা মধ্য প্রাচ্যভ্রমণে বেরব, সুতরাং আমাকে ফরাসী পররাষ্ট্র বিভাগ থেকে লেবাননী এবং মিশরীয় ভিসা নিতে হবে। পালেষ্টাইন ভিসা আমি ব্রিটীশ প্রজা বলে ব্রিটীশ কন্‌সাল আফিস থেকেই পাব।

ট্রান্স-জর্ডনের ভিসা মিঃ আবদুল আজিজ আমাকে পূর্ব্বেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। মিশরের ছাড়পত্র কান্‌তরা ত্যাগের জন্য মিশর পররাষ্ট্র বিভাগ থেকে নিতে হবে। সুতরাং এই সমস্ত কাজের জন্য আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হ'ল।

১৭ই জানুয়ারী, '৪৫

কালকের ব্যবস্থা মত আমাদের ভ্রমণ বিভাগের সম্পাদক মহম্মদ রিয়াদের সঙ্গে গিয়ে প্রথম লেবাননের ভিসা সংগ্রহ ক'রলাম। তারপর তার সঙ্গে মিশরের পররাষ্ট্র বিভাগে গিয়ে প্রবেশপত্র নিলাম। পূর্ব্বেই আমার পালেষ্টাইনের প্রবেশপত্র তৈরী ছিল। মিশরের ছাত্রদের মাত্র তিন দিন পালেষ্টাইনে থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কারণ বর্ত্তমানে লর্ড ময়েনের হত্যার পর আরব এবং ইহুদীদের মধ্যে ভীষণ মনোমালিন্য চলেছে। পালেষ্টাইন সরকার মনে করেন যে আরব এবং মিশরীয় ছাত্রদের উপস্থিতি মিশর তথা মুস্‌লিম তথা আরব বিদ্বেষ ইহুদীদের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হ'য়ে উঠতে পারে। পালেষ্টাইনে ভ্রমণ বিষয়ে নিরাপত্তা সম্পর্কে দায়িত্ব পালেষ্টাইন সরকারের। সুতরাং তারা ছাত্রদের পালেষ্টাইনে অবস্থানের দৈর্ঘ্য যথাসম্ভব হ্রাস ক'রে দিতে ইচ্ছুক। সেই জন্যই মাত্র তিন দিন বাসের অনুমতি পেয়েছে।

ভিসা ব্যাপারে—আমার মনে হ'য়েছিল ফরাসী দেশ সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন। ফরাসী সাম্রাজ্য ১৯৪২—৪৫ সালে ধ্বংস হ'য়ে গেছে। লেবানন এখন প্রায় স্বাধীন। লীগ অব নেশনের সর্ত্তানুসারে স্বাধীন লেবাননের পররাষ্ট্রবিভাগ ফরাসী কর্ত্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং লেবাননের স্বাধীনতার মূল্য কি? আমি দেখলাম কাগজপত্রে এবং আন্তর্জাতিকে ব্যাপারে লেবাননের স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই; যাই হোক্ সে দেশে গিয়ে দেখব সত্যিকার ব্যবস্থা কি রকম।

মিশরের ডায়েরী

দ্বিতীয় খণ্ড

মধ্যপ্রাচ্য

১৮ই জানুয়ারী, ১৯৪৫

আজ সন্ধ্যা ৬টায় লেবাননের রাজধানী **বেরুথ** উদ্দেশে চ'লেছি। রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্র প্যালেষ্টাইন, লেবানন, সিরিয়া, তুরস্ক সীমান্ত, ট্রান্স-জর্ডন এবং উত্তর আরব দেশ ভ্রমণ ক'রবে। এই ছাত্র এবং শিক্ষকদলের উদ্দেশ্য,—শিক্ষা এবং বর্ত্তমান আরব জাতিগুলির সঙ্গে মিশরের হৃদ্যতা স্থাপন। মিশর বিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে আমিও এই দলভুক্ত হ'য়েছিলাম—যদিও আমি মুসলমান নই, আরব নই, মিশরীয় নই,—আমি ভারতবাসী, অ-মুসলান; তথাপি আমি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এই সুযোগ আমার অপ্রত্যাশিত এবং অভাবনীয়। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ; বিশেষ ক'রে, রেক্টর আলি ইব্রাহিম পাশার চেষ্টাতেই আমার এই সুযোগ হয়েছিল। আমরা তিন জন অধ্যাপক, কুড়ি জন ছাত্র, এক জন সেক্রেটারী। এই দলে ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকাল, কমার্স, ল', আর্টস এবং সায়েন্স বিভাগের ছাত্র ছিল। পাসপোর্ট, ভিসা (Visa) এবং সীমান্ত অতিক্রমণের অনুমতিপত্র (Exit permits) বৈদেশিক রাজদূতের দপ্তর থেকে পূর্ব্বেই সংগৃহীত হ'য়েছিল; এ বিষয়ে কমার্স বিভাগের ছাত্রেরাই ছিল বিশেষ উদ্যোগী। লর্ড ময়েনের হত্যার পর থেকে ব্রিটিশ সরকার প্যালেষ্টাইনের পথে যাতায়াতের অনুমতি-পত্র বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হ'য়েছেন। আমাদের দলটি প্যালেষ্টাইনে মাত্র তিন দিন অবস্থানের অনুমতি পেয়েছিল।

প্যালেষ্টাইন এক্স্‌প্রেস গাড়ী ৬টার সময় কায়রো ত্যাগ ক'রল। অতি দীর্ঘ ট্রেনখানিতে প্রত্যেক কামরায় সম্মুখে একটি ক'রে বারান্দা র'য়েছে, যাত্রীরা ইচ্ছা ক'রলেই ট্রেনের বারান্দায় বেড়াতে পারে। দু'দিকেই স্নানের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক সেলুনের গায়ে খুব সুন্দর চিত্র অঙ্কিত র'য়েছে—মিশরের স্থাপত্য এবং শিল্প-ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন রূপে; যদিও পরোক্ষভাবে এই চিত্রগুলি

কোডাক কোম্পানীরই বিজ্ঞাপন। প্রত্যেক গাড়ীতে একটি ক'রে ভৃত্য র'য়েছে, তাদের কাজ যাত্রীদের স্থবিধা-অস্থবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা। এখানে গাড়ীর ভাড়া ভারতবর্ষ অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ বেশী। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর অত্যন্ত ভীড় এবং শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার কোন চিহ্নই নাই। উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীদের স্থখ-স্থবিধার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ বেশ উদ্‌গ্রীব—মধ্যম শ্রেণী নাই, প্রথম শ্রেণী আভিজাত্যের লক্ষণ। গাড়ীতে শয়নের কোন ব্যবস্থা নাই। তবে "স্লিপিং কার" সংযোজিত হ'লে একটু স্থবিধা হয়। তার দক্ষিণা প্রতি রাত্রির জন্য দূরত্ব অনুসারে প্রায় সাত টাকা থেকে সাড়ে তের টাকা।

আমার সহযাত্রী ছাত্রগণ অত্যন্ত আমোদপ্রিয়, মুখর এবং সঙ্গীত অনুরাগী। প্রায় প্রত্যেকেই ধূমপানাসক্ত। সিগারেট কখনও একজন একা পান করে না। ধূমপানের সময় সামনে যেই থাকুক, তাকে না দিয়ে পান করা অত্যন্ত অভদ্রতা মনে করে; এবং অনুরুদ্ধ হ'য়ে সিগারেট গ্রহণ না ক'রলে তারা অপমানিত মনে করে। ডাঃ লাহে'টা অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক। সাতবার ইউরোপ ভ্রমণ ক'রেছেন, বয়সে প্রবীণ, তিনিই আমাদের দলের নেতা। তিনি আমার সঙ্গে অন্যান্য সহযাত্রীর পরিচয় করিয়ে দিলেন; আমার নামকরণ হ'ল আল্-হিন্দী (The Indian)। প্রত্যেকটি ছাত্রই আমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য বেশ উৎসাহিত দেখলাম। আমিও সকলের সঙ্গেই স্থমিষ্ট আলাপ ক'রলাম। আমাদের সঙ্গে একটি মক্কা নিবাসী আরব ছাত্র, একটি দামাস্কাস নিবাসী, দু' জন লেবাননের, একজন জেরুজালেমের ছাত্র ছিল; আর সকলেই মিশরীয়। আমরা দু' ঘণ্টা পথ চলবার আগেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। মিশরে যদিও বৃষ্টি নাই, তথাপি স্থয়েজ খাল অতিক্রম না ক'রতেই যথেষ্ট বৃষ্টির আভাস পাওয়া যায় এবং এই বৃষ্টি প্যালেষ্টাইন, লেবানন, তুর্কীস্থান পর্য্যন্ত অবিরাম চলে। এই অঞ্চলে শীতকালেই বৃষ্টি বেশী হয়।

আমরা প্রায় রাত্রি ১১টায় স্থয়েজ সীমান্তে **পূর্ব্ব কানৃতারা** ষ্টেশনে পৌছুলাম; এখানে পাসপোর্ট ও শুল্ক-বিভাগের কর্ম্মচারীরা আমাদের এক ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিয়ে দিল। গাড়ীর প্রত্যেকটি যাত্রীকে তার সমস্ত জিনিষ পরীক্ষা না ক'রে মিশরের সীমান্ত ত্যাগ করতে অনুমতি দেওয়া হয় না। মিশরের পুলিশ অপেক্ষা প্যালেষ্টাইনের পুলিশ এ বিষয়ে অধিকতর উৎসাহী। কারণ, ইহুদী যুবকদের দ্বারা লর্ড ময়েনের হত্যার পর প্যালেষ্টাইনের পুলিশ তাদের কর্ম্মদক্ষতা দেখাবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত। অবশ্য আমরা মিশররাজ-ক্ষমতা-প্রাপ্ত

"ডেলিগেশন" ব'লে আমাদের জিনিষপত্র খুলে পরীক্ষা হ'ল না ; তবে পাসপোর্ট, বিশেষ ক'রে অ-মিশরীয়দের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হ'ল। আমি এই ৬০ মিনিটকাল ধ'রে কেবলই যাত্রী-স্রোতের গতিবিধি লক্ষ্য ক'রছিলাম। বেদুইন নারীরা নানাপ্রকার বিচিত্র বর্ণের আপাদস্কন্ধ পরিচ্ছদ শোভিত হ'য়ে পাসপোর্ট গৃহে প্রবেশ ক'রছিল, কোন কোন ফেল্লাহিন নারী তীব্র ভাষায় শুল্ক-বিভাগের কর্ম্মচারিদের তিরস্কার ক'রছিল, অত্যন্ত নিষ্করুণ ভাবে পুলিশ কর্ম্মচারীরা তাদের জিনিষপত্র অনুসন্ধান ক'রে নষ্ট ক'রেছে। একজন ইয়ামানের আরব তার স্ত্রীর অপমানের প্রতিশোধের জন্য আল্লার অভিসম্পাত যাজ্ঞা ক'রছিল। বেদুইন নারীদের গলায় এক রকম রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে গাঁথা মালা দেখলাম। লহরের পর লহর এক সঙ্গে গাঁথা র'য়েছে, কণ্ঠদেশ থেকে প্রায় কটিদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান। অতিশয় সরু বাঁশের নল দিয়ে তৈরী কপাল থেকে ঝোলান অবগুণ্ঠন বেশ অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

১৯শে জানুয়ারী, '৪৫

রাত্রি প্রায় ১২॥০ টার সময় প্যালেষ্টাইন এক্সপ্রেস কান্‌তারা ত্যাগ ক'রে চ'ল্ল সুয়েজের দিকে—চারিদিক সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ; সমস্ত যাত্রী নিদ্রিত। আমি প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে কাঁচের জানালার ভেতর দিয়ে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা অনুভব ক'রছিলাম। অবিশ্রান্ত বারিপাতের শব্দ আমার কাছে বাংলা দেশের বর্ষার সঙ্গীত ব'লে মনে হ'চ্ছিল। জানি না, কখন আমি ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম ; হঠাৎ প্যালেষ্টাইন সরকারের শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারিদের সদম্ভ পদশব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। অন্ধকার তখন সম্পূর্ণ বিলীন হয়নি ; জানালা দিয়ে বাইরে দেখলাম, আমাদের গাড়ী চ'লেছে কমলালেবুর বাগানের ভিতর দিয়ে গাজা ষ্টেশনের দিকে। রেলপথের উভয় পার্শ্বই অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমণ্ডিত। ক্রোশের পর ক্রোশ সবুজ, ঘন, আকাশচুম্বী "অরিকেরিয়া" বৃক্ষশ্রেণী প্রাচীরের আকারে রচিত হ'য়েছে। অবিরাম বারিধারা সম্পাতে সমস্ত বৃক্ষপত্র অবনত। কমলালেবুর বৃক্ষরাজি সমস্তই ফলবন্ত, সুপক্ব, হরিদ্রাভ, বৃহদাকার অসংখ্য ফলভারে সমৃদ্ধ। কোথাও বা কমলালেবুর বর্ণ শ্বেতাভ, আকারে প্রায় ভারতীয় বাতাবি লেবুর মত। বৃক্ষের নিম্নে কত স্বর্ণাভ লেবু প'ড়ে রয়েছে, তা কুড়িয়ে নেবার লোক পর্য্যন্ত নেই। বিশ বৎসরের মধ্যে এই মরুভূমি এবং অনুর্ব্বর উপত্যকা যে অতি অপূর্ব্ব ফল-ফুল শোভিত, সবুজ ঘন বনানিতে

পরিণত হ'য়েছে—তার পশ্চাতে র'য়েছে ইহুদী ধনিকদের অর্থ, বৈজ্ঞানিকের মস্তিষ্ক, আরবদেশীয় শ্রমিকের পরিশ্রম। এই সমস্ত ভূমিখণ্ডের উপর দিয়ে বিস্তৃত র'য়েছে বৈদ্যুতিক শক্তি। কখনও ক্বচিৎ দূরে দূরে দু' একটি কৃষক-গৃহস্থের উদ্যানবাটিকাও দৃষ্ট হয়। প্যালেষ্টাইনে এবার শীতে বৃষ্টির প্রাচুর্য্য। বসুন্ধরার বুকের উপর সবুজ তৃণের মখমলের আচ্ছাদন বিস্তীর্ণ র'য়েছে। অপর দিকে একটু দূরে ক্ষুদ্র পাহাড়শ্রেণী চলেছে রেলপথের সঙ্গে সমান্তরাল দূরত্ব, যেন রেলপথ রক্ষা করবার জন্যই প্রকৃতি পাহাড়ের প্রাচীর সৃষ্টি ক'রেছে।

আরবজাতির এদেশে সংখ্যাধিক্য, কিন্তু ইহুদীদের অর্থাধিক্য, সমবেত প্রচেষ্টা এবং ক্রমবর্দ্ধমান ঔপনিবেশিকের আগমনে তারা অত্যন্ত ঈর্ষ্যাপরায়ণ হ'য়ে উঠেছে। আরবজাতি মনে করে তারা দরিদ্র, অশিক্ষিত, সুতরাং ইহুদী জাতি কালক্রমে প্যালেষ্টাইন থেকে তাদের বিতাড়িত ক'রে দেবে। হাইফা নগরে ইহুদীদের প্রচেষ্টায় এক বিরাট ফলের ব্যবসা গড়ে উঠেছে। এই লাভজনক ব্যবসা আরবদের অস্বস্তি সৃষ্টি ক'রেছে। তারা মনে করে এই জিনিষটি আরবদের জাতীয় সম্পত্তি; তারাই কমলালেবু বাগানের জন্য পরিশ্রম করে, উৎপাদন করে এবং নানাবিধ সুমিষ্ট ফলের চাটনি, আচার, আরক ইত্যাদি প্রস্তুত করে, অথচ এই ব্যবসায়ের সমস্ত লভ্যাংশ ইহুদীরাই উপভোগ করে—এটা অসহ্য!

আমরা প্রায় ১টার সময় **হাইফা** সহরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের মধ্য দিয়ে পৌঁছুলাম। আগে থেকেই আমাদের জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা ছিল। আমরা তৎক্ষণাৎ বেরুথের পথে রওয়ানা হলাম। এখানে মোটরেই আমরা আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ ক'রলাম খুব্‌জ (রুটি), ডিম সিদ্ধ, হালুয়া তাহিনা, চীজ। জল ছিল না। আমরা ভারতবর্ষে খাওয়ার সময় জলটাকে অতি প্রয়োজনীয় মনে করি, কিন্তু মিশরীয়রা জলকে বিলাসের সামগ্রী ব'লেই মনে করে। আমার শুকনো সব জিনিষ খেতে অত্যন্ত কষ্ট হ'চ্ছিল; আমি মোটরের বাইরে হাত বাড়িয়ে কোন মতে একটু বৃষ্টির জল সংগ্রহ ক'রে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎ আমাদের ছাত্র সম্পাদক মহম্মদ রিয়াদ্‌ চারিটি ক'রে কমলালেবু প্রত্যেককে দিয়ে গেল। প্যালেষ্টাইনের কমলালেবু যে কি জিনিষ তা যে না দেখেছে এবং তার স্বাদ না গ্রহণ ক'রেছে, তার পক্ষে বোঝা অসম্ভব।

আমাদের মোটর চ'লল ভূমধ্যসাগরের পাশে পাশে। এই পথ প্রায়

তুর্কীস্থানের শেষ সীমান্ত পর্য্যন্ত গিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে মিশেছে। আমাদের বাম পার্শ্বে পূর্ণতরঙ্গ ভূমধ্যাসাগর, দূরে দিক্‌চক্রবাল রেখান্তে নীল আকাশ, নীল সমুদ্র, নীল মেঘপুঞ্জ—এক অপূর্ব্ব বর্ণ সম্মিলন সৃষ্টি ক'রেছিল! সমুদ্রের ঊর্ম্মিমালা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে তীরের পানে ছুটছে। একটির পর একটি তরঙ্গ ভেঙ্গে পড়ছিল, সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্রের ভিতর বিলীন হ'য়ে যাচ্ছিল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই আবার নূতন করে মাথা তুলে সে তরঙ্গ চ'লেছে তীরের দিকে—অসংখ্য, পরিপূর্ণ এবং ভারাক্রান্ত। বর্ষার আগমনে ঢেউগুলির যে কি আনন্দ! তা যে কখনও বর্ষার সমুদ্র না দেখেছে সে বুঝবে না।

আমাদের ডান দিকে লেবাননের পর্ব্বতমালা ক্রমশঃ দৃষ্টিগোচর হ'চ্ছিল। কোথাও বা ধূসর, কোথাও বা সবুজ শৈবালাচ্ছাদিত উপত্যকা, কোথাও বা অবিরাম বারিধারা সম্পাতে প্রস্তরখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ শৈবালাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে মেঘখণ্ড প্রায় লোম-বহুল পশুর মতন, কোথাও বা পাঁজা তুলোর মতন, কোথাও বা ঘন, কোথাও বা পিণ্ডীকৃত মেঘখণ্ড পাহাড়ের চূড়ার উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল। দূর থেকে পাহাড়ের পদপ্রান্তে সবুজ, মখমলের আস্তরণ অবিরল বৃষ্টিজল স্পর্শে অত্যন্ত সবুজ বর্ণ ধারণ ক'রেছে। আমাদের পথ চলেছে লুকোচুরি খেলতে খেলতে সাগরের সঙ্গে, কখনও ঊর্ম্মিমালা আমাদের পথের উপর ভেঙ্গে প'ড়ছে। কখনও বা পথ দু'টি পর্ব্বত শাখার ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে চ'লেছে, আবার কোথাও বা কমলালেবুর বাগানের ভিতর দিয়ে চ'লেছে। কমলালেবুর গাছগুলি পথের এত কাছে যে, আমরা প্রায় কমলালেবুগুলি স্পর্শ ক'রতে পারছিলাম। সাগর, পর্ব্বত, কমলালেবুর বন এবং পথ এক অপূর্ব্ব খেলার সৃষ্টি ক'রেছিল। নীল সাগর, ধূসর পাহাড়, সবুজ বন, সোনালি লেবু এবং ঘন কৃষ্ণ ইঞ্জিনের ধোঁয়া—এক অপরূপ মায়াজাল রচনা ক'রেছিল। মানুষ এবং প্রকৃতি মিলে পৃথিবীর সৌন্দর্য্য-বিলাসিদের জন্য পূর্ব্ব ব্যবস্থামত এই ক্রীড়াকানন নির্ম্মাণ করেছিল।

অনেকের ধারণা লেবাননের পাহাড় সুইজারল্যাণ্ডের উপত্যকা এবং কাশ্মীরের বন থেকেও সুন্দর। ভূমধ্যসাগরের নীল জল, ঘন-কৃষ্ণ-নীল মেঘ-মালা ছায়া সম্পাতে মনে হ'চ্ছিল, জননী বসুন্ধরার বুকের উপর কে যেন নীল অঞ্চল বিছিয়ে দিয়েছে। সে নীল মেঘের চেয়েও নীল, আর এঞ্জিনের ধোঁয়ার চেয়েও ঘন কৃষ্ণ। এক জায়গায় দেখলাম, সমুদ্রের মধ্যস্থলে স্থান

বিশেষে সবুজ আভা। কোথা থেকে এ সবুজ বর্ণচ্ছটা এল, তা বুঝতে পারলাম না, কিন্তু এটা যে সবুজ এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না।

হঠাৎ আমরা লেবাননের সীমান্তে এসে পৌঁছুতেই আমাদের গাড়ী শুল্ক-বিভাগের অফিসের সামনে থামল। অন্যান্য সীমান্তে আমাদের শুল্কবিভাগ নিয়ে কোন অসুবিধা হয় নি, কারণ আমরা মিশর সরকার থেকে প্রেরিত ছাত্র ও শিক্ষকদল। কিন্তু লেবাননে একজন ফরাসী শুল্কবিভাগের কর্ম্মচারী অত্যন্ত গম্ভীরভাবে আদেশ দিলেন,—আমাদের প্রত্যেকটি জিনিষ পরীক্ষা করা হবে, অর্থাৎ আমাদের প্রায় দু' ঘণ্টা সেখানে বিলম্ব হবে। এ'র ফলে আমাদের বেরুথ পৌঁছুতে অনেক রাত্রি হবে, এবং বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারে অপরিচিত স্থানে দারুণ শীতে খুব কষ্ট পেতে হবে। ডাঃ লাহেটা আমাদের দলপতি। তিনি ফরাসী কর্ম্মচারীকে ব'ল্লেন—আমাদের সঙ্গে কোন শুল্কোপযোগী জিনিষ নাই। কিন্তু ফরাসী কর্ম্মচারীটি অত্যন্ত রুক্ষস্বরে সে অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রলেন এবং তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন যে তাঁর রাজকীয় ক্ষমতা রয়েছে। ডাঃ লাহেটা এবং এই ফরাসী কর্ম্মচারীর মধ্যে অনেক অভদ্রোচিত বাদানুবাদ হ'চ্ছিল। তার বোধ হয় ইচ্ছা ছিল যে, ইউরোপে ইদানীং জার্ম্মানী কর্ত্তৃক পরাজয়ের অপমানের প্রতিশোধ এবং ক্ষতিপূরণ এশিয়া ভূখণ্ডেই তুলবেন। এই বিতর্ক প্রায় অভদ্রতার শেষ সীমায় এসেছিল, তখন একজন লেবাননী কর্ম্মচারী এসে এর কারণ জিজ্ঞাসা ক'রলেন। ডাঃ লাহেটা তাঁর পরিচয় দিয়ে ব'ল্লেন,—আমরা মিশর রাজ্য থেকে লেবানন রাজ-সরকারের অতিথি হ'য়ে বেরুথ পরিদর্শন করতে যাচ্ছি। লিবাননী ভদ্রলোকটি ব'ল্লেন—কিছুক্ষণ পূর্ব্বে লেবাননের বাণিজ্য মন্ত্রী টেলীফোনে জানিয়েছেন যে মিশর থেকে একটি ডেলিগেশন লেবাননে আসছেন এবং তাঁদের আতিথ্যের যেন কোন ত্রুটি না হয়। এই সংবাদ শুনে আমাদের সমস্ত জিনিষপত্র আবার মোটরে তুলে দেওয়া হ'ল। তত্ক্ষণে ফরাসী কর্ম্মচারীটি অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। কয়েকটি দুষ্ট ছাত্র তার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার ব্যঙ্গোক্তি ক'রতে লাগল। কটূক্তি অত্যন্ত তীব্র এবং রাজনৈতিক শ্লেষপূর্ণ। এই অঞ্চলে ফরাসীজাতিকে কেহ শ্রদ্ধার চোখে দেখে না।

আমরা প্রায় রাত্রি ৯টার সময় **বেরুথ** নগরে প্রবেশ ক'রলাম। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত। পথের শেষে সকলেরই ভয় হ'চ্ছিল যে হোটেলে স্থান পাওয়া দুষ্কর হবে, হয়ত বা অন্ধকারে মোটরে রাত্রিবাস করতে হবে। আমরা

প্রায় নির্দ্ধারিত সময়ের আড়াই ঘণ্টা পর বেরুথে এসেছি। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মোটর ষ্টাণ্ডের পাশেই মিশরীর দূতাবাসের কর্ম্মচারিদের উপস্থিত দেখলাম। আমাদের যে কি আনন্দ হ'ল তা ব'লে বোঝান যায় না। এই মিশর রাজদূত প্রায় তিন ঘণ্টাকাল আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রছিলেন। মিশরের শিক্ষামন্ত্রী আমাদের ভ্রমণের নির্ঘণ্ট প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি আমাদের বিলম্ব দেখে হাইফা ষ্টেশনে টেলিফোন করে জেনেছিলেন যে, আমরা বেরুথের পথে যাত্রা ক'রেছি। আমাদের বিলম্ব দেখে তিনি সীমান্ত কর্ম্মচারীকে টেলিফোন ক'রে আমাদের কোন দুর্ঘটনা হয়েছে কিনা জানতে চেয়েছিলেন। শুভ সম্ভাষণের পর আমাদের সকলকে দূতাবাসে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে আমরা কিছু কফি পান করে বিভিন্ন হোটেলে চ'লে গেলাম, কারণ এ যুদ্ধের সময় একই হোটেলে ২৫ জনের স্থান হওয়া অসম্ভব।

পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুসারে আমরা তিনজন অধ্যাপক এবং সম্পাদক "**নিউ হোটেল রয়েল**"-এ স্থান পেলাম। মিশরদূত এবং তাঁর কর্ম্মচারিগণ—আমাদের প্রতি যে সুজনতা এবং আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে সযত্ন দৃষ্টি দিয়েছিলেন, তাতে মনে হ'চ্ছিল যেন আমরা মিশরেরই কোন অংশে আশ্রয় পেয়েছি। স্বাধীন জাতি হওয়ার যে সম্মান ও সুবিধা সেটা বেশ অনুভব ক'রছিলাম। স্বাধীন জাতির সন্তান যে কোন দেশেই আসুক না কেন, তার একটি স্থান র'য়েছে যেখানে সে আশ্রয় পাবেই। এই রাষ্ট্রদূতাবাসের প্রয়োজন এবং সম্মান লোভনীয়। আমি জীবনে এই প্রথম স্বাধীনজাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্মান উপভোগ ক'রলাম।

আমরা নিউ রয়েল হোটেলে এলাম রাত্রি ১০টায়। এসেই আমরা ডিনারের জন্য প্রস্তুত হ'লাম। চীফ্ ওয়েটার ডাইনিং হলে আমাকে পায়জামা পরিহিত দেখে ব'ল্লে,—পায়জামা পরে ডিনার নিষিদ্ধ। কারণ নারীরা পায়জামা দেখে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হন—ইত্যাদি, অবশ্য ডিনার সুট প'রার প্রয়োজন নেই, কারণ এটা যুদ্ধের সময়। কিন্তু পায়জামা প'রে ডিনার টেবিলে বসা রুচিবিরুদ্ধ এবং রীতিবিরুদ্ধ। আমি অপ্রস্তুত হ'লাম; নিরুপায়ভাবে চারিদিক লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, একজন আরবীয় ভদ্রলোক তাঁর দেশীয় "আবেয়া" গায়ে দিয়ে এবং মাথায় আবর শেখের উপযোগী "আগালা" বেঁধে লম্বা ট্রাউজার প'রে ডিনার খাচ্ছেন। আমার তখন মনে হ'ল ওয়েটার হয়ত বা আমাকে বিদেশী বা ভারতবাসী ব'লে তার অধিকার এবং ক্ষমতা প্রকাশ ক'রছিল। এই

ওয়েটারটির চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল সে গ্রীক; সে ফরাসী এবং ইংরেজী ভাষায় কথা ব'লছিল। আমি তৎক্ষণাৎ আমার ঘরে গিয়ে ভারতীয় চোস্ত পায়জামা, কাল শেরওয়ানী এবং গান্ধী টুপী প'রে আরব ভদ্রলোকের টেবিলে গিয়ে ব'সলাম। এবার ওয়েটারটি এবং আমার সহযাত্রীরা আমার পরিচ্ছদের দিকে একটু অপ্রতিভ দৃষ্টিতে দেখছিল। আমি কথা বলার পূর্ব্বেই আর একটি বেয়ারা এসে আমাকে ডিনার দিয়ে গেল। আমি ও স্বদেশী পোষাক পরিহিত আরব ভদ্রলোকটি এক সঙ্গে ডিনার শেষ করলাম। তিনি দাইরুথ নিবাসী একজন আরবীয় শেখ। চীফ্ ওয়েটার বিনা বাক্যব্যয়ে আমার কাছে এসে ডিনার লিষ্টে আমার নাম লিখিয়ে চ'লে গেল। প্রায় ১১টার সময় ডিনার শেষ করে স্বচ্ছন্দমনে নিজের ঘরে গিয়ে আশ্রম নিলাম।

২০শে জানুয়ারী, '৪৫

ভোরবেলা প্রাতঃরাশের সময় আমার সহযাত্রী নবীন অধ্যাপক আবদুর রাজি আমার গত রাত্রের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের গল্পটি অন্যান্য ছাত্রদের ব'লছিলেন এবং নিজেও উপভোগ ক'রছিলেন। তিনি আমাকে দেখেই বল্লেন—আল্ হিন্দী ওস্তাদ, আপনাকে ধন্যবাদ, আপনার দেশীয় পরিচ্ছদ আর পরিবর্ত্তন ক'রবেন না। আপনি ভারতবাসী, আমাদের সহযাত্রী, এতে আমরা গৌরবান্বিত। প্রাতঃরাশের পর আমরা রাজদূতাবাসে গিয়ে লেবানন ভ্রমণের নির্দ্ধারিত তালিকা অনুসারে নগর ভ্রমণের জন্য যাত্রা ক'রব। লেবানন সরকার মুস্তাফা বে নাসুলি নামক একজন সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারীকে আমাদের পরিচালক-রূপে একটি বিরাট অমনিবাস্ সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়েছেন। মুস্তাফা বে পূর্ব্বে বহুকাল বাগদাদে অধ্যাপক ছিলেন। অত্যন্ত সদালাপী, মিষ্টভাষী; আরবী, পার্শী, ইংরাজী, ফরাসী, তুর্কী ভাষা জানেন।

আজকে ভোরে আমরা আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় দেখ্‌লাম। ভূমধ্যসাগরের তীরেই একটি ত্রিকোণ ব-দ্বীপের উপরেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট অঙ্গন সজ্জিত হ'য়েছে। আমেরিকানগণ যেমন অর্থোপার্জ্জনে নিপুণ, তেমনি অর্থব্যয়েও অকৃপণ। এই আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় প্রারম্ভে একটি ধর্ম্মযাজকের প্রতিষ্ঠানরূপে কল্পিত হ'য়েছিল—বর্ত্তমানে এটি মধ্যপ্রাচ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন ব'লে গর্ব্ব করে। অবশ্য মিশরীয়রা এ সম্মান বেরুথের আমেরিকান বিশ্ব-বিদ্যালয়কে দিতে কুণ্ঠা বোধ করে। এখানে চিকিৎসা, স্থপতি, পূর্ত্তবিভাগ,

শিল্প, বিজ্ঞান ও বিবিধ ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। আইন শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান অট্টালিকাগুলি অনুচ্চ পর্ব্বতখণ্ডের উপর নির্ম্মিত, যে কোন অট্টালিকায় দাঁড়িয়েই ভূমধ্যসাগরের পরিপূর্ণ রূপ দর্শকের চোখে ধরা পড়ে। প্রবেশ পথে আমরা দেখলাম, তাজমহলের প্রবেশ-দ্বারের অনুকরণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণ পরিকল্পিত হ'য়েছে। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক বিখ্যাত স্থপতির অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত দর্শনীয় স্থান-গুলির পরিকল্পনা হ'য়েছে। প্রবেশপথের দক্ষিণদিকে গির্জ্জাটি সেণ্ট পিটার গির্জ্জার অনুকরণে নির্ম্মিত। তারপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের আবাসস্থল। এমন সুন্দর পরিকল্পনা যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন অংশ এই রেক্টরের অট্টালিকা থেকে দেখা যায়। পথের দু'পাশে নানাজাতীয় বৃক্ষশ্রেণী রোপিত হয়েছে; জ্যামিতির রেখাচিত্রের রীতি অনুসারে প্রত্যেকটি অংশ রচিত। লতাগুল্ম অত্যন্ত সযত্নে উৎপাদিত এবং বহু অর্থব্যয়ে এই উদ্যান বাটিকা রক্ষিত হ'চ্ছে। মাঝে মাঝে কৃত্রিম উপবন সৃষ্টি করা হয়েছে; এই উপবনে পথিক বৃষ্টি এবং রৌদ্রে আশ্রয় নিতে পারে। বনভোজনের ব্যবস্থা সাগরের বেলাভূমিতে অতি মনোরম স্থানে চিহ্নিত র'য়েছে। পথগুলি পাথরের অথবা মেকাদাম দিয়ে তৈরী। স্থানে স্থানে আলোকস্তম্ভগুলি এমন সুন্দর এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্থাপিত হ'য়েছে, যে, আলো জ্বলে উঠ্‌লে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ বিচিত্ররূপ পরিগ্রহ করে। নানা বর্ণের বৈদ্যুতিক আলোগুলি মাঝে মাঝে অতি উচ্চ বৃক্ষের শাখায় ঝোলান র'য়েছে। শুন্‌লাম, বিশেষ বিশেষ উৎসবে এই আলোর মালা বেরুথ নগরে একটি দ্রষ্টব্য জিনিষ।

আমরা একটি ক্লাসরুমে প্রবেশ ক'রলাম। প্রাচীরগাত্রে নানা প্রকার মুদ্রিত চিত্র ও অঙ্কিত চিত্র রয়েছে। চিত্রাঙ্কণগুলি পাঠের ব্যবস্থানুযায়ী পরিকল্পিত। প্রত্যেক আসন পিরামিডের আকারে ব্যবস্থিত হ'য়েছে, দূর থেকে একটি সিনেমা হলের মতন মনে হয়। বিতর্ক-সভা, রঙ্গমঞ্চ এবং সিনেমা হল এমনভাবে প্রস্তুত হয়েছে যে, প্রত্যেকটি ঘর থেকেই ভূমধ্যসাগরের পরিপূর্ণ রূপ উপভোগ করা যায়। অনেক ছাত্র দ্বিপ্রহরের ভোজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনেই সমাধা করে। রন্ধন এবং ভোজন গৃহের ব্যবস্থা অতি সৌষ্ঠবপূর্ণ—পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, বিজ্ঞান-সম্মত, নিয়মানুবর্ত্তী,—প্রত্যেকটি কাজ যন্ত্রের মতন চ'লেছে। প্রতিটি ছাত্র তার নির্দ্ধারিত বাসনহস্তে কর্ম্মকর্ত্তার নিকট থেকে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যায় এবং ভোজনশেষে সেটি নিজেই গরম জলে ধুয়ে যথাস্থানে

রেখে দেয়। প্রায় ৫০০ ছাত্র দৈনিক এখানে আহার করে, কোন গণ্ডগোল নেই, কোন শব্দ নেই, অপরিষ্কারের চিহ্নমাত্র নেই, অথচ কোন ভৃত্যও দেখলাম না।

এখানে সকাল ৯টায় পাঠ আরম্ভ হয়। বেলা ১টায় পাঠ শেষ হয়। ১টা থেকে ২টার মধ্যে দ্বিপ্রহরের ভোজন শেষ ক'রে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে আসে এবং তিন ঘণ্টা পড়াশুনা ক'রে প্রায় ৫টার সময় খেলার মাঠে আসে। ৫টা থেকে ৭টা পর্য্যন্ত খেলার জন্য লাইব্রেরী বন্ধ। ব্যায়াম প্রত্যেকটি ছাত্রের স্বাস্থ্য ও রুচি অনুসারে চিকিৎসক কর্তৃক নির্দ্ধারিত। যার যেমন ইচ্ছা বা সময় অনুসারে ব্যায়ামের ব্যবস্থা নেই। উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে সম্মিলিত ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। শিক্ষকগণ প্রায় সকলেই ছাত্রদের সঙ্গে ব্যায়ামে যোগ দেন। এক ঘণ্টা ব্যায়ামের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনের কাজ শেষ হয় এবং গৃহবাসী ছাত্ররা তারপর আপন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে ও ছাত্রাবাসের অধিবাসীরা নিজেদের প্রকোষ্ঠে আশ্রয় নেয়।

এখানে প্রত্যেকটি ছাত্রই ইউরোপীয় পরিচ্ছদে ভূষিত এবং অত্যন্ত সুশ্রী; প্রত্যেকের হাতে একটি বর্ষাতি র'য়েছে।

ছাত্রীরা প্রায়ই দেখলাম হাফ-প্যাণ্ট ও পুলওভার ব্যবহার করে, কারও কারও পরিধানে ফ্রক্ র'য়েছে। ছাত্রী এবং ছাত্র উভয়েরই পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সতীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ছাত্রছাত্রীর কোন জড়তা নেই। আমাদের পরিদর্শনের সময় মাঝে মাঝে বৃষ্টি হ'চ্ছিল। একই ছাতার নীচে ছাত্রছাত্রীরা আশ্রয় নিয়ে পথ চ'লেছে। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর পরিচ্ছদে বিভিন্ন বিভাগের এক একটি স্মারকচিহ্ন রয়েছে, পাঠগ্রহণের সময় এই চিহ্ন ব্যবহার করা অবশ্যকর্ত্তব্য। এখানে দু'টি ভারতবাসী ছাত্র র'য়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় জন প্রতি সর্ব্বসাকুল্যে যুদ্ধের সময় বার্ষিক ৩৬০ পাউণ্ড (৪৮৬০৲ টাকা)—এর ভিতরে খাওয়া, বেতন, পরীক্ষার ফি, পুস্তক ইত্যাদি সমস্ত।

আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন ক'রে আমরা আমাদের হোটেলে ফিরে গেলাম, তখন বেলা ১টা। খাওয়া দাওয়া, বিশ্রামের পর আবার ৪টার সময় বেরুথের বিখ্যাত দু'টি কারখানা দেখতে গেলাম—একটি সুগন্ধি দ্রব্যের, অন্যটি বিস্কুটের। বেরুথের সুগন্ধি দ্রব্যাদি প্রায় প্যারিসের সুগন্ধি দ্রব্যের অনুকরণ। এই কারখানাটি ক্ষুদ্র এবং একজন ফরাসী ম্যানেজার এর পরিচালক। সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে এই কারখানাটি অতি বিখ্যাত। ফরাসী মস্তিষ্কে কারখানাটি চলে।

কিছুতেই ফরাসীরা দেশীয় শ্রমিক ও বৈজ্ঞানিকদের নিকট সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতের গূঢ় তথ্য প্রকাশ করে না। আমরা খুব সাধারণভাবে এই কারখানাটি দেখলাম। কিন্তু বিস্কুট কারখানার মালিক একজন গ্রীক আমাদের বিস্কুট তৈরীর প্রত্যেকটি সূত্র অত্যন্ত বিনীতভাবে উৎসাহের সঙ্গে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি আমাদের প্রত্যেককে এক বাক্স ক'রে বিস্কুট উপহার দিলেন এবং কিছু খোলা বিস্কুট পরিবেশন ক'রলেন। এই উদারতায় মুগ্ধ হয়ে প্রত্যেক ছাত্রই প্রায় ১ পাউণ্ড মূল্যের বিস্কুট খরিদ ক'রল।

তারপর আমরা বেরুথ নগরের একপ্রান্তে বেরুথের সুবিখ্যাত **মিউজিয়ম** পরিদর্শন করতে গেলাম। এই মিউজিয়মটি একটি বিরাট অট্টালিকায় অবস্থিত। দূর থেকে দেখলেই মনে হয় যে এটি সাধারণ বাসের কোন গৃহ নয়। এই অট্টালিকাটি ত্রিতল- একটি তল ভূমির নীচে, একটি সমতল ভূমিতে, তৃতীয়টি তার উপরে। বাইরে প্রাচীরগাত্রে অনেকগুলি রেখাচিত্র অঙ্কিত র'য়েছে। সেগুলি লেবাননের ইতিহাসের বিভিন্ন স্তর বিজ্ঞাপিত করে। ভেতরে প্রবেশ ক'রেই আমরা ডান দিকে প্রকোষ্ঠে দেখলাম—প্রাচীন মিশর, ফিনিসিয়া, বেবিলন, গ্রীক ও রোমের ব্যবহৃত অলঙ্কারের সঞ্চয়ন ; বিভিন্ন প্রাচীন জাতির অস্ত্রশস্ত্র ইতিহাসের সময়ানুযায়ী রক্ষিত হয়েছে। এমন সুন্দর শ্রেণীবিভাগ করা রয়েছে যে অনায়াসে প্রাচীন জাতির সামরিক সভ্যতার একটি তুলনামূলক ইতিহাসের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রাচীন জাতির ব্যবহৃত বিভিন্ন যুগের মুদ্রাগুলি একটি কাঁচের আলমারীতে সুসজ্জিত র'য়েছে। তা' দেখে মনে হয়, তাদের সৌন্দর্য্য প্রীতি এবং কারুকার্য্যের ক্ষমতা কত নিপুণ ছিল। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে দেখলাম, আদিম জাতির রন্ধনোপযোগী বাসন সংগৃহীত করা হ'য়েছে, তার ভিতরে মৃৎপাত্র, তাম্র, লৌহ এবং ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত পাত্রাদি রয়েছে। কয়েকটি মৃৎপাত্র সিন্ধু দেশের হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর মৃৎপাত্রের অনুরূপ। এই গৃহের বাম পাশে প্রবেশদ্বারের সম্মুখে আলাবাষ্টার নির্ম্মিত দুটি বিরাট সিংহ দ্বাররক্ষীর আকারে স্থাপিত র'য়েছে। সিংহযুগল অতি মসৃণ প্রস্তরে তৈরী, প্রায় সারনাথের যুগল-সিংহেরই অনুরূপ। আর এর পার্শ্বে স্থাপিত রয়েছে মর্ম্মর-নির্ম্মিত একটি সুসজ্জিত অশ্ব। এই অশ্বটির গাত্রে প্রাচীন কালে ব্যবহৃত বিচিত্র অশ্বশয্যা আবৃত র'য়েছে। সেই প্রকোষ্ঠেরই প্রাচীরে নানাবিধ তরবারি, ছুরিকা, সংগৃহীত র'য়েছে। এই অস্ত্রের মুষ্টিগুলি বিভিন্ন ধাতু এবং গজদন্তে

নির্ম্মিত; কোনটি বা মণি মুক্তা খচিত। তার ভিতরে নানা জাতীয় পশুর মুখমণ্ডল খোদিত র'য়েছে।

এই গৃহের দক্ষিণাংশে বিরাট প্রাচীরের গাত্রে প্লাষ্টার এবং কৃত্রিম পাথর দিয়ে একটি বৃহৎ মানচিত্র তৈরী করা হ'য়েছে এই মানচিত্রে ভূমধ্য-সাগরের তীবে অতি প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ ক'রে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত যে বিভিন্ন স্তরের সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছে, তারই একটি সুন্দর আলেখ্য। বোধ হয় এই আলেখ্যেরই অনুকরণে কাশীতে মিঃ ভগবানদাস্ ভারত মন্দির কল্পনা করেন। এই ভারত মন্দিরের অভ্যন্তরে হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্তবের সভ্যতার ইতিহাস জ্যামিতির অক্ষরে অঙ্কিত হ'য়েছে। এখানে আলেখ্যের বিপরীত দিকে এপলো এবং ভেনাসের মূর্ত্তি এলাবাষ্টার দিয়ে নির্ম্মাণ করা হ'য়েছে। এই মূর্ত্তির দু'টি বিখ্যাত আমেরিকান প্রত্নতত্ত্ববিদ মিঃ পিয়ার্সনের আবিষ্কৃত এপলো এবং ভেনাসের মূর্ত্তির অনুকরণে পরিকল্পিত। আমি এই দুটি মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ নিতে চাইলাম, কিন্তু মিউজিয়মের নিয়মানুসারে সেটা নিষিদ্ধ।

তারপর আমবা ভূ-নিম্নস্থিত প্রকোষ্ঠে সংগৃহীত জিনিষগুলি দেখতে গেলাম। এই অংশটি সমাধি প্রকোষ্ঠ (Chamber of Tombs)। কি অত্যাশ্চর্য্য সমাধি সংগ্রহ! প্রাচীন "সুরা" নগর খোদিক ক'রে অতীত যুগের বোমক সাম্রাজ্যের কয়েকটি সম্পূর্ণ সমাধি এই স্থানে রক্ষিত হয়েছে। এই সমাধিটি জনৈক সম্রাটের পারিবারিক সমাধি। তাঁর পরিবারের কুড়ি জন এই সমাধিতে চিরবিশ্রাম লাভ ক'রছিলেন। প্রত্যেকটি কফিন মর্ম্মর দিয়ে তৈরী। কফিনের ভিতরে যে মনুষ্যটি শায়িত আছে, তারই অবিকল প্রতিমূর্ত্তি কফিনের উপরিভাগে খোদিত র'য়েছে। এইরূপ কুড়িটি মর্ম্মবের কফিন পরপর সাজান। এই দৃশ্য অতি করুণ! সমাধিগৃহে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের মধ্যে একটি সম্রাট পরিবার আবদ্ধ র'য়েছেন! মানুষের এই ক্ষণভঙ্গুর দেহকে চিরন্তন ক'রে বাঁচিয়ে রাখবার কি অমানুষিক চেষ্টা! মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত দেশে প্রাচীন যুগের মানুষ দেহের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব ক'রতেন। দেহকে নিশ্চিহ্ন ক'রে ভস্মীভূত করা এ জাতি কখনও কল্পনা করেন নি।

তারপর আমরা সে প্রকোষ্ঠের আর একটি অংশে প্রাক্-খৃষ্টীয় যুগের একজন সম্রাটের সমাধি পরিদর্শন ক'রতে গেলাম। এই সমাধি কক্ষটি সম্পূর্ণ স্থানান্তরিত করা হ'য়েছে—দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩০ ফুট, প্রস্থে ২০ ফুট। এই প্রকোষ্ঠের

প্রাচীর গাত্রে মৃত মনুষ্যটির কল্পিত চিত্র অঙ্কিত র'য়েছে। সে চিত্র দ্বারা স্তরে স্তরে মৃত আত্মার ইহলোক থেকে পরলোক যাত্রার দৃশ্যগুলির পরিকল্পনা। উলঙ্গ সূক্ষ্ম দেহ, অতি অস্পষ্টভাবে জীবলোকের চর্ম্মচক্ষে প্রতিভাত হচ্ছিল। দ্বিতীয় স্তরে স্বর্গদূত সেই সূক্ষ্মদেহকে নানাজাতীয় ও নানাবর্ণের পুষ্পসজ্জায় আবৃত ক'রে দিয়েছে এবং সে সূক্ষ্ম শরীর একজন স্বর্গদেবতার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি মৃতের জাগতিক জীবনের পাপ-পুণ্যের ওজন ক'রছিলেন। সর্ব্বশেষ স্তরে সূক্ষ্ম আত্মার স্বর্গের পথে চলার চিত্র র'য়েছে। সূক্ষ্ম আত্মার চিত্রাঙ্কণে নিপুণ শিল্পী বর্ণ সংমিশ্রণের অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। চিত্রগুলি অত্যন্ত জীবন্ত এবং বহু শতাব্দীর ব্যবধানেও রোমক শিল্পীর চিন্তাশক্তির প্রাচুর্য্য এবং চিত্রাঙ্কণের নৈপুণ্যের নিদর্শন।

প্রচ্ছদপট নীল—আকাশের মত নীল, কল্পনার দূরত্ব সে নীলকে ছাড়িয়ে আরও বহু দূরে নীল গগনের অপর পারে পৌঁচেছে। এই সমাধি-কক্ষগুলি পরিদর্শনের পর আমার অন্য কোন জিনিষের প্রতি আর কোন আকর্ষণই রইল না। আমার সব সময়ই মনে হ'চ্ছিল - মানুষ জীবন, মৃত্যু, সমাধি, পরলোক, মৃত আত্মা এবং ক্ষণভঙ্গুর মানবের মৃত্যু-রহস্য আবিষ্কারের জন্য কি আকুল চেষ্টা ক'রেছে! এই ক'টি কথাই কেবল আমাকে বিভ্রান্ত ক'রে রেখেছিল।

প্রায় ৯টার সময় আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। নিউ রয়েল হোটেল ভূমধ্যসাগরের তীরে অতি সুন্দর প্রকৃতির এক বৈচিত্র্যপূর্ণ ত্রিকোণ ক্ষেত্রে স্থাপিত। হোটেলের নীচেই সাগর-সৈকতের জলধারাকে আবেষ্টন ক'রে একটি সুইমিং পুল। সন্তরণপ্রিয় বহু বিলাসী এই জলাশয়ে অবসর মুহূর্ত্ত বিনোদন করেন। হোটেলের দ্বিতল কক্ষে প্রায় সব সময় অবিশ্রান্ত সঙ্গীত চ'লেছে। ডিনার হল থেকে সাগরের সঙ্গীত পাশের ঘরে নৃত্যমঞ্চের পিয়ানোর সুরকে অতিক্রম ক'রে আমাদের কাছে ভেসে আসছিল। অদূরে এই জলাশয়ের অপর তীরে বিরাট ঐশ্বর্য্যময়ী "হোটেল নরম্যাণ্ডি" আলোকমালা সুসজ্জিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে র'য়েছে। বিভিন্ন বর্ণের বৈদ্যুতিক আলোকচ্ছটা সমুদ্রের জলের উপর প্রতিফলিত হ'য়ে অন্ধকার রাত্রে এক অপরূপ শোভামণ্ডিত হ'য়েছিল। মাঝে মাঝে হোটেল নরম্যাণ্ডির নৃত্যকক্ষের বিলোল অট্টহাস্যের রেশ বাতাসে ভেসে আসছিল। বাইরে অল্প অল্প বৃষ্টি, বিরাট উর্ম্মিমালা বৃষ্টির আঘাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অতি দ্রুত তীরের দিকে ছুটে আসছিল। চারদিকের জগৎ যুদ্ধের ব্লাক্-আউটের জন্য আরও অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ, ক্বচিৎ দু' একটি জেলে

নৌকা আবৃত আলোর অন্তরালে সাগরের বুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাল তুলে অন্ধকার রজনীতে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য চ'লেছিল। মাত্র হোটেলের পাশ দিয়ে আসবার সময় বৈদ্যুতিক আলোক প্রতিফলিত হ'য়ে ক্ষণকালের জন্য লোকচক্ষুর গোচর হ'চ্ছিল, আবার মুহূর্ত্তে অন্ধকারে বিলীন হ'য়ে যাচ্ছিল।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রকৃতির সান্নিধ্য উপভোগ ক'রছিলাম। এই প্রকৃতি যেমন ভয়ঙ্কর, তেমন ঐশ্বর্য্যময়ী। অন্ধকারের যে একটা রূপ আছে, সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে নিস্তব্ধ প্রকৃতির সান্নিধ্যে সেটা অতি নিবিড়ভাবে ভোগ করা যায়। আমার এত আনন্দ হ'য়েছিল যে আমি একাকী সে আনন্দ উপভোগ করাকে অত্যন্ত স্বার্থপরের কাজ মনে ক'রলাম। আমি সেক্রেটারী মিঃ আমিন সালেহ্‌কে ডেকে নিয়ে গেলাম যে আমার সঙ্গে তিনি প্রকৃতি এবং সাগরের খেলা উপভোগ ক'রবেন। তিনি আমার পাশে এক চেয়ারে ব'সে জিজ্ঞাসা কর'লেন—কেন তাঁকে ডেকেছি? আমি তাঁকে নিঃশব্দে আমার পাশে বসিয়ে শুধু সাগরের দিকে দেখতে ব'ল্লাম। আমার সঙ্গে প্রায় ১৫ মিনিট তিনি নীরবে ব'সেছিলেন এবং আমাকে পরিপূর্ণ মুগ্ধ এবং সমাহিত দেখে তিনি একটু আশ্চর্য্য হ'লেন। তিনি ভদ্রতার অনুরোধে খানিকক্ষণ ব'সে তাঁর ঘরে ফিরে গেলেন। আমি অনেকক্ষণ ব'সেছিলাম,—বৃষ্টি থেমে গেল, সঙ্গীত নিস্তব্ধ হ'ল, আলো নিবে গেল, আমি ধীর মন্থরগতিতে অন্ধকারের রূপ এবং প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য চিন্তা ক'রতে ক'রতে ঘুমিয়ে প'ড়লাম। আজ রাত্রের এই অপরূপ রূপ বহুকাল আমার স্মৃতিতে অক্ষুণ্ণ থাকবে।

২১শে জানুয়ারী, '৪৫

আজকে ভোরে আমরা বা অল্‌-বাক্‌ নগর পরিদর্শনে যাব। অতি প্রাচীন ফিনিসীয় এবং রোমক জাতির রাজধানী বা অল্‌-বাক্‌ নগর বহু অতীতের স্মৃতি বুকে ক'রে আজও বেঁচে আছে। আমাদের গাড়ী ভোর ৫টার সময় হোটেলের দ্বারে এসে উপস্থিত হ'য়েছে। অন্ধকার তখনও শেষ হয়নি, পথগুলি তখনও জনবিরল। হোটেল নিস্তব্ধ, শীত অসহ্য। আমরা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই রওয়ানা হব, নচেৎ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ফিরে আসতে পারব না। আমাদের পথ লেবাননের পাহাড়ের উপর দিয়ে প্রায় ৬০ মাইল। পথের দু'পাশে অলিভ (জলপাই) বনবীথি দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত পথকে সে ছায়া দিয়ে, সৌন্দর্য্য দিয়ে ঘিরে রেখেছে। পথের নীচে পাইন বৃক্ষের সারি বনরাজের ঐশ্বর্য্য নিয়ে

দাঁড়িয়ে আছে। লেবাননের পাহাড়ে অলিভ এবং পাইনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যুগ যুগ ধ'রে কবিদের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছে। আঙ্গুরের লতাগুল্ম শীতের অত্যাচারে কঙ্কাল-মাত্রে পর্য্যবসিত, কিন্তু তারা বসন্তের আগমন প্রতীক্ষা ক'রছে। শীত এসেছে, বসন্ত দূরে নয়,—এ বার্ত্তা আঙ্গুরের লতা যেমন ক'রে অনুভব ক'রে তেমন বোধ হয় আর প্রকৃতির কোন অংশই করে না।

সমস্ত ঋতুতে লেবাননের একটা বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য আছে। পর্ব্বত শীর্ষে শুভ্র তুষার, পর্ব্বতগাত্রে সবুজ বীথি, পর্ব্বত পাদনিম্নে ভূমধ্যসাগরের নীল জলরাশি, উপরে নীল আকাশ।—প্রকৃতি দেবী নিজের কল্পনা নিজেই লেবাননে মূর্ত্ত ক'রেছেন। পথে আমরা দেখছি কোমল, মসৃণ, ঘন নীল মেঘপুঞ্জ আমাদের মাথার উপর দিয়ে চ'লেছে ধীর মন্থরগতিতে। হঠাৎ মেঘপুঞ্জ নেমে আসছে আমাদের শুভ সম্ভাষণ জানাতে। অতি ধীরে আমাদের যানবাহন চুম্বন ক'রে মেঘখণ্ড চলেছে, তার পথ পাহাড়ের নীচে। এই মেঘপুঞ্জের জয়যাত্রা অতি ধীর, মেঘখণ্ডগুলি সম্পূর্ণভাবে অবহিত ছিল যে আমরা তাদের আনন্দ-বিহার উপভোগ ক'রছি। মাথার উপরে মেঘ, পার্শ্বে মেঘ, দক্ষিণে, বামে, পদনিম্নে মেঘের অফুরন্ত যাত্রা চ'লেছে। তারাও লেবাননের পাহাড়ের সৌন্দর্য্য মানুষকে একাকী ভোগ ক'রতে দিতে প্রস্তুত নয়। এ প্রকৃতির এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি!

কিছুকাল পরেই আমরা পাহাড়ের একটি ত্রিকোণ অধিত্যকায় এসে দাঁড়ালাম। আমাদের নীচে এবং পার্শ্বে বিরাট ঘন তুষারের সমুদ্র। এই অধিত্যকায় আমাদের বরফের খেলা হবে—ছাত্র এবং শিক্ষক সকলেই আজকে তরুণ, প্রায় সকলেই মোটর থেকে সানন্দে পথে লাফিয়ে প'ড়ল তুষারাচ্ছন্ন পথ, তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতশীর্ষ, তুষারাচ্ছন্ন অধিত্যকা, সমস্ত দিকেই তুষার। বর্ণ-বৈপরীত্যে কোথাও তুষার ন্যূনাধিক নীলবর্ণ ধারণ ক'রেছে। আমরা তুষার দিয়ে "বল" তৈরী করলাম। একজন আর একজনের দিকে এই তুষারের বল নিক্ষেপ ক'রছিল, অন্য জনের গাত্র স্পর্শ করামাত্রই বরফের বলগুলি তুলোর গোলার মত বিস্ফুরিত হ'য়ে ওভারকোট ভিজিয়ে দিচ্ছিল। দু'একজন বুদ্ধিমান যুবক অতি বিরাট বল তৈরী ক'চ্ছিল। বরফের "বল" দিয়ে ফুটবল খেলবে। যেইমাত্র সে বরফের বলে পা ছুড়ল অমনি লম্বমান হয়ে প'ড়ল, আমরা তাদের সেই দুর্দ্দশা খুব আনন্দে উপভোগ ক'রছিলাম। বরফের উপরে কেউ এক মুহূর্ত্তের বেশী দাঁড়াতে পারছিল না, এবং বরফের মধ্যে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচতে হ'লে তাকে চ'লতেই হ'বে। বিলাসীরা যেমন নরওয়ে, ফিন্‌ল্যাণ্ড,

সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি বরফের দেশে স্কী-ইং খেলতে যায়, তেমনি তারা লেবাননের পাহাড়েও খেলতে আসে। দূর থেকে হিমালয়ের বরফ দেখেছি,—অনেক কল্পনা ক'রেছি, সে দৃশ্যকে শ্রদ্ধা ক'রেছি, কিন্তু এমনি ক'রে বরফ, জীবন্ত ও প্রাণবন্ত বরফ আর কখনও দেখিনি। আমার অভিজ্ঞতা নূতন, সুতরাং আমার আনন্দও অসীম। সমস্ত ছাত্ররা তরুণ, আমিও তরুণের সঙ্গে তরুণের চেয়ে বেশী উৎসাহ নিয়ে আনন্দ উপভোগ ক'রলাম। আমাদের বৃদ্ধ অধ্যাপক ডাঃ লাহেটা অনেকক্ষণ ধ'রে ছাত্রদের ফিরে আসবার জন্য ডাকছিলেন, কিন্তু ছাত্ররা অবাধ্য হ'যে আনন্দ উপভোগ ক'রছিল। ডাঃ লাহেটা আমাকে ব'ল্লেন,—ওস্তাদ্ হিন্দী, আপনি এখানে থেকেই যান। আমি আরও কিছুকাল থাকতে পারলে খুশীই হ'তাম। মুস্তাফা বে ব'ল্লেন,—'লেবাননে এর চেয়েও সুন্দর জিনিষ র'য়েছে।'

আমরা আবার চ'ল্লাম। খানিকদূর যেতেই একটি রামধনু আমাদের অভিনন্দন জানাল। আকাশ, মেঘ, তুষার, পর্ব্বত আজকে সকলেই মিলেছে,—আমাদের অভিনন্দন জানাবে। তারা আমাদের জন্য আকাশ, পর্ব্বত জুড়ে একটি বিরাট বর্ণের তোরণ সৃষ্টি ক'রেছে, আমরা এর ভিতর দিয়ে পথ চ'লব। আমার মনে আছে, একবার আমি প্রায় ২৪ বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রাম থেকে সন্দীপে নৌকা ক'রে যাচ্ছিলাম। বর্ষার আকাশে এক বিরাট রামধনু, আকাশ, সাগর ছেয়ে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য রচনা ক'রেছিল। সমুদ্রে রামধনু দিকচক্রবাল রেখান্ত পর্য্যন্ত স্পর্শ করে। আজকেও এই বহুদিনের ব্যবধানে সেই দৃশ্য মনে প'ড়ছিল। লেবানন পর্ব্বতের এই বিরাট রামধনু কত ঐশ্বর্য্যময়! আমাদের প্রায় স্পর্শের ভিতর এসেছে, আমরা প্রায় হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ ক'রতে পাচ্ছি। এই সৌন্দর্য্যকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা অনুভব ক'রছি। এই রামধনু উত্তর থেকে দক্ষিণে রঙের তোরণ সৃষ্টি ক'রেছে। লেবানন পর্ব্বতের তুষারধবল শিখর প্রায় প্রত্যেক মুহূর্ত্তে রামধনুর বর্ণচ্ছটার সঙ্গে সঙ্গে নিজের বর্ণ পরিবর্ত্তন ক'রছিল। দুগ্ধশুভ্র তুষারের গায়ে রামধনুর সবুজ বর্ণই অত্যন্ত গাঢ় প্রতিফলিত হ'চ্ছিল। আমি এখন বুঝতে পারলাম, সেদিন ভূমধ্যসাগরের জল কেন সবুজ দেখেছিলাম। সে সবুজ রামধনুর সবুজ বর্ণের প্রতিবিম্ব। আমরা প্রায় ১৫ মিনিট কাল এই অবিস্মরণীয় দৃশ্য উপভোগ ক'রছিলাম। অকস্মাৎ একখণ্ড মেঘ এসে রামধনু আবৃত ক'রে দিল। একটু পরেই আমরা বা-অল্-বাক্ নগরপ্রান্তে উপস্থিত হলাম।

নগরের প্রবেশ-পথে একটি মন্দির দেখলাম। মন্দিরটি খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ফিনিসিয়গণ তৈরী ক'রেছিল। পরে রোমক জাতি এই মন্দির ব্যবহার ক'রেছে। মন্দিরের চূড়ায় একটি ত্রিশূল, তিনটি কলস স্থাপিত র'য়েছে। দূর থেকে দেখলে কোন ভারতীয় শিবমন্দির ব'লেই মনে হয়। আমরা দশ মিনিটের ভিতরেই সহরের মধ্যস্থলে এসে নামলাম। চতুঃপার্শ্বে খণ্ড খণ্ড ধ্বংসাবশেষ; সামান্য কয়েকটি মাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহাদি র'য়েছে, স্থাপত্য বিভাগের বিভিন্ন কর্ম্মচারিদের আবাস। একটি ছোট বাজার। অত্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হ'চ্ছিল, পথের দু'দিকেই বরফ, তাপমাত্রা ৫°, সমস্ত শরীর প্রায় শীতে জ'মে যাচ্ছিল। আমার গরম মোজা, গরম আণ্ডারওয়্যার, গরম সার্ট, একটি সোয়েটার, একটি পুলওভার, একটি কোট, একটি ভারী জার্ম্মান ওভারকোট, মাথায় ব্যালাক্লাভা কেপ্—তবু এই দারুণ শীতে আমি প্রায় অস্থির হ'য়ে উঠেছিলাম। আমার অবস্থা দেখে প্যালেষ্টাইনের একটি ছাত্র আমাকে ব'ল্লে,—একটি এস্কিমো কোট কিনে নিন। আমি ২৫ পাউণ্ড (সিরিয়ান) দিয়ে একটি আস্ত ভেড়ার চামড়ার কোট কিনে নিয়ে এলাম। এবার একটু আরাম অনুভব ক'রছি।

আমরা পায়ে হেঁটে নগরের দক্ষিণ প্রান্তে একটি প্রাচীন মন্দির দেখতে পেলাম। এই মন্দিরটি একটি ছোট প্রস্রবণেব পার্শ্বে স্থাপিত হ'য়েছে। সে প্রস্রবণ থেকে নিরন্তর জলধারা ব'য়ে চলেছে সমস্ত নগরের বুক চিরে। এই প্রস্রবণটির নীচে সবুজ শৈবাল জমে উঠেছে। জলতলে বিভিন্ন বর্ণের উপলখণ্ড; অধিকাংশই শ্বেত মর্ম্মর। সবুজ শৈবাল, পরিশ্রুত প্রস্রবণ-বারিধারা এবং বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরখণ্ডের সমাবেশ অতি সুদর্শন! বহু দূরদেশ থেকে বিলাসিগণ এদেশের তুষারের সৌন্দর্য্য, প্রস্রবণের জল, স্বাস্থ্যকর বায়ু, এবং-স্কী-ইং খেলা উপভোগ ক'রতে আসে। যুদ্ধের পূর্ব্বে বেরুত্ বা-অল্-বাক্ আমেরিকান, ফরাসী এবং তুর্কদের অতি প্রিয় ভ্রমণকেন্দ্র ব'লে বিবেচিত হ'ত।

এই প্রস্রবণের পার্শ্বে অবস্থিত মন্দিরটি জুপিটর দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত। বেকাস এবং অন্যান্য প্রাক্-খৃষ্টান যুগের রোমক দেবতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির এখানে গ'ড়ে উঠেছে। জুপিটর মন্দিরের স্তম্ভ অতি বিশাল,—যেমন তার দৈর্ঘ্য, তেমন প্রস্থ, গোলাকার সুচিত্রিত ভিত্তির উপর স্থাপিত। এই ভিত্তিগুলি প্রস্ফুটিত পদ্মের আকারে নির্ম্মিত হ'য়েছে। এই পদ্মের অভ্যন্তর থেকে একটি মৃণাল স্তম্ভরূপে আকাশ চুম্বনের জন্য উঠেছে। একটি স্তম্ভ থেকে

আর একটি স্তম্ভের দূরত্ব প্রায় ৩০ ফুট। সমকোণ আয়তক্ষেত্র আকারে লিণ্টালগুলি একটি স্তম্ভ থেকে আর একটি স্তম্ভে গিয়ে পৌঁছেছে, অন্য কোন অবলম্বনই নেই। এই লিণ্টালগুলি প্রাচীন পূর্ত্ত-বিজ্ঞানের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত। নীচের ছাদগুলি বিচিত্র কারুকার্য-শোভিত এবং সেই কারুকার্য্যগুলিতে আঙ্গুর এবং আঙ্গুরের লতারই আধিক্য। প্রত্যেকটি কোণে চারিটি ক'রে দেববালাদের মূর্ত্তি র'য়েছে এবং মাঝখানে একটি বিরাট দেবীমূর্ত্তি। আর কোণের মূর্ত্তিগুলি ঐ দেবীকে অর্ঘ্যদান ক'রছে। চিত্রাঙ্কণের পরিকল্পনার ভিতর পূজা এবং অর্ঘ্য দানই মূলতত্ত্ব। মুসলিম আরব জাতি বা-অল্-বাক্ বিজয়ের পর এই সুন্দর মূর্ত্তিগুলিকে বহুভাবে নষ্ট ক'বেছে ।

জুপিটরের মন্দিরের সম্মুখে দ্বারদেশের ·গাত্রে কয়েকটি দেবদূতের মূর্ত্তি 'খোদিত র'য়েছে। দেববালাদের হস্তে র'য়েছে আঙ্গুরের রসপূর্ণ পাত্র। তারা মন্দিরের অভ্যন্তরের দেবতাকে অর্ঘ্য প্রদান ক'রবে! এই সুন্দর মূর্ত্তিগুলি অধিকাংশই আরবীয়গণ নষ্ট ক'রেছে হয়ত বা আরবীয়গণ জাগতিক প্রতিমূর্ত্তি ধ্বংস ক'রেছে ধর্ম্মের উন্মাদনায়, কিন্তু শিল্প জগতে সৌন্দর্য্য-দেবতার প্রতি যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হ'য়েছে, সে ক্ষতি কে পূর্ণ করবে? বহু উচ্চে ছাদের নিম্নে মাত্র কয়েকটি মূর্ত্তি অক্ষত অবস্থায় দেখা যাচ্ছিল, এখানে আরবদের ধ্বংসের হস্ত পৌঁছুতে পারেনি। কিছুকাল পূর্ব্বে একটি ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত কয়েকটি মূর্তি নীচে প'ড়েছিল। তার ভিতরে একটি সিংহের মূর্ত্তি ও সর্পের মূর্তি র'য়েছে, এক সর্প মূর্ত্তিটি অদ্ভুত। কারণ এই অঞ্চলে আর কোন মন্দিরেই সর্পের কোন চিহ্ন নাই।

আমরা বেকাস দেবতার মন্দিরের উচ্চতম শিখরে অতি কষ্টে পৌঁছুলাম। এই মন্দিরটি অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং বিরাট প্রস্তরখণ্ড দিয়ে নির্ম্মিত। আরবীয়রা এই মন্দিরটির নিম্নতল প্রাচীর ছিদ্র ক'রে দুর্গে পরিবর্ত্তিত ক'রেছিল। সেই ছিদ্র দ্বারা তীরধনু এবং কামান গোলা শত্রুর উপর নিক্ষিপ্ত হ'ত। আমরা এই বেকাস মন্দিরের ভগ্ন ছাদ থেকে সমস্ত বা-অল্-বাক্ নগরটির দৃশ্য দেখতে পেলাম। চারিদিকের দৃশ্যটি যেন প্রকৃতি প্রমোদ কাননরূপে সৃষ্টি ক'রেছিলেন। এই নগরটি স্বপ্ন দিয়ে তৈয়ারী হ'য়েছিল; আজ স্বপ্ন শেষে মাত্র তার অস্পষ্ট স্মৃতি অবশিষ্ট র'য়েছে। আমার এই চিন্তাই এসেছিল,—এপলো দেবতার ভক্তেরা যে বিশ্বাস নিয়ে এই বিরাট মন্দির রচনা ক'রেছিল, সেই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই তো যীশু এবং মহম্মদ ভক্তগণ মন্দির ধ্বংস ক'রেছিল। প্রাচীন যুগের

ফিনিসিয় এবং রোমক জাতি কি তাদের পূজ্য দেবতাদের অসীম করুণার উপর নির্ভর ক'রে পূজা এবং অর্ঘ্য প্রদান করেনি! সে প্রাচীন জাতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে দেবতার চরণে অর্ঘ্য দিয়েছিল। আশা ছিল—দেবতারা তা'দের অভিলাষ পূর্ণ ক'রবেন্। সেই প্রাচীন ভক্তদের প্রাণ কি দেবতার ভক্তির আনন্দে এবং উৎসবে পরিপূর্ণভাবে বিলীন হয়ে যায় নি? তারপর যেদিন রোমক জাতি প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির পূজা ত্যাগ ক'রে খৃষ্ট প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রল, তারা সেদিন পূর্ব্বপুরুষের বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা বিষয়ে কি কল্পনা ক'রেছিল? তারা যাই কল্পনা করুক না কেন, রোমক জাতি কখনও পূর্ব্বপুরুষের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি নষ্ট ক'রেনি। প্রাচীন যুগে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের দিনে যে ধ্বংসের উন্মাদনা বিদ্যমান থাকে, সে উন্মাদনায় রোমক জাতি সৌন্দর্য্য ও শিল্পের অবদান বিনষ্ট করেনি; কিন্তু আরব জাতি যেদিন মহম্মদ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রল, সেদিন তারা অন্য মানুষের চিন্তা, কল্পনা এবং সৃষ্টির প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন করেনি। অতীতের প্রতি তা'দের কোন সহানুভূতি ছিল না, সৌন্দর্য্যের প্রতি কোন শ্রদ্ধা ছিল না। তারা ধারণা ক'রল, সত্য তাদের একমাত্র অনন্যসাধারণ অধিকার। অন্য সমস্ত জাতির উপাস্য দেবতা মিথ্যা এবং প্রদর্শিত পথ অসম্পূর্ণ। তাদের মূলমন্ত্র হল মহম্মদ শিক্ষ পথ, একমাত্র পথ—সে পথে তারা চ'লবে এবং অন্য জাতি কিংবা ধর্ম্মের সমস্ত দিক নির্ম্মূল ক'রে দেবে।

মধ্যপ্রাচ্যের শিল্প, স্থপতি, বিজ্ঞান, য' বহু যুগ ধরে ফিনিসিয়, বেবিলন, এসিরিয়, মিশর, ইরান, গ্রীস, রোম, গড়ে তুলেছিল—তা' আরব ও তুর্ক জাতি ধর্ম্মের উন্মাদনায় তার বহুলাংশ ধ্বংস ক'রে দিয়েছে। যে বিশ্বাস নিয়ে, যে আন্তরিকতা নিয়ে প্রাচীনতম জাতিগুলি তাদের দেবতার কল্পনা ক'রেছিল, দেবতার অর্ঘ্য রচনা ক'রেছিল, সে বিশ্বাস নিয়েইতো খৃষ্টান জাতি, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ পূর্ব্বপুরুষের প্রদর্শিত পথ ত্যাগ ক'রেছিল। তারপর আরব ও তুর্কগণ—তার চেয়েও অধিকতর বিশ্বাস নিয়ে অতীতের সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস ক'রে দিল। আমি বারবার নিজেকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম,—সত্য কোথায়? পথ কোথায়?

আমরা বা-অল্-বাক্ পরিদর্শন শেষ ক'রে প্রায় ৭টার সময় বেরুতের পথে ফিরে আসছি; কিন্তু এবার একটা নূতন পথে, ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমি আমাদের সাথে সাথে চ'লেছে। আমরা একটা ছোট সহরে এসে নাম্‌লাম। এই সহরটি **আঙ্গুর নগর** (City of Grapes) নামে বিখ্যাত। সমস্ত সহরটি আঙ্গুর এবং কমলালেবুর বাগান দিয়া ঘেরা। মাঝে মাঝে স্থান বিশেষে

অতি উচ্চ অলিভের বন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এই ক্ষুদ্র সহরটি সম্পূর্ণ সবুজ, গৃহস্থের গৃহগুলি দূরে দূরে এবং জনসংখ্যা বিরল, আমাদের আগমনে এই ক্ষুদ্র সহরটিতে একটি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'য়েছিল এবং সহরের বহু অধিবাসী আমাদের অভিনন্দন জানাবার জন্য পথের কোণে এসে অপেক্ষা ক'রছিল। তা'দের অভিনন্দনের আন্তরিকতা দেখে মনে হ'চ্ছিল, আমরা যেন সমস্ত নাগরিকদের অতিথি।

আজ রাত্রে আকাশ অত্যন্ত নির্ম্মল; রাত্রে **বেরুত্** নগর পরিভ্রমণে বোরোব স্থির হ'ল। রবিবার, আকাশে ক্বচিৎ দু' একটা মেঘখণ্ড মন্থরগতিতে ভেসে যাচ্ছিল। সন্ধ্যায় বহু নাগরিক আনন্দচিত্তে সাগরের তীরে সূর্য্যালোকের খেলা দেখতে এসেছিল। শীতকালের সন্ধ্যায় সূর্য্যালোক এদেশে বিরল। ইউরোপীয় সৈন্যরা বহু সংখ্যায় ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে বিশেষ কোন নারী সহযাত্রী দেখলাম না, যেমন আলেকজেন্দ্রিয়া এবং হেলিওপলিসে দেখেছি। আমরা রাত্রে একটি দেশীয় হোটেলে নৈশভোজন শেষ ক'রলাম। আমাদের খাদ্যের প্রধান অংশ বিন্ (সিম)। বিনকে অলিভ তৈল দিয়ে পিসে দৈ মিশিয়ে এক উপাদেয় জিনিষ তৈরী করা হ'ল, সঙ্গে মাংস, সেলাড্ এবং রুটি। সিদ্ধ বিন্‌কে মিশরে "ফুল" বলা হয়, সেটা এই লেবানী মথিত সিম থেকে সুস্বাদু। লেবাননের রুটি কিন্তু মিশরের রুটির চেয়ে অনেক ভাল। এখানকার রেস্তোরাঁ কায়রোর রেস্তোরাঁ থেকে পরিষ্কার, কিন্তু ভৃত্য ব্যবস্থা (সার্ভিস) কায়রোর ভাল। রাত্রিকালে আলোতে লেবাননের পথে পাশের বিপণিশ্রেণী অতি সুদর্শন।

বেরুত্ সহরটি পাহাড়ের উপরে। সাগর এবং পাহাড়ের এত নিকট সম্মিলন, যে এখানে কোন বিশেষ মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। বৃষ্টির জল সমস্ত সহরটিকে ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে সাগরে গিয়ে মিশেছে। সমস্ত দিন সাগরের সঙ্গীত পাইনের বায়ুতে ভেসে অসেছে। এখানকার মানুষ সাধারণতঃ খুব আমোদপ্রিয় এবং প্রত্যেক জিনিষের ভিতরেই উৎসবের একটা চিহ্ন পাওয়া যায়। আমরা রাত্রি বারটার সময় সহর দেখে ফিলে এলাম।

২২শে জানুয়ারী, '৪৫

প্রায় সাড়ে ৯টায় মিশর ব্যাঙ্কে (Bank of Egypt) মিশরীয় পাউণ্ডকে সিরিয়ান পাউণ্ডে পরিবর্ত্তিত ক'রতে গেলাম। মিশরীয় ১ পাউণ্ড সিরিয়ানে

১০ পাউণ্ডের সমান। ব্যাঙ্কের প্রধান কর্ম্মচারী একজন মিশরীয় ভদ্রলোক। তিনি অত্যন্ত সুজনতার সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা ক'রলেন। আমরা কফি খেয়ে লেবাননে অর্থসচিবের সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলাম। বর্ত্তমানে লেবাননের প্রত্যেক কারখানাই যুদ্ধের জন্য সর্ব্বসাধারণের প্রবেশাধিকারের বাইরে। এই অর্থসচিব একজন মুসলমান। তিনি আমাদের দলপতি ডাঃ লাহেটার সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময়ে যে সমস্ত বিশেষণ উল্লেখ ক'রলেন এবং প্রত্যুত্তরে ডাঃ লাহেটা যে সব বিশেষণ উচ্চারণ ক'রেছিলেন, সেগুলি প্রাচীন যুগে চারণগণের মুখেই সম্ভব। মুসলমানদের অতিথি-সৎকারের একটি বিশেষ অঙ্গ—পরস্পর প্রশংসা। অতিথি এবং গৃহস্থের বিশেষণ-বিনিময় খুব মনোরম! মিশরীয়গণ সব সময় গর্ব্ব করে, সমস্ত পূর্ব্বদেশে জাপানের পর একমাত্র মিশরই স্বাধীন এবং জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, ঔদার্য্যে মিশর দেশ সমস্ত মুসলমানের অধিনায়ক। বর্ত্তমান নিখিল আরব আন্দোলনের মুখপত্রও মিশর। সুতরাং লেবাননের অর্থসচিবের সুজনতা-বিনিময়ের প্রধান অংশ মিশরের এই অধিনায়কত্বের দাবী স্বীকার ক'রে নিয়েছিল।

সেখান থেকে আমরা অনুমতি-পত্র নিয়ে বেরুত্ সংবাদপত্র সমিতিতে চা পানের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। আমাদের ফটোগ্রাফ নেওয়া হ'ল। অনেকেই আমার সঙ্গে ভারতবর্ষের বিষয় নানাবিধ আলোচনা ক'রলেন। তাঁরা দুঃখ ক'রেলেন যে, ভারতের কোন সংবাদ অক্ষত অবস্থায় তাঁরা পান না। তাঁরা বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের সংবাদ জানেননা। ২০ লক্ষের অধিক লোক একটি দেশে এক বৎসরে ম'রে গেছে শুনে তাঁরা আশ্চর্য্য হ'য়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। আমার সঙ্গে একখানি ফটোগ্রাফ ছিল,—দুর্ভিক্ষের কঙ্কাল, মানুষ এবং কুকুরের মাঝে খাদ্যাংশের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তাঁরা কল্পনাতীত ব'লে মন্তব্য ক'রলেন। আমাকে ভারতবর্ষ থেকে একজন সংবাদ প্রেরকের সন্ধান দিতে অনুরোধ ক'রলেন, আমি যুদ্ধ কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষ করার জন্য ব'ল্লাম। সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যের ভিতরে লেবাননের সংবাদপত্রই উচ্চতর স্তরের। তাঁ'দের রঙ্গপ্রিয়তা এবং ব্যঙ্গোক্তি মিশরের রহস্যপ্রিয়তা অপেক্ষা অধিকতর সরস। মিশরের **আখবার-উল্-ইয়ুম্** নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে যে ব্যঙ্গচিত্রের নমুনা পাওয়া যায় তা' অনেক সময় সুরুচিপূর্ণ নয়। ফরাসী বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৭৮৯ সাল থেকে প্যারিসের সংবাদপত্র সমূহে যে আকারের ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হ'ত, মিশরের আধুনিক ব্যঙ্গ প্রায় তারই প্রতিচ্ছবি। লেবাননের দৈনন্দিন সংবাদ-

পত্রের ব্যঙ্গচিত্রগুলি খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ এবং সাময়িক ঘটনার সঙ্গে বেশী পরিচয় না থাকলে খুব সহজবোধ্য নয়।

আমরা প্রায় সাড়ে ১০টার সময় উল্‌-এর কারখানা দেখতে গেলাম। এই কারখানাটি একজন ফরাসী অধ্যক্ষের পরিচালনাধীন। কারখনানাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কলগুলি প্রায়ই জার্ম্মানী, স্থইজ্যারলাণ্ড এবং ইতালি থেকে আমদানী। অনেকগুলি কল উলের অভাবে অব্যবহৃত। শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন নারী, তারা প্রায় দৈনিক ৪॥০ টাকা থেকে ১৫ টাকা পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক পায়। পুরুষরা ৭॥০ টাকা থেকে ১৮ টাকা। এই নারী শ্রমিকদের অধিকাংশই তরুণী ও কিশোরী। এরা খুব আমোদপ্রিয়। আমরা এই নারী শ্রমিকদের কাজ সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন ক'রলাম; তারা খুব আনন্দের সঙ্গে উত্তর দিচ্ছিল। একটি কিশোরী মিশরের শ্রমিকদের দৈনিক আয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা ক'রল, এবং মিশরে নারী শ্রমিক নেই জেনে খুব আশ্চর্য্যান্বিত হ'ল। সে রুশিয়ার শ্রমিকদের সঙ্গে তুলনা ক'রে লেবানী শ্রমিক জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশার বিষয় ব'লে গেল। নারীরা এখানে বেশ প্রগতিশীলা। শ্রমিকদের মধ্যে অনেক খৃষ্টান ও ইহুদী নারী ছিল, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কথার ভাবে মনে হ'ল, এদেরমধ্যে সাম্যবাদ একটু একটু প্রচারিত হ'চ্ছে। এই কারখানার উৎপন্ন দ্রব্যগুলি সমস্তই বর্ত্তমানে সরকার কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত, শতকরা ২৫ ভাগ সাধারণের জন্য বাজারে দেওয়া হয়। মুস্তাফা বে ব'ল্লেন,—লেবানন এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়, যদিও তারা যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছে। এই কারখানার মালিকরা জানে না যে, তাদের উৎপন্ন দ্রব্য কোথায় কি ভাবে চ'লে যায়। তারা মাত্র খরচের উপর একটা লভ্যাংশ পেয়ে থাকে। তারপর আমরা লুবলিনার সিল্ক-মোজার কারখানা দেখতে গেলাম, এ কারখানাটি শুধু নারীদের ব্যবহার্য্য মোজা তৈয়ারী করে। এক জোড়া মোজার দাম গড়ে ১৭ টাকা। অবশ্য মিশরে এই মোজার দাম জোড়া প্রতি ২৫ টাকা থেকে ৩০ টাকা। এই কারখানাতেও শ্রমিকদের অধিকাংশই নারী। শতকরা ২০ ভাগ বালক, ২০ ভাগ যুবক, ১০ ভাগ প্রৌঢ়। অফিস কর্ম্মচারীদের মধ্যেও নারী র'য়েছে। ম্যানেজার ব'ল্লেন—মোজার কাজে নারী শ্রমিকগণ বিশেষ পারদর্শী, এই কারখানার সমস্ত কলগুলি জার্ম্মানী থেকে এসেছে। প্রতি ঘণ্টায় প্রত্যেকটি কলে ১২ জোড়া মোজা তৈয়ারী হয়। এই মোজা এত সূক্ষ্ম রেশম দিয়ে তৈরী যে, প্রায় সম্পূর্ণ গাত্রচর্ম্মের সঙ্গে মিশে যায়। এই কারখানা ঠিক উলের কারখানার মতন

সুচারুরূপে পরিচালিত নয়, কিন্তু শ্রমিকরা একটু বেশী উৎসাহী ও সুখী ব'লে মনে হয়। এখানে কোন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নাই।

ফিরবার পথে আমরা দেখলাম বিমান পোতাশ্রয়ের কাছে সৈন্যরা ফুটবল খেলছে। লেবাননে সাধারণতঃ ফুটবল খেলা হয় না। এই ফুটবল মাঠের পাশেই সাগরের তীরে **আত্মহত্যার পাহাড়** দেখলাম (Suicide Rock)। এই "রক" দু'টি পাশাপাশি ভূমধ্যসাগরের এক কোণ থেকে উপরে উঠেছে, নীচে শিলারাশি। উপরে প্রায় ২০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ পাহাড়, নীচে নানাজাতীয় জীবজন্তু। কারণ এই স্থানটি তরঙ্গবিহীন, বহু আত্মহত্যা-বিলাসী নরনারী এই-স্থানে এসে আত্মহত্যার উৎকট বিলাস উপভোগ করেন। প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ১০০ নরনারী এই স্থানে আত্মহত্যা করে। কথিত আছে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা থেকে একটি যুবক এই সুইসাইড্ রকে আত্মহত্যা করবার জন্য এসেছিলেন, সঙ্গে ছিল একটি ক্যামেরামান। এই বিলাস আমেরিকাবাসিদের কল্পনায় সম্ভব! প্রকৃতির অপূর্ব্ব লীলা এই আত্মহত্যার পাহাড়। এর চারিদিক প্রকৃতির অতি ভীষণ আবেষ্টনীর মধ্যে গ'ড়ে উঠেছে। এর নামটি এই স্থানকে একটি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সঙ্গে সংযোজিত ক'রেছে। স্থানীয় লোকেরা আত্ম-হত্যার বহু করুণ, বীভৎস এবং শান্ত কাহিনী খুব উৎসাহের সঙ্গে আমাদের কাছে ব'লে গেল। সমস্ত জিনিষটাই আমাকে খুব অভিভূত ক'রেছিল। গ্রাম্য লোক এই সুইসাইড্ রক্‌কে অপদেবতার আশ্রিত স্থান ব'লে মনে করে।

আমরা সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে লেবাননের যুবকদের দু'টি প্রতিষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলাম—একটি খৃষ্টানদের, নাম—আল্-কাতাইব, অপরটি মুসলমানদের নাম —আল্-নাজদ্। উভয় প্রতিষ্ঠানই লেবাননের উন্নতির প্রচেষ্টারূপে পরিকল্পিত হ'য়েছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে রাজনৈতিক আকার পরিগ্রহ ক'রেছে। আল্-কাতাইব্ খৃষ্টান প্রতিষ্টান হলেও মুসলমান, ইহুদী এবং অন্যান্য লেবাননবাসিদের প্রবেশ-অধিকার দিয়েছে, কিন্তু আল্-নাজ্‌দ্ পরিপূর্ণভাবে মুসলমানদের। সেখানে অ-মুসলমানদের স্থান নেই। আলকাতাইবের জন্ম ১৯৩৭ সালে। প্রতিষ্ঠাতা শেখ্ বথরু-গা-মেল, খৃষ্টান হ'লেও, ইনি আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত এবং শেখ্ উপাধিধারী। এই প্রতিষ্ঠানটি জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জ্জন ক'রেছে, কারণ বহুকাল ধরে এর সভ্যরা দেশপ্রীতি এবং স্বার্থত্যাগকে মূলমন্ত্র জ্ঞানে কাজ ক'রেছে। ১৯৪৩ সালে ফরাসী সাম্রাজ্য পতনের অব্যবহিত পরে লেবাননে যে বিদ্রোহ হ'য়েছিল তার ভিতর আল কাতাইবের বহু সভ্য নানাপ্রকার

অত্যাচার সহ্য ক'রেছে। তখন তারা ধর্ম্মঘট করে এবং ফরাসী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রতিবাদে লেবাননের একটি সমান্তরাল জাতীয় রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা করে। পরিশেষে ফরাসী সরকার বাধ্য হ'য়ে আল্-কাতাইবের নেতাদের সঙ্গে সন্ধি করে, এবং কারারুদ্ধ লেবানী নেতাদের মুক্তিপ্রদান করে।

আল্-কাতাইবের সম্পাদক আমাদের সম্মুখে তাঁদের সমস্ত কর্ম্মপঞ্জী বিবৃত করেন। প্রত্যেক ঘরেই নানাপ্রকার চিত্র দেখিয়ে তিনি লেবাননের জাতীয় জীবনের ক্রম পরিবর্ত্তনের একটি সুন্দর ইতিহাস বর্ণনা ক'রলেন। এই চিত্র-গুলির মধ্যে লেবাননের ফল, ফুল, কৃষি, ব্যবসা ও সভ্যতার অনেক প্রতীক ছিল। এই সমিতির প্রত্যেক সভ্যকে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়। নিয়মানু-বর্ত্তিতা এবং আদেশানুবর্ত্তিতাই এর মূল কার্য্যধারা। কোন সভ্যই কোন সরকারী কাজ কিংবা রাজ-প্রদত্ত সম্মান গ্রহণ ক'রতে পারে না, কারণ তাদের বিশ্বাস, সরকারী পদ এবং ক্ষমতাপ্রাপ্তি বহু দেশে যুগে যুগে বহু কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিকে পঙ্গু ক'রে তুলেছে। তাদের উদ্দেশ্য, তারা অন্তরালে থেকে রাজকার্য্য নিয়ন্ত্রিত ক'রবে। কোন রাজকর্ম্মচারী অত্যাচার কিংবা অনিয়ম ক'রলে তার পদচ্যুতির ব্যবস্থা ক'রবে, রাজকার্য্যের ত্রুটি হ'লে তারা সতর্ক ক'রে দেবে। রাজপদ গ্রহণ করা মাত্রই যে কোন সভ্যকে সমিতি থেকে বিতাড়িত করা হয়। এই যুবক সম্প্রদায় দশ বৎসরের মধ্যে দেশের জনগণের অন্তরে এক অপূর্ব প্রভাব বিস্তার ক'রেছে। তাদের সভ্যসংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার, আল্-কাতাইবের প্রভাবে লেবাননের শাসন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। এখানকার জাতীয় পতাকার নূতন পরিকল্পনা হ'য়েছে, এমন কি কয়েকবার মন্ত্রী পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে। এদের আদর্শ—ঈশ্বর, জাতি এবং পরিবারের সেবা।

আল্-নাজ্‌দ্ একটি মুসলমান প্রতিষ্ঠান। কিন্তু জাতীয় জীবন সংস্কারে এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে তারা আল্-কাতাইবের সঙ্গে একত্রে কাজ করে। আমি আল্-নাজ্‌দ্-এর সম্পাদককে নিখিল আরব আন্দোলনের বিষয় প্রশ্ন ক'রলাম। তিনি উত্তর দিলেন,—আমাদের সম্মুখে প্রথম আমাদের দেশ লেবানন। যদি আমরা স্বাধীন হই এবং স্বাধীন জাতিরূপে পরিচয় দিতে পারি, তখনই আমরা অন্যান্য আরব জাতির কথা ভাব্‌ব! লেবাননে খৃষ্টান সংখ্যাধিক্য। সম্পাদককে স্বাধীন লেবাননে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ মুসলমান এবং ইহুদিদের ভবিষ্যৎ আতঙ্কের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি একটু অসন্তুষ্ট হ'য়ে ব'ল্লেন,—আমাদের মধ্যে মুসলমান নেই, খৃষ্টান নেই, ইহুদী নেই, আমরা শুধু লেবানী। যদি আমাদের দেশ স্বাধীন

না হয়, তবে মুসলমান, খৃষ্টান অথবা ইহুদী কোন ধর্ম্মই সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হ'তে পারবে না, সুতরাং আমরা শুধু লেবাননের কথাই ভাবছি। আল্-নাজ্‌দ্ সমিতির সভ্য প্রায় ১৫ হাজার। এই সমিতিটির মধ্যে খেলাধূলার খুব উৎসাহ এবং নানাপ্রকার বন্দোবস্তও র'য়েছে। সম্পাদক নিজেই আমাকে ব'ল্লেন, ইসলাম স্বয়ংসিদ্ধ। কোন জাতির সঙ্গে ইসলামের কোন বিবাদ নেই, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম,—আপনাদের নিজেদের মুসলমান বিদ্যালয় থাকতেও আপনারা মুসলমান ছাত্রদের খৃষ্টান স্কুলে পাঠাচ্ছেন? তিনি উত্তর দিলেন,—সেটা ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা। শিক্ষাব্যাপারে ধর্ম্মের কোন বৈষম্য নাই। শিক্ষা, রাজনীতির বহু উর্দ্ধে। তখন তিনি আমাকে প্রশ্ন ক'লেন,— ভারতবর্ষের অবস্থা কি রকম? ভারতবর্ষের এত কোটি অধিবাসী সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় বিদেশী কি ভাবে শাসন ক'রছে, তা বুদ্ধির অগম্য! আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলাম,—আমি কোন রাজনৈতিক প্রশ্ন আলোচনা ক'রতে পারি না। শুধু এইটুকুই ব'লতে পারি যে আপনারা লেবাননে যে বিদেশী শক্তির শাসনাধীন, ভারতবর্ষের কর্ত্তৃপক্ষ সে জাতি নয়। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন,—আপনারা ফরাসী জাতিকে জানেন না, ফরাসীজাতি ঘোর সাম্রাজ্যবাদী, কারণ তাদের সাম্রাজ্যবাদের সম্মুখে গণতন্ত্রের একটা মুখোস র'য়েছে। যেদিন এই যুদ্ধ শেষ হ'য়ে যাবে, ফরাসীজাতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন তার পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশিত হবে। ১৯৪৩ সালের শাসন-পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে অক্ষুন্ন রাখতে হ'লে লেবানী-জাতির বহু রক্তপাত প্রয়োজন হবে। এই মুসলমান যুবকটি দেখলাম বেশ জাতীয়তাবাদী, স্বাধীনতাপ্রিয় এবং ফরাসী জাতির প্রতি ঘৃণাপরায়ণ। তারা ব্রিটিশকে ঘৃণা করে না। তারা মনে করে, যুদ্ধান্তে প্রয়োজন হ'লে ব্রিটিশরাজ তাদের সাহায্য ক'রবেন। আমরা চা এবং জলপান শেষ ক'রে প্রফুল্লচিত্তে হোটেলে ফিরে এলাম। ভোরে **ত্রিপলী** যাত্রা ক'রব।

২৩শে জানুয়ারী, '৪৫

সাড়ে ৫টার সময় আমাদের মোটর হোটেলের দরজায় সশব্দে তার আগমন ঘোষণা ক'রল। এদেশে রাত্রি শেষে যে কি দারুণ শীত তা' ভারতবাসীর পক্ষে কল্পনাতীত। আকাশ মেঘমুক্ত, পথ জনপ্রাণিহীন, অন্ধকার তখনও শেষ হয়নি, আমাদের পথ ভূমধ্যসাগরের তীর অতিক্রম ক'রে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে চলেছে, আমাদের পথের অর্দ্ধেকাংশ সমুদ্র-সৈকতে; সমুদ্রের ঢেউগুলি বহুদূর

থেকে তীরের পানে ছুটে আসছে সমুদ্র-সীমান্ত স্পর্শ ক'রে তাদের তীর্থযাত্রা শেষ ক'রবে! সমুদ্রের বুকে কচিৎ দু' একটি নৌকা চলেছে, কোন অর্ণবপোতের চিহ্নমাত্র নেই। যুদ্ধের পূর্ব্বে সমুদ্রের এই স্থানটি সর্ব্বক্ষণ বাষ্পীয় যানে পরিপূর্ণ থাকত। হঠাৎ দূর থেকে একটি রেলগাড়ীর শব্দ শুনলাম। এই রেলগাড়ী এলেপ্পো থেকে প্যালেষ্টাইনের দিকে আসছে। পাহাড়ের উপরে রেলপথ, সমুদ্রতীরে পায়ে চলা পথ, পার্শ্বে মোটরের পথ, নীচে জলপথ—ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। এখানে ভূমধ্যসাগরের জল হীরকস্বচ্ছ। ক্রমশঃ পূর্ব্বাকাশ অরুণ জ্যোতিতে ভ'রে উঠছিল। সূর্য্যের রশ্মি যেমন পর্ব্বত-শিখরে প্রতিফলিত হ'চ্ছিল, সমুদ্রের বারিরাশিও মেঘের ছায়ায় তার বর্ণ পরিবর্ত্তন ক'রছিল। পর্ব্বতশিখরের তুষাররাশিও সমুদ্র-সলিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে বর্ণচাতুর্য্যের আভাস দিচ্ছিল। তুষার, মেঘ, সূর্য্যালোকের খেলা দার্জ্জিলিংএর কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে বহুবার দেখেছি; হিমালয়ের দৃশ্যের ভিতরে যে বিরাট মহিমা ও রাজৈশ্বর্য্য রয়েছে তার তুলনা লেবাননের পাহাড়ে পাওয়া যায় না। সূর্য্যোদয়ের দৃশ্য টাইগার হিল্স্এ যা দেখেছিলাম সে কখনও এ জীবনে ভুলব না। কিন্তু লেবাননের পাহাড়ের একটা নিজস্ব আবেদন আছে।

এই মোটর পথটি নূতন তৈরী করা হয়েছে, নাম **চেক্কাবর্ত্ম**। ১০০ দিনে (৫ই জুলাই—১০ সেপ্টেম্বর) ১৯৪৩ সালে ভারতীয় পূর্ত্তবিভাগ এই বিরাট সঙ্কটপূর্ণস্থলে এই বর্ত্ম নির্ম্মাণ ক'রেছে। বর্ত্ম নির্ম্মাণে বহু ভারতবাসী প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়েছে। এই চেক্কাবর্ত্মের একটি কোণে স্মৃতিফলকে ভারতীয় মাদ্রাজ এবং শিখ পূর্ত্তবাহিনীর নাম খোদিত আছে। এই পথনির্ম্মাণের ফলে লেবানন থেকে তুর্কীস্থানের দূরত্ব ক'মেছে, লেবানন থেকে তুর্কীস্থানে যেতে পূর্ব্বাপেক্ষা ১০ ঘণ্টা সময় কম লাগে। আমরা পথে বহুস্থানে ভারতীয় সৈন্যপূর্ণ মোটরলরী অতিক্রম ক'রছিলাম। এদেশে ভারতীয় সৈন্যদের কেহ শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। কয়েকটি ছাত্র আমাকে ইঙ্গিত ক'রেই ব'লছিল, ভারতীয় সৈন্যরা মধ্যপ্রাচ্যের "ফাঁসির দড়ি" (hanging rope)। আমরা ভোর সাড়ে আটটার সময় **ত্রিপলী** এসে পৌছুলাম।

আমাদের মোটর এসে সহরের কেন্দ্রস্থলে "পাবলিক স্কোয়ার"এর পাশে থামল। সঙ্গে সঙ্গে রুটি, মিষ্টি, ফল বিক্রেতার দল এসে উপস্থিত। প্রত্যেক বিক্রেতার মুখে তার দ্রব্যপরিচয়ের একটি ক'রে গান,—সে বিক্রেতা বালক, যুবক বা বৃদ্ধ যা'ই হোক্। এদের ধারণা মানুষ শুধু জিনিষই ক্রয় করে না,

সঙ্গীতও ক্রয় করে; মধ্যপ্রাচ্যের আর কোনও সহরে জনসাধারণের মধ্যে এত সঙ্গীতপ্রিয়তা দেখিনি। আমি দেখবার জন্য রুটি কিনলাম। এই রুটির ভিতরে গোলমরিচ, আদার টুকরো, সর্ষের গুঁড়ো ও নূন মিশান রয়েছে। কমলালেবু খুব বড়—রক্তবর্ণ; প্রায় মাকালফলের মতন, কিন্তু অত্যন্ত টক। আমরা সেখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম ক'রলাম। কয়েকজন লেবাননের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পর্ব্বতশিখর **"আরদ"** দেখতে গেল। এই পর্ব্বতশিখরের নাম সে স্থানের প্রিয় বৃক্ষের নামানুসারে প্রদত্ত—জবল্-উল্-আরদ (আরদ্এর পাহাড়)। আরদ্ বৃক্ষ লেবাননের জাতীয় পতাকায় অঙ্কিত র'য়েছে। আমি আরদ্ দেখতে গেলাম না, কারণ যেতে আসতে প্রায় আট ঘণ্টা মোটরপথ। আমি ও ডাঃ লাহেটা এবং আর দু'জন ছাত্র ত্রিপলী ভ্রমণ ক'রব।

ত্রিপলী বেরুথের মতন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। ত্রিপলীর উপত্যকা অধিকতর সমতল, সহরের বৃক্ষগুলি অতিশয় বিশাল এবং সংখ্যায় প্রচুর। এখানকার জলবায়ু বেরুথের চেয়ে মনোরম। জনসংখ্যায় মুসলমান শতকরা ৯০ জন, বেরুথে শতকরা ৫০ জন। বহু ইউরোপীয় আলবেনীয় কৃষক পথে যাতায়াত ক'রছিল, কারণ আজ বাজারের দিন। এই আলবেনীয় কৃষকদের পোষাক অদ্ভুত। মুসলমান নারীরা কাল সূক্ষ্ম রেশমের অবগুণ্ঠন পরে। খৃষ্টান নারীরা ইউরোপীয় নারীদের মতন অনবগুণ্ঠিতা ও স্বচ্ছন্দগতি। মুসলমান নারীদের অবগুণ্ঠন থাকলেও তারা অনেকেই স্কার্ট এবং সর্ট প'রে। গায়ের রং অতুলনীয়। মিশরীয় নারীদের অপেক্ষা রং এর মসৃণতা অধিকতর কমনীয়। প্রত্যেক নারীর গণ্ডদেশ প্রায় আপেলের মতন রক্তিম, স্বাস্থ্য নিটোল এবং প্রতি অঙ্গ আপেক্ষিক অনুপাত এবং সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে গঠিত হ'য়েছে। স্বর্ণাভ কুন্তল প্রায়শঃ আলুলায়িত। এখানে বেণীবন্ধনের রীতি খুব বেশী নাই। লেবানীজ সমস্ত ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী জাতিগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। মিশরীয়রা বলে, মনসুরা নিবাসী ফরাসীগণ রক্ত-সংমিশ্রণে অধিকতর সুন্দর; কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, ত্রিপলীনিবাসী নারীরা স্বাস্থ্যসৌন্দর্য্যে এবং বর্ণের কমনীয়তায় অধিকতর সুন্দরী। আমি মনসুরা গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে নারীদের প্রসাধন অধিকতর ইউরোপীয় এবং অনেকটা সিনেমার অভিনেত্রীদের অনুকরণে। একটি সার্কেশিয়ান-তুর্ক নারী দেখেছি। তাঁর দীর্ঘ কেশদাম এবং আয়তচক্ষু অনবদ্য। ত্রিপলীর নারীরা কাইরিনদের মত পরিচ্ছদে এবং প্রসাধনে কৃত্রিম নয়, যদিও অনেকক্ষেত্রে ইউরোপের অনুকরণ দেখা যায়। কাইরিন নারী

অপেক্ষা প্রায় এরা অধিকতর স্বাস্থ্যবতী। এখানে পুরুষ নাতিদীর্ঘ গৌরবর্ণ, মুণ্ডিতশ্মশ্রু, কিন্তু মস্তকে কেশ বিরল। বোধ হয় প্রকৃতি নারীকে কেশসমৃদ্ধা ক'রবার মানসে পুরুষকে কিঞ্চিৎ বিরল-কেশ সৃষ্টি করেছেন। এখানে প্রত্যেকের হস্তে একটি বর্ষাতি এবং একটি ছাতা রয়েছে। বৃষ্টি অতর্কিত ; দিনরাত্রির যে কোন সময় মানুষকে বিপর্য্যস্ত করে। প্রকৃতি দত্ত স্বাস্থ্যের অধিকারী হ'লেও বর্ত্তমানে কৃষকেরা একটু অন্নাভাবাক্লিষ্ট ব'লেই মনে হ'ল। ভিক্ষুকের সংখ্যা অত্যধিক এবং পুলিশের কর্ম্মচারীর সংখ্যাও যথেষ্ট। আল্-কাতাইবের সম্পাদক ব'লেছিলেন, ফরাসী সরকার এবং লীগ্ অব্ নেসন্স্ লেবানী জাতিকে অধিকসংখ্যক সৈন্য নিযুক্ত ক'রবার অনুমতি দেননি, সুতরাং বর্ত্তমানে তাঁরা শুধু পুলিশেরই লোক নিযুক্ত ক'রছেন এবং তাদের সামরিক প্রথায় শিক্ষিত ক'রছেন। আল্-কাতাইব জনসাধারণকে পুলিশবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। যুদ্ধান্তে এই পুলিশবাহিনীর অধিকাংশই সামরিক বাহিনীতে পরিবর্ত্তিত করা হবে ব'লে আশা করেন। লেবাননে যে কোন লোক তিন বৎসর বাস ক'রে প্রজাস্বত্ব দাবী ক'রতে পারে এবং জাতীয় সমস্ত অধিকার ও রাজনৈতিক পদগ্রহণের অধিকার লাভ করে। তাঁরা আশা করেন, ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের বহু বিতাড়িত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন লোক এসে লেবাননে আশ্রয় নেবে এবং তাঁরা সেই আশ্রয়ের পথ প্রথম থেকেই উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। ত্রিপলী প্রায় এশিয়াখণ্ডের ভূমধ্যসাগরবর্ত্তী শেষ বন্দর। এই বন্দরে বহু ইউরোপীয়, তুর্ক, আলবেনীয়, বুলগার, সার্কেশিয় বাস করে এবং নিজেদের লেবানী ব'লে মনে ক'রে।

বেলা ১টার সময় আমরা একটি হোটেলে লাঞ্চ্ খেতে গেলাম। এক ডিস মাছ, অর্থাৎ তিন টুকরা ভাজা মাছ দু'টাকা চারি আনা, তাও আকারে অতি ক্ষুদ্র। এক ডিস্ বিন এক টাকা আট আনা। খেতে ব'সেছি, একজন মুচি এসেছে অনাহূত, বিনা অনুমতিতে জুতা ব্রাস ক'রে গেল—তার দক্ষিণা এক টাকা চারি আনা। এক পেয়ালা কফি দেড় টাকা ; অবশ্য কফি পরিমাণে মিশরের কফি থেকে তিন গুন। এখানে বক্‌শিসের অত্যাচার মিশর থেকে অনেক কম। ত্রিপলীতে প্রত্যেকটি খাদ্যদ্রব্য মিউনিসিপ্যাল অফিস থেকে অনুমতি নিয়ে বিক্রী ক'রতে হয়। ওজন সম্বন্ধে প্রত্যেক লোক সজাগ। ওজন সম্বন্ধে সন্দেহ হ'লে যে কোন লোক এক মিলিম্ দিয়ে সরকারী কর্ম্মচারী দ্বারা তার ক্রীত জিনিষ পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারে। আজকে বাজারের দিন।

গ্রামবাসীরা অনেকেই ঘোড়ার পিঠে ক'রে তাদের জিনিষপত্র বাজারে নিয়ে এসেছে এবং নিয়ে যাবে।

লেবাননের ঘোড়া সাধারণ ঘোড়া অপেক্ষা অনেক বেশী লম্বা, কিন্তু উচ্চতায় অনেক কম। দুটো ঘোড়া প্রায় এক লরী মাল নিয়ে যাচ্ছিল। এখানে খচ্চর, গাধা, ঘোড়ার ব্যবহার বেশী, উট খুব কম। সমস্ত জন্তুই এদেশে লোমশ। এখানকার রেলগাড়ীতে অত্যন্ত ভীড়। কিন্তু মিশরের চেয়ে কম। পাল্কী গাড়ী নেই, বম্বের ভিক্টোরিয়া গাড়ীর মত ঘোড়ায় টানা গাড়ী খুব বেশী, কুলীর পারিশ্রমিক মিশর অপেক্ষাও বেশী। ডাঃ লাহেটা চুল ছাঁটলেন, দাড়ি কামালেন, তাঁর দেড় টাকা লাগল। একটি ডিনার সাধারণভাবে সাড়েপাঁচ টাকা। হোটেলে রাত্রিযাপন এবং গরম জলের ব্যবস্থা বার টাকা। সমস্ত দিন-রাত্রির আহার, বাসস্থান ও স্নানের দক্ষিণা মোট প্রায় ৩৪ টাকা। যুদ্ধের পূর্ব্ব অপেক্ষা বর্ত্তমানে খরচ ছ'গুণ থেকে দশ গুণ বেড়েছে। বিকালবেলা আমরা একটু পার্কে ঘুরে এলাম। এখানে প্রত্যেক পার্কেই একটি ক'রে রেস্তোরাঁ আছে। সেই রেস্তোরাঁ মিউনিসিপ্যালিটি দ্বারাই পরিচালিত হয়। পার্কে বেড়াতে হ'লে প্রবেশ-মূল্য দিতে হয়। মিউনিসিপ্যাল রেস্তোরাঁর জিনিষের দাম একটু কম। আমরা তারপর একটু গ্রামের দিকে গেলাম। আমার সঙ্গে ছিল, একটি দক্ষিণ মিশরের খৃষ্টান ছাত্র উন্‌সি। সে খুব ভাল ফরাসী ব'লতে পারে। গ্রামের দু'একজনকে ডেকে ফরাসী ভাষায় কথা ব'লছিল ; গ্রামের অনেকেই বোঝে না, তবে তুর্কী ও আরবী খুব ভাল বোঝে। প্রায় পনের মিনিট পরে দেখলাম, ছোট ছোট শিশুরা একবার গ্রামের ভিতরে যাচ্ছে, আবার রাস্তায় ফিরে আস্‌ছে। আর একটু পরেই দেখলাম অনেক গ্রামবাসী আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এবং আশ্চর্য্য হ'য়ে আমার দিকে দেখছে, আমাকে তারা ব'লছিল, "আস্‌্দ" অর্থাৎ "কাল"। আমার মত কাল লোক তাদের অনেকেই কখনও দেখেনি। ছোট ছোট ছেলেদের আমার সম্বন্ধে এই উক্তি বেশ উপভোগ্য ছিল। আমার পকেটে "চুয়িং গাম" এবং কিছু চকোলেট ছিল। ছেলেদের দিতেই তাদের খুব আনন্দ হ'ল ; বৃদ্ধদের সবাইকে সিগারেট দিলাম। ছেলেরা ব'ল্‌লে,—"আল্ আস্‌্দ কোয়েস্" (কাল লোক ভাল)। আর যুবকরা ব'ল্লে —"আল্ হিন্দী কোয়েস" (হিন্দুস্থানী লোক ভাল)। আমরা প্রায় সন্ধ্যায় ফিরে এলাম। আমাদের পক্ষে এই অনাড়ম্বর নির্জ্জন ভ্রমণ খুব আনন্দের এবং উপভোগের। আমরা রাত্রি প্রায় ১০টায় বেরুথে ফিরে এলাম।

২৪শে জানুয়ারী, '৪৫

আজ ভোরে আমরা ফরাসীদের "জেস্যুট্ কলেজ অব ফ্রায়াস্" এবং মেঁরোনাইট ধর্ম্মযাজকদের দার্-উল্-হিক্‌মা পরিদর্শন ক'রলাম। প্রথমটি ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয়টি লেবাননের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। লিসা ফ্রান্স্ নামতঃ একটি ধর্ম্মপ্রভাব-বিমুক্ত শিক্ষায়তন। এই কলেজে বাকালোরিয়া পর্য্যন্ত পড়ান হয়। বাকালোরিয়া আমাদের দেশের ইণ্টারমিডিয়েট্। এই পরীক্ষা পাশ ক'রে তারা চিকিৎসা, পূর্ত্ত, সাহিত্য কিংবা বিজ্ঞান বিভাগে প্রবেশ ক'রতে পারে। আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় এই ফরাসী শিক্ষায়তনের প্রতিদ্বন্দ্বী। ফরাসী শিক্ষায়তনে আইনশিক্ষার ব্যবস্থাও আছে। জেস্যুট কলেজে একটি সুন্দর মিউজিয়ম রয়েছে। যুদ্ধের সময় বোমার আঘাতে একটি অংশ নষ্ট হ'য়ে গেছে। এখনও সম্পূর্ণভাবে সেটাকে সংস্কার করা হয়নি। জেস্যুট কলেজে "হল্ অব কনফেসন্" (দোষবিবৃতি এবং অনুশোচনার গৃহ) একটি অপূর্ব্ব মধ্য-যুগের স্থাপত্য সৌন্দর্য্যের নিদর্শন। এ'র প্রতিটি অংশ খৃষ্টধর্ম্মের এক একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে নির্ম্মিত হ'য়েছে। যীশুর সিংহাসনগৃহ মধ্যযুগের ইতালীয় স্থপতির অনুকরণে পরিকল্পিত। এই গৃহটির অবস্থান এমন গম্ভীর এবং পবিত্র যে দর্শকের মনে স্বতঃই শ্রদ্ধার সঞ্চার করে। এই গৃহে প্রায় হাজার দর্শকের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট আছে এবং বালকানিতে আরও পাঁচশত দর্শকের স্থান হ'তে পারে। সমস্ত প্রাচীরগাত্রে যীশুখৃষ্টের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার আলেখ্য সুনিপুণ চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত। প্রাচীরের উপরিভাগে নানাবর্ণের কাঁচ সংযোজিত ক'রে আরব স্থপতির অনুকরণে "মাসরাবাইয়া" সৃষ্টি করা হ'য়েছে, সূর্য্যালোক সম্পাতে বিভিন্ন বর্ণচ্ছটায় প্রতিফলিত হয়ে প্রেক্ষাগৃহে এক অপূর্ব্ব বর্ণলীলার সৃষ্টি করে। "মাসরাবাইয়া" আরব স্থপতির একটি বিশেষ দান।

তারপর আমরা এই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক অংশ পরিদর্শনে গেলাম—প্রথমেই খেলার মাঠ, চারিদিকে লতাগুল্ম আবেষ্টিত প্রাচীর এবং বিচিত্রবর্ণের প্রস্ফুটিত ফুল। লতাগুল্ম জ্যামিতির রেখা অনুসারে পরিকল্পিত। যদিও আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিরাট অঙ্গন এবং অট্টালিকা নাই তথাপি এই শিক্ষায়তনে বেশ একটু ধর্ম্মগন্ধ রয়েছে। লেবানীরা এই বিদ্যালয়কে আমেরিকান বিদ্যালয় অপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধার চোখে দেখে। আমেরিকান বিদ্যালয়টি খুব অভিজাত সম্প্রদায়ের আশ্রয়স্থল। এই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক অংশটি কিণ্ডার-গার্টেন প্রথানুযায়ী পরিচালিত। শিশুদের স্বাস্থ্য, পরিচ্ছদ, পুস্তক, ব্যায়াম,

আহার ভোর আটটা থেকে আরম্ভ ক'রে বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষরাই তত্ত্বাবধান করেন। প্রত্যেক শ্রেণীতে বিভিন্ন প্রকারের চিত্রাদি দ্বারাই শিক্ষা দেওয়া হয়। মেরোনাইট দার্-উল্ হিক্‌মাকে (The house of knowledge) স্থানীয় লেবানীরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, কারণ—এই বিদ্যালয়ে জাতীয় ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রেখে বর্ত্তমান প্রণালীতে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। যদিও বিদ্যালয়টি খৃষ্টান এবং গ্রীক ধর্ম্মযাজকদের পরিচালিত, তবু ইহুদী, মুসলমান, দারুজী এবং আবেদ উশ্-শয়তান (শয়তানসেবক) সম্প্রদায়কেও প্রবেশাধিকার দেওয়া হ'য়েছে।

আমরা দার্-উল্-হিক্‌মা এর ব্যবস্থা, বিশেষ ক'রে, তাদের ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা দেখে খুব আনন্দিত হ'য়েছি। প্রত্যেকটি ছাত্রের জন্য একটি স্প্রীংএর খাট, জাজিম, তোষক, বিছানার চাদর, বালিশ, দু'খানি কম্বল, একটি আলমারির বন্দোবস্ত রয়েছে। ডরমিটারিতে পড়ার কোন বন্দোবস্ত নেই। ছাত্রদের পড়বার জন্য লাইব্রেরীর অংশবিশেষ নির্দ্ধারিত আছে। সেখানে টেবিল, চেয়ার, সেলফ্ র'য়েছে। পড়ার সময় একজন অধ্যাপক উপস্থিত থাকেন। লাইব্রেরী থেকে যে কোন পুস্তক নিয়ে ছাত্ররা পাঠ ক'রতে পারে। বেলা ৯টা থেকে ১টা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট সময়। তারপর মধ্যাহ্ন ভোজন এবং লাইব্রেরীতে পাঠের ব্যবস্থা, ৪টার পর ব্যায়াম। ছাত্রদের শিক্ষার মূলমন্ত্র লেবাননের স্বাধীনতা। এদের জাতীয় সঙ্গীত অপূর্ব্ব আমাদের সম্মানার্থ সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্ররা একত্রিত হ'য়ে জাতীয় সঙ্গীত গান ক'রল। এখানকার প্রধান শিক্ষক অতি তরুণ যুবক, অবিবাহিত। বিদ্যালয়ের হলেই ইনি বাস করেন এবং প্রায় ১৫০০ ছাত্রের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে জানেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা মনে করে, দেশসেবার জন্যই তারা বিদ্যালয়ে প্রবেশ ক'রেছে। এই বিদ্যালয়ে কোন ইউরোপীয় শিক্ষক নেই। ছাত্রাবাস ভূমধ্যসাগরের তীরভূমি থেকে বহু দূরে একটি পর্ব্বতশিখরে স্থাপিত। এর যে কোন অংশ থেকে বেরুথের প্রায় প্রত্যেক অংশই সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়।

মুসলমানদের বহু প্রাচীন একটি বিদ্যালয় আছে। ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং এই প্রতিষ্ঠানটি জনপ্রিয় নয়। আমি ঐ বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় মুস্তাফা বে ব'ল্লেন, আমাদের পরিদর্শন তালিকার ভিতরে এই বিদ্যালয়ের উল্লেখ নেই।

আজ সন্ধ্যায় ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিক্যাল এবং ল' বিভাগের ছাত্ররা ডেলি-

গেশনকে অভ্যর্থনা করবার জন্য একটি সান্ধ্য সম্মেলনে নিমন্ত্রণ ক'রেছিল। আইনবিভাগের একটি ছাত্র আমাকে ভারতবর্ষ বিষয়ে অনেক প্রশ্ন ক'রেছিল। তাদের ইচ্ছা, প্রাচ্যদেশীয় ছাত্রদের একটি সঙ্ঘ স্থাপন ক'রবে। এই ছাত্রটি দার্-উল্ হিক্‌মার প্রাক্তন ছাত্র এবং খৃষ্টান, নাম—এল্, ই, মো' ইন্। সে দার্-উল্-হিক্‌মার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রল। তা'র সঙ্গে আমার আলোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত ক'রলাম।

আমার প্রশ্ন—তোমরা কি স্বাধীন ?

উঃ—না, আমরা এখনও পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিনি। যুদ্ধ শেষের জন্য আমরা অপেক্ষা ক'রছি।

প্রঃ—তোমরা কি মনে কর, যুদ্ধ শেষে তোমরা অভীষ্ট লাভ ক'রবে ?

উঃ—না, কারণ বিগত যুদ্ধের বহু আশ্বাস এবং অঙ্গীকার আজও পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ র'য়েছে।

প্রঃ—তোমরা কোন্ শক্তিকে তোমাদের স্বাধীনতার পরিপন্থী ব'লে মনে কর ?

উঃ—আপাতঃদৃষ্টিতে ফরাসী, কিন্তু ঘটনার আবর্ত্তনে ইংরেজও আমাদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যেতে পারে। কারণ, ইংরেজদের ইচ্ছা একটি আরব জগৎ সৃষ্ট হোক্, সে জগতে নিখিল আরব জাতি একসূত্রে গ্রথিত হবে, কিন্তু বিভিন্ন শাসনপদ্ধতি এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রয়োজনে তারা ইংরেজের উপর নির্ভর ক'রবে। ইংরেজ চায় যে প্রত্যেকটি আরব খণ্ডরাজ্য পরস্পরের অস্তিত্বের জন্য ইংরেজের অঙ্গুলী সঞ্চালনে নিয়ন্ত্রিত হবে অথচ সমস্ত আরব রাজ্যগুলি অন্যান্য শক্তির বিরুদ্ধাচরণ ক'রবে।

প্রঃ—তুমি এই কথা বলার সময় কি একটি নিখিল আরব রাষ্ট্রশক্তির পরিকল্পনা ক'রছ ?

উঃ—না। নিখিল আরব আন্দোলন যেটা আমরা চাই, সে'টা ব্রিটিশ পরিকল্পিত আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, আমাদের আদর্শ স্বাধীন লেবানন, আরব লেবানন নয়। যদিও আমরা অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সমসূত্রে সংস্কৃতি, অর্থব্যবস্থা, সীমান্ত-সমস্যা, পাসপোর্ট-আইন, এবং অন্যান্য বিষয়ে একই ব্যবস্থা চাই, কিন্তু একটি মাত্র আরব রাজ্য একজন লোকের কিংবা একটি মাত্র দলের শাসনাধীনে একই শাসনব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হ'বে, এটা চাই না। আমাদের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যা এবং ভিন্নরূপ সমাধান প্রয়োজন।

প্রঃ—মুসলমান লেবানীরা কি নিখিল আরব রাষ্ট্র চায়, না একটি বৃহত্তর সিরিয়া-লেবানন যুক্তরাষ্ট্র দাবী করে ?

উঃ—হাঁ, সেই হ'ল প্রকৃত সমস্যা। আমাদের আল্-কাতাইব্ প্রতিষ্ঠান এই দু'টি আদর্শেরই সম্পূর্ণ বিরোধী। আল্-নাজদ্ প্রতিষ্ঠান নিখিল আরব রাষ্ট্র চিন্তা করে। রাশিয়া অবশ্য এই বিবাদে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ক'রবে ব'লে আমরা আশা করি না।

প্রঃ—তুরস্কের মনোভাব কি রকম হবে ? তুরস্ক কি ভূমধ্যসাগরের বন্দরগুলি, বিশেষ করে ত্রিপলী ও আলেকজেন্দ্রিয়েট এবং সীমান্তে এলেপ্পো অধিকারের চেষ্টা ক'রবে না ? তোমরা যদি নিখিল আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কর, কিংবা অন্ততঃ বৃহত্তর সিরিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর, অথবা শক্তিশালী লেবানন রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর, তুরস্ক নিশ্চেষ্ট থাকবে কি ?

উঃ—আমরা প্রথমতঃ নিখিল আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ক'রব না ; বৃহত্তর সিরিয়া রাজ্য প্রায় অসম্ভব। কারণ, সিরিয়া অন্তর্ভুক্ত হ'লে লেবাননের খৃষ্টানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হ'য়ে যাবে। সমস্ত আরব রাজ্যগুলির ভিতরে লেবাননেই একমাত্র খৃষ্টান সংখ্যাধিক্য। যদি আমরা সিরিয়ার সঙ্গে যুক্ত হই, তবে আবার সেই খিলাফতের অধীনে অ-মুসলমানদের রাষ্ট্রাধিকার নিয়ে অনেক তিক্ত স্মৃতি জাগরিত হবে। বিগত ১২০০ বৎসর আমরা মুসলমানের একচ্ছত্র অধিকারের আস্বাদ পেয়েছিলাম, সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যদিও আধুনিক মুসলমান জাতীয়তাবাদী, কিন্তু তাদের স্বাদেশিকতা এবং জাতীয়তা ইতিহাসের নিকষ পাষাণে সম্পূর্ণ পরীক্ষিত হয় নি। তুরস্ক নীরব ; তারা প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের কৃষ্ণাশ্ব (dark horse)। আমরা মনে ক'রছি রাশিয়া এবং তুরস্কের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, তারপর অবস্থানুসারে আমরা ব্যবস্থা কর'ব।

আমাদের আলোচনা বেশ জমে উ'ঠছিল। মাঝে মাঝে অন্যান্য ছাত্ররা যোগ দিয়েছিল। মোটের উপর মুসলমান, খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের যুবকদের মধ্যে লেবাননের স্বাধীনতার চিন্তা সর্ব্বপ্রধান। আমি আরবজাতির প্রায় সমস্ত দেশেরই যুবকদের সঙ্গে আলোচনা ক'রেছি ; আমার মনে হয়, লেবানী যুবকদের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক সমস্যাগুলি বিশেষভাবে আলোচিত হয়। ট্রান্স-জর্ডনে যুবক তা'দের আমীরের সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করে না। প্যালেষ্টাইনের যুবক ইহুদী সমস্যাকেই প্রধান আলোচ্য বিষয় ব'লে মনে করে। ইরাকের যুবক অতিশয় চতুর। পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাকে বেশ ধূর্ত্ত

ক'রে তুলেছে। সুদানীয় যুবক ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিদদের ক্রীড়নক। মিশরীয় যুবক আত্ম-বিস্মৃত। হেজাজী যুবক ইবন্ সাউদের হস্তে জাতির ভবিষ্যৎ সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত। ইয়ামেনের যুবক ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। মরক্কো নিখিল আরব আন্দোলনের সীমান্ত থেকে বহুদূরে।

কাল আমরা লেবানন ত্যাগ ক'রে সিরিয়া রাজ্যে প্রবেশ ক'রব। লেবানন ভ্রমণ সম্বন্ধে এক কথায় ব'লতে গেলে অনেক আনন্দ পেয়েছি এবং অনেক শিখেছি। আমাদের সহযাত্রী ছাত্ররা বেশ সজাগ, সরস এবং আমোদপ্রিয়, অবশ্য দু' একটি ছাত্র সম্বন্ধে এই মন্তব্য অপ্রযোজ্য। হেজাজের ছাত্রটির কাছে আরও একটু মুসলমানত্ব সবাই আশা ক'রেছিল। সে বা-আল্-বাক্ মিউজিয়মে যে সমস্ত নগ্ন চিত্র ক্রয় ক'রেছিল তা' খুব সুরুচির পরিচয় দেয় না। অবশ্য দু'টি মিশরীয় ছাত্রও ঐ সমস্ত অসংবৃতা নারীর ছবি ক্রয় ক'রেছিল। সে প্রায় প্রত্যেক রাত্রেই কাবারে নৃত্য দেখে লেবাননের সৌন্দর্য্য উপভোগ ক'রেছে। আমার একটা জিনিষ খুব অদ্ভুত লেগেছিল, একজন শিক্ষক ছাত্রদের সঙ্গে এই সমস্ত চিত্র নিয়ে আলোচনা ক'রেছিলেন। অবশ্য আমি এই আলোচনা জন্য অধ্যাপককে প্রশংসা বা নিন্দা ক'রছি না, তবে এটা আমাদের ভারতীয় সংস্কার ও রীতিবিরুদ্ধ। ছাত্রদের মধ্যে রিয়াদ, মজিদ এবং আমাদের তরুণ অধ্যাপক আবদুর রাজি অতি চমৎকার। রিয়াদ অতি কর্ম্মক্ষম; মজিদ অত্যন্ত ভদ্র; রাজি অপূর্ব্ব। মিশরীয় ছাত্ররা সাধারণতঃ ভদ্র এবং দেশকে খুব ভালবাসে। মিশরের দূতাবাসের কর্মচারীরা আমাদের প্রতি যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার ক'রেছেন।

মুস্তাফা বে না-হুলি আমাদের সঙ্গে লেবাননের প্রতিনিধিরূপে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছেন। লেবাননের পররাষ্ট্রসচিব, বাণিজ্যসচিব, এবং অর্থ-সচিব আমাদের সুখ-সুবিধার জন্য সর্ব্বদাই যত্নবান ছিলেন। পররাষ্ট্রসচিব সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে স্বীকার ক'রেছিলেন যে লেবাননের স্বাধীনতা আন্দোলনে মিশরের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দানের জন্য লেবানন মিশরের সম্রাট এবং অধিবাসীর নিকট কৃতজ্ঞ। লেবাননের সংবাদপত্র প্রতিদিন আমাদের ভ্রমণ, আহার ও বিহার সম্বন্ধে বড় বড় অক্ষরে সংবাদ প্রচার ক'রেছে। প্রত্যাবর্ত্তনের সময় পররাষ্ট্রসচিব ১২০ পাউণ্ডের একখানি চেক আমাদের লেবানন রাজ্যে ভ্রমণের পাথেয় স্বরূপ উপহার দিলেন।

২৫শে জানুয়ারী '৪৫

আমরা দামাস্কাস যাত্রা ক'রলাম। ভোরবেলা আমাদের দলপতি ডাঃ লাহেটা হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে বিল নিয়ে সামান্য বাদানুবাদ ক'রেছিলেন। রাত্রে শয়ন এবং প্রাতরাশের জন্য হোটেলের কর্ত্তৃপক্ষ বিল ক'রেছিলেন—দৈনিক ৮৲ টাকা। ডাঃ লাহেটা ব'ল্লেন,—৬।।০ টাকা। হোটেলের কর্ত্তৃপক্ষ গরম জল এবং স্নানের জন্য জন প্রতি ১।।০ টাকা অতিরিক্ত দাবী ক'রেছিলেন, এটা লেবানী হোটেলের রীতি। ডাঃ লাহেটা এ দাবী মেটাতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে আমাদের দামাস্কাস যাত্রা প্রায় দু'ঘণ্টা বিলম্ব হল; শেষে মোটমাট স্নানের জন্য প্রায় ১৫০৲ দিয়ে ডাঃ লাহেটা হোটেল ত্যাগ ক'রলেন। মুস্তাফা বে আমাকে ব'লেছিলেন, এই সামান্য ব্যাপারে বাদানুবাদ না করাই সঙ্গত ছিল। পথে মুস্তাফা বে'র সঙ্গে মিশরের ছাত্রদের বিষয় কথাবার্ত্তা হ'ল। তিনি কয়েকটি মিশরীয় ছাত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে একটু অসন্তুষ্ট হ'য়েছিলেন। তাঁর মতে শিক্ষকদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে ছাত্ররা আরও একটু বেশী অবহিত হ'লে শোভন হ'ত। আমি লেবাননের ছাত্র-শিক্ষকদের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রশ্ন ক'রলাম। মুস্তাফা বে ব'ল্লেন—লেবাননের শিক্ষক-ছাত্রদের সম্বন্ধ মধুর। তবে প্রায় সমস্ত আরব ছাত্রদের মধ্যে অবাধ্যতা এবং একটু উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে ব'লে তিনি দুঃখ ক'রলেন, ইরাকের ছাত্রদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এই কথা ব'লছিলেন। বাগদাদে যদি কোন ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়, তবে শিক্ষকের ভাগ্যে তিরস্কার ও প্রহার অনেক সময় অনিবার্য্য। ডাঃ লাহেটা ব'ল্লেন, মিশরের অধ্যাপক-ফরিদ বাগদাদে অধ্যাপনার সময় অকৃতকার্য্য ছাত্রদ্বারা বিড়ম্বিত হ'য়েছিলেন।

তারপর আমরা লেবাননের কথা ব'লছিলাম—সৌন্দর্য্যই লেবাননের প্রাণ। লেবাননের প্রকৃতি সুন্দর, সমুদ্র সুন্দর, পর্ব্বত সুন্দর, বৃক্ষবীথি সুন্দর,—সর্ব্বোপরি লেবাননের নারী অপূর্ব্ব সুন্দরী। সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মি লেবাননের নারীর মুখমণ্ডলে তার রক্তিম আভা দিয়ে গেছে; সমুদ্র লেবানন শিশুদের সর্ব্বাঙ্গে স্নিগ্ধতা ঢেলে দিয়েছে, সবুজ বৃক্ষরাজি সমস্ত জাতির অন্তর সঞ্জীবনী-মন্ত্রে উদ্দীপিত করেছে; আর লেবানন পর্ব্বতের তুহিনরাশি সর্ব্ব অঙ্গে গৌরবর্ণ ঢেলে দিয়েছে। মুস্তাফা বে আমাকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আমি ভারতবাসীর প্রাণবস্তু নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা ক'রলাম। তিনি খুব সন্তুষ্ট হ'লেন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক পাঠাবার জন্য অনুরোধ

করলেন। সহরের সীমান্ত ছাড়িয়ে মুস্তাফা বে বিদায় নিলেন। বিদেশীয় পরিচ্ছদের অন্তরালে প্রাচ্যমনের অধিকারী এই মুস্তাফা!

আমরা বেরুথের সীমান্ত অতিক্রম ক'রলাম। হে বেরুথ! তোমাকে নমস্কার! তুমি সৌন্দর্য্যের প্রতীক, তুমি প্রকৃতির লীলা নিকেতন, তোমাকে নমস্কার!

আমরা ভূমধ্যসাগরের সৈকতভূমি দিয়ে চলেছি। একদিকে সমুদ্র, অন্যদিকে পর্ব্বত, মাঝে পথ। দূরে পর্ব্বত শীর্ষে শ্বেত মেঘপুঞ্জের মুকুট সূর্য্যের আলোক সম্পাতে প্রায় ঘন গলিত রৌপ্যস্রাব-সিক্ত একটি রেশমের আস্তরণ বলে মনে হ'চ্ছিল। কখনও সমুদ্র, কখনও আকাশ, কখনও পর্ব্বত, কখনও পথ—প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ আবেদন ছিল। একটু পরেই আমরা একটি ব্রিটিশ সৈন্যশিবির অতিক্রম ক'রে উচ্চ পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করলাম। আমাদের পথের দু'পাশে তুষার—ঘন, দুগ্ধশুভ্র, অনবদ্য। প্রত্যেকটি বৃক্ষ তুষারাচ্ছন্ন, প্রত্যেকটি প্রস্তর তুষারমণ্ডিত, প্রত্যেকটি গৃহের দ্বার প্রায় তুষারাবৃত। আমরা যত উপরে যাচ্ছি, দেখছি একমাত্র তুষার—তুষার ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের সাক্ষাৎ পাচ্ছি না। আমাদের মোটর তুষার ভেঙ্গে উপরে উঠছে। পথে অগ্রগামী শ্রমিক শাবল দিয়ে বরফ ছাড়িয়ে পথ পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছিল। ভগ্ন তুষার-স্তূপ মথিত লবণখণ্ডের মত চারদিকে ছড়িয়ে প'ড়ছিল, কোথাও বা সূর্য্যালোক সম্পাতে তুষাররাশি কার্পাসের মত আকাশে উড়ে যাচ্ছিল। টেলিগ্রাফ স্তম্ভ সম্পূর্ণ বরফাচ্ছাদিত, দূর থেকে অনেকেই ভুল ক'রেছিল যে বরফ দিয়েই এই স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে; এই বরফের রূপ এত জীবন্ত! কয়েকটি কিশোরীকে দেখলাম হাতে শাবল নিয়ে গৃহদ্বার তুষারবিমুক্ত ক'রছে। কোথাও বা যুবক গৃহের ছাদ থেকে ঘন তুষারের আবরণ দূরে নিক্ষেপ করে দিচ্ছে। পাহাড়ের উপত্যকায় শিশুরা স্কী-ইয়িং খেলছিল। তারা কখনও উল্লম্ফন ক'রে বরফের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল, আবার ক্ষণকাল পরে বরফাচ্ছাদিত হ'য়ে উপরে উঠে আসছিল—মুখে তাদের হাসি, অপরিচিতের আগমনে চোখে সপ্রতিভ ভাব। এই শিশুরা এত গৌরবর্ণ যে দূর থেকে তুষার দিয়ে তৈরী শিশু বলে মনে হ'চ্ছিল। এই সমস্ত পথ জনবিরল। পথে সামান্য কয়েকটি পুলিশ কর্ম্মচারী সীমান্তরক্ষী মোটর চালক এবং তুষার বিমোচনকারী শ্রমিকেরই সাক্ষাৎ পেলাম। আমরা বেলা প্রায় ২টার সময় লেবানন সীমান্ত ত্যাগ ক'রে সিরিয়া রাজ্যে প্রবেশ ক'রলাম।

আমরা এখন সিরিয়া রাজ্যে এসেছি। সীমান্তরক্ষী আমাদের মোটরগাড়ী থামাতে ইঙ্গিত ক'রল। আমাদের পরিচয়পত্র দেখে বলল,—আপনারা আমাদের রাজ্যের অতিথি। আমি দামাস্কাস থেকে টেলিফোনে সংবাদ পেয়েছি—মিশর থেকে আমাদের অতিথিরা আসছেন। সুতরাং আপনারা এখানে কফি গ্রহণ করুন। যাত্রারম্ভে এই সাদর সম্ভাষণ—শুভসূচক। আমরা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে সময়ের অভাবে কফি গ্রহণ না ক'রেই দামাস্কাসের দিকে চললাম। সিরিয়া রাজ্যও তুষারসম্পদে স-চ্ছন্দ এবং লেবাননের মতই সুন্দর। সহজ সৌন্দর্য্যে, প্রাকৃতিক সম্পদে এবং নরনারীর আকৃতিতে সিরিয়া এবং লেবাননের সীমান্ত প্রায় একই রূপ। সিরিয়ার পথ অধিকতর বিস্তৃত এবং সুরক্ষিত। একটু দূরেই আমরা কয়েকটি গ্রাম লক্ষ্য ক'রলাম। এই গ্রামগুলির প্রতিটি ঠিক একই বস্তু দিয়ে, একই পরিকল্পনায় তৈরী। দূর থেকে উপত্যকায় এই গৃহগুলিকে একটি বিরাট বস্ত্রাচ্ছাদন দিয়ে তৈরী শিবির ব'লে মনে হয়েছিল। দামাস্কাস নিবাসী আমাদের সহযাত্রী ছাত্র হেলমী ব'ল্ল,—এই গ্রামগুলিতে আর্ম্মেনিয় জাতির বাস। বিগত বিপ্লবের সময় তুরস্করাজ বহু আর্ম্মেনিয় অধিবাসিদের এসিয়া মাইনর থেকে বিতাড়িত ক'রেছিল। গৃহহীন যাযাবর আর্ম্মেনিয়দিগকে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও সিরিয়ার অধিবাসিগণ সাদরে আহ্বান ক'রেছিল এবং এই উপত্যকায় একটি আর্ম্মেনিয় উপনিবেশ স্থাপন ক'রেছে। এই বুদ্ধিমান পরিশ্রমী আর্ম্মেনিয় কৃষক ও শ্রমিক বর্ত্তমানে পরিপূর্ণভাবে সিরিয়ান জাতির সঙ্গে মিশে গেছে। আজকে যুদ্ধের দিনে তারা সিরিয়ার কারখানায় খুব কৌশলী শ্রমিক ব'লে পরিচিত।

পথে সহযাত্রী হেলমী দুই পার্শ্বের দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি আমাদিগকে বুঝিয়ে দেওয়াতে খুব সুবিধা হ'ল। আমাদের মোটর একটি সমাধি-স্তম্ভের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। সিরিয়াবাসী প্রত্যেকেই এই সমাধিকে শ্রদ্ধা করে। ১৯২৩ সালের জাতীয় বিদ্রোহের সময় রাজা ফাইসলের অধীনে সিরিয়ার সেনাপতি আহম্মদ আদ্‌মা এইখানে যুদ্ধে নিহত হন। সেই স্থানেই তাঁর সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হয় এবং সিরিয়াবাসী এই সমাধিকে তীর্থস্থান ব'লে সম্মান করে। প্রায় এক ঘণ্টা পর আমরা বুঝতে পারলাম যে দামাস্কাস সহর অদূরে, কারণ ক্রমশঃ পথ জনাকীর্ণ এবং যানবাহনের সংখ্যাও অধিক হ'তে লাগল। আমাদের বাম পার্শ্বে দেখলাম, কয়েকটি কৃষক প্রস্তরাকীর্ণ, কচিৎ তুষারাচ্ছন্ন পর্বতগাত্রে মেষ চারণ ক'রছিল। এই দৃশ্যটি প্রাচীন একটি খৃষ্টানচিত্র স্মরণ ক'রে

দিচ্ছিল,—যে চিত্রে যীশুখৃষ্ট স্বয়ং জেরুজালেমের পাহাড়ে মেষ চারণ ক'রতেন—নির্জন, শান্ত! দামাস্কাস নগরের উপান্ত থেকে পথ ঋজু। পথের দুই পার্শ্বে জীর্ণ পত্র, আকাশচুম্বী মুষ্,মুষ্, বৃক্ষরাজি রক্ষী রূপে দাঁড়িয়ে আছে। আর এক পার্শ্ব দিয়ে "বারাদা" নদী তীব্রবেগে নগরের পানে ছুটে চলেছে। এই বারাদা—(যাকে গ্রীক ইতিহাসে Chrysorrhoas—স্বর্ণ স্রাব বলে অভিনন্দিত ক'রা হয়েছে) কত অতীত পরিবর্তনের সাক্ষী!

আমাদের মোটর এসে একটি বিরাট অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়েছে, এমন সময় ঐক্যতান সঙ্গীতে আমাদের অভ্যর্থনা ক'রল একদল বালক—হস্তে রাষ্ট্রপতাকা, পরিচ্ছদ সামরিক, মুখে স্বস্তিবচন—সিরিয়ার "এইশ্, এইশ্, এইশ্"। আমাদের অভ্যর্থনা রাজকীয়; বহু পূর্ব্বেই এই অভ্যর্থনার জন্য সিরিয়ার ছাত্রগণ প্রস্তুত হ'য়েছিল। আমাদের ছাত্ররা তাদের বাসস্থানে চলে গেল। আমরা তিনজন অধ্যাপক এবং সেক্রেটারী সিরিয়া রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সম্মুখে উপস্থিত হ'লাম। আমাদের আগমন রাষ্ট্রের পরিদর্শকমণ্ডলীর স্বাক্ষর-পুস্তকে লিপিবদ্ধ হ'বে এবং আমরা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হ'ব। আমাদের সঙ্গে এসেছেন পররাষ্ট্রসচিব, শিক্ষাসচিব এবং একটু পরেই দামাস্কাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ (Rector) যোগ দিলেন। সেখানে আরও কয়েকজন সিরিয়ার প্রধান রাজকর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। আমার বর্ণ এবং পরিচ্ছদ আমার ভারতীয়ত্ব প্রকাশ ক'রছিল; আমাদের সেক্রেটারী আমাকে মিশরে ভারতীয় অধ্যাপক ব'লে প্রেসিডেন্টের নিকট পরিচিত ক'রলেন। প্রেসিডেণ্ট আমাকে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ভারতবর্ষের বিষয় অনেক সংবাদ জিজ্ঞাসা ক'রলেন বিশেষ ক'রে—গান্ধী আন্দোলনের সংবাদ। পররাষ্ট্রসচিব বললেন,—ভারতবর্ষ যতদিন পর্য্যন্ত তার স্বার্থ-নিয়ন্ত্রণের অধিকার না পাবে, ততদিন মধ্যপ্রাচ্যের মুক্তি অসম্ভব। শিক্ষাসচিব বললেন,—এই প্রথম আমরা দামাস্কাসে একজন শিক্ষিত ভারতবাসীর সাক্ষাৎ পেলাম। পূর্ব্বে প্রায়ই যে সব ভারতবাসীর সাক্ষাৎলাভ হ'য়েছে তারা হয়ত' বণিক্, নয়ত' তীর্থযাত্রী; তাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তারা কখনও শিক্ষিত সিরিয়াবাসিদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে পারে নি। পরে তিনি বললেন—ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠতর হওয়া উচিত। তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন, যদি ভারতবর্ষের কোন বিশ্ববিদ্যালয় সিরিয়ার সঙ্গে অধ্যাপক অথবা ছাত্র বিনিময় করে, তা'হলে

তাঁরা সানন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ ক'রবেন। যে কোন ভারতীয় ছাত্রের শিক্ষার ব্যয়ভার সিরিয়ার রাজসরকার বহন ক'রতে প্রস্তুত আছেন। আমি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন ক'রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপিত ক'রব বলে প্রতিশ্রুতি দিলাম। প্রেসিডেণ্ট আমাকে বললেন,— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম দর্শন, ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রচারের জন্য যে বিভাগ খুলেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। তাঁরা আরও আশ্চর্য হ'য়ে ব'ল্লেন—ভারতবর্ষের হিন্দুরা ইসলাম সংস্কৃতি চর্চ্চা ক'রছেন, এটা খুব গর্ব্বের বিষয়। আমাদের আলোচনা ভারতবর্ষে ইসলামের রূপকে কেন্দ্র ক'রেই চলেছিল। আমার সঙ্গে সুফি মতবাদ নিয়ে একটু বেশী আলোচনা হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর আমাকে একটি অভিভাষণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ ক'রলেন। এই উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সহৃদয় ব্যবহার এবং ভারতের প্রতি সহানুভূতি খুব উদারতার পরিচায়ক।

প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। আমাদের তিনজন অধ্যাপকের জন্য নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছিল "**হোটেল ওমাইয়াদ্**"; বারাদা নদীর তীরে এক বিরাট ঐশ্বর্য্যময় প্রতিষ্ঠান। আমরা আসবার পূর্ব্বেই হোটেলে আমাদের সমস্ত জিনিষপত্র প্রেরিত হ'য়েছিল। গরম জলে হাত মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রামলাভ ক'রবার পূর্ব্বেই আমাদের জন্য মোটর এসেছে—লাঞ্চের নিমন্ত্রণে নিয়ে যাবে। দামাস্কাসের স্কুল সমিতি এই লাঞ্চের আয়োজন ক'রেছে। একটি মাধ্যমিক স্কুলের প্রাঙ্গণে প্রায় এক শত অতিথি—যদিও লাঞ্চের সময় বহুক্ষণ অতীত হয়ে গেছে, তবু তাঁরা আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রছিলেন। আমরা ক্ষুধার্ত্ত এবং পরিশ্রান্ত সুতরাং খাদ্য খুব মুখরোচক বলে মনে হ'য়েছিল। এই খাদ্যের ভিতরে গমের সঙ্গে মাংসের কিমা দিয়ে তৈরী কেক অতি উপাদেয়। আমি আর একদিন সিসিলিয়ান এক হোটেলে এই ডিস খেয়েছিলাম। তারা ব'লেছিল, এটা সিরিয়ান্ ডিস; সে কথা মনে আছে। তাদের তৈরী মিষ্টি, ভারতবর্ষে ঈদের দিনে মুসলমানরা যেমন সিমাইয়ের পায়েস তৈরী করে, তেমনি সিমাই দিয়ে তিন চার রকম মিষ্টি। এটা মিশরেও দেখিনি, লেবাননেও দেখিনি। ভারতবর্ষের মিষ্টির একটু আভাষ দামাস্কাসে পেলাম। আমরা লাঞ্চের টেবিলেই একখানি নিমন্ত্রণ পত্র পেলাম যে সিরিয়ার ইউনিভারসিটি ক্লাবে একটি প্রদর্শনীতে আমাদের অভ্যর্থনা ক'রবে।

রাত্রি ৮টায় আমরা ইউনিভারসিটি ক্লাবে উপস্থিত হ'য়েছি। আজকে সিরিয়ার একটি ছাত্রদল ইরাকে যাচ্ছে। তাদের বিদায় উপলক্ষে এই উৎসবের আয়োজন। আমরা এসেছি মিশর থেকে। একসঙ্গেই আমাদের অভ্যর্থনা ক'রবে। এই মধ্যপ্রাচের বিভিন্ন রাজ্য থেকে—নিখিল আরব আন্দোলনের প্রচ্ছদপটরূপে ছাত্র-শিক্ষকের ডেলিগেশন বিভিন্ন রাষ্ট্রে যাতায়াত করে, ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থার সুবিধার জন্য যুবকদের ভিতরে পরস্পরের সাক্ষাৎ পরিচয়ের প্রয়োজন তারা বিশেষ ক'রে অনুভব করে। ইউনিভারসিটি ক্লাব একটি বিরাট প্রাসাদে অবস্থিত ; প্রাচীরগাত্রে বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রের পতাকা লম্বমান। তার মধ্যে প্রথম স্থান মিশরের, তারপর সাউদি আরব, ফাইসলী ইরাক, আমিরী ট্রান্স্-জর্ডন, প্রজাতান্ত্রিক লেবানন ও সিরিয়া। প্যালেষ্টাইনের পতাকা নেই। রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট, কয়েকজন মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। যুবকদের আন্দোলনে এবং উৎসবে রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ খুব উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন। এই প্রাসাদটির মধ্যে নাট্যমন্দির, সঙ্গীতকক্ষ এবং নৃত্যমঞ্চে রয়েছে। মুসলমান ধর্ম্মে নৃত্যগীত ও নাটক প্রাচীনযুগে বিশেষ শ্রদ্ধা পায় নি। কিন্তু সিরিয়াতে উলেমাগণ ছাত্রদের এই ব্যবস্থায় কোন আপত্তি করেন না। উপরের বালকনিতে দেখিলাল বহু অনবগুণ্ঠিতা নারী দর্শক। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ উৎসাহের সঙ্গে সদম্ভে ধূমপান ক'রছেন। এই মহিলারা খৃষ্টান অথবা মুসলমান বুঝতে পারিনি। অবগুণ্ঠনবতীও দু'চারজন ছিলেন। প্রারম্ভে জাতীয় সঙ্গীত আরম্ভ হ'ল—প্রথমে সিরিয়ার, তারপর মিশরের এবং তৃতীয় সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশস্তি।

একজন সিরিয়ান ইহুদী ম্যাজিসিয়ান্ তাঁর ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন ক'রলেন। তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত জিনিষ, মৃত কঙ্কালের কথোপকথন। এদেশে ভূতবিদ্যার আলোচনা বেশী নয়, সুতরাং সামান্য কৌশলেই এরা খুব আনন্দ পায়। দু'ঘণ্টা পরে অন্যান্য কয়েকটি সঙ্গীত ও নৃত্য এবং নাটকের অংশ অভিনীত হ'বার পর আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। পথে মাদ্রাসা তুত্-তাবিজিয়া নামক বিদ্যালয়ে ডিনার খেয়ে ফিরলাম।

আমাদের হোটেল ওমাইয়াদ্ প্রকৃতির একটি মনোরম নিকেতনে অবস্থিত। সিরিয়ার দু'টি বিরাট হোটেল—**হোটেল ওরিয়েন্ট** এবং **হোটেল ওমাইয়াদ**। প্রথমটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত, দ্বিতীয়টি নদীর তীরে অবস্থিত। আমার প্রকোষ্ঠ নিম্নেই অতি বেগবতী বারাদা নদী অবিশ্রান্ত ব'য়ে চলেছে। এই

নদীটি স্বল্পপরিসর, প্রায় কলিকাতার কালীঘাটের গঙ্গার মতন, অথচ অতিশয় গভীর এবং একদিকে স্রোত। বহুদূরে লেবানন পাহাড় থেকে আরম্ভ হয়ে সিরিয়ার পাহাড়ের বুক চিরে সমস্ত সিরিয়াখণ্ডকে প্লাবিত ক'রে চ'লেছে এই স্রোতস্বিনী। বেরুথে ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী নিউ হোটেল রয়েলের দৃশ্যের মতন পারিপার্শ্বিক সাগরের ঐশ্বর্য্য নেই, কিন্তু হোটেল ওমাইয়াদের প্রকোষ্ঠ থেকে সিরিয়ার তুষারকিরীট পর্ব্বতমালা এবং বহু বিরাট মসজিদের মিনার সত্যই দর্শককে অভিভূত করে। আমাদের সম্মুখেই সুলতান সলিমের মসজিদ। আর একটু দূরে উত্তরদিকে খলিফা ওমরের বিখ্যাত মসজিদ। আমার প্রকোষ্ঠে একটি বিরাট সজ্জা, তার ভিতর ছয়খানি কম্বল আছে। ওয়ার্ডরোব, চেযার, ড্রেসিং টেবিল, রাইটিং টেবিল, রিডিং ল্যাম্প, বেড্, সুইস্, পা-পোস, ইলেকট্রিক হিটার, চিঠির কাগজ—ঠিক যেন নিজের বাড়ী। বাথরুম বস্‌রার শাত-ইল্-আরব হোটেলের চেযেও অধিকতর আরামদায়ক। গরম জল, ঠাণ্ডা জল, ঝরণা, বাথটাব্, কাঠের পা-পোস্, তিনখানি গামছা, সাবান, দু'টি আলো,—কমোড্, প্রত্যেকটি জিনিষ মনে হ'চ্ছে যেন এইমাত্র তৈরী ক'রে আমার জন্যই ব্যবস্থা ক'রেছে। হোটেলের দক্ষিণা দৈনিক খাদ্য ছাড়া ২৪ টাকা,—খাদ্য যে যেমন আহার করে; সম্পূর্ণ আহার, স্নান এবং রাত্রিবাস নৃত্য সমেত ৫২ টাকা।

আজ দামাস্কাসে অত্যন্ত শীত। প্রায় সমস্ত পাহাড়েই বরফ জমে গেছে। রাত্রি দশটার পর হোটেলে আসবার সময় সিরিয়ান শীতের প্রাচুর্য্য অনুভব ক'রেছি। এখানকার তুলনায় বেরুথের শীত কিছুই নয়। বেরুথ সাগরের তীরে ব'লে বাতাসের ভিতরে একটা সজল ভাব আছে এবং শরীরে একটা হিল্লোল-স্পর্শ সব সময়ই অনুভব করা যায়। দামাস্কাসের বাতাসে সে সজলতা ও কমনীয়তার অভাব।

২৬শে জানুয়ারী '৪৫

আজ **দামাস্কাস** সহর দেখব। দামাস্কাস-এর ইতিহাস অতি প্রাচীন, প্রাচীন মিশরের ফেরায়ুন খৃঃ পূঃ ১৫০০ শতাব্দীতে এই নগর স্থাপন করেন; তারপর বিভিন্ন যুগে দামাস্কাস হিতাইতি, ইহুদী, খৃষ্টান, আরব, তুর্ক, ফরাসী ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। সলোমনএর সময় এরামিক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ব'লে উল্লেখ আছে। আসিরিয় সম্রাট ৭১২ খৃঃ পূঃ অব্দে এই নগর ধ্বংস করেন;

আন্তিয়োক রাজা সেলুকিড বংশ এই নগরের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য তার পূর্ব্বেও পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে সাময়িকভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। তার পরের যুগে পূর্ব্ব রোমান সম্রাটগণ এই প্রদেশ বহুকাল শাসন ক'রেছিলেন। আরবগণ ৬৩৫ খৃঃ অব্দে এই স্থান অধিকার করেন। এবং ওমিয়া বংশ দামাস্কাসে তাঁদের রাজধানী স্থাপন করেন। আব্বাসীয় বংশের রাজধানী বাগদাদের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দামাস্কাসের গৌরব ম্লান হ'য়ে যায়। ক্রমে ক্রমে তুলুন ও ফতিমা বংশের সময় দামাস্কাস মিশর রাজ্যের অধীন থাকে। ১০৭৫ খৃঃ অব্দে সেলজুক তুর্ক বংশ এখানে রাজত্ব করেন। সালেহ্‌উদ্দিনের সময় ক্রুজেডের যুগে দামাস্কাসকে কেন্দ্র ক'রে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হ'য়েছিল। ১২৬০ খৃঃ অব্দে হুলাকু খাঁন আবার দামাস্কাস ধ্বংস করেন। তিমুরলঙ্‌ দামাস্কাস জয় ক'রে বহু মুসলিম মনীষীকে সমরখন্দে প্রেরণ করেন। সর্ব্ব শেষে তুরস্ক সুলতান সলিম ১৫৬০ সালে দামাস্কাস তুরস্ক-সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তদবধি এই দেশ মুসলমান তুর্কীর অধীনে ছিল। তুর্ক রাজ্য ধ্বংসের পরে লিগ অব-নেশানের ব্যবস্থায় ফরাসী মেনডেট্‌ রূপে শাসিত হয়, কিন্তু সিরিয়ানগণ সে ব্যবস্থা মেনে নেয়নি! ১৯৪৩ সালে ফরাসী রাজ্য হিটলার কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হওয়ায় এখন সিরিয়া স্বাধীন বলে দাবী করে।

বিভিন্ন যুগের বহু কীর্ত্তি এই সিরিয়া দেশের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত রয়েছে; সেই দেশ দেখব ব'লে আমার খুব আনন্দ হ'চ্ছিল।

আমাদের ভ্রমণ তালিকা পূর্ব্ব থেকেই সিরিয়ার রাষ্ট্রবিভাগ তৈরী ক'রেছিলেন। সবাই চলে গেল খলিফা ওমরের মসজিদ দেখবার জন্য। আমরা অ-মিশরীয় চার জন ব্রিটিশ কন্‌সালের অফিসে গেলাম। প্যালেষ্টাইনের ভিসা (Visa) নিতে হবে, নচেৎ সিরিয়া থেকে প্যালেষ্টাইন প্রবেশের অধিকার পাওয়া যাবে না। প্যালেষ্টাইনে যাতায়াত বর্ত্তমানে অত্যন্ত দুরূহ। আমাকে প্রায় ১ ঘণ্টা বসিয়ে রেখে একজন সামরিক কর্মচারী বহু অবান্তর প্রশ্ন ক'রলেন। আমার নিকটে বাঙ্গলার শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারীর পত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলারের পত্র ছিল। তাতেও সন্তুষ্ট না হ'য়ে আমাকে আবার দু'দিন পরে দেখা ক'রতে বল্লেন। ইতিমধ্যে আমার স্থানীয় ঠিকানা নিয়ে সামরিক সংবাদ-দপ্তরে টেলিফোন করা হ'ল। আমার মতন আরও ৩০ জন ভিসাপ্রার্থী সেখানে অপেক্ষা ক'রছিলেন। এঁদের প্রত্যেকের মুখে বিরক্তির ভাব দেখলাম।

সেখান থেকে আমরা খলিফা **ওমরের মসজিদ** দেখতে গেলাম। দামাস্কাস মসজিদের নগর ব'লে ইতিহাসে বিখ্যাত। এই মসজিদের খ্যাতি মুসলমান ইতিহাস পাঠক মাত্রই জানেন। মুসলমানেরা এই মসজিদকে অতি পবিত্র ব'লে মনে করেন। এটি একটি তীর্থস্থান। এখানে নামাজ পড়া অতিশয় পুণ্য ও গৌরবের ব্যাপার। এই মসজিদটির প্রাঙ্গণ বিরাট। প্রবেশ পথের আরম্ভেই একটি অববাহিকা। এই অববাহিকার পার্শ্বে শ্বেত মর্ম্মরস্তম্ভ। প্রত্যেকটি প্রাচীর চিত্রিত, অবশ্য কোন জীবজন্তুর চিত্র নাই। ছাদে নানাবিধ লতা এবং পুষ্প উৎকীর্ণ। এই ছাদটি কায়রোর **সৈয়দানা হোসেনের** মসজিদের অনুরূপ। এর একটি বিরাট মিনার এবং চারটি গম্বুজ রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তরে অতি বিরাট প্রাঙ্গণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা বর্ণের গালিচা বিস্তৃত। সৈয়দানা মসজিদেও এই রকম গালিচা র'য়েছে, তবে আকারে বৃহৎ। আজ্‌হারের মসজিদে গালিচার বিছানা রয়েছে, তবে সবই লাল মখমলের। দিবারাত্রি যে কোন সময় এই মসজিদে প্রার্থনা করা যায়। এই মসজিদের ভিতরে মোমবাতিগুলি সকল দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক একটি মোমবাতি লম্বায় ৬ হাত এবং পরিধি ১½ হাত। ত্রিশ বৎসর পূর্বে ওয়াকফ্‌ বিভাগ এই মোমবাতি উপহার দিয়েছিল এবং তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এই দীপশিখা অনির্ব্বাণ ক'রে রাখবার ব্যবস্থা তারাই ক'রবে। এই মসজিদের প্রাচীর এবং শ্বেত মর্ম্মরস্তম্ভ প্রাচীনযুগে খৃষ্টানরা তাদের সন্তানের খৃষ্টধর্ম্ম দীক্ষার জন্য ব্যবহার ক'রত। খৃষ্টানের ধর্ম্মের চিহ্ন হলেও মুসলমানেরা এই প্রাচীর এবং মর্মরস্তম্ভ ধ্বংস করেনি। অবশ্য এই মসজিদের ভিত্তি খৃষ্টানরাই স্থাপন ক'রেছে এবং প্রাক্‌ মুসলিম যুগে এই মসজিদটি খৃষ্টানের গির্জ্জা ছিল। অববাহিকার শেষপ্রান্তে প্রাঙ্গণের শেষ সীমায় প্রাচীর গাত্রে স্বস্তিক চিহ্নের মত অঙ্কিত রয়েছে। এটি খৃষ্টযুগের স্মৃতি। বা আল্‌-বেক্‌ মন্দিরের প্রাচীর গাত্রেও এই চিহ্ন দেখেছি।

তারপর আমরা সামরিক কর্ম্মচারিদের তিনটি সমাধি পরিদর্শন ক'রলাম। একজন তুরস্ক যুদ্ধে ১৯১৫ সালে প্রাণত্যাগ ক'রেছেন। আর একজন ডাঃ শাহ্‌ বন্দর ১৯৪০ সালে ফরাসী কর্তৃক নিহত হয়েছেন। তৃতীয় ইরাকী বীর ইয়ামিন্‌ পাশার সমাধি। পথে সালেহ্‌উদ্দিন্‌ আল্‌ আয়ুবি ও তাঁর মন্ত্রী এমদাদ্‌ উদ্দিনের কবর পরিদর্শন ক'রলাম। তারপর আমাদের পথে অতি প্রাচীন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ **জাহিরিয়া গ্রন্থাগারে** প্রবেশ করলাম। এই গ্রন্থাগারে

আরবী ভাষায় লিখিত মূল্যবান্ হস্তলিখিত পুস্তক আছে। আমি নিম্নলিখিত কয়েকখানি পুস্তকের সন্ধান পেয়েছি—

মাসা-ইল্ উল্-ইমাম্ প্রণেতা আহম্মদ বিম্ হান্‌বাল্ (২৬৬ হিজরি), সুনান-ইল্ নিসায়ী (৩৫৫ হিজরি), রাফিউল-ইয়াদীন্ আল্ বোখারি (৪৫৫ হিজরি), মসনদ্ ইল্-ইমাম্ ইবন্-হান্‌বাল্ (৬১০ হিজরি)। কয়েকখানি স্পেনদেশীয় পণ্ডিতদের পার্শীভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি দেখলাম; যথা,—আবুল আলা—আল্-মা-আর্‌রী (সপ্তম শতাব্দী হিজরি), তাহারই আন্ হাইশিথ্, আবি এবং খাদ্ ইবন্ আল্ মুদ্‌ই আল বাগদাদী (৭১২ হিজরি)।

তারপর আমরা আরবী দার-উল্-হিক্‌মা দেখতে গেলাম। ইহা একটি আরব দেশীয় বৈজ্ঞানিক সমিতি। স্থানীয় বৈজ্ঞানিকগণ এই সমিতিতে বর্ত্তমান যুগের বিভিন্ন দেশীয় পুস্তক সংগ্রহ করেন, আলোচনা করেন এবং প্রকাশ করেন।

আমরা ১১৬৫ হিজরিতে প্রতিষ্ঠিত মালিক-উল্-আসিল্-ইল্ আজদ বাস্‌তা র সমাধি পরিদর্শনে গেলাম। এই সমাধি-প্রাসাদে তিনটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে—প্রথমটি পুরুষদের, দ্বিতীয়টি নারীদের, তৃতীয়টি ভৃত্যদের। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ছিল স্নানাগার (হাম্‌মাম্)। স্নানের ব্যবস্থা অভিজাত সম্প্রদায়ের গৃহে খুবই চমৎকার। উষ্ণ জল, নাতিশীতোষ্ণ জল, শীতল জল—পৃথক ব্যবস্থা। পার্শ্বেই বস্ত্রপরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা। তারপর প্রসাধন কক্ষ। তারপরই র'য়েছে একটি **শাস্তিকূপ।** যে সমস্ত ভৃত্য প্রাসাদাভ্যন্তরে অশ্লীল ব্যবহার ক'রত, তাদের শাস্তির জন্য এই কূপ খনন করা হ'য়েছিল। দোষী ব্যক্তিকে কূপে নিক্ষেপ ক'রে নানাপ্রকার ভীষণ কীট দ্বারা দংশন করান হ'ত। এই অশ্লীলতা দোষ এত বেশী ছিল যে একটি চিরস্থায়ী শাস্তিকূপ খননের প্রয়োজন হ'য়েছিল। সম্মুখের প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব পার্শ্বে একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠে আমাদের অভ্যর্থনার আয়োজন করা হ'য়েছিল। এই প্রকোষ্ঠটির প্রাচীর গাত্রে আল্-বার্‌দা (কবিতা) উৎকীর্ণ ছিল, কোথাও বা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল। দরজার সম্মুখে একটি নারী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। এই প্রতিমূর্ত্তিটি কাবার মন্দিরে উৎসর্গীকৃত প্রাক্-মুসলিম যুগের মান্-আফ্ দেবতার মূর্ত্তি। ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করার পর আরবগণ সমস্ত দেবতার মূর্ত্তি ধ্বংস ক'রেছিল। মাত্র বিজয়চিহ্ন স্বরূপ এই মূর্ত্তিটি রক্ষিত হ'য়েছিল। অনেকে অবশ্য এই গল্প বিশ্বাস করেন না। কারণ, এই মূর্ত্তিটি রোমান ভাস্করের নির্ম্মিত, তার পোষাক সম্পূর্ণ

রোমান, এবং নাসাগ্র ও শরীরানুপাত মোটেই সেমিটিক নয়। বোধ হয়, পরবর্ত্তী যুগের কোন মূর্ত্তিকে ইসলামের গৌরব সূচনার্থে মান্-আফ্ দেবতারূপে কল্পনা করা হ'য়েছে।

আমরা প্রায় ২টার সময় হোটেলে ফিরে এলাম। রাত্রিতে দামাস্কাসের গভর্ণর মাঝ্‌হার-উল-বাকৃরি আমাদের ওরিয়েণ্ট হোটেলে ডিনারে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন। আমরা ৮টার সময় সেখানে উপস্থিত হ'লাম। দামাস্কাসের এক শত জন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন,—শিক্ষাসচিব, পররাষ্ট্রসচিব, দামাস্কাসের মেয়র এবং কযেকজন চেম্বার অব্ ডেপুটিজ্ এর সভ্য। আমরা হোটেলে প্রবেশ ক'রে সেলুনকিপারের নিকট ওভারকোট এবং রেনকোট (বর্ষাতি) গচ্ছিত রেখে অভ্যর্থনা কক্ষে প্রবেশ ক'রলাম। আমাদের তিনজন অধ্যাপক এবং সেক্রেটারীকে সমস্ত অভিজাত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করিযে দেওয়া হ'ল। এই অভ্যর্থনা কক্ষের .পার্শ্বেই নৃত্যমঞ্চ। সমস্ত মঞ্চটির চতুষ্পার্শ্বে পুরু কাঁচের প্রাচীর, উপরে কৃষ্ণ যবনিকা। অভ্যর্থনা কক্ষের প্রত্যেকটি আসবাবপত্র অতিশয মূল্যবান। সমস্ত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ফরাসীদের অনুকরণ। আলাপ পরিচয়ের পর ভোজনকক্ষে আহূত হ'লাম। বিরাট ভোজন কক্ষ। পাঁচশত অতিথির খাদ্যব্যবস্থা করা যেতে পারে। নৃত্যকক্ষের বিচ্ছেদ-প্রাচীর খুলে দিলে প্রায় এক সহস্র লোকের ব্যবস্থা হ'তে পারে। টেবিলের উপর প্রত্যেক অতিথির নাম এবং স্থান নির্দ্দেশ র'য়েছে। একটি পত্রে খাদ্যদ্রব্যের তালিকা মুদ্রিত ছিল। এই ওরিয়েণ্ট হোটেল সমস্ত সিরিয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অভিজাত। সিরিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক বহু বিধি-ব্যবস্থা এবং রাজকীয় অভ্যর্থনার জন্য এই হোটেলটি ব্যবহৃত হয়। আমার পার্শ্বে সিরিয়ার শিক্ষাবিভাগের অধিনায়ক (Director of Education) ব'সেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের শিক্ষাসম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলেন এবং আমাদের দেশে যে খুব উচ্চশ্রেণীর গবেষণাগার আছে এটা শুনে আশ্চর্য্য হ'লেন। আমি বসু-বিজ্ঞান মন্দির, বাঙ্গালোর সায়েন্স ইনষ্টিটিউট্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত গবেষণাগার, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ রমন, ডাঃ ঘোষ, রামানুজম, জগদীশ বসু প্রভৃতির গবেষণার উল্লেখ করলাম; তিনি এঁদের অনেকের নামও শোনেননি। ভারতবর্ষের জ্ঞানী নামে তাঁরা একমাত্র টেগোর এবং রাজনৈতিক নেতা একমাত্র গান্ধীর নামই শুনেছেন।

এই হোটেলের খাদ্য হোটেল ওমাইয়াদ্ অপেক্ষা উচ্চস্তরের। এ দেশে

সমস্ত হোটেল সিরিয়ানগণ নিজেরাই পরিচালনা করে ; কায়রোর মত সুইড, গ্রীক, কিংবা ফরাসী পরিচালিত হোটেল এখানে নেই। দামাস্কাসের গভর্ণর ডিনারের পর আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে খুব সুরুচিপূর্ণ একটি অভিভাষণ পাঠ ক'রলেন। আমাদের দলপতি ডাঃ লাহেটাও প্রত্যুত্তরে অনেক কথাই ব'লেছিলেন। একটি ছাত্র সিরিয়ার ছাত্রসমাজের মুখপাত্ররূপে নিখিল আরব আন্দোলনের বিষয় বক্তৃতা দিলেন, খুব মর্ম্মস্পর্শী এবং রাজনৈতিক তথ্যপূর্ণ। আমাদের সহযাত্রী ছাত্র মজিদ প্রত্যুত্তরে মিশরের ছাত্রদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিলেন।

২৭শে জানুয়ারী '৪৫

আমাদের সঙ্গী আরব ছাত্রটি এই কয়েকদিনের মধ্যেই অনেকের বিরাগভাজন হ'য়েছেন। ডাঃ লাহেটা তাকে ডে'কে শাসিয়ে দিয়েছেন। এই আনন্দমুখর দলের ভিতরে একটি ছাত্রের মলিনমুখ দেখে আমার খুব মায়া হ'য়েছিল। আমি তাকে ডেকে অনেক আলাপ ক'রলাম। তার নাম মহম্মদ আব্বাস সলিম আল্ জওহরী, নিবাস শারাহ্ আল্-মসা, মক্কার কেন্দ্রস্থলে ; তার সঙ্গে মক্কাবাসীদের জীবন নিয়ে অনেক আলোচনা ক'রলাম। এই ছাত্রটি ইবন্ সাউদ্ কর্তৃক প্রেরিত শিক্ষার্থিদের মধ্যে অন্যতম, বেশ বুদ্ধিমান্ এবং অর্থশালী। বাণিজ্য বিভাগের একটি ছাত্র। সে ব'ল্লে যে মক্কায় ফিরে গিয়ে সে আরবদেশে একটি বিরাট বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলবে ; ভারতবর্ষ এবং আমেরিকার সঙ্গে জিনিষপত্রের আদান প্রদান ক'রবে। তাদের ধারণা, আমেরিকার বণিক সম্প্রদায় "লীজ্ এণ্ড লেণ্ড" নীতি অনুসারে বহু পণ্য আরবে আমদানী ক'রেছে এবং ক'রবে। কয়েকজন আরব যুবক ইতিমধ্যেই আমেরিকা থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেকানিকাল শিক্ষালাভ ক'রে ফিরে এসেছে। আমি কাল রাত্রের ডিনারে বক্তৃতা নিয়ে আলোচনা ক'রলাম। নিখিল আরব আন্দোলন সম্বন্ধে তরুণ আরব যুবকদের মনোভাব জিজ্ঞাসা ক'রলাম। আব্বাস সলিম তৎক্ষণাৎ ব'ল্লে,—হেজাজী আরব সন্তান কখনও মিশরের প্রাধান্য স্বীকার ক'রবে না, কারণ মিশর নিজেই স্বাধীন নয়। দ্বিতীয়তঃ, মিশরের রাজা ফারুক আরব জাতির সন্তান ন'ন। তিনি একজন তুর্ক, মহম্মদ আলির বংশধর। তাঁর রক্তে মাতৃকূলে র'য়েছে ফরাসী এবং ইতালীয় রক্তের সংমিশ্রণ। তাঁকে আমরা কখনও আরব জাতির প্রতিনিধি

বলে মেনে নিতে পারি না। তারপর বর্ত্তমান মিশরের সভ্যতা পরিপূর্ণ মুসলিম সভ্যতা নয়। অবশ্য, এটা তাদের দোষ ব'লে বলছি না, কিন্তু হেজাজী আরব জাতি ইবন্ সাউদের অধীনে মিশরীয় সভ্যতাকে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নয়। মিশরের দাবী সাধারণতঃ তার অর্থের উপর নির্ভর ক'রছে। আমরা মিশরের নিকট ঋণী, মিশর আরব জাতীয় ছাত্রদের বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাদের ধর্ম্ম ইসলাম এবং ভাষা আরবী, কিন্তু মিশর অন্য বিষয়ে অন্যান্য আরব জাতি থেকে ভিন্ন।

আমি দেখলাম, আব্বাস সলিম বেশ বুদ্ধিমান্ এবং সপ্রতিভ; তার উক্তিগুলি যুক্তিপূর্ণ। সে জোর দিয়ে ব'ল্লে যে তার এই মতটি সাধারণতঃ হেজাজী আরবদের মধ্যে প্রচলিত এবং এই ধারণা সহজে পরিবর্ত্তিত হ'বে না। তারপর আমরা আরবদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও বিবাহপ্রথা বিষয়ে আলাপ ক'রলাম। আব্বাস সলিম ব'ল্লে,—সাধারণতঃ চারটি বিবাহ ইসলাম ধর্ম্মে প্রচলিত কিন্তু ক্রীতদাসী গ্রহণ আচার এবং ধর্ম্মসম্মত। ইবন্ সাউদ্ এবং মক্কা, মদিনা ও জিড্ডার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে ক্রীতদাসী বর্ত্তমান। ইবন্ সাউদ্ স্বয়ং বহু বিবাহ ক'রেছেন এবং সম্ভ্রান্ত শেখদের কন্যা প্রয়োজন অনুসারে তিনি প্রায়ই বিবাহ করেন, অবশ্য একসঙ্গে কখনও চারটি স্ত্রীর বেশী রাখেন না। বর্ত্তমানে ইবন্ সাউদের প্রায় ৬০টি পুত্র আছে। সমস্ত পুত্রই রাজধানীতে পিতার সঙ্গে বাস করেন এবং উপযুক্ত পুত্রগণ রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের তত্ত্বাবধান করেন। আমি ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয়ের কথা জিজ্ঞাসা ক'রলাম। আব্বাস উত্তর দিল,—মক্কা সহরের কেন্দ্রস্থলে একটি অন্ধকার গলির ভিতরে দাস-বাজার রয়েছে। দাস পরিবার সত্ত্বাধিকারীর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকে। আমাদের পরিবারেও একটি ক্রীতদাস র'য়েছে। প্রতিদিন গড়ে ৩০।৪০ জন ক্রীতদাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয়ার্থে বাজারে আসে। দালাল প্রত্যেকটি ক্রীতদাস এবং দাসীকে ক্রেতার সম্মুখে উপস্থিত করে,—তার জন্মস্থান, বয়স, গুণ এবং সম্ভব হ'লে পিতৃপরিচয় জানিয়ে দেয়। ক্রেতা ইচ্ছা ক'রলে কোন চিকিৎসক দ্বারা যে কোন দাস-দাসীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারে। মূল্য নির্দ্ধারিত হ'লে উপযুক্ত জামিন দিয়ে দু'দিন থেকে পাঁচ দিনের জন্য ক্রেতা তার গৃহে নিয়ে দাস-দাসী পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারে। যদি দাস-দাসী মনঃপূত হয়, তবে চুক্তিপত্র সম্পূর্ণ হয় এবং শতকরা ৫৲ টাকা দালাল উভয় পক্ষ থেকে পায়। এই বিক্রয় সাউদী আরব সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত। এই রকম

দাস বিক্রয়ের বাজার মদিনা এবং জিড্ডায়ও আছে। সাধারণতঃ এই দাস আবিসিনিয়া এবং ইয়ামন দেশ থেকে আসে। ভারতীয় কোন দাসদাসী বিক্রয়ের কথা সে কখনও শুনেনি। কখনও কখনও তুর্কজাতীয় দাসী কিংবা গৌরবর্ণা ইউরোপীয় দাসীও বিক্রয়ার্থ আসে। কিন্তু তারা বাজারে উপস্থিত হয় না। উচ্চস্তরের দাস দাসী দালালের দ্বারা গোপনে ক্রয় ও বিক্রয় হয়। দাসদাসীর মূল্য চাহিদা এবং আমদানীর উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ একটি প্রথম শ্রেণীর দাস বা দাসীর মূল্য ১০০ পাউণ্ড। আমাদের পরিবারের বালক দাসকে ২০ পাউণ্ড দিয়ে কিনেছিলাম। দাস-দাসীর বিবাহ দাস-দাসীর সঙ্গেই হয়। অনেক সময় মালিক দাসদাসী ক্রয় ক'রে বিবাহ দিয়ে দাস পরিবার বর্দ্ধিত করে। দাসের পরিবার মালিকেরই সম্পত্তি এবং সে ইচ্ছা ক'রলে দাস পরিবারের যে কোন সন্তানকে বিক্রয় ক'রতে পারে। কখনও কখনও মালিক তার ক্রীতদাসকে অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ দেয় এবং সঞ্চিত অর্থের দ্বারা দাস তার মুক্তি-মূল্য দিয়ে নিজের মুক্তির ব্যবস্থা ক'রতে পারে। মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই দাস ইসলামের সমস্ত অধিকার লাভ করে। একাধিক মুক্ত দাস মক্কার অনেক সম্ভ্রান্ত কাজ ক'রছে। যদি কখনও কোন ক্রীতদাস সাউদী আরবের সীমান্ত অতিক্রম ক'রতে পারে, তৎক্ষণাৎ সে স্বাধীন মানুষ বলে পরিগণিত হয়।

আমরা ১০টার সময় দামাস্কাসের নূতন মিউজিয়ম দেখতে গেলাম। এই মিউজিয়ম এখনও সর্ব্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়। মিউজিয়মের অবস্থান অতি চমৎকার। সম্মুখে দামাস্কাসের পাহাড়, অদূরে মিউনিসিপ্যাল পার্ক, বাম পাশে সুলতান সলিমের মসজিদ তথা অধুনা আইন বিভাগের শিক্ষায়তন। এই মিউজিয়ম-প্রাসাদের প্রবেশ পথে প্রথমেই একটি গ্রীক শিলালিপি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গৃহতল ফুসাইফুসা (mosaic) দিয়ে তৈরী। ইহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র পাথর দিয়ে নির্ম্মিত। দক্ষিণ দিকের প্রাচীরটিও ফুসাইফুসা দ্বারা শোভিত। দূরে থেকে প্রায় চীনামাটির কারুকার্য্য মনে হ'চ্ছিল। দেয়ালের পার্শ্বেই ভূমিনিম্নস্থ প্রকাষ্ঠে ইহুদীদের একটি গির্জ্জা সম্পূর্ণ অবস্থায় তুলে এনে স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রকোষ্ঠের প্রাচীরটিও চিত্রিত। ইহুদীরা সাধারণতঃ মন্দিরগাত্রে চিত্রাঙ্কণ পছন্দ করে না। কিন্তু এই প্রাচীর গাত্রে চিত্রাঙ্কণের সময় ২৪০ খৃঃ অব্দ, ইহা ইহুদীদের ধর্ম্মগুরু সামুয়েল কর্ত্তৃক পরিকল্পিত ও নির্ম্মিত।

তারপরের প্রকোষ্ঠে তাড্‌মারি সমাধি সংগৃহীত আছে—(১৫০—২৫০

খৃঃ অব্দ)। তাড্‌মারি এলেপ্পা আর দামাস্কাসের মধ্যবর্ত্তী একটি প্রাচীন সহর। তাড্‌মারি থেকে সংগৃহীত বলে এই সমাধিকে তাড্‌মারি সমাধি ব'লে উল্লেখ করা হয়। এই সমাধির প্রবেশ পথ একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড দিয়ে তৈরী। সে প্রস্তরখণ্ড শ্বেত মর্ম্মর কিংবা অন্য কোন কঠিন মিশ্র প্রস্তর। একটি মাত্র গোলকের উপর এই বিরাট দ্বার ঝুলছে। আমাদের বার জন সহযাত্রী চেষ্টা করেও এর দরজা নাড়াতে পারে নি। এই সমাধি প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে কয়েকটি মৃত ব্যক্তির সম্পূর্ণ এবং অর্দ্ধাকৃতি মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। মুর্ত্তিগুলি গ্রীকদের মতই সুন্দর, বৃদ্ধ, যুবক, শিশু—পরিধানে রোমান টোগা। বোধ হয় এটি একটি সমগ্র পরিবারের সমাধি। প্রত্যেকটি মূর্ত্তি কোন জীবন্ত দেহের প্রতিচ্ছবি। স্বর্গে এই পরিবার যে ভাবে বাস ক'রবে তার কল্পিত প্রতিচ্ছবি। এই সমাধিটি লেবানন মিউজিয়মে রক্ষিত সমাধি অপেক্ষা ভিন্ন ধরণের। অবশ্য, সিরিয়ার মিউজিয়ম এখনও সম্পূর্ণভাবে নির্মিত হয়নি, সুতরাং পূর্ণাঙ্গ বেরুথ মিউজিয়মের সঙ্গে তুলনা হ'তে পারে না। মিউজিয়মের সংগৃহীত জিনিষগুলির একত্র সমাবেশ হ'লে প্রাচীন যুগের মৃত্যু এবং পরলোকের ধারণা সম্বন্ধে একটি তুলনামূলক আলেখ্য রচিত হ'তে পারে।

তারপর আমরা দ্বিতীয় তলে প্রদর্শনী প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হ'লাম। এই কক্ষে খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে তৈরী রৌপ্য নির্ম্মিত একটি বিরাট মুখোস দেখলাম। একটি অঙ্গুরী প্রাচীর গাত্রে কাঁচের বাক্সে সজ্জিত ছিল। সে অঙ্গুরীর গাত্রে উজ্জ্বল কর্ণেলিয়ান পাথর বসান ছিল। সেই পাথরের দীপ্তি বিপরীত দিকে দেওয়ালে ঠিক তদনুরূপ একটি কাঁচের ছোট বাক্সে রক্ষিত এক মোমবাতির শক্তি সম্পন্ন ইলেকট্রিক্‌ বাল্‌বের দ্যুতির মতন উজ্জ্বল। পাথরটির জ্যোতি ইলেকট্রিক্‌ বাল্‌বের সঙ্গে তুলনা করবার জন্য কক্ষের একদিকের প্রাচীরে কর্ণেলিয়ান পাথরের অঙ্গুরী, অন্য দিকে একটি ইলেকট্রিক্‌ বাল্‌ব সাজান ছিল। সেই কক্ষেই কানের দুল, হাতের কঙ্কণ এবং প্রাচীন যুগের অলঙ্কার সজ্জিত ছিল। একটি পাথরের মূর্ত্তি সমস্ত সূক্ষ্ম সোনার পাত দিয়ে মোড়ান ছিল।

তারপরের প্রকোষ্ঠে দামাস্কাসের প্রচলিত মুদ্রা সংগ্রহ। ৬৭৮ খৃঃ অব্দে ওমাইয়া বংশের খলিফা থেকে আরম্ভ ক'রে ১৯২০ খৃঃ অব্দে আমীর ফাইসল ব্যবহৃত মুদ্রা সংগৃহীত ছিল। রোমান কক্ষে ব্রোঞ্জ, মাটি, ধাতু, রঙ্গীন টালি এবং কাঁচের বাসন রক্ষিত ছিল। এই সমস্তই খ্রীষ্টীয় ১৫০ থেকে ২৫০ অব্দের মধ্যবর্ত্তী। দক্ষিণ দিকের একটি প্রকোষ্ঠে ১৩৩০ খৃঃ অব্দের তুর্কী সম্রাট মহম্মদ

রসিদের উৎসর্গীকৃত একখানি পবিত্র কাবার গিলাব প্রদর্শিত রয়েছে। এই আস্তরণটি সবুজ মখমলের তৈরী বিচিত্র কারুকার্য্যময় এবং একটি পূর্ণাকৃতি কৃত্রিম উষ্ট্র পৃষ্ঠে বিস্তৃত রয়েছে। অবশ্য পবিত্র "গিলাব" উৎসর্গীকরণ মিশরের জাতীয় জীবনের একটি অংশ। সিরিয়ার মুসলমানেরা এই কাবার গিলাব প্রেরণকে ধর্ম্মের অঙ্গ ব'লে মনে করে না এবং এই উৎসবের অনুষ্ঠান করে না। এই প্রকোষ্ঠের একটি প্রাচীরে প্রদেশের পাঁচ প্রকার জাতীয় পতকা প্রদর্শিত রয়েছে। যে ফাউণ্টেন পেন দিয়ে ১৯৩৬ সালের ফরাসী-সিরিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'য়েছিল, সেটি প্রদর্শিত রয়েছে।

আমরা মিউজিয়মের দক্ষিণ প্রান্তে একটি নূতন অর্দ্ধ-সমাপ্ত প্রাসাদ দেখতে গেলাম। এই প্রাসাদের প্রবেশ পথ পূর্ব্বাঞ্চলের কোন এক মরুভূমি থেকে উদ্ধার করা হ'য়েছে এবং হিসাম্ ইবন মালিকের রাজপ্রাসাদের ভগ্ন তোরণ ব'লেই এর সম্মান। এই তোরণটি সেকেন্দ্রার আকবর বাদশাহের বুলন্দ দরওয়াজার মতই উচ্চ। সমস্ত তোরণটি প্রস্তর নির্ম্মিত। প্রাচীন সিরিয়ানগণ মর্ম্মর এবং প্রস্তর স্থপতি-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন বলেই মনে হয়। তারা কঠিন প্রস্তরকে প্রায় নমনীয় মৃত্তিকার মতন ব্যবহার ক'রেছেন। লতাপুষ্প এবং চারুশিল্পের বহু নিদর্শন সিরিয়ার ভাস্কর্য্যে অদ্যাপি বর্ত্তমান রয়েছে। মিউজিয়মের সম্মুখে বিরাট প্রাঙ্গণে নানা জাতীয় দেশী ও বিদেশী পুষ্পসম্ভার যে কোন পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখনও মিউজিয়মের সম্মুখে কয়েকটি সংগৃহীত প্রস্তর এবং মূর্ত্তি পড়ে রয়েছে, যুদ্ধান্তে যথাস্থানে প্রদর্শিত হবে।

মিউজিয়ম থেকে বেরিয়ে আমরা আইন বিদ্যালয়ে গেলাম। এর নাম মহাল্-ইল্-হকুক্-আল্ আরবী। সুলতান সোলেমানের মসজিদ এবং সুলতান সেলিমের তাকিয়া একসঙ্গে যুক্ত করে সিরিয়ানরা এই আইন কলেজ-গৃহ স্থাপন ক'রেছেন। বর্ত্তমান দামাস্কাসে আরও কয়েকটি বৃহদাকার মসজিদ যুগোপযোগী নিতান্ত পার্থিব কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হ'চ্ছে। এমন কি, মসজিদের সংলগ্ন প্রাসাদের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বাজার ব'সেছে। প্রার্থনাগৃহ ছাড়া আর প্রত্যেকটি গৃহ জনসাধারণের কার্য্যে ব্যবহার করা হয়। এই কলেজের সমস্ত শিক্ষা আরবী ভাষার মধ্যে দিয়েই হ'চ্ছে। আমরা একটি নকল বিচারালয়ের দৃশ্য দেখলাম। একপ্রান্তে একটি ছাত্র বিচারক, সম্মুখে উকিল, পাশে অভিযুক্ত ব্যক্তি, অন্যদিকে সাক্ষী, আর একটু দূরে জনসাধারণের বসবার আসন। উকিল ছাত্রটি একটি ভাষণ দিচ্ছিলেন এবং বিচারপতি খুব মনোযোগ

সহকারে তাই শুনছিলেন। সিরিয়ার আইন এবং বিচার বহুভাবে ফরাসী নিয়মদ্বারা পরিচালিত। আইন কলেজের কর্ম্মসচিব আরবী ভাষায় একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে এই শিক্ষায়তনের বিশেষত্ব বুঝিয়ে দিলেন। সমস্ত জিনিষের ভিতর তাঁর বক্তৃতা ভিন্ন অন্য সবই খুব ভাল লেগেছিল। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে শীঘ্রই সিরিয়াবাসিগণ প্রজাতন্ত্রের পটভূমিকারূপে জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় উপাধি বে, খাঁন, পাশা, এফান্‌দি প্রভৃতি তুলে দেবেন।

তারপর আমরা দেখলাম মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ-দপ্তর। এই দপ্তরটি সহরের কেন্দ্রস্থলে একটি বিচিত্র প্রাসাদে অবস্থিত। এই প্রাসাদটি জল সরবরাহ সংক্রান্ত মিউজিয়ম। আরব, তুর্ক এবং বর্ত্তমান ফরাসী যুগে যে যে উপায়ে দামাস্কাস সহরে জল সরবরাহ করা হ'ত, তার চিত্র প্রাচীর গাত্রে অঙ্কিত আছে। সভাগৃহটি কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং এই কাষ্ঠখণ্ডগুলি কোনও এক দেশের বা এক যুগের নয়। বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন যুগের কাষ্ঠখণ্ড সংগৃহীত ক'রে অবিকৃত অবস্থায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত ক'রে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হ'য়েছে। প্রাচীর ওমাইয়দ স্থপতি, ছাদ তুর্কী, বসবার আসন রোমক এবং সংযোজনা আধুনিক ফরাসী। এই কক্ষটি অতি যত্নের সহিত বহু অর্থব্যয়ে সুসজ্জিত; কাষ্ঠ মনোনয়ন, বর্ণ নির্ব্বাচন এবং সংযোজন অতি আশ্চর্য্যজনক।

তারপর দামাস্কাসের ফল সংরক্ষণের কারখানা পরিদর্শন ক'রতে গেলাম। এখানে কমলালেবু, আপেল, আঙ্গুর, অলিভ প্রভৃতি ফল দিয়ে নানারকম চাটনি, জেম, জেলি ইত্যাদি প্রস্তুত হয় এবং বহুকাল থেকে এই ব্যবসা চলেছে। ইহা বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত। এটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান, কিন্তু খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সম্পূর্ণভাবে দেশীয়।

ফিরবার পথে আমরা আবু বকর পুত্র মহম্মদের কবর দেখতে গেলাম—অতি জীর্ণ, অপ্রশস্ত একটি প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত। খুব বেশী লোক এখানে যাতায়াত করে ব'লে মনে হ'ল না।

মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য আমরা প্রধান মন্ত্রী ফার-ইস্-উল্-খুরী কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। ওমাইয়াদ হোটেলে প্রায় ৭৫ জন অতিথি। আমরা প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচিত হ'চ্ছিলাম। আমাকে ভারতবাসী জেনে সকলেই আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ব্যগ্র। আমি দামাস্কাসে চোস্ত পায়জামা, শেরওয়ানী, কখনও গান্ধীটুপী, কখনও বা আস্‌তরাখান্ টুপী (Central

Asian Cap) ব্যবহার ক'রেছি। আমার মত রং এ অঞ্চলে কোন মানুষের নাই। ফার-ইস্-উল্ খুরী একজন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ, জাতিতে খৃষ্টান। সিরিয়ানগণ তাঁর হাতে মুসলমানদের সমস্ত স্বার্থ সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত। তিনি লাঞ্চের পর একটি বক্তৃতা দিলেন। যে বক্তৃতায় ভারতবর্ষের উল্লেখ ছিল। বোধ হয়, আমার উপস্থিতিই এই উল্লেখের কারণ। লাঞ্চের শেষে আরও দু'একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাকে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার বিষয় আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন। জাপান যুদ্ধের অনেক অসম্ভব এবং অসত্য সংবাদ এদের কাছে এসে পৌছেছে। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমান্ত এবং কলিকাতায় কিয়দংশ জাপানীদের কবলে এসেছিল—এটা ওঁরা বিশ্বাস করেন। সত্য গোপন ক'রলে মিথ্যা যে নানা রূপ পরিগ্রহ ক'রতে পারে এটা দামাস্কাসে খুব ভাল বুঝেছি।

আজ সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় একটি অলঙ্কারের দোকান দেখতে পেলাম। এই দোকানের নাম 'ওডারমাল্ মেইসন্ ইণ্ডিয়েন্' (Udermal Maison Iindinne, 145 Rue de la poste, Bab Edris), দামাস্কাস। দুটি ভাই, মিঃ দারিয়ানা এবং মিঃ ভগবান দাস্ খুব যত্ন ক'রে আমাকে অভ্যর্থনা ক'রলেন। তাঁরা সমস্ত দামাস্কাসের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জুয়েলার্স, বেরুথেও তাঁদের শাখাই তথাকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দোকান। মিশরে ভারতবর্ষের জুয়েলার্স অতিশয় জনপ্রিয়। মেসার্স পুহ্মাল্, মেসার্স গণেশীলাল, মেসার্স জেট্রেমল্ এবং মেসার্স ইণ্ডিয়া বিখ্যাত অলঙ্কার এবং দুর্লভ বস্তুর (Curio) ভাণ্ডার। এখানে কোন ভারতীয় দর্জ্জি দেখলাম না। কায়রোতে ভারতীয় দর্জ্জি অত্যন্ত বিখ্যাত। মেসার্স মহম্মদ আলির আয় মাসিক তিন চার হাজার টাকা। আমি আমার মিশরীয় সহযাত্রিদের অনেককে এই দুই ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। তাঁরা আমার খাতিরে এখান থেকে প্রায় ১৫০ পাউণ্ডের জিনিস খরিদ করেছিলেন, অন্য দিকে মিঃ দরিয়ানা প্রায় শতকরা ১২৷৷০ টাকা কমিশন দিয়েছিলেন। উভয় পক্ষই খুসী।

তারপর দিন আমাকে তাঁদের সঙ্গে রাত্রে ভোজন করবার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রলেন। এখানে ৪ জন ভারতবাসী আছেন। একজন বৃদ্ধ মিঃ ইজ্হার হোসেন, তীর্থযাত্রা উপলক্ষে এসে একজন তরুণীর পানিগ্রহণ ক'রে আজ কয়েক বৎসর দামাস্কাসে বাস ক'রছেন। তাঁর বয়স ৬৮, স্ত্রীর বয়স প্রায় ২৮।

২৮শে জানুয়ারী '৪৫

আজ প্রাতে আমাদের কার্য্যসূচী মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন। এই মেডিকেল কলেজটি ওরিয়েণ্ট হোটেলের অদূরে একটি ছোট পাহাড়ের উপরে। চতুষ্পার্শ্বে অন্য কোন জনপ্রাণীর বাসভূমি নেই। প্রবেশ-তোরণ অতিশয় বিরাট, পথ শ্বেতমর্ম্মর দিয়ে তৈরী। মাঝে মাঝে লোহার প্রাচীরে বিরল লতাকুঞ্জ। প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি শ্বেতবর্ণ, সমস্ত প্রাসাদটি শ্বেতবর্ণ, লোহার প্রাচীর শ্বেতবর্ণ রঞ্জিত, যেন অভ্যন্তরের পরিচ্ছন্নতার প্রতীক। প্রবেশদ্বারের শিলাতলে দাঁড়িয়ে ছাত্র এবং শিক্ষকগণ আমাদের আগমন প্রতীক্ষা ক'রছিলেন। আমাদের প্রবেশ মাত্রই তারা "আইশ্, আইশ্, আইশ্", ব'লে অভ্যর্থনা ক'রলেন এবং প্রত্যেকেই করমর্দ্দন ক'রলেন। আমরা উপরে উঠে বামে গবেষণাগারে প্রবেশ ক'রলাম, প্রাসাদটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিকল্পিত, প্রত্যেক কক্ষ সম্পূর্ণ পৃথক্ অথচ সংযুক্ত। তারপর রোগীদের অপেক্ষা গৃহ; ক্রমশঃ পরীক্ষাগার, রঞ্জনরশ্মি কক্ষ, অস্ত্রোপচার কক্ষ, অন্যদিকে ঔষধ বিতরণ কক্ষ। বিভিন্ন শ্রেণীর রোগীর বাসস্থান ফরাসী অনুকরণে নির্ম্মিত।

সিরিয়া দেশে এলোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করা হয় এবং সমস্ত ঔষধ পারিস থেকে আমদানী। এখানে উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসকগণ ফরাসী দেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত। দামাস্কাসে প্রস্তুত ঔষধের আদর নেই, কারণ চিকিৎসকগণ দেশী ঔষধের উপর আস্থা রাখেন না। আমি ব'ল্লাম—ভারতবর্ষে টিন্চার ও ভেক্সিন তৈরী হয়। আমাদের দেশে বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং বেঙ্গল ইমিউনিটিতে প্রস্তুত ঔষধ ইউরোপীয় ঔষধের সমকক্ষ, এই যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্য ও সুদূর প্রাচ্যে সমস্ত ভারতীয় ঔষধ ইংরাজ, আমেরিকা প্রভৃতি জাতি সাদরে ব্যবহার করে। একজন চিকিৎসক আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—ভারতীয় ঔষধ ব্যবসায়ীরা এ দেশে তাদের তৈরী ঔষধ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন না কেন? আমার মনে হয় মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয় ঔষধের প্রসারক্ষেত্র হ'তে পারে। মিশরের চিকিৎসকগণ তাদের নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভূত কোন চিকিৎসকদেরই চিকিৎসা করবার অধিকার দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। এমন কি ইংলণ্ড ও জার্মানী প্রভৃতি দেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ মিশরের মেডিকেল বোর্ডের অনুমতি না নিয়ে চিকিৎসা ক'রতে পারেন না। শুনেছি একজন ভারতীয়-হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার চিকিৎসার অনুমতি পান নি। আর একজন মুসলমান হকিম ইউনানী

প্রথায় চিকিৎসা করবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু মিশরের মেডিকেল বোর্ড এলোপ্যাথি ভিন্ন অন্য প্রথায় চিকিৎসার অনুমতি দিতে প্রস্তুত নয়; ভারতীয় মুসলমান চিকিৎসকটি ইউনানী প্রথা ইসলাম সঙ্গত ব'লে অনেক আন্দোলন করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন। সমস্ত মুসলমান দেশে বর্ত্তমানে এলোপ্যাথিক চিকিৎসাই চলছে।

দামাস্কাস মেডিকেল কলেজের সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর ব্যবস্থা শিশুবিভাগে। এই বিভাগটি একটি বিরাট প্রকোষ্ঠে অবস্থিত। চারিদিক উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ আকাশ এই প্রকোষ্ঠের যে কোন অংশ থেকেই দৃষ্ট হয়। এই কক্ষটির প্রাচীর স্বল্প নীলাভ শ্বেতবর্ণ; শয্যা শ্বেতবর্ণ। শয্যাস্তরণ শ্বেতবর্ণ, শুশ্রূষাকারিণীর বর্ণও শ্বেত; তাদের পরিচ্ছদ শ্বেত। সর্ব্বোপরি শয্যামধ্যস্থ শিশুগণ এক একটি প্রস্ফুটিত শ্বেত পুষ্পকোরক। শুভ্র তুষারের আবেষ্টনীতে শ্বেত আচ্ছাদনে শ্বেতবর্ণের নিদ্রিত শিশুকে দূর থেকে মনে হ'চ্ছিল তুষারাবৃত দেবশিশু। সুন্দরের এমন সমাবেশ আমি আর কখনও দেখিনি। আমাদের একজন শুশ্রূষাকারিণীকে রেডক্রশ-স্মারকচিহ্ন পরিহিতা অনবগুণ্ঠিতা দেখে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—দামাস্কাসে সকল নারী অবগুণ্ঠিতা, আপনাদের অবগুণ্ঠন-মুক্তি কি ক'রে সম্ভব হল? তিনি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন,—আমরা মায়ের জাত। সন্তানের কাছে মাতার অবগুণ্ঠনের প্রয়োজন কি? তাঁর এই উত্তর শু'নে আর প্রত্যুত্তর প্রয়োজন হ'ল না।

এখানকার মাতৃসদন জনপ্রিয়। যে কোন প্রসূতি সন্তান-প্রসবের পূর্ব্বে এখানে আশ্রয় নিতে পারেন; দক্ষিণা অবস্থানুসারে গরীবদের জন্য দৈনিক সাত আনা, মধ্যবিত্তদের জন্য বার আনা, ধনীদের জন্য দেড় টাকা। প্রসূতি-আগার অত্যন্ত বিলাসী ধনীর গৃহ বলেই মনে হয়। সম্পদশালী রোগীরা ইচ্ছা ক'রলে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কক্ষ ভাড়া নিতে পারেন। কিন্তু তার ব্যয় দৈনিক ২৫ টাকা থেকে ৫০ টাকা। অবশ্য ব্যবস্থাও দক্ষিণানুরূপ। সমস্ত দামাস্কাসে এই চিকিৎসালয়ে কোন ইউরোপীয় চিকিৎসক নেই। এই মেডিকেল কলেজের সমস্ত শিক্ষার বাহন আরবীভাষা। কায়রো মেডিকেল কলেজের শিক্ষার বাহন প্রধানতঃ ফরাসী ভাষা, বেরুথে লিসা ফ্রান্সের চিকিৎসাবিভাগেও ফরাসীভাষাই প্রচলিত। দামাস্কাসের মেডিকেল কলেজের জাতীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

তারপর দামাস্কাসে আমরা একটি পশমের কারখানা দেখলাম। এই

কারখানাটি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু এর তৈরী জিনিস খুব সূক্ষ্ম এবং সুন্দর। লেবাননের মত সিরিয়াতে নারী শ্রমিক নাই। এখানকার কাজ দিনে দশ ঘণ্টা, মাঝে এক ঘণ্টা বিশ্রাম। পারিশ্রমিক কর্ম্মানুযায়ী, মাসিক কোন বেতন নাই।

দ্বিপ্রহরে আমরা ডু-মারএ সিমেণ্টের কারখানা দেখতে গেলাম। এই প্রতিষ্ঠানটি বিরাট, একজন সুইডেনবাসী এর কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। তিনি আমাদের সমস্ত কলকারখানা এবং কাজের ব্যবস্থা অতি পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিলেন। প্রতিদিন ৩৫০ টন সিমেণ্ট তৈরী হয়, চুণ এবং মাটি ও অন্যান্য কাঁচামাল এই কারখানার অতি নিকটেই রয়েছে এবং এদেরই নিজের ব্যবস্থায় সমস্ত কাঁচা মাল সরবরাহ হয়। ১৯৩৫ সালে এই কারখানাটি একজন জার্ম্মান ইঞ্জিনিয়ারের পরিকল্পনানুযায়ী স্থাপিত হয়, কিন্তু এই কারখানার স্বত্বাধিকারী সমস্তই সিরিয়াবাসী। তাঁদেরই মূলধনে এই কারখানাটি পরিচালিত। বিদেশীর কোন মূলধন সিরিয়াবাসী গ্রহণ করেন না; তাঁরা নিজেরাই বেশ বুদ্ধিমান এবং দেশের স্বার্থ সম্বন্ধে খুব সজাগ। কোন বিদেশী—খৃষ্টান হো'ক বা মুসলমানই হো'ক, এদেশে কোন কারখানা প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারে না। এমন কি, নিখিল আরব আন্দোলনের অজুহাতেও কোন আরব, মিশরীয়, ইরাকী, লেবানী সিরিয়াতে কোন কারখানা প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারে না। এদেশের লোকেরা সরকারী চাকুরী পছন্দ করে না, বাণিজ্যই প্রধান উপজীবিকা। আমি সুইডিস ম্যানেজারকে তাঁর কারখানার দৈনন্দিন কার্য্যের সময়, উৎপাদনের ব্যয়, মজুরদের পারিশ্রমিক, রোগ ও আকস্মিক দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ, বার্দ্ধক্যের পেন্‌সন্‌, শ্রমিকদের শিক্ষা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বিষয় জিজ্ঞাসা ক'রলাম। কিন্তু তিনি সবিশেষ এই আলোচনা ক'রলেন না।

কারখানাটি ধনিক নীতি অনুসারে পরিচালিত। কারখানার মালিকগণ আমাদের সম্মানার্থ একটি বিরাট ভোজের আয়োজন ক'রেছিলেন। খাদ্যাদি প্রচুর এবং অত্যন্ত আভিজাত্যপূর্ণ। আজ যথার্থ ভারতীয় মিষ্টি খেয়েছি। পাঞ্জাবের মিষ্টির মতন বেশীর ভাগ চিনি দিয়ে তৈরী। লাঞ্চের পর বাণিজ্যসচিব এবং সিরিয়ার বিখ্যাত অধ্যাপকগণ আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে বক্তৃতা দিলেন। আরবজাতির ভিতরে আরও ঘনিষ্ঠতর বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপন করবার জন্য বাণিজ্যসচিব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলেন এবং ভারতবর্ষের বিষয়ও তিনি উল্লেখ ক'রলেন।

আমাকে বক্তৃতা করার জন্য বাণিজ্যসচিব বিশেষ ক'রে অনুরোধ ক'রলেন।

গত তিন দিন পর্য্যন্ত আমার গতিবিধি আমার অজ্ঞাতে লক্ষ্য করা হ'চ্ছিল। হোটেলের ম্যানেজার আমাকে ব'লে ছিলেন—গত দুই রাত্রি আমার বিষয় হোটেলে অনুসন্ধান করা হ'য়েছিল। সুতরাং আমি অনিচ্ছাসত্ত্বে বক্তৃতা দিলাম। প্রায় ১৫ মিনিটকাল ধরে আমি খিলাফত, এবং ভারতবর্ষের অতীত সম্বন্ধের উল্লেখ ক'রে বর্ত্তমান যুগেও বহির্ভারতীয় মুসলমান রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজনের বিষয়ে বুঝিয়ে দিলাম। পরোক্ষভাবে মধ্যপ্রাচ্যে জাতিগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে একটি "লীগ অব নেশনস্ ফর দি মিডল্ ইষ্ট" স্থাপনের কথাও ব'ল্লাম, কারণ ইউরোপে রাষ্ট্রচিন্তা কিংবা সুদূরপ্রাচ্যে পীতজাতির ভাবধারার সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের সম্মিলন হওয়া প্রায় অসম্ভব। মুসলমান প্রতিবেশীর সান্নিধ্যে হিন্দু জাতির ভিতর মুসলমানের ভাবধারা বহুল পরিমাণে প্রবেশ ক'রেছে সেটা আমি জানিয়ে দিলাম। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর এত সন্নিকটে এসে প'ড়েছে যে তৃতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে এই দু'টি বিরাট সম্প্রদায় একটি সুবিশাল রাষ্ট্র গঠন করবার সামর্থ্য রাখে। এই বক্তৃতার ভিতর দিয়ে আমি মিশরের তথা আরব-সভ্যতার মধ্যে যে অতিথি প্রীতির ভাব রয়েছে সেটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে খুব ভাল ক'রে উল্লেখ ক'রলাম। আমার নিকট মিশর কিংবা আরবজাতি কিছুই প্রত্যাশা করে না, অথচ আমার প্রতি যে সুজনতা মিশর, লেবানন এবং সিরিয়ার বন্ধুগণ দেখিয়েছেন, সে মধুময় স্মৃতি আমি ভারতবর্ষে নিয়ে যাব, সে কথা ব'লে আমি আমার অভিভাষণ শেষ ক'রলাম। দামাস্কাসের অনেক সংবাদপত্রে আমার কথার প্রতিধ্বনি ক'রে ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হ'য়েছে।

সন্ধ্যায় মিশরের চেম্বার অব কমার্স আমাদের একটি সান্ধ্য সম্মেলনে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। আমি এই সম্মেলনে যোগ না দিয়ে বিখ্যাত জাহিরিয়া গ্রন্থাগার পুনরায় পরিদর্শন ক'রতে গেলাম। প্রথম দিনের পরিদর্শনে সন্তুষ্ট না হ'য়ে আমি স্থির ক'রেছিলাম যে ভারতবর্ষের মুসলমান পণ্ডিতদের গ্রন্থাদি কিংবা ভারত সংক্রান্ত সংবাদ এই গ্রন্থাগারে আবার সন্ধান ক'রব। ইব্‌ন নাদিম তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থতালিকায় ভারতবর্ষের বহু গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হ'য়েছে ব'লে সংবাদ দিয়েছিলেন। সে তালিকার ভিতরে ভারতবর্ষের চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আমি ইবন্ নাদিমের গ্রন্থোক্ত পুস্তকাদি সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিক ইউসুফ ইয়াসিকে জিজ্ঞাসা

ক'রলাম। তিনি ফরাসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ; আরবী, তুর্কী, পার্শীভাষাও জানেন। তিনি সোরবন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, অত্যন্ত ভদ্রলোক, এবং আমাকে সাহায্য করবার জন্য খুবই ইচ্ছুক ছিলেন। আমার প্রয়োজন অনুসারে তিনি বহু মুদ্রিত পুস্তক এবং পাণ্ডুলিপি উপস্থিত ক'রলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ইবন্ নাদিমের উল্লিখিত ভারতীয় গ্রন্থের কোন অনুবাদ জাহিরিয়া গ্রন্থাগারে ছিল না। তিনি যে সব পুস্তক এবং পাণ্ডুলিপি আমাকে দেখালেন, তার ভিতরে ভারতীয় পণ্ডিতদের লেখা কয়েকখানি কোরাণ ও হাদিস্ ছিল। তিনি ব-ল্লেন,—ইবন্ নাদিমের যুগ থেকে বিংশ শতাব্দী বহু শত বৎসরের ব্যবধান। দামাস্কাস, বাগদাদ ও ইসলামের উপর দিয়ে এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহু ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। তুর্কজাতি ইসলামের পরিসর বৃদ্ধি ক'রেছে বটে, কিন্তু অন্তর বহুস্থলে শূন্য ক'রে দিয়ে গেছে। বিশেষ করে, এই কথা গ্রন্থাগারের সম্বন্ধে বিশেষ প্রযোজ্য।

তারপর আমি সুফি মতবাদ বিষয়ক গ্রন্থাদি আলোচনা ক'রলাম। আমার খুব বিশ্বাস ছিল, ভারতবর্ষ সুফি মতবাদ সম্বন্ধে বহু আলোচনা ক'রেছে এবং ভারতীয় মুসলমানদের রচিত সুফি সাহিত্য নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু মিঃ উসুফ ব'ল্লেন—ভারতবর্ষীয় লেখক সুফি গ্রন্থ রচনা ক'রেছেন বটে, কিন্তু তার অধিকাংশ পার্শী ভাষায়। ভারতীয় লেখকদের আরবী সাধারণতঃ উচ্চ শ্রেণীর নয়। সুতরাং প্রাচীন গ্রন্থাগারে আরবী ভাষায় লিখিত ভারতীয় পুস্তকাদি স্থান পায় নি। তারপর তিনি আমাকে ব'ল্লেন,—আপনি যদি কখনও কোন পুস্তক অথবা পাণ্ডুলিপির প্রয়োজন মনে করেন, আমি স্বচ্ছন্দমনে তা পাঠিয়ে দেবো। এই জাহিরিয়া গ্রন্থাগার অতিশয় সুপরিচালিত এবং মিশরের রাজকীয় গ্রন্থাগার অপেক্ষা অধিকতর পরিচ্ছন্ন, যদিও আকারে প্রায় এক-চতুর্থাংশ। প্রারম্ভে এই গ্রন্থাগারটি একটি মসজিদ ছিল, ক্রমশঃ একটি মাদ্রাসা ও একটি মক্তব সংযোজিত হয়েছে। বর্ত্তমানে মাদ্রাসাটি উ'ঠে গেছে, মসজিদে একটিমাত্র কক্ষ অবশিষ্ট আছে এবং মক্তবটি দীর্ঘায়তন হ'য়েছে।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আমি জালালুদ্দিন রুমির খান্কা দেখতে গেলাম। এই জালালুদ্দিন রুমি সুফি মতবাদের একজন বিশিষ্ট প্রচারক। তাঁর রচিত কবিতা এবং দর্শন পৃথিবীর সাহিত্যে একটি উৎকৃষ্ট অবদান। তিনি নৃত্যগীত ও যোগ দ্বারা উপাসনা ক'রতেন। তাঁর মতে আল্লাহ্ প্রেমময়। একমাত্র প্রেম দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করা যায়—আল্লার সান্নিধ্য লাভ করা যায়। তিনি

আল্লার নামে সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে দরবেশ ব্রত গ্রহণ করেন এবং এক বিশিষ্ট দরবেশ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্প্রদায়ের নাম মৌলবীয়া। তাঁরা গুরুবাদী। দামাস্কাসে জালালুদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ এবং সম্প্রদায় আজও বিদ্যমান রয়েছে; তাঁরা যদিও প্রাচীনপন্থী মুসলমানদের বিদ্বেষভাজন, তবু সাধারণের চক্ষে প্রিয়। এদেরই একটি সম্প্রদায় মিশরে র'য়েছে। আমি প্রায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে জালালুদ্দিনের মসজিদে (খান্‌কা) প্রবেশ ক'রলাম। সুন্দর এবং আড়ম্বরহীন, আবেষ্টনী অত্যন্ত শান্ত, যাত্রিগণ নীরবে এসে মসজিদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে অতি বিনীতভাবে প্রার্থনা ক'রে চলে যাচ্ছেন, কিংবা কেউ বা কালিনের উপরে বসে মালা জপ ক'রছেন। মিঃ আমি ভারতীয় ইজ্‌হার হোসেনকে দেখলাম। বৃদ্ধ ভদ্রলোক, অতি সাধারণ পোষাক, যষ্টিভর দিয়ে মসজিদ প্রদক্ষিণ ক'রে আবার চলে গেলেন। আমরা কিছুক্ষণ পরে সংবাদ পেলাম ইমামের মাতা তিন দিন পূর্ব্বে পরলোক গমন ক'রেছেন। সুতরাং নৃত্যগীতাদি উৎসব আজ বন্ধ। কাজেই আমি মসজিদের মুয়াজ্জাজিনের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ ক'রে হোটেলে ফিরে এলাম।

রাত্রে ডাঃ লাহেটা এবং আমি মিশরীয় কন্‌সাল আবদুর রহমান্ বে হাজী কর্ত্তৃক একটি ডিনারে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। এই আমন্ত্রণে মাত্র ২০ জন অভ্যাগত ছিলেন। উদ্দেশ্য, সিরিয়ার রাজদূতের ওয়াশিংটন গমনের প্রাক্কালে তাঁর সম্মানার্থ বিদায়ভোজ। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন দামাস্কাসের গভর্ণর, সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী, পার্লামেণ্টের প্রেসিডেণ্ট, ইউনিভার্সিটির রেক্টর এবং কয়েকজন আরব রাষ্ট্রের দূত ও উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। কোন ইংরাজ কিংবা আমেরিকান এই ভোজে উপস্থিত ছিলেন না। এই ভোজ ওরিয়েণ্ট হোটেলের অভিজাত অনুষ্ঠানের অন্যতম। প্রত্যেকটি জিনিষ, অশন, বসন, ভূষণ অতিশয় আভিজাত্যপূর্ণ এবং আড়ম্বরের পরাকাষ্ঠা। আমার জীবনে রাজ অতিথি হওয়ার সুযোগ বরোদা, মহীশূর ইত্যাদি দেশীয় রাজ্যে কয়েকবারই হ'য়েছিল। কিন্তু সে রাজাতিথ্য বিদেশীদের অনুকরণে। সেটা কর্মচারিদের ব্যাপার। অর্থের প্রাচুর্য্য দ্বারা যে অতিথিসৎকার সুচারু সম্পন্ন হয়, এটা আমি কখনও বিশ্বাস করি না, আন্তরিকতার অভাবে সমস্ত আড়ম্বরই অনুগ্রহের মত মনে হয়। ভারতীয় দেশীয় রাজ্যে কখনও কোন সামন্ত নরপতি আমাদের সঙ্গে একত্রে ভোজ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু আজ সিরিয়ারাজ্যের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিগণ এবং আরব-রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান প্রতিনিধিগণ অতিশয় আন্তরিকতার সহিত

পরস্পর আলাপ আলোচনা ও সুজনতা বিনিময় ক'রলেন। দামাস্কাসের গভর্ণর আমার পাশের টেবিলে বসেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয় প্রায় ছাত্রের আগ্রহ নিয়েই জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন।

ডিনারের পর পররাষ্ট্রসচিবের প্রধান সেক্রেটারী (অধুনা আমেরিকাযাত্রী) আমার সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের বিষয় এবং নিখিল আরব আন্দোলনের বিষয় আলোচনা ক'রলেন। তিনি আমাকে সবিনয়ে বল্লেন,—আপনি কায়রো এবং বেরুথে অনেকের সঙ্গেই আলাপ ক'রেছেন। সংবাদপত্রে আপনার বক্তৃতা আজ সন্ধ্যায় প'ড়েছি। আপনি ভারতবর্ষে ও আরবের বিভিন্ন দেশে নিখিল আরব আন্দোলনের কথা শুনেছেন; আপনি আরব ত নন, মুসলমানও নন। এ বিষয়ে আপনার নিরপেক্ষ মত শুনলে আমি খুশী হব। আমি উত্তর দিলাম—আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অনাসক্ত। আমার জ্ঞান নিখিল আরব আন্দোলনের বিষয়ে অগভীর। অধ্যাপকের অনাসক্ত দৃষ্টি নিয়েই আমি এ বিষয়টাকে দেখেছি। সুতরাং প্রারম্ভেই আমি আমার অনধিকার চর্চ্চার জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা ক'রছি। আমার মনে হয়, নিখিল আরব আন্দোলন কোন রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যের উপর নির্ভর ক'রলে সম্ভব হ'বে না। কারণ বর্ত্তমান যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রই আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেক জাতিরই আর্থিক প্রয়োজন এবং ব্যবস্থা বিভিন্ন। তারপর আরব রাষ্ট্রগুলিরও ভিত্তি জটিল। হেজাজের অধিপতি ইব্‌ন সাউদ নিরক্ষর। তিনি বুদ্ধিমান্‌, স্বল্পভাষী, সাধারণ মুসলমানের ধর্ম্মপ্রিয়তা এবং হেজাজী আরবগোষ্ঠীর নিরক্ষরতার সুযোগ নিচ্ছেন। ইয়ামনের অধিপতি ইব্‌ন সাউদ্‌কে বিশ্বাস করেন না এবং কিঞ্চিৎ ওহ্‌হাবীভাবাপন্ন। ইরাক ইব্‌ন সাউদকে শ্রদ্ধার চোখে না দেখে সন্দেহের চোখে দেখে। সিরিয়া প্রজাতান্ত্রিক। ট্রান্স-জর্ডনের আমীর আবদুল্লা ব্রিটিশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তিনি খিলাফতের স্বপ্ন দেখেন। লেবাননে খৃষ্টান প্রাধান্য। প্যালেষ্টাইনে ইহুদী-সমস্যা। মিশরে কপ্‌টীক খৃষ্টান আরব আন্দোলন সম্পর্কে নিরপেক্ষ। সর্ব্বাপেক্ষা জটিল প্রশ্ন এই যে মিশরের রাজা ফারুক তুর্কজাতীয়, তাঁর আরবপ্রীতি প্রবাদ বাক্য হলেও দুর্জ্জন ইচ্ছা ক'রলে তাঁর বংশ পরিচয়ের গবেষণা ক'রে সমস্যাকে জটিলতর ক'রে তুলতে পারে। তাপর, আরব মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রে'খে আরব খৃষ্টানদের একযোগে কাজ করা কতদিন চলবে তা' ধারণা করা কষ্টকর। দু'একজন মুসলমান নেতা এই নিখিল আরব আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে একটি মুসলিম

রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেন। এবং তাঁরা এরূপ ধারণা করেন যে আরব রাষ্ট্রে অ-মুসলমানের খুব বড় স্থান নেই। এটা দু'এক জায়গায় প্রকাশ্যে বলা হ'য়েছে যদিও পরোক্ষভাবে; কিন্তু আজ যা' পরোক্ষ কাল তা' প্রত্যক্ষ হওয়া রাজনীতির একটা ধারা। তারপর, এই সমস্ত আরব রাষ্ট্রসঙ্ঘের পশ্চাতে র'য়েছে ইংলণ্ড, ফরাসী, রাশিয়া, তুর্কী ও আমেরিকার স্বার্থসংঘাত। ব্রিটিশ এই আরব সম্মেলনকে রাশিয়া এবং আমেরিকার প্রভাবের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সৃষ্টি ক'রতে চায়। ফরাসী যদিও বর্ত্তমানে দুর্ব্বল, কিন্তু যুদ্ধান্তে সে আবার রাজনীতিক্ষেত্রে নূতন সমস্যার সৃষ্টি ক'রতে পারে।

তারপর আমি সিরিয়ার জাতীয়তাবাদ এবং প্রজাতন্ত্রবাদকে কেন্দ্র ক'রে ফরাসী এবং রাশিয়ার কূটনীতি নিয়ে আলোচনা ক'রলাম। আমার যুক্তি এবং সমসাময়িক রাজনীতির সূত্র বিচার, পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ শুনে তিনি আশ্চর্য্য হ'লেন। তাঁদের ধারণা, ভারতবর্ষ পরাধীন ব'লে ভারতবর্ষের জনসাধারণ রাজনীতির সাধারণ কথাও বোঝে না। তাঁর ও আমার দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। তিনি বল্লেন,—ধর্ম, ভাষা এবং মুসলিম সংস্কৃতির ঐক্যই এই নিখিল আরব আন্দোলনের মূলসূত্র। যদিও মিশর, লেবানন এবং প্যালেষ্টাইনে বহু খৃষ্টান বিদ্যমান, তথাপি তাদের সংস্কৃতি প্রায় সম্পূর্ণ মুসলিম। আমরা কোনমতেই এই নিখিল আরব আন্দোলনকে একমাত্র মুসলমানের আন্দোলন ব'লে গণনা করি না। আমরা নানা স্বার্থসংঘাতের আবর্তন এবং বর্ত্তমান ইউরোপীয় অবস্থা বিপর্য্যয়ের সুযোগ নিতে চাই। ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের জনমত যে ভাবেই অগ্রসর হো'কনা কেন, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে ইংরেজ নিখিল আরব আন্দোলনকে অনেকটা সমর্থন করে। আমরা সমস্ত আরবে একজন মাত্র রাষ্ট্রপতি প্রতিষ্ঠা ক'রতে ইচ্ছা করি না, আমাদের এই জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি হ'বে অর্থনৈতিক ঐক্য। নিখিল আরব জাতির একই মুদ্রা হ'বে; প্রান্তীয় শুল্কবিভাগের কঠোরতা শিথিল হয়ে যাবে; এবং আরবজাতিগুলির মধ্যে সীমান্ত লঙ্ঘন নিষেধগুলি উঠে যাবে। আমরা সমস্ত আরবজাতি মিলে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর নূতন রাষ্ট্রের পরিকল্পনা ক'রব। এই রাষ্ট্র থেকে আমরা তুরস্কের মত ধর্ম্মকে বাদ দেব না; তবে যে কোন জাতি কিংবা ব্যক্তি তার ধর্ম্মানুসরণ ক'রতে পারবে। সিরিয়া এবং লেবাননের প্রত্যেকটি শিক্ষিত লোক অত্যন্ত জাতীয়তাবাদী। তারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কোন আরবীয়, মিশরীয় কিংবা ইংরাজকে নিজের দেশে কখনও কোন কারখানা প্রতিষ্ঠা

ক'রতে দিতে প্রস্তুত নয়। সেদিন মিশরেও দেখলাম এই অর্থ নৈতিক জাগরণ চলছে। বিদেশী বণিক ক্রয়বিক্রয়ের অধিকার পাবে, কিন্তু সেটা দেশের স্বার্থের পরিপন্থী হবে না; কোন কারখানা প্রতিষ্ঠা ক'রে দেশের কাঁচামাল বিদেশের প্রয়োজনে নষ্ট হ'তে দেবে না। আমাদের আলোচনা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই প্রধান মন্ত্রী কুযাত্ লি-বে সকলের সঙ্গে করমর্দন ক'রে সভা ভঙ্গ ক'রলেন।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আমরা নৃত্যকক্ষ অতিক্রম ক'রছিলাম। আমার পরিধানে ভারতীয় পরিচ্ছদ, মস্তকে কাল আস্ত্রাখান টুপী। পোষাক দেখে সকলেই সাগ্রহে আমার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিল। নৃত্যমঞ্চে বহু নৃত্যরসিকের সম্মেলন। এটা ঠিক কাবারে নয়, এটা হোটেলেরই অন্তর্গত একটি নৃত্যকক্ষ। যুদ্ধের দিনে মানুষের শ্লীলতার আবরণ বহু ভাবে শিথিল হ'য়ে গেছে। বোধ হয়, যারা ফরাসী জাতির সংস্পর্শে এসেছে, তাদের শিথিলতা আরও একটু বেশী। তারপরে ডাঃ লাহেটা, আমি, আরও কয়েকজন ভদ্রলোক সলিমের তাকিযা অতিক্রম ক'রে বারাদা নদীর পাশে ওমায়েদ হোটেলে ফিরছি। ডাঃ লাহেটা নৃত্য দেখবার জন্য একটি কাবারেতে প্রবেশ ক'রলেন। আমিও কৌতূহলের বশে কাবারে দেখলাম। পাঁচ মিনিটের বেশী কোন লোক এই নৃত্যোৎসব নিজকে দোষী না মনে ক'রে উপভোগ ক'রতে পারে না। বোধ হয়, কিছুকাল দেখলে চোখে সয়ে যায়। আমি ডাঃ লাহেটাকে প্রায় টেনে নিয়ে এলাম। ডাঃ লাহেটা বিদ্রূপ ক'রলেন,—আপনি নীরস। ভদ্রলোক হোটেলে আমাকে বল্লেন,—কাল রাত্রে তাঁর ওয়েটার তাঁকে একটি কাবারে দর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিল। সিরিয়াতে ফরাসী আগমনের পূর্ব্বে কোন কাবারে কিংবা সর্ব্বসাধারণের কোন রঙ্গমঞ্চ ছিল না। বর্ত্তমানে, বিশেষ ক'রে যুদ্ধের সময় দামাস্কাস সহরটিকে একটি কাবারে সহর বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। লেবানী এবং সিরিয়ার নারীরা প্রায় অপ্সরীর মত সুন্দরী। ডাঃ লাহেটা সাতবার ইউরোপ পরিভ্রমণ করেছেন এবং পৃথিবীর বহুস্থান তিনি পরিদর্শন করেছেন। তিনি আমাকে রহস্য ক'রে বল্লেন, আপনার উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল। কারণ, আপনি এক গ্লাস বিয়ার পর্য্যন্ত পান করেন নি। ডাঃ লাহেটা খুব রঙ্গপ্রিয়; তিনি প্রথম জীবনে একজন মিশরীয় মহিলা বিবাহ করেন; তারপর একজন স্কটল্যাণ্ডের নারীর পাণিগ্রহণ করেন। এই স্ত্রী বর্ত্তমানে দুই পুত্রসহ স্বামী ত্যাগ ক'রে এডিনবার্গে আছেন। তৃতীয় স্ত্রীর

গল্প ডাঃ লাহেটার মুখে প্রায় প্রত্যহই শুন্‌ছি। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেশ রসিক এবং পণ্ডিত। তাঁর রচিত ২৫ খানি পুস্তক র'য়েছে।

২৯শে জানুয়ারী '৪৫

আজকে আমি ব্রিটিশ কন্‌সাল থেকে প্যালেষ্টাইনের ভিসা পেয়েছি। এটা প্রায় মুক্তিস্নান। সিরিয়া রাজ্যের বনবিভাগ, আমাদের জন্য লেবু এবং অলিভ বন পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন। শহর থেকে প্রায় ১৫ মাইল দূরে সিরিয়ারাজ্যের বনবিভাগ একটি কৃত্রিম অরণ্য রচনা করেছেন। এ দেশে এত তুষারপাত হয় যে ভারতীয় বনের মত বন এদেশে জন্মান সম্ভব নয়। সুতরাং তারা কমলালেবু, এপ্রিকট্‌, মুষ্‌মুষ্‌, অলিভ এবং নেশপাতির বৃক্ষ রোপণ করে একটি বন সৃষ্টি ক'রেছেন। বারাদা নদীর একটি অববাহিকা খনন ক'রে এই বনটি জলসিঞ্চিত করা হয়। এই বনে আজকে প্রত্যুষে চায়ের নিমন্ত্রণে এসেছি; গভর্ণমেণ্ট একটি স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করেছেন। আমাদের সঙ্গে আরও প্রায় ২৫ জন অতিথি রয়েছেন। এঁরা প্রত্যেকেই খুব উৎসাহী। এবং তাঁদের দেশের এবং সভ্যতার সমস্ত মর্ম্মকথা আমাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব, যেন তাঁদের সমস্ত শিক্ষা, সংস্কৃতি ভারতবর্ষের নিকট প্রচার করার একমাত্র বাহন আমি। আমাদের ট্রেন প্রায় দশটায় **"গাবাত"** (বনানী) প্রবেশ ক'রল।

সেখানকার অধ্যক্ষ আমাদের জন্য চার প্রকার পানীয়ের ব্যবস্থা ক'রেছেন। প্রথম আরব মোচা দ্বিতীয় ইউরোপীয় টি, তৃতীয় তুর্কী কফি, চতুর্থ স্থানীয় সেলিবা। একজন পরিবেশক একটি বড় নানা বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত চীনামাটির পাত্রে আরব মোচা, (কফি) নিয়ে এসেছে। আর একদল ভৃত্য অতি ক্ষুদ্র এক ছটাক পরিমাণের এক একটি পাত্র আমাদের সম্মুখে ধরেছে। তার ভিতর আধ ছটাক মোচা ঢেলে দিয়েছে। অনভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে এই মোচা পান একটি ভীষণ পরীক্ষা। বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ অপূর্ব্ব—বর্ণ কৃষ্ণখয়ের, গন্ধ তাম্রকূট, স্বাদ ভীষণ কটু! ইউরোপীয় টি—দুগ্ধ বিহীন; চিনি এবং চা সিদ্ধ গরম জল দিয়ে তৈরী সরবৎ। তুর্কী কফি বেশ সুস্বাদু। শুষ্ক আঙ্গুর জলে ভিজিয়ে একরকম আরক তৈরী হয়—সেটাকে দেশীয় ভাষায় বলা হয় সেলিবা এবং ইউরোপীয় ভাষায় বলে "ওয়াইন।"

আমরা বেলা ২টার সময় ওমাইয়াদ হোটেলে ফিরে এলাম। সেখানে

পররাষ্ট্রসচিব আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রেছেন। আমরা সিরিয়া দেশে যে ভাবে অভ্যর্থনা পা'চ্ছি—এটা আমার পক্ষে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত। আজ পররাষ্ট্র-বিভাগের কর্ম্মচারী মিঃ ওমারির সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার দেহ ভারতের ভূমিতে সমাধিস্থ হয়েছে। তিনি অতি শৈশবে তাঁর স্বদেশ দামাস্কাসে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষকে তিনি খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখেন এবং আমাকে ভারতবাসী জেনে আমার সঙ্গে যেচে আলাপ ক'রলেন। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হ'লেন যে আমি চার পাঁচ দিন পূর্ব্বে এদেশে এসেছি, অথচ তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি।

লাঞ্চের পর আজ 'কাউন্‌সিল চেম্বারে' নিমন্ত্রণ হয়েছে। এই গৃহটি আরব স্থপতির নিদর্শন, প্রাচীন আরব অট্টালিকার অনুকরণ। অভ্যন্তরে যুগোপযোগী ব্যবস্থা র'য়েছে। প্রবেশ পথে সান্ত্রী, রক্ষী, সামরিক কর্ম্মচারী ইত্যাদি নানা প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়ে মিঃ ওমারি এবং আমি কাউন্‌সিল চেম্বারে প্রবেশ করলাম। যে কোন ইউরোপীয় আধুনিক কাউন্‌সিল চেম্বারের সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। তখনও সভা আরম্ভ হ'বার অনেক বিলম্ব ছিল ; সুতরাং আমরা বাইরের ব্যবস্থা ইত্যাদি দেখে চলে এলাম। কারণ, আজই সন্ধ্যায় আমি বিখ্যাত ওমরের মসজিদের আজান শুনব এবং সন্ধ্যায় নামাজ দেখব। এই লোভ আমি সম্বরণ করতে পারিনি।

সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে আমরা ওমরের মসজিদের প্রান্তদেশে উপস্থিত হ'লাম এবং সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মুয়াজ্জিন বিশ্বস্ত মুসলমানদের সন্ধ্যার প্রার্থনায় যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান ক'রলেন। দামাস্কাস সহরে প্রায় ৫০০ মিনার র'য়েছে। প্রত্যেক মিনার থেকে একজন মুয়াজ্জিন বিশ্বাসী মুসলমানদের প্রার্থনার জন্য আহ্বান করেন। সমস্ত দিনের কর্ম্মক্লান্তির পরে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ ক'রে সমস্ত বিশ্বাসী মুসলমান একসঙ্গে সম্মিলিত হ'য়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা ক'রে একবার তাঁর করুণা যাচ্ঞা ক'রে দিনের মলিনতা দূর করে ; এই ব্যবস্থা খুবই মনোরম।

আমরা দেখলাম, বহু বিশ্বাসী মুসলমান ওমরের মসজিদ প্রাঙ্গণে সমবেত হয়েছেন। সম্মুখে ইমাম, পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধভাবে মুসলমান দাঁড়িয়ে আছেন, প্রায়ই মুণ্ডিত শ্মশ্রু, শিরস্ত্রাণ বিভিন্ন ধরণের, প্রাচীন আগালাও রয়েছে। নামাজ পড়া আমি কায়রোর আজ-হার মসজিদে দেখেছি, সৈয়দয়ানা হুসেনের মসজিদে দেখেছি, ভারতবর্ষে দিল্লীর জুম্মা মসজিদে দেখেছি, আজমীরে মৈনুদ্দিন চিস্তির

দরগায় দেখেছি, ক'লকাতার নাখোদা মসজিদে দেখেছি ; কিন্তু খলিফা ওমরের মসজিদের মত এমন শান্ত সমাহিত শ্রদ্ধাপূর্ণভাব আমার চোখে পড়ে নি। মিঃ ওমারি আমাকে নিয়ে অতি যত্নের সঙ্গে নামাজের সমস্ত নিয়ম পদ্ধতি বুঝিয়ে দিলেন। আমার খুব ভালই লেগেছিল।

তারপর, আমরা তুর্কী বাজার পরিদর্শনে বে'র হলাম। মিঃ ওমারি আমাকে একটি আরব শিরস্ত্রাণ (আগালা) উপহার দিয়ে বল্লেন, সিরিয়ার বন্ধুর দান কখনও ভুলবেন না। আমাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য-বিভাগের পাঠ্যপুস্তকের তালিকা পাঠাবার জন্য অনুরোধ ক'রলেন। এই তুর্কী বাজারটি খুব প্রাচীন। প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে সুলতান সেলিম, ওমরের মসজিদের পথে এই বাজার স্থাপন করেছিলেন ; সুবিশাল রাজপথের দুই প্রান্তে নানাজাতীয় দ্রব্যাদি প্রায় সমস্ত দিনরাত্রি বিক্রয় হয়। পথের উপরে দুই প্রান্তের দোকানগুলিকে সংযুক্ত করে বিরাট টিনের ছাদ ; প্রাচীন কালে অবশ্য খেজুর পাতা ব্যবহার করা হ'ত এবং এই ছাদ প্রত্যেক বৎসরই পরিবর্ত্তিত হ'ত। বর্ত্তমানে আর পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয় না। এই বাজারে আমি কয়েকটি পুস্তকের দোকান ঘুরে পুরাতন পুস্তকের সন্ধান ক'রলাম। ভারতবর্ষীয় কোন পুস্তক কোথাও পেলাম না। এদেশের লোক ভারতীয় গ্রন্থ পাঠ করেন না এবং ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সম্বন্ধে এঁরা যে খুব উদার মত পোষণ করেন তাও মনে হ'ল না। পথে আমরা আবার জালালুদ্দিন রুমীর খান্‌কার মসজিদ প্রদক্ষিণ ক'রে মসজিদ অভ্যন্তরে একটি ফুলের মালা উপহার দিয়ে এলাম। প্রতি সন্ধ্যায় মালা অর্ঘ্য দিতে অনেক ভদ্রলোকই আসেন। মিঃ ওমারি এখান থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর সহৃদয়তা অকৃত্রিম।

রাত্রে আমার ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ওডরমল কোম্পানীতে এসেছি। দেখলাম, সিরিয়ার অভিজাতবংশের বহু মহিলা সন্ধ্যার পর রাত্রির অন্ধকারে নানাবিধ সৌখীন ও প্রসাধনদ্রব্য খরিদ করবার জন্য সেখানে এসেছেন। দোকানে প্রবেশ ক'রেই অবগুণ্ঠন সরিয়ে ফেল্‌ছেন, মুখের পার্শ্বে অতি সুচিক্কণ কৃষ্ণ রেশমের সূক্ষ্ম আবরণের বৈপরীত্যে মুখমণ্ডলের রক্তিমাভা যেন আরও উজ্জ্বলতর মনে হ'চ্ছে। দোকানের ভিতরে অতি উজ্জ্বল আলো। সে আলোতে সমস্ত জিনিষ আলোময় হ'য়ে উঠেছিল। এত সুন্দর ক'রে সাজান যে কোন গ্রাহক এই সকল জিনিষের দিকে আকৃষ্ট না হ'য়ে পারে না। মিঃ উদয়ানা এবং মিঃ দরিয়ানা অতি সুন্দর সুমিষ্ট হাসি দিয়ে

সকলকে অভ্যর্থনা করছেন এবং একটি জিনিষ চাইলে পাঁচটি জিনিষ খুলে দিয়ে নানা কথার ভঙ্গিতে গ্রাহকের মনস্তুষ্টি ক'রছেন। ভারতীয় দোকানে আমাকে ভারতবাসী দেখে কয়েকজন গ্রাহক জিনিষপত্র দেখাতে ব'ল্লেন। আমি প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে বিক্রেতার কাজ ক'রলাম। এই সুযোগে সিরিয়ার নারীদের দেখে তাদের দেশের নারী ক্রেতার মনোভাব বুঝে নিলাম। আমি আরবী ভাষায় বেশ প্রাঞ্জল কথা ব'লতে পারছিলাম। মিঃ দরিয়ানা আমার সঙ্গে হিন্দী ভাষায় মাঝে মাঝে কথা ব'লছিলেন, এবং একজন মহিলার কাছে আমার পরিচয় দিয়ে বল্লেন, ইনি ভারতবর্ষ থেকে আমাদের দেশের বহু জিনিষ নিয়ে এসেছেন এবং তাঁর ষ্টক্ খুবই নূতন। ক্রেতারা সেকথা বিশ্বাস ক'রে অনেক পুরানো জিনিষ নূতন ব'লে কিনলেন। আমাদের মুখে চোখে নীরব ভাষায় অনেক কথাই হ'ল। আজকের সন্ধ্যা খুব উপভোগ করেছি।

রাত্রে প্রায় ৯টার সময় কয়েকজন মিশরীয় ছাত্র এখানে এসে নানা প্রকার দ্রব্যাদি খরিদ ক'রলেন। আল্ হোসেন নামে একটি ছাত্র আমার পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে অনেক সুবিধা দরে প্রায় ১০০ পাউণ্ডের সিল্ক মোজা, গেঞ্জি এবং মহীশূরের সুগন্ধ দ্রব্য ও সিংহলের নারিকেলের মালার তৈরী খেলনা, বাক্স, চিরুনী ইত্যাদি খরিদ ক'রলেন। এই অবসরে মক্কার ছাত্র আব্বাস সেলিম ও আমি অনেক আলাপ ক'রলাম। সে দিনের দাস ক্রয়-বিক্রয়ের সংবাদে আমি সন্তুষ্ট হইনি। সুতরাং আবার "শ্লেভ মার্কেট" নিয়ে তার সঙ্গে কথা হ'ল। সে বল্লে, "মক্কার শ্লেভ মার্কেটের রাস্তার নাম শারাহ্, দাক্কাল্ দাকিক্। এই রাস্তাটি কাবা গৃহ থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে। দাস দালাল দু'জন বিখ্যাত; একজনের নাম বিন্ দফির, আর একজন আহম্মদ। প্রত্যেকটি দাস ক্রয় এবং বিক্রয় সরকারী রেজেষ্ট্রী পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়। আমিন্ আলম্ নামক রাজকর্ম্মচারীর সম্মুখে ক্রেতা এবং বিক্রেতার দলিল পত্রাদি সম্পাদিত হয়। প্রত্যেকটি দাস-দাসীকে বিক্রয়ের পূর্ব্বে চিকিৎসক দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান হয়, এবং চিকিৎসকের অনুমতি ভিন্ন কোন ক্রয়পত্রই সিদ্ধ হয় না।

আজকে রাত্রে এখানকার মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রগণ আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রেছে। তারা আমাদের সম্মানার্থ নাটক এবং সঙ্গীতের আয়োজন ক'রেছে। তারপরে তাদের সঙ্গে আমাদের ডিনার। তারা আমাদের

প্রত্যেককে একটি সিরিয়ার তৈরী চকোলেট বাক্স স্মারক চিহ্ন স্বরূপ উপহার দিল। এদের আন্তরিকতা অপূর্ব্ব! সমস্ত দামাস্কাস নগরটি আমাদের আগমনে যেন নূতন প্রাণস্পর্শ পেয়েছে। স্কুলের ছাত্র থেকে মন্ত্রী পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য তৎপর। তারা যে নূতন স্বাধীনতা পেয়েছে, তাকে কি ভাবে উপভোগ ক'রবে, প্রচার ক'রবে এবং অন্যান্য প্রাচ্য দেশীয় বন্ধুদের জানাবে, সেটা তারা নিজেরাই খুঁজে পা'চ্ছে না। ১৫৩৭ থেকে আরম্ভ ক'রে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত ৪০০ বৎসর তারা তুরস্কের অধীনে ছিল; তারপর ১৯১৭ থেকে ১৯৪০ পর্য্যন্ত ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী প্রজাতন্ত্রের অধীনে তারা পরাধীনতার নাগপাশে পিষ্ট হ'য়েছিল। হঠাৎ ১৯৪৩ সালে আন্তর্জাতিক অবস্থার বিবর্ত্তনে সিরিয়া স্বাধীন ব'লে পরিগণিত হ'য়েছে। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৩ পর্য্যন্ত তারা তিনবার ধর্ম্মঘট ক'রেছে; একবার অনবরত ১০ মাস ফরাসী জাতির সঙ্গে অসহযোগিতা ক'রে নিজেরা বিব্রত হ'য়েছে এবং ফরাসীকে বিব্রত ক'রেছে। চরম দুঃখ এবং দুর্দ্দশা ভোগ ক'রেছে কিন্তু স্বাধীনতার নামে সমস্ত দুঃখ হাসিমুখেই তারা বরণ ক'রেছে। আজকে সেই দুঃখভোগ সার্থক হ'য়েছে। সে সার্থকতা, সে আনন্দ স্বার্থপরের মত শুধু নিজেরাই উপভোগ ক'রে তৃপ্ত নয়, আরও দশ জনকে সে আনন্দ পরিবেশন ক'রে তারা আনন্দ পেতে চায়। লেবানীদের মতন সিরিয়াবাসিরাও দেশের স্বাধীনতা বিষয়ে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সিরিয়া রাজ্য অতি বিস্তৃত। তাদের অর্থ-সম্পদ, জন-সম্পদ যথেষ্ট, খনিজসম্পদও প্রচুর। আজকে সিরিয়ার সাহিত্যে একমাত্র বাণী ঐক্য, সাম্য, স্বাধীনতা। তরুণ সিরিয়ান্ স্বপ্নময়; তাদের রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ এই স্বপ্নকে সফল করবার উৎসাহ দিচ্ছেন। কিন্তু আমার মনে হ'চ্ছে, সিরিয়ানদের সম্মুখে লেবানীদের মতন কোন কর্ম্মসূচী নেই। তারা ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে রাষ্ট্র পরিচালনা ক'রছে; তারা যদি কোন পূর্ব্ব পরিকল্পিত বিশিষ্ট কর্ম্মধারা অনুসরণ ক'রে এগিয়ে না যায়, তবে বোধ হয় ফরাসী বিদ্রোহীদের মত অন্তর্বিদ্রোহে দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়বে। বিশেষ ক'রে, এ দেশে বুদ্ধিমান্, অর্থশালী এবং ক্ষমতাসম্পন্ন লোক অনেক র'য়েছে, বিভিন্ন জাতির লোক র'য়েছ, প্রাচীন ইসলামপন্থী মোল্লারা র'য়েছে, খৃষ্টান এবং ইহুদী র'য়েছে, ইউরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক ধুরন্ধরগণও সুযোগের অপেক্ষায় বসে আছে, সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে কোন বিস্ফোরণ হওয়া অসম্ভব নয়। শুনছি, শীঘ্রই কায়রোতে আরব রাষ্ট্র পরিচালকগণ এক সম্মেলনে উপস্থিত হ'য়ে কর্ম্মধারা নির্দ্ধারণ

ক'রবেন। আমরা প্রায় ১০ টার সময় অভিনয় এবং লাঞ্চ শেষ ক'রে ফিরেছি। কাল প্রত্যুষে প্যালেষ্টাইন যাত্রা ক'রব।

৩০শে জানুয়ারী '৪৫

ভোর পাঁচটার সময় হোটেলের বেয়ারা পূর্ব্ব ব্যবস্থামত আমাদের জাগিয়ে দিল। গরম জল তৈরী ছিল। আমি স্নান সেরে তৈরী হ'য়ে নিলাম। ৮টায় ব্রেকফাষ্ট তাবিজিয়া মাদ্রাসায় বন্দোবস্ত করা হ'য়েছে। বাইরে থেকে দামাস্কাস সহরের শীত সম্বন্ধে কোন ধারণা করা যায় না; ৭টার পূর্ব্বে সমস্ত সহর বরফে ঢেকে র'য়েছে। জনমানবের কোন চিহ্ন নেই, অথচ স্বেচ্ছাসেবক কর্ম্মীরা এই দারুণ শীতে আমাদের খাদ্য, যানবাহন এবং পাথেয় সংক্রান্ত ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। ষ্টেশনে পররাষ্ট্রসচিবের প্রতিনিধি, অর্থবিভাগের কর্ম্মচারী এবং মিশরের রাজদূতও স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। আজকের এই বিদায় খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ। কয়েকজন সিরিয়ার অধ্যাপক ভারতবর্ষের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন ক'রলে খুব খুশী হ'বেন ব'লে জানালেন। সুযোগ হ'লে তাঁরা অধ্যাপক বিনিময় করতে প্রস্তুত হবেন।

আমাদের ট্রেন আটটার সময় হাইফার দিকে চ'লল। আমরা ১৫ মিনিটের ভিতরেই দামাস্কাস নগরের প্রান্তদেশ ছাড়িয়ে পাহাড়ের উপরে উঠলাম। আবার একটু পরেই আমাদের ট্রেন নীচে নেমে গেল—এত নীচে নাম্‌ল যে আমরা সমুদ্রতলের নীচে নেমে গেলাম। এই রেলপথ পাহাড়ের নীচে দিয়ে একটি ক্ষুদ্র শাখানদীর পাশে পাশে সবুজ উপত্যকার উপর দিয়ে চলেছে—পৃথিবীর এত নিম্নে খুব কম রেলপথই আছে। ক্ষুদ্র নদীটির পাশে 'হাসিস্' গাছের লাল ফুল ফু'টে রয়েছে। [২] 'হাসিস' লতা আমাদের দেশের আফিং-এর মতন এবং বেদুইনদের অত্যন্ত প্রিয়। আমরা সাধারণতঃ লাল পপীর সঙ্গেই পরিচিত; কিন্তু এখানে মাঝে মাঝে হল্‌দে রঙের পপী ফুটে রয়েছে; প্যালেষ্টাইন পাহাড়ে নানা জাতীয় বনের ফুল দেখা যায়। ট্রেনটি এবার সমুদ্রগর্ভে ১০০০ ফিট নীচে দিয়ে চলেছে। পথের মাঝে মাঝে ভূ-নিম্নের গভীরতা লেখা রয়েছে। এ দৃশ্য অতি অপরূপ। পাহাড়ের উপরে ট্রেনে চলার একটা আনন্দ আছে। উপর থেকে নীচে তাকান খুবই সহজ, কিন্তু নীচে নেমে উপরে দেখার রূপ অন্য রকম। মাঝে মাঝে পথে বেদুইনের তাঁবু দেখলাম, পাশে বাঁধা রয়েছে মেষপাল এবং অন্যান্য গৃহপালিত জন্তু।

এখানকার জনসংখ্যা অতি অল্প ; পাহাড়ের উপত্যকার বহু দূরে দূরে বেদুইনদের জীর্ণ তাঁবুগুলি মনুষ্যাবাসের আভাস দিচ্ছে। আমি চোখের এত সামনে বেদুইনদের বাসস্থান কখনো দেখিনি। রেলগাড়ীর জানালা দিয়ে বেদুইনদের তাঁবুগুলি আমাদের দৃষ্টির মধ্যে এসেছিল, এত কাছে যে আমরা তাঁবুগুলি প্রায় স্পর্শ ক'রতে পারছিলাম। এই বেদুইনগুলি কি দরিদ্র, কি কষ্টসহিষ্ণু এবং পরিশ্রমী! শুধুমাত্র জীবনযাত্রার জন্যই তাদের কি আপ্রাণ চেষ্টা! প্রকৃতির কোন দানই তাদের পক্ষে প্রচুর নয়। গ্রীষ্মে দারুণ গরম, শীতকালে অসম্ভব ঠাণ্ডা, অকস্মাৎ অফুরন্ত বারিপাত, দিনের পর দিন তুষারাচ্ছন্ন পথ ; জীবনযাত্রায় রাষ্ট্রশক্তির কোন সাহায্যই নেই বরং মাঝে মাঝে তাদের গোষ্ঠপতি শেখ অসম্ভব দাবী ক'রে ব'সে। তাদের জীবনযাত্রার একমাত্র উপায় বন-পর্ব্বতজাত ফল মূল, গৃহপালিত পশু মেষ এবং উটের দুধ ; গরু বা মহিষ এদেশে নেই বল্লেই হয়। মেষের লোম দিয়ে কম্বল এবং তাঁবু তৈরী হয়। বেদুইন জীবনের আনন্দ স্বাধীনতা। পরিপূর্ণভাবে প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে তারা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করে। এই মুক্ত জীবন তাদের আনন্দ রসায়ন। আমি আমার যুবক অধ্যাপক বন্ধু আবদুর রাজির সঙ্গে পরামর্শ ক'রলাম। বেদুইনদের সঙ্গে মিশে তাদের তাঁবুতে বাস ক'রে তাদের জীবনযাত্রা দেখতে হ'বে। আবদুর রাজি বল্লেন, আপনি অ-মুসলমান জানলে ভয়ানক বিপদ হ'বে। আবদুর রাজি নিজে বহুকাল বেদুইনদের সঙ্গে মিশরের মরুভূমিতে ফাইয়ুমের নিকটে কাজ ক'রেছিলেন। তিনি আমাকে বেদুইন শিবির দেখিয়ে দেবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আমরা সন্ধ্যা ৭টায় একটি ছোট রেলওয়ে ষ্টেশনে এলাম, নাম **"সামাক"** (মৎস্য), ১১০০ ফুট ভূনিম্নে অবস্থিত। পৃথিবীর গুহাগর্ভে জীবন্ত মানুষের এই সমাধি খুবই উপভোগের সামগ্রী! পৃথিবীর বক্ষে, হিমালয়ে ১২০০০ ফুট উপরে উঠবার সুযোগ আমার হ'য়েছিল। এখানে পৃথিবীর নিম্নে ৬১০ ফিট নেমে এসেছি ; মনে হ'চ্ছিল, প্যালেষ্টাইনের এই স্থান অধিকতর মনোরম! এর বাতাস ভারী নয়। কয়েকজন ব্রিটিশ এবং ভারতীয় সৈন্য এই গাড়ীতে আমাদের সঙ্গে হাইফা যাবে। দু'জন ভারতীয় অফিসারের সঙ্গে আমার কথা হ'ল। তাঁরা এই দুর্গম পথে একজন অ-সামরিক ভারতবাসীকে দেখে খুব আশ্চর্য্য হ'লেন। তাঁরা ভাবলেন, আমি একজন খুব উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, কিন্তু আমার কর্ম্মব্যপদেশে পরিচয় গোপন রাখা প্রয়োজন। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রশ্ন না

জিজ্ঞাসা ক'রে, পরোক্ষে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রলেন ; এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা আমার সঙ্গে খু ভয় এবং সম্ভ্রমের সঙ্গেই কথা বলেছিলেন। কারণ, অপরিচিত পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর বিরাগভাজন হওয়া তাঁরা বাঞ্ছনীয় মনে করলেন না।

আমরা ৮-৩০ মিঃ এর সময় হাইফা সহরে প্রবেশ করেছি। মিশরের রাজদূত আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বব্যবস্থামত আমরা দুই হোটেলে স্থান পেলাম। আমরা অধ্যাপকগণ এবং সেক্রেটারী রেক্স হোটেলে গেলাম।

রাত্রে ডিনারের পর আকাশ খুব পরিষ্কার হ'য়ে গেল। প্রায় সকলেই সহর দেখবার জন্য বেরিয়ে গেলেন। আমি ডিনার খেলাম না, কারণ খুব মাথা ধ'রেছিল। আমি বিছানায় শুয়ে একখানা ইরাকের খবরের কাগজ পড়ছিলাম। হোটেলের ম্যানেজার ভদ্রতার সঙ্গে আমার অসুস্থতার কথা জিজ্ঞাসা ক'রে গেলেন। একটু পরে একজন ওয়েট্রেস্ একশিশি ইউডিকোলন নিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রল, আপনি অসুস্থ, আপনার কি কোন পরিচারিকার প্রয়োজন আছে? আমি ধন্যবাদ দিয়ে তাকে বল্লাম, দরকার নাই। তখন সে বল্লে, সেবা'র জন্য পরিচারিকার দক্ষিণা অত্যন্ত সামান্য। যে কোন উপহার দিলেই সে তার সেবার মূল্য ব'লে আনন্দে গ্রহণ ক'রবে। এই কথা ব'লে সে আমার সামনে চেয়ারে বসে টেবিলের উপর রক্ষিত জিনিষগুলি নিয়ে দেখতে লাগল। আমি তার মুখের হাসি এবং ভাবভঙ্গী দেখে রুক্ষস্বরে ব'ল্লাম, আমার কোন সেবার প্রয়োজন নেই। তুমি আমাকে একা থাকতে দাও। আমি দরজার পাশে এসে দাঁড়ালাম। সে অপ্রস্তুত হ'য়ে বেরিয়ে গেল। আমি সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে দিলাম।

৩১শে জানুয়ারী—'৪৫

আমাদের হাইফা পরিদর্শনের ব্যবস্থা পূর্ব্বে ব্রিটিশ অফিসারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করা হ'য়েছিল। কারণ, এখানে কোন আরব জাতির অধিকার নেই। যুদ্ধের অবসরে ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা অপ্রতিহত। আমাদের এই নগর ভ্রমণে মিঃ আবদুল্লা ইব্রাহিম নামক একজন উচ্চপদস্থ কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারী সঙ্গে থাকবেন ব'লে স্থির হ'য়েছিল। মিঃ আবদুল্লা ইব্রাহিমের সঙ্গে আমরা ৯টার সময় আকার কৃষিক্ষেত্র দেখতে যাব। "আকার" সহরটি হাইফা

থেকে ১৫ মাইল দূরে। আমাদের মোটর এখনও এসে পৌছায় নি। আমরা ব্রেকফাষ্ট খেয়ে লাউঞ্জে ব'সে গল্প করছি, হঠাৎ মিঃ আবদুল্লা ইব্রাহিম এলেন। আমাকে ডাঃ লাহেটা ভারতীয় অধ্যাপক ব'লে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি খুব ভাল ইংরেজী জানেন এবং প্রায় ২৮ বৎসর প্যালেষ্টাইন কৃষিবিভাগে কাজ করেছেন। তিনি প্যালেষ্টাইনের প্রায় বহু গ্রাম, নগর, পথ ঘাট, এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সমস্ত সংবাদ রাখেন। আমি এই সুযোগে তাঁর সঙ্গে আরব এবং বেদুইন জীবন নিয়ে আলোচনা আরম্ভ ক'রলাম। মিঃ আবদুল্লা ইব্রাহিম আরবদের ভূমিবিভাগ ব্যবস্থার অত্যন্ত প্রশংসা ক'রলেন। তাঁর মতে আরব দেশের জমিতে কাহারও কোন ব্যক্তিগত অধিকার নেই। প্রত্যেক আরব সন্তানই একটি বিশেষ গোষ্ঠীর অংশ। সেই অংশরূপেই তার ভূমিচাষের অধিকার। যখন সন্তান উপযুক্ত হয় এবং বিবাহ করে, সে নিজে একটি পৃথক সংসার স্থাপন করে; তার প্রয়োজনীয় চাষের জমি সে তার পিতার ভূমির অংশ থেকে গ্রহণ করে, কিংবা গ্রামের কোন উত্তরাধিকারিহীন মৃত লোকের ভূমির অংশ থেকে সংগ্রহ করে। কখনও কোন পরিবারে লোকসংখ্যা হ্রাস এবং অন্য কোন পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি হ'লে গ্রামের মাতব্বরগণ কিংবা শেখ্ ভূমি সামঞ্জস্য ক'রে দেন। তিনি গর্ব্ব করলেন, আজকে রাশিয়া যে সমাজতন্ত্রবাদের দাবী ক'রে, তা' পূর্ব্বেই বহু আরবজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। আমি মিঃ আবদুল্লা ইব্রাহিমকে এই ভূমি ব্যবস্থার দোষ-গুণ বিচার ক'রে রাশিয়ার সঙ্গে তুলনামূলক প্রশ্ন ক'রলাম। তিনি তার সদুত্তর দিতে পারেন নি। ডাঃ লাহেটা তাঁর অপ্রস্তুত ভাব দেখে আমাকে বেশী প্রশ্ন করতে দিলেন না। এমন সময় আমাদের মোটর এসে পৌছল, আমরা **আকারের** পথে চল্লাম।

আকারের পথে হাইফা সহরের প্রান্তে আমরা একটি আরব সিগারেট কোম্পানী দেখলাম। তারা প্রত্যেক ছাত্রকে এক প্যাকেট সিগারেট এবং আমাদের পাঁচ প্যাকেট ক'রে সিগারেট উপহার দিলেন। আমরা ভূমধ্য সাগরের তীর ধ'রে ইরাক—প্যালেষ্টাইন তৈলের কারখানার 'রিফাইনারি'র (Refinery) পাশ দিয়ে চলেছি। এই তৈল ইরাক থেকে আরবের মধ্য দিয়ে স্থলপথে প্যালেষ্টাইনে এসেছে; সেখানে পরিশোধিত ক'রে সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে তৈল সরবরাহ করা হয়। ব্রহ্মদেশের তৈল সরবরাহ বন্ধ হ'য়ে যাবার পর হাইফা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সর্ব্বোত্তম তৈল কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই যুদ্ধের

ইতিহাসে হাইফার স্থান খুব বড়। ভূমধ্যসাগরের পাশে পাশে ইহুদীদের নূতন উপনিবেশগুলি যে কোন পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হাইফার প্রান্তবর্ত্তী স্থানগুলি ইহুদী জাগরণের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। ইহুদীদের কোন জাতীয় বাসস্থান নেই। সুতরাং তাদের প্রাচীনতম আবাস ভূমি প্যালেষ্টাইনে নূতন ক'রে বাসের পরিকল্পনা হয়েছে। বিগত যুদ্ধের সময় মিঃ বালফোর ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ইহুদীদের বাসস্থান প্যালেষ্টাইনে নির্দ্দেশ ক'রে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তারপর জার্ম্মানী থেকে যেদিন ইহুদী জাতি অপসারিত ও বিতাড়িত হয়েছিল, সেদিন তারা দলে দলে প্যালেষ্টাইনে আশ্রয় নিয়েছে। এই ইহুদী নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলি বিরাট মূলধনের সাহায্যে পরিকল্পিত। এই স্থানের বিভিন্ন অংশে অতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহবাটিকা নির্ম্মাণ করা হ'য়েছে। যে কোন ইহুদী কিংবা ইহুদী পরিবার এখানে বাস করবার অনুমতি পায়। সে কিংবা তার পরিবার তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য—পরিচ্ছদ, খাদ্য, ঔষধ, শিক্ষা, বিশ্রাম এবং ব্যায়ামের সুযোগ পায়। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে কারও ভূমিসত্ব নেই, যদিও সে ভূমিকর্ষণ করে। গাভী তার নয়, যদিও সে দুধ পান করে। সে ভোগাধিকারী মাত্র, কিন্তু সত্ত্বাধিকারী নয়। সে পরিশ্রম ক'রে কিন্তু পারিশ্রমিক পায় না। তার কর্ষিত ভূমিতে উৎপন্ন ফসল বেশী হ'লে তার লাভ হয় না, কম হ'লে তার ক্ষতি হয় না। এই উপনিবেশের সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য একসঙ্গে সমস্ত ইহুদী উপনিবেশবাসীরা উপভোগ করে। উদ্বৃত্ত অংশ উপনিবেশের সমবায় সমিতির মধ্য দিয়ে বিক্রীত হয়। এই উপনিবেশের পরিচালন ভার একটি নির্ব্বাচিত সমবায় সমিতির হস্তে ন্যস্ত আছে। যে কোন ইহুদী পুরুষ বা নারীর এই সমিতিতে আপন মত প্রকাশ করবার ক্ষমতা রয়েছে। এই সমিতি বিগত বৎসরের আয়ব্যয় পরীক্ষা করে এবং আগামী বৎসরের পরিকল্পনা রচনা করে, প্রত্যেকের কাজ বণ্টন ক'রে দেয়। শিশুর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এই উপনিবেশগুলির সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। এই সমিতিতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যে কোন ইহুদী যে কোন উপনিবেশে যোগ দিতে পারে। অসুবিধা হ'লে ইচ্ছামত উপনিবেশ ত্যাগ ক'রে অন্য উপনিবেশে যেতে পারে, কিন্তু প্যালেষ্টাইনের বাইরে যেতে হ'লে সমস্ত স্বার্থত্যাগ করে যেতে হয়। মিঃ আবদুল্লা ইব্রাহিম একজন আরব এবং খৃষ্টান। তিনি ইহুদীদের বিশেষ ভালবাসেন ব'লে মনে হ'ল না; এই পরিকল্পনার বহু দোষ-ত্রুটি এবং অসম্ভাব্যতা দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন;

—প্রত্যেকটি ইহুদী উপনিবেশ ক্ষতি স্বীকার করে চলেছে। যুদ্ধ না থাকলে ইহুদিদের সমবায় সমিতিগুলি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যে'ত। বর্ত্তমানে ইহুদী-শ্রমজাত দ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রিত মূল্যে এবং উচ্চ মূল্যে ক্রয় ক'রতে দেশবাসী বাধ্য ; ক'রণ, তারা নিরুপায়। প্যালেষ্টাইনের রাজশক্তি বর্ত্তমানে ইহুদী এবং ইংরাজ পরিচালিত। সুতরাং মূল্যনিরূপণ ইহুদীদের প্রয়োজন অনুসারেই হ'য়ে থাকে।

এই উপনিবেশগুলি এখনও নানাপ্রকার পরীক্ষার ভিত্তিতে চলেছে। ইহুদী শ্রমিকদের পারিশ্রমিক অত্যন্ত বেশী এবং তাদের অত্যধিক পরিশ্রম করার অভ্যাস নেই। তাদের সকলেরই ঐকান্তিক উৎসাহ আছে, কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম করবার ক্ষমতা এখনও গড়ে উঠে নি। স্থান পরিবর্ত্তন ও বৃত্তি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে নিতে এখনও পারে নি। জীবনযাত্রা বর্ত্তমানে ইহুদীকে বহু কষ্ট সহ্য করতে বাধ্য ক'রেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি পরিত্যাগ করা এবং পরিপূর্ণ ভাবে সমষ্টির জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে যৌথজীবন যাপন করা, সমাজ এবং অতীতের শিক্ষার পরিপন্থী। নিকটতম আত্মীয়ের জন্য অর্থ এবং সম্পত্তি অর্জ্জন করার প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণভাবে নির্ম্মূল ক'রে দিলে ভবিষ্যতে কোন সৃজনীশক্তি এবং উদ্ভাবনী প্রেরণা মানুষের কর্ম্মক্ষমতার ভিতরে বিদ্যমান থাকে কি না, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে, ইহুদীগণ তাদের 'ওল্ড টেষ্টামেণ্ট' লিখিত দৈব বাণীর আদেশ এবং আদর্শকে সম্মুখে রেখে এই নূতন পরীক্ষায় সমস্ত জাতিকে নিয়োজিত করছে। এখনও এর ফলাফল অনিশ্চিত।

ইহুদী উপনিবেশের পাশেই দরিদ্র বেদুইনদের শতচ্ছিন্ন তাঁবু। কবির ভাষায় বেদুইনদের স্বাধীন জীবন, অনাবিল আনন্দ ভাষায় শুনতে খুবই ভাল, কিন্তু যদি কবিকে সে স্বাধীনতা ও আনন্দ উপভোগ ক'রবার জন্য বেদুইনদের তাঁবুতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, জানি না, কয়দিন কবি সেই তাঁবুর জীবন উপভোগ ক'রতে পারবেন। আমরা উপনিবেশগুলি উত্তরে এবং তাঁবুগুলিকে দক্ষিণে রেখে ভূমধ্যসাগরের তীর দিয়ে আকার নগরের কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়েছি। এই কৃষিক্ষেত্রটি গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হ'চ্ছে। আমরা কতকগুলি ঘোড়া, গরু, শূকর এবং মেষ দে'খলাম ; আরও অন্যান্য জাতীয় পশু এবং পক্ষী সেখানে পালন করা হয়। সাদা রঙের শূকর এবং মধ্য এশিয়ার আস্ত্রাখান্ ছাগল অত্যন্ত সুদর্শন। গরুর ঘরগুলি মানুষের ঘরের চেয়েও বেশী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! একটি গাভী ১১০ পাউণ্ড দুধ দেয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯৩৯ সালে যে

ঘোড়াটি "ডার্বি" প্রতিযোগিতায় জিতেছিল, তাকে আকার পশুক্ষেত্রে রাখা হ'য়েছে। আমরা এখানে একটি ফটো তুল্লাম। তারপর আঙ্গুরের গবেষণাক্ষেত্র দেখতে গেলাম। পথের দু'পাশে ইউকালিপ্টাস গাছ শ্রেণীবদ্ধভাবে বসান হয়েছে। লেবাননে অলিভ বীথি দেখেছি, প্রত্যেকটি গাছের মাথায় সযত্ন বর্দ্ধিত পাতার মুকুট দেখেছি, প্যালেষ্টাইনে ইউকালিপ্টাস বৃক্ষের আকাশচুম্বী বিরলপত্র কাণ্ড দেখলাম; প্রত্যেকটির একটি স্বতন্ত্র রূপ রয়েছে। প্যালেষ্টাইনের প্রকৃতির রূপ দেখে মনে হয়, সেখানকার ভূমিতে অলিভ গাছের সামঞ্জস্য হ'ত না। তেমনি তুষারাচ্ছন্ন লেবানন পাহাড়েও বোধ হয় বিরলপত্র ইউকালিপ্টাস বৃক্ষ সুশোভন হ'ত না। আঙ্গুর বিশেষজ্ঞ ফরাসী পণ্ডিত আমাদের নানাদেশীয় আঙ্গুরের লতার বর্ণসঙ্কর সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিয়ে দিলেন। আমি একটি আমেরিকান এবং ফরাসী, অন্য একটি প্যালেষ্টাইন এবং ফরাসী লতার বর্ণসঙ্কর দেশে নিয়ে যাচ্ছি— আমাদের ভাগলপুরের বাড়ীতে খু। ভাল আঙ্গুর জন্মে; চেষ্টা ক'রে, যদি এই আঙ্গুর ভারতবর্ষে জন্মাতে পারি। বাগানের অধ্যক্ষ আমাদের একঝুড়ি কমলালেবু পাঠিয়ে দিলেন। চার ডজন লেবু ওজন ২১ পাউণ্ড, অত্যন্ত সুস্বাদু এবং সুদর্শন। তারপর, কৃষিবীজ-গবেষণাগারে এসে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমস্ত দেশীয় বীজে, উৎপাদন, সংরক্ষণ, বর্ণসঙ্করকরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা দেখে এলাম। এখানে একজন ভিন্ন সমস্ত কর্ম্মী নারী। তারপর আবার আমরা আকার নগরে ফিরে এলাম। পথে নেপোলিয়ানের পাহাড় দেখলাম। এই পাহাড় থেকে নেপোলিয়ন জওহর পাশার দুর্গ আক্রমণের আদেশ দিয়েছিলেন। নেপোলিয়নের ভৌগোলিক জ্ঞান এবং স্থাননির্দ্দেশ যে কত সূক্ষ্ম ভূয়োদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সেটা আকার বিজয়ের পরিকল্পনা দেখলেই উপলব্ধি করা যায়।

ক্রুসেড যুগে ইতিহাস বিখ্যাত আকার নগর ১১০৪ খৃঃ সালাউদ্দিন অধিকার করেছিলেন, তারপর রিচার্ড ডি লায়ন উহা ১১৯১ খৃঃ পুনরধিকার করেন। প্রায় ১০০ বৎসর আকার খৃষ্টানদের অন্যতম আশ্রয়স্থল ছিল; জেরুজালেম থেকে বহিষ্কৃত হ'য়ে খৃষ্টানগণ এই আকারে বহুকাল বাস ক'রেছিল। বর্ত্তমানে আকার ভূমধ্যসাগরের জনবিরল অতি ক্ষুদ্র একটি সহর, জনসংখ্যা মাত্র ৬০০০। তিন দিক জল পরিবেষ্টিত। একদিকে অতি স্বল্প পরিসর স্থলভাগ হাইফা নগরের সঙ্গে সংযুক্ত। আকার মিউনিসিপালিটির

সভাপতি আমাদিগকে চা পানে তৃপ্ত করলেন। এতদিন মধ্যপ্রাচ্যে কফির অভ্যর্থনা পেয়েছি। আজকে চায়ের অভ্যর্থনা দেখে ইউরোপীয় সম্পর্কের আভাস পেলাম। সভাপতি আকার নগর পরিদর্শনের জন্য সমস্ত আয়োজন ক'রে আমাদের সঙ্গেই চ'ল্লেন। আমরা খানিক দূর এসে আকারের মধ্যদেশে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরে উঠে পরিপূর্ণ সাগরের দৃশ্য উপভোগ ক'রলাম। এই ক্ষুদ্র পাহাড়টি তুর্কী সৈন্যাধ্যক্ষ জওহর পাশা স্বয়ং নগর রক্ষার জন্য পরিকল্পনা ক'রেছিলেন এবং নির্ম্মাণ ক'রেছিলেন। নেপোলিয়ন এই নগর রক্ষার ব্যবস্থাকে বিফল ক'রবার জন্য ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে দাঁড়িয়ে আকার আক্রমণের চেষ্টা করেছিলেন। জওহর পাশার পাহাড়ের উপরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। অদূরে প্রাচীন ফিনিসিয়ার সুবিখ্যাত "সিডান" (সাইদা); একটু দূরে প্রাচীন টায়ার নগরের বন্দর ক্রুসেড্-বিখ্যাত "সুর"; সার্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের ঘটনা মানসচক্ষে চলচ্চিত্রের মত ভেসে যা'চ্ছিল। নেপোলিয়ন ভূমধ্যসাগরের সন্তান; তাঁর জন্মস্থান কর্সিকা। ভূমধ্যসাগর অতিক্রম ক'রে পিরামিড বিজয়ী মামেলুক সাম্রাজ্য ধ্বংস ক'রে চলেছেন এশিয়া বিজয়ে। গাজা, জাফা, হাইফা অতিক্রম ক'রে ভূমধ্যসাগরের শেষ প্রান্তে আকারে এসে তিনি প্রথম প্রতিহত হ'লেন। সেই অভিজ্ঞতা নেপোলিয়নের পক্ষে অত্যন্ত কটু এবং ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা।

তারপর, জওহর পাশার পাহাড়ে দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম পাশার সিরিয়া অভিযানের বিচিত্র কাহিনী মিঃ আবদুল্লা ইব্রাহিম আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। মিশর-বীর ইব্রাহিম পাশা মিশর, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া ও আরবদেশ একত্র ক'রে আবার খিলাফতের পুনরুদ্ধার ক'রে একটি বিরাট মুসলিম সাম্রাজ্য পরিকল্পনা ক'রেছিলেন। ইংরাজ্যের চক্রান্তে সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি। সে কাহিনী মিঃ আবদুল্লা ইব্রাহিম মিশরীয় ছাত্রদের তুষ্টির জন্য নানা অলঙ্কারে ব'লে যাচ্ছিলেন। তারপর, আমরা দে'খলাম জওহর পাশার মসজিদ। সেই মসজিদ খুব বৃহৎ প্রতিষ্ঠান নয়, তবে এর স্থপতি সম্পূর্ণভাবে তুর্কদেশীয়। এই মসজিদের ভিতরে জওহর পাশা এবং তাঁর পুত্রগণের সমাধি অতি বিচিত্র। মসজিদের ইমাম আমাকে ভারতবাসী দেখে অতি সুন্দর ভাষায় অভ্যর্থনা ক'রে মসজিদের অভ্যন্তরস্থ মাদ্রাসা দেখিয়ে দিলেন। সেখানে প্রায় ৫০টি ছাত্রের বাসস্থান এবং আহারের ব্যবস্থা র'য়েছে। তারা সকলেই আমাকে কেন্দ্র ক'রে ভারতবর্ষের বিষয় নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন। এখানে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে

বেশ ঔৎসুক্য আছে। ইমাম আমাদের চা পানের জন্য অনুরোধ করলেন। আমরা সময়াভাবে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রতে পারি নি ব'লে তিনি দুঃখিত হ'লেন।

আমরা এবার হাইফার বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ কারমান্-এর গৃহে মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য যাচ্ছি। এই কারমান্ সাহেবের সিগারেটের কারখানা আমরা হাইফার প্রান্তে দেখেছিলাম। তাঁর কৃষিক্ষেত্রে তামাক, তৈল, সরিষা, তিল, কমলালেবু উৎপন্ন হয়। তৎসঙ্গে একটি গোশালা রয়েছে। সমস্ত জিনিষের ভিতরে গোশালাটিই উৎকৃষ্টতম। গরুগুলি সুইডেন থেকে আরম্ভ ক'রে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বহুদেশ থেকে আমদানী করা হ'য়েছে। মহিষ যে এত সুন্দর হ'তে পারে তা না দেখলে বোঝা যায় না। আমাদের আগমনের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে একটি মহিষ দু'টি যমজ বৎস প্রসব করেছিল। তিনি তাঁর ক্ষেত্রে উৎপন্ন কোন কাঁচামাল বাজারে বিক্রী করেন না। দুধ দিয়ে ঘি, পনীর এবং দৈ তৈরী করেন; উহার বর্জ্জিত অংশ দিয়ে চকোলেট এবং লজেন্স তৈরী হয়। সরিষা এবং তিল দিয়ে তৈল হয়, কমলালেবু সমস্ত গরু এবং মহিষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। মিঃ কারমান্ গোশালাতে নিয়ে গিয়ে আমাদের টাটকা দুধ দুইয়ে এক এক গ্লাস খেতে দিলেন, কি চমৎকার সুগন্ধ এবং সুমিষ্ট দুধ! গরু এবং মহিষ দিয়ে চাষ করেন; তবে ট্রাক্টরও মধ্যপ্রাচ্যে চলে, এবং তিনিও ব্যবহার করেন। ক্ষেতের তামাক দিয়ে তাঁর সিগারেট কারখানা চলে। মধ্যপ্রাচ্যে কারমান্ সিগারেট বিলাসের সামগ্রী। তিনি আরবী ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানেন না। অতি স্বল্পভাষী, অত্যন্ত বিলাসী এবং কঠোর পরিশ্রমী। তাঁর অভ্যর্থনা গৃহে যে সমস্ত আয়োজন ছিল তা' প্রায় লেবাননের প্রেসিডেন্টের গৃহের অনুরূপ। তিনি যে ভোজনের ব্যবস্থা করেছিলেন, তা আমার পক্ষে লোমহর্ষক ব্যাপার—টেবিলের উপর সম্পূর্ণ একটি সিদ্ধ মেষশিশু, রোষ্ট করা। সে মেষটির দন্তপাটি, চক্ষু, চর্ম্মবিচ্যুত দেহ, আমার চক্ষে অত্যন্ত বীভৎস মনে হ'য়েছিল। এরূপ চারটি মেষশিশু পরস্পর এক একটি টেবিলে শায়িত রয়েছে, পার্শ্বে আনুষঙ্গিক সমস্ত খাদ্যদ্রব্যাদি। মুসলিম সভ্যতা এবং রুচিসম্মত খাদ্যের বিবরণ দিয়ে আজকের দিনপঞ্জী ভারাক্রান্ত ক'রব না। কিন্তু সব চেয়ে উপাদেয় খাদ্য ছিল, এই মেষের রোষ্ট।

খাদ্যের আসরে একজন মুসলমান কবি নিখিল আরব আন্দোলন সম্বন্ধে আরবী কবিতায় অনর্গল বক্তৃতা দিলেন প্রায় ২৫ মিনিট, সুন্দর সুললিত

ভাষা,—কাব্যের ঝঙ্কার, ধর্ম্মের উন্মাদনা, জাতীয়তার উচ্ছ্বাস—সবই এক সঙ্গে মিশান ছিল। এদেশে বর্ত্তমান ইহুদী-বিরোধী আন্দোলন এবং নিখিল আরব আন্দোলন প্রায় এক সঙ্গে মিশে গেছে। আজকের এই সমারোহ একটি সম্পূর্ণ রাজকীয় ব্যাপার।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে এংলো-পার্শীয়ান অয়েল কোম্পানীর তৈলকেন্দ্রগুলির পাশ দিয়ে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ দেখে মুগ্ধ হ'য়েছি। হোটেলে এসে আমরা কেউ কেউ বিশ্রাম ক'রছিলাম। আমাদের সহযাত্রী কোন কোন ছাত্র রেক্স হোটেল পরিচালিত জুয়াঘরে জুয়া খেলছিল। হোটেলের কয়েকটি নারী পরিচারিকা তাদের সঙ্গে কলরব করে খেলার আনন্দ উপভোগ করছিল। ফরিদ নামে একটি ছাত্র দুঃসাহসী এবং ক্যাবারে অভিজ্ঞ।

১লা ফেব্রুয়ারী '৪৫

আজকে আমরা জেরুজালেম যাত্রা ক'রছি। আমি ৪০ পাউণ্ড খরচ ক'রেছি, টাকা ফুরিয়ে গেছে। আরও ১৫ পাউণ্ড ট্রাভেলার্স চেক ভাঙ্গাতে হ'বে। ভ্রমণকারী এই চেকের বিনিময়ে পৃথিবীর যেকোন ষ্টার্লিং ব্যাঙ্কে ইচ্ছামত মুদ্রা ক্রয় ক'রতে পারে। আমাকে ১৫ পাউণ্ড ব্রিটিশ মুদ্রার পরিবর্ত্তে ১৫ পাউণ্ড প্যালেষ্টাইন মুদ্রার জন্য ৪৫ পিয়াস্তা (৬৷৷০ টাকা) বিনিময় মূল্য দিতে হ'ল; তার উপরে ষ্ট্যাম্প। আজকে ভোর বেলা ভয়ানক বৃষ্টি হ'চ্ছিল। সমস্ত রাস্তা জলে ভরে গেছে। রাস্তায় গাড়ী চলাচল বন্ধ। হাইফা থেকে আমরা প্যালেষ্টাইনের পথে চ'লেছি। দু'দিকে পাহাড়, সবুজ তৃণাচ্ছাদিত তুষারবিবর্জিত পথ। এ পথটি সরল—ভারতবর্ষের সাঁওতাল পরগণার পথের মতন কোথাও দু'পাশে ঘন বনানী, এবং কোথাও দূরে ভূমধ্যসাগরের উর্ম্মিমালা দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে।

আমরা মধ্যপথে একটি ক্ষুদ্র আরব সহরে এসে মধ্যাহ্ন ভোজন করব, স্থির হ'য়েছিল। এই সহরটির নাম নাবুলীসি। প্রাচীন যুগের সামারিয়া রাজ্যের রাজধানী; ৬৭ খৃঃঅব্দে ভেস্পেসিয়ানগণ সহরের নামকরণ করেছিলেন ফ্লেবিয়া নিয়াপোলিস্। ভীষণ বৃষ্টি, পথঘাট বিশ্রী। সহরটি সম্পূর্ণ মসজিদের সহর বলে বিখ্যাত। এই সহরের প্রান্তে কোন খৃষ্টানের বসতি নাই। শুধু মাত্র আরব মুসলমান বসতি এবং অনেক হজযাত্রী প্যালেষ্টাইনের পথে নাবুলীসিতে নেমে মসজিদে জিয়ারত করেন। আমাদের আজকে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন

হাসান নাবুলীসি। তিনি একজন বিখ্যাত বণিক, দু'টি মিল পরিচালনা করেন—একটি সুতোর, অপরটি পশমের। তাঁর একটি সাবানের কারখানাও আছে, সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে নাবুলীসি সাবান বিখ্যাত। তিনি তাঁর কারখানা আমাদের খুব যত্ন ক'রে দেখিয়েছিলেন। এখানে কোন নারী শ্রমিক নেই। দৈনিক পারিশ্রমিক জনপ্রতি ২৫ থেকে ৮০ পিয়াস্তা পর্য্যন্ত। তারপর হোটেল ফিলিষ্টিনে আমাদের ভোজন ব্যবস্থা হ'য়েছে। অবশ্য এ হোটেল খুব অভিজাত নয়, এবং এর ব্যবস্থাও প্রচুর নয়। তবে, আমরা ক্ষুধার্ত্ত, সুতরাং আহার সুখাদ্য বলেই গ্রহণ করেছিলাম।

তিনটার সময় আবার জেরুজালেমের দিকে চল্লাম। সহরের প্রান্তদেশে একটি বিখ্যাত সমাধিস্থান পরিদর্শন ক'রলাম। এ সমাধিটি মুসলমান যুগের প্রারম্ভে খলিফা ওমরের সময়ে তৈরী হ'য়েছে। বহু সাহাবী—মহম্মদের সঙ্গী—এখানে অনন্তনিদ্রায় শায়িত র'য়েছেন, সুতরাং মুসলমানের পক্ষে এ স্থানটি অত্যন্ত পুণ্যস্থান। এবার আমাদের পথে বৃষ্টি ছিল না। পথ চলেছে অলিভ ও কমলালেবুর বাগানের ভিতর দিয়ে, কখনও বা পাহাড়ের উপর দিয়ে; আবার পরমুহূর্ত্তেই আমরা পাহাড়ের উপত্যকায় এসে সমান্তরাল ভূমি অতিক্রম ক'রছি। এখানে পাহাড়ের পথে কোন বন নাই। ভারতবর্ষে পাহাড়ের পথে রেলরাস্তার দু'দিকে প্রায়ই অফুরন্ত বনানী, অনেক সময় পথ বনের ভিতর হারিয়ে গেছে। বিহারের রেলপথে মাঝে মাঝে শুষ্ক প্রস্তরের পাহাড় দেখা যায়, কিন্তু দার্জিলিঙ্, মধ্যভারত, শিলঙ্, সিমলা প্রভৃতি পাহাড়ের পথগুলির রূপ স্বতন্ত্র। জেরুজালেমের পথে প্রায় সমস্ত স্থানে সবুজ ক্ষুদ্র তৃণগুচ্ছ, লাল হিস্ হিস্ এবং হরিদ্রাভ টিউলিপ্। কোথাও কোথাও বেদুইনের তাঁবু পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাইলের পর মাইল চলেছে, কোন মনুষ্যাবাস নেই, হঠাৎ বহুদূরে দু' একটি ক্ষুদ্র বেদুইনের তাঁবু কোথাও মনুষ্যসমাজ সূচনা করে এবং পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বেদুইন বোধ হয় মানুষের সঙ্গ কামনা করে না; তারা তাদের পশু, তাদের পরিবার এবং স্বাধীনতা নিয়েই তৃপ্ত। আমরা প্রায় পাঁচটার সময় জেরুজালেমে এসে উপস্থিত হ'লাম। মিশরের কন্সাল আমাদের অভ্যর্থনা ক'রলেন। তিনি পূর্ব্বেই হাইফার কন্সাল থেকে টেলিফোনে আমাদের যাত্রার সংবাদ পেয়েছিলেন।

আমরা পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী দু'টি হোটেলে স্থান পেয়েছি—হোটেল দরুজি এবং হোটেল ম্যাজেষ্টিক। ডাঃ লাহেটা হোটেল ম্যাজেষ্টিকের নাম শুনেই তার

বিরাটত্ব এবং সমারোহ কল্পনা ক'রে হোটেল ম্যাজেষ্টিক নির্ব্বাচন ক'রলেন, সঙ্গে আমরা দু'জন অধ্যাপক এবং কয়েকজন ছাত্র। কিন্তু হোটেলে প্রবেশ ক'রে ডাঃ লাহেটা নিরাশ হ'য়ে গেলেন; তাঁর কল্পনায় ছিল বেরুথের হোটেল নিউ রয়াল, দামাস্কাসের হোটেল ওমাইদ, অন্ততঃপক্ষে হাইফার হোটেল রেক্স। তিনি অত্যন্ত উগ্রভাবে মন্তব্য ক'রলেন যে হোটেলের নাম মাহাত্ম্য ভিন্ন অন্য কোন আকর্ষণ নেই, অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং ছারপোকা পরিপূর্ণ। তিনি কন্সালের নিকট ফোন ক'রে জানালেন, এই হোটেল অব্যবহার্য্য। হোটেলের স্বত্বাধিকারী অত্যন্ত দুঃখিত হ'লেন এবং একটু উষ্মাও প্রকাশ ক'রলেন। কিন্তু বাদানুবাদের পর ডাঃ লাহেটা এবং তিনজন ছাত্র হোটেল দরুজিতে চ'লে গেলেন। আমি এবং অধ্যাপক আবদুর রাজি ম্যাজেষ্টিক হোটেলেই র'য়ে গেলাম। আমার নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল, সুতরাং রাত্রিতে দরুজির অনিশ্চিত ব্যবস্থা অপেক্ষা ম্যাজেষ্টিক হোটেলই আমরা পছন্দ ক'রলাম। রাত্রিতে ভীষণ শীত; আকাশে মেঘগর্জ্জন; পথ বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ; ক্ষুধা তীব্র; আলোচনা কর্কশ। সুতরাং আমি নিরাপদে ম্যাজেষ্টিকের একান্তে নিদ্রাদেবীর আরাধনায় নিমগ্ন হ'লাম।

২রা ফেব্রুয়ারী '৪৫

সারারাত্রি অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ হয়েছে। দরুজি হোটেলে আমাদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা। প্যালেষ্টাইনের সমস্ত হোটেল বর্ত্তমানে ইংরাজের ব্যবস্থা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়। এখানে হোটেল তিন প্রকারের। প্রথম শ্রেণী শুধুমাত্র বাসস্থানের আয়োজন করে, দ্বিতীয় শ্রেণী বাসস্থান ও প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে এবং তৃতীয় শ্রেণী খাদ্য ও বাসস্থানের সম্পূর্ণ ভার নেয়। দরুজি হোটেল তৃতীয় শ্রেণীর। আমাদের খাদ্য ব্যবস্থা এখানেই। ভোর বেলা ৮টার সময় অধ্যাপক আবদুর রাজি বল্লেন, এই ভীষণ বৃষ্টি এবং তুষারপাতের মধ্যে হোটেল ত্যাগ করা অত্যন্ত অবিবেচকের কাজ। আমি জানালা খুলে দেখলাম, সমস্ত পথ বরফে আচ্ছন্ন। সুতরাং বাইরে যাওয়াই স্থির ক'রলাম। আমার সঙ্গে ওসামা নামক ছাত্রটি যাবে ব'ল্লে। অপ্রত্যাশিত শীত। আমি আমার গরম মোজা, গরম ট্রাউজার, গরম গেঞ্জি, সার্ট, পুলওভার, কোট, ওভারকোট, গ্লাব্স, ক্লাক্লাভা কেপ প'রে উপরে বর্ষাতি জড়িয়ে প্রস্তুত হ'য়েছি। প্রাচীরের গাত্রে বিরাট আয়নায় আমাকে দেখে আমিই চিন্তে পারি নি।

আমাকে আমার দ্বিগুণ দেখাচ্ছিল'। হোটেলের অভ্যর্থনা গৃহে কয়েকজন বেদুইন শেখ এবং আরব ভদ্রলোক বৃহৎ তামাকের নল মুখে দিয়ে অগ্নিকুণ্ডের পাশে ব'সে গল্প করছিলেন। তাঁরা আমার পরিচ্ছদ দেখে বিরাট অট্টহাস্য ক'রে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন,—"আহ্‌লান্ ও সাহ্‌লান্"। তাঁদের হাসি আমাকে খুব তৃপ্তি দিয়েছিল। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে ব'সে গল্প করার সময় নেই, কারণ পথ আমাকে ডেকেছে। তুষারের আকর্ষণ আমাকে মুগ্ধ ক'রেছে। সুতরাং আমি এবং ওসামা পথে বেরিয়ে পড়লাম। বিরাট প্রাসাদের ছাদগুলি নূতন তুষার পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে রূপ পরিবর্ত্তন ক'রছিল; পথে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে সঞ্চিত তুষারের পরিমাণ আরও বর্দ্ধিতায়তন হ'য়ে উঠেছিল। প্রত্যেকটি বৃক্ষ তুষারের আবরণ পরিধান করেছে। আমাদের পদবিক্ষেপে তুষার ছড়িয়ে পড়ছে। সমস্ত পা তুষারের ভিতর ডুবে যা'চ্ছে। দুগ্ধশুভ্র তুষার, এ শুভ্রতার তুলনা নাই, এ তুষারের রূপ অতুলনীয়! কোথাও তুষার মোটরের চক্রাবর্ত্তনে পিষ্ট হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ছে। আবার কোথাও গৃহদ্বারে অতিশুভ্র তুষারের সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠন জড়িয়ে রেখেছে। বৃক্ষপত্র তুষার প্রলেপে আবৃত। সমস্ত আবেষ্টনী তুষারমণ্ডিত। একটি মোটরে হুড্ দেখলাম সম্পূর্ণভাবে তুষার'চ্ছন্ন, যেন একখানি তুষারের আচ্ছাদন দিয়ে মোটরকে ঢেকে দেওয়া হ'য়েছে। ওসামা আমার সামনে এগিয়ে যা'চ্ছিল। দেখলাম, প্রত্যেকটি বৃষ্টিবিন্দু মুহূর্ত্তেই তুষারকণা হ'য়ে উঠেছে। তুষারপাতের সঙ্গে এমন সাক্ষাৎ পরিচয় আর কখনও হয় নি। আমার এক অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা! মনে হ'ল যেন আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্যই প্যালেষ্টাইনে প্রকৃতি এই রূপ পরিবর্ত্তনের অপরূপ ব্যবস্থা ক'রেছেন। শুনলাম, এমনি তুষারপাত—এত ঘন দীর্ঘকালস্থায়ী তুষারপাত—বহু বৎসর জেরুজালেমের লোক দেখে নি। আমরা পথ শীঘ্র শেষ ক'রতে ইচ্ছুক ছিলাম না, কাজেই তীব্র শীত, অশান্ত বায়ু এই অবিরাম বৃষ্টিপাতের ভিতর দিয়ে আমরা দূরের রাস্তা অনুসরণ ক'রে দরুজি হোটেলের দিকে অগ্রসর হ'লাম।

আমাকে দেখে ডাঃ লাহেটা জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—আল্ হিন্দি, কাল কেমন ঘুম হ'য়েছিল? আমি উত্তর দিলাম, **I slept well with her majesty**—(আমি কাল রাত্রে "মাজেষ্টীর" সঙ্গে অত্যন্ত সুনিদ্রা উপভোগ ক'রেছি।) আমার উত্তর শু'নে এক বিরাট হাসির রোল্ প'ড়ে গেল। আমার বর্ষাতি এবং ওভারকোট খুলে অগ্নিকুণ্ডের কাছে ব'সে একটু গরম হ'য়ে নিচ্ছিলাম।

এমন সময় কয়েকটি ছাত্র এসে আমাকে বিগত রাত্রে দরুজি হোটেলের অপ্রিয় আলোচনার এবং ডাঃ লাহেটার ও ফতেউল্লা নোমানীর মতান্তরের মীমাংসা ক'রতে অনুরোধ ক'রল। এই সাক্ষাৎ পরিচয়ে বিগত ১৫ দিনের ভিতরে মিশরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং অধ্যাপকগণ আমাকে খুব ভালবেসেছে এবং শ্রদ্ধা ক'রেছে। এটুকু খোলা প্রাণ নিয়ে সহৃদয় সদালাপে পৃথিবীর সমস্ত দেশের ছাত্রের দলই সন্তুষ্ট হয়। বিদেশে এই ব্যাপারে মিশরীয় ছাত্র এবং শিক্ষকের বাদানুবাদের মীমাংসা করার জন্য আজকে আমাকে মিশরের ছাত্রগণ আহ্বান ক'রেছে। আমি মুসলমান নই, মিশরীয় নই এবং এই ছাত্রদলের প্রত্যক্ষ শিক্ষকও নই, তবু এই স্বল্প পরিচয়ে তারা যে আমাকে এত শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখেছে, সেটা আমার পক্ষে খুবই শ্লাঘার বিষয়। এই বিবাদের কারণ, ছাত্রদল ইহুদী উপনিবেশ টেল এল্-ইভ্ নগর প'রিদর্শন ক'রবে ব'লে ইচ্ছা প্রকাশ ক'রেছিল। কিন্তু মিশর দেশে ব্রিটিশ রাজদূত লর্ড ময়েনের হত্যাকারী ইহুদী যুবকদের প্রাণদণ্ডের আদেশের পরে ইহুদীগণ মিশরবাসিদের উপর অত্যন্ত রুষ্টচিত্ত। জেরুজালেম এবং হাইফা রাজদূতাবাস বর্ত্তমানে প্রহরী পরিবেষ্টিত, কারণ ইহুদীগণ যে কোন মুহূর্ত্তে মিশররাজদূতকে আক্রমণ ক'রতে পারে। সুতরাং ডাঃ লাহেটা এবং সেক্রেটারী আমিন সালেহ টেল-এল্-ইভ্ পরিদর্শনের সম্মতি দিতে পারেন নি। কিন্তু ফতেউল্লা নোমানী অন্যান্য ছাত্রদের পক্ষ সমর্থন ক'রে একটু রূঢ় ভাষায় গতরাত্রে ভোজনের টেবিলে ডাঃ লাহেটাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ ক'রেছিল। আমি দোষের বিচার না ক'রে বল্লাম, ছাত্র যে কোন মুহূর্ত্তে শিক্ষকের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করতে পারে, সে প্রার্থনায় কোন অপমান নেই। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি ক'রে ফতেউল্লা নোমানীকে ডাঃ লাহেটার নিকট গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রতে অনুরোধ ক'ল্লাম। ডাঃ লাহেটা সহজে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন, কিন্তু মানুষটি অন্তরে সদাশয়। এবার তিনি স্বচ্ছন্দমনে টেল্-এল্-ইভ্ পরিদর্শনের অনুমতি দিলেন। আমরা আবার এক টেবিলে ব্রেক্‌ফাষ্ট খেয়ে জেরুজালেম্ নগর পরিদর্শনে বেরুলাম।

অবিশ্রান্ত বারিপাত কিন্তু আমাদের বিশ্রাম করার সময় নেই। কারণ, ব্রিটিশ সরকার এই মিশরীয় ডেলিগেশনকে দু'দিন মাত্র জেরুজালেমে অবস্থানের অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং আমরা বৃষ্টিতে ভিজেও যীশুখৃষ্টের পবিত্র সমাধি দেখতে চল্লাম। আমাদের সঙ্গে ডাঃ সাফি মনসুর। ইনি বহুকাল আমেরিকায় ছিলেন। বর্ত্তমানে ওয়াই এম্, সি,-এর শিশুবিভাগের অধ্যক্ষ।

ধর্ম্মে খৃষ্টান, জাতিতে আরব। আমরা অনেকগুলি ক্ষুদ্র গলি অতিক্রম ক'রে প্রায় আধ ঘণ্টা পরে অপরিসর একটি গুহার প্রবেশপথে এসে উপস্থিত হ'লাম। তারপরেই একটি বিরাট প্রাঙ্গন, প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে সমাধি মন্দির। তার মধ্যে অতি উচ্চ আকাশচুম্বী গম্বুজ, পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু স্বর্ণ-খচিত গম্বুজ। সুবিখ্যাত প্রবেশ তোরণের অদূরে রোমান স্তম্ভ। কোন বৈদ্যুতিক আলো নেই, কারণ, বহির্জগতের আলো অন্তর-জগতের আলোর পরিপন্থী। এই সমাধিক্ষেত্রে আমরা দেখলাম, যীশুর কারাগার, বিচার গৃহ এবং ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার স্থান। তার পাশে তেরটি বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত র'য়েছে। সে সব স্থানে মৃত্যুর পর যীশুকে ক্রমান্বয়ে রাখা হয়েছিল। শেষ প্রান্তে যীশুর সমাধিস্থান এবং রোমান সম্রাট কনষ্টানটাইনের মাতা সম্রাজ্ঞী সেণ্ট্ হেলেনার প্রার্থনা মন্দির। এই পবিত্র সমাধি যীশু খৃষ্টের মানবদেহের চিরবিশ্রাম স্থল। কিন্তু ভক্ত খৃষ্টানগণ বিশ্বাস করেন যে তাঁর পবিত্র দেহ মৃত্যুর পর স্বর্গদূতগণ সমাধি থেকে উত্তোলন ক'রে নিয়ে গেছেন। সেই চিহ্নিত স্থানে যীশুর দেহ প্রোথিত থাকুক বা না থাকুক—তার পরিস্থিতির আবেষ্টনী অনেক দর্শকের মনে একটি পবিত্র ভাব সৃষ্টি করে। সমাধির সম্মুখেই র'যেছে একটি মর্ম্মর প্রস্তরখণ্ড। কথিত আছে, এই প্রস্তরখণ্ডের উপরে যীশুর মৃতদেহ ক্রুশ থেকে নামিয়ে রক্ষিত হ'য়েছিল এবং অলিভ তৈললিপ্ত করা হ'য়েছিল। বিশ্বাসী খৃষ্টানগণ এই পবিত্র প্রস্তরখণ্ডকে স্পর্শ করেন এবং চুম্বন করেন; উহার সম্মুখে প্রার্থনা করেন। আটটি বিরাট আলো সে পবিত্র প্রস্তরখণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে দিনরাত্ত প্রজ্জলিত থাকে। পার্শ্বেই প্রাচীর গাত্রে কয়েকটি চিত্র অঙ্কিত র'য়েছে, সেই চিত্রগুলি যীশুর শাস্তির সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঘটনার পরিচয় দেয়। আমরা সমাধির স্বল্পপরিসর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ ক'রে পবিত্রতম প্রস্তরখণ্ড স্পর্শ ক'রে এসেছি। পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, একজনের বেশী লোক প্রবেশ করতে পারে না এবং পথটিকে যথাসম্ভব মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে রাখা হ'য়েছে। সেখান থেকে আমরা গির্জ্জার প্রার্থনা কক্ষে এলাম। প্রত্যেক বিশ্বাসী খৃষ্টান এই মন্দিরেই যথাশক্তি দান করেন, বর্ত্তমানে সমস্ত সঞ্চিত দানের মূল্য প্রায় ১ কোটি পাউণ্ড। সে প্রার্থনাগৃহের অভ্যন্তরে ইউরোপের বহু সুনিপুণ চিত্রশিল্পীর অঙ্কিত চিত্র র'য়েছে। এই পবিত্র ধর্ম্মমন্দিরের অধিকারী গ্রীক খৃষ্টান, কপ্টিক খৃষ্টান, এবং রাশিয়ান খৃষ্টান। এখানে প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানদের জন্য কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থান নেই। সমস্ত দিবসব্যাপী সুগন্ধ দ্রব্য প্রজ্বলিত হ'চ্ছে, চিত্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করা

হ'চ্ছে, বাস্তব দ্রব্যাদিদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করা হ'চ্ছে, আলোর অনির্ব্বাণ শিখা সমস্ত বৎসর ব্যাপী প্রজ্জলিত রয়েছে। আমাদের সম্মুখেই কয়েকজন পুরোহিত একাগ্রচিত্তে বাইবেল পাঠ ক'র্‌ছিলেন। বর্ত্তমানে অষ্টপ্রহর মানত ক'রে জনৈক গ্রীক খৃষ্টান যাজক বাইবেল পাঠ ক'রছেন। তার পরের স্তরে যীশুর মৃতদেহ সংরক্ষণের গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে আমরা অতীত যুগের একটি শোচনীয় কাহিনী সম্পর্কে বহু ঘটনার কথা শুনে এলাম। এই সমাধি-গির্জ্জা পারস্যের রাজা ধ্বংস করেছেন। দ্বিতীয় ক্রুসেডের সময় (১১৪০-১১৪৯) নতুন ক'রে কয়েকটি গির্জ্জা নির্ম্মাণ করা হয়, বর্ত্তমান সমাধি মন্দিরটি ১৭১৯ খৃঃ অব্দে গ্রীক ও আর্ম্মেনিয় অর্থে সম্পূর্ণ হ'য়েছে।

সম্রাট কন্‌ষ্টানটাইনের মাতা সম্রাজ্ঞী হেলেন তাঁর পুত্রকে খৃষ্টান ধর্মে প্রবর্ত্তিত করেন। ৩২৬ খৃঃ অব্দে কন্‌ষ্টানটাইন খৃষ্টধর্মকে রাষ্ট্র ধর্মরূপে গ্রহণ করেন। সে সময় থেকে সম্রাটমাতা হেলেন কয়েকজন খৃষ্ট ভক্তকে খৃষ্টের জন্ম, কর্ম, মৃত্যু সম্পর্কীয় সমস্ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ স্থানগুলিকে চিহ্নিত ক'রবার আদেশ দেন। স্থান নির্দ্দেশের পরে সেই সমস্ত স্থানে এক একটি ধর্ম্মমন্দির নির্মাণ করেন। সম্রাজ্ঞী হেলেন স্বয়ং তীর্থযাত্রা উদ্দেশ্যে এসে "ক্রুশ" আবিষ্কার করেন। যীশুখৃষ্টের জন্মস্থান বেথ্‌লেহামের বিখ্যাত ধর্মমন্দির ৩২৬ থেকে ৩২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই নির্ম্মিত হয়েছিল। ৬১৪ সালে মুসলমানগণ এই বেথ্‌লেহামের গির্জ্জা ধ্বংস করেন। তারপর হিরাক্লিয়াস ৮ বৎসর পরেই পুনরায় সে স্থান জয় ক'রে নূতন মন্দির রচনা করেন। তার পরের স্তরে খলিফা হাকিম যীশুখৃষ্টের সম্পর্কিত জন্মস্থান ভিন্ন সমস্ত চিহ্ন নির্ম্মূল ক'রে দেন। এই জেরুজালেমকে কেন্দ্র ক'রে যুগে যুগে খৃষ্টান ও মুসলমানের ভিতরে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চ'লেছিল সে কাহিনী মধ্যযুগের ইতিহাসে একটি কলঙ্ক। অথচ ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুসলমান সকলেই এক জেরুজালেমকে ধর্ম্মক্ষেত্র ব'লে বিবেচনা করেন।

ইহুদী গুরু মুসা এখানেই ভগবানের প্রেরিত বাণী "ওল্ড টেষ্টামেণ্ট" পেয়েছিলেন। যীশুখৃষ্ট স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র এবং তিনি এনিভেট্‌ পর্ব্বতে ভগবানের সঙ্গে কথোপকথন ক'রেছিলেন। মহম্মদ এই জেরুজালেমের মসজিস্‌-উল্‌-আক্‌সা থেকে সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন। প্রত্যেক সেমিটিকজাতীয় ঈশ্বরের অনুগৃহীত মহাপুরুষ এ স্থানে ভগবৎদর্শন ক'রেছিলেন। এ স্থানেই যীশুখৃষ্ট মৃত লাসোরকে জীবন দান ক'রেছিলেন; এ স্থানেই তিনি যেস্‌থেমিন গ্রামে নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন। এ স্থানেই একটি প্রস্তরের উপরে তাঁর পদচিহ্ন

অঙ্কিত র'য়েছে। এখানেই যীশু স্বর্গারোহণ ক'রেছিলেন। যীশুমাতা মেরীর গির্জ্জা এবং তাঁর পিতামাতার সমাধি, জেরুজালেমের অভ্যন্তরেই অবস্থিত। কাড্রেন উপত্যকায় বহু ইহুদী এবং মুসলমান মহাপুরুষের সমাধি অবস্থিত। সেমিটিক জাতি বিশ্বাস করে, পৃথিবীর শেষ বিচারের দিনে সমস্ত মানুষ এই জেরুজাসেমে উপস্থিত হ'য়ে তাঁর নির্দ্দেশিত স্বর্গে কিংবা নরকে গমন ক'রবে। সুতরাং জেরুজালেম পৃথিবীর তিনটি বিশিষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীর পুণ্যস্থান।

জেরুজালেম্ বিজয়ের পর খলিফা ওমর যখন যীশু খৃষ্টের সমাধি মন্দিরে বিশপের সঙ্গে আলোচনা ক'র্ছিলেন, তখন মোয়াজ্‌জিন নামাজের জন্য আহ্বান ক'রলেন। বিশপ্ ওমরকে সেই খৃষ্টানের গীর্জ্জাতেই নামাজ পড়বার জন্য অনুরোধ ক'রলেন। কিন্তু ওমর উত্তর দিলেন, যদি আমি এই গির্জ্জাতে নামাজ পড়ি তবে মুসলমানগণ ভবিষ্যতে এই স্থানকে মস্‌জিদ বলে দাবী ক'রবেন, এবং এই নিয়ে ভয়ঙ্কর মনান্তর সৃষ্টি হ'বে। বিশপ এই উত্তরে সন্তুষ্ট হ'য়ে ওমরকে গীর্জ্জার অদূরে একটি বিরাট শূন্য প্রাঙ্গনে নামাজ পড়বার জন্য স্থান নির্দ্দেশ ক'রলেন। পরবর্ত্তী কালে এই স্থানে একটি বিরাট মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হ'য়েছিল। সমাধি মন্দিরের পার্শ্বেই 'মুরীস্থান' সম্রাট সারলামেনের সময়ে নির্ম্মিত চিকিৎসালয় ও তীর্থযাত্রী আবাস; বর্ত্তমানে গ্রীকদের অধিকার, স্থানে স্থানে পুরাতন দ্রব্যের বাজার রয়েছে। তার অদূরে আদিবাসী পরিচালিত কপ্‌টিকদের মঠ রয়েছে। তারপর একটু দূরে গ্রীক সেন্ট্ কারালম্বাসের মঠ।

সমাধিমন্দির দর্শন করে আমরা পদব্রজে জেরুজালেম্ নগর পরিদর্শন ক'রে ওয়াই-এম-সি-এ প্রাসাদ দেখতে গেলাম। পথে জেরজালেমের সাতটি প্রবেশ তোরণের অন্যতম—দামাস্কাস তোরণ দেখে খুবই আশ্চর্য্য হ'লাম। মধ্যযুগে সামরিক স্থপতি বিজ্ঞান যে কতটা উৎকর্ষ লাভ ক'রেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। এই তোরণের পার্শ্বস্থিত বাজার খুবই জনবহুল। সেখানে দোকানগুলি ফল এবং সবুজ সব্জিতে পরিপূর্ণ। লোকের বসন ভূষণ সমস্তই ইউরোপীয়। এদেশে ফরাসী প্রভাব অত্যন্ত অল্প, ইংরাজ এই যুদ্ধের অবসরে পালেষ্টাইনকে সম্পূর্ণ অধীন ক'রে নিয়েছে। আমাদের সঙ্গে ডাঃ সাফি মনসুর এসেছিলেন, তিনি ওয়াই-এম্‌-সি-এর আন্দোলনের অন্যতম নেতা। ওয়াই-এম্‌-সি-এর প্রাসাদটি একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড অথবা পর্ব্বতাংশ ধ্বংস ক'রে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। সম্মুখে প্রবেশ দ্বারে একটি ত্রিকোণ স্মারক চিহ্ন র'য়েছে, এই ত্রিকোণ চিহ্নটি মন, দেহ এবং আত্মার প্রতীক; ওয়াই-এম্‌-সি-এর পরিকল্পনা বিশ্বমানবের ত্রিবিধ

উন্নতি কামনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। ১৮৪৪ সালে তিনটি খৃষ্টান যুবক এই ওয়াই-এম্-সি-এপ্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। বিগত শত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীব্যাপী এই খৃষ্টান যুবক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের এই বিশাল ওয়াই-এম্-সি-এ সৌধ মিঃ জাভেরী নামক একজন আমেরিকান ধনীর অর্থানুকূল্যে স্থাপিত। এইরূপ ওয়াই-এম্-সি-এ অট্টালিকা পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই। অভ্যর্থনা-কক্ষ, পুস্তকাগার, সংবাদপত্র-প্রকোষ্ঠ, সভাগৃহ, বক্তৃতামঞ্চ, শিশুবিভাগ, ক্রীড়া বিভাগ—প্রত্যেকটি কক্ষই অতি আধুনিক দ্রব্য-সম্ভারে সুসজ্জিত এবং প্রত্যেকটি গৃহই এক একটি নাতিক্ষুদ্র প্রাসাদ। এখানে সন্তরণাগার অতি অপূর্ব্ব। প্রতি দিন তিনবার জল পরিবর্ত্তিত ও শোধিত হ'য়ে সন্তরণাগারটি পরিপূর্ণ হয়। মনুষ্যদেহ এবং প্রকৃতির প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই জল উত্তপ্ত করা হয়। সন্তরণাগারের ছাদ স্বল্পনীল, প্রাচীরগাত্র ক্ষীণধূসর এবং জলতল গাঢ় নীল; জলাশয়ের অভ্যন্তরস্থ প্রাচীর দুগ্ধশুভ্র। এই ত্রি-সামঞ্জস্যে সমস্ত আবেষ্টনীটি প্রকৃতির সঙ্গে অপরূপ মিলন সৃষ্টি ক'রেছে। একটা জিনিস বড়ই দৃষ্টিকটু মনে হ'য়েছিল—এখানে প্রত্যেক পুরুষ সম্পূর্ণ নগ্নদেহ হ'য়ে অবগাহন ও সন্তরণ করে। তারপর আমরা দ্বিতলের একটি গৃহে ভোজনাগারে উপস্থিত হ'লাম। ওয়াই-এম-সি এর যে কোন সভ্য অতি স্বল্পমূল্যে রাত্রে ডিনার কিংবা বৈকালিক জলপান ব্যবস্থা ক'রতে পারেন। অতিথির জন্য মূল্য প্রায় দ্বিগুণ। তৃতীয় তলে আমরা একটি মিউজিয়ম পরিদর্শন ক'রলাম। এই মিউজিয়মে জেরুজালেমের প্রাচীনতম ইতিহাস থেকে আরম্ভ ক'রে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত সভ্যতার সমস্ত নিদর্শন সঞ্চিত রয়েছে। প্রথমে দেখলাম, ব্রোঞ্জযুগ (খৃঃ পূর্ব্ব ৩০০০ থেকে ১২০০ পর্য্যন্ত); তারপরের স্তরে লৌহযুগ (খৃঃ পূর্ব্ব ১২০০ থেকে ১০০০); তারপরের স্তরে ঐতিহাসিক যুগ। অন্য একটি প্রকোষ্ঠে সুসজ্জিত রয়েছে মিশর, (খৃঃ পূর্ব্ব ৩৫০০ থেকে ৩০০০), সুমেরীয় (খৃঃ পূঃ ৩০০০ থেকে ২০০০); তারপর হিক্সস্ (খৃঃ পূঃ ২০০০ থেকে ১৫৮০); তারপর ইজরায়েল (খৃঃ পূর্ব ১৫৮০ থেকে ৩২৬ খৃঃ অব্দ); খৃষ্টান যুগ তথা রোমান (২২৬ খৃঃ অব্দ থেকে ৬৩৭); তারপর আরব মুসলিম যুগ (৬৩৭ খৃঃ অব্দ থেকে ১৫১৭); সর্ব্বশেষে ১৫১৭ খৃঃ অব্দ থেকে ১৯১৭ পর্য্যন্ত তুর্ক যুগ। —এই সমস্ত যুগের সভ্যতার বিভিন্ন চিহ্ন এই মিউজিয়মে সংগৃহীত হ'য়েছে। কোথাও বা মৃৎপাত্র, অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র, পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি এবং নানাবিধ প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য স্তরে স্তরে ক্রম বিবর্ত্তন অনুযায়ী সুসজ্জিত। দামাস্কাস অথবা বেরুথ মিউজিয়ম

অপেক্ষা জেরুজালেমের সংগ্রহ অধিকতর সুসজ্জিত। তারপর আমরা সর্ব্বোচ্চ তলে উঠে সমস্ত জেরুজালেম এবং নগর উপান্তের দৃশ্য উপভোগ ক'রলাম। জেরুজালেমের সপ্তদ্বার, আরব বসতি, খৃষ্টান বসতি, ইহুদী উপনিবেশ এবং রাজকীয় প্রাসাদ—জেরুজালেমে প্রত্যেকটি স্থান বিশেষ চিহ্নিত। আরব-অঞ্চলে দারিদ্র্যের চিহ্ন, খৃষ্টান বসতিগুলি ন্যূনাধিক ঐশ্বর্য্যের আভাস দেয়; ইহুদী উপনিবেশ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নগরের একপ্রান্তে স্থাপিত। রাজ অট্টালিকা দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে এবং আকারে নিজ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত। জেরুজালেম নগর একটি অতি উচ্চ উপত্যকায় স্থাপিত হ'য়েছিল, এবং চতুষ্পার্শ্ব ন্যূনাধিক পরিমাণে সমুদ্রগর্ভের সমান্তরাল রেখায় এসে পৌছেচে। ওয়াই-এম্-সি-এ প্রাসাদের সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠ থেকে সমস্ত আবেষ্টনী, আকাশ এবং পৃথিবী যে গোলাকার, তার পরিপূর্ণ আভাস দেয়। আমরা রাত্রিতে এসেও আজকে সমস্ত নগরের বৈদ্যুতিক আলোর মালা দে'খলাম। আকাশে তারকা, সুনিম্ন উপত্যকায় খণ্ড খণ্ড আলো—সাগরের সমতল ভূমিতে এই আলোর খেলা সত্যই অপরূপ! বৎসরেব এই সময়ে এমন মেঘযুক্ত আকাশ, নক্ষত্রের মালা, আলোর খেলা খুব অল্পই দেখা যায। আমাদের এ যাত্রা খুবই শুভ। প্রকৃতি আমাদের প্রযোজনে অভ্যর্থনার সমস্ত আয়োজন ক'রেছিল।

আমরা বিকেলে প্রায় ৪টার সময় বিখ্যাত মস্‌জিদ উল্-আক্‌সা দেখতে গিয়েছিলাম। এই মসজিদটি ইসলামের ইতিহাসে অতি বিখ্যাত এবং খুবই পবিত্র। কোরাণে ইহার উল্লেখ আছে; কথিত আছে, মহম্মদ, স্বয়ং আদিষ্ট হ'য়ে স্বর্গযাত্রার পথে এই মস্‌জিদ উল্-আক্‌সায় অবস্থান ক'রেছিলেন। এই স্থানটির সহিত মুসা এবং যীশুর সম্পর্কিত বহু ঘটনা সংশ্লিষ্ট। ডেভিড পুত্র সলোমন ৯৯৬খৃঃ পূর্ব্ব সালে একটি প্রস্তরের উপর এই স্থানে তাঁর প্রার্থনাগার স্থাপন করেন। তারপর সম্রাট জাষ্টীনিয়ান এখানে গীর্জ্জা স্থাপন করেন। এই স্থানটি অতি প্রশস্ত; প্রায় ৫০০০ মানুষ এক সঙ্গে প্রার্থনা ক'রতে পারে,—আয়তন ১৪৫০০ স্কোয়ার মিটার। নীচেই একটি বিরাট জলাশয় র'য়েছে; জলকষ্টের সময় সহস্র নাগরিক এখানে এক সঙ্গে তৃষ্ণা নিবারণ ক'রতে পারে। এই মস্‌জিদের অভ্যন্তরে এক খণ্ড বিরাট প্রস্তর র'য়েছে। বর্ণিত আছে, জগৎত্রাতা নোয়া প্রলয়ের জলপ্লাবনের সময় এই প্রস্তর খণ্ডে ভেসে আত্মরক্ষা ক'রেছিলেন। সেই প্রস্তরখণ্ডে বসে মহম্মদ স্বয়ং সশরীরে স্বর্গে উপস্থিত হ'য়েছিলেন। এই প্রস্তরখণ্ড স্পর্শ করা মুসলমানদের পক্ষে পুণ্যকার্য্য। এই

মস্‌জিদের প্রাঙ্গণে তিনটি বিভিন্ন ইমারত আছে,—প্রথমটিতে মস্‌জিদের তোরণ, অঙ্গন, এবং পরিত্র প্রস্তরখণ্ড; দ্বিতীয়টিতে একটি বিরাট শৃঙ্খল লম্বিত ছিল (কুব্বাৎ-উল-সিল্‌-সিলা)। কথিত আছে, সলোমন স্বয়ং এই শৃঙ্খল দ্বারা আর্ত্তের অভিযোগের সংবাদ গ্রহণ ক'রতেন। কোন মিথ্যাবাদী এই শৃঙ্খল স্পর্শ ক'রলে কোন প্রকার শব্দই হ'ত না; এই শৃঙ্খলই সলোমনের ন্যায়বিচারের তৌলযন্ত্র ছিল। সর্ব্বশেষ অংশে মস্‌জিদ উল্‌-আক্‌সার সিজ্‌দা (প্রার্থনা) কক্ষ স্থাপিত।

মস্‌জিদ উল্‌-আক্‌সা মুসলমানের নিকট মক্কার পবিত্র কারাগৃহ এবং মদিনার মস্‌জিদের প্রায় সমকক্ষ; মহম্মদ স্বয়ং এই স্থানে নামাজ পড়েছিলেন। এই মস্‌জিদের প্রাচীরে কোরাণের বহু আয়াৎ এবং ঈশ্বরের প্রেরিত অন্যান্য মহাপুরুষ ও খলিফার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। এই সমস্ত নামের ভিতর আব্রাহাম (ইব্রাহিম), আলি ও খালিদের নাম বহুস্থানে উৎকীর্ণ রয়েছে। প্রারম্ভেই এই মস্‌জিদটি এত বিরাট ছিল না। ক্রমশঃ বিভিন্ন খলিফাদের চেষ্টায় বহু শতাব্দীর যত্নে মস্‌জিদ উল্‌-আক্‌সা বর্ত্তমান রূপ পরিগ্রহ ক'রেছে। এই মস্‌জিদে মহম্মদ নামাজের সময় দিকনির্ণয়ের বাণী পেয়েছিলেন। "মেরাজ" এর সঙ্গে মস্‌জিদ উল্‌-আক্‌সার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ইহার প্রথম গম্বুজ খলিফা ওমর ৬৩৭ (?) সালে কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মাণ ক'রেছিলেন। তারপর আব্বাসীয় খলিফা আল্‌ মাহাদী (৭৭৫-৭৯৫ খৃঃ অব্দ) পরিসর প্রস্তুত করেন। ক্রুসেডের যুগে খৃষ্টানগণ এই মস্‌জিদ উল্‌ আক্‌সা জয় ক'রে গীর্জ্জাতে পরিবর্ত্তিত করেন এবং এই স্থানেই বেদী তাম্রনির্ম্মিত জাল দিয়ে পরিবেষ্টন করেন। কিন্তু তাঁরা মেরাজের পবিত্র প্রস্তরখণ্ড ধ্বংস করেন নি এবং কোরাণের আয়াৎগুলিও মুছে ফেলেন নি। সালাহ্‌উদ্দীন পুনরায় এই স্থান জয় ক'রে মস্‌জিদ উল আক্‌সা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান আয়ুবি এই মস্‌জিদকে বহুভাবে সমৃদ্ধ করেন। মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট অংশের নাম শ্বেত মসজিদ। উহা প্রাচীন নাইট টেম্প্‌লারদের দুর্গের অংশবিশেষ। এই মসজিদের ভিতরে আলো প্রবেশের পথগুলি (skylight) অত্যন্ত সুকল্পিত। এইগুলি নানা বর্ণের কাঁচখণ্ড সংযোজিত ক'রে নির্ম্মাণ করা হ'য়েছে। প্রত্যেকটি জানালায় বিচিত্র বর্ণের কাঁচ সংযোজিত করা হ'য়েছে। মেহেরাবগুলিও অতি অপরূপ বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত। মসজিদে কোন বৈদ্যুতিক

আলোর ব্যবস্থা নেই; কিন্তু এই জানালা, মেহেরাব এবং আলো প্রবেশের পথগুলি এমন বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিকল্পিত যে সূর্য্যালোক সম্পাতে বিভিন্ন বর্ণের সম্মেলনে সমস্ত মসজিদটি আলোকিত হ'য়ে উঠে। তার উপর র'য়েছে তুর্ক সুলতানদের প্রদত্ত অসংখ্য বৃহদাকার আলোর বেলোয়ারী। নীচে অত্যন্ত পুরু মসৃণ বিচিত্রবর্ণের মখ্‌মল। আমি কয়েকজন মুসলমানকে এক কোণে ব'সে কোরাণ পাঠে নিবিষ্ট দেখলাম। আল্ আজ্‌হরের মস্‌জিদে, দামাস্কাসের মস্‌জিদে এই দৃশ্যটি অত্যন্ত মনোরম। আমি কয়েকজন কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রী ও সুদানী মুসলমানকে, গৌরবর্ণ আরব এবং প্যালেস্টাইনের মুসলমানদের সঙ্গে একত্র নামাজ পড়তে দেখলাম। আমরা আর একটু দূরে পূর্ব্বপার্শ্বে সুলতান নুর-উদ্দীনের পরিকল্পিত খোত্‌বা কক্ষটি দেখতে পে'লাম। এই স্থানটি গজদন্ত, ঝিনুক, মোজেইক খচিত। অন্য স্থানে সলোমনের ঘোড়ার আস্তাবলের ভিত্তির অনেক অংশ এই স্থানে অবস্থিত। বিশেষ উৎসবের দিনে, কিংবা জুম্মার নামাজের দিনে ইমান একটু উচ্চস্থানে দাঁড়িয়ে খোত্‌বা পাঠ করেন। মিশরের রাজা একবার এই মস্‌জিদে এসে খোত্‌বা পাঠ ক'রেছিলেন; তাঁর জন্য অলিভ কাঠের অতি সুন্দর মঞ্চ নির্ম্মিত হ'য়েছিল। সেটি আমরা অত্যন্ত গর্ব্বের সঙ্গে দেখে এলাম; কারণ আমাদের মিশরীয় ডেলিগেশন।

মস্‌জিদের ইমাম আমাদের সঙ্গে উপস্থিত থেকে প্রত্যেকটি জিনিষ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এ সম্মান অত্যন্ত গৌরবের। তিনি ডেলিগেশনের প্রত্যেকটি সভ্যের হস্ত চুম্বন ক'রে শুভেচ্ছাজ্ঞাপন ও আশীর্ব্বাদ ক'রেছিলেন। তাঁর সৌম্যমূর্ত্তি এবং ভদ্র ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ ক'রেছিল। তিনি খলিফা ওমরের সময়ে নির্ব্বাচিত মস্‌জিদ উল্-আক্‌সার প্রথম ইমানের বংশধর। সুতরাং, তাঁর সম্মান সমস্ত মুসলিম জগৎব্যাপী। আমার চোস্ত পায়জামা, কালো শেরওয়ানী, আস্ত্রাখান টুপী এবং দেহের কৃষ্ণ বর্ণ দেখে আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন, আমি হিন্দী কি-না। আমি হিন্দী জেনে তিনি পুনরায় আমার সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে হিন্দী মুসলমানদের ধর্ম্মপ্রাণতার প্রশংসা ক'রলেন। এই যুদ্ধের পুর্ব্বে বহু হিন্দী হাজি মক্কা মদিনায় হজ পূর্ণ ক'রে মস্‌জিদ উল্-আক্‌সায় জিয়ারৎ করবার জন্য আসতেন, এবং হিন্দী হাজিগণ অতি মুক্তহস্তে ইমাম এবং ধর্ম্মস্থানে দান খয়রাত ক'রতেন।

তিনি নিজাম, বোরা, ভাওয়ালপুর ও অন্যান্য হিন্দী দানের বিষয়

উল্লেখ ক'রলেন; পরিশেষে বল্লেন, হিন্দীদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ক'রবেন। আমি আল্ হাম্‌দুলিল্লাহ, ব'লে বিদায় গ্রহণ ক'রলাম। তিনি আমাদের কফি পানে আপ্যায়িত ক'রলেন। এই ইমান সাহেবের সুমিষ্ট ব্যবহার ও আতিথেয়তা আমরা সকলেই খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে উপভোগ ক'রেছি।

প্রায় ২০০ গজ দূরে দক্ষিণ দিকে আমরা নব পরিকল্পিত একটি বিরাট প্রাসাদ পরিদর্শন ক'রতে গেলাম। এই প্রাসাদটি মিশরের বর্ত্তমান অধিপতি ফারুকের দানে নির্ম্মিত হ'চ্ছে। অনেকের বিশ্বাস, মহম্মদ স্বয়ং এই মসজিদে প্রার্থনা ক'রেছিলেন এবং এইটিই যথার্থ মস্‌জিদ উল্-আক্‌সা। কিন্তু ইমাম সাহেব এ বিষয়ের উল্লেখ ক'রে সেটা অলীক সংবাদ ব'লে মন্তব্য ক'রলেন। এই মস্‌জিদটি কিছুকাল পুর্ব্বে ভূমিকম্পে নষ্ট হয়ে যায়। প্রাচীন মিশরের মুসলমান সুলতানদের অর্থে নির্ম্মিত ব'লে মিশরীয়গণ এই মস্‌জিদকে জাতীয় গৌরবের চিহ্ন ব'লে সম্মান করে থাকে। রাজা ফারুক তাঁর ব্যক্তিগত অর্থ হ'তে ২ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় ক'রে এই মস্‌জিদের সংস্কার ক'রছেন। একজন মিশরীয় ইঞ্জিনিয়ার এই কাজের তত্ত্বাবধান ক'রছেন। এই মস্‌জিদের ভিতরের ছাদটি খাঁটি সোনার পাত দিয়ে মোড়া হ'য়েছে এবং প্যারিস থেকে সেই সোনার পাতগুলি এসেছে। মর্ম্মরস্তম্ভ অতি যত্নে স্থাপিত হ'য়েছে। ডাঃ মনসুর বল্লেন, রাজা ফারুক স্বয়ং ইসলামের কর্ণধার হ'বার চেষ্টা ক'রছেন। যদি ইব্‌ন সাউদ কাবার রক্ষক ব'লে ইসলাম জগতের অধিনায়কত্ব দাবী ক'রতে পারেন, তবে মিশরের রাজা ফারুকও মস্‌জিদ উল্-আক্‌সার রক্ষকরূপে ইসলামের কর্ণধারত্ব দাবী ক'রতে পারেন।

যা'হোক, রাজা ফারুকের দানে ইসলাম স্থপতি সমুন্নততর হ'চ্ছে, সন্দেহ নেই। এই মস্‌জিদের ইমামও আমাকে হিন্দী জেনে হায়দারাবাদের নিজামের অর্থে নির্ম্মিত একটি সুন্দর মিনার দেখিয়ে দিলেন। বোরা মুসলমানদের অর্থানুকূল্যে সমাপ্ত আর একটি ভারতীয় গম্বুজ দেখিয়ে দিলেন। ভারতীয় মুসলমানদের এই দূর দেশে মুসলমান কৃষ্টির উন্নতিকল্পে দানের কথা তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে ব'লেছিলেন।

আমরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা মৌলানা মহম্মদ আলির কবর দেখেছি। ডাঃ মনসুর বল্লেন, মৌলানা মহম্মদ আলি লণ্ডনে দেহত্যাগ

ক'রেছিলেন। কিন্তু জেরুজালেমের মুফ্‌তি আল্‌ হোসেনের চেষ্টায় তাঁর মৃতদেহ এই স্থানে সমাধিস্থ করা হয়। মৌলানা মহম্মদ আলি প্যালেষ্টাইনবাসী ছিলেন না, আরবও ছিলেন না এবং কোন মুসলমান দেশেরও অধিপতি ছিলেন না; তিনি জীবিতাবস্থায় জেরুজালেমে সমাধিস্থ হ'বার কোনরকম ইচ্ছাও প্রকাশ করেন নি; কিন্তু মুফ্‌তি আল্‌ হোসেন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হ'য়ে এই স্বাধীনচেতা বীর পুরুষের মৃৎদেহ পুণ্যভূমি জেরুজালেমে সমাধিস্থ করার আয়োজন করেন।

ডাঃ মনসুর আল্‌ হোসেনের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী ব'লে গেলেন। বর্ত্তমানে তাঁকে সমস্ত আরব জাতি যে কত শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে এবং তাঁকে নিয়ে গর্ব্ব করে, সে কথাই তিনি বল্‌ছিলেন। ডাঃ মনসুর নিজে খৃষ্টান, অথচ নিখিল আরব আন্দোলনের অন্যতম নেতা। তিনি আরও বল্লেন, আল্‌ হোসেন বর্ত্তমানে বোধ হয় বার্লিনে আছেন; তাঁকে গ্রেপ্তার করবার জন্য ব্রিটিশের কি আপ্রাণ চেষ্টা! আল্‌ হোসেন রসিদ আলির ইরাকীয় বিদ্রোহের মূল ব'লে ব্রিটিশগণ ধারণা করে। সে বিদ্রোহের অবসানে তিনি তুরস্কে, রোমে, পরে বার্লিনে চলে যান এবং তিনি যুগোশ্লোভাকিয়ায় একটি মুসলমান বিদ্রোহের আন্দোলন করেন। ব্রিটীশ জাতি আল্‌ হোসেনকে যতটা ঘৃণা ক'রে, আরব জাতি তাঁকে ততটা শ্রদ্ধা করে। এই আরব নেতার জীবন কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে একটি উপন্যাস রচিত হ'তে পারে।

হারিম শরীফ নামটি ইসলামের ইতিহাসে সুবিখ্যাত; এই স্থানটি জেরুজালেমের অন্যতম প্রাচীন ধর্ম্মস্থান। এই স্থানে ডেভিড তাঁর পূজাবেদী আরম্ভ করেন এবং পরে সলোমন তার রাজপ্রাসাদ স্থাপন করেন। এই স্থানেই সম্রাট হেরোড ২০ খৃঃ পূঃ অব্দে নূতন আর একটি মন্দির আরম্ভ করেন। এই স্থানেই সম্রাট হার্ডিয়ান জুপিটারের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। জাষ্টীনিয়ানও এই স্থানে যীশুমাতা মেরীর উদ্দেশ্যে একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন, সর্ব্বশেষে এখানে মসজিদ উল্‌ আক্‌সা স্থাপিত হয়; এই সমস্ত স্থানগুলি যুক্তভাবে হারিম শরীফ নামে পরিচিত। ক্রুসেডের সময় এই হারিম শরীফ বহুবার হস্ত পরিবর্ত্তন করে।

কুব্বত্‌ অল্‌ সাক্‌রাও এইস্থানেই অবস্থিত, সাধারণতঃ এই প্রস্তরের গম্বুজ ওমরের মস্‌জিদ নামে পরিচিত। বোধ হয় মস্‌জিদটি আবদুল মালেক নির্ম্মাণ করেন। কারণ গৃহবিবাদের পর ওমাইদ বংশকে কাবার গৃহে প্রবেশ

ক'রতে দেওয়া হ'ত না। সুতরাং আবদুল মালেক ৬৯২-৯৩ খৃঃ অব্দে এই বিস্তৃত গম্বুজ (Dome of the Rock) নির্ম্মাণ করেন, পরে ফতিমা বংশীয় আল্ জাহিজ (১০২২ খৃঃ) অব্দ) ও সালাহ উদ্দীন তার উপর চিত্র অঙ্কন করেন। সর্ব্বশেষে তুর্ক সুলতান সুলেমান অনেক পরিবর্ত্তন করেন। ইহুদীরা মনে করেন, প্রাচীন যুগে তাঁদের মহাপুরুষগণ এস্থানে গন্ধদ্রব্যাদি অগ্নিতে আহুতি প্রদান ক'রতেন। পৃথিবীর শেষ দিনে এই প্রস্তরখণ্ডের উপর ভগবানের সিংহাসন স্থাপিত হ'বে ব'লে প্রায় সমস্ত সেমিটিক জাতি বিশ্বাস করে ; সুতরাং এই হারিম শরীফ বিশেষ পুণ্যস্থান।

এই হারিম শরীফের পাশে ইহুদীদের বিলাপ প্রাচীর (Weeping Wall) দেখেছি। এই সুবিখ্যাত অতি প্রাচীন প্রাচীন ইহুদী এবং খৃষ্টান ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। ওল্ড টেষ্টামেণ্টে কথিত আছে, ইহুদীগণ তাঁদের অতীত পাপস্খালনের জন্য এই প্রাচীরের সম্মুখে প্রতি শনিবার এবং বিশেষ পবিত্র দিনে বিলাপ, অশ্রুপাত এবং অনুশোচনা করেন। এই অশ্রু তাঁদের পাপ মোচনের একমাত্র উপায়। এমন দিন আসবে যখন ভগবান সন্তুষ্ট হ'য়ে পুনরায় ইহুদীদের প্রনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার ক'রবেন। বর্ত্তমানে প্রতি শনিবার ইহুদী যাজকগণ এবং বিশ্বাসী ভক্তগণ এখানে বিলাপ করেন এবং অশ্রুপাত করেন। এই প্রাচীরের গাত্রদেশে একটি বিরাট সুড়ঙ্গ রয়েচে ; ইহুদীগণ এখানে পত্র লিখে সেই সুড়ঙ্গপথে মহাপুরুষ মুসার উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেন এবং তাঁরা আশা করেন যে মহাত্মা মুসা এই পত্র ভগবানের নিকটে পৌছে দেবেন। আমরা দেখলাম, কয়েকজন ধর্ম্মযাজক সেই প্রাচীরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ওল্ড টেষ্টামেণ্ট পাঠ ক'রছেন এবং অবিরল অশ্রুধারায় তাঁদের গণ্ডদেশ সিক্ত। এই শতাব্দীতে যখন মানুষের সভ্যতা অনুসন্ধিৎসা, বিজ্ঞান এবং প্রমাণের ভিত্তিতে নিবদ্ধ, তখনও মানুষ একটি সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন বিশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে অজ্ঞাত দেশের সন্ধানে চলেছে। প্রতি যুগে মানবের অন্তরে দুটি ধারা চলেছে—একটি পূর্ণ সন্দেহ, অপরটি পূর্ণ বিশ্বাস। একদিকে সে যেমন বিশ্বাসী, অপর দিকে তেমনি সন্দেহবাদী। এই দ্বৈতধারা মানুষকে যেমন উন্নতির পথে নিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি অবনতির গহ্বরে টেনে এনেছে। মানুষের কি এই সঙ্কট থেকে মুক্তি নেই ?

আমরা একটু অগ্রসর হ'য়েই দেখলাম, এক কোণে কয়েকজন সশস্ত্র সামরিক কর্ম্মচারী প্রহরীর কাজ ক'রছে। সম্মুখে একটি টেলিফোন।

ডাঃ মনসুর বল্লেন, যে কোন মুহূর্ত্তে মুসলমান এবং ইহুদীদের ভিতর বিক্ষোভ মূর্ত্ত হ'তে পারে। বিগত কয়েক বৎসরে ১০।১২ বার ভীষণ রক্তারক্তি এই স্থানেই হ'য়ে গেছে। ইহুদীরা এই বিশাল প্রাচীরের স্বত্ব দাবী করে, এবং আরবীয় মুসলমানগণ তাদের স্বামিত্ব কিছুতেই স্বীকার করে না। বিশেষ ক'রে, বর্ত্তমানে নিখিল আরব আন্দোলনের পটভূমিকায় এই আরব এবং ইহুদী মনোমালিন্য অত্যন্ত বিশ্রী আকার ধারণ ক'রেছে।

আমরা এই সহরের প্রাচীন অংশ ত্যাগ ক'রে মিশরের কন্‌সালের গৃহে চা পানের নিমন্ত্রণে এসেছি। কন্‌সাল অতি অমায়িক সজ্জন ব্যক্তি। তিনি আমাকে ভারতবাসী জেনে সাদরে অভ্যর্থনা ক'রলেন এবং বল্লেন, আমার জীবনে এই রাজকীয় কর্ম্মের অবসরে আপনাকে প্রথম ভারতবাসী অতিথি ব'লে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। আশা করি, সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমরা স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধিকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা ক'রব। অবশ্য এই সম্মান আমার প্রাপ্য নয়, ইহা ভারতবর্ষের সম্মান। আমাকে তাঁরা ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ ক'রে তাঁদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধন ক'রেছেন। প্রাচ্যদেশের সমস্ত অংশেই ভারতবর্ষের বিষয়ে সত্য সংবাদ প্রাপ্তির জন্য সকলের একটি কৌতূহল রয়েছে। তাঁরা গান্ধীকে জানেন এবং বর্ত্তমান প্রতিযোগিতা, ঈর্ষ্যাও রক্তপাতের যুগে একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি শান্তি, মৈত্রী বা অহিংসাবাদ প্রচার করেছেন; সেটা তাঁরা খুবই গর্ব্বের সঙ্গে প্রাচ্যের দান ব'লে গ্রহণ ক'রেছেন; আমরা তারপর ভারতবর্ষ সংক্রান্ত নানা বিষয়ের আলোচনা ক'রে রাত্রি ৮টার সময় দরুজি হোটেলে ফিরে এলাম।

আজকে রাত্রে আমাকে ডাঃ কেনান তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। এই ডাঃ কেনান কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বে ব্রিটিশের নজরবন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তিনি জাতিতে আরব, ধর্ম্মে খৃষ্টান, শিক্ষায় জার্ম্মাণ, ব্যবসায়ে চিকিৎসক এবং তার জীবনের ব্রত মানবসেবা। তিনি একজন জার্ম্মাণ নারীর পাণিগ্রহণ ক'রেছেন। মধ্যপ্রাচ্যে নিখিল আরব আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং প্যালেষ্টাইনে ইহুদী উপনিবেশের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা। ডাঃ কেনান আরব আন্দোলন, আরব ঔষধ এবং আরবীয় সভ্যতা সম্বন্ধে ইংরাজী, আরবী এবং জার্ম্মাণ ভাষায় বার খানি গ্রন্থ প্রণয়ন ক'রেছেন। আমি ভারতীয় অধ্যাপক মিশরের ডেলিগেশনে এসেছি, এই সংবাদ তিনি খবরের কাগজে দেখেছিলেন। আমার সঙ্গে আলাপ ক'রবার জন্য তিনি ডাঃ

সাফি মুনহুরকে দিয়ে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছেন। আমি নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে ক'রলাম, কারণ ডাঃ কেনানের স্থান পালেস্টাইনে প্রায় আমাদের দেশে গান্ধীরই অনুরূপ। আমরা প্রায় ৯টার সময় অবিশ্রান্ত বারিপাতের মধ্য দিয়ে একটি ট্যাক্সিতে ডাঃ কেনানের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছি। তিনি প্রস্তুত হ'য়েই ছিলেন; আমাদের অভ্যর্থনা ক'রলেন,—নাতিদীর্ঘ দেহ, পক্ক কেশ, মুণ্ডিত শ্মশ্রু, রৌদ্রতপ্ত বর্ণ, সবল পুষ্ট দেহ, সদা হাস্যময়। অত্যন্ত জোরে আমার করমর্দ্দন ক'রে আমাকে তাঁর পাশে সোফায় বসিয়ে গল্প আরম্ভ ক'রলেন এবং আমাকে ৩খানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তক উপহার দিলেন,—"War in the Land of Peace," "The Palestine Arab Cause,' এবং Boustany's "The Palestine Mandate"। তিনি প্রথমেই আমার সঙ্গে নিখিল আরব আন্দোলন নিয়ে আলোচনা আরম্ভ ক'রলেন। তাঁর আলোচনা থেকে বুঝলাম, তিনি আরব জাতির গৌরব ক'রলেও মনেপ্রাণে আন্তর্জাতিক। বর্ত্তমান জগতের আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর ধারণা অতি পরিষ্কার। প্যালেষ্টাইনে ইহুদী দাবীর সম্পর্কে আমেরিকা, ব্রিটিশ, ফরাসী, রাশিয়া এবং আরব জাতির মনোভাব তিনি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক'রে পরস্পরের স্বার্থ বিচার ক'রলেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডাঃ কেনান বিগত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে আরম্ভ ক'রে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ভাবধারা নিয়ে প্যালেষ্টাইনের রাষ্ট্রগতির রূপ বর্ণনা ক'রলেন। আমি অবাক্ হ'য়ে এই বৃদ্ধ চিকিৎসক রাষ্ট্রনীতিবিদের আলোচনা উপভোগ ক'রলাম। আমি একটি প্রশ্নও করিনি, কারণ তিনি প্রশ্ন করবার মত কোন সমস্যা বাদ দেন নি। অনেকক্ষণ পরে চা পানের শেষে তিনি আমাকে প্রশ্ন ক'রতে আহ্বান ক'রলেন।

প্রঃ—ডাঃ কেনান, যা হ'বার তা হয়ে গেছে। এখন আর পুরাতনকে ফিরিয়ে দিয়ে নূতনের আরম্ভ হ'তে পারে না। আপনি কি মনে করেন যে সমস্ত ইহুদী তাদের দেশে ফিরে যাবে এবং আপনি কি তাই চান? আপনি কি মনে করেন না যে ইহুদীদের ফিরে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা শান্তির নামে অশান্তির সৃষ্টি ক'রবে?

উঃ—হাঁ, নিশ্চয়ই এটি অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন। সমস্ত ইহুদী এদেশে চিরকালের জন্য বাস ক'রতে ইচ্ছুক নয় এবং সমস্ত ইহুদীও ফিরে যেতে প্রস্তুত নয়।

তারা তাদের পূর্ব্বতন দেশকে এবং আবেষ্টনীকে অত্যন্ত ভালবাসে; কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর ইহুদী জাতির উপর দিয়ে, তাদের গৃহ এবং আত্মীয় স্বজনের উপর দিয়ে যে উদ্দাম ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে, সে ধ্বংসের স্মৃতি তারা এখনও ভুলে যেতে পারে নি। ইহুদীগণ নিজেরাই নিজেদের মন স্থির ক'রতে পারে নি এবং ভবিষ্যৎ করিকল্পনাও স্থির করে নি। তবে, ইহুদীগণ অত্যধিক সংখ্যায় এসে আমাদের দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে প্যালেষ্টাইনের উপরে সংখ্যাধিক্যের দাবীতে যে একটি ইহুদী রাষ্ট্রগঠন করবে, আমরা আরবজাতি এটাও চাই না। এই ইহুদী উপনিবেশ প্রচেষ্টা যদি সহজ এবং সাধারণ হ'ত এবং ঔপনিবেশিকগণ যদি স্থানীয় আরব জাতির সঙ্গে মিশে এই আরব দেশকে নিজেদের মাতৃভূমি ব'লে জ্ঞান ক'রত, আমরা নিশ্চয়ই তাদের সাদরে গ্রহণ ক'রতাম। কিন্তু ইহুদীরা প্যালেষ্টাইনের আরব বসতির সঙ্গে নিজেদের এক আসনে দেখতে চায় না, এবং তাদের অর্থ ও বুদ্ধির সাহায্যে দরিদ্র, নিরক্ষর আরব জাতির উপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করে। এ জিনিষটি আমরা সহ্য ক'রতে প্রস্তুত নই। ইহুদী অর্থে ক্রমশঃ আরবের সমস্ত ভূমি আরব জাতির হাত থেকে খসে পড়ছে। আজকে যে গ্রামে ১০০ জন আরব র'য়েছে, কাল বিপুল অর্থদ্বারা প্রলুব্ধ ক'রে সে গ্রামে আরব চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট রাখছে না। এ জিনিষ আমরা সহ্য করি নি এবং ক'রব না।

রাষ্ট্রনীতির দিকে দিয়ে ইহুদীগণ প্যালেষ্টাইনে যেন আয়র্লাণ্ডের আলস্টারবাসীরই স্থান অধিকার করেছে। ইহুদীদের স্বদেশপ্রেম বলে কোন জিনিষ নেই, অর্থই একমাত্র তাদের পূজার সামগ্রী। যদিও ইহুদীগণ জাতিতে আরবদের মতই সেমিটিক, কিন্তু ইহুদীগণ আরবের জন্য কোন আত্মীয়তা অনুভব করে না। যদি তারা আরবদেশে দেশপ্রেমিক নাগরিক রূপে বাস ক'রত, তবে আমরা ৫০ লক্ষ ইহুদীকে আপনার ক'রে নিতাম এবং আরব-দেশের বিভিন্ন স্থান তাদের বণ্টন ক'রে দিতাম। বর্ত্তমান অবস্থায় তারা একই স্থানে কেন্দ্রীভূত হ'য়ে আছে সেটা অবশ্য রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়ে অগ্রাহ্য।

ডাঃ মনসুর এতক্ষণ নীরব ছিলেন। কিন্তু তিনি এবার বল্লেন, আমি ডাঃ কেনানের সঙ্গে একমত নই, কারণ একবার ইহুদীদের উপনিবেশের সুযোগ দিলেই তারা কোন্ নির্দ্দেশই মানবে না। ইহুদীরা আপন স্বার্থ খুব বোঝে এবং তারা জাতীয়তার দাবীতে কিংবা দেশপ্রেমের দাবীতে আরব জাতির সঙ্গে এক আসন গ্রহণ ক'রবে না।

প্রঃ—ডাঃ কেনান, আপনি কি মনে করেন, ইহুদীরা বাণিজ্য, ব্যবসা, কল-কারখানার কিছুই উন্নতি করে নি? ইহুদী মূলধন দ্বারা যে সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্যালেষ্টাইনে স্থাপিত হয়েছে, তার ফল ও পরিণতি সম্বন্ধে আপনার মত কি?

উঃ—ইহুদীদের বর্ত্তমান ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। প্রথমতঃ, ইহুদী শ্রমিক আরব শ্রমিকের তুলনায় অত্যন্ত মহার্ঘ্য, অথচ ইংরাজ বা আমেরিকা শ্রমিকের মত নিপুণ নয়। আজকে তারা যে ব্যবসার উন্নতি দেখছে, এটা একটি আকস্মিক ঘটনার ফল। যুদ্ধের জন্য তারা কোথাও ৫ গুণ লাভ ক'রেছে। কারণ সামরিক ব্যবসায় বর্ত্তমান ইহুদীগণ সমস্ত রাষ্ট্রের কর্ণধার। তারা নিজেদের ব্যবসাকে রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধের নাম দিয়ে নিজেদের বাণিজ্য সুরক্ষিত ক'রছে, যুদ্ধের পরে যখন রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা নষ্ট হ'য়ে যাবে, তখন ইহুদী বাণিজ্য বহু পরিমাণে শিথিল হ'য়ে যাবে। আপনি নিশ্চয়ই ইহুদীদের উপনিবেশগুলি দেখে খুব মুগ্ধ হ'য়েছেন। কিন্তু, এই উপনিবেশগুলির বাইরের চাকচিক্য যত বেশী, অন্তঃসার তত সুদৃঢ় নয়। উপনিবেশগুলির ব্যয় অত্যন্ত বেশী, তারা ইংলণ্ড ও আমেরিকার অর্থসাহায্যের উপর নির্ভর করে। কিন্তু বাহিরের অর্থ সাহায্যের উপর নির্ভর ক'রে কোন জাতি চিরকাল আত্মরক্ষা ক'রতে পারে না এবং ইহুদীগণ এমন জাতি নয় যে অনন্তকাল ধ'রে কাহাকেও সাহায্য ক'রে যাবে। তারপর ইহুদীগণ প্যালেষ্টাইনে যে অর্থ ও সম্পদ বৃদ্ধি ক'রেছে, তা প্যালেষ্টাইনেরও নয়, আরবজাতিরও নয়। সেটা একান্ত ইহুদীদের, সে সম্পদ অন্য কোন জাতির নয়, সেটা ইহুদীদের।

উঃ—হে প্রিয় অধ্যাপক বন্ধু, এই মন্তব্য একটা মিথ্যা আশ্বাস—কেবল কথার কথা (Propaganda), আপনি ইহুদীদের জানেন না। এদের ইতিহাসই এদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। বর্ত্তমান যুগে এত বেশী সময় নেই যে মানুষ একটা জাতির প্রাণ নিয়ে এত বড় একটা পরীক্ষা ক'রতে পারে। যদি ইহুদীদের এদেশে আবার উপনিবেশের অনুমতি দেওয়া হয়, এবং তারা যদি একটু দন্তস্ফুট করে তবে এর শেষ হ'বে না। যদি ইহুদী নেতাদের আদর্শ, কর্ম্মপদ্ধতি এবং জীবনধারা আলোচনা করেন এবং বর্ত্তমান যুগে জেরুজালেমে ইহুদী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা আলোচনা করেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে তারা অত সরল এবং নিঃস্বার্থ নয়।

আমি দেখলাম, আরব-ইহুদী সমস্যা নিয়ে আর বেশী আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের ব্যবধান এত বিশাল যে যুক্তির স্থান এখানে নেই। এই মেঘ, রক্তবর্ষণ ভিন্ন শান্ত হবে না। ডাঃ কেনান আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, আমি ইহুদী এবং আরব সমস্যা নিয়ে একখানি পুস্তক রচনা ক'রতে প্রস্তুত আছি কি না। তিনি বল্লেন, আমি আরব, ইহুদী বা মুসলমান নই সুতরাং আমার সিদ্ধান্তগুলি নিরপেক্ষ হ'বে। আমি আমার অক্ষমতা জানিয়ে এই তিক্ত সমস্যায় হস্তক্ষেপ করার দায় থেকে মুক্তি প্রার্থনা ক'রলাম। তিনি বল্লেন, আপনি ভারতবাসী হ'য়েও আরব ইহুদী সমস্যার গতি অনুধাবন করেছেন। ভারতবাসীরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং সহানুভূতিসম্পন্ন। আপনার আরবজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত সুগভীর। আমার ইচ্ছা, আপনি ঐ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। আমি আশা করি, আপনার চেষ্টায় পৃথিবী অনেক সত্য সংবাদ পাবে। আমি তাঁর কথায় কৃতার্থ হ'য়ে তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম এবং এ সম্বন্ধে কিছু লিখব ব'লে প্রতিশ্রুতি দিলাম।

তারপর তিনি আমাকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রলেন, অধ্যাপক চৌধুরী, মিঃ গান্ধীর অ-সহযোগ আন্দোলন কেমন চলেছে? মিঃ জিন্নার পাকিস্থান কতদূর অগ্রসর হ'ল? মিঃ জওহরলাল নেহরু আর কত দিন জেলে থাকবেন? মিঃ সুভাষ বসুর সৈন্য বর্ম্মায় কতদূর এগিয়েছে?

এই চারিটি প্রশ্নে আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে ডাঃ কেনান ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য নেতাদের মত অজ্ঞ ন'ন। আমার উত্তর শু'নে তিনি বল্লেন, ভারতীয় মুসলমান যথেষ্ট বুদ্ধিমান, আমরা আশ্চর্য্য হ'যেছি যে তারা বিদেশের সাম্রাজ্যবাদের কি ক'রে সহায়তা করেন! নয় কোটি মানুষ কখনও সংখ্যালঘিষ্ঠ হ'তে পারে না। সংখ্যায় তারা লঘিষ্ঠ হলেও শক্তিতে তারা আত্মরক্ষা করতে পারে। তারপর হিন্দু ইতিহাস আলোচনা ক'রলে দেখা যায় যে তারা সংস্কারবশতঃ অহিংসা মতবাদী, তারা নিজেরা বাঁচতে চায় এবং অপরকেও বাঁচতে দিতে চায়। একটু পরে তিনি আবার বল্লেন, ভারতীয় মুসলমানদের ভয় তাদের অন্তরের কথা নয়, ইহা ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদের কথা। এই নিয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ আলোচনা হ'ল। পরে তিনি আমাকে ভারতবর্ষের জীবনযাত্রার উপরে যুদ্ধের প্রভাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আমি মেদিনীপুরের ঘূর্ণাবাত্যা, পূর্ব্ববঙ্গের বন্যা, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষ এবং সে সম্বন্ধে কোন কোন রাজপুরুষের উক্তি জানিয়ে দিলাম। তাঁর স্ত্রী এতক্ষণ

পরে আমাদের আলোচনায় যোগ দিলেন। তিনি ইউরোপে বিগত যুদ্ধের পরে দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। আমি বাংলাদেশের অনশন—মাতার সন্তানবিক্রয়, পারিবারিক বন্ধনশৈথিল্য, ভদ্রকন্যার বারাঙ্গণা-বৃত্তির কাহিনী—একের পর এক ব'লে গেলাম। সেই দুর্ভিক্ষের সময় আমি মধ্যবিত্ত দুঃস্থদের সাহায্য বিভাগে কিছু কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম ; আমি একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মাতা—পথ প্রান্তে মৃত সন্তানের পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিলেন এক হাতে ভিক্ষাপাত্র অপর হাতে একটি মুমূর্ষু সন্তান, অতিকরুণ দৃষ্টিতে পথিকের করুণ যাচ্ঞা ক'রছিলেন—সেই দৃশ্য বর্ণনা ক'রলাম। ডাঃ কেনান বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন যেন আমি অতীত যুগের পুরা কাহিনী ব'লে যা'চ্ছি। হঠাৎ ডাঃ কেনান অতি দ্রুত পদ বিক্ষেপে কক্ষের অপর প্রান্তে চলে গেলেন, পিয়ানোর পার্শ্বে ব'সে অতি করুণ একটি সুর বাজিয়ে গেলেন। আমি মিসেস্ কেনানকে ডাঃ কেনানের বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা ক'রতে যা'চ্ছিলাম। তিনি অধর প্রান্তে অঙ্গুলি স্থাপন ক'রে নীরবতার ইঙ্গিত ক'রলেন। সমস্ত কক্ষ নীরব ; পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীও নীরব। আমরা আমাদের নিশ্বাসের শব্দ অনুভব ক'রছিলাম মাত্র। একটি শোকার্ত্ত নীরবতা সমস্ত কক্ষটিকে আচ্ছন্ন ক'রে রে'খেছিল। প্রায় পনের মিনিট পরে ডাঃ কেনান অত্যন্ত ধীর পদবিক্ষেপে আমার পাশে এসে ব'সলেন। অশ্রু অবিরল ধারায় তাঁর গণ্ডদেশ বে'য়ে প'ড়ছিল। মিসেস্ কেনান ব'ল্লেন, আমার স্বামী পিয়ানোর সুরে সুর মিলিয়ে কাঁদছিলেন। যখনই তিনি কাঁদতে চান, তখন পিয়োনার সাথেই কাঁদেন। আপনার বর্ণিত দুর্ভিক্ষের করুণ কাহিনী আমার স্বামী সহ্য ক'রতে পারেনি নি। ডাঃ কেনান শুধু বল্লেন, বর্ত্তমান সভ্য জগতের এই বিশ লক্ষ লোকের অনশনে মৃত্যু কি ক'রে সম্ভব হ'ল!

রাত্রি ১২টা বেজে গেছে, এবার আমাদের যেতে হ'বে। ডাঃ কেনান অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে আমাকে বিদায় দিলেন। তাঁর বিদায়ের বাণী,—অধ্যাপক চৌধুরী, বোধ হয় জীবনে আমাদের আর সাক্ষাৎ হ'বে না, কিন্তু আমি আজকের এই আলোচনার ভিতর দিয়ে আপনাকে এবং আপনার দেশকে যতদিন বাঁচি স্মরণ রা'খব। জানি না, আপনাদের দুর্ভাগা দেশ কোন্ পাপের ফলে এই বীভৎস শাস্তি পেয়েছে! তিনি বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত এলেন, বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি যেন আমাদের এই করুণ কাহিনীর সহানুভূতিতে বহির্জগতের নীরব সমবেদনা জানা'চ্ছিল। আমি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত চিত্তে এই মহাপ্রাণ

ব্যক্তির সঙ্গত্যাগ ক'রলাম। আমার জীবনের এই করুণ মুহূর্ত্তগুলি আমরণ সাথী হ'য়ে থাকবে।

৩ রা ফেব্রুয়ারী '৪৫

আজকে ভোরে আমরা দক্ষিণে জাফা তোরণ অতিক্রম ক'রে **বয়েত্-উল্-হাম** যা'চ্ছি; আমাদের পথে পড়েছে হিনোমের উপত্যকা, সুলেমানের ঝরণা, মেথু বর্ণিত মাগি জলকূপ, গ্রীক মঠ, মার এলিস, কাড়ুনের উপত্যকা এবং বাইবেল বর্ণিত বহু স্থান। মাউণ্ট অব অলিভ, আবি সালেম এর সমাধি, জেত সামেন এর উদ্যান প্রভৃতি অনেক কিছু দেখলাম।

বেথ্লেহামের পাহাড় প্রায় ২৫৫০ ফিট উচ্চ; খৃষ্টান জনসংখ্যা প্রায় ১২০০০। এই স্থানেই যীশু খৃষ্ট জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন। এখানে তাঁর জন্ম এবং কর্ম্মের বহু ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঘটনা জড়িত আছে। পৃথিবীর সমস্ত খৃষ্টান এই বেথ্লেহামকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে, ইহা খৃষ্টানদের মহাতীর্থ। আমরা পোঁছাবামাত্র বহু পাণ্ডা উপস্থিত হ'ল। কিন্তু ডাঃ মনসুরকে দেখে তারা স'রে গেল, কারণ বিশেষ কোন লাভের আশা তারা দেখে নি। এই ধর্ম্মের পাণ্ডা সমস্ত দেশে প্রত্যেক তীর্থক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। এখানকার গীর্জ্জার প্রবেশদ্বার অতিশয় সঙ্কীর্ণ, অনুচ্চ এবং অনাড়ম্বর। ডাঃ মনসুর বলেছিলেন, ইচ্ছা করেই খৃষ্টানগণ এই ধর্ম্মমন্দিরের প্রবেশপথ অত্যন্ত নীচু ক'রে রেখেছে, কারণ এখানে মানুষ নতশিরে প্রবেশ ক'রবে এবং ইহা মানুষকে দীনতা শিক্ষা দেবে। কিন্তু আমার মনে হ'ল, ক্রুসেড যুগে অত্যাচারের ভয়ে খৃষ্টানগণ এই গীর্জ্জার প্রবেশপথটি নিরাপত্তার জন্য অতিশয ক্ষুদ্র ক'রে রেখেছে। এই গীর্জ্জাটি ৩২৬ খৃঃ অব্দে সম্রাট মাতা সেণ্ট হেলেনার আদেশে নির্ম্মিত হ'য়েছিল; এই গীর্জ্জার অভ্যন্তরে ক্রুসেডের যুগের মোজেক-খচিত স্তম্ভ সজ্জিত রয়েছে, ৪৫টি প্রদীপ্ দিবারাত্রি জলছে। এখানেও কোন বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা নেই। এই গীর্জ্জার অভ্যন্তরেই যীশুর জন্মস্থান এবং এটিই তাঁর শৈশবাবাস। এখানে শৈশবাবাসের অন্যান্য স্মৃতি জড়িত রয়েছে এবং এই স্থানেই তাঁর পুনরুত্থান হ'য়েছিল। যীশুর জন্মের অব্যবহিত পরে তাঁকে লুকিয়ে গোপন স্থানে গরুর খাদ্যের গামলায় রাখা হ'য়েছিল, সেটি আমাদের দেখিয়ে দিলেন। প্রাচীর গাত্রে নানাপ্রকার তৈলচিত্রে যীশুর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা অঙ্কিত রয়েছে। যীশুমাতা মেরীর চিত্র,—তাঁর কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের চিত্র

এবং ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সংবাদে মেরীর বিহ্বল অবস্থার চিত্র অতি করুণ! ডাঃ মনসুর স্বয়ং খৃষ্টান, সুতরাং তিনি প্রত্যেকটি ঘটনা অতি প্রাঞ্জল এবং আবেগময়ী ভাষায় বর্ণনা ক'রে যা'চ্ছিলেন। তারপর আমরা দেখলাম, যীশুর প্রত্যাবর্ত্তনস্থান, ভগবানের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের স্থান এবং খৃষ্টানদের বিশাল প্রার্থনাপ্রাঙ্গণ। বত্রিশটি বিভিন্ন শ্লোকে বিভিন্ন জাতি যীশুখৃষ্টের স্তব এবং প্রার্থনা প্রাচীর গাত্রে অঙ্কিত করেছে। এই অঙ্কিত চিত্রগুলি প্রায় মস্‌জিদ-উল্-আক্‌সার চিত্রের অনুরূপ।

এবার আমরা হেব্রন শহর দেখতে গেলাম, এই স্থানের অপর নাম খলিল্‌উল্লাহ্ (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বন্ধু)। ইহুদীদের আব্রাহাম তথা মুসলমানদের ইব্রাহিম—আল্লার বন্ধু ছিলেন ব'লে এই স্থানের নাম খলিলুল্লাহ্। ইব্রাহিমের সমাধিস্থান, জেরুজালেম থেকে ২৪ মাইল দূরে; অত্যন্ত অপরিষ্কার কক্ষ, বিশেষ ক'রে আজ ভয়ানক বৃষ্টি। যদিও স্থানটি প্রধানতঃ ইহুদীদের তীর্থস্থান, তবু মুসলমানগণ এই ইহুদী এবং খৃষ্টান মহাপুরুষদের সমাধিকে সম্মানের চক্ষে দেখে। তারা বিগত কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত এই স্থানের উপর আধিপত্য করেছে। এই মস্‌জিদের ইমাম আমাদের কফি পানে তৃপ্ত ক'রে মস্‌জিদের সংলগ্ন অনেক ঘটনার বর্ণনা ক'রে গেলেন। আমরা আব্রাহামের সমাধি, তাঁর স্ত্রী সারার সমাধি, তাঁর পুত্র আইজাক এবং জেকবের স্ত্রী রাকেয়ার সমাধি পরিদর্শন ক'রলাম। সমস্ত মৃতদেহ এই কবরের নীচে—একই স্থানে প্রাচীন ইহুদী নিয়ম অনুসারে প্রোথিত র'য়েছে। কিন্তু ভূমির উপরে বিভিন্ন স্থানে এক একটি সমাধিফলকে বিভিন্ন মহাপুরুষের নাম খোদিত র'য়েছে। প্রত্যেকটি সমাধি অত্যন্ত সুসজ্জিত এবং সুচিত্রিত। মহম্মদের পদচিহ্ন অঙ্কিত একটি প্রস্তরখণ্ড এই স্থানে রক্ষিত আছে ব'লে ইমাম আমাদের দেখিয়ে দিলেন। জেরুজালেম গীর্জ্জায় আমরা যীশুখৃষ্টের পদচিহ্ন অঙ্কিত একটি প্রস্তরখণ্ড দেখেছি। আমাদের সঙ্গী কয়েকজন ভক্ত মুসলমান এখানে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে নামাজ পড়লেন। নামাজের পর ডাঃ লাহেটা বল্লেন, আজকে আমার জন্ম সার্থক, আমি নিশ্চয়ই বেহ্‌স্তে যাব, কারণ আমি আবু হানিফার নির্দ্দেশিত সমস্ত ইসলাম তীর্থস্থানে জিয়ারৎ সম্পন্ন ক'রলাম।

আমরা জেরুজালেমে ফিরে এসেছি, কায়রোর পথে ফিরে চলেছি। মিশরের কন্‌সালের দরবার থেকে আমাদের ছাড়পত্র নিতে হ'বে। আমি শুনলাম, আমার ছাড়পত্র নিয়ে বেশ একটু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হ'য়েছে, কারণ

আমি ভারতবাসী ব'লে ব্রিটিশ কন্‌সাল আমার অভিভাবক এবং তাঁর বিশেষ অনুমতি ব্যতীত আমার প্যালেষ্টাইন ত্যাগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার একার জন্য সমস্ত ডেলিগেশনের অপেক্ষা করা অসম্ভব। সুতরাং মিশরের কন্‌সাল নিজে গিয়ে ব্রিটিশ কন্‌সালের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আমার "চরিত্র" সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়ে ছাড়পত্র যোগাড় নিয়ে এলেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

আমরা জাফার পথে পাহাড় এবং উপত্যকার মাঝখান দিয়ে চলেছি। পথের দু'দিকে বহুস্থানে ইহুদী উপনিবেশ, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী ইহুদী নিবাস সূচনা করে। জাফায় আমার সঙ্গে আরব বেতার কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ডাঃ সিদ্‌কীর দেখা হ'ল। তাঁর সাথে আমার দরুজী হোটেলে সাক্ষাৎ হ'য়েছিল। তাঁর সঙ্গে ভারতবাসী ডাঃ হাসান সুরাবর্দ্দীর পরিচয় আছে, তিনি ডাঃ সিদ্‌কী প্রণীত "ইসলাম এবং নাৎসীজম" পুস্তকের ভূমিকা লিখেছেন। ডাঃ সিদ্‌কী ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত রাশিয়ায শিক্ষা লাভ ক'রেছেন। তিনি আমাকে জাফা রেডিওতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুরোধ ক'রলেন, কিন্তু ব্রিটিশ কন্‌সালের অনুমতি না নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া সমীচীন হবে কি না এ বিষয়ে ডাঃ লাহেট্ট সন্দেহ প্রকাশ ক'রলেন। সুতরাং দলপতির মতকে উপেক্ষা ক'রতে পা'রলাম না। তারপর ডাঃ সিদকী আমার সঙ্গে রাশিয়ার সমাজতন্ত্র নিয়ে আলোচনা ক'রলেন। তিনি ব'ল্লেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাশিয়াতে অর্জ্জন করা যায় এবং কোন লোক যত ইচ্ছা উপার্জ্জনও ক'রতে পারে; কিন্তু সমস্ত অর্থ রাশিয়াতেই গচ্ছিত রাখতে হ'বে, বিদেশে অর্থপ্রেরণ নিষিদ্ধ। যথেচ্ছ ভাবে অর্থ অর্জ্জন করার ক্ষমতাও র'য়েছে, কিন্তু সরকারী নিয়ম এমন যে ইচ্ছা থাকলেও খরচ করার উপায় নেই, কারণ বিনা অনুমতিতে কোন জিনিষই ক্রয় করা চ'লে না, এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন জিনিষ ক্রয় করার অনুমতি সরকার দেবে না। ভূমি ক্রয় করা এবং বাড়ী তৈরী করা চলে, কিন্তু সে বাড়ী হ'বে সরকারের নিয়মানুযায়ী একটি বিশেষ স্থপতি-রীতি অনুসারে। ব্যক্তিগত আয়কে রাশিয়া জাতির আয় ব'লে বিবেচনা করে এবং প্রত্যেক ব্যাঙ্কই সেখানে জাতীয় ব্যাঙ্ক। অতিরিক্ত আয় দ্বারা কেবল মনের তৃপ্তি ছাড়া অন্য কোন সুবিধাই হয় না। ডাঃ সিদ্‌কী রাশিয়ার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রলেন এবং বল্লেন, রাশিয়ার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হ'লে পৃথিবী সুখের হ'বে, কারণ প্রত্যেক মানুষ তার ন্যূনতম

দ্রব্যাদি সুলভে পাবে। তিনি বিদায় মুহূর্ত্তে আমাকে তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ করবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

জাফা থেকে আমরা টেস্-এল্-ইভ্ চলেছি। এই স্থান ইহুদী সভ্যতার কেন্দ্র এবং মুসলমানদের চক্ষুশূল। ইদানীং কোন মুসলমানই এই ইহুদী নগরে সুস্থ মনে প্রবেশ করে না, বিশেষ ক'রে আরব মুসলমান। আমাদের ডেলীগেশন মিশর থেকে এসেছে, মিশরবাসীরা আরব বলে দাবী করে এবং সম্প্রতি মিশরে লর্ড ময়েনের হত্যাকারী দুই জন ইহুদী যুবকের প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'য়েছে সুতরাং টেল্-এল্-ইভ্ প্রবেশের জন্য মিশরের কন্‌সাল একটি বিশেষ ছাড়পত্র সংগ্রহ ক'রেছেন। শঙ্কিতচিত্তে আমাদের ডেলীগেশন টেল্-এল্-ইভে প্রবেশ ক'রেছে। আমরা ভূমধ্যসাগরের তীর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ পথে চ'লেছি, পথে তিনবার আমাদের মোটর থামিয়ে পরীক্ষা করা হ'য়েছে। এই তীরভূমি প্রস্তরমণ্ডিত এবং পরিখাবেষ্টিত। মাঝে মাঝে বিরাম কুঞ্জ, উপরে চন্দ্রাতপ; কোথাও বিশ্রামাগার এবং সন্তরণের ব্যবস্থা র'য়েছে। পথের অপর পার্শ্বে কফি-হাউস, রেস্তোরা, মদের "বার", স্নানাগার, দোকান, সিনেমা, নৃত্যমঞ্চ এবং রঙ্গালয়; বিলাসী মানুষের জন্য প্রচুর আয়োজন। নগরের প্রত্যেকটি পথ পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে এবং সাগরের প্রান্তে মিশেছে, —অতি সরল, সুপরিসর এবং পরিচ্ছন্ন। দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র মুরসুমী ফুলের বাগান, তার পরেই বিপণি-শ্রেণী। এখানে প্রত্যেকটি দোকানেই জিনিষগুলি এমন সুন্দরভাবে সাজান যে অনায়াসে পথিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'তে বাধ্য। এখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জ্জনের অধিকার রয়েছে। এই স্থানটি ইহুদীগণ অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রচুর অর্থব্যয় এবং অনেক আশা নিয়ে তৈরী ক'রেছে এখনও শেষ হয়নি। আমার বেরুথ্ সহরটিই বেশী ভাল লেগেছিল, কারণ সেখানে পর্ব্বত র'য়েছে এবং পথগুলি অ-সরল, আঁকাবাঁকা এবং গৃহের অবস্থান কোন বিশেষ নিয়ম মেনে চলে না। বহু যুগ ধরে বেরুথ নগর তৈরী হ'য়েছে, সুতরাং তার আবেষ্টনীর ভিতরে প্রকৃতির হস্তচিহ্ন র'য়েছে। যদিও টেল্-এল্-ইভ্ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরী; এর প্রত্যেকটি পথ, প্রত্যেটি গৃহ, প্রতিটি মানুষ পর্য্যন্ত নিয়মের অধীন, এর সব কিছুর ভিতরে ঐশ্বর্য্য এবং আড়ম্বরের প্রাধান্য। এখানে দারিদ্র্যের কোন চিহ্ন নেই। প্রত্যেকটি মানুষ অনিন্দ্যসুন্দর, তাদের পরিচ্ছদ সুসংবদ্ধ এবং তারা যে বিজয়ী সে কথা তাদের দেহে, পরিচ্ছদে প্রতিফলিত হ'চ্ছে। মাঝে মাঝে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অবনত মস্তকে চ'লেছে, বোধ হয়

তারা এই ঐশ্বর্য্য ও প্রাচুর্য্যের মধ্যেও জার্ম্মাণ কর্ত্তৃক বিতাড়নের নিদারুণ অপমান এবং ক্ষতি ভুল্‌তে পারে নি।

হঠাৎ মধ্যপথে আমাদের প্রত্যাবর্ত্তনের সময় একদল ইহুদী পুলিশ আমাদের মোটর আবেষ্টন ক'রে আরব মোটর চালককে গাড়ী থেকে নামিয়ে নিল। পুলিশের সঙ্গে গাড়ীচালকের অত্যন্ত রুক্ষ ভাষা চ'লেছিল, আরবী ভাষার গালাগালি বেশী সুশ্রাব্য নয়। কয়েকটি ছাত্র বেশী ভীত হ'য়েছিল; আল্ হোসেন আমাকে বল্লে, আপনি তো মুসলমান ন'ন বা আরবও ন'ন, আপনি এদের সঙ্গে ইংরাজীতে আলাপ ক'রে মোটর চালককে ছাড়িয়ে আনুন। কিছুক্ষণ পরে মোটর চালকের নাম, ঠিকানা এবং নম্বর নিয়ে মুক্তি দেওয়া হ'ল। আমরা আবার সাড়ে ৫টার সময় জাফাতে ফিরে এলাম।

তখনও আমাদের সহযাত্রী আব্বাস্ সেলিম ফিরে আসে নি। সে আমাদের সঙ্গে টেল্-এল্-ইভ পরিদর্শনে যায় নি। শুনলাম, সে হাইফাতে অলিভ অয়েল ইত্যাদি খরিদ করবার জন্য বাজারে গিয়েছিল। এই ছেলেটি আল্ হোসেন এবং আল সায়ুতির সঙ্গে মিলে অনেক রেশম ও পশমের বস্ত্রাদি খরিদ ক'রেছিল এবং কতগুলি লোহার পেরেকও নিয়েছিল। তারা কায়রোতে গিয়ে এই সমস্ত জিনিষের ব্যবসা ক'রবে। এ কথা সত্য কিংবা মিথ্যা, আমি জানি না; তবে ডাঃ লাহেটা বল্লেন, তিনি এবার সীমান্তে কাষ্টমস্ বিভাগের কোন দায়িত্ব গ্রহণ ক'রবেন না এবং তাঁকে একটু অসন্তুষ্ট দে'খলাম।

আমরা ৬-১৫ মিনিটে লিডা রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌছেছি। গাড়ীর এখনও এক ঘণ্টা দেরী। ষ্টেশনের কুলীরা অত্যন্ত সয়তান এবং রেলকর্ম্মচারী ও পুলিশ সহযোগে যাত্রীদের অনেক রকম প্রতারণা করে। কিন্তু এই সাময়িক উপার্জ্জন সত্ত্বেও রেলওয়ে কুলী কখনও ধনী হয় না। কায়রোতেও দেখেছি কুলীরা প্রবঞ্চক। আমরা প্রায় এক ঘণ্টা ধ'রে যাত্রা শেষে ভ্রমণ বিষয়ে আলাপ আলোচনা ক'রলাম। এই তিন সপ্তাহের নৈকট্য আমাদের ভিতরে একটি সখ্য ও বন্ধুত্বের সৃষ্টি ক'রেছিল। প্রত্যেকেই আমরা প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে জেনেছি। ডাঃ লাহেটা আজকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অনেক কথাই বল্লেন, কিন্তু তাঁর স্বচ্ স্ত্রীর ব্যাপারটির উল্লেখ ক'রলেন না। আমি আমার কায়রোর বন্ধু-বান্ধবদের জন্য ১০০টি বিখ্যাত জাফা কমলালেবু কিন্‌লাম। ওজন প্রায় ৪০ পাউণ্ড, মূল্য ১৫ পিয়াস্তা। প্রবাসের পর আত্মীয় স্বজনের

সম্মুখে শূন্যহস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করা বহুক্ষেত্রে তাদের নিরাশ করার সমতুল্য। আমরা ৮টার সময় কায়রোর গাড়ীতে উঠলাম। আমাদের জন্য একটি সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী রিজার্ভ করা ছিল। সেখানে কোন ভীড় নেই, প্রত্যেকটি ছাত্রই আমাকে তার সেলুনে বসবার জন্য অনুরোধ ক'রল। আগামী কল্য প্রভাতে আমাদের এই আনন্দ উৎসব শেষ হ'য়ে যাবে, সুতরাং আজকের রাত্রি সকলেই পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ ক'রতে ইচ্ছুক।

মিশরের বিখ্যাত ধনীপুত্র উন্‌সি আমাদের সহযাত্রী। তিনি এবং তাঁর বন্ধু আলি ও মক্‌রম আমাকে ভারতবর্ষ ও তার চিন্তাধারা সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রবেন ব'লে তাদের সঙ্গে ব'সতে অনুরোধ ক'রলেন। এই উন্‌সি আমার সঙ্গে বা-আল বেকের পথে পুরুষ-নারীর সম্বন্ধ নিয়ে ফ্রয়েডের আলোচনার ভিত্তিতে অনেক প্রশ্ন ক'রেছিলেন। আমি তর্কের সময় নারি-পুরুষের অবাধ মিলন এবং সহশিক্ষার বিপক্ষে তীব্র আলোচনা ক'রেছিলাম। তাঁর ধারণা ছিল, আমি অবিবাহিত নারী-বিদ্বেষী। সুতরাং ঐ ধারণা মুছে ফেলবার অবসর তাঁকে দেই নি। আমি প্রত্যেক ছাত্রকে প্রশ্ন ক'রতে বল্লাম, অনেকেই ভারতীয় ফকীর ও যোগীর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রেছিল। কারণ তারা তরুণ। তান্‌তা এবং কায়রোর বহু সমাজে ও সমিতিতে অনেকেই আমাকে ভারতীয় দরবেশ ও সন্ন্যাসীর আধ্যাত্মিক শক্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল। এই সহযাত্রীদের অনেকেই বুদ্ধিমান্ এবং ভারতের সম্বন্ধে তাদের ধারণা যে সাধারণতঃ ভুল সেটা তারা বোঝে, কিন্তু ভুল যে কোথায়, তা, তারা জানে না। সুতরাং আমি এই সুযোগে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান-বৈশিষ্ট্য, ভারতের শিল্পকলা, হিন্দু-মুসলমানের সংস্কার, বর্ত্তমান দুরবস্থা প্রভৃতি অনেক কিছুই আলোচনা ক'রলাম। উন্‌সি ধর্ম্মে খৃষ্টান এবং অত্যন্ত বিলাসী ; অথচ আগ্রহশীল এবং অনুসন্ধানী। তাঁর প্রত্যেকটি প্রশ্ন বিজ্ঞানসম্মত। আমরা প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত আলোচনা ক'রে বিশ্রাম ক'রতে গেলাম।

ভোরের আলোয় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। প্যালেষ্টাইনের প্রান্তদেশ অতিক্রম ক'রছি, সুয়েজ খালের তীরে এসে আমাদের ট্রেন দাঁড়াল। এই সেই সুবিখ্যাত সুয়েজ—পৃথিবীর বহু দ্বন্দ্ব, রক্তপাত এবং বহু আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার প্রচ্ছদপট সুয়েজ। ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথার মত শিশুকাল থেকে এই সুয়েজ খালের গল্প শুনেছি। কায়রোর মোমের মিউজিয়মে সুয়েজ খালের পরিকল্পনা এবং তার সঙ্গে জড়িত খেদিব ইসমাইল এবং ফরাসী

ইঞ্জিনিয়ার কার্ডিনেও ডি-লাসেপস্ এর মূর্ত্তি দেখেছি। সুযেজ অতি ক্ষুদ্র একটি অববাহিকা—কলিকাতার গঙ্গার শাখার মতন বিস্তার। কোন রকমে দু'খানি বড় বাণিজ্য পোত যাতায়াত ক'রতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত গভীর। বর্ত্তমান যুগের পূর্ত্তবিজ্ঞানের অপরূপ কৌশলের পরিচয়। মিশরীয়গণ মনে করে, এই সুযেজ খাল খনিত না হ'লে বোধ হয় তাদের অর্থ নৈতিক অবস্থা এত দুঃস্থ হ'ত না,—মিশরের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস এত সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় এসে পৌছাত না। আমরা সুয়েজ খাল অতিক্রম ক'রে পথের দু'পাশে বহু সামরিক শিবির দেখলাম এবং ইউরোপীয় সামরিক শক্তির কিছু প্রমাণ পেলাম। সাড়ে ৭টার সময় একজন কাষ্টমস্ অফিসার এসে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আমাদের সঙ্গে কোন শুল্কোপযোগী দ্রব্য আছে কি না। প্রত্যেকেই অস্বীকার ক'রলেন, কিন্তু আধ ঘণ্টা পরে দামাস্কাসের ছাত্র হেল্‌মি বল্লে, কাষ্টমস্ অফিসার একটি ছাত্রের বাক্স খুলে কতগুলি রেশমের জিনিষ পেয়েছেন। অনেকের মুখেই একটা অস্পষ্ট আশঙ্কার ছায়া দে'খলাম, কারণ তারা প্রত্যেকেই রেশমের মোজা খরিদ ক'রেছিল। মোজার প্রতি জোড়ার জন্য ১৬ পিয়াস্তা ক'রে শুল্ক দিতে হ'বে। একটু পরেই দেখলাম, একটি বৃহৎ সুটকেশ মাথায় নিয়ে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী চলে যাচ্ছে. এই বাক্সের ভিতরে অনেক রেশমের জিনিষ আছে। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বিদেশের জিনিষ নিয়ে আসা বিধিসম্মত। শুল্ক দিলেই সব গণ্ডগোল মিটে যাবে কিন্তু ব্যবসায়ের জন্য বিশেষ অনুমতি ভিন্ন কোন জিনিষ মিশরে আমদানী করা যায় না, এবং এই বাক্সে নাকি প্রায় ৩০০০৲ টাকা মূল্যের রেশম র'য়েছে। তার উপর, অনেকগুলি লোহার পেরেকও আছে; শুনলাম আল্ হোসেন প্রায় দুই মণ লোহার পেরেক এনেছিল। আবার সকলের বাক্স খুলে পরীক্ষা করা হ'বে। একজন অফিসার আমাকে এসে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, আমার কাছে কোন রেশমের জিনিষ আছে কি না। আমি বল্লাম, কায়রোতে আমার স্ত্রী নেই, এমন কি বান্ধবী পর্য্যন্ত নেই সুতরাং রেশমের মোজার আমার প্রয়োজন নেই। ভারতে যথেষ্ট রেশম পাওয়া যায়। কাষ্টমস্ অফিসার এবং অন্যান্য সকলেই খুব উচ্চকণ্ঠে হেসে আমার সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রলেন। সিগারেট বিনিময়ের পর তাঁরা অন্যান্য সহযাত্রীদের কাছ থেকে যথারীতি শুল্ক গ্রহণ ক'রে বিদায় নিলেন। ডাঃ লাহেটা আমাকে বল্লেন, প্যালেষ্টাইনের পুলিশ কায়রোর

পুলিশের কাছে টেলীগ্রাম ক'রেছিল এই ডেলীগেশনের অনেকেই শুল্কোপযোগী জিনিষ নিয়ে যাচ্ছে, সুতরাং পথে মিশরীয় ছাত্রদের এই লজ্জাকার অপমান! হেলমী আমাকে ব'লেছিল, ডেলীগেশনের দু'টি ছাত্রের মতানৈক্যই এই অপ্রিয় ব্যাপারের কারণ। আমরা এই ব্যাপারে অত্যন্ত দুঃখিত হ'লাম। সমস্ত যাত্রার আনন্দ বহু পরিমাণে মলিন হ'য়ে গেল। যাক্, আমরা ১১টার সময় কায়রোতে এসে পৌছালাম, আবার এশিয়া থেকে আফ্রিকায় এসেছি। আমার এই অভিজ্ঞতা অভিনব!

মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণে অপূর্ব আনন্দ পেয়েছি। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করেছি। মধ্যপ্রাচ্যে মরুভূমির বৈরাগ্য, পর্ব্বতের ঐশ্বর্য্য, সমুদ্রের প্রাচুর্য্য অপরূপ। এ দেশের আতিথ্য লোভনীয়। এদেশে রাজনৈতিক চেতনা খুব সুচেষ্ট, বিদেশী প্রভুত্ব সহ্য করতে এরা বিন্দুমাত্র প্রস্তুত নয়। আরব আন্দোলনের ঢেউ সুদূর গ্রামেও অনুভূত হয়। ইহুদী জাতিকে অধিকাংশ আরব ঘৃণা করে। এরা রাশিয়ার প্রতি অহেতুকী প্রীতিমান; আমেরিকার সাহায্য প্রত্যাশা করে; ফরাসী জাতিকে নিন্দা করে; ইংরাজকে সন্দেহ করে। এ দেশের লোক ভারতবাসীকে করুণা করে, কারণ ভারত পরাধীন।

মিশরের ডায়েরী

তৃতীয় খণ্ড

মিশর

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫

লেবানন, সিরিয়া, উত্তর আরব, প্যালেষ্টাইন ভ্রমণ শেষ ক'রে কায়রোতে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রেছি। আমার বন্ধু নসর আল্-আসাদ আমার জন্য সোলেমান জওহারের আবাসে অপেক্ষা ক'রছিলেন; কারণ আজকে আমার পূর্ব্ব ব্যবস্থানুসারে কায়রো প্রত্যাবর্ত্তনের দিন। কায়রো আমার ভদ্রাসন নয়, এবং আমি মিশরীয় নই, তবু আমার এই প্রবাসের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য কি আকুল আকাঙ্ক্ষা! বিদেশে কয়েকদিন থেকেই কায়রোর জন্য একটা আসক্তি অনুভব ক'রছিলাম,—কায়রো প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আমি বেশ আগ্রহান্বিত হয়েছিলাম। জানি, কায়রো আমার প্রবাস, তবু এই প্রবাসের দিনগুলি আমার মিশরের প্রীতিতে ভ'রে উঠেছিল। আমার মনে হ'চ্ছিল,—যেন আমার প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য বহু কায়রো-বাসী উদ্‌গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা ক'রছেন। জানি, এই স্বল্প পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে হয়ত' জীবনে আর দেখা হবে না; তবু এদের সাময়িক সম্বন্ধ এত নিবিড় হ'য়ে উঠেছে যে, এদের কাছে ফিরে আসবার জন্য আমি মনে-প্রাণে বিরাট আকাঙ্ক্ষা অনুভব ক'রছিলাম।

আমি বায়েৎ-উল্-আরাবীর বাস ছেড়ে নগরের এক নূতন পল্লীতে এসেছি। আমার জন্য তান্‌তাব ভ্রাতৃদ্বয়, সাফি এবং ফোয়াদ্ সোলেমান জাওহারে বাস ক'রতে এসেছেন। আমার মোটর বাড়ীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াতেই নসর ছুটে এসে করমর্দ্দন ক'রে বললেন, আহ্‌লান্ ও সাহ্‌লান (স্বাগতম্); তাঁর মুখে চোখে কি আনন্দ! কি হাসি! বিদেশ-প্রত্যাগত বন্ধুকে পেয়ে তাঁর আনন্দ যেন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিল। আমি তাঁকে কতকগুলি কমলালেবু এবং প্যালেষ্টাইনের সিগারেট উপহার দিলাম। এই প্যালেষ্টাইনের রাজধানী জেরুজালেম সহরে তিনি তাঁর কৈশোর এবং প্রারম্ভ-যৌবনের বহু আনন্দময় মুহূর্ত্ত অতিবাহিত ক'রেছেন। আমি সেই জেরুজালেম থেকে ফিরে এসেছি, সুতরাং জেরুজালেমের সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাও স্মৃতিগুলির বিষয় তিনি একটির পর একটি প্রশ্ন ক'রে গেলেন। তাঁর কি আনন্দ! প্রায় এক ঘণ্টা প্রশ্নোত্তরের

পর তিনি আমাকে ব'ল্লেন,—আপনার ভ্রমণ সার্থক। ভ্রমণের পরিসর অল্প হ'লেও সংবাদ এবং দৃষ্টির বহুলতা আপনার যথেষ্ট।

আমরা স্নান ক'রে হোটেলে গিয়ে লাঞ্চ খেয়ে নিলাম। তারপর আমি বায়েৎ-উল্-আরাবীতে গিয়ে আমার ভারতবর্ষের ডাক সম্বন্ধে সংবাদ নিলাম। প্রায় চার সপ্তাহ ভারতবর্ষের কোন সংবাদ পাইনি। সুতরাং আমি খুবই উৎকণ্ঠিত! আমি ভাগলপুরের চারখানি, একখানি ছোট্দির, একখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিঠি পেলাম। তারপর কায়রোস্থিত ইণ্ডিয়া ইউনিয়নের সভার বিশেষ অধিবেশনের আমন্ত্রণপত্র পেলাম। আমি পরিশ্রান্ত, তবু এই সভাতে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ আমিই এই সভার দিন ধার্য্য ক'রেছিলাম।

এই সভায় অনেক জটিল বিষয়ের আলোচনা হবে। আমরা বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের সাহায্যকল্পে একটি ছায়াচিত্রের ব্যবস্থা ক'রে প্রায় ১০,০০০্ টাকা তুলেছিলাম। সে সম্বন্ধে মিঃ নারু সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হ'চ্ছে, ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের সঙ্গে এই দুর্ভিক্ষের সাহায্যে সংগৃহীত অর্থের কোন সম্বন্ধ নেই। এই বিবৃতি দ্বারা পরোক্ষে মিশরবাসী ভারতীয়দের মতানৈক্য সর্ব্বসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। তার ফলে সাধারণ লোক মনে ক'রতে পারে যে, বিশেষ সৎকার্য্যেও ভারতবাসীরা এক হ'তে পারে না। অন্যদিকে, আমাদের এই দুর্ভিক্ষ সাহায্যের অভিনয়টি মিশরের রাজা ফারুকের পৃষ্ঠপোষকতায় অভিনীত হ'য়েছিল। সুতরাং মিঃ নারুর এই বিবৃতিতে মিশরের রাজার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হ'য়েছে। মিঃ গণেশিলাল এবং মিঃ দয়ালদাস এ বিষয়ে ব্রিটিশ কন্‌সালের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয়দের গ্লানিকর প্রচার কার্য্য বন্ধ করার জন্য অনুরোধ ক'রলেন। কয়েক দিন পূর্ব্বেই কায়রোর একটি সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হ'য়েছে যে, ভারতীয় নারী সাধারণতঃ এক সঙ্গে ছয়টি স্বামী গ্রহণ করে—ইত্যাদি, ইত্যাদি। তাঁরা মিঃ নারুকে সংযত করার জন্য কন্‌সালকে বিশেষভাবে অনুরোধ ক'রেছিলেন। কন্‌সাল উত্তর দিলেন,—প্রথমতঃ মিশরের সংবাদপত্রের উপর ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। মিঃ গণেশিলাল ব'লেছিলেন,—বিদেশে ব্রিটিশ কন্‌সাল ভারতীয়দের প্রতিনিধি এবং অভিভাবক-রূপে ভারতের গ্লানিকর সমস্ত ব্যাপারেই তাঁর প্রতিরোধ করা কর্ত্তব্য। তারপর, মিঃ নারুর ব্যাপারে কন্‌সাল বল্লেন,—ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন এবং ইউনাইটেড

এসোসিয়েশন—দু'টি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং মিঃ নাব্রুর এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তিনি কোন হস্তক্ষেপ ক'রতে পারেন না। তা' ক'রলে ব্যক্তিগত অধিকারের উপরেই হস্তক্ষেপ করা হবে! মিঃ গণেশিলাল তখন আরও কিছু অপ্রীতিকর আলোচনা ক'রে কন্‌সালের গৃহ ত্যাগ ক'রে আসেন। সে সমস্ত সংবাদ তাঁরা আজকের সভায় জানিয়েছেন। এ বিষয় আমাদের কর্ত্তব্য আমরা স্থির ক'রলাম।

৫ই ফেব্রুয়ারী, '৪৫

আজ ভোরবেলা আমি লাইব্রেরীতে যাই নি, কারণ, আমার ডায়েরী শেষ করার প্রয়োজন ছিল। সন্ধ্যাবেলা মিঃ মহীউদ্দিন আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন এবং আমার ভ্রমণ-বিবরণী শুনে খুব সন্তুষ্ট হ'লেন। তিনি আমাদের ডেলিগেশনের কয়েকজনের মুখে শুনেছেন যে, দামাস্কাসে আমাকে অত্যন্ত সাদর সম্বর্দ্ধনা করা হ'য়েছিল এবং আমার উপস্থিতিতে ভারতের বিষয় বহু অপপ্রচার সংশোধিত হ'য়েছে, আমার দামাস্কাসের বক্তৃতা সিরিয়ার বহু খবরের কাগজে প্রকাশিত হ'য়েছিল। সে সংবাদও তিনি শুনেছেন। তারপর আমরা মিঃ সালেহ্‌উদ্দিনের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বেরুলাম। কিন্তু ট্রামের রাস্তায় ইংলিশ ব্রীজের কাছে এসে দু'ঘণ্টা অপেক্ষা ক'রলাম, তবু ট্রাম এল না; কায়রোর ট্রাম-ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। কখনও ট্রামের পর ট্রাম অনবরত চ'লেছে,—প্রায় প্রত্যেক মিনিটেই, আবার কখনও বা আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা পর ট্রাম আসছে। কায়ারোর ট্রাম কোম্পানী বেলজিয়ামের মূলধনে পরিচালিত একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান; সুতরাং কায়রোবাসীরা এর উন্নতিকল্পে বিশেষ অবহিত নন। বেরুথ্‌ এবং দামাস্কাসের ট্রাম কায়রো অপেক্ষা ভাল। আমরা দু'ঘণ্টা অপেক্ষা ক'রে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আলোচনা ক'রে ফিরে এলাম। রাত্রিতে নসর আমাকে ব'ল্লেন—আমার অনুরোধে ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন তাঁকে একটি চাকুরী দিয়েছে। ভালই হয়েছে, বেচারীর কিছু অর্থ সাহায্য হবে।

৬ই ফেব্রুয়ারী, '৪৫

কলিকাতার প্রাক্তন মেয়র মিঃ আব্দুর রহমান সিদ্দিকী আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তনের-পথে কায়রোতে কয়েকদিনের জন্য অবস্থান ক'রছেন। মিঃ মহীউদ্দিন বল্লেন,—চলুন, মিঃ সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। আমি

তাঁকে বল্লাম,—আমার সঙ্গে মিঃ সিদ্দিকীর সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। তিনি কলিকাতার 'মর্ণিং নিউজ' পত্রিকার সম্পাদক এবং তাঁর পত্রিকায় আমার কায়রো আগমন সম্বন্ধে অনেক তিক্ত-কষায় মন্তব্য প্রকাশ করা হ'য়েছে; অবশ্য আমি এ কথাও জানিয়ে দিলাম যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক মিঃ মহীবুল হাসান্ আমাকে ব'লেছিলেন যে, আমার বিরুদ্ধে এবং অধ্যাপক জুবায়ের সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে প্রকাশিত মন্তব্যগুলি মিঃ সিদ্দিকীর অনুপস্থিতিতে প্রকাশ করা হ'য়েছিল এবং তিনি সে জন্য বিশেষ দুঃখিত। মিঃ মহীউদ্দিন আমাকে বল্লেন,—মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকী কর্কশভাষী হ'লেও অন্তরে তিনি সদাশয়। তিনি আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ ক'রলেন—যেন আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, কারণ সাক্ষাৎ পরিচয়ে মনের ক্লেদ অনেকটা দূর হ'য়ে যাবে। তখন মিঃ মহীউদ্দিন, মিঃ সিদ্দিকীর নিকট ফোন ক'রে জানালেন যে, আমি প্যালেষ্টাইন থেকে ফিরেছি; মিঃ সিদ্দিকী আমাকে আজকেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ ক'রলেন। আমার মনে হল, বিদেশে একজন ভারতবাসী অন্য কোন ভারতবাসীকে দেখলে নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন।

আমরা লাঞ্চের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে কায়রোর দক্ষিণ প্রান্তে একজন ইস্তাম্বুল নিবাসী চিকিৎসকের গৃহে মিঃ সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলাম। এই গৃহটি একটি বিখ্যাত প্রাচীন তুরস্কদেশীয় প্রাসাদ! এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে বহু তুর্কী চিত্রকরের অঙ্কিত চিত্র র'য়েছে এবং প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ সাজসজ্জা কোনটির মধ্যেই কোন আরব প্রভাব লক্ষিত হয় নি। মিঃ মহীউদ্দিন উপরে উঠে আমার আগমন সংবাদ দিতে গেলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মিঃ সিদ্দিকী এসে আমাকে সম্ভাষণ ক'রলেন—চৌধুরী সাহেব, শেষ পর্য্যন্ত আপনি মিশরে এসেছেন! আমি খুশী যে আপনার সাহস আছে। আমি একটু সংযত কণ্ঠে বল্লাম,—সেই ভাল, যার শেষ ভাল।

আমি ভেবেছিলাম, তিনি আমার সঙ্গে আরবী কিংবা উর্দ্দুতে কথা ব'লবেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার এবং সুললিত ইংরাজী ভাষায় আমার সঙ্গে কথা ব'লেছিলেন। অনেক কথার পর জিজ্ঞাসা করলেন,—মিশর আমার কেমন লেগেছে। আমি উত্তর দিলাম,—মিশরীয় মুসলমানগণ অত্যন্ত বিনয়ী, ভদ্র, বিশেষ ক'রে আমার প্রতি খুবই উদার। আমি এ বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্তও দিলাম। তারপর তিনি নিখিল আরব আন্দোলন সম্বন্ধে আমি মধ্যপ্রাচ্যে যা' দেখেছি তার বিষয় আলোচনা ক'রলেন। আমার মনে হল, তিনি বোধ হয়

আমার উত্তর শুনে অসন্তুষ্ট হন নি। তিনি ভারতবাসী ছাত্রদের ইউরোপ হ'তে দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে স্থলপথে তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক, পারস্য ভ্রমণ ক'রে আসা সঙ্গত মনে করেন। এর ফলে ভারতবাসীরা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম সভ্যতার পরিচয় পাবে। এর ফল উভয় পক্ষেই ভাল হবে। তারপর মিঃ সিদ্দিকী ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার বিষয় অনেক কথা ব'লে গেলেন। তার অধিকাংশই অপ্রাসঙ্গিক এবং বিদেশীয়দের সমক্ষে আমাদের দেশের বিষয়ে শ্রুতিকটু আলোচনা না ক'রলেই ভাল হ'ত। সেখানে ডাঃ নাজ্‌জার নামে একজন মিশরীয় অভিজাত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছিল এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুব উচ্চ। তিনি মিঃ সিদ্দিকীর আলোচনায় অনেকবার অত্যন্ত অস্বস্তি প্রকাশ ক'রেছিলেন। যাই হোক, মিঃ মহীউদ্দিন এবং আমি মিঃ সিদ্দিকীকে শনিবার সাড়ে চারটায় ইণ্ডিয়া ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মিঃ গণেশিলালের গৃহে চা পানের নিমন্ত্রণ ক'রে এলাম।

৭ই ফেব্রুয়ারী, '৪৫

আজ সন্ধ্যায় ওয়াই-এম্‌-সি-এর বুধবারের সান্ধ্য সম্মেলন। আল্‌-আজ্‌হার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সারনাগাবী মুসলিম স্থপতি সম্বন্ধে বক্তৃতা ক'রলেন। তিনি হজরত মহম্মদের বাসগৃহ থেকে আরম্ভ ক'রে কাবার মসজিদ, মদিনার প্রাঙ্গণ, জেরুজালেমের মসজিদ উল-আক্‌সা, দামাস্কাসের ওমরের মসজিদ, বাগদাদের আব্বাসিয় প্রাসাদ, কায়রোর ইবনে তুলুন এবং আয়ুবর মসজিদ, আল-আজ্‌হারের প্রাচীনতম মসজিদ, তুরস্কের রাজপ্রাসাদ, স্পেনের মুসলিম অট্টালিকা সম্বন্ধে অনেক কথাই ব'লে গেলেন। কিন্তু ভারতীয় ইসলাম স্থপতি সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নি। বক্তৃতা শেষে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম,—ইসলাম স্থপতিতে ভারতীয় মুসলমানের কি কোন দান নেই? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে সব কথা ব'লেছিলেন, তা' ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ শ্রুতিমধুর হবে না।

বক্তৃতা শেষে আমি এবং মিঃ সালেহ্‌উদ্দিন ইয়ং মেনস্‌ মুসলিম এশোসিয়েসন (Y. M. M. A.) পরিদর্শন ক'রতে গিয়েছিলাম। এই তরুণ সম্মেলনের উদ্যোক্তা একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক—তিনি প্রাচ্য সংস্কৃতিতে সুপণ্ডিত। তিনি গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রলেন এবং ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে

আলোচনা ক'রেছিলেন। ডাঃ ইকবালের Reconstruction of Islam সম্বন্ধে খুব উৎসাহের সঙ্গে কথা ব'লছিলেন। আমি ব'ল্লাম,—ডাঃ ইক্‌বালের দু'টি রূপ—একদিকে তিনি সম্পূর্ণ প্রতীচ্য, অন্যদিকে তিনি মুসলমান। এই দু'টি ধারা অনেক সময়ে ডাঃ ইক্‌বালকে আত্মস্থ থাকতে দেয় নি। অবশ্য এই দু'জন সুধী ভারতবর্ষকে বহুভাবে ইউরোপে পরিচিত ক'রে দিয়েছেন। আমি এই বৃদ্ধ মুসলমান পণ্ডিতকে রবীন্দ্রনাথের Personality এবং Internationalism বই দু'খানা পড়ে দেখতে ব'ল্লাম। রবীন্দ্রনাথ যে দেশ-কালের অতীত, সে কথা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রলাম। মিঃ সালেহ্ উদ্দিন রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে অনেক পুস্তক পাঠ ক'রেছেন। তিনি ভারতীয় এবং চৈনিক দর্শন সম্বন্ধে গভীর আলোচনা ক'রেছেন। প্রাচ্যের পুরাতন কাহিনী এবং শিল্পের ভিতরে যে একটি চিন্তাধারা নিরবিচ্ছিন্ন ব'য়ে গেছে—তার বিষয় অনেক কথা ব'ল্লেন। তিনি ব'ল্লেন,—ভারতবর্ষের নাম শিশুকাল থেকে আমাকে মুগ্ধ ক'রে রেখেছে। আমি একবার ভারতবর্ষে গিয়ে দেখব—কি উপাদানে সেখানে রবীন্দ্রনাথের মত মহামানবের সম্ভব হয়েছে। আমি তাঁকে ভারতবর্ষে আসবার জন্য আমন্ত্রণ ক'রলাম। আমার মনে হয়, অধ্যাপক হবীব এবং মিঃ সালেহ্ এর সঙ্গে পরিচয় না হ'লে আমার মিশরভ্রমণ ব্যর্থ হ'ত।

তারপর আমরা ভায়েনা সিনেমাতে একটি স্পেন দেশীয় চলচ্চিত্র দেখলাম—For whom the bell tolls—। বর্ত্তমান যুগের ক্রান্তিধারা ইউরোপে যে বিভিন্ন রূপ ধারণ ক'রেছে, তার একটি পূর্ণ ছবি! সত্যের প্রচ্ছদপটে কি ভীষণ বীভৎস ব্যাপার চ'লেছে! আমি মিঃ সালেহ্‌কে জিজ্ঞাসা ক'রলাম,—ভারতবর্ষের দুঃখ-দুর্দ্দশার কি শেষ হবে না? তিনি নীরব হ'য়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আবার আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম,—ভারতের হিন্দু-মুসলমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করে; মানুষের কথায় বিশ্বাস করে এবং অন্য দেশের সর্ব্বনাশ কামনা করে না; তবু কেন তাদের এই শাস্তি! এবার তিনি ব'ল্লেন,—ভারতের ধর্ম্মবুদ্ধিই ভারতের কাল হ'য়েছে। তাকে এবার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ক'রতে হবে। তবু এই দুঃখ-দৈন্যের ভিতরেও ভারতবর্ষই একান্তভাবে অতীতের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে চ'লেছে। প্রাচীন যুগের চীন ভিন্ন প্রায় সমস্ত জাতিই নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। আমি ব'ল্লাম,—ভারতের জীবন্ত সমাধি দেখে ভারতবাসী সান্ত্বনা পাচ্ছে না। আজ যে দুর্দ্দশার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষ চ'লছে, সেই দুর্ভোগের অভিশাপ বহন ক'রে

সে না বাঁচলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির ভিতরে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং স্বার্থত্যাগ দেখে আমি কেবল ভারতবর্ষের কথাই ভাবছিলাম। লিবিয়া, লেবানন, মিশরের রাজ্যগুলিও আমাদের করুণা করে, শ্রদ্ধা করে না। তারা যখন আমাদের উপদেশ দেয়, সান্ত্বনা দেয় এবং করুণা প্রকাশ করে, সত্যি তখন আমরা লজ্জিত হই। রাত্রি প্রায় একটার সময় মিঃ সালেহ্‌উদ্দিন আমাকে সোলেমান জাওহরের আবাসে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেলেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী, '৪৫

আজ আমি সারাদিন আমার আরব সাহিত্যের উপর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা ক'রেছি এবং বিকালে আমার ভ্রমণ-কাহিনীর অসমাপ্ত অংশকে সম্পূর্ণ ক'রেছি। প্রায় সমস্ত দিনে ১৫ ঘণ্টা কাজ হ'য়েছে, রাত্রে একটু অসুস্থতা অনুভব ক'রলাম।

৯ই ফেব্রুয়ারী, '৪৫

আজকে অধ্যাপক হবীবের সঙ্গে ইসলাম ও সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা হ'য়েছে। তিনি আমার পাণ্ডুলিপি খুব মনোযোগ সহকারে পাঠ ক'রেছেন। তিনি ব'ল্লেন—শেখ্‌-আবদুল আজিজ মারাগী আমার ইসলাম ও সঙ্গীতের পাণ্ডুলিপি পাঠ ক'রবেন এবং আমার সঙ্গে আলোচনা ক'রবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তারপরে আমরা গীতার আরবী অনুবাদ সম্বন্ধে আলোচনা ক'রলাম। মুসলমান উলেমাগণ প্রায় সমস্ত দেশের ধর্ম্মগ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ ক'রেছেন, এবং মোঘলযুগে পার্শী ভাষায় ভারতীয় বেদের অংশ, রামায়ণ ও মহাভারতের অংশ, উপনিষৎ এবং কয়েকখানি পুরাণ অনূদিত হ'য়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় গীতা এখনও আরবী বা পার্শী ভাষায় অনূদিত হয় নি। আকবরের সভাপণ্ডিত ও নবরত্নের অন্যতম শেখ্‌ ফৈজি শ্রীমদ্‌ভগ্‌বত গীতার একটি সামান্য অংশ পার্শীতে অনুবাদ ক'রেছিলেন, কিন্তু সেটা অসমাপ্তই র'য়েছে। অধ্যাপক হবীব আমাকে ব'ল্লেন,—গীতার আরবী অনুবাদ, উপক্রমণিকা এবং টীকা যদি সম্পূর্ণ করা যায়, তবে আরবী সাহিত্যের যথেষ্ট সমৃদ্ধি হবে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম,—শেখ্‌ মুস্তাফা মারাগী, শেখ্‌ উল্‌-আজ্‌হার যদি আমার অনুবাদের মুখবন্ধ লিখে দেন তবে বিশেষ

বাধিত হব। সে কথা শুনে তিনি চমকিত হ'লেন। তিনি সহাস্যে বল্লেন,—কোন রক্ষণশীল মুসলমান উলেমা এই ভারতীয় ধর্ম্মপুস্তকের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাবে সংশ্লিষ্ট হ'লেও তাঁর মর্য্যাদা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে; বিশেষ করে, সে উলেমা যদি আল্-আজহারের সংশ্লিষ্ট হন। তারপর তিনি নিজেই আমাকে ব'ল্লেন,—ডাঃ আজ্মি কিংবা ডাঃ তাহা হোসেন সম্ভবতঃ এই ভারতীয় ধর্ম্মগ্রন্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'তে দ্বিধা বোধ ক'রবেন না। আমি জানি, অধ্যাপক হবীব অত্যন্ত উদার এবং বুদ্ধিমান। কিন্তু আজ্হারের অধ্যাপক রূপে তাঁকে অনেক প্রাচীন ধারা অনুবর্ত্তন ক'রে চলতে হয়, কারণ এই বিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন-পন্থী লোকের অভাব নেই।

১০ই ফেব্রুয়ারী, '৪৫

আমি ৯ টার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের ডেলিগেশনের সহযাত্রী অধ্যাপক আবদুর রাজী, ডাঃ লাহেটা, সেক্রেটারী আমিন সালেহ্ এবং কয়েকটি ছাত্রের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁরা আমাকে পেয়ে খুব খুসী হ'লেন এবং জোর ক'রেই আমাকে তাঁদের ভোজনাগারে নিয়ে দু'গ্লাস দুধ পান করালেন। অধ্যাপক নাসিফ মিশরের মহিলা আন্দোলনের নেত্রী হুদা হাসুম্ সাররা-উইকে টেলিফোন ক'রে তাঁর সেক্রেটারীর সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রেছেন যে, তিনি আমার পরিকল্পিত "১৯৪৫ সালের মিশর" নামক পুস্তকের জন্য একটি স্মারকচিহ্ন উপহার দেবেন। হুদা হাসুম্ অত্যন্ত অসুস্থ, তবু তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য সময় নির্দ্ধারণ ক'রলেন।

আজ সন্ধ্যাবেলা মিঃ গণেশিলালের গৃহে মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকীর আমন্ত্রণ। ডাঃ নাজ্জার, মিঃ সিদ্দিকী, মিঃ মহীউদ্দিন এবং আমি একই মোটরে মিঃ গণেশিলালের গৃহে চ'লেছি। ডাঃ নাজ্জার প্রায় সব সময়ই মিঃ সিদ্দিকীকে তাঁর অবিবাহিত জীবনের জন্য রহস্য ক'রলেন। মিঃ সিদ্দিকী ব'ল্লেন—তিনি একটি তরুণী সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী রাজকন্যা পেলে মিশরে বিবাহ ক'রে আমেরিকায় ধর্ম্মপ্রচার ক'রতে যেতে প্রস্তুত আছেন। এই রহস্যালাপের ভিতরে ডাঃ নাজ্জার হায়দ্রামাউত নিবাসী একজন বিবাহ বিশারদ্ শেখের কাহিনী ব'লে গেলেন। এই শেখ্ ভদ্রলোকটি ইসলামিক ফেকা (আইন) বিষয়ে সুপণ্ডিত। তিনি প্রায় প্রত্যেক বৎসরই কোন-না-কোন মুসলমান দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং সেই প্রবাসের দিনগুলিকে আনন্দমুখর ক'রবার জন্য

তিনি সাময়িকভাবে কোন মুসলমান মহিলার পাণিগ্রহণ করেন এবং সে বিবাহ তিনি তাঁর প্রবাস শেষের দিনেই সমাধা করেন। সুরাভায়া নগরে একটি সুন্দর ঘটনা ঘটেছিল। এই শেখ্ যেদিন তাঁর বিবাহ সিদ্ধ করবার জন্য কাজির বিচারালয়ে উপস্থিত হ'য়েছিলেন, সেদিন মুসলমান ফেকার সম্বন্ধে একটি জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত হ'য়েছিল। হায়দ্রামাউথের শেখ্ মহোদয় সেই প্রশ্নটি সম্বন্ধে খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি অভিভাষণ দিলেন। কাজি এবং উপস্থিত অন্যান্য মুসলমানগণ তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে আমন্ত্রণ করেন এবং কাজির একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। কিন্তু শেখ্ মহোদয় ব'ল্লেন,—সে রাত্রে তিনি একটি মহিলার পাণিগ্রহণ ক'রবেন এবং একই রাত্রে দুই স্ত্রী বিবাহ করা বড়ই বিসদৃশ; কিন্তু কাজি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে শেখ্ মহোদয়কে তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ ক'রতে বাধ্য ক'রলেন। শেখ মহোদয় অনুগ্রহ ক'রে দু'টি নিয়েই সংসার আরম্ভ ক'রলেন এবং প্রবাসের দিনগুলি বোধ হয় তাঁর আনন্দেই কেটেছিল। প্রবাস ত্যাগ কালে দু'টি স্ত্রীকেই যথাযোগ্য অর্থদানে সন্তুষ্ট ক'রে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রলেন। এই কাহিনীটি সত্য এবং ডাঃ নাজ্জার এ বিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ দিলেন।

প্রবাসে বিবাহ করার প্রথা আরবদের মধ্যে প্রচলিত আছে এবং তাঁরা যখনই বিদেশে যান সাময়িকভাবে মোট সংখ্যা ৪টি পর্য্যন্ত বিবাহ করেন। পারস্যে সিয়া সম্প্রদায়ের ভিতরে মুতা বিবাহ (সাময়িক নির্দ্ধারিত কালের জন্য) অতি সাধারণ ব্যাপার। অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছেন,—আমি কায়রোতে বিবাহ ক'রেছি কি না, কারণ প্রবাসে এক বৎসর কাল একাকী জীবন যাপন করা, তাঁদের মতে নিরর্থক।

১১ই ফেব্রুয়ারী, '৪৫

কাল রাত্রে খুব বৃষ্টি হ'য়েছে। দুক্কির পথ অত্যন্ত কর্দ্দমাক্ত, সুতরাং আমি গীতার অবতরণিকা লিখ্‌লাম। সন্ধ্যায় মিনা শিবির থেকে মিঃ বানার্জ্জী, চৌধুরী এবং নায়ার এসেছিলেন। তাঁরা এবার হোলি উৎসব ক'রবেন। আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে গেলেন। এই সমস্ত ভারতীয় যুবক ভারতের বাইরে এসে বেশ সহৃদয় এবং অনেকটা সংঘবদ্ধ। তাঁদের সঙ্গে রাজা ফারুকের জন্মতিথি উৎসব দেখতে বেরুলাম। যদিও ইসলামে কোন রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা প্রারম্ভ যুগে হয়নি, তবু কালক্রমে অবস্থা বিবর্ত্তনে ইসলামে খিলাফৎ তথা সাম্রাজ্যবাদের

সৃষ্টি হ'য়েছে। সিরিয়া এবং মিশরের সংস্পর্শে এসে ইসলামে সাম্রাজ্যবাদ অত্যন্ত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। মিশরের ঐতিহ্য এবং প্রাচীন সংস্কার সাম্রাজ্যবাদের অনুকূল। গ্রামের নিরক্ষর কৃষকগণ সম্রাটকে প্রাচীন ফেরায়ুন প্রথা অনুসারে প্রায় ঈশ্বরের অংশ স্বরূপ বিবেচনা করে। ১৯২৪ এবং ১৯৩৫ সালের রাষ্ট্রবিধান অনুসারে মিশরে রাজার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হ'লেও প্রকৃতপক্ষে রাজা ফারুক রাষ্ট্র পরিচালনার অনেক সূক্ষ্মতম বিষয়েও হস্তক্ষেপ করেন। ইদানীং যুদ্ধের অবসরে তাঁর ক্ষমতা বহুভাবে লোপ পেয়েছে। আলি মেহের পাশা, নাহাশ পাশা এবং আহম্মদ মেহের পাশার মন্ত্রিত্ব গঠন ও পরিবর্ত্তনে তিনি ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিলেন।

রাজা ফারুকের জন্মোৎসব রাষ্ট্র ব্যবস্থা অনুসারে তিন দিন চ'ল্‌বে এবং এর অন্য আয়োজন প্রায় এক সপ্তাহ ধ'রে চ'লেছে। সুবিশাল রাজপথের বিভিন্ন স্থানে তোরণ নির্ম্মিত হ'য়েছে, নানা জাতীয় পুষ্পপত্র দিয়ে সেগুলি সাজান। বিচিত্র বর্ণের আলোকমালা বিভূষিত পথপার্শ্বের সুবিশাল অট্টালিকা,—রাজকীয় পতাকা প্রধান প্রধান প্রাসাদের উপর উড্ডীয়মান। আতস বাজির উৎসব, শিশু ভোজন, বিনামূল্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শন চলেছে—প্রত্যূষে রাজকীয় সৈন্য এবং কর্ম্মচারী রাজপথে পরিভ্রমণ ক'রছে। লোকে লোকারণ্য, দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বহুদূর থেকে রাজাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের জন্য রাজপ্রাসাদে সমবেত হ'য়েছেন। আরবদেশীয় রাষ্ট্রগুলি রাজা ফারুককে অভিনন্দন জ্ঞাপন ক'রেছে। ইউরোপীয় রাষ্ট্রদূতগণ রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হ'য়ে সম্ভাষণ জানিয়ে গেছেন। আমরা এই উৎসব দেখে রাত্রি দশটায় বাড়ী ফিরলাম। মিশরীয়গণ সত্যি রাজাকে দেশের প্রতীক ব'লে শ্রদ্ধা করে।

১২ই ফেব্রুয়ারী, '৪৫

আজ অধ্যাপক হবীবের সঙ্গে "১৯৪৫ সালের মিশর" আখ্যায় আমার পরিকল্পিত পুস্তকের আলোচনা ক'রতে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে দেখেই সহাস্যে ব'ল্লেন,—কাল মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকী মিশর বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন ক'রেছেন। ডাঃ হাসান তাঁকে ছাত্রদের সঙ্গে পরিচয় ক'রিয়ে দেবার উপলক্ষে ব'লেছেন,—হিন্দী অধ্যাপক চৌধুরীকে তোমরা জান, তাঁর অভিভাষণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তোমরা শুনেছ। তাঁর বিদ্যাবত্তা, আমরা শিশুকাল থেকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা' শুনেছি তার উপযুক্ত। অধ্যাপক চৌধুরীকে আমরা মিশরের

অধ্যাপকরূপে পেয়ে অত্যন্ত গৌরবান্বিত হ'য়েছি। মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকী সেই ভারতের লোক। তিনিও একজন গুণী এবং কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র। তোমরা শীঘ্রই তাঁর অভিভাষণ শুনে সন্তুষ্ট হবে। আমি অধ্যাপক হবীবের কথায় অত্যন্ত অপ্রস্তুত হ'লাম। মিশরীর পণ্ডিতগণ স্বভাবতঃই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং অধ্যাপক হাসান এ বিষয়ে একটু বেশী আধিক্য-দোষদুষ্ট। তারপর হঠাৎ অধ্যাপক হবীব জিজ্ঞাসা ক'রলেন—ভারতবাসী বোধ হয় পরস্পরের প্রশংসা করে না। আমি রহস্যালাপের ভিতর দিয়ে ব'ল্লাম,—আমাদের ধর্ম্মপুস্তকে র'য়েছে—আত্মপ্রশংসা শুনা বা কাহারও সম্মুখে তাঁর প্রশংসা করা পাপ।

এই ক'দিন থেকে মিশরে আরব সমস্যা নিয়ে খুব আন্দোলন চ'লেছে। সিরিয়ার প্রধান মন্ত্রী আরব যৌথরাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য কায়রোতে উপস্থিত হ'য়েছেন। সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো কনফারেন্সে আরব রাষ্ট্রগুলির সহযোগে কাজ করবে বলে প্রাথমিক সমস্যার বিষয় আলোচনা ক'রছেন। তাঁদের বিশ্বাস, একযোগে কাজ না ক'রলে আরবে ফরাসী, আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের প্রাধান্য স্থাপিত হবে। এই রাষ্ট্রগুলির এখনও কোন সুদৃঢ় ভিত্তি নেই। তবে এরা প্রত্যেকেই স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষী। বর্ত্তমানে তাদের সমবেত চেষ্টা প্যালেষ্টাইন থেকে ইহুদী-বিতাড়ন। আরব-ইহুদী সমস্যা অত্যন্ত জটিল। আজকের সমস্ত সংবাদপত্রে এই প্রধান আলোচনা। কিন্তু আজকের আরব কনফারেন্সে গৃহীত প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হয়নি।

১৩ই ফেব্রুয়ারী, '৪৫

আজ ডঃ হাসানের সঙ্গে দেখা ক'রেছি এবং তিনি যে আমার সম্বন্ধে প্রকাশ্যে প্রশংসাসূচক মন্তব্য ক'রেছেন, সেজন্য ধন্যবাদ দিলাম। সন্ধ্যায় ডাঃ ওয়ালি খাঁনের গৃহে চা-পানের নিমন্ত্রণে উপস্থিত হ'য়েছিলাম। ডাঃ ওয়ালি বল্লেন,—মিঃ নারু কায়রোতে মুসলিম লীগের শাখা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য চেষ্টা ক'রছেন এবং মিঃ সিদ্দিকীকে তার ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন। ডাঃ ওয়ালি খাঁনও নিমন্ত্রিত; কিন্তু তিনি এই ব্যাপারে যোগ দিতে অস্বীকার ক'রেছেন। অবশ্য আমি এ বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ করি নি এবং শেষ পর্য্যন্ত কি পরিস্থিতি হবে তাও বুঝতে পারিনি।

১৪ই ফেব্রুয়ারী, '৪৫

আজ সারাদিন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। ভোর সাতটা থেকে বারটা পর্য্যন্ত গীতার অনুবাদ নিয়ে কাজ ক'রেছি। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে কতগুলি পুস্তক দেখেছি। বায়েৎ-উল্-আরাবীতে গিয়ে মিঃ জানফালিকে আমার ঋণ পরিশোধ করবার জন্য ব'লেছি। তিনি তো ঋণ পরিশোধ ক'রলেনই না, বরং মিঃ মহীউদ্দিন সম্বন্ধে কতগুলি অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ ক'রলেন। এই মিশরীয় যুবকটির পরিবার অধুনা ব্যবসায় দ্বারা প্রচুর অর্থ লাভ ক'রেছে। অন্যান্য সাধারণ যুবকের মত সে প্রায়ই নৃত্যবিলাসী। নিজের ক্ষমতার অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে। সুতরাং সে সব সময়ই ঋণী।

আমি মিঃ মহীউদ্দিনের সঙ্গে দেখা ক'রে কাল সন্ধ্যাবেলায় মিঃ নারুর মিঃ সিদ্দিকীকে নিমন্ত্রণের কথা ব'ল্লাম এবং ডাঃ ওয়ালি খাঁনের মন্তব্যটিও ব'ল্লাম। মিঃ মহীউদ্দিন খুব দুঃখ ক'রে বল্লেন, মিঃ নারু কায়রোতে বর্ত্তমানে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক গোলমালের চেষ্টা ক'চ্ছে। মিঃ মহীউদ্দিন, মিঃ মহম্মদ আলি এবং মিঃ ফারুকী ইণ্ডিয়া ইউনিয়নের সভ্য ব'লে তাদের বিরুদ্ধে অন্য মিশরীয় মুসলমানদের নিকট নিন্দা ক'রছে। তবে, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, নারুকে হস্তরেখাবিদ্ ব'লে তার প্রতি মিশরবাসিদের কোন শ্রদ্ধা নেই। মিঃ মহীউদ্দিনএর মতে ডাঃ আলি খাঁন নারুকে বুদ্ধি যোগাচ্ছেন এবং তিনি সব সময়ই নেপথ্যে কাজ করেন।

আজ সন্ধ্যায় মিঃ গণেশিলালের গৃহে ইন্দো-ইজিপস্থান ইউনিয়ন স্থাপনের পরিকল্পনায় একটি সভা আহূত হ'য়েছিল। রাজা ফারুকের ধর্ম্মগুরু ডাঃ বাক্‌রী পাশা ও বিখ্যাত ব্যবহারজীবী আক্‌রাশি এই সভার উদ্যোক্তা। এঁদের উদ্দেশ্য, ভারত ও মিশরের ভিতরে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন। এখানে আরো কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মিশরীয় ও ভারতীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা যথেষ্ট অর্থব্যয় ক'রে এই সমিতি স্থাপন ক'রবেন ব'লে স্থির করলেন।

রাত্রে হেলিওপলিস্ উপান্তে ডাঃ লাহেটার গৃহে আমার এবং অধ্যাপক আবদুর রাজির ডিনারের নিমন্ত্রণ। আমরা প্রায় ৮ টার সময় সেখানে উপস্থিত হ'য়েছি। তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী আমাদের অভ্যর্থনার জন্য অতি সুসজ্জিতা হ'য়ে অপেক্ষা ক'রছিলেন। সঙ্গে তাঁর তিনটি সন্তান। আমরা সেলুনে এ'সে ব'সেছি। তিনি তাঁর তিনটি সন্তানকে আমার সঙ্গে পরিচয় ক'রিয়ে দিলেন —তাদের বয়স ৫ বৎসর, ৩ বৎসর ও ১ বৎসর। খাবার টেবিলে ব'সে আমরা

বর্ত্তমান মিশরের রাজনৈতিক দলাদলির বিষয় আলোচনা ক'রেছি—বিশেষ ক'রে নাহাশ পাশা এবং মক্‌রম আবিদ্ পাশার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে। নাহাশ পাশার অধীনে মক্‌রম আবিদ্ পাশা কিছুদিন পূর্ব্বে অর্থসচিব ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি দলত্যাগ ক'রে নক্‌রাশি পাশার অধীনে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ক'রেছেন। তিনি একখানি পুস্তক প্রকাশ ক'রেছেন। তাতে নাহাশ পাশার সম্প্রতি-বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে অনেক কটূক্তি করা হ'য়েছে। মিসেস্ লাহেটা সম্ভ্রান্তবংশীয়া; রাজ পরিবারের অনেক মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ও তাঁর আছে। সুতরাং তাঁর কথায় যথেষ্ট রস এবং অপ্রকাশিত সংবাদ ছিল। তারপর আমরা আলোচনা ক'রলাম—আজকের নিখিল আরব আন্দোলনের অধিবেশন। ডাঃ আবদুর রহমান আজ্‌জাম বর্ত্তমান আরব আন্দোলনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তাঁর পূর্ব্ব নিবাস উত্তর আরবে; তিনি মিশরকে সম্পূর্ণভাবে আরব আন্দোলনের মুখপাত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। কিন্তু দূরদর্শী রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ইবন্ সাউদ্ কূটনীতির প্রচ্ছদপটে এই আন্দোলনকে খুব বেশী সমর্থন করেন না। তারপর, কায়রোতে এই জনপ্রবাদ বিশেষ প্রচলিত যে, আমেরিকা প্রতি মাসে ইবন্ সাউদ্‌কে ৫ লক্ষ ডলার নগদ মুদ্রা প্রদান ক'র্‌ছে, কারণ আরবের নবাবিষ্কৃত তৈলখনি আমেরিকার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। রুজভেল্টের সঙ্গে ইবন্ সাউদের ব্যক্তিগত আলোচনা পর ঋণ-ইজারা বিলের সর্ত্তানুসারে আমেরিকার বহু মাল আরবে আমদানী হ'চ্ছে। অন্যদিকে রাশিয়া সিরিয়া এবং লেবাননে কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করছে এবং ১৫০০ লেবাননী ও সিরিয়াবাসী যুবকদের বিনাব্যয়ে রাশিয়ায় শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রছে। ডাঃ লাহেটা একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং কায়রোর পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত। আমরা রাত্রি ৯টার পর শুভরাত্রি জ্ঞাপন ক'রে বিদায় নিলাম।

আমাদের প্রত্যাবর্ত্তনের পথে অধ্যাপক আবদুর রাজির সঙ্গে মিশরের অভিজাত সম্প্রদায়ের আদর্শ, রাষ্ট্রনীতি এবং ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে আলোচনা হ'ল। মিশরের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তরুণ যুবকগণ আমূল পরিবর্ত্তন দাবী ক'রছে। এই অধ্যাপকটি সম্পূর্ণরূপে সমাজতন্ত্রবাদী। তিনি বয়স্কাউট এবং রোভার্সদেরও শিক্ষক। এই স্কাউট সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়ে তিনি সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার ক'রতে চান। তিনি যুদ্ধান্তে কূটনীতিবিভাগে কার্য্য গ্রহণ ক'রে মস্কোস্থিত মিশরীয় দূতাবাসে যোগ দেবেন ব'লে আশা করেন। এই যুবকটির সঙ্গে কথা ব'লে খুব আনন্দ পেয়েছি। মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণের সময় তিনি ভারতীয়

সমাজতন্ত্রবাদিদের বিষয় অনেক কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন এবং এঁদের সঙ্গে একটি সম্বন্ধ স্থাপন ক'রতে উৎসুক।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, '৪৫

আজ ডাঃ জীনি আমাকে "আধুনিক মিশরে প্রাচীন মিশরের সংস্কৃতি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আমার পুস্তকের জন্য দিয়ে বাধিত ক'রেছেন। তারপর আমি লাঞ্চের সময় পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কাজ ক'রেছি।

১৬ই ফেব্রুয়ারী, '৪৫

আজ ভোর ৭টা থেকে প্রায় ১টা পর্যন্ত গীতার ঐতিহাসিক প্রচ্ছদপট সম্পূর্ণ ক'রেছি এবং অনুবাদের টীকাগুলিও প্রায় শেষ ক'রে এনেছি। বেলা ১-৩০ মিনিটে মিঃ মহীউদ্দিন এসেছিলেন; নসর আমাদের সঙ্গে ছিলেন; আমরা তিনজন প্রায় সাড়ে ৪টা পর্য্যন্ত অনুবাদগুলি মূল গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়েছি। হঠাৎ মিঃ সালেহ্ উদ্দিন এসে উপস্থিত হ'লেন, কয়েকদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। তিনি আমাকে কাজে ব্যস্ত দেখে খুব আনন্দের সঙ্গে ব'ল্লেন,—আমি ভেবেছিলাম, আপনি অসুস্থ। আপনাকে দেখে ভারী খুশী হ'লাম। তারপর তিনিও আমাদের সঙ্গে কাজে ব'সে গেলেন। আমরা কফি পান করে প্রায় সাড়ে ৭টা পর্য্যন্ত গীতার দশম অধ্যায় শেষ করলাম। প্রায় এক সঙ্গে ১২ ঘণ্টা কাজ ক'রেছি, দুপুরবেলা একটা থেকে দেড়টার মধ্যে ১খানি রুটি, ২টি ডিম, কিছু পণির এবং অলিভের আচার খেয়েছিলাম। মিঃ সালেহ্ উদ্দিন আমাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ ক'রলেন। আমরা ৮টার সময় তাঁর বাড়ীতে পৌঁচেছি।

ডিনার টেবিলে বসে মিঃ সালেহ্ উদ্দিন তাঁর জীবনের অনেক কাহিনী ব'লে গেলেন—তাঁর পিতার বদান্যতা, মাতার নিষ্ঠা, নিজের এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন, স্পেনের আতিথ্য, মরক্কো ভ্রমণ, বিবাহিত জীবনের বিয়োগান্ত অংশ, পত্নী ত্যাগ, কন্যাদের আলেকজান্দ্রিয়ার শিক্ষা, তাঁর পরিত্যক্তা পত্নীর প্রতিহিংসা, পত্নীর দ্বিতীয় স্বামীর বিষময় জীবন এবং মৃত্যু, কন্যাদ্বয়ের সঙ্গে তিনবার ইউরোপ পরিভ্রমণ, পরিশেষে শিল্পকলার চেষ্টায় জীবন নিয়োগ, পুস্তক সংগ্রহ ও লাইব্রেরী গঠন, দুই কন্যার বিবাহ এবং বর্ত্তমান জীবনের কার্য্যাবলী—ইত্যাদি ইত্যাদি। নানা কাহিনী ১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ব'লে গেলেন। আমি বিস্ময়ে অবাক্ হ'য়ে এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের জীবনকাহিনী শুনে গেলাম। তিনি প্রত্যেকটি ঘটনা ব'লবার

জন্য উন্মুখ হ'য়েছিলেন, প্রাণ খুলে এমন ভাবে কথা তিনি অনেক কাল বলেন নি। আমাকে পেয়ে আজ তিনি অনেক ভার লাঘব ক'রলেন, এত দুঃখেও তাঁর আনন্দ!

তারপর আমরা ডিনার শেষ ক'রে কিট্‌কেটের একজন বিখ্যাত সার্কেশিয়ান নর্ত্তকীর অভিনয় দেখতে গেলাম। এই কিট্‌কেট্‌টি একটি কাবারে। কাবারের নাম শুনেছি; সাক্ষাৎ পরিচয় কখনও হয়নি, দামাস্কাসের ডাঃ লাহেটার সঙ্গে একবার মাত্র ৫ মিনিটের জন্য এই কাবারেতে প্রবেশ ক'রেছিলাম। কিট্‌কেট্‌ কাবারে নীলনদের তীরে কায়রোর উত্তর প্রান্তে একটি নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। ন্যাশনাল হোটেলের অধিকারী একজন গ্রীক ভদ্রলোক এই কাবারেটি পরিচালনা করেন। কাবারে একটি নৃত্যমঞ্চ, সঙ্গে র'য়েছে হোটেল এবং মদের বার। বিরাট সুসজ্জিত নৃত্যমঞ্চ, অন্য পার্শ্বে হোটেলের অনুরূপ টেবিল, খাদ্য এবং পানীয়। প্রত্যেক টেবিলের উপরে খাদ্য তালিকা এবং নানাবিধ পুষ্পগুচ্ছ, প্রাচীর গাত্রে নানা দেশীয় চিত্র, আলোব খেলা এবং বর্ণচাতুর্য্য। প্রত্যেক আলোর আবরণ বিচিত্র বর্ণের। এই কাবারের অর্কেষ্ট্রা-শিল্পী সবই ইতালিয়ান এবং সিরিয়ান। যে কোন মানুষ ২৫ পিয়াস্তা দর্শনী দিয়ে এখানে প্রবেশ ক'রতে পারে। এই কাবারে কর্ত্তৃক নিয়োজিতা বহু নৃত্যকুশলা নারী সুসজ্জিতা হ'য়ে যে কোন দর্শকের সঙ্গে নৃত্যের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আছে, যার সঙ্গে ইচ্ছা দর্শক নৃত্য ক'রতে পারে। অথবা কাবারে-বহির্ভূত যে কোন নারীও এখানে এসে নৃত্য করতে পারে। কাবারের নিয়োজিতা নারীর সঙ্গে নৃত্য ক'রতে হ'লে তার জন্য মূল্যস্বরূপ কিছু পানীয় এবং খাদ্যের ব্যবস্থা ক'রতে হয়। অবশ্য, কেউ কেউ এই নৃত্যে যোগ না দিয়েও মাত্র দর্শক হিসাবে সেখানে উপস্থিত থাকেন। এখানকার খাদ্যের মূল্য অত্যন্ত বেশী; পানীয়ের মূল্যও নিশ্চয়ই বেশী হবে। আমাদের সম্মুখে ১০টি যুগল নৃত্য ক'রে গেল। তার ভিতরে আমি আফগানিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর পুত্রকে দেখেছিলাম এবং ব্রিটিশ কন্‌সালেটের একটি ইংরাজ যুবককেও দেখেছিলাম। এই যুগল নৃত্যের পর কাবারে নির্দ্দেশিত নৃত্যাভিনয় আরম্ভ হ'ল। তুরস্ক, গ্রীস, ফ্রান্স, স্পেন, ইটালি, এবং মিশরীয় তরুণী এই কাবারে কর্ত্তৃক নিয়োজিতা হ'য়ে অভিনয় ক'রেছিল। কিন্তু কোন ইংরাজ মহিলাকে দেখি নি। কায়রোর অন্যতমা সুন্দরী একটি সার্কেশিয়ান নর্ত্তকী আজকে এই কাবারেতে একটি নৃত্য অভিনয় করেন। সার্কেশিয়ান নারীর রূপ অতুলনীয়; আফগান মন্ত্রীপুত্র প্রথমে তার সঙ্গে নৃত্য ক'রলেন।

তারপর একজন বৃদ্ধ ইংরাজ মেজরও এই তরুণীর সঙ্গে দ্বৈত-নৃত্যে যোগ দিয়েছিলেন। এই নৃত্যের মধ্যে স্পেনের ডাবল্ ফান, হাঙ্গেরিয়ান বসন্ত নৃত্য, রাশিয়ার ক্লাপ নৃত্য, ফরাসীর ওয়লেট্, মিশরের কলসী নৃত্য এবং প্রাচ্য নৃত্য (Oriental dance) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্পেনদেশীয় নৃত্য দু'টি পাখা নিয়ে অতি মৃদু গতি, হাঙ্গেরিয়ান নৃত্যটি প্রায় সার্কাসের খেলা, ফরাসী নৃত্য প্রায় নগ্ন, রাশিয়ান নৃত্য খুব সহজ, মিশরীয় নৃত্য উন্মাদনাবিহীন, কিন্তু প্রাচ্য নৃত্যটি সম্পূর্ণভাবে দেহের আবেদন এবং মোটেই প্রাচ্য নয়। আমি নৃত্যের বিশেষ কিছু বুঝি না, তবে মিঃ সালেহ্‌উদ্দিন নৃত্য সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং প্রত্যেকটি নৃত্যের শিল্পকলা খুব সূক্ষ্মভাবে আমায় বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি রাশিয়ান নর্ত্তকী এনা পাভ্‌লোভা ও ইসাডোরা ডান্‌কান্ এর নৃত্য বহুবার দেখেছেন এবং স্বয়ং অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে ইসাডোরা ডন্‌কানের পরিচালিত নৃত্য বিদ্যালয়ে কিছুকাল নৃত্য শিক্ষাও ক'রেছিলেন—সুতরাং তাঁর অভিজ্ঞতা সুদূরপ্রসারী। আমরা এক পেয়ালা কফি পান ক'রলাম, মূল্য ১০ পিয়াস্তা, বক্‌শিস্ ১০ পিয়াস্তা এবং দারোয়ানকে দিতে হ'ল ৫ পিয়াস্তা।

রাত্রি সাড়ে ১১টার সময় কাবারের নৃত্য শেষ হ'য়ে গেল, তৎক্ষণাৎ মদের বারের উদ্দেশ্যে পুরুষ ও নারীর অভিযান আরম্ভ হ'ল।

এই কাবারের অভিনয়ের অন্তরালে জ্ঞানের দিক শূন্য, সামাজিক দিকের মধ্যে সময় কাটান ছাড়া আর অভিনবত্ব কিছুই নেই। অর্থের দিক দিয়ে কাবারের সত্বাধিকারী বেশ উপার্জ্জন করেন। এই কাবারেগুলি নৃত্যকলা চর্চ্চায় কিছু সাহায্য করে, কিন্তু তার বিনিময়ে সমাজ অত্যন্ত বেশী মূল্য দেয়। অবসর বিনোদনের জন্য এই কাবারে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ উচ্ছৃঙ্খলতা, নিয়মানুমোদিত অনিয়ম।

১৭ই ফেব্রুয়ারী, '৪৫

আজকে আমি স্টেট্ লাইব্রেরীতে কোরান এবং হস্তলিপি প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম। প্রদর্শিত দ্রব্যগুলি খুব সুসজ্জিত। তার মধ্যে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি খুব উচ্চস্তরের ব'লে মনে হয়েছিল,—(১) ইবন্ কোতাইবা লিখিত মিস্‌ক্ ইল্ কোরান, (২) আস্ সাফি আল্‌ফাইয়ুম আন্‌সারি লিখিত কয়েকখানি ফারমান্, (৩) ইবন্ সাইদ্ প্রণীত আল্ মাগ্‌রেব নামক স্পেনের ইতিহাস, (৪) হাসান্ আল বাস্‌রি লিখিত কোরান, (৫) ইমাম জাফর সাদিক লিখিত

কোরান, (৬) সুলতান মোয়াইদ্ লিখিত কোরান, (৭) সুলতান কালাউন্ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত ৬ ফুট প্রস্থ এবং ৬ ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোরান। অন্যান্য কয়েকখানি কোরান রেশম, ফিতা, চর্ম্ম, কাগজ এবং সোনার পাতে লিখিত ছিল। রেশমের কাগজের উপর মানুষের নখের তৈরী কলমে লিখিত একখানি কোরান দেখলাম। একটি ছোট নস্য-কৌটার মধ্যে রক্ষিত একখানি সম্পূর্ণ কোরান দেখেছিলাম, উহা জার্ম্মাণীতে মুদ্রিত। বিভিন্ন রীতিতে আরবী অক্ষরে লিখিত প্রায় ২৫১ খানি কোরান প্রদর্শিত হ'য়েছিল।

আমি ভারতীয় পুস্তক কিংবা ভারতীয় মুসলমানের লেখা পুস্তক সম্বন্ধে সন্ধান ক'রে দেখলাম, নিম্নলিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ র'য়েছে,—(১) আল্ লাহোরী লিখিত (১১০৮ হিজরী) কোরান, এতে আছে ৩০ খানি মাত্র পাতা। (২) হিকম্‌দার কাস্‌সাফ্ কর্ত্তৃক খেদিব ইস্‌মাইলকে উপহৃত নক্‌সী রীতিতে লেখা ১ খণ্ড সম্পূর্ণ কোরান। এই কোরান খানির প্রতি ২ ছত্রের অভ্যন্তরে পার্শী অনুবাদ লিখিত ছিল। (৩) আবুল্ ফজ্‌ল্ সাহিজাম লিখিত (১০৯৭ হিজরী) একখানি কোরান, তার উপক্রমণিকা এবং টীকা পার্শী ভাষায় লিখিত ছিল। (৪) চামড়ার উপরে লিখিত তারিখ ও লেখকের নামবিহীন ১ খণ্ড কোরান। (৫) কুতুব্-উদ্দিন কর্ত্তৃক লিখিত (১১৭৯ হিজরী) ১ খণ্ড কোরান। তার সঙ্গে পার্শী ভাষায় লিখিত একটি টীকা এবং আরবী ভাষায় লিখিত ৩টি টীকা সংযোজিত ছিল। (৬) ভারতবর্ষে আরবী ভাষায় মুদ্রিত প্রথম আরবী পুস্তক ফতেহ্-উশ্-শাম্—লেখক আবদুল্লাহ্ ওয়াকেদী (বেপ্‌টিষ্ট মিশন, কলিকাতা)।

আমি মিঃ মহীউদ্দিন এবং মিঃ আবু নসর ভূপালী মিলে অনেক খোঁজ ক'রেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ কোন মূল্যবান্ গ্রন্থ এই ষ্টেট লাইব্রেরীতে পাই নি।

বিকালে ডাঃ হাসানের গৃহে মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকী, অধ্যাপক হবীব এবং আমি চা পার্টিতে নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলাম। মিঃ সিদ্দিকীর সঙ্গে মিঃ হবীবের কথোপকথনে বুঝলাম যে নিখিল আরব আন্দোলনের বিষয়ে ভারতবর্ষ ও মিশরের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক।

১৮ই ফেব্রুয়ারী '৪৫

আজ সন্ধ্যায় মিঃ আবদুর রহমান্ সিদ্দিকী ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন সভাগৃহে তাঁর আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই সভায় বহু

মিশরীয় গণ্যমান্য লোক এবং ভারতবর্ষের সৈন্য বিভাগের অনেক পদস্থ কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। মিঃ সিদ্দিকী ব'লেছিলেন,—প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সম্মেলন, অথচ তার অর্থবিভাগীয় সভাপতি এবং সম্পাদকের মধ্যে একজন ভারতবাসী বা চীনের অধিবাসী ছিলেন না। ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে সার চিমনলাল মেহ্‌তা এবং বম্বের মিঃ গঙ্গাবিহারী উপস্থিত ছিলেন। এই সভার অভ্যন্তরে ভারতবাসিদের প্রতি কেহ কখনও দৃষ্টি দেয় নি। আমার মনে হয়, এই ইটস্প্রিংএর সভার মূল উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ এবং চীনের বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ইউরোপ এবং আমেরিকার পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা। এর পরে তিনি আরও অনেক কথা ব'লেছিলেন, যার মূলবস্তু হ'ল—ভারতবাসীকে কেহ শ্রদ্ধার চোখে দেখে না এবং ভারতবর্ষকে তাদের পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্র ব'লেই মনে করে। তিনি ভারতবর্ষের বিষয়ে পরে অনেক কথা ব'লেছিলেন। এই অভিভাষণের পর মিঃ দয়াল দাস সভাপতিকে ব'লেছিলেন যে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের সম্মানের বিরুদ্ধে কোন আলোচনা ইণ্ডিয়া ইউনিয়নে হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। তারপর, বক্তৃতা শেষে মিঃ গণেশিলাল আমাকে ব'ল্লেন, বাঙ্গলাদেশের দুর্ভিক্ষের সাহায্যকল্পে যে অর্থ সংগৃহীত হ'য়েছে তাহা বাঙ্গলার গভর্ণরের নিকট পাঠান হউক। আমি বুঝলাম, আমার অজ্ঞাতসারে এই সংগৃহীত অর্থের বিষয় আলোচনা হ'য়েছে। আমি একটু দৃঢ়স্বরে ব'ল্লাম যে, বাঙ্গালাদেশের দুর্ভিক্ষের সাহায্য সম্বন্ধে আমাদের যে ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে, তা' পরিবর্ত্তন করবার কোন কারণ নেই, সুতরাং আমার মতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট দুঃস্থের চিকিৎসার জন্য এই অর্থ প্রেরণ করা হোক। আমার মতের দৃঢ়তা দেখে আর কোন উচ্চবাচ্য হয় নি।

রাত্রি ১০টার সময় আমরা গৃহে ফিরে এলাম।

১৯শে ফেব্রুয়ারী, '৪৫

আজ ভোরবেলা শরীরটা একটু খারাপ মনে হ'য়েছিল, সুতরাং নিজ গৃহেই কাজ আরম্ভ ক'রলাম। সন্ধ্যায় অধ্যাপক নাসিফ এবং মিঃ সালেহ্-উদ্দিনের সঙ্গে মুসলমান জীবনের উদ্দেশ্য, আদর্শ নিয়ে আলোচনা ক'রলাম এবং মিশরের সুফী মতবাদের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক কথা হ'ল।

২০শে ফেব্রুয়ারী, '৪৫

আজ হঠাৎ ভারতবর্ষ থেকে একখানা টেলিগ্রাম পেয়েছি। তারা তিন সপ্তাহ আমার কোন সংবাদ পায় নি। কারণ আমি মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। আমি প্রত্যেক বড় সহর থেকেই পত্র লিখেছি। সেন্সরের গণ্ডগোলে অনেক সময় এয়ার মেলের চিঠিও একমাস পরে পায়। সেন্সর অফিস প্রায়ই প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত পত্রগুলি এক সঙ্গে সেন্সরের নিকট পাঠিয়ে দেয়; এবং হয়ত অনেক সময় চার পাঁচ খানা চিঠি এক সঙ্গে সেন্সর হ'য়ে একই সঙ্গে ভারতবর্ষে পৌছে। আজকের টেলিগ্রাম ভারতবর্ষ থেকে দু' তারিখে পাঠিয়েছে, আমি পেলাম বিশ তারিখে। প্রত্যুত্তরে আমিও একখানা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম।

বিকালে অধ্যাপক নাসিফ, মিঃ সালেহ্ উদ্দিন এবং আমি মাদাম্ হুদা হানুম্ সররাউইএর গৃহে চ'লেছি। পথে একজন সিরিয়ান শিল্পী, মিঃ তাউইল্ এবং মিসেস্ তাউইলের অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শনী দেখে নিলাম। মিসেস্ তাউইল একজন ব্রিটিশ মহিলা এবং মিঃ তাউইলের চিত্রে মুগ্ধ হ'য়ে তিনি পত্র লিখে বিবাহের ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। বর্ত্তমানে স্বামী-স্ত্রী মিশরে একটি চিত্র বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। তাঁদের প্রদর্শিত চিত্রের মধ্যে দরবেশ, উচ্ছ্বাস, অজানার আহ্বান, আনন্দ ও গতির ছন্দ আমার খুব ভাল লেগেছিল। বর্ণচাতুর্য্য অতি অপরূপ। সমস্ত চিত্রগুলির মধ্যে ইটালিয়ান প্রভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট ছিল। মিঃ তাউইলের সঙ্গে ভারতীয় চিত্রাবলী নিয়ে প্রায় ১৫ মিনিট আলোচনা হ'ল। তিনি টেগোর আর্ট সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কথা ব'ল্লেন। আমি ভারতবাসী এবং প্রত্যেক ভারতবাসীই একজন শিল্পী, এই ব'লে অভিনন্দন জানালেন। মধ্য প্রাচ্যের যে সমস্ত শিল্পী ভারতবর্ষের অন্তরাত্মার সন্ধান পেয়েছেন, তাঁরা যথার্থই ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধা করেন।

মাদাম্ হুদা হানুম্ সর্‌রাউই জাতিতে সার্কেশীয়ান আরব; দীর্ঘ, কমনীয় এবং এই সুন্দরের দেশেও অতি সুন্দরী ব'লে বিখ্যাত। তাঁর বয়স ষাটের অপর পারে, কিন্তু দেহ অত্যন্ত সুপুষ্ট। নাসিকা এবং গ্রীবা গ্রীক রক্তের সংমিশ্রণের পরিচয় দেয়। কেশদাম সোনালি ধূসর—একটিও কেশ পক্ক নয়। মুখমণ্ডলে বার্দ্ধক্যের একটি রেখাও সূচিত হয় নি, তবে সাম্প্রতিক অসুস্থতায় একটু রক্তহীন দেখাচ্ছিল। তিনি বিধবা,

তাঁর স্বামী আমি সার্‌রাউই মিশরের রাজপরিবারের সম্পর্কিত; ১৯২৫ সালে একটি পুত্র ও কন্যা এবং বিরাট সম্পত্তি রেখে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। মাদাম হুদা স্বামীর মৃত্যুর পর আর বিবাহ করেন নি। কাইসার-এল্, আইনি সৈন্যাবাসের অপর পার্শ্বে এক বিরাট রাজপ্রাসাদে তিনি অবস্থান করেন;—প্রাসাদের মর্ম্মর নির্ম্মিত শিলাতল, মর্ম্মরস্তম্ভ, চিত্রিত ছাদ, মখমলের গালিচা এবং প্রবেশ পথের বিভিন্ন অংশে সুবিশাল মুকুর। তিনি আমাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছিলেন; আমরা প্রবেশ করা মাত্রই সুবেশধারী দুইজন হাবসী ভৃত্য আমাদের অভ্যর্থনা কক্ষে নিয়ে গেল। এই কক্ষটি "আরব কক্ষ" নামে পরিচিত। এর সমস্ত পরিকল্পনা, আসন, আসবাব, দীপ, গালিচা, প্রাচীরচিত্র, চিত্রিত ছবি—সমস্ত কিছুই আরব-শিল্প। তিনি আমার সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে আমাকে তাঁর সোফার পার্শ্বে বসিয়ে ব'ল্লেন,—হে ভারতবাসি, তোমার ভিতর দিয়ে আমি সমস্ত ভারতবর্ষকে আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। সত্যই মনে হ'ল তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে এই শ্রদ্ধাটুকু অন্তরের বার্ত্তা ব'লেই নিবেদন ক'রলেন। তিনি সাধারণতঃ মানুষের সঙ্গে দেখা করেন না এবং দেখা ক'রলেও তাঁর দূরত্ব অত্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষা করেন। আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে যে সম্মান প্রদর্শন ক'রলেন এটা মিশরীয়দের দৃষ্টিতে অতি অসাধারণ ব্যাপার।

তারপর, আমাদের প্রথম আলোচনা আরম্ভ হ'ল, তাঁর গৃহের বিলাস ব্যবস্থা নিয়ে। তাঁর এই প্রাসাদটি ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী স্থপতি অনুকরণে নির্ম্মিত হ'য়েছিল; কিন্তু বিগত ২০ বৎসর ধ'রে তিনি এই ফরাসী স্থপতিকে পরিবর্ত্তন ক'রে যথাসম্ভব প্রাচ্য স্থপতির অনুকরণ ক'রেছেন। তাঁর এই অভ্যর্থনা কক্ষের প্রাচীরে প্রায় এক-চতুর্থাংশ অলিভ কাঠ দিয়ে ঢাকা, তার উপরে অঙ্কিত রয়েছে দামাস্কাসের বিখ্যাত শিল্পী অঙ্কিত কাষ্ঠচিত্র। গৃহের দরজার উপরিভাগে খোদিত ওমর খাইয়ামের কবিতার মূর্ত্তচিত্র। প্রত্যেক চিত্রের নিম্নে সেই কবিতাটি গজদন্তের অক্ষরে লিখিত। বিভিন্ন স্থানে পারশ্যদেশীয় শিল্পীর অঙ্কিত বহু মূল্যবান্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবিও র'য়েছে। কোথাও বা মিশরীয় চিত্রকরের অঙ্কিত ছবি পাশাপাশি রাখা হ'য়েছিল। তারপরে গ্রন্থাগারে গিয়ে দেখলাম, আবলুস কাঠের আলমারীতে মরক্কো চামড়ার বাঁধান সোনার জলে নামাঙ্কিত বহু পুস্তক। পড়বার ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা, কাগজ, কলম—প্রত্যেকটি জিনিষ এমনভাবে

সাজান যে মনে হ'য়েছিল বস্তুবিশেষের সামান্য স্থানপরিবর্ত্তন ক'রলেও অশোভন হবে। পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে দুর্লভ জিনিষের সমাবেশ। ১৭৯১ খ্রীঃ অব্দে ফরাসী সম্রাট পঞ্চদশ লুইএর অভ্যর্থনা কক্ষের অনুকরণে সজ্জিত এই প্রকোষ্ঠ। তার ভিতরে একটি বুরো অর্দ্ধেক স্বর্ণ মণ্ডিত, অর্দ্ধেক কাষ্ঠ মণ্ডিত, নানা বর্ণের মণিমুক্তা খচিত। এই জিনিষটির সাতটি অনুকরণ পৃথিবীতে র'য়েছে, তার মধ্যে মাদাম হুদার গৃহে এই একটি। ইহা চোখে না দেখলে লিখিত বিবরণ দিয়ে বুঝান অসম্ভব। প্রাসাদের উত্তর প্রান্তে একটি প্রাচীন তুর্ক সম্রাটের অন্তঃপুরের অনুকরণে পরিকল্পিত অভ্যর্থনা কক্ষ দেখলাম। কক্ষের মধ্যস্থলে একটি শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত উৎস, জল নিষ্কাষণের ব্যবস্থা অতি অপরূপ। এই গৃহটির সমস্ত প্রাচীরের নিম্নাংশ পুরু মখমল দিয়ে ঢাকা। প্রাচীরের শেষ প্রান্তে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত নানা প্রকার দুষ্প্রাপ্য কাষ্ঠখণ্ডের সমাবেশ। সমস্ত গৃহটি দেখে আমার ফরাসী বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্ব্বে মাদাম রোলাণ্ডের প্রাসাদের কথা মনে হ'য়েছিল—এই বিরাট ব্যয় কেন?—এর পশ্চাতে কি মনোবৃত্তি রয়েছে?—শিল্প-প্রীতি, আভিজাত্যের স্ফীতি, প্রতীচ্যের প্রতি কটাক্ষ, প্রাচ্য প্রেম, কিংবা রুদ্ধ বাসনার মানসিক তৃপ্তি! আমি মাদাম হুদাকে মিশরের মাদাম রোলাণ্ড ব'লে অভিনন্দিত ক'রলাম। অধ্যাপক নাসিফ এবং মিঃ সালেহ্‌উদ্দিন এই অভিনন্দনে যোগ দিয়ে ব'ল্লেন, এ অভিনন্দন যথাস্থানেই প্রয়োগ করা হ'য়েছে। মাদাম হুদা আমাকে দামাস্কাসের স্থপতি সম্বন্ধে অনেক কথা ব'ল্লেন এবং তিনি খুব আনন্দ পা'চ্ছিলেন যে আমি দামাস্কাসে আরব স্থপতি দেখে এসেছি, সুতরাং তাঁর কথাগুলি সাধারণ শ্রোতা অপেক্ষা ভাল ভাবে বুঝতে পারছিলাম। তাঁর ধারণা, ভারতের লোক বেশ গুণগ্রাহী। তিনি দুঃখ ক'রলেন, ইউরোপীয় শ্রোতা এবং দর্শকগণ আরব স্থপতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে খুব বেশী উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না।

আমরা নারী আন্দোলন নিয়ে আলোচনা ক'রলাম। তাঁর আরবী ভাষা খুবই অলঙ্কারবহুল; সে জন্য মিঃ সালেহ্‌উদ্দিন এবং অধ্যাপক নাসিফ স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা ক'রে দিয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—আপনি মধ্য প্রাচ্যের নারী আন্দোলনের নেত্রী, আপনার মতে বর্ত্তমান সমাজে নারীর স্থান কোথায়?

মাদাম্ হুদা ব'ল্লেন,—নারী পুরুষের সহযাত্রী। প্রাচীন মিশরে এবং মধ্যযুগে মিশরীয় নারীরা সমসাময়িক ইউরোপীয় নারীর তুলনায় অধিকতর সম্মান পেয়েছিলেন। ক্রুসেডের পর অবস্থার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হ'ল। ইউরোপীয়

রেনেসাঁ যুগে মিশরীয় নারী তথা মুসলিম নারীর অবস্থা শোচনীয় হ'তে আরম্ভ হয়। ফরাসী বিদ্রোহের সময় থেকে ইউরোপীয় নারী যতটা অগ্রসর হ'য়েছে, মুসলিম নারী ততটা পশ্চাতে সরে গেছে। বর্ত্তমানে আমরা নূতন আগ্রহ এবং উৎসাহ নিয়ে আমাদের পূর্ব্বতন অধিকার দাবী ক'র্‌ছি।

আমি ব'ল্লাম,—পুরুষের সমকক্ষতা আর দাবী ব'লতে আপনি কি বোঝেন? আপনি কি মনে করেন যে সৈন্য বিভাগ, যন্ত্রাগার এবং গবেষণাগারে প্রবেশ ক'রে নারী পুরুষকে স্থানচ্যুত করবে না এবং এর ফলে বর্ত্তমান যুগের তিক্ত প্রতিযোগিতা কি তারও তিক্ততর হবে না?

মাদাম্ হুদা ব'ল্লেন,—আমরা পুরুষের সঙ্গে কাজ করতে চাই এবং তাদের মতনই কাজ চাই। বর্ত্তমান যুদ্ধে অবস্থার বিবর্ত্তনে এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে নারীরা এমন কয়েকটি কর্ম্মক্ষেত্রে এসেছে, যেটি তাদের ইচ্ছাপ্রণোদিত নয়। আপনি জানেন, কিছুদিন পূর্ব্বে কানাডিয় নারীগণ তাদের একটি নিখিল কানডিয়ন নারী সম্মেলনে যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ ক'রেছিল। নারীদের হাতে যদি রাষ্ট্রপরিচালনার ভার থাকত, তবে হয়ত এই যুদ্ধ সংঘটিত হ'ত না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাকে গ্রহণ ক'রে যুদ্ধে যে সমস্ত ক্ষতি হ'য়েছে তা' পূরণের জন্য নারীকে অগ্রসর হ'তে হ'য়েছে। পুরুষ যখন জাতির কল্যাণে যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত বিপদ বরণ ক'র্‌তে এগিয়ে গেছে, নারী পুরুষের অনুপস্থিতিতে তার অনেক স্থান অধিকার ক'রেছে। তা' নাহ'লে সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা অচল হয়ে প'ড়ত, সুতরাং আজকের এই সমস্যা নারীর সৃষ্ট নয়।

আমি ব'ল্লাম,—যদি নারী রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষের তুল্য অধিকার দাবী করে তবে তাকে পুরুষের সমান দুঃখকষ্ট বরণ ক'রে নিতে হবে। আপনি বর্ত্তমান অবস্থার অন্তরালে একমাত্র সুবিধাগুলিই খুঁজে নেবেন, আর অসুবিধাগুলি এড়িয়ে যাবেন, তা' কি করে সম্ভব হবে?

মাদাম্ ব'ল্লেন—না, আমরা অসুবিধা এড়িয়ে যেতে চাই না এবং দুঃখকষ্টের অংশ গ্রহণ করতেই প্রস্তুত।

আমি বল্লাম—তা হ'লে আপনি কি চান যে Y. W. C. A. অথবা A. T. S. এর নারীদের মতন যুদ্ধকার্য্যে নারীরা এগিয়ে যাবে? তারা তাদের গৃহ ত্যাগ ক'রে কন্যা, ভগ্নী, মাতার আসন পরিত্যাগ ক'রে শুধুমাত্র পুরুষের সঙ্গীরূপে চ'লবে? অন্যদিকে পুরুষ ও নারীদের একটি মোটরের আসন কিংবা রেলগাড়ীর কক্ষরূপেই বিবেচনা ক'রবে?

তিনি ব'ল্লেন,—আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। মাতৃত্বই নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ। আমরা প্রাচ্য নারীরা কখনও মাতৃত্বকে বর্জ্জন ক'রে নারীকে অভিনন্দন কবি না। প্রতীচ্য নারীর আদর্শ আমাদের কাম্য নয়।

আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম,—যদি তাই আপনাদের আদর্শ হয়, তা'হলে আপনি কি প্রাচ্য নারীকে নির্দ্দেশ দিতে পারেন যে, এই পর্য্যন্ত তোমার গতি, তার পর সমস্ত পথ রুদ্ধ। যদি আপনি নারীদের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং পুরুষের সহযাত্রার অধিকার দেন, তবে তার পরিণতি কোথায়? আপনি প্রকৃতির আবেদনকে চক্ষু বুঝে উপদেশ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে পারেন না। তখন শিশুর জন্ম হবে নর্ম্ম উদ্যানে, শিশু প্রসূত হবে চিকিৎসালয়ে, শিশু প্রতিপালিত হবে সেবাসদনে। শিশুর উপর তার পিতামাতা এবং পরিবারের কোন প্রভাবই থাকবে না। নারী হবে সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র, জৈব লালসার পাত্র। দায়িত্বহীন মাতা মাতৃত্ব আদর্শের পরিপন্থী; মাতৃত্ব ব'লতে প্রাচ্য নারীরা যে আদর্শ গ্রহণ ক'রেছিল, আপনি কি মনে করেন যে বর্ত্তমান যুগে নারীদের সে আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকে?

মাদাম হুদা কিছুক্ষণ নীরব থেকে হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে ব'ল্লেন—হাঁ, নিশ্চয়ই। একটু তিক্ত ঔষধের প্রয়োজন আছে, বহুকালের জীর্ণতার প্রতিষেধক অত্যন্ত সুপেয় হওয়ার আশা করা বৃথা। আমরা কোথাও কোথাও বহু দূর এগিয়ে যাব। তারপর আমরা ফিরে আসব; অবশ্য ফিরে আসব, এটা যথার্থ। প্রাচ্য নারীর মনোবৃত্তি বহুকাল প্রতীচ্যের জীবন ধারা নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারে না।

আমি উত্তর দিলাম—আমি কিন্তু ব'লব যে এই মানব সমাজ একটি যৌথ সম্পত্তি। এর কোন ব্যক্তিগত অধিকারীই নেই, সমাজে প্রত্যেক মানবেরই বিভিন্ন স্থান এবং অংশ র'য়েছে। ব্যক্তিগত ভাবে মানবের যেমন হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি প্রত্যেকটি অঙ্গেরই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য র'য়েছে, তেমনি সমস্ত মানুষেরই সমাজের প্রতি একটি নির্দিষ্ট কার্য্যভার র'য়েছে। আজকে হাত যদি বলে, আমি হাঁটব; কান যদি বলে আমি দেখব; নাক যদি বলে, আমি খাব—তা'হ'লে মানব দেহ বিকল হ'য়ে যাবে। তেমনি প্রকৃতির ব্যবস্থায় নারীকে তার শরীরধর্ম্ম অনুসারে কতকগুলি কার্য্যের ভার নিতে হবে, সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে তার ছল-চাতুরী কিছুই সাহায্য ক'রবে না। যে কথাটি ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য, সেটি সমাজ কিংবা জাতির পক্ষেও প্রযোজ্য। কারণ ব্যক্তি সমাজের বাইরে নয়, এবং সমাজও ব্যক্তির বাইরে নয়।

মাদাম হুদা ব'ল্লেন,—যথার্থ ই। কিন্তু মানুষের র'য়েছে দু'টি হাত; দু'টি পা, দু'টি কান, দু'টি চক্ষু—তারা পরস্পর সাহায্য করে। প্রকৃতিও সৃষ্টি ক'রেছেন—দু'টি প্রাণী, একটি পুরুষ অপরটি নারী। পুরুষ এবং নারী তারা পরস্পর পরিপূরক, যেমন দেহের অঙ্গগুলি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, প্রাচীনতম সমাজ ব্যবস্থা মাতৃকেন্দ্রীয় ছিল, ক্রমশঃ পুরুষ নারীকে স্থানচ্যুত ক'রেছে। ফলে, সমাজ দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে। বর্ত্তমানে নারী তার পূর্ব্ব অধিকার ফিরে পেতে চায়।

আমি ব'ল্লাম,—আপনি কি মনে করেন, বর্ত্তমান যুগে নতুন ক'রে আবার মানুষ সমাজকে মাতৃকেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে? ভারতবাসী ধারণা করে, পরিশ্রান্ত মানবের আনন্দ উৎস নারী; শ্রান্ত হ'য়ে কর্ম্মক্লান্ত মানুষ যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে, সে আশা করে নারী তাকে সেবা দ্বারা তার সমস্ত শ্রান্তি দূর ক'রে দেবে। নারীর স্পর্শে তার শ্রান্তদেহ সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠবে; নারী হবে পুরুষের গচ্ছিত সন্তানের অধিকারিণী, নারী তার গৃহের সম্রাজ্ঞী; পুরুষের কোন স্বাতন্ত্র্যই থাকে না, যে মুহূর্ত্তে সে নারীকে তার অর্দ্ধাঙ্গিনী ব'লে গ্রহণ করে। আর প্রতীচ্যের মতন যদি আপনারা আশা করেন যে প্রাতরাশের পরে নারী যাবে গবেষণাগারে, পুরুষ যাবে যন্ত্রাগারে, তারপর দ্বিপ্রহরে দু'জন নগরের বিভিন্ন ভোজনালয়ে ভোজন ক'রে, দু'জনে বিভিন্ন বন্ধুবান্ধবীর সঙ্গে সিনেমা থিয়েটার দেখে রাত্রিতে ভোজনাগারে অথবা শয়ন কক্ষে তারা পরস্পরের সান্নিধ্য পাবে, তা' হ'লে সহযোগিতা এবং সহকর্ম্মিতার প্রচ্ছদপটে যুগল মানব-জীবন কি ক'রে গড়ে উঠবে? পুরুষ নারী পরস্পর নির্ভরশীল না হ'লে তাদের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি কি ক'রে প্রকাশ পাবে? বর্ত্তমান যুগে জীবনযাত্রার প্রতিযোগিতায় আপনারা নারীর জন্য এমন স্থান নির্দ্দেশ ক'রছেন, যেখানে সে পরিপূর্ণ ভাবে নিজের সত্ত্বা উপলব্ধি ক'রতে পারবে না। নারীর সেই একক জীবনই কি আপনাদের কাম্য?

এই শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য শুনে মাদাম হুদা উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। অধ্যাপক নাসিফ আমাকে ব'ল্লেন,—আজকের আলোচনা এখানেই সমাপ্ত হোক, কারণ মাদাম হুদা ক্লান্ত। অন্য দিন এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হ'বে।

তারপর আমরা বিদায়ের জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করতে গেলাম। তখন তিনি বল্লেন,—মিসেস্ আবদুল কাদির সেদিন ভারতবর্ষ থেকে নিখিল আরব নারী

সম্মেলনের সাফল্য জ্ঞাপন ক'রে একখানি তার পাঠিয়েছেন এবং মাদাম তাঁকে একজন ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরণ ক'রতে অনুরোধ ক'রছেন। মাদাম সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন। আমাকে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধের বিষয় জিজ্ঞাসা ক'রলেন। মিঃ সালেহ্‌উদ্দিন আমার হ'য়ে উত্তর দিলেন,—বিদেশে হিন্দু-মুসলমানের বিষয় যে সব প্রচারকার্য্য হ'চ্ছে, তার অনেকটাই কাল্পনিক। এই অধ্যাপক চৌধুরী একজন হিন্দু, কিন্তু তিনি ইসলাম সংস্কৃতির অধ্যাপক। তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত, অথচ আরবী ভাষার ছাত্র। তিনি ইসলাম সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে যে আলোচনা করেন, তাতে একজন শিক্ষিত ভারতীয় হিন্দুর মুসলমানের প্রতি শ্রদ্ধাই প্রকাশ পায়। ভারতে মুসলমান এবং হিন্দু পরস্পর দেখা হ'লেই যে একে অন্যের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করে, তা' সত্যি নয়।

এই আলাপের ভিতর দিয়ে আমরা মাদাম হুদার প্রাসাদের বহির্দেশে এসে পড়েছি। আমি তাঁকে আমার পরিকল্পিত **'১৯৪৫ সালের মিশর'** পুস্তকের জন্য একটি লেখা দিতে অনুরোধ ক'রলাম। তিনি অধ্যাপক নাসিফের কাছে যৎসামান্য লেখা পাঠিয়ে দেবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমরা রাত্রি দশটার সময় নীলের পথে একঘণ্টা বেড়িয়ে বাড়ী ফিরলাম।

২১শে ফেব্রুয়ারী, '৪৫

আজ লাঞ্চের পরে নীলের সেতু খোলা ছিল। সুতরাং আমাদের ট্রাম বন্ধ। খেয়ার নৌকায় নীল পার হ'তে হবে। আমরা একটা নৌকায় ২৫ জন উঠলাম, এর মধ্যে ১০ জন পুলিশ ; সকলেই ½ পেয়াস্ত ক'রে ভাড়া দিলাম, কিন্তু পুলিশ কিছুতেই ভাড়া দেবে না। নৌকার মাঝিও ভাড়া না নিয়ে নৌকা ছাড়বে না। সুতরাং এই গণ্ডগোলে নৌকা এক ঘণ্টা নীলের মাঝখানে এসে ব'সে রইল। তখন পুলিশ, মাঝি এবং যাত্রীদের সঙ্গে বেশ মতান্তর, মতান্তর পরিশেষে হাতাহাতি হবার উপক্রম। নৌকা প্রায় ডুবছিল। নারী যাত্রীদের চীৎকার ও আর্ত্তনাদ তীরের বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিল। শেষ পর্য্যন্ত নৌকা আবার তীরে ফিরে এল। পুলিশ নেমে গেল, কারণ পয়সা দিয়ে পুলিশ খেয়া পার হ'বে না। আত্মসম্মান-জ্ঞান পুলিশের তীব্র। পুলিশ সব দেশেই সমান!

২২শে ফেব্রুয়ারী, '৪৫

মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগে "আজ এবং আগামী কালের ভারতবর্ষ" সম্বন্ধে বক্তৃতা ক'রলেন। শ্রোতার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। বোধ হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উদাসীন; কিংবা মিঃ সিদ্দিকী মিশরের ছাত্রমহলে অপরিচিত। তিনি ব'ল্লেন,—বিগত তিন সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ কখনও স্বাধীন ছিল না; মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে ভারতবাসীরা সেলাই করা পোষাক প'রতেও জানত না। হিন্দুরা ষড়যন্ত্র ক'রে ভারতবর্ষকে মুসলমানের হাত থেকে ব্রিটিশের কাছে সমর্পণ ক'রেছে, বর্ত্তমানে মুসলমানগণ তাদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করবার চেষ্টা ক'রছে, কিন্তু হিন্দুরা সেবিষয়ে বাধা প্রদান ক'রছে। উর্দ্দু ভাষা ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা সুমিষ্ট ভাষা, এবং ভারতের প্রত্যেক মুসলমান এই ভাষা বুঝে। পাঞ্জাব থেকে বাংলা দেশ, গুজরাট থেকে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত মুসলমানের মাতৃভাষা উর্দ্দু। অঙ্কশাস্ত্রে বর্ত্তমান ভারতে মুসলমানই সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী। হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় উর্দ্দু ভাষায় এম, এ, পর্য্যন্ত শিক্ষা প্রদান করে এবং ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মেধাবী—ইত্যাদি, ইত্যাদি। তারপর তিনি আরও এই প্রকার বহু মন্তব্য ক'রেছেন। ডাঃ ওয়ালি খাঁ কিছু প্রশ্ন করবার অনুমতি চেয়েছিলেন, কিন্তু পরোক্ষে সে অনুমতি দেওয়া হয়নি। সুতরাং এই আলোচনা এইখানেই শেষ হ'ল।

২৩শে ফেব্রুয়ারী, '৪৫

আজ সন্ধ্যায় ইণ্ডিয়া ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতি-নিধিদলকে ককটেল পার্টিতে আমন্ত্রণ করা হ'য়েছিল। বিরাট ভোজের আয়োজন। বহু মিশরীয় সাংবাদিক, মিশরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, কায়রোর গভর্ণর প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকী এবং সিন্ধুদেশের একজন বিখ্যাত পীর সাহেবও আমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন। ইনি মক্কা, মদিনা, জিড্ডায় ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে এসেছিলেন, পথে কায়রো ভ্রমণ ক'রে যাবেন। ভারতবর্ষের "ডন" পত্রিকার সম্পাদক মিঃ পোথেন জোসেফ, দিল্লী হিন্দুস্থান টাইমস্ পত্রিকার প্রতিনিধি মিঃ দুর্গাদাস, নাগপুর, মাদ্রাজ, বম্বে, লাহোর প্রভৃতি স্থানের এক একজন প্রতিনিধি ছিলেন। বাংলার অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি মিঃ সরকার অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হ'তে পারেন নি।

পর্য্যাপ্ত খাদ্যের সঙ্গে ছিল অপরিমিত মদ—যথেচ্ছ পান ভোজন চলছিল। ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে অনেকেই মদ স্পর্শ করেন নি। মিঃ গণেশীলাল আমাকে ব'ল্লেন,—অধ্যাপক চৌধুরী, আপনি মুসলমান নন, খ্রীষ্টান নন, হিন্দুও নন। কারণ, প্রত্যেক ধর্ম্মের লোক এখানে আছেন। কারো ধর্ম্ম জলের আঘাতে ভেসে যায় নি। আপনি কি মনে করেন, হিন্দু ধর্ম্ম এতই হাল্কা যে এক গ্লাস জলে ভেসে যাবে! আমরা খুব রহস্য উপভোগ ক'রলাম। এই রহস্যের সম্মানার্থ পানাসক্ত সকলেই আরও এক গ্লাস ক'রে ড্রাই জীন পান ক'রলেন। মিঃ জোসেফ পান ভোজন উভয় ব্যাপারেই অত্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক, কিন্তু সম্পূর্ণ স্থির। তারপর আমাদের পরস্পরের পরিচয় হ'ল। মিঃ জোসেফ আমার পরিচয় পেয়ে করমর্দ্দন ক'রে ব'ল্লেন,—আপনিই সেই বিখ্যাত মৌলানা মাখ্‌খনলাল? আমিও আপনার বিরুদ্ধে ডন্ পত্রিকায় বহু সংবাদ মুদ্রিত ক'রেছি এবং সম্পাদকীয় স্তম্ভে বহুবার উল্লেখ ক'রেছি। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—ভারতবর্ষের মুসলমানরা আপনার বিরুদ্ধে এত বেশী লিখেছে কেন? আমি উত্তর দিলাম—বোধ হয় আমার দোষ; কিংবা বন্ধুদের মানসিক দুর্ব্বলতা অথবা উত্তেজনা! আমার মনে হয়, আমি নিমিত্তমাত্র; একটি জটিল সমস্যার মূর্ত্ত প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার বি·ুদ্ধে এই আন্দোলনের প্রচ্ছদপটে রয়েছে মুসলিম লীগ, পাকিস্থান, হিন্দু মহাসভা, কংগ্রেস, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন,—আপনি কি মনে করেন না যে ভারতবর্ষকে দ্বিধা-বিভক্ত না ক'রলে এই পাকিস্থান সমস্যার সমাধান নেই? আমি ব'ল্লাম,—আমি রাজনীতিক নই। আমি একজন ছাত্র মাত্র। এই সমস্যা আমার আলোচনার বহু দূরে। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—মিশর আপনাকে কি রকম সম্বর্দ্ধনা ক'রছে? আমি উত্তরে ব'ল্লাম—আশাতিরিক্ত ভাল; তাঁরা আমার শিক্ষার জন্য যতটা সম্ভব সাহায্য ক'রেছেন। আমাকে তাঁরা রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত ক'রেছেন, মিশরের শিক্ষা-মিশনের সঙ্গে আরবদেশে পাঠিয়েছেন। কিন্তু সাধারণতঃ মিশরীয়রা ভারত-বাসীকে জ্যোতিষী, সামুদ্রিক, ভূত-বিদ্যাবিদ্, মণিকার অথবা দর্জ্জি ব'লেই জানে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা অপ-প্রচার চলেছে। ফিরে গিয়ে সত্য কথা লিখবার সাহস আপনাদের থাকবে তো? তিনি হেসে উত্তর দিলেন,—ভারতবর্ষ মিশর নয়।

পানভোজনের পর শুভেচ্ছাজ্ঞাপন এবং ধন্যবাদ হ'লো। মিশরীয় এবং

ভারতীয় সাংবাদিকগণ বক্তৃতার ভিতর বহু ভদ্রতা বিনিময় ক'রলেন। ভারতীয়দের পক্ষ থেকে মিঃ দুর্গাদাস সুন্দর অভিভাষণ দিয়েছিলেন। মিশরের সংবাদপত্রের একটি সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান—আল্ আহ্রাম পত্রিকার দৈনিক বিক্রয় সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার। দৈনিক সংবাদপত্রের ন্যূনতম দাম ১ পিয়াস্তা (দশ পয়সা)। সেন্সর অত্যন্ত কঠোর, ব্যক্তিগত ক্লেদ নিক্ষেপণ যথেষ্ট। মিশরে ফরাসী, ইতালিয়, গ্রীক, হিব্রু, তুর্কী, ইংরাজী, কপ্টিক এবং আরবী ভাষায় প্রচলিত সংবাদপত্র রয়েছে। এখানে লেখক বিনা দক্ষিণায় কোন প্রবন্ধ কোন সংবাদপত্রেই প্রকাশ করেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদপত্র শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের ককটেল পার্টি প্রায় রাত্রি ১২টায় শেষ হ'ল ; এর জন্য ব্যয় ১০০ পাউণ্ড।

২৪শে ফেব্রুয়ারী, '৪৫

আজ একটি ভীষণ দুর্ঘটনা হ'য়েছে। মিশরের প্রধান মন্ত্রী আহম্মদ মেহের পাশাকে পার্লামেণ্টের অভ্যন্তরে হত্যা করা হ'য়েছে এবং হত্যাকারী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ডাঃ ইসাবি। ইনি একজন ব্যারিষ্টার। আজ পার্লামেণ্টের আলোচ্য বিষয় ছিল জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা। কয়েকদিন পূর্ব্বে মিঃ চার্চ্চিল এবং মিঃ এণ্টনী ইডেন কায়রোতে এসে রাজা ফারুক এবং মন্ত্রীসভার সঙ্গে কিছু গোপন আলোচনা ক'রেছিলেন। ইয়াল্টা কনফারেন্সের সর্ত্ত সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতি কয়েকদিন পর্য্যন্ত সংবাদপত্রে অবিশ্রান্ত ধারায় চলেছে। রাজা ফারুক হেজাজের রাজধানী রিয়াদ নগরে স্বয়ং ইবন্ সাউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট কুয়ৎলি-বে, ট্রান্স-জর্ডনের প্রধান মন্ত্রী রিফাই কায়রোতেই অবস্থান ক'রছেন। ইবন্ সাউদ গত সপ্তাহে মিশরে এসেছিলেন। তুরস্ক জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছে। নিখিল আরব আন্দোলন এবং প্যালেষ্টাইনের আরব-ইহুদী সমস্যা অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ ক'রেছে। মিঃ রুজভেল্ট এবং ইবন্ সাউদ গোপনে সাক্ষাৎ ক'রেছেন। সুতরাং মিশরের রাজ-নৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত চঞ্চল। জাতীয়তাবাদী দল ব'লছেন, আজকের যুদ্ধ ঘোষণা পার্লামেণ্টের অধিবেশনের পূর্ব্বেই মিঃ চার্চ্চিলের সঙ্গে স্থির হ'য়ে গেছে। মিঃ চার্চ্চিলের উদ্দেশ্য, আগামী সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো কনফারেন্সে কয়েকটি বংশবদ রাজ্যের উপস্থিতির ব্যবস্থা করা। রাশিয়া ইতিপূর্ব্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের সভ্যদের জন্য পৃথক আসন দাবী ক'রেছে, সুতরাং ইংরাজের ইচ্ছা ব্রিটিশ বন্ধুদের

বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির জন্য আসন ব্যবস্থা। মিশর এবং আরব জাতিগুলির যুদ্ধে যোগদানের ফলে ব্রিটিশের স্বার্থরক্ষার সুযোগ হ'বে। জাতীয়তাবাদীদল এই সুযোগ দিতে প্রস্তুত নয়। আল্ মকত্তম পত্রিকা আজকে ব'লেছে;—মিশর এই যুদ্ধে যোগ দিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মিশরের উপর কিছু যুদ্ধ-ব্যয়ভার চাপিয়ে দেবে এবং ব্রিটিশ মিশরের প্রাপ্য অর্থ না দেওয়ার চেষ্টা ক'রবে।—এরূপ নানাপ্রকার সত্য, অর্দ্ধসত্য এবং মিথ্যা সংবাদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হ'য়েছে। অথচ মন্ত্রীসভা এ বিষয়ে নিরুত্তর, সুতরাং তরুণদল আরও উত্তেজিত।

কারণ যাই হোক, এর বিষময় ফল আহম্মদ মেহের পাশার হত্যা। মিশরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই যুদ্ধের প্রারম্ভ থেকেই ক্রমশঃ জটিল আকার ধারণ ক'রেছে। আলি মেহের পাশাকে পদচ্যুত ক'রে ব্রিটিশের অস্ত্র সাহায্যে নাহাশ পাশা মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। জগলুল শিষ্য নাহাশ পাশা ওয়াফদ্ দলের নেতা; কিন্তু অনেকের ধারণা তিনি ব্রিটিশের ক্রীড়নক। তারপর হঠাৎ বিগত জানুয়ারী মাসে নাহাশ পাশার পদচ্যুতি; তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান খ্রীষ্টান মন্ত্রী মকরম্ আবিদ্ পাশার সহযোগে আলি মেহের পাশার ভ্রাতা আহাম্মদ মেহের পাশা মন্ত্রী পরিষদ গঠন ক'রেছেন এবং তাঁর সঙ্গে অন্যান্য ক্ষুদ্র দলগুলিও যোগ দিয়েছে। তরুণদল ব'লছেন,—মিশরের রাজনীতিতে অনেক আবর্জ্জনা জমেছে। এই আবর্জ্জনা নিষ্কাষণের জন্য রক্তের প্রয়োজন; রাষ্ট্রের গতি পরিবর্ত্তনের জন্য বাক্‌যুদ্ধের অবসর নেই। সুতরাং যথার্থ কর্ম্মদ্বারা মন্ত্রীসভাকে একটু সম্বুদ্ধ ক'রতে হ'বে। হত্যাকারী ডাঃ ইসাবি ধৃত হ'য়ে ব'লেন—আমি একা নই, ২২ জন মন্ত্রীকে হত্যা করবার জন্য আমার দলের ২২ জন সভ্য প্রস্তুত এবং অন্য কোন প্রশ্নের কোন উত্তর তিনি দেন নি। এই হত্যায় আজ সমস্ত মিশর স্তম্ভিত! পার্লামেণ্টের সভা স্থগিত। রাজা বিপদগ্রস্ত।

২৫শে ফেব্রুয়ারী, '৪৫

আহম্মদ মেহের পাশার রাজকীয় সমাধির শোভাযাত্রা! সমস্ত কায়রো এই মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য সমবেত। স্বয়ং রাজা ফারুক উপস্থিত, তিনি কোরাণ হস্তে কৃষ্ণবর্ণ শোকবস্ত্র পরিধান ক'রে চলেছেন। প্রত্যেক মন্ত্রী শোক পরিচ্ছদ পরিহিত, সৈন্যগণ অস্ত্র নিম্নমুখ ক'রে চলেছেন—রাজ পতাকা অর্দ্ধোত্তলিত, বিদেশী রাষ্ট্রদূতাবাসের প্রতিনিধিগণ সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য

উপস্থিত। শোভাযাত্রার পথে তিলধারণের স্থান নেই,—অট্টালিকার ছাদে, বারান্দায়, পথিপার্শ্বে বৃক্ষোপরি—সর্ব্বত্র মানুষ—মানুষের সমুদ্র—বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, শিশু সকলেই উপস্থিত, একটি অদ্ভুত দৃশ্য!

আমরা দু'ঘণ্টা এই শোকযাত্রা দেখে ইণ্ডিয়া ইউনিয়নে উপস্থিত হ'লাম। আজকে হজরত মহম্মদের জন্মতিথি। মৌলুদ্-উন্ নবীর উৎসব। ডাঃ ওয়ালি খাঁ সভাপতি। তিনি পার্শী ভাষায় একটি কবিতা রচনা ক'রেছেন, উর্দ্দু ভাষায় তার অনুবাদ ক'রেছেন। মিশরে পার্শী কিংবা উর্দ্দু ভাষা কেহ বুঝে না। ডাঃ ওয়ালি খাঁ নিজের কবিতারই খুব প্রশংসা ক'রলেন। তারপর দু'জন মিশরীয়—আল-আজ্‌হরের শেখ্‌—প্রত্যেকেই আধঘণ্টা ক'রে বক্তৃতা ক'রলেন। উৎসবের শেষাংশে সভাপতি স্বয়ং আমাকে বক্তৃতা করার জন্য অনুরোধ ক'রলেন। তিনি ব'ল্লেন,—একজন হিন্দুর মুখে তিনি ইসলাম প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদের জীবনী আলোচনা শুনতে চান্। আমি অক্ষমতা জানিয়ে মার্জ্জনা প্রার্থনা ক'রলাম। পরিশেষে একজন মিশরীয় অধ্যাপক এবং একজন সাংবাদিক আমাকে হাত ধ'রে সভামঞ্চে তুলে নিয়ে গেলেন। আমি বাধ্য হ'য়ে ১৫ মিনিট বক্তৃতা দিলাম। আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে মহম্মদের রাষ্ট্রনীতি এবং মধ্যযুগের পৃথিবীর সভ্যতার পুনর্গঠনে ইসলামের দান। আমার বক্তৃতার পর কয়েকজন সাংবাদিক আমার বক্তৃতার সারাংশ লিখে নিলেন। তারপর আর একজন মিশরীয় ভদ্রলোক আমার বক্তৃতার সমালোচনা ক'রে মিশরীয় রীতিতে যথেষ্ট উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রলেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারী, '৪৫

ভোরের সংবাদপত্রে আমার বক্তৃতার সারাংশ প্রকাশিত হ'য়েছে এবং তিনটি টেলিফোনে এই সংবাদ পেলাম। তারপর বিশ্ববিদ্যায়ে অধ্যাপক নাসিফ বল্লেন ভোর বেলা তাঁর গৃহে পুলিশ এসে তাঁর সমস্ত গৃহ অনুসন্ধান ক'রেছে। এই অনুসন্ধানের কারণ তিনি ডাঃ ইসাবিকে দিনকয়েক পূর্ব্বে মিশরের দলগত রাজনীতি বিষয় দু'খানি পুস্তক চেয়ে পত্র লিখেছিলেন। অধ্যাপক নাসিফ আমার প্রস্তাবিত '১৯৪৫ সালের মিশর' নামক পুস্তকের জন্য একটি প্রবন্ধ লিখবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—সে প্রবন্ধের নাম হবে মিশরের রাষ্ট্রদল এবং তাদের নীতি। এ উদ্দেশ্যেই তিনি ডাঃ ইসাবির নিকট পত্র লিখেছিলেন এবং ডাঃ ইসারি তাঁহার পূর্ব্বতন ছাত্র। অবশ্য, এই পুলিশ অনুসন্ধানের ফলে

কিছুই গোলমাল হয় নি, কারণ এই পত্রখানি একটি সাধারণ ছাত্র-শিক্ষক ব্যবহৃত পত্র। তবু মিসেস্ নাসিফ অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে প'ড়েছিলেন। সুতরাং পত্নীভক্ত অধ্যাপকটিও অত্যন্ত বিব্রত হ'য়েছিলেন।

সন্ধ্যায় ইয়ামন নিবাসী একজন রহস্যবাদী চিত্রশিল্পীর সঙ্গে আমার পরিচয় ক'রিয়ে দেওয়ার জন্য মিঃ সালেহ্উদ্দিন আমায় ডেকেছিলেন। এই চিত্রশিল্পীর নাম ডাঃ তাহের। তাঁর পূর্ব্বপুরুষ ভারতবর্ষ থেকে ইয়ামনে এসে বাস ক'রে-ছিলেন ব'লে তিনি নিজেকে এখনও ভারতবাসী ব'লে গর্ব্ব করেন। তিনি সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ব'লে বহুপরিচিত। তিনি বলেন,—ভারত-বর্ষের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধে আছে ব'লেই তাঁর চিত্রকলায় ভারতীয় রহস্যবাদ ফুটে উঠেছে। মিঃ সালেহ্উদ্দিনকে তাঁর ভারতীয় বন্ধু অধ্যাপক চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় ক'রিয়ে দেওয়ার অনুরোধ ক'রেছিলেন। কিছুক্ষণ আলোচনার পর তাহের ব'ল্লেন—বর্ত্তমানে ইউরোপে স্পেনদেশীয় চিত্রশিল্প সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক। কারণ প্রতীচ্যে বস্তুতান্ত্রিক প্রভাব এখনও স্বভাবজাত স্পেনীয় চিত্রকলার উপর প্রভাব বিস্তার করেনি। তিনি ব'ল্লেন,—বর্ত্তমান ইংলিস চিত্রশিল্প সাম্রাজ্যবাদী, ফরাসী চিত্র রসসঞ্চারী কিন্তু দেহসর্ব্বস্ব, জার্ম্মান চিত্রকলা একেবারে গদ্যময় কিন্তু নিখুঁৎ, আমেরিকান চিত্র ব্যবসায়-বুদ্ধিপ্রণোদিত, ইতালিয়ান চিত্রে প্রাচীন প্রেরণা বিলুপ্ত, রাশিয়ান চিত্র অধোগামী, জাপানী শিল্প বর্ণচাতুর্য্যবহুল—ভারতীয় চিত্রশিল্প আপন সত্ত্বা হারিয়ে ফেলেছে, যদিও তার ভাস্কর্য্য অনবদ্য। তিনি দুঃখ ক'রলেন,—ইসলাম চিত্রশিল্পে বিশেষ উৎসাহ দেয়নি। পারস্য বা তুরস্কে এবং ভারতবর্ষে মুসলমান যুগে যে চিত্রকলা সমৃদ্ধি-লাভ ক'রেছিল, তার পশ্চাতে অনেক করুণ কাহিনী রয়েছে। তার পর তিনি বস্তুতন্ত্রবাদী নগ্ন চিত্রশিল্পের সমর্থনে অনেক কথা ব'ল্লেন। তাঁর বক্তব্য ছিল,—নগ্নচিত্রে দেহলতার প্রত্যেকটি সূক্ষ্ম রেখা শিল্পীর তুলিকায় ভেসে উঠে, সৃষ্টির অজ্ঞাত রহস্যকে মূর্ত্ত ক'রে তোলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্প। আমি ব'ল্লাম, আপনি এটাকে কি শিল্পীর আত্মম্ভবিতা বলে মনে করেন না! দর্শক এবং সমালোচকের কল্পনার জন্য শিল্পী কি একটু স্থানও রাখবে না? বর্ত্তমান যুগে মনোবিজ্ঞানবাদী ঔপন্যাসিকেরা নায়ক নায়িকার মনের প্রত্যেক সূক্ষ্ম ভাবধারাকে বিশ্লেষণ ক'রে পাঠকের বিচারের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না। তেমনি নগ্ন চিত্রশিল্পী তাঁর চিত্রের মধ্যে দর্শকের জন্য কোন অংশই আবৃত রাখেন না; চিত্রশিল্পীর এই গর্ব্ব কেন? সমস্ত কথা ব'লে, কিংবা প্রত্যেকটি রেখা সম্পাত ক'রে লেখক কিংবা

শিল্পী আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রতে পারেন; কিন্তু এটা তাঁদের আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার, কারণ তিনি বিবেচনা করেন না যে শিল্পীর সঙ্গে সমালোচকের সহমর্মিতা এবং সহযোগিতার একটি স্থান নিশ্চয়ই আছে—সেটি যত স্বল্পপরিসরই হো'ক। ডাঃ তাহের কিছুক্ষণ নীরব থেকে মিঃ সালেহ্‌ উদ্দিনকে উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ ক'রলেন। মিঃ সালেহ্‌ উদ্দিন বল্লেন,—অধ্যাপক চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরের জন্য দার্শনিকের প্রয়োজন।

তারপর আমরা নীলের ধারে বেড়াতে বেরুলাম, ডাঃ তাহের অর্দ্ধপথে বিদায় নিলেন, লোকটি অতি চমৎকার;—একেবারে নিরহঙ্কার। কাল আমরা সাক্কারা মেম্‌ফিসের পিরামিড পরিদর্শনে যাব।

২৭শে ফেব্রুয়ারী '৪৫

৬ টার সময় ঘুম থেকে উঠেই চা পান ক'রে গিজা মোটর ষ্টেশনে উপস্থিত হ'য়েছি। ১৫ জন যাত্রী। প্রায় সকলেই চারু শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আহম্মদ বে-ইসুফ আমাদের দলপতি। মিঃ সালেহ্‌ উদ্দিন এবং তাঁর জামাতা মইজউদ্দিন এল্‌ আজম্‌ আমাদের সহযাত্রী। আমরা ৯টা ১৫ মিনিটে পিরামিডের পথে এগিয়ে চ'ল্লাম। গিজার প্রান্তদেশে উপস্থিত হ'য়ে নীলের একটি ক্ষুদ্র অববাহিকা অতিক্রম ক'রে চলেছি। পূর্ব্বপ্রান্তে বহু প্রাসাদ অববাহিকার জলে প্রতিফলিত হ'চ্ছিল; প্রাসাদের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ "ষ্টুডিও মিশর অট্টালিকা।" মিশরের সিনেমাশিল্প বেশ উন্নত। ভারতবর্ষে সিনেমা-শিল্প-প্রসার লাভ ক'রেছে এবং সেখানে সবাক চিত্র তৈরী হ'চ্ছে শুনে মিশরীয়রা খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে যায়। আমাদের পথের পশ্চিমদিকে গিজার পিরামিড প্রভাত সূর্য্যের কিরণে প্রতিফলিত হ'য়ে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ ক'রেছিল। পথের পার্শ্বে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রই সবুজ শস্যভারে পরিপূর্ণ। ক্বচিৎ দু'একটি ক্ষেত্র এখনও কর্ষণের অপেক্ষা করছে; শূন্য ক্ষেত্রগুলি নীলের সঞ্চিত উপলাবৃত হয়ে ঘন কৃষ্ণ বর্ণ দেখাচ্ছিল। এই বর্ণ ই তার উর্ব্বরতার লক্ষণ। দশ মিনিটের মধ্যে গিজার পিরামিড অতিক্রম ক'রে দক্ষিণে সুদানের পথে উপস্থিত হ'য়েছি। দূর থেকে অস্পষ্ট মেম্‌ফিস্‌ নগরীর ধ্বংসাবশেষ এবং সাক্কারা পিরামিডের অস্পষ্ট রূপ আমাদের দৃষ্টিপথে আসছিল। আমি একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ল্লাম—সাক্কারা এত সন্নিকট! আমাদের সহযাত্রী স্থপতি বিভাগের একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী, মিঃ আহম্মদ ব'ল্লেন,—এই স্থান থেকে আরম্ভ করে বেনি ইউসুফ পর্য্যন্ত

ক্রমাগত ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা শ্রেণীর পিরামিড চলেছে—সার্দ্ধ তিন সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ত্রিশটি রাজবংশ বিভিন্ন যুগে নীলনদের তীরে **লক্সার** অবধি এই সমাধি নগর স্থাপন ক'রেছিল; সাক্কারার প্রান্তদেশে উপস্থিত হ'তে এখন প্রায় ২৫ মাইল। তারপর আমরা পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্য স্থপতি **ষ্টেপ্ পিরামিডের** প্রান্তদেশে উপস্থিত হবার জন্য প্রায় ঘণ্টা কাল হেঁটে চলব। ষ্টেপ্ পিরামিডের বিষয় ইতিহাসে পড়েছিলাম। আজকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ ক'রব—এই চিন্তা আমাকে অত্যন্ত উৎফুল্ল ক'রে তুলল।

আমরা সাড়ে দশটায় বাস থেকে নেমে চলেছি সাক্কারা পিরামিডের দিকে। বাম পাশে ষ্টেপ্ পিরামিড, ডানপাশে সাক্কারা মিউজিয়ম, পশ্চাতে মেম্ফিস্, নীলের স্বল্পপরিসর একটি অববাহিকার পার্শ্বে সঙ্কীর্ণ পায়ে চলা পথ, আশে পাশে শস্যক্ষেত্র। ফালাহিন কৃষকদল তাদের উট, গাধা, ভেড়া, গরু এবং মেষ নিয়ে চলেছে। প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই ধানের চাষ করা হ'য়েছে। আমরা ১ পিয়াস্তা মূল্যের বিন্ কিনলাম এবং আধ ঘণ্টা ধরে সবাই মিলে খেয়েও শেষ করতে পারিনি। এই বিন্ সিদ্ধ করে একটু অলিভ তৈল এবং নুন দিয়ে সাধারণ গৃহস্থ কৃষক প্রাতরাশ সম্পন্ন করে; ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকর, এর স্বাদও মন্দ নয়। আমরা ১১টা ১৫ মিঃ-এ সাক্কারা মিউজিয়মে উপস্থিত হয়েছি। দরজায় কয়েক-জন স্থপতি বিভাগের কর্ম্মচারী আমাদের অভ্যর্থনা ক'রলেন এবং পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুসারে আমরা মিউজিয়মে প্রবেশ ক'রলাম।

মিউজিয়মের প্রথম প্রকোষ্ঠে রক্ষিত ছিল একটি রাজ পরিবারের প্রসাধন সামগ্রী,—মাথার চিরুনী, চোখের কাজল-আধার, গন্ধদ্রব্যের শিশি, চুলের ফিতা, কয়েকটি অতি সুন্দর মুখোস, শিশুর ব্যবহৃত খেলনা, কয়েকটি কানের দুল—এই সমস্তই একজন মহিলা-মামির সঙ্গে প্রোথিত ছিল। সেই প্রকোষ্ঠেই পশ্চিমাংশে একটি পরিবারের ৬ জন লোকের মামি এবং তাদের কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সজ্জিত ছিল—পরিবারের কর্ত্তা, তাঁর স্ত্রী, দু'টি পুত্র এবং দু'টি কন্যা। প্রত্যেকের পরিধানেই কোমর থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত বস্ত্রাবরণ, মাত্র কর্ত্তার দেহেই দুই বস্ত্র—একটি পরিধানে, অপরটি গাত্রে। পরিধেয় বস্ত্রের বর্ণ হরিদ্রাভ, এবং কোমরে জড়ান, প্রত্যেকটি মূর্ত্তির হস্তে একটি ক'রে যষ্টি। এই ছয়টি মামি ইউনাসের পিরামিডের অভ্যন্তর থেকে উদ্ধার করা হ'য়েছে। সমাধিগৃহের সম্মুখে একটি কাষ্ঠফলক—সম্ভবতঃ ডুমোর বৃক্ষের—হায়রোগ্লিফিক অক্ষরে মামির পরিচয় উৎকীর্ণ ছিল।

দ্বিতীয় কক্ষে আমরা মৃৎশিল্প এবং গৃহস্থালীর তৈজসপত্র দেখলাম। এই প্রকোষ্ঠের সম্মুখে সুসজ্জিত র'য়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর পানপাত্র—কোনটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মরনির্ম্মিত, কোনটি স্ফটিকনির্ম্মিত, কোনটি শ্বেতকৃষ্ণের সংমিশ্রিত গ্রানাইট প্রস্তরনির্ম্মিত। মিউজিয়মের অধ্যক্ষ বল্লেন,—৬৫০টি বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন আকৃতির এবং বিভিন্ন চিত্র সমন্বিত পাত্র একই পিরামিডের অভ্যন্তরে রক্ষিত ছিল। এই শিল্প অত্যন্ত সরল, কিন্তু খুব উচ্চাঙ্গের। একটি পাত্র দেখলাম—অতি অদ্ভুত নমনীয় প্রস্তরের তৈরী—সে প্রস্তর কিছুটা সঙ্কুচিত বা বর্দ্ধিতও করা যায়। প্রস্তর খণ্ডকে ভাস্কর্য্যের সুনিপুণ অস্ত্রের সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ ক'রতে হ'য়েছিল এবং ভাস্কর সে প্রস্তরকে নমনীয় মৃত্তিকাখণ্ডের অনুরূপ ক'রে ব্যবহার করেছেন। এই কক্ষের অপরাংশে দেখলাম,—প্রস্তর নির্ম্মিত কলস, কত রকম তার আকৃতি, আর কত রকম তার রূপ। কতগুলি কলসীর মুখে মাত্র শালাকা প্রবেশ করান সম্ভব, অথচ তাদের গহ্বর অতি বিরাট! কোনটির দু' পাশে হাতল রয়েছে, কোথাও বা শুধু এক পাশে। প্রায় প্রত্যেকটি পাত্রেরই প্রস্তর এত স্বচ্ছ যে অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থটি পরীক্ষা করা যায়। দরজার সম্মুখে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্র ছিল; তাদের মুখের আবরণে কোথাও শৃগাল, কোথাও বানর, কোথাও বাজ পাখী, কোথাও বা মানুষের মুখ খোদিত ছিল। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্রে মানুষের মৃতদেহের হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, যকৃত এবং অন্ত্র সংরক্ষিত হ'ত। প্রত্যেকটি পাত্রের রক্ষাকর্ত্তা বিভিন্ন দেবতা। মামির সঙ্গে মানুষের এই সমস্ত দেহের বিভিন্ন অংশ প্রোথিত করা হ'ত।

তৃতীয় প্রকোষ্ঠে দেখলাম প্রক্ষালনপাত্র। কোন কোন পাত্রের অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক আলোর ছটা বিকীরণ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আলোক সম্পাতে প্রত্যেকটি পাত্রের বিভিন্ন বর্ণ যে কোন দর্শককে মুগ্ধ করে। প্রস্তরের বর্ণ শ্বেত, কৃষ্ণ, সবুজ এবং কোথাও বা হরিদ্রাভ। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জ্ঞাত-অজ্ঞাত দেশ থেকে এই বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তর সংগ্রহ করা হ'য়েছে। পাত্রগুলি সম্রাট্ ফেরায়ুন **আখেটহোটেপ্**-এর সময় বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। সম্রাট্‌কে তাঁর অধীনস্থ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা এবং অভিজাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এগুলি উপহার দিয়েছিলেন। মিশরে প্রত্যেকটি সম্রাট সিংহাসন আরোহণের অব্যবহিত পরেই নিজের পরলোকের আবাসস্থল নির্ম্মাণে মনঃসংযোগ করিতেন এবং তিনি বহু প্রিয় জিনিষ ইহজগতে ভোগ না ক'রে পর জগতের জন্য সঞ্চিত রাখিতেন।

মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল, এই পাঞ্চভৌতিক দেহই মানুষের জীবনের অবসান নয়, কারণ তাঁর আত্মা (কা) মৃত্যুর পরে জীবিতের মতনই সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ উপভোগ করে এবং সে উপভোগ চিরন্তন। সুতরাং তার ইহজীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রয়োজনীয় সামগ্রীই অতি যত্নে পরলোকের পাথেয়রূপে সংগৃহীত হ'ত এবং প্রতি বৎসর মৃত্যুর তিথিতে পুরোহিতের মধ্যস্থতায় নিকট-আত্মীয়গণ পরলোকগত আত্মাকে দ্রব্যাদি উৎসর্গ ক'রতেন। কোথাও নরকের দেবতাকে সন্তুষ্ট ক'রে নরকের পথরোধ করবার জন্য অনুরোধ জানান হ'য়েছে। কোথাও বা স্বর্গের দেবতাকে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য প্রার্থনা করা হ'য়েছে। এই মৃত্যুবার্ষিকী উৎসব মিশরের জাতীয় জীবনে একটি পরম শুভদিন ব'লে পরিগণিত হ'য়েছিল।

মিউজিয়ম দেখে আমরা মরুভূমির অভ্যন্তরে ষ্টেপ্ পিরামিডের পথে **সেখা** এবং **আন-কামাহু** সমাধি দেখতে গেলাম। সেখার সমাধির প্রাচীর গাত্রে অঙ্কিত চিত্রে মিশরের সামাজিক জীবনের বহু তথ্য উৎকীর্ণ হ'য়েছে। — পক্ষিসেবা এবং উৎসর্গের জন্য অভিপ্রেত পক্ষীর চিত্রই অধিক, কোথাও বা ধীবর নীলের জলে মৎস্য শিকারে চলেছে, কোথাও বা পশুশিকারী বিচিত্র ভঙ্গীতে শিকার উদ্দেশ্যে উৎকণ্ঠিত! কোথাও বা উৎসবের দিনে বিচিত্র আনন্দমেলা, মল্লযুদ্ধ, তরবারি খেলা এবং রজ্জু-প্রতিযোগিতা। পুরোহিত চলেছেন দেবতার মন্দিরে, পশ্চাতে বলি উদ্দেশ্যে অভিপ্রেত পশু, বহু অনুচর, পূজার সামগ্রী এবং মন্দিরের যাত্রী। সম্মুখে পুরোহিত পূত বারি সিঞ্চন ক'রে পক্ষীকে পবিত্র করে দিচ্ছেন। সঙ্গে নারীযাত্রী রয়েছেন মাঝে মাঝে নারী পূজারিণী পথপ্রান্তে পুরোহিতের পদস্পর্শ করে আপনাদের ভক্তি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রছেন। আন্ কামাহু একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। তাঁর সমাধি মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে রয়েছে পুরুষের ত্বকচ্ছেদের চিত্র (circumcision)। এই চিত্রটি পঞ্চম রাজবংশের, সুতরাং খৃষ্টজন্মের প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বের। ইহুদিদের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল এবং মুসলমানগণ এই প্রথা মিশরীয় এবং ইহুদিদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছে বলে অনেকের ধারণা।

এবার আমরা একটু পরিশ্রান্ত বোধ করিতে লাগলাম। পথে লাঞ্চ খাওয়ার জন্য স্থপতি বিভাগের বিশ্রামাগারে যাব। তা' প্রায় এখান থেকে এক মাইল। মিঃ আহাম্মদ ইউসুফের সঙ্গে আমি নানা বিষয়ে আলোচনা ক'রে চলেছি। তিনি মিশরে ভাস্কর্য্যবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, বর্ত্তমানে এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। তিনি

প্রথমে এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তারপর গতানুগতিক কাজে বিরক্ত হ'য়ে আমেরিকান মিশনের সঙ্গে লকসার খনন্ কার্য্যে যোগ দেন। পরে প্যালেষ্টাইনে এবং লেবাননে আমেরিকানদের সঙ্গে খনন কার্য্য শিক্ষা করেন। তারপর মিশরে রাজবৃত্তি নিয়ে লণ্ডনে তিন বৎসর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কার্য্য শিক্ষা করেন। সেখানে তিনি একজন মিশরীয় নারী ছাত্রের সঙ্গে পরিচিত হন। ইনি বর্ত্তমানে মিসেস্ ইউসুফ। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে মিঃ এবং মিসেস্ ইউসুফ এই শিল্প বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্যে যোগ দেন। তিন বৎসর পরে আবার তাঁরা দু'জনে চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের জন্য ভেনিস, রোম, ফ্লোরেন্স, প্যারিস, লুভার, বার্লিন, মিউনিক, আমষ্টারডেম এবং লণ্ডন ভ্রমণ করেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম,—শিল্পের দিক থেকে আপনি কোন্ স্থানকে বেশী মনোরম বিবেচনা করেন? তিনি বল্লেন,—চিত্রকলার দিক দিয়ে প্রত্যেক দেশের একটি স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্য এবং আবেদন রয়েছে। আমি ইতালিকে ভালবাসি। কারণ তার ঐতিহ্য রয়েছে। ইতালির পর্ব্বতমালা, তার বনানী, তার আকাশ, তার প্রত্যেকটি প্রস্তরখণ্ডের পশ্চাতে একটি ইতিহাস রয়েছে। ইতালিয়গণ সরলপ্রাণ, যদিও তারা স্বভাবতঃই একটু অস্থিরচিত্ত। ইতালিয়গণ অতি সহজেই বন্ধুত্ব স্থাপন করে। তাদের সঙ্গীতের আসরের প্রবেশমূল্য অতি সামান্য। তাদের চিত্রশালা সমস্ত দিন দর্শকের জন্য উন্মুক্ত। যে কোন লোক ইচ্ছা করলে চিত্রশালায় বসে যথেচ্ছ চিত্রাঙ্কনে মনোনিবেশ ক'রতে পারে। আমি ফরাসী দেশ মোটেই পছন্দ করি না। কারণ, প্যারিসের লোকেরা সাধারণতঃ শ্লথচরিত্র; সেখানে কোন স্থানই বিদেশীয়দের জন্য নিরাপদ নয়। তারা যেন ক্ষণবিজ্ঞানবাদী। আপনার সন্ধ্যার বন্ধু পরের দিন প্রত্যুষে সূর্য্যের আলোকে বিগত রজনীর সঙ্গীকে পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ করে। অবশ্য লুভার এবং প্যারিসের যে সমস্ত চিত্র সংগ্রহ আছে, তা' পৃথিবীর যে কোন চিত্রশিল্পীর লোভনীয়। জার্ম্মাণীর লোক অত্যন্ত আত্মম্ভরী এবং জাতীয় মর্য্যাদা সম্বন্ধে সর্ব্বদা সচেতন। তারা তাদের আদর্শের কষ্টিপাথরে চিত্রকলার ব্যাখ্যা করে। জার্ম্মাণ চিত্রকলা অত্যন্ত সতেজ, সবল; তারা বিদেশীয়দের উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে তাদের জার্ম্মাণীর প্রতিভূস্বরূপ ব্যবহার করবার চেষ্টা করে। হল্যাণ্ড প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। সমস্ত ইউরোপের মধ্যে হল্যাণ্ডের গ্রামগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সেখানে কৃষি এবং কৃষকই জাতীয় জীবনের আদর্শ। ইংলণ্ড বেশ জায়গা; কিন্তু ইংরাজ অতিশয় অহঙ্কারী এবং সংরক্ষণশীল, তাদের চিত্রাবলী

অত্যন্ত বুদ্ধি-সঞ্জাত। স্পেনদেশীয় চিত্রকলার মধ্যে জাতির প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। একজন শিল্প-শিক্ষার্থীর উচিত শিক্ষার প্রথম অবস্থায় কিছুকাল সে ইংলণ্ডে নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা ক'রে লুভার মিউজিয়ম পরিদর্শন ক'রবে। সেখান থেকে মিউনিকে এসে সে তুলিকা সম্পাত অভ্যাস ক'রবে, তারপর ফ্লোরেন্সে গিয়ে পৃথিবীর বিখ্যাত চিত্রগুলির অনুকরণ ক'রবে, সব্ব শেষে ভেনিসে ব'সে নিজের সমস্ত শিল্প ও সৌন্দর্য্যবোধকে মূর্ত্ত ক'রে তুলবে। আমাদের কথার প্রায় শেষ অংশে একজন উটচালক এসে উটে চ'ড়ে তাকে সাহায্য করবার জন্য অনুরোধ ক'রল। ৫ পিয়াস্তা দক্ষিণা দিয়ে উটে চড়ার অভিজ্ঞতা লাভ ক'রলাম।

আড়াইটার মধ্যে আমাদের লাঞ্চ শেষ হ'ল। তারপর আমরা আবার উত্তর দিকে কয়েকটি বিখ্যাত সমাধি দেখতে গেলাম। সপ্তম রাজবংশের সুবিখ্যাত মন্ত্রী মিরা-রুকার সমাধি এই অঞ্চলে অতি প্রসিদ্ধ। এই সমাধির প্রত্যেকটি দেয়াল বিভিন্ন বর্ণে চিত্রিত, প্রাচান মিশরের শিল্প এবং ধর্ম্মজীবনের আলেখ্য প্রাচীরগাত্রেই সু-পরিস্ফুট। স্বর্ণকার তৌলযন্ত্র হস্তে ক্রেতার অপেক্ষা ক'রছে, ধীবর জালনিবদ্ধ বিভিন্নপ্রকার মৎস্য উত্তোলন ক'র্ছে, কোথাও বা ঘাতক অস্ত্রহস্তে যূপকাষ্ঠে পশু হত্যার জন্য প্রস্তুত, কোথাও বা নিহত পশুর খণ্ডিত পদচতুষ্টয় পূজাবেদীতে উৎসর্গীকৃত, কোথাও কবন্ধ রজ্জুনিবদ্ধ, আবার কোথাও বা পুরোহিত পশুর ছিন্নপদহস্তে দেবতার মন্দিরে উৎসর্গের জন্য অগ্রসর হ'চ্ছেন। একটি চিত্রে কৃষক ভূমিকর্ষণে নিযুক্ত—একটু দূরে কৃষকপত্নী সুপক্ক শস্যকর্ত্তনে ব্যাপৃতা। তারপর শস্য আহরণ, শস্য সংগ্রহ, শস্য ওজন এবং ভাণ্ডারে সংরক্ষণের চিত্র র'য়েছে। প্রত্যেকটি চিত্র এত সূক্ষ্ম, জীবন্ত এবং বর্ণগুলি এত উজ্জ্বল যে বহু সহস্র বৎসরের ব্যবধানেও শিল্পীর নিপুণ হস্তের পরিচয় পাওয়া যায়। যাত্রা শেষে একজন পুরোহিত কৃষকমণ্ডলীকে আশীর্ব্বাদ ক'রছেন, এবং কয়েকটি নারী পাদস্পর্শ ক'রে তাঁকে প্রণাম ক'রছেন। পরবর্ত্তী প্রকোষ্ঠে মিশরের সাধারণ গৃহস্থের আনন্দোৎসবের চিত্র অঙ্কিত র'য়েছে—নৃত্য, গীত-বাদ্য, তরবারি খেলা, নৌকা-প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ছিল একটি পশুচিকিৎসালয়ের চিত্র—পশু পরীক্ষা, রোগ নির্ণয়, অস্ত্রোপচার, ঔষধসেবন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দৃশ্য।

সর্ব্বশেষ প্রকোষ্ঠে অত্যন্ত করুণ একটি চিত্র অঙ্কিত র'য়েছে। মিরা-রুকার পুত্র মৃত। স্নেহময় শোকার্ত্ত পিতা মৃত পুত্রকে পরলোকে দেবতার সম্মুখে

পরিচয় করিয়ে দিতে অগ্রসর হ'য়েছেন। প্রত্যেক দেবতার নিকটেই তিনি যুক্তহস্তে অতি বিনয়ের সহিত পুত্রের পারলৌকিক মঙ্গল যাজ্ঞা ক'রছেন। শিল্পীর হস্তের প্রত্যেকটি রেখার মধ্যেই পিতার অন্তরের বেদনা এবং ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট। ইহজগতের সমস্ত ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য পুত্রের প্রাণরক্ষা কর'তে পারে নি। সুতরাং অসহায় পিতা দেবতার চরণে পুত্রকে নিবেদন ক'রছেন। এই চিত্রটি অত্যন্ত করুণ!

এই সমাধির অদূরে রয়েছে **এপিস বৃষের** সমাধি। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত মিশরে বৃষ-পূজা অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। প্রাচীন মিশরীয়দের ধারণা ছিল, বৃষ দেবতার অংশ। বিশিষ্ট আকৃতি এবং চিহ্নযুক্ত বৃষ প্রত্যেক যুগে দেবতা তাঁর অনুগ্রহের চিহ্নরূপে প্রেরণ করেন। এই বৃষটির পদচতুষ্টয় কৃষ্ণবর্ণ, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র অঙ্কিত, বামপদের সম্মুখ ভাগে একটি শ্বেত ত্রিকোণ চিহ্ন। এই সমস্ত লক্ষণ পশুর দেবত্ব সূচনা করে। এই বৃষটি মঙ্গলজনক। পূজ্য পশুর জন্য মন্দির নির্ম্মিত হ'ত এবং স্বতন্ত্র পূজার ধারা প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল। বৃষটির মৃত্যুর পর তাকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত সমাধিস্থ করা হ'ত। আমরা এই রকম কুড়িটি সমাধির সমাবেশ দেখছি। এই সমাধিগুলি একটি বৃহৎ চূণের পাহাড় কেটে তৈরী করা হ'য়েছিল এবং দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত। বৃষের দেহকে রাসায়নিক দ্রব্য লেপনের পর মন্ত্রপূত ক'রে সমাধিস্থ করা হ'ত এবং ঠিক তারই অনুরূপ আর একটি স্বর্ণবৃষ নির্ম্মাণ ক'রে তার সঙ্গে সমাধিস্থ করা হ'ত। এই সমাধিগুলি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত। প্রায় প্রত্যেকটি সমাধি দস্যুকর্ত্তৃক উত্তোলিত হ'য়েছে এবং স্বর্ণবৃষগুলি অপহরণ করা হ'য়েছে। একটি মাত্র স্বর্ণবৃষ প্রত্নতত্ত্ববিদের সন্ধানে এসেছে, সেটি ফরাসীদেশের লুভার মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। আমরা কয়েকজন মিলে বৃষ-শবাধার দেখবার জন্য গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রেছিলাম। চারিদকে ঘন কৃষ্ণ অন্ধকার, সে অন্ধকার প্রায় স্পর্শ করা যায়। বাষ্প অত্যন্ত গুরুভার, আবেষ্টনী হৃদয়ে শঙ্কা সঞ্চার করে। আমরা টর্চ্চ দিয়ে একটু আলো সৃষ্টি ক'রলাম এবং শবাধারের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা দেখে আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম! মানুষ যে কত শ্রদ্ধার সঙ্গে বৃষ-দেবতার পূজা ক'রত, তা ভেবে আশ্চর্য্যান্বিত হ'তে হয়। একজন নয়, একটি রাজবংশ নয়; সমগ্র জাতি যুগ যুগ ধরে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কি গভীর বিশ্বাস নিয়ে এই বৃষ দেবতার অর্চ্চনা ক'রেছে! যদি বিশ্বাস দ্বারা ভগবান লাভ করা যায়, তবে প্রাচীন মিশরীয়দের মত গভীর বিশ্বাসী পৃথিবীতে আর কোন্ জাতি

জন্মগ্রহণ ক'রেছে! যদি অন্তরের শ্রদ্ধা দ্বারা ভগবান লাভ করা যায়, তবে আর কোন্ জাতি—এত শ্রদ্ধাবান্! যদি ভক্তি দিয়ে ঈশ্বরলাভ করা যায়, তবে বৃষপূজারী মিশরীয়দের মত আর কোন্ জাতি ভগবানকে এত ভক্তি ও বিশ্বাস প্রণোদিত শ্রদ্ধা অর্পণ ক'রেছে! কিন্তু প্রাচীন মিশরবাসী ভগবান্ লাভ ক'রেছে কি? যদি উত্তর দেওয়া যায়, মিশরীয়দের জ্ঞান অসম্পূর্ণ ছিল। প্রশ্ন হবে, জ্ঞানের নিকষ-পাষাণ কি?—মিশর একদিন বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন ক'রেছিল, অর্দ্ধপৃথিবী শাসন ক'রেছিল, কৃষি ও শিল্প বিদ্যায় উন্নতির শীর্ষস্থানে আরোহণ ক'রেছিল, পিরামিডের মত স্থপতি নির্ম্মাণ ক'রেছিল; যদি বস্তুতান্ত্রিক প্রগতি জ্ঞানের নিকষ-পাষাণ বলে বিবেচিত হয়, তবে প্রাচীন মিশরীয়গণ অবশ্যই সেই প্রাচীন বস্তুতান্ত্রিকজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অর্জ্জন ক'রেছিল। মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল, বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, শ্রদ্ধার প্রতি নিষ্ঠা ছিল। পৃথিবীর অন্য কোন্ জাতি এত বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা নিয়ে তার আদর্শ লাভ করবার জন্য প্রয়াস ক'রেছে! যদি তারা অজ্ঞান ব'লে বর্ত্তমান প্রগতির যুগে নিন্দিত হয়, তবে বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান এবং প্রাচীন মিশরীয় জ্ঞানের তুলনায় জগতে কার দান বেশী—এ প্রশ্নের মীমাংসা খুব সহজ হ'বে না। আমার কেবল একটি প্রশ্নই মনে হয়েছিল—ঈশ্বর কোথায়, তাঁকে কি করে পূজা করা যায়, কি করে তাঁর করুণা লাভ করা যায়? এই প্রশ্ন আমি বা-আল-বাক্ এর এপলো মন্দিরে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম, জেরুজালেমের খৃষ্টের সমাধি মন্দিরে, বয়তুল মকদ্দসে মসজিদ-উল্-আক্সায় এবং হারেম শরীফে ইহুদীদের অশ্রুময় প্রাচীরের (Weeping Wall) পার্শ্বে এই প্রশ্নই আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম। মানুষ যুগ যুগ ধরে ভগবানকে সন্ধান করবার চেষ্টা ক'রছে—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি কোন পথই তো মানুষ বাদ দেয়নি; তবে কেন জগৎ-স্রষ্টা তাঁর সৃষ্ট জীবকে তাঁকে অনুসন্ধানের পথ নির্দ্দেশ ক'রে দেন নি? এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে?

নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই অর্দ্ধেক দিয়েছিলাম, পরিপূর্ণ উত্তর দিতে পারি নি। কখন যে আমরা পঞ্চম রাজবংশের সম্রাট টি-র মন্দিরে এসে উপস্থিত হ'য়েছি, জানতে পারিনি। প্রাচীর গাত্রের অঙ্কিত চিত্রে দেখলাম সঙ্ঘবদ্ধ ভক্ত পূজারী অর্ঘ্য নিয়ে চলেছে দেবতার মন্দিরে—সঙ্গে ফল, ফুল, পূতবারি, যেমন আমরা দেখতে পাই ভারতের মন্দিরে মন্দিরে। আমার মনে হচ্ছিল, প্রাচীন মিশরীয়গণ তাদের দেবতাকে পূজা ক'রবার জন্য প্রকৃতির সুন্দরতম সৃষ্টি ফুল এবং প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম দান ফল অর্ঘ্যরূপে প্রদান ক'রত। সমাধির অপর পার্শ্বে

নীলনদ—ভক্তদের পূতবারি সংগ্রহের প্রধান আধার। মন্দিরগাত্রে প্রায়ই নীলনদের জলধারার চিত্র—কোথাও বা সে জলধারায় প্রস্ফুটিত হয়েছে ভারতীয় কুমুদ! বাঙ্গালার জলাশয়ে বর্ষা ও শরতে যেমন লাল এবং নীল কমল ফুটে উঠে, ঠিক তারই একটি সংস্করণ ব'লে মনে হ'চ্ছিল। মন্দিরের সম্মুখেই প্রস্তর-নির্ম্মিত যূপকাষ্ঠ প্রোথিত, বোধ হয় উৎসর্গীকৃত পশুর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী ছিল এবং সে প্রয়োজনে প্রস্তর-নির্ম্মিত যূপকাষ্ঠ সংগৃহীত হ'য়েছিল। বিপরীত দিকের প্রাচীরে একটি অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান পুরোহিত সস্মিত দৃষ্টিতে চলমান ভক্তজন-স্রোতের গতি নিরীক্ষণ ক'রছিলেন। তাঁর মুখে আনন্দ ও তৃপ্তি। পুরোহিতপত্নী তাঁর পদস্পর্শ করে প্রণাম করছেন। অদূরে একটি আশ্চর্য্য চিত্র! একটি গাভী বৎস প্রসব ক'রেছে, আর একজন মানুষ অত্যন্ত যত্নের সহিত অতি নিপুণ হস্তে অর্দ্ধজাত গোবৎসটিকে টেনে বের ক'রে নিচ্ছে; প্রত্যেকটি রেখা এত স্পষ্ট এবং জীবন্ত যে দর্শক চিত্রাঙ্কিত মানুষটির মুখে একটি অস্পষ্ট আশঙ্কার আভাস লক্ষ্য ক'রতে পারে। চিত্রে যারা এই দৃশ্যটি অবলোকন ক'রছিল, তাদেরও অদ্ভুত মনঃসংযোগ শিল্পীর তুলিকায় ফুটে উঠেছে। কৃষক জীবনের এই দৈনন্দিন ঘটনার অতি সুন্দর আলেখ্য চিত্রকরের সুনিপুণ তুলিকায় এক অপূর্ব শ্রী-মণ্ডিত হয়ে উঠেছিল।

বৈকাল তখন ৪টা, দিনের আলো শেষ হ'য়ে আসছে। অস্তায়মান সূর্য্যের রক্তিম রশ্মি পিরামিডের শৃঙ্গদেশের উপর প্রতিফলিত হ'য়ে সমস্ত পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীকে এক নব চেতনার আভাস দিয়ে যা'চ্ছিল। এবার আমাদের প্রত্যাবর্ত্তনের সময়। উট এবং গাধা চালকগণ যথাসময়ে সমাধি গহ্বরের সান্নুদেশে স-বাহন উপস্থিত। একটি গাধা, ৫ পিয়াস্তা তার দক্ষিণা স্থির ক'রে মোটরের রাস্তার দিকে চল্‌লাম। গাধায় চড়ার অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম। গাধার বাহকটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান্। সে প্রথমে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রল, —তোমার কাছে দিয়াশালাই আছে কি? দিয়াশালাই দিয়ে সে জিজ্ঞাসা ক'রল, সিগারেট আছে কিনা; তারপর জিজ্ঞাসা ক'রল, পকেটে কোন খাবার আছে কি না। শেষ পর্য্যন্ত তাকে দিয়াশালাই, সিগারেট এবং কমলালেবু দিয়ে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা ক'রলাম। খানিকদূর চলার পর নিভৃতে জিজ্ঞাসা ক'রল, আমি জাপানী কি না,—আরও এগিয়ে এসে সে আমাকে সাহস দিল, যদিও আমি জাপানী ব'লে নিজের সত্যিকার পরিচয় দিই, সে অবশ্য আমার পরিচয় গোপন রাখবে। আমি একটু ভীতস্বরে ব'ল্লাম, আমাকে জাপানী ব'লে তুমি

কারও কাছে পরিচয় দিও না। তারপর সে একটু বিজ্ঞের মত বল্‌ল,—মুখ দেখেই আমি মানুষের ভাগ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সব বলতে পারি। আমি সাধারণ হস্তরেখাবিদ্‌দের মতন হাত দেখি না, আমার পরীক্ষা সমস্তই মুখ দেখে। তখন আমি তাকে ব'ললাম,—তোমার মতন একজন বিজ্ঞ লোকের সঙ্গে পরিচয় হওয়া খুবই সৌভাগ্যের কথা। বল্‌তে পার, তোমাকে আজ কত বকশিস্‌ দেব ?—সে একটু অপ্রতিভের মত উত্তর দিল,—নিশ্চয়ই আমার স্বীকৃত দক্ষিণার অন্ততঃ অৰ্দ্ধেক, অর্থাৎ ২॥ পিয়াস্তা। আমি তখন বললাম,—অবশ্যই তুমি সব জান। এই দরিদ্র গাধা চালকের সহজ বুদ্ধি তার বাহনটির অনুরূপ নয়, অবশ্য আমি তার ভবিষ্যৎবাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করি নি। আমি তাকে ২॥ পিয়াস্তা বকশিস্‌ দিলাম। তারপর, তার গাধাকেও ২॥ পিয়াস্তা বকশিস্‌ দিলাম। বললাম, তোমার গাধাটিকে ২॥ পিয়াস্তার ঘাস কিনে দিও। আমার সহযাত্রী অধ্যাপক হাসান ফতেহ্‌ আমাদের এই করুণ রসিকতা কাগজে লিখবেন ব'ল্‌লেন। আমরা ৫॥ টার সময় কায়রো যাত্রা ক'রলাম।

প্রত্যাবর্ত্তনের সমস্ত পথ আমাকে "বৃষ সমাধির" স্মৃতি অভিভূত ক'রে রেখেছিল। আমি কেবলই প্রশ্ন ক'র্‌ছিলাম,—ঈশ্বর কোথায়, সত্যই যদি ঈশ্বর থাকেন, তিনি কি প্রাচীন মিশরীয়দের দেহ কিংবা আত্মাকে রক্ষা করেন নি ? আমাদের মোটর অতি তীব্র বেগে ছুটে চলেছে—পথের বাম পার্শ্বে অস্তায়মান সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে খণ্ড খণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘপুঞ্জকে আলোকিত ক'রে তুল্‌ছিল। সূর্য্যরশ্মি আর মেঘপুঞ্জের প্রতিযোগিতা—কখনও মেঘ, কখনও রশ্মির জয়—শেষ পর্য্যন্ত সূর্যদেবতা তাঁর শেষ রশ্মি পিরামিডের অভ্যন্তরে সমাধিস্থ ফেরায়ুনকে উদ্ভাসিত ক'রতে চেষ্টা করেছিলেন। কে জানে,—দেহ-বিমুক্ত মিশরীয় আত্মা এই সূর্য্যরশ্মির প্রচ্ছদপটে আপনাকে উদ্ভাসিত ক'রেছিল কি না? প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মিঃ সালেহ্‌উদ্দীন তাঁর গৃহে চায়ের নিমন্ত্রণ ক'রলেন। চায়ের টেবিলে ব'সে আমরা এই বৃষ সমাধিকে কেন্দ্র ক'রে প্রাচীন মিশরের ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে আলোচনা ক'রছিলাম। সত্যই কি সমস্ত লোক অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে ? ঈশ্বর কেন মানুষের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন না, কিংবা কেন তিনি তাঁকে জানাবার জন্য মানুষের কাছে স্পষ্ট ইঙ্গিত করেন নি ? মানুষ এই সহস্র সহস্র বৎসরের চেষ্টায় আজ পর্য্যন্ত ঈশ্বরকে লাভ করেছে কি ? কিংবা তাঁর করুণার অধিকারী হ'য়েছে কি ? কি ক'রে তাঁর করুণার অধিকারী হবে—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, কোন্‌ পথে মানুষ চেষ্টার ত্রুটি ক'রেছে ? বিভিন্ন যুগে

বিভিন্ন মহাপুরুষ ঈশ্বরের সন্ধান করে বেড়িয়েছেন, মানুষ তার আনন্দ, প্রেম, সেবা, ঐশ্বর্য্য, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ ক'রেছে; কিন্তু সত্যি তাঁকে পেয়েছে কি? মানুষ এই তৃপ্তি লাভ ক'রেছে যে, সে ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য, তাঁকে করুণার জন্য, সে সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রেছে; এই তার আত্মতৃপ্তি, অনেক স্থলে আত্মবিস্মৃতি। এক জাতি যে পথকে সত্য ব'লে গ্রহণ করেছিল এবং যে পথে তার সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করেছিল, অন্য জাতি তাদের পথকে বিভ্রান্ত ব'লে বিশ্বাস ক'রে ভগবানের নামেই তাকে ধ্বংস ক'রেছে। প্রাক্তন জাতির যে বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল, পরবর্ত্তী জাতিরও সেই নিষ্ঠা, সেই বিশ্বাস! কিন্তু কে যে ভগবান লাভ করেছে—কে যে মুক্তির পথে বেশী এগিয়েছে—সে প্রশ্নের উত্তর আজ পর্য্যন্ত কেহ নিঃসংশয়ে দিতে পেরেছে কি? আমার অন্তরের এই প্রশ্ন এবং অনুসন্ধিৎসার কথা আমি অত্যন্ত আবেগ নিয়ে মিঃ সালেহ্‌উদ্দীনের সঙ্গে আলোচনা ক'রেছিলাম। আমি বারাণসী বিশ্বনাথের মন্দিরে ভক্তবৃন্দের পূজা দেখেছি; গুজরাটে অগ্নি মন্দিরে অগ্নি উপাসকের পূজা দেখেছি; আজমীরে মইনুদ্দিন চিশ্‌তির দরগায় সুফির উপাসনা দেখেছি; গিজার প্রান্তদেশে ফেরায়ুন কুফুর আত্মা-উপাসনার ব্যবস্থা দেখেছি; টেল্ এল্ আমারনাতে আকেটাটনের সূর্য্য উপাসনার মন্দির দেখেছি; বা-আল্-বেকে প্রাচীন রোমকদের এপলো ও ভেনাস দেবতার মন্দির দেখেছি, পথ পার্শ্বেই বেকাস দেবতার লাস্যময়ী পূজাবেদী দেখেছি; জেরুজালেমে যীশুখ্রীষ্টের সমাধি মন্দিরে ভক্তদের ভজন দেখেছি, জেরুজালেমের প্রত্যন্তদেশে অশ্রুপ্রাচীরের পার্শ্বে পাপ-মোচনের জন্য ইহুদীদের অশ্রুপাত ক'রতে দেখেছি; মসজিদ্-উল্-আক্‌সাতে দাঁড়িয়ে বিশ্বাসী মুসলমানদের নামাজ পড়তে দেখেছি, মহম্মদ ব্যবহৃত প্রস্তরখণ্ডকে চুম্বন ক'রতে দেখেছি; সিরিয়ার সীমান্তে দরুজ পর্ব্বতে দরুজী সম্প্রদায়ের "খালাওয়া"তে আল্লাহ্‌র উপাসনা দেখেছি, হিমালয়ের মহাকাল মন্দিরে বৌদ্ধদের তান্ত্রিক উপাসনা দেখেছি এবং এনি বেশান্তের প্রবর্ত্তিত থিওসফিষ্টদের বিজ্ঞানবাদী পূজার রূপ দেখেছি। প্রত্যেক ধর্ম্মই বলে,—আমার পথ সত্য; প্রত্যেক মহাপুরুষ বলেন, আমার পথ ছাড়া অন্য গতি নেই,—সত্য কোথায়? মিঃ সালেহ্‌উদ্দীন্ আমার প্রশ্ন শুনে সর্ব্বশেষ উত্তর দিলেন,—সত্য মানুষের অন্তরে।

২৮শে ফেব্রুয়ারী, '৪৫

মিঃ মহীউদ্দিন আজ ৩টার সময় আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁকে অত্যন্ত বিভ্রান্ত দেখলাম, কারণ মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকীর সম্মুখে মিঃ আবু নসর ভূপালীর সঙ্গে তাঁর একটু অশোভন বাক্যান্তর হয়েছে। এই মিঃ আবু নসর বিশ বৎসর পুর্ব্বে আল্-আজ্‌হরে পাঠ করতে এসে দার্ উল্-উলুম্ বিদ্যালয়ে কিছুকাল পাঠাভ্যাস ক'রেছেন এবং কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দ্দু ভাষার অধ্যাপক হয়েছিলেন। কিন্তু মিঃ মহীউদ্দিন বর্ত্তমানে উর্দ্দু ভাষার অধ্যাপক। মিঃ আবু নসর ভূপালীর ধারণা, মিঃ মহীউদ্দিনের প্ররোচনায় ডাঃ আবদুল ওহ্‌হাব আজ্‌জাম তাঁকে পদচ্যুত করেছেন। ডাঃ আজ্‌জাম আমাকে বলেছিলেন, কোন অশোভন কর্ম্মের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়কে বাধ্য হ'য়ে মিঃ আবু নসরকে পদচ্যুত ক'রতে হয়েছে। থাক্, ওদের বিবাদ অত্যন্ত বিশ্রী আকার ধারণ করেছে এবং বহুদিনের সঞ্চিত উষ্মা আজকে মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকীর সম্মুখে অত্যন্ত অশোভন আকারে প্রকাশ পেয়েছে। মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকীর নিকট মিঃ নারু এবং মিঃ আবু নসর মিঃ মহীউদ্দিনের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছেন। অথচ মিঃ মহীউদ্দিন মিঃ সিদ্দিকীর দ্বারা বহুভাবে উপকৃত। কাজেই মিঃ সিদ্দিকী তাঁকে মিঃ আবু নসরের সম্মুখে ব্যক্তিগত কতকগুলি প্রশ্ন করেন। তাদের এই বাদানুবাদের মধ্যে আমার নামও নাকি কয়েকবার উচ্চারিত হ'য়েছে। বাঙ্গালী ব'লে মিঃ মহীউদ্দিন আমাকে অনেক ভাবে সাহায্য ক'রেছেন, এটা মুসলমানের পক্ষ থেকে নাকি ভবিষ্যতে ক্ষোভের কারণ হ'বে। আমি ভাল-মন্দ কোন উত্তর না দিয়ে সমস্ত বিবরণটাই শুনলাম। নিজে অন্তরের দীর্ঘশ্বাস চেপে শুধু বললাম,—হে ভারতবর্ষ!

১লা মার্চ্চ, '৪৫

আজ ব্রিটিশ কন্‌সাল অফিসে গিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়ার বিষয় বল্‌লাম, কারণ, শুনছি ৪-৫ মাস আগে থেকে চেষ্টা না ক'রলে ইচ্ছানুরূপ সমুদ্র পথে যাত্রার সুযোগ পাওয়া যায় না। আমি মিসেস্ পিকারিঙ্ নামে একজন ইংরাজ মহিলার সঙ্গে দেখা ক'রলাম। তিনি প্যাসেজ্ বিভাগের কর্ত্রী। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে গ্রহণ ক'রলেন এবং বল্‌লেন,—তিনি যথাসাধ্য আমার সুবিধার জন্য চেষ্টা ক'রবেন, কিন্তু আমাকে যাত্রার তারিখ সম্বন্ধে কোন কথাই বলতে পা'রলেন না। কারণ, জাহাজের যাতায়াত অত্যন্ত অনিশ্চিত। এই

ইংরাজ মহিলার ভদ্র ব্যবহার খুব প্রীতিপ্রদ। মিসেস্ পিকারিঙের নির্দ্দেশ অনুসারে আমি টমাস কুকের অফিসে গিয়ে জানলাম, তাদের ভাড়া সুয়েজ থেকে বম্বে পর্য্যন্ত ৪৯ থেকে ৫৫ পাউণ্ড। বম্বে থেকে কলিকাতা ৭ পাউণ্ড। কিন্তু আমেরিকান একস্প্রেস বল্লেন,—তাদের আমেরিকান জাহাজের ভাড়া সুয়েজ থেকে বম্বে পর্য্যন্ত ৪২ পাউণ্ড।

আজকে সন্ধ্যায় লেবাননের প্রাক্তন মন্ত্রী ডাঃ আবদুল্লা ইয়াফির সঙ্গে মিঃ সালেহ্ উদ্দীনের গৃহে আলাপ হ'ল। তিনি ভারত সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন ক'রলেন। তাঁর ধারণা, ফরাসী জাতি অপেক্ষা ইংরাজ অনেক ভাল। সে জন্য মধ্যপ্রাচ্যে ফরাসী অপেক্ষা ইংরাজ বেশী শ্রদ্ধা পায়। তিনি একবার রঙ্গ ক'রে আমাকে বল্লেন,—আপনি জানেন, ফরাসী কোন রাজকর্ম্মচারী নিজেদের মাসিক বেতন গ্রহণ করেন না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—খরচ চলে কি করে? তিনি সহাস্যে উত্তর দিলেন,—আমরা সন্তুষ্ট হ'য়ে ফরাসী কর্ম্মচারিদের প্রত্যেক সময়েই কিছু কিছু উপহার দিই, সে উপহার প্রায় নিয়মিত এবং বিধিবদ্ধ; বোধ হয়—যথেষ্ট। ডাঃ ইয়াফির কথায় অনেক প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল, সেটা পরিষ্কার করার কোন প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি। ডাঃ ইয়াফি ব'ললেন,—ভারতবাসীর রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নিজেদের হস্তে যতদিন না আসবে, ততদিন মধ্যপ্রাচ্যের মুক্তি নেই। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম,—আপনারা কি ক'রে ভারতবর্ষকে সাহায্য ক'রতে পারেন। তিনি উত্তর দিলেন,—আমার দেশ লেবানন অতি অল্প পরিসর। আমাদের সম্পদ অতি সামান্য। আমাদের শুভেচ্ছা ছাড়া দেবার মত কিছুই নেই। আপনি এই শুভেচ্ছাটুকুই ভারতকে জ্ঞাপন ক'রবেন। ডাঃ ইয়াফি অত্যন্ত অমায়িক ভদ্রলোক। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অত্যন্ত অল্প সংবাদই রাখেন। তবে সাধারণভাবে ভারতের রাষ্ট্রনীতির গতিবিধি লক্ষ্য করেন।

২রা মার্চ্চ, '৪৫

পোহ্মল কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ শোভ্রাজ আজকে আমাকে তাঁর গৃহে ডিনারে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন। তাঁ'র গৃহে র'য়েছেন তাঁর সহকারী মিঃ কিষণচাঁদ। মিঃ শোভরাজ ৭ বৎসর বয়সে মিশরে এসেছিলেন। তিনি কায়রোর প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে জানেন। তিনি খুব সরল, হাস্যময় এবং রসিক। ঠিক তারই বিপরীত মিঃ গণেশিলাল,—চতুর, গম্ভীর এবং স্বল্পভাষী। ভারতবাসিদের মধ্যে মিঃ দয়ালদাস সপ্রতিভ এবং অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। তিনি কয়েকদিন পূর্ব্বে

১ লক্ষ পাউণ্ড দিয়ে মিঃ গণেশিলালের কায়রোস্থিত দোকানটি খরিদ ক'রেছেন। মিঃ জেট্‌মল অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী এবং অন্যান্য সিন্ধীদের মতন বাক্‌চতুর ন'ন। মিঃ মহ্‌ম্মদ আলি একজন পাঞ্জাবী দরজী, কন্‌ট্রাক্টর এবং বৃটিশ সৈন্যদের পরিচ্ছদ সরবরাহকারী। তাঁর বর্ত্তমান মাসিক আয় ৪০০০।৫০০০ টাকা। ইনি নিরক্ষর, কায়রোতে বিবাহ ক'রেছেন, কায়রোতে দু'টি বাড়ী আছে এবং ইদানীং নীলের পাশে একটি বৃহৎ জমি খরিদ করেছেন, মূল্য প্রায় ২০০,০০০ টাকা। তিনি অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী এবং মিঃ নারুর জাতশক্র। প্রায় ১ বৎসর পর্য্যন্ত নারুর সঙ্গে মোকর্দ্দমা চলেছে। এখন পর্য্যন্ত তিনি ১২০০ পাউণ্ড খরচ করেছেন। মিঃ নারু পাঞ্জাবী হস্তরেখাবিদ, কিছুকাল বাংলাদেশে লালমনিরহাটে ছিলেন। তারপর বম্বে থেকে ১৯২৪ সালে ভাগ্যান্বেষণে কায়রোতে এসেছেন। পামিষ্ট বলে পরিচিত। ইনি অত্যন্ত উদ্যোগী, উৎসাহী এবং সাহসী। আয় প্রায় মাসে ১২০০।১৪০০ টাকা। ইনিও কায়রোতে বিবাহ ক'রেছেন। তাঁব সঙ্গে ভারতীয় অনেকের বিবাদ, কাবণ তিনি ইউনাইটেড্‌ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ব'লে নিজের পরিচয় দিয়ে ভারতবাসীর মুখপাত্র রূপে পরিচিত হ'বার চেষ্টা করেছেন। সাধারণতঃ মানুষের মনে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে যে একটা কৌতুহল আছে মিঃ নারু-দি-পামিষ্ট সে দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। কিন্তু তাঁর ভবিষ্যৎবাণী যখন অনেক স্থলে ভুল বলে প্রতিপন্ন হয়, তখন তারা একমাত্র মিঃ নারুকে নয়, তাঁর দেশকেও নিন্দা করেন। সুতরাং হিন্দু-মুসলমান একত্রিত হ'য়ে ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন সৃষ্টি ক'রেছেন। তার ফলে মিশরে ভারতবাসিদের মধ্যে ২টি দল হয়েছে। বর্ত্তমানে মিঃ শোভ্‌রাজ ইণ্ডিয়া ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট।

আমাদের খাবারের টেবিলে মিঃ কিষণচাঁদ সম্প্রতি তাঁর ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতার বিষয় ব'লতে ব'লতে বল্লেন,—বম্বে থেকে বিচ্যুত হ'বার পরে সিন্ধু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিত যা' দাঁড়িয়েছে, তাতে হয় সমস্ত হিন্দুই মুসলমান হ'য়ে যাবে, কিংবা সমস্ত হিন্দু সিন্ধু ত্যাগ করবে, নচেৎ তারা কঠোর সংগ্রাম বরণ ক'রে নেবে। এ পরিস্থিতি ১০ বৎসর আগেও ছিল না।

৩রা মার্চ্চ, '৪৫

আজকে সারা দিন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। প্রাতঃকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এসে আমাকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ দেবার জন্য অনুরোধ

ক'রলেন। আমি আগামী সপ্তাহে ১১ তারিখে অভিভাষণ দে'ব বলে প্রতিশ্রুতি দিলাম। দ্বিপ্রহরে ডাঃ হাসান বল্লেন,—তিনি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে আব্বাসীয় যুগের বিষয় একটি বক্তৃতা দেবেন। সে সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে প্রায় ৩ ঘণ্টা আলোচনা হ'ল। তাঁকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখলাম, কারণ, নাহাস পাশার মন্ত্রিত্ব পতনের পর বর্ত্তমান মন্ত্রি পরিষদ্ তাঁকে ডীন্ অব দি ফেকাল্টি অব আর্টস এর পদ পরিত্যাগ করবার জন্য নানাভাবে অনুরোধ করেছেন। মিশরে শিক্ষা বিভাগে বড় বড় পদগুলি মন্ত্রিত্ব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভাবে ব্যবস্থিত হয়। আহম্মদ মেহের পাশার হত্যার পরে মন্ত্রিপরিষদ একটু সন্ত্রস্ত। আমিন ওসমান্ পাশা মিশরের একজন বিখ্যাত ধনী এবং নাহাশ পাশার অধীনে অর্থসচিব ছিলেন, গত রাত্রিতে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা হ'য়েছিল। মিশরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি গত কয়েকদিন থেকে অত্যন্ত চঞ্চল। ডাঃ হাসান অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতির লোক। রাজনৈতিক আবর্ত্তের মধ্যে এসে তিনি অত্যন্ত বিব্রত হ'য়েছেন।

সন্ধ্যায় আমরা ইন্দো-ইজিপ্সিয়ান্ ইউনিয়নের সভায় উপস্থিত হ'য়েছিলাম। কয়েকজন বিখ্যাত মিশরীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন—যথা, রাজার ধর্ম্মশিক্ষক মাননীয় মুরাদ বে বাক্রী, মিঃ সালেহ্উদ্দীন অল্ আজম্, অধ্যাপক হবীব, ডাঃ হাসান। এই সভার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, অতি বিরাট। ভারতের সঙ্গে মিশরের একটি স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপিত হ'বে। ভারতীয় পর্য্যটক কিংবা ছাত্রদের বাসস্থানের ব্যবস্থা, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা, ভারতীয় শিল্প ও সভ্যতার প্রচার ইত্যাদি অনেক প্রস্তাবই গৃহীত হ'ল। সভ্যদের প্রবেশ-দক্ষিণা ৫ পাউণ্ড এবং মাসিক চাঁদা ১ পাউণ্ড। মিঃ সালেহ্উদ্দীন প্রারম্ভে ১০ পাউণ্ড দান ক'রে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হ'লেন। সঙ্গে সঙ্গে ১০০০ পাউণ্ডের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল।

৪ঠা মার্চ্চ, '৪৫

ডাঃ হাসানের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার বিষয় নির্দ্ধারিত হ'য়েছিল—আব্বাসীয় যুগে রাজনীতি এবং ধর্ম্মপন্থা। ডাঃ হাসান ও আমি এই সম্বন্ধে ৮॥ থেকে বেলা ১॥টা পর্যন্ত লিখলাম। আমার প্রধান বক্তব্য বিষয় ছিল শিয়া সম্প্রদায়ের উপর ইন্দো-ইরানীয়ান্ জাতির অবতারবাদের প্রভাব। ডাঃ হাসান ওম্মীয় এবং আব্বাসীয় বংশের বিবাদের প্রচ্ছদপটে পারস্যজাতির

প্রতিহিংসা প্ররোচনা বাপদেশে ইসলামে নানাবিধ অ-মুসলমান গোষ্ঠীর প্রবেশ এবং কার্য্যক্রম নিয়েও আলোচনা ক'রলেন। তার মধ্যে রওয়ান্দিয়া, মোকান্নিয়া, খুররামিয়া, এবং জিণ্দিক সম্প্রদায়েরও যথেষ্ট উল্লেখ ছিল।

আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এলাম। কারণ, ২টার সময় মিঃ মহীউদ্দিন এবং মিঃ নাসর আল্ আসদ আমার সঙ্গে গীতার অনুবাদ আলোচনা ক'রবেন। আমি বাড়ী এসে দেখি, তাঁরা বসে আছেন, সুতরাং আমাকে অভুক্ত অবস্থায়ই ৬॥ টা পর্য্যন্ত গীতার অনুবাদ নিয়ে আলোচনা ক'রতে হ'ল। ৬॥টার সময় ডাঃ হাসান একটি বিশেষ কাজের জন্য আমাকে ডেকে পাঠালেন।

আমি তাঁর বাড়ী গেলাম ৭টায়; আগামী কালই ডাঃ হাসান আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুতরাং আরও ২ ঘণ্টা ব'সে তাঁর প্রবন্ধ শেষ করতে হ'ল। ৮ টার সময় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বলে মনে হচ্ছিল। তখন বিশ্রামের জন্য মিঃ সালেহ্উদ্দীনের বাড়ী গিয়ে বসলাম। আমাদের সাক্কারা এবং মেম্ফিস পরিদর্শনের ডায়েরী নিয়ে তিনি এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু আমার সঙ্গে আলাপ ক'রলেন। প্রায় ১০টা বেজে গেল। এ পর্য্যন্ত আমি অভুক্ত। খাবার সময় পাই নি। মিঃ সালেহ্উদ্দীনের সঙ্গে ডিনার খেয়ে রাত্রি ১১টায় বাড়ী ফিরলাম।

৫ই মার্চ্চ, '৪৫

ভোর ৫ টার সময় উঠে ব্যায়াম শেষ ক'রে পূর্ব্ব ব্যবস্থামত ৬॥টায় অধ্যাপক হবীবের গৃহে উপস্থিত হ'য়েছি। তাঁর সঙ্গে আজ ইসলাম ও সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা হ'য়েছে। অধ্যাপক হবীবের সঙ্গে সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে সেখ আবদুল আজিজ মারাগীর নিকট "মিউজিক ইন্ ইসলাম" এর পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিলাম। তারপর ৮॥টার সময় অধ্যাপক নাসিফের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আজকে ৯॥টার সময় খুব সম্ভবতঃ মিশরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নারী সংবাদপত্র সেবিকা মিসেস্ আমিনা সাইদ্ আমার সঙ্গে তাঁর প্রকোষ্ঠে দেখা ক'রবেন। কারণ, তিনি আমার পুস্তক Egypt in 1945 এর জন্য মিশরের নারী আন্দোলনের বিষয় একটি প্রবন্ধ লিখবেন।

প্রায় ৯টা ৩৫মিঃএ মিসেস্ আমিনা সাইদ অধ্যাপক নাসিফের অভ্যর্থনা গৃহে প্রবেশ করলেন। বয়স বত্রিশ, নাতিখর্ব্ব, মধ্যম গঠন, কৃশাঙ্গী, তীক্ষ্ণ নাসিকা, কুঞ্চিত কেশদাম স্বল্প স্বর্ণাভ। নাসিকার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র

তিল, অন্যান্য কায়রো মহিলাদের মতন সুবেশা নন ; অতি সাধারণ গতি, এসেই তিনি আমার করমর্দ্দন ক'রে বল্লেন,—আশা করি, আমি আমার ভারতীয় বন্ধু অধ্যাপক চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ ক'রছি। আমি উত্তর দিলাম,—ভারতীয় ভ্রাতার সঙ্গে মিশরীয় ভগ্নী আলাপ ক'রছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি আমার সোফার পাশে ব'সে আমার হাত ধ'রে অতি পরিচিত আত্মীয়ের মতন আলাপ আরম্ভ ক'রলেন। কথাপ্রসঙ্গে বল্লেন,—তিনি বিবাহিতা এবং ২টি সন্তানের জননী। তাঁর স্বামী মিঃ আবেদিন কৃষিবিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁর স্বামী অত্যন্ত খুশী হবেন যদি অধ্যাপক নাসিফ এবং আমি আগামী শুক্রবার তাঁর গৃহে বৈকালিক চা পান করি। আমি অধ্যাপক নাসিফের সম্মতি নিয়ে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রলাম। তারপর আমি তাঁকে মাদাম হুদা হানুম সার্‌রাউইর সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ দিলাম। আমার কথা শুনে তিনি বল্লেন, যথা ইচ্ছা আমাকে প্রশ্ন ক'রতে পারেন। আমি তাতে ক্ষুণ্ণ হ'ব না। আমি বল্লাম,—আপনার আপত্তি না থাকলে আপনি আপনার জীবন সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলুন। তিনি বল্লেন,—আমার জন্ম ১৯১৪ সালে, আমার পিতা একজন চিকিৎসক ছিলেন, আমরা ৪ ভগ্নী, ২ জন বিলাতে শিক্ষিতা, তৃতীয় ভগ্নী চক্ষু চিকিৎসক, আর আমি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট এবং সংবাদপত্রসেবিকা। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষি বিভাগের গ্রাজুয়েট, আমার স্বামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আমার দুটি সন্তান। আমি পুস্তক লিখি, সংবাদপত্রে প্রবন্ধে লিখি, রেডিওতে বক্তৃতা দিই। আমি আমার সাধ্যমত নারীজাতির কল্যাণার্থে কাজ করি।

প্রঃ—মাতার কর্ত্তব্য এবং স্ত্রীর কর্ত্তব্য আপনার বাইরের জীবনের কর্ত্তব্যের সঙ্গে কি সংঘাত সৃষ্টি করে না ?

উঃ—না। আমার ভিতরে কোন দ্বন্দ্ব নাই। আমি স্ত্রী, আমি মাতা এবং আমি সেবিকা। আমার প্রত্যেক কাজ সুনিয়ন্ত্রিত। আমি ভোর ৮টায় ঘুম থেকে উঠি। পূর্ব্বদিনের নির্দ্দেশমত ভৃত্যগণ আমার সমস্ত ভোরের কাজ সম্পূর্ণ ক'রে রাখে, যথা,—ঘর, আসবাবপত্র এবং বাসন পরিষ্কার, তারপর আমার রন্ধনশালার ব্যবস্থা এবং টেবিলে প্রাতরাশের সমস্ত দ্রব্যাদি সংরক্ষণ ইত্যাদি। আমি হাতমুখ ধু'য়ে আমার সন্তান দু'টির পোষাক পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন ক'রে তাদের খাওয়ান শেষ ক'রে ৮॥টার মধ্যে নার্সের সঙ্গে পার্কে পাঠিয়ে দি। ৮॥টার সময় আমার স্বামী প্রস্তুত হ'য়ে প্রাতরাশের টেবিলে আসেন এবং এক সঙ্গে আমরা প্রাতরাশ শেষ ক'রে সামান্য আলাপ আলোচনা করি, একটু

খবরের কাগজ দেখি। তারপর আমার স্বামী কলেজে চলে যান। আমি গৃহে থেকে গৃহকর্ম্মের ব্যবস্থা করি এবং ভৃত্যদের কর্ম্ম নির্দ্দেশ ক'রে দিই। এই সমস্ত কাজে আমার ১৫ মিনিটের বেশী লাগে না। তারপর আমার স্বামী কলেজ থেকে আসা পর্য্যন্ত আমি পড়ি, লিখি এবং মাঝে মাঝে ছেলেদের দেখি। আমি ও আমার স্বামী একসঙ্গে লাঞ্চ খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। বিকালে বন্ধুবান্ধব এলে বাড়ীতে থাকি কিংবা আমরা বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা ক'রতে যাই। রাত্রি ৮-৮॥টায় ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়ে—আমরা আমাদের ঘরে কাজ করি। স্বামী তাঁর টেবিলে বসেন, আমি আমার টেবিলে বসি। আমি চার খানা বই লিখেছি। আমরা পরস্পরের কর্ম্মে বাধা দিই না, মাঝে মাঝে শুধু অবসরমত আলোচনা করি। প্রায় রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত পড়াশুনা ক'রে আমরা ঘুমোতে যাই। এই ত আমাদের জীবনযাত্রা।

প্রঃ—দেখছি, আপনি বেশ সুমাতা এবং সুগৃহিণী। আমি আশা করি, মিশরের অন্যান্য মহিলারাও আপনার মতন। আমার ধারণা কি ভুল ?

উঃ—অনেকে আমার চেয়ে অনেক ভাল। একটু শিক্ষা দিলে বোধ হয়, সকলেই আমার চেয়েও ভাল হ'বে। আমার মনে হয়, অশিক্ষিতা স্ত্রী অপেক্ষা শিক্ষিতা স্ত্রী অধিকতর নিরাপদ—যদিও মাঝে মাঝে শিক্ষিতা স্ত্রীর সঙ্গে এক আধটু সংঘর্ষ হয়।

প্রঃ—এই সংঘর্ষের ফল কি স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদ ?

উঃ—আপনি তাতে অত ভীত হ'চ্ছেন কেন ? বিবাহবিচ্ছেদ আমাদের দেশে ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে। দরিদ্র কৃষক এবং অবস্থাপন্ন অভিজাত সম্প্রদায়ই এই বিবাহবিচ্ছেদের সুযোগ নেয়। কারণ, নিরক্ষর কৃষক তার মানসিক উত্তেজনাকে বশে রাখতে পারে না ; সুতরাং সে স্ত্রী ত্যাগ করে। অন্যদিকে বিলাসী নূতনের স্বাদ গ্রহণের জন্য অন্য পত্নী গ্রহণ করেন। বিবাহ-বিচ্ছেদ বর্ত্তমানে মিশরে একটা অভিশাপ! সেদিন একজন সমাজব্যবস্থার মন্ত্রী (Minister of Social Affairs) ব'লেছেন, মিশরে বারাঙ্গনাদের সংখ্যাগণনায় দেখা গেছে যে শতকরা ৮০ জন বারাঙ্গনা বিবাহচ্যুতা মাতার সন্তান। বিবাহ-বিচ্যুতা মাতা অন্য পতি গ্রহণের পরে প্রাক্তন স্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে পরিত্যাগ ক'রতে বাধ্য হয়। অথচ কন্যার স্বাভাবিক পিতাও অন্য পত্নী গ্রহণের পর তার কন্যাকে পালন করতে ইচ্ছুক হ'লেও প্রায়ই অপারগ। সুতরাং এই ভাগ্যাহত মিশরের কন্যারা একদিকে মাতৃপরিত্যক্তা, অন্যদিকে পিতার

অবহেলিতা। কাজেই বাধ্য হ'য়ে তারা নিজের দেহ বিক্রয় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে। এই ব্যবস্থা আমরা বন্ধ ক'রব। বর্ত্তমানে নিখিল আরব মহিলা আন্দোলনের বিগত সম্মেলনে আমরা সিদ্ধান্ত ক'রেছি, বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ উভয় প্রথাই আমরা সুনিয়ন্ত্রিত ক'রব। জনসাধারণের চিত্তও এ বিষয়ে অবহিত। আমরা শীঘ্রই এই সামাজিক দুর্নীতি দূর করার জন্য একটি আইন প্রণয়ন ক'রব।

প্রঃ—নিখিল আরব মহিলা আন্দোলনের এই প্রস্তাবগুলি যদি আপনারা গ্রহণ করেন, তবে তো আপনারা পাশ্চাত্য নারীর মতন এক অদ্ভুত জীব হ'য়ে গড়ে উঠ্‌বেন। সে জীব নারী আকৃতি হ'লেও পুরুষের প্রকৃতি; সে পুরুষের সহকারিণী নয়, পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী।

উঃ—নিশ্চয়ই, হয়ত প্রথম যুগে তাই হ'বে। কিন্তু ক্রমশঃ যখন সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস স্তব্ধ হ'য়ে যাবে, সে শান্ত সমাহিত হ'বে। আমরা স্বাধীনতা চাই—সম্পূর্ণ স্বাধীনতা,—আংশিক বা খণ্ডিত নয়; আমরা স্তরে স্তরে কিংবা অনুগ্রহের ভিক্ষারূপে নারী স্বাধীনতা চাই না। এটা প্রার্থনা নয়, অধিকার। সে অধিকার সম্পূর্ণ এবং কোন সর্ত্তাধীন নয়।

প্রঃ—তাই ব'লে কি আপনারা ফরাসী নারীর দ্বিতীয় সংস্করণ হ'বার ইচ্ছা রাখেন নাকি?

উঃ—আপনি কি ফরাসী নারীকে স্বাধীন ব'লে মনে করেন? ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালীয়ান—কোন নারীই স্বাধীন নয়। উচ্ছৃঙ্খলতা আর স্বাধীনতা এক নয়। আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ড আজ পৃথিবী জয় ক'রছে। রাশিয়ার নারীরা স্বাধীন, সুতরাং আজ রাশিয়ার জয় জয়কার।

আমি মিসেস্ আমিনার এই যুক্তি বুঝতে পারি নি। তিনি ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইতালীয় নারীর আংশিক স্বাধীনতা, অন্যদিকে ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং রাশিয়ার নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা কি ক'রে তুলনা ক'রলেন—আমি বুঝি নি। যাক্ আমি আবার প্রশ্ন ক'রলাম।

প্রঃ—মিশরের নারীরা কি চান তাঁরা আমেরিকা এবং ইংরাজ মেয়েদের মত ওয়াই-ডব্লিউ-সি-এ কিংবা এ-টি-এস্ এ কাজ করবে?

উঃ—কেন ক'রবে না? আপনি কি মনে করেন মিশর দেশ একমাত্র পুরুষেরই সম্পত্তি! এবং নারীদের এখানে কোন অধিকারই নেই? পুরুষই একমাত্র মিশরকে ভালবাসে, নারীরা ভালবাসে না? আমার তো মনে হয়,

পুরুষ অপেক্ষা নারীরাই মিশরকে বেশী ভালবাসে। আমরা যদি মিশরীয় ব'লে দাবী করি, তবে মিশর রক্ষার ভারও আমরা পুরুষের সঙ্গে গ্রহণ ক'রব। হ'তে পারে, আমরা পুরুষের সব কাজই নাও ক'রতে পারি, কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে এমন অনেক কাজ আছে যা নারীরা পুরুষের চেয়ে অনেক ভাল ক'রে ক'রতে পারে।

প্রঃ—তা হ'লে আপনারা যুদ্ধেও যোগ দিতে চান?

উঃ—কেন চাইব না? প্রয়োজন হ'লে, আমারা যুদ্ধ ক'রব।

প্রঃ—প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় নীলের তীরে, হালুয়ানের প্রান্তদেশে কিংবা হেলিওপোলিসের জনবিরল উদ্যানের অভ্যন্তরে ইউরোপীয় পুরুষ-নারীর যে বিচিত্র বিলাসলীলা দেখতে পান, মিশরের নারী কি তারই অভিনয় চায়?

উঃ—প্রত্যেক আন্দোলনেরই প্রারম্ভে মানুষ বহুদূর এগিয়ে যায়। কিছুকাল পরে তারা বুঝতে পারে, কোন্ জিনিষটি গ্রহণীয়, কোন্‌টি বর্জ্জনীয়। বহুকাল তারা জীবনের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হ'য়েছে। আজকে তারা জীবনকে পরিপূর্ণ-ভাবে দেখতে চায়; তাকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে চায়। তারা করবে না কেন? জানি, এতে অনেক পরিবার অথবা ব্যক্তির সর্ব্বনাশ হবে। কিন্তু সে সর্ব্বনাশ তাদের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গ্রহণ ক'রতে হ'বে। তারপর এমন দিন আসবে যেদিন অভিজ্ঞতার নিকষ-পাষাণে পরীক্ষিত স্বর্ণখণ্ডের মতন জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে তারা বেরিয়ে আসবে।

প্রঃ—আপনি কি মনে করেন, প্রত্যেক মানুষ তার জীবনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে সমস্ত জিনিষ শিক্ষা ক'রবে? ইতিহাসের কি কোন মূল্যই নেই? মানুষ অন্যের অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করে। আপনি ইতিহাসের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ অলীক ব'লে উড়িয়ে দিতে পারেন না। আপনি কি সত্যই মনে করেন, যে নারী আজকে গৃহ এবং আত্মীয়স্বজনের আবেষ্টন থেকে বহুদূরে এসে যুদ্ধোন্মত্ততার আবেগে শ্লথ জীবন যাপন ক'রছে, তার সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা কি ভবিষ্যৎ জীবনে সুমাতা এবং সুগৃহিনী হ'বার পরিপন্থী হ'বে না?

উঃ—তা' হতেও পারে। কারণ, তারা জীবনের অপর দিক দেখেছে কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে স্বাধীন মানুষ সর্বদাই শ্লথ জীবন যাপন ক'রে যারা তা' করে, তারা স্বাধীনতার উপযুক্ত নয়। যুদ্ধের পর এই নারীরা অনেকেই দেশে ফিরে গিয়ে গার্হস্থ্য জীবন যাপন ক'রবে, বিবাহ ক'রবে, সন্তানের জননী হ'বে; এদের অভিজ্ঞতা নূতন সমাজ সৃষ্টির পক্ষে অমূল্য সম্পদরূপে ব্যবহৃত হ'বে। সতী নারী হ'বার অর্থ এই নয় যে জগতের সমস্ত আবেদনের

বাহিরে তার স্থান। অন্ধকার ঘরে বদ্ধ হ'য়ে সতীত্ব রক্ষা করবার মূল্য যে খুব বেশী আছে, তা মনে করি না। তারা ভাল, কারণ মন্দ হওয়ার সুযোগ তাদের হয় নি। মন্দ হওয়ার সুবিধা পেয়েও যদি তারা ভাল থাকে, তবেই তো তার স্বাধীনতার মূল্য।

মিসেস আমিনা এই কথাগুলি বলবার সময় এক অপূর্ব্ব সাহস নিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ব'লছিলেন।

তারপর হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, আপনি কি মনে করেন, যারা সব সময় অন্তঃপুরের অন্তরালে অবরুদ্ধ থাকে তারা সকলেই আমার মতন স্বামীর প্রেমে বিগলিত, আমার মতন মাতৃস্নেহে আপ্লুতা, আমার মতন ঈশ্বরে বিশ্বাসী?

আমি উত্তর দিলাম, আপনি একটি ব্যতিক্রম। আপনার মতন যদি সবাই হ'ত তবে আর প্রশ্নের প্রয়োজন থা'কত না। সত্যি ক'রে বলুন তো মিশরীয় নারীরা কি সকলেই আপনার মত?

উঃ—অবশ্যই, শিক্ষা পেলে তারা আমার চেয়েও ভাল হ'বে।

প্রঃ—আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে নারী-স্বাধীনতা বিপরীত ফলপ্রসূ হ'য়েছে। নারীর নারীত্ব সকল মাধুর্য্যই হারিয়ে ফেলে যদি নারী পারিবারিক জীবনের আদর্শে গড়ে না উঠে। নারী প্রাক্ বিবাহিত জীবনের শ্লথ অভিজ্ঞতা আর অভিশাপ কুড়িয়ে সব সময় নিষ্ঠাময় জীবন যাপন ক'রে সংসার গ'ড়ে তুলতে পারে না। নিষ্ঠাই বোধ হয় পারিবারিক জীবনের আনন্দ রসায়ন—নয় কি?

তিনি আমার প্রশ্নের আর উত্তর দিলেন না। আমাকে ব'ল্লেন, শুক্রবার দিন চায়ের টেবিলে ব'সে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন। আশ্চর্য্য এই নারী! প্রগল্‌ভা অথচ আত্মমর্য্যাদাসম্পন্না, উচ্ছ্বাসী অথচ বিনীতা, প্রতীচ্য শিক্ষিতা অথচ প্রাচ্যমানসী। আমার মনে হয়, মিসেস্ আমিনা কখনও জীবনে মলিন অভিজ্ঞতা পায় নি। আদর্শবাদিনী, সু-শিক্ষিতা, সু-বিবাহিতা এবং সু-সমৃদ্ধা; তাঁর কথার ভিতরে বিশেষ আত্মপ্রত্যয়ের আভাষ পাওয়া যায়। হুদা হানুম সাররাউই অপেক্ষাও এই তরুণীর চিত্তবৃত্তি তীব্রতর অনুভূতিসম্পন্ন। মিসেস্ আমিনার অর্থ স্বাচ্ছল্য জীবনে তাঁকে যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছে। তাঁর অগ্রগতির পথে পিতার শিক্ষা, স্বামীর উৎসাহ এবং নিজের চেষ্টা—সকলই তাঁর অনুকূল। সুতরাং মিসেস্ আমিনা তাঁর প্রত্যেকটি সুযোগ পরিপূর্ণভাবে সু-ব্যবহার ক'রেছেন।

দ্বিপ্রহরের পরে ডাঃ হাসানের সঙ্গে লাঞ্চ খেলাম। তাঁর সমস্ত পরিবারে

একটা মৌন ব্যথা ছেয়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শত্রুগণ তাঁকে মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি দিচ্ছে না। রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ হাসানের অবস্থার পরিবর্ত্তন হ'বে, কিন্তু ডাঃ হাসান রাজনীতির আবর্ত্তের উপযোগী ন'ন। মিশরের রাজনৈতিক শত্রুরা সুবিধাবাদী এবং তীব্র প্রতিহিংসাপরায়ণ। ডাঃ হাসান ডীন্ না হ'লেই ভাল হ'ত।

৬ই মার্চ্চ, '৪৫

আজকে দুপুর বেলা পর্য্যন্ত আমার ঘরেই কাজ ক'রেছিলাম। বিকাল বেলা অধ্যাপক হবীবের সঙ্গে ইসলামের সঙ্গীত বিষয়ে আলোচনা ক'রবার জন্য শেখ আবদুল আজিজ মারাগীর বাড়ী গিয়াছিলাম। পথে অধ্যাপক হবীব আমাকে বল্লেন, মিঃ নারু তাঁর ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন সভায় মিলাদ্-উন্ নবি (মহম্মদের জন্মোৎসব) সম্পন্ন ক'রেছিলেন এবং অধ্যাপক হবীবকে আমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। সেখানে কায়রোতে মুসলিম লীগের একটি শাখা স্থাপনের কথা হ'য়েছিল। হঠাৎ তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, আমার সঙ্গে মিঃ আব্দুর রহমান সিদ্দিকীর প- চয় আছে কি না ? কিছুক্ষণ আলোচনার পর তিনি বল্লেন,— সেদিন তুরস্কের ডাক্তার বাদায়ুই ইস্তাম্বুলির গৃহে কাপ্টেন ফজল করিম খাঁন মিঃ সিদ্দিকীর ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হ'য়েছিলেন। ক্যাপ্টেন করিম খাঁ অত্যন্ত রুষ্ট হ'য়ে কোরাণ মাথায় তুলে কয়েকটি সুরা আবৃত্তি ক'রে তাঁর ক্ষোভ সম্বরণ করেন। আমি স্বয়ং একজন বিদেশী তুর্কীর গৃহে কোন মিশরীয় ভদ্রলোকের সম্মুখে দু'জন ভারতীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকের এই ভাব দেখে বড়ই ব্যথিত হ'য়েছি। আমি ভারতবর্ষে গিয়েছি ; ভারতবাসীকে জানি এবং ভারত-বাসীকে ভালবাসি। কাজেই এই মতান্তর এবং বাদানুবাদে দুঃখিত হ'য়েই এই কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছি ; অসন্তুষ্ট হ'বেন না।

আমি উত্তর দিলাম, মিঃ সিদ্দিকী অন্তরে খুব সদাশয় লোক, একটু গভীর পরিচয় না হ'লে মিঃ সিদ্দকীর সত্যিকারের রূপ ঠিক ধরা পড়ে না।

আমরা ৬টার সময় শেখ আব্দুল আজিজ মারাগীর গৃহে উপস্থিত হ'য়েছি। তিনি একটু আগেই একটি শবদেহ সমাধিস্থ ক'রে ফি'রেছেন ; পোষাক পরিবর্ত্তনও করেন নি। তবু বল্লেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আমাকে এই পোষাকেই আপনাদের অভিনন্দন ক'রতে হ'চ্ছে,—আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। তিনি দীর্ঘ দেহ, তীক্ষ্ণনাসিক, কেশরিবল মস্তক, মুণ্ডিত শ্মশ্রু, সস্মিত,

মুখমণ্ডল—সাধারণ আল্ অজহরি উলেমা অপেক্ষা অধিকতর রসিক। এই পাশ্চাত্য শিক্ষিত অধ্যাপক আল্ আজ্‌হরি উলেমাদের মতন বিশেষণ ব্যয় না ক'রে ইসলামের সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার ব্যবহৃত পুস্তকাবলী নিয়ে আলোচনা আরম্ভ কর্‌লেন। তিনি আমার ব্যবহৃত মূল গ্রন্থবিবরণী ও আমার রচিত পুস্তকের পরিকল্পনা খুব নিবিষ্ট মনে শুন্‌লেন। তিনি আমাকে ইমাম গজালি. আবু নসর সর্‌রাজের পুস্তক এবং কিতাব-উল আঘানি পাঠ ক'র্‌তে বল্লেন। আমি এই মূলগ্রন্থগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা ক'রলাম। তিনি খুব খুশী হ'য়ে আমাকে বল্লেন, ভারতবর্ষে আপনি এই সম্বন্ধে আলোচনা করবার স্পর্দ্ধা রেখেছেন, এটা আশ্চর্য্য! শেখ মারাগী খুব রসিক। ভারতীয় উলেমাদের সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর কাহিনী ব'লে গেলেন, যথা—আবদুল্লা ইউসুফ্ আলির মতন পণ্ডিতকেও অনেক ভারতীয় উলেমা কাফের ব'লে আখ্যায়িত ক'রেছেন, অথচ ইউসুফ আলির মতন আরবী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীতে খুব অল্পই আছেন। আমি তাঁকে মহম্মদ আলির কোরাণের ইংরেজী অনুবাদ সম্বন্ধে মত জিজ্ঞাসা ক'রলাম। তিনি উত্তর দিলেন মহম্মদ আলির ব্যাখ্যার ভিতরে প্রচারের দিকটাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। তাঁর আলোচনা একটি বিশেষ ভাব-ধারাকে কেন্দ্র ক'রে চ'লেছে। কিন্তু কোরাণ দেশ, কাল, পাত্রের অতীত; শাশ্বত। তিনি বোধ হয় ইচ্ছা ক'রলে তাঁর অনুবাদ আরও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ক'র্‌তে পা'রতেন। আমি তাঁ'কে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম, আমি কি আল্ আজ্‌হরএ আপনার বক্তৃতা শু'ন্‌তে পারি? তিনি বল্লেন, নিশ্চয়ই। তবে অধ্যাপক হবীবের বক্তৃতা শুন্‌বার পর আমার বক্তৃতা আপনার ভাল লাগবে কিনা সন্দেহ আছে। এবার অধ্যাপক হবীব এবং অধ্যাপক মারাগীর মধ্যে অবাধ বিশেষণ বিনিময় আরম্ভ হ'ল। পরিশেষে অধ্যাপক মারাগী বল্লেন, খৃষ্টান এবং ইহুদী অপেক্ষা বোধ হয় ভারতীয় হিন্দুরাই ইসলামের অন্তর্দৃষ্টির অধিক সন্ধান পায়। অবশ্য আপনি শুধু জ্ঞানদ্বারাই ইসলামের সূক্ষ্মতম দিক পরিপূর্ণ রূপে দেখ্‌তে পাবেন না. কারণ ইসলামের অন্যতম প্রধান দিক হ'ল অনুষ্ঠান। তবু আপনার সঙ্গে আলোচনায় বুঝেছি, একজন অ-মুসলমানের পক্ষে পরের ধর্ম্মকে যতটা সম্ভব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা—তা' আপনি দেখেছেন। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলাম, ভারতবর্ষের জলবায়ু, তার সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য চিরকাল তাকে শিক্ষা দিয়েছে পরমত-সহিষ্ণুতা। ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন বিরোধ নেই; মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ আছে এবং সে বিরোধ থাকবেই। সে বিরোধ প্রায়ই

ব্যক্তিগত কিংবা স্বার্থগত। কিন্তু ধর্ম্মের বিরোধ যারা করে তারা অনেক সময় কোন ধর্ম্মেরই পরিপূর্ণ রূপের সন্ধান পায় না। অধ্যাপক মারাগী ইসলামের স্বরূপ নিয়ে আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা ক'রলেন। কিন্তু তিনি সুফি মতবাদকে খুব বেশী উচ্চস্থান দিলেন না, যদিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী খুবই উদার। ৭ টার সময় আমরা কফি পান ক'রে সানন্দে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রলাম।

বাড়ী ফিরে দেখি মিঃ সালেহ্‌উদ্দীনের ভৃত্য আমার জন্য অপেক্ষা ক'রছে, তার হাতে একখানি নিমন্ত্রণ পত্র। দামাস্কাস থেকে তাঁর কন্যা আজিজিয়া এবং জামাতা মৈজুদ্দিন এল্ আজম্ এসেছেন; তাঁদের সঙ্গে আমার ডিনারের নিমন্ত্রণ। ৮॥ টায় তাঁর গৃহে উপস্থিত হ'লাম। মৈজুদ্দিনের বয়স ২৪ বৎসর, সুশ্রী, বুদ্ধিমান, ভদ্র—তাঁর কথাবার্ত্তা এবং ব্যবহারে অত্যন্ত অভিজাত বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বর্ত্তমানে দামাস্কাস বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগের ছাত্র। তাঁর ইচ্ছা, বৈদেশিক বিভাগে রাষ্ট্রনৈতিক কোন কার্য্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি বল্লেন,—আমি সিরিয়ার রাষ্ট্রদূতরূপে ইউরোপে কোন কর্ম্মভার গ্রহণ ক'রব না, কারণ ইউরোপীয় জাতি আমাদের দেশকে ঘৃণা করে এবং তাদের কথায় কোন আস্থা স্থাপন করা যায় না। আমি বরং কোন প্রাচ্যদেশের রাষ্ট্র-দূতাবাসে কর্ম্ম গ্রহণ ক'রব। ভারতবর্ষের কার্য্যভার আমার নিকট অত্যন্ত মনোরম বলে মনে হয়। তা, হ'লে অধ্যাপক চৌধুরীর মতন লোকের সঙ্গে পরিচিত হ'বার সুযোগ পা'ব। মিসেস্ আজিজিয়া বল্লেন—তোমাকে ইউরোপেই যেতে হ'বে; তারা কি উপায়ে এবং কোন্ মন্ত্রে বিশ্ব জয় করেছে, এবং তোমাদের উপর প্রভুত্ব ক'রছে—তার পরিচয় নেওয়া প্রত্যেক রাষ্ট্রনীতিবিদের অত্যন্ত প্রয়োজন। তাদের কূটনীতি তোমাকে বুঝতে হ'বে এবং শিখতে হ'বে, কিন্তু সেটা তোমার আদর্শ হ'বে না। তারপর তুমি প্রাচ্যদেশে রাষ্ট্রকর্ম্মভার গ্রহণ ক'রবে এবং আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আমি লক্ষ্য ক'রলাম—বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিতা মুসলমান মহিলার অন্তর্দৃষ্টি কত সুদূরপ্রসারী!

তারপর খাওয়ার টেবিলে আমি মিসেস্ আমিনার সঙ্গে আলাপ আলোচনার বিবৃতি আলোচনা ক'রলাম। মিসেস্ আজিজিয়া মিসেস্ আমিনার মত সম্পূর্ণ-রূপে সমর্থন ক'রলেন না। তিনি ব'ল্লেন, আমার আদর্শ মিসেস্ আমিনার আদর্শ থেকে অনেকাংশেই বিভিন্ন। প্রকৃতি নারী এবং পুরুষের আবয়বিব সংগঠনে একটি সুস্পষ্ট শ্রেণী বিভাগ ক'রেছে। সেই বিভাগ নিশ্চিহ্ন ক'রে দিলে পুরুষ এবং নারী উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত দুর্দ্দিন হ'বে। আমি অবশ্য বলতে চাই

না যে নারী মূর্খ হ'বে, নির্ব্বোধ হ'বে এবং পুরুষের দাসী হবে ; বরং তাদের শিক্ষার প্রয়োজন পুরুষ অপেক্ষা বিন্দুমাত্রও কম নয়। তারা পরস্পর জীবন-যাত্রায় সমান অংশ গ্রহণ ক'রবে, কিন্তু প্রতিযোগিতা ক'রবে না। প্রত্যেকের কর্ম্মক্ষেত্র সুস্পষ্ট নির্দ্দেশিত হ'বে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থায় কিংবা বিশিষ্ট জ্ঞানের অধিকারিণী হ'য়ে নারী-পুরুষ একই সঙ্গে কাজ করতেও পারে, কিন্তু সেটি নিয়ম হ'বে না ; বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই প্রয়োগ হ'বে। মিঃ সালেহ্‌উদ্দিন তাঁর কন্যার উক্তিতে খুবই গর্ব্ব অনুভব ক'রছিলেন। তিনি বহু যত্নে কন্যাকে শিক্ষিতা ক'রেছেন ; ভাবলেন, কন্যা তাঁর সমস্ত শিক্ষা সার্থক ক'রেছে। তাঁর মুখে আনন্দ এবং গর্ব্বের কি সুন্দর স্মিতহাস্য !

মিসেস্ আজিজিয়া ৩।৪ দিনের মধ্যে দামাস্কাসে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রবেন—এই কথা তাঁর স্বামী মৈজুদ্দিন ব'ল্লেন। তৎক্ষণাৎ সমস্ত গৃহে নিরানন্দের ছায়া প'ড়ল। মিঃ সালেহ্‌উদ্দিনের বিরাট প্রাসাদে সর্ব্বক্ষণ শূন্যতা, মাত্র এই কয়টি দিন তাঁর গৃহ কোলাহল মুখরিত এবং আনন্দে ভরপুর। তাঁর গৃহিণী গৃহবিচ্যুতা, কনিষ্ঠা কন্যা নওয়ারা পিতাকে ত্যাগ ক'রে মাতার গৃহে তার অধুনাজাত শিশুকে নিয়ে চ'লে গেছে। চারদিন পরে আজিজিয়া চ'লে যাবে। আবার সেই শূন্যতা ! মিসেস্ আজিজিয়া গাঢ়স্বরে নিভৃতে আমাকে ব'ল্লেন,—আমি চলে গেলে বাবা নিজেকে অত্যন্ত একাকী অনুভব ক'রবেন এবং আপনার সঙ্গ তাঁর প্রয়োজন ; আপনাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন। আমি চলে যাবার পর আপনি যতদিন মিশরে থাকবেন তাঁকে দেখবেন। কি করুণ তাঁর কণ্ঠস্বর ! তিনি আর সেখানে থা'কতে পা'রলেন না। টেবিল ছেড়ে চ'লে গেলেন। আমরা নীরবে কোন মতে ডিনারের দায় নির্বাহ ক'রে উঠে এলাম। আমি আর মিশরে কয় মাস থাকব !

৭ই, মার্চ্চ '৪৫

ভোরবেলা আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ স্মাইথের সঙ্গে দেখা ক'রলাম। তিনি ব'ল্লেন,—আমেরিকান ওয়ার শিপিং ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারীর সঙ্গে আমার ভারতবর্ষ প্রত্যাবর্ত্তনের কথা ব'লেছেন। মিশরে আমার সমস্ত অর্থ এই আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানীতেই গচ্ছিত ছিল। তিনি আমাকে আমেরিকান লিগেশনে আমেরিকান কন্‌সালের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আমি পাসেজ্‌ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মিঃ মিলারের সঙ্গে দেখা

ক'রলাম। তিনি ব'ল্লেন,—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজাদিগকে আমেরিকান জাহাজে যেতে হ'লে ব্রিটিশ কনসালের কিংবা ব্রিটিশ লিগেশনের বিশেষ অনুমতি পত্র না হ'লে সম্ভব হ'বে না। তিনি আমাকে ব্রিটিশ লিগেশনের ভারপ্রাপ্তা কর্ম্মচারিণী মিস্ নিম্‌মুর সঙ্গে দেখা করতে ব'ল্লেন। আমি মিস্ নিম্‌মুর সঙ্গে দেখা ক'রে ব'ল্লাম,—আমি আমেরিকান জাহাজে ভারতবর্ষে ফিরে যেতে চাই এবং সেজন্য একটি অনুমতি পত্রের প্রয়োজন। তিনি তৎক্ষণাৎ অতি কর্কশ ভাষায় ব'ল্লেন, —আপনাকে আমি জানি না, আপনার সম্বন্ধে আমার অফিসে কোন সংবাদ নেই। আমি জোরের সঙ্গে ব'ল্লাম,—আপনার অফিসে আমার সম্বন্ধে কি আছে না আছে, সে সংবাদ জান্‌বার আমার প্রয়োজন নেই। তবে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, মিশরে বাস ক'রছি, ব্রিটিশ পাসপোর্ট আমার সঙ্গে র'য়েছে, আমি ভারতবর্ষে ফিরে যাব এবং আমেরিকান জাহাজেই যাব। তিনি উত্তর দিলেন,—আমেরিকান জাহাজে কেন? ব্রিটিশ জাহাজ তো যাচ্ছে, আপনার যাবার খরচ কে দিচ্ছে? আমি একটু উষ্মার সঙ্গে উত্তর দিলাম,—আমার যাওয়ার খরচ আমি দিচ্ছি এবং আমার বিশ্ববিদ্যালয় দিচ্ছে। ব্রিটিশ জাহাজের খরচ ৫১ পাউণ্ড, আমেরিকান জাহাজের খরচ ৪২ পাউণ্ড। তারপর আমেরিকানরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বন্ধু। সুতরাং বন্ধুর দেশের জাহাজে যাওয়ার কোন দোষ অমি দেখ্‌ছি না। মিস্ নিম্‌মু একটু নীরব থেকে এবং বেশ অসন্তুষ্ট হ'য়েই আমাকে বল্লেন—আপনার পাসপোর্ট ব্রিটিশ কন্‌সালেটে রেজেষ্ট্রী করা আছে, সেখান থেকে চিঠি নিয়ে এলে যা' হয় ব্যবস্থা করা হ'বে। আমি দেখ্‌লাম সামান্য, বুঝ্‌লাম অনেক কিছু।

৮ই মার্চ্চ, '৪৫

অধ্যাপক হাসান ফতেহ্‌ ও তাঁর পরিত্যক্তা স্ত্রী মিসেস্ হাস্‌নাইনের সঙ্গে আজকে লাঞ্চে নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলাম। মিঃ সালেহ্‌উদ্দিন আমাদের সঙ্গী। এই মিসেস্ হাস্‌নাইন্ রাজা ফারুকের চেম্বারলেন আহম্মদ হাস্‌নাইন পাশার ভগ্নী এবং মিশরের অন্যতম অভিজাত বংশের সন্তান। এই পরিবারের উৎপত্তি একটি স্পেনদেশীয় আরব এবং সার্কেসিয়ান তুর্ক সংযোগে। এদের পূর্ব্বপুরুষ মহম্মদ আলি পাশার সঙ্গে সামরিক সেনাপতিরূপে মিশরে প্রবেশ করেন। তাঁর পুত্র নৌবিভাগে উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। তৃতীয় বংশধর আল্ আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চেম্বারলেন এবং চতুর্থ বংশধর আহম্মদ হাস্‌নাইন পাশা বর্ত্তমান রাজা

ফারুকের এবং মিশরের পরোক্ষ শাসনকর্ত্তা। মিসেস্ হাস্‌নাইন ১৯২৬ থেকে ১৯৩৮ পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেক বৎসর ইউরোপ ভ্রমণ ক'রেছেন এবং পারিসে শিক্ষিতা। তিনি শিল্প ও চিত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী এবং উৎসাহী। তিনি বলেন, সামাজিক বন্ধনের জন্যই তাঁর প্রকৃতিজাত মেধা সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয় নি। তিনি মধ্যযৌবনে মিশর মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ববিদ ওস্‌মান রুস্তমকে বিবাহ ক'রেছিলেন এবং বিবাহ বিচ্ছেদের পর অধ্যাপক হাসান ফতেহ্‌কে বিবাহ ক'রেছিলেন। অধ্যাপক হাসান ফতেহ্ শিল্প, সঙ্গীত, অভিনয় অত্যন্ত ভালবাসেন। তিনি কথা বলেন খুব সুন্দর এবং তাঁর প্রকাশভঙ্গী অনবদ্য। তিনি আদর্শবাদী। তাঁদের বিবাহ বহুকালস্থায়ী হয়নি, কারণ দু'জনেই আদর্শবাদী। বর্ত্তমানে বিবাহবিচ্ছেদের পরেও একসঙ্গে বন্ধুভাবে জীবনযাপন করেন। একসঙ্গে সিনেমা, কনসার্ট, থিয়েটার উপভোগ করেন, চিত্রাঙ্কন করেন, শিল্পচর্চ্চা করেন, কিন্তু তাঁরা স্বামী স্ত্রী ন'ন। মিসেস্ হাস্‌নাইন কায়রোর উপকণ্ঠে হালুয়ানের পথে মা-আদি প্রান্তে বাস করেন এবং আহম্মদ হাস্‌নাইন পাশার দুটি কন্যাকে নিজের আদর্শে শিক্ষা দিচ্ছেন ; কারণ, তাঁদের মাতাও বিবাহবিচ্যুতা।

আমরা প্রায় ২॥ টার সময় লাঞ্চে ব'সেছি। আমি কথায় কথায় যুদ্ধোত্তর যুগে স্থপতিশিল্পের বিবর্ত্তন নিয়ে আলোচনা তুল্‌লাম। আমি বল্লাম, ইংরাজরা খুব খুশী হয়েছে যে লণ্ডন ধ্বংসপ্রায় হয়েছে, কারণ—লণ্ডনের সরু গলি, বস্তি এবং প্রাচীন পরিকল্পনাবিহীন ঘরবাড়ী এই সঙ্গে ধ্বংস হ'য়েছে। ইংলণ্ড বহুকাল ধ'রে লণ্ডনের একটা নূতন পরিকল্পনা ক'রছিল। কিন্তু সংরক্ষণশীল ইংরেজ মন কিছুতেই প্রাচীন লণ্ডনের স্মৃতিগুলিকে ধ্বংস ক'রতে প্রস্তুত ছিল না, কারণ তাদের পক্ষে এটা প্রায় জাতীয় জীবন হত্যার সমতুল। বর্ত্তমানে বাধ্য হ'য়ে তারা নূতন লণ্ডন সৃষ্টি ক'রবে। কাজেই যুদ্ধোত্তর যুগে স্থপতিবিভাগ অভিনব পরিকল্পনার অনেক নূতন সমস্যার সম্মুখীন হ'বে। লণ্ডনের সৌন্দর্য্য চাই, স্বাস্থ্য চাই, সুরক্ষণ ব্যবস্থা চাই,—অথচ অর্থব্যয়েরও একটা সীমা নির্দ্দেশ আছে। এই সম্বন্ধে আমাদের স্থপতিবিদ্ অধ্যাপক হাসান ফতেহ্‌র মত কি? অধ্যাপক হাসান্ ফতেহ্ আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, আপনি তো ইতিহাসের ছাত্র, এই পূর্ত্ত বিভাগ এবং স্থপতি বিভাগের নূতন সমস্যা সম্বন্ধে কি করে প্রশ্ন ক'রলেন? তারপর তিনি ব'ল্লেন, আমি সৈন্যদের মানুষ হত্যা সহ্য ক'রতে পারি, কিন্তু যথার্থ শিল্পের ন্যূনতম অংশের ধ্বংসও আমি কল্পনা ক'রতে পারি না। একটি নিহত সৈন্যের স্থান পূর্ণ করা যায়, একটি মোটর গাড়ী কিংবা মেসিন গান নূতন

সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু শিল্প বা সৌন্দর্য্য সম্ভারের সমতুল অন্য কোন জিনিষ সৃষ্টি করা যায় না। একটু থেমে আবার তিনি ব'ল্লেন, যুদ্ধশেষে সমস্ত দেশের আবিষ্কারকদের আহ্বান ক'রে প্রত্যেককে এক একটি ক'রে সম্মান পদক উপহার দেওয়া হো'ক, কারণ তারা যুদ্ধ জয়ের জন্য মারণাস্ত্র আবিষ্কার ক'রেছেন। তারপরেই সৌন্দর্য্যের শত্রু ব'লে তাদের প্রত্যেককে কামানের গোলার মুখে উড়িয়ে দেওয়া হো'ক, কারণ তারা মানবতার শত্রু, তারা সভ্যতার শত্রু।

মিসেস হাস্‌নাইন সস্মিতমুখে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, অধ্যাপক চৌধুরী, আপনি কি মিষ্টার হাসান্ ফতেহ্‌কে এই প্রথম দেখ্‌ছেন? আমি উত্তরে বল্লাম —না, এই ষষ্ঠ বার। তিনি ব'ল্লেন, আপনার ধৈর্য্য আছে, আপনি ছয়বার মিঃ হাসানের সঙ্গে আলাপ ক'রেছেন। আমি বুঝতে পারলাম, এই স্বল্পভাষিণী বুদ্ধিমতী ভদ্রমহিলার মানসিক জটিলতাব গ্রন্থি কোথায়। মিঃ হাসান ফতেহ্‌কে তিনি গভীরভাবে ভালবাসেন, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে তাঁদের কর্ম্মধারা এত বিভিন্ন যে একত্রে বাস অসম্ভব। শিল্পচর্চ্চার আবেদনেও তাঁরা সম্পূর্ণভাবে জীবনযাত্রাব ধারাকে মিশিয়ে নিতে পারেন নি। যতদিন সম্ভব, তাঁরা পরস্পরের সান্নিধ্য, সাহচর্য্য এবং সঙ্গ উপভোগ ক'রেছেন, কিন্তু বিবাহিত জীবনের সীমানির্দ্দেশ এই যুগলের আদর্শকে পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুট হওয়ার সুযোগ দেয়নি ব'লে তাঁরা বিবাহ বিচ্ছেদ ক'রতে প্রস্তুত হ'লেন। কিন্তু কোন রাজ বিচারালয়ে গিয়ে তাঁরা এই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘোষণা করেন নি। নিতান্ত ব্যক্তিগতভাবে বিন্দুমাত্র সামাজিক আলোড়ন না ক'রে তাঁরা বর্ত্তমানে স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস কবেন না। পরস্পরের সাহচর্য্য এবং সঙ্গ নিয়ে যতটুকু সম্ভব আনন্দ তাঁরা উপভোগ করেন। মিসেস্ হাস্‌নাইন অধ্যাপক হাসান ফতেহ্‌কে তাঁর দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে নির্ম্মম আঘাত করেন, এবং আজকে সামান্য কয়েকটি কথার অন্তরালে মিঃ হাসান্ ফতেহ্‌র মুখে যে নিরুপায় ও অসহায় বেদনার ভাব দেখেছিলাম, তা অত্যন্ত করুণ। এই নারীটি তাঁর পুরুষ সঙ্গীর অসংলগ্ন উক্তিগুলিকে কেন্দ্র ক'রে আরও কঠিনতর আঘাত ক'রছিলেন। আর্ত্ত হ'য়ে অধ্যাপক হাসান ফতেহ্ তাঁর বক্তব্যগুলিকে প্রতিষ্ঠিত ক'রবার জন্য অধিকতর অসংলগ্ন কথা বলে যা'চ্ছিলেন। তিনি যতই কথা বল্‌ছিলেন, ততই তাঁর আলোচনার সূত্রগুলি শিথিল ও ছিন্ন হ'য়ে আসছিল। মিঃ সালেহ্‌উদ্দিন অধ্যাপক হাসান ফতেহ্‌র আর্ত্ত ভাব দেখে তাঁর পক্ষ অবলম্বন ক'রে মাঝে মাঝে কথা বল্‌ছিলেন। আমি প্রথমতঃ এই জিনিষটাকে রহস্য বলেই গ্রহণ ক'রেছিলাম, কিন্তু একটু পরেই

বুঝলাম, এই শিক্ষিতা মহিলার অন্তর্বেদনার মূল কোথায়—তাঁর ব্যঙ্গোক্তিগুলির প্রচ্ছদপটে র'য়েছে নারীর বিজয় গৌরবাকাঙ্ক্ষা, পুরুষের উপরে নিজের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং নিজের আদর্শকে শ্রেষ্ঠতর বলে প্রতিপন্ন করা। প্রায় ৪টা পর্য্যন্ত আমাদের খাওয়ার টেবিলে কথার আতসবাজি চলেছিল। তারপর আমি মিসেস্ হাস্‌নাইনকে ব'ল্লাম, আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে,—আপনি অভিজ্ঞ, শিক্ষিত, আদর্শবাদী মহিলা। যদি উত্তর দেন তবে বাধিত হব। মিঃ সালেহ্ উদ্দিন বল্লেন, ইনি কিন্তু হুদা হানুম ন'ন; অধ্যাপক চৌধুরী, আপনি হেরে যাবেন। আমি উত্তর দিলাম; আমার প্রশ্নের উত্তর পেলেই আমি সন্তুষ্ট, তাতে পরাজয় হ'লেও আমার জয়।

মিসেস্ হাস্‌নাইনকে আমি মিসেস্ আমিনা সাইদের সঙ্গে আলোচনার কথা ব'ল্লাম, মাদাম হুদা হানুমের মন্তব্যগুলিও ব'ল্লাম। এই দু'টি মহিলার উল্লেখে মিসেস্ হাস্‌নাইন যেন একটু উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলেন। তাঁর মতগুলি যদিও মিসেস্ আমিনার মতন সদম্ভে এবং সজোরে ব্যক্ত হয়নি, তবু তাঁর মত আরও বেশী মৌলিক এবং প্রগতিশীল। আমি প্রশ্ন ক'র্‌লাম,—বর্ত্তমানে ইউরোপীয় নারীগণ যে ভাবে যুদ্ধে পুরুষের কার্য্যগ্রহণ ক'রেছে, এবং যে ভাবে প্রাক্‌বিবাহিত জীবনে যৌন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রেছে, তার পরিণতি কি হবে?

উঃ—পুরুষ যদি তাঁর প্রাক্‌বিবাহিত জীবনের যৌন অভিজ্ঞতার জন্য নিন্দনীয় না হ'ন, তবে নারী কেন নিন্দনীয় হবে? নিন্দা কিংবা স্তুতির আদর্শ উভয়ক্ষেত্রেই সমান।

প্রঃ—শরীর সংস্থানের প্রচ্ছদপটে নারীর দায়িত্ব অনেক বেশী, সুতরাং তার অসুবিধাও বেশী। এটা শুধু আদর্শগতভাবে বিচার না ক'রে, বাস্তবতার দিক দিয়ে নারীকে বেশী ক'রে অবহিত হ'তে হবে না কি?

উঃ—পূর্ব্বতন যুগে যৌন মিলনের অবশ্যম্ভাবী ফল নারী অনেক ক্ষেত্রে এড়িয়ে যেতে পারত না; কিন্তু বর্ত্তমানে সে পারে। সুতরাং পুরুষ যদি তার আবয়বিব সংস্থানের সুযোগ নিতে পারে, নারী বা সেটা নেবে না কেন?

আমি অবাক্ হ'য়ে মিসেস্ হাস্‌নাইনের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। আমার মুখের ভাব দেখে মিসেস হাস্‌নাইন বল্লেন,—অধ্যাপক চৌধুরী, আপনি অসন্তুষ্ট হ'বেন না। আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, নারীর সর্ব্বনাশের জন্য পুরুষই নারী অপেক্ষা অধিক দায়ী। নারীর তথাকথিত অধঃপতনের প্রথম দিকে পুরুষই তাকে প্ররোচিত করে, তারপর হয়ত নারী অন্য কোন বাধাকে ভয় করে না।

প্রঃ—আপনি কি উভয়ের শিক্ষা এবং জীবনযাত্রা একই আদর্শে এবং একই ব্যবস্থায় নির্দ্দিষ্ট ক'রতে চান ?

উঃ—নিশ্চয়ই। এক রকম এবং একই আদর্শে গঠিত হ'লে, শিক্ষিত হ'লে, নারী ও পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মতান্তর বহুভাবে হ্রাস হ'য়ে যাবে। তারপর, স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে নারী এবং পুরুষ তাদের মনোবৃত্তি, শরীর ব্যবস্থা অনুসারে বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র মনোনীত ক'রবে। তার জন্য প্রথম থেকেই পুরুষ এবং নারীর বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করবার প্রয়োজন নেই ; আদিম যুগেও এই শ্রেণীবিভাগ ছিল না। পরে অবস্থা বিপর্য্যয়ে এবং প্রয়োজনের অনুরোধে শেষ পর্য্যন্ত পুরুষের স্বার্থপরতায় পুরুষ এবং নারীর মধ্যে বিরাট প্রাচীর সৃষ্টি হ'য়েছে ; তার ফলে, বহু জটিল সমস্যার সৃষ্টি হ'য়েছে। আমার মনে হয়, পৃথিবীর বহু দুঃখ দৈন্য ঘুচে যাবে যদি নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার আদর্শরূপে এবং ব্যবহারিক-ভাবে গ্রহণ করা হয়।

এই ভদ্রমহিলার ধারণাগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তাঁর মনের ভিতরে কোন জড়তা নেই। তিনি যুক্তিতে পরাজিত হ'য়েও তাঁর মত পরিবর্ত্তন ক'রতে প্রস্তুত ন'ন। তিনি যুক্তির বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং জীবনে নিরাশার তিক্ত স্বাদ এই মহিলাকে এমন একটি স্থানে এনেছে যেখান থেকে তাঁর তিলমাত্র অপশবণের সম্ভাবনা নেই। এই নারী অত্যন্ত বাক্‌পটীয়সী অথচ সম্ভ্রমশীলা এবং তাঁর নিজের জীবন বিফল ; কিন্তু অনাগত দিনের নারীরা তাদের আদর্শ এবং অধিকার খুঁজে পাবে, এই আশা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে পোষণ করেন। তাঁর সমস্ত জীবনে যে একটা শূন্যতা এসেছে, সেটা তাঁর প্রত্যেক কথায় অনুভব করা যা'চ্ছিল।

আমরা প্রায় ৬টার সময় লাঞ্চের [illegible] বিলে বৈকালিক চা পান ক'রে নীলের ধারে বেড়াতে গেলাম।

৯ই মার্চ্চ '৪৫

ভোরবেলা মিস্ আহ্‌সান আস্‌কার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, জার্ণালিজম্ বিভাগের ছাত্রী। আল্ এত্‌নাইন নামক সংবাদপত্রের অফিসে কাজ করেন। অধ্যাপক নাসিফ আমার প্রস্তাবিত "১৯৪৫ সালের মিশর"—পুস্তকের উপাদান সংগ্রহে সাহায্য করবার জন্য এঁকে পাঠিয়েছেন। এই তরুণীর সংবাদপত্র সম্বন্ধে খুব উৎসাহ। তাঁর

মতে নারীরা সংবাদপত্র সেবায় মনঃসংযোগ করেন নি বলেই তাঁদের দাবী এবং অধিকার বহুভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে গেছে। তিনি ব'ল্লেন, আত্মীয়স্বজনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি সংবাদপত্র সেবাব্রত গ্রহণ ক'রেছেন, এই কাজকে তিনি একটি আদর্শের জন্য আত্মোৎসর্গ ব'লেই বিবেচনা করেন। তিনি আরও বল্লেন, নারী সংবাদ-দাতা পুরুষ সংবাদদাতা অপেক্ষা কম মিথ্যা প্রচার করেন। তাঁর শেষ বক্তব্য ছিল, নারীরা রাজনীতিক্ষেত্রে অধিক সংখ্যায় অগ্রসর হ'লে পুরুষের একাধিপত্য হ্রাস হ'য়ে যাবে এবং রাজনীতির বহু আবর্জ্জনা দূরীভূত হবে। অমি অধ্যাপক নাসিফের আরবী ভাষায় লিখিত 'বর্ত্তমান মিশরে রাজনীতিক দল' শীর্ষক প্রবন্ধটি অনুবাদ ক'রবার জন্য মিস্ আহ্‌সান আস্‌কারকে দিলাম।

বেলা চারটার সময় ডাঃ মাজ্‌হার হোসেন এবং মিসেস্ মাজ্‌হার হোসেনের গৃহে চায়ের নিমন্ত্রণে উপস্থিত হ'য়েছিলাম। স্বামী বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত এবং স্ত্রী লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিতা। ডাঃ মাজ্‌হার মিশরের নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এবং তিনি মিশর রাজ-সরকারের মনস্তত্ত্ব বিভাগের পরিদর্শক। মিসেস্ মাজ্‌হার মিশরের প্রাথমিক স্ত্রী-শিক্ষা বিভাগের কর্ত্রী। তাঁর মতে এই কার্য্যভার গ্রহণ ক'রে তাঁরা জাতীয় জীবনের মঙ্গলার্থ আত্মনিয়োগ ক'রেছেন। মিসেস্ মাজ্‌হার ইতঃপূর্ব্বে বাগ্‌দাদে স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য মিশর থেকে প্রেরিত হ'য়েছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে আসবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক। যদি কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাঁকে আমন্ত্রণ করেন, তবে তিনি আসবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁর কর্ম্মধারা খুব সহজ এবং সরল। ডাঃ মাজ্‌হার অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং পরিশ্রম দ্বারাই তিনি জীবনে উন্নতি ক'রেছেন; দুর্ম্মুখরা যদিও বলেন তাঁর স্ত্রী তাঁর উন্নতির সোপান। এই দম্পতী আমাকে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে গ্রহণ ক'রলেন এবং প্রায় আধ ঘণ্টাকাল ভারতের স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক সংবাদ নিলেন। ৫টার সময় মিসেস আমিনা সাইদের গৃহে আমার চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। সুতরাং ৫টার কিছু পূর্ব্বেই বিদায় নিলাম। প্রতিশ্রুতি দিলাম, ১৭ই মার্চ্চ তাঁদের সঙ্গে চা পান ক'রব। অবশ্য সর্ত্ত ছিল আমার '১৯৪৫ সালের মিশর, সম্বন্ধে তারা প্রবন্ধ লিখবেন।

আমি ঘর থেকে বে'রোবার একটু পূর্ব্বেই একজন অত্যন্ত স্বাস্থ্যবতী, সুবেশা, দীর্ঘাঙ্গী, মধ্যবয়সী, প্রায় পিঙ্গলবর্ণা মহিলা গৃহে প্রবেশ করলেন। আমি দাঁড়ালাম, মিসেস মাজ্‌হার বল্লেন, এই দুষ্ট বোন, তুমি এত দেরী ক'রে

এসেছ? হিন্দী অধ্যাপক চলে যা'চ্ছেন, তোমাকে ৪টায় আসতে বলেছিলাম। তুমি কেন দেরী ক'রে এলে? মিস জয়নাব এল্ হাকিম বহুকালের পরিচিতার মত আমার করমর্দ্দন ক'রে বল্লেন, ওস্তাদ্ হিন্দী, আপনাকে যেতে দিচ্ছি না,—আমি এলাম, আর আপনি চ'লে যাচ্ছেন। কেন আমি কি আলাপের উপযুক্ত নই? এ অপমান আমি সহ্য ক'রব না। বেশ রসিকা এই প্রৌঢ়া নারী! হু'টি বোনের সম্বন্ধ অতি স্নেহের ও মধুর। আমি বল্লাম, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি পূর্ব্বেই মিসেস আমিনা সাইদের গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রেছি। সুতরাং আমাকে যেতে হ'বে। ১৭ই আমি আসব। তখন আমি আসা মাত্রই আপনি চ'লে যাবেন, তা হ'লে আজকের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হ'বে। মিসেস্ মাজ্হার বল্লেন, জয়নাব, তোমার সঙ্গে হিন্দী অধ্যাপকের বন্ধুত্ব ভাল জ'মবে। তুমি ১৭ তারিখে এসো। আমরা আবার করমর্দ্দন করে বিদায় নিলাম।

অধ্যাপক নাসিফের সঙ্গে পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুসারে সান্সোসি কফি হাউসে সাক্ষাৎ ক'রে মিসেস আমিনা সাইদের গৃহে উপস্থিত হ'লাম। আমিনার স্বামী প্রোফেসার আবেদিন ও তাঁর ভগিনী মিস করিমা সাইদ উপস্থিত ছিলেন। মিস করিমা ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে শিক্ষিতা। বর্ত্তমানে কায়রোর সর্ব্বপ্রধান নারী শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ। তিনি অতিশয় বিনয়ী এবং তাঁর ব্যবহার সংযত, তাঁর ভাষা স্পষ্ট, কোন জড়তা নেই। বয়স প্রায় ৫০। অথচ কি স্বাস্থ্য! তিনি বলেন, নারীর বিবাহের অত্যন্ত প্রয়োজন; কিন্তু তিনি যে ব্রত গ্রহণ ক'রেছেন সেটা বিবাহের পক্ষে অনুকূল নয়। তিনি তাঁর প্রত্যেকটি ভগ্নীর বিবাহ দিয়াছেন অথচ নিজে বিবাহ করেন নি। অধ্যাপক আবদিন আমার পরিকল্পিত পুস্তকের বিষয় একটি প্রবন্ধ দেবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিলেন। মিসেস আমিনা তাঁর রচিত 'Renaissance of Modern Women in Egypt' শীর্ষক প্রবন্ধটি দিলেন। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে চা পান ক'রে বিদায় গ্রহণ ক'র্লাম। মিসেস আমিনা আসবার সময় আমার হাতে একটি সিগারেট দিয়ে ব'ল্লেন, আমার মাসে ৫ পাউণ্ড সিগারেটের জন্য ব্যয় হয়। পরে সহাস্যে ব'ল্লেন, আমি এ টাকা নিজে উপার্জ্জন করি। সিগারেটের টাকা আমি স্বামীর কাছ থেকে নেই না। আমরা করমর্দ্দন ক'রে তার 'সম্মান জ্ঞানের" সম্মান ক'রলাম।

১০ই মার্চ্চ, '৪৫

ব্রিটিশ কন্সালের কাছে গিয়েছিলাম, উদ্দেশ্য আমেরিকান কন্সাল মিঃ মিলারের নিকট একখানি পরিচয় পত্র নে'ব। মিসেস নিম্মুকে বাদ দিয়েই আমি আমেরিকান জাহাজে যাবার বন্দোবস্ত ক'রব, স্থির ক'রেছি। মিসেস পিকারিঙ্ আমাকে অত্যন্ত ভদ্রভাবে গ্রহণ ক'রে একখানি পরিচয় পত্র টাইপ করে কন্সালের নিকট স্বাক্ষরের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আরও বল্লেন, পরস্পর কন্সালের পত্র বিনিময়ে তাঁর স্বাক্ষর যথেষ্ট নয়। কন্সাল মিসেস্ পিকারিঙ্কে ডেকে বল্লেন, এই পত্র আমেরিকান কন্সালের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে তিনি স্বাক্ষর ক'রতে পারেন না। কারণ, কোন সিবিলিয়ানকে আমেরিকান ওয়ারশিপে যাওয়ার অনুমতি আমেরিকান যুদ্ধ বিভাগ দেবেন কি-না সেটা না জেনে তিনি পত্র লিখ্তে পারেন না। মিসেস পিকারিঙ্ আমাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রতে বল্লেন এবং পরে একখানি পত্র দিয়ে ব'ল্লেন, আমেরিকান কন্সাল ব্রিটিশ কন্সালের আশ্বাসে আমাকে তাদের যুদ্ধজাহাজে ভ্রমণের অনুমতি দিয়েছেন, দায়িত্ব অবশ্য ব্রিটিশ কন্সালের।

পথে মিঃ মহীউদ্দিনের সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি মিস মেরী নাম্নী একটি অতি খর্ব্বাকৃতি ইহুদি তরুণীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এদেরেই একটি পেন্সনে হালুয়ানে মিঃ মহীউদ্দিন কিছুদিন বাস ক'রেছিলেন। তিনি অষ্টাদশী, উজ্জ্বল গৌরবর্ণা, বাহুল্যবর্জ্জিত পোষাক পরিহিতা, অত্যন্ত প্রগল্ভা। আমাকে ভারতবাসী জেনেই জিজ্ঞাসা ক'রলেন, বলুন তো ভারতীয় নারী কি আমার মত সুন্দরী, না ছবিতে যা দেখছি সে রকমই। আমি উত্তর দিলাম, হাঁ, তাঁরা সুন্দরী বটে, তবে বাইরে নয়, অন্তরে। মিস মেরী পরাজিত হ'বার পাত্রী ন'ন। তিনি বল্লেন, অন্তর সব সময় দেখা যায় না এবং অন্তরের ছবি বাইরের ছবিতে প্রতিফলিত হয়। আমি সহাস্যে বল্লাম,—সুন্দরী! বাহ্যিক ঔজ্জ্বল্যই স্বর্ণের পরিচয় নয়। প্রায় ১৫ মিনিট ধ'রে কথপকথোনের পর মিস মেরী খুব জোরে করমর্দ্দন ক'রে বল্লেন,—তিনি ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন ক'রবেন। আমি জানি না এই মিশরীয় মহিলার ভারতীয় নারী সম্বন্ধে কি ধারণা। সে ধারণা যাই হোক আমার মনে হয়, একটু উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসীর এদেশে এসে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মধ্যপ্রাচ্যে প্রচার করার প্রয়োজন আছে।

১১ই মার্চ্চ '৪৫

আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি বক্তৃতা দিয়েছিলাম—বিষয়বস্তু, বর্ত্তমান ভারতবর্ষ। ছাত্র, ছাত্রী, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং বহু ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ভাবতবর্ষীয়দের মধ্যে ডাঃ ও মিসেস ওয়ালি এবং মিঃ বসির উপস্থিত ছিলেন। মিঃ বসির সৈনিক বিভাগের লিয়াসোঁ অফিসার। আমার বক্তৃতার বিস্তৃত বিবরণী তিনি লিখে গেলেন। উদ্দেশ্য কি জানি না! আমি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক ধারা,সংস্কৃতি, সামাজিক শ্রেণীবিভাগ, জন্মগত জাতি বিভাগ, ভাষা, আচার ব্যবহাব ইত্যাদি বর্ত্তমান ইউরোপীয় অবস্থা ও অবস্থানের সঙ্গে তুলনা ক'র্‌লাম। মিশরীয়দের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানাপ্রকার অদ্ভূত ধারণা আছে। তার প্রধান কারণ অ-ভারতীয় প্রচার বিভাগ। বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম প্রধান গ্রন্থি প্রচার এবং সংবাদপত্র। আমি মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের মুসলমান শাসনকে ভারতীয় শাসন ব'লে আখ্যায়িত ক'র্‌লাম, কারণ মুঘল কিংবা প্রাক্-মুঘল যুগেব মুসলিম শাসকগণ কখনও বহির্ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করেন নি। তাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষের সঙ্গে সমস্ত স্বার্থ জড়ীভূত ক'রেছিলেন। মিশরের মহম্মদ আলি তুর্কবংশজাত হ'য়েও সম্পূর্ণভাবে মিশরীয়। নেপোলিযান ইতালিয়বংশজ এবং কর্সিকাজাত হ'লেও সম্পূর্ণভাবে মনেপ্রাণে ফরাসী। ডি ভ্যালেরা স্পেন দেশের সন্তান, কিন্তু তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে আইরিশ। দ্বিতীয় উইলিয়ম জন্মে ওলন্দাজ, কিন্তু তিনি ইংলণ্ডের দেশীয় রাজা। দ্বিতীয় ক্যাথারিণ জার্ম্মাণ মহিলা, অথচ রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাজ্ঞী। কুবলাইখাঁ তুর্ক, কিন্তু চীনদেশকে তাঁর মত কে ভালবেসেছিল? আমি বল্লাম, জন্ম বা ধর্ম্ম দ্বারাই স্বাদেশিকতা নির্ণীত হয় না। অন্তরের প্রতিক্রিয়া এবং দেশপ্রেম দ্বারাই জাতীয়তার মূলবস্তু নির্ণীত হয়। ইংলণ্ডের অধিকাংশ রাজবংশই বিদেশী এবং বিজাতীয়, কিন্তু তাঁরা মনেপ্রাণে ইংরাজ হ'য়ে গিয়েছিলেন। এমনি করে ভারতবর্ষের মুঘল সম্রাট্‌গণ সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ছিলেন। বহির্ভারতীয় মুসলমানের জন্য কিংবা মুসলিম দেশের জন্য তাঁদের ভারতবর্ষের স্বার্থের বিনিময়ে কোন আকর্ষণই ছিল না। ভারবাসী মক্কায় তীর্থযাত্রা ক'রেছে, মুসলমান সম্রাটগণ মক্কায় দান খয়রাত ক'রেছেন, কিন্তু ভারতের কোন মুসলমান সম্রাট্ মক্কায় হজ করতে যান নি; অথচ মক্কাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে—হিন্দু-মুসলমানের ভিতরে খুব স্বাদেশিকতার প্রভাব এসেছে। ভারতবর্ষের ভিতরে যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব রয়েছে, সেটা

জনসাধারণের দ্বন্দ্ব নয়,—সেটা স্বার্থবাদী উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই নিবদ্ধ। তারপর আমি, বর্ত্তমান যুদ্ধের পটভূমিকায় যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, তার প্রতিক্রিয়া অটোয়া কন্‌ফারেন্স থেকে আরম্ভ ক'রে সান্‌ফ্রানসিস্কোর দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আলোচনা ক'রলাম। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কথা না ব'লে শুধু মাত্র ঘটনাগুলি বিবৃত ক'রে গেলাম।

বক্তৃতার পর আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হ'ল,—একজন সাংবাদিক আল্‌-এত্‌নাইন—পত্রিকার জন্য আমার জীবনী লিখ্‌তে বিশেষ অনুরোধ ক'রলেন। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলাম। কয়েকজন ছাত্রকে অটোগ্রাফ লিখে দিলাম। একজন মহিলা সাংবাদিক একখানি ফটো নিয়ে গেলেন। সাংবাদিক সমিতির সম্পাদক আমাকে তাঁদের সমিতিতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ ক'রলেন। আমি কয়েকদিন থেকে অনুভব ক'র্‌ছিলাম দুর্ভিক্ষ সাহায্য সমিতিতে অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে উচ্চতম মহলে একটু আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। কাজেই, আমি রাজনৈতিক ব্যাপারে আর জড়িত থাকতে স্বীকার করলাম না। সুতরাং আমি জনসাধারণের মধ্যে বক্তৃতা দিতে স্বীকৃতি দেই নি, তবে তাদের সঙ্গে চায়ের পার্টিতে ঘরোয়া আলোচনা ক'র্‌তে অঙ্গীকার করলাম।

সন্ধ্যায় ইন্দো-মিশরীয় ইউনিয়নের সভায় আহূত হ'য়েছিলাম। মিঃ গণেশিলাল প্রত্যেক সভ্যের চাঁদা মাসিক ১ পাউণ্ড স্থির ক'রলেন। আমি এই প্রস্তাবে আপত্তি ক'রেছি, কারণ মিশরীয়গণ—বিশেষ ক'রে অধ্যাপক শ্রেণী,—যাঁরা ৮।১০টি প্রতিষ্ঠানের সভ্য, তাঁদের পক্ষে এই চাঁদা একটু বেশী, অবশ্য ভারতীয় বণিকদের পক্ষে এটা বেশী নয়। কারণ তাঁরা দু'একটি সমিতির সভ্য। মিঃ গণেশিলাল ব'ল্লেন, তিনি এই সমিতির অভ্যন্তরে "বাজে" লোককে প্রবেশ কর্‌তে দিতে রাজী ন'ন। কারণ, তারা এসে সমিতিকে বাজারে পরিণত ক'র্‌বে। কোন মিশরীয় ভদ্রলোক এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করেন নি, বোধ হয় ভদ্রতার অনুরোধে। আমি আমার প্রতিবাদ জানিয়ে জিনিষটা বেশী দূর অগ্রসর হ'তে দিলাম না। মিঃ গণেশিলালের পূর্ব্বপুরুষ সম্রাট্‌ শাজাহানের মণিকার ছিলেন।

১২ই মার্চ, '৪৫

আমেরিকান কম্‌সালের নিকট গিয়ে ব্রিটিশ কন্‌সালের পত্র দিলাম। তিনি আমেরিকান যুদ্ধজাহাজ বিভাগের এল্‌ ডুজের নিকট একখানি পত্র পাঠিয়ে দিলেন। আমি তাঁর আফিসে গিয়ে দেখা কর্‌বার জন্য কার্ড পাঠিয়ে দিলাম। অর্ডারলি আমার নাম ধাম লিখে, পাসপোর্ট পরীক্ষা ক'রে একজন সার্জ্জেণ্ট সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। মিঃ এল্‌ ডোজ পাসেজ্‌ বিভাগ থেকে আমার নাম রেজেষ্ট্রী ক'রে বল্লেন, তিন মাসের মধ্যে জাহাজ পাওয়া যাবে, তার আগে পাওয়াও অসম্ভব নয়।

আমেরিকান অফিস অত্যন্ত নিরাভরণ; কয়েকখানি কাঠের চেয়ার, লোহার টেবিল, টাইপরাইটার, লোহার সেল্‌ফ, টেলিফোন ভিন্ন অন্য কোন আসবাব নেই। এর সঙ্গে ভারতীয় অফিসের তুলনা কর্‌লে কোন্‌টা যে হাস্যাস্পদ তা বেশ বুঝা যায়! মিশরীয় অফিসগুলি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ—গালিচা, সোফা, কোচ, সেলুন, আয়না-দেওয়া টেবিল, দু'টি টেলিফোন, অন্ততঃ দু'টি চাপরাশী আছেই। তাদের অফিস বেলা ৯টা থেকে ১টা পর্য্যন্ত এবং কর্ত্তারা অনেক স্থলেই একটু পরে আসেন এবং কিছু আগে চলে যান। আমার পাসপোর্ট পরীক্ষা ক'র্‌তে তিন দিন লেগেছিল। বক্‌শিস্‌ না হলে কোন কাজই হয় না। অবশ্য জানাশুনা থাক্‌লে ২ ঘণ্টার কাজ ১০ মিনিটে হয়। তার প্রমাণও আমি পেয়েছি। তবে পৃথিবীর সব রাজ্যেই প্রায় এক ব্যবস্থা।

দ্বিপ্রহরে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের সঙ্গে তাঁদের কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হ'য়েছে। ভদ্রলোক ইংরাজী ভাষার মধ্য দিয়ে যতটা সম্ভব মুসলমান সংস্কৃতির চর্চ্চা ক'রেছেন।

সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিতর্ক সভায় উপস্থিত হ'য়েছিলাম। সভার আলোচ্য বিষয়—জাতীয় জীবন গঠনে বিজ্ঞান বনাম অর্থের স্থান। দেশের বহু খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্‌, মন্ত্রী, অধ্যাপক, কূটনীতিজ্ঞ এবং ব্যবহারজীবী উপস্থিত ছিলেন। বিরাট বক্তৃতা-গৃহে তিলধারণের স্থান নেই, লাউড্‌ স্পীকার স্থানে স্থানে সংযোজিত হ'য়েছে। সমস্ত আবেষ্টনী অত্যন্ত গুরুগম্ভীর। মনে হ'চ্ছিল, জাতীয় জীবনের কোন বৃহৎ সমস্যার সমাধান হ'চ্ছে।

কিন্তু সমস্ত আলোচনাটি বরাবর কৌতুকপূর্ণ আবহাওয়াতেই চ'লেছিল। বক্তৃতাগুলির ভিতরে অনুপ্রাস, অলঙ্কার এবং ব্যঙ্গরই আধিক্য। প্রায় ৩ ঘণ্টা

পর্য্যন্ত এই আলোচনা চ'লেছিল। এই বক্তৃতা দ্বারা কেহ বিশেষ লাভবান্ হ'য়েছিল ব'লে মনে হয় না।

রাত্রিতে মিঃ সালেহ্ উদ্দিন্ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে মিশরের একটি ঘটনা ব'ল্লেন,—আজকেই মিশরের উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিশারদ অধ্যাপক চিন্ চিলিনি জানিয়েছেন, সিনাই মরুভূমির পার্শ্বে একটি ম্যাগনেশিয়ম খনি আবিষ্কৃত হ'য়েছে। মাসে ৩০,০০০ টন ম্যাগনেশিয়ম একটি ইংরাজ কোম্পানীয় অধীনে উত্তোলিত হয়, এবং সমস্ত শ্রমিকই মিশরীয়। এর যন্ত্রগুলি মানুষের হস্তদ্বারা পরিচালিত। বিদ্যুতের কোন সংশ্রব নেই। এই কর্ম্ম অত্যন্ত শ্রমসাধ্য, ক্লান্তিকর এবং বিপজ্জনক। কিন্তু শ্রমিকগণ বহু ক্ষেত্রেই অর্দ্ধভুক্ত, স্বল্পপরিচ্ছদ—সুতরাং ছয় মাসের মধ্যে তাদের জীবনীশক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে যায়। কোন শ্রমিকই কর্ম্মক্ষম থাকে না। অধ্যাপক চিন চিলিনি এ বিষয় নিয়ে স্বাস্থ্যবিভাগের মন্ত্রীর সঙ্গে পত্রালাপ করেছেন। তাঁকে এ বিষয়ে একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠন করার জন্য অনুরোধ ক'রেছিলেন। কিন্তু ইংরাজ কোম্পানী যুদ্ধ-সময় ব'লে কোনরূপ অনুসন্ধান ক'রতে দিতে স্বীকৃত হয় নি। সুতরাং এখানেই সমাপ্তি।

এই ম্যাগনেশিয়ম যজ্ঞে মিশরকে তার দশ সহস্র সন্তান উৎসর্গ ক'রতে হবে ব'লে অধ্যাপক চিন্ চিলিনি ধারণা করেন।

১৩ই মার্চ্চ, '৪৫

আজকে গীতার অনুবাদ টাইপ ক'রতে দিয়েছি। দ্বিপ্রহরে ষ্টেট্ লাইব্রেরীতে গিয়ে আহম্মদ বিন্ হান্‌বালের পুস্তকের পাণ্ডুলিপির জন্য মিঃ কামেল মোহান্দিসের সঙ্গে দেখা ক'রেছি। বিগত তিন মাস পর্য্যন্ত তিনি আমাকে অন্ততঃ ২০ বার ঘুরিয়েছেন। কারণ পাণ্ডুলিপি গুহাভ্যন্তরে প্রোথিত আছে। আমি তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট না হ'য়ে বল্লাম, আমি শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রে এ বিষয়ে অভিযোগ ক'রব। তিনি ভয় পেয়ে আমাকে ডাইরেক্টরের কাছে নিয়ে গেলেন—ডাইরেক্টর ব'ল্লেন, আপনার পূর্ব্বেই আমার সঙ্গে দেখা করা উচিত ছিল। য়াই হোক্, তিনি আগামী শনিবার আমাকে পাণ্ডুলিপির সম্পূর্ণ ফটোগ্রাফ দেবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আজ রাত্রে আমি একজন চেকোস্লোভাকিয়ান মহিলার সঙ্গে দেখা করবার জন্য মা-আদি গিয়েছিলাম। এই ভদ্র মহিলা সূক্ষ্মজগতের সঙ্গে মর্ত্ত্যজগতের

সংবাদ-বাহিকা (medium)। তিনি বিবাহিতা, সন্তানের জননী। আমাকে ভারতবাসী জেনে আমার সঙ্গে ভারতবাসীর সূক্ষ্মজীবন সম্বন্ধে জ্ঞান এবং ধারণার বিষয়ে আলোচনা ক'র্‌লেন। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার, দু'টি মাত্র ঘর—ভোজন-কক্ষটি অভ্যর্থনা-কক্ষরূপে ব্যবহার করেন,—আসবাবের বাহুল্য নেই। কিন্তু তাঁদের উদ্যানটি অতি অপরূপ। প্রতিদিন নিজের হাতে উদ্যানের কাজ করেন। মহিলাটি ব'ল্লেন, তিনি ফুলের সঙ্গে কথা ব'লেন এবং ফুল তার উত্তর দেয়; সুতরাং তাঁর সঙ্গে প্রকৃতির খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

আমাদের ট্রেনে ফিরবার সময় দু'টি তরুণী কয়েকখানি টিকিট নিয়ে এলেন। সাহায্য রজনীর প্রদর্শনী, সুতরাং টিকিট কিন্‌তেই হ'বে। মিশরে সাহায্য রজনীর টিকিট নারীরাই বিক্রয় করেন। ট্রেন থেকে নামবার সময় কয়েকটি নিউজিল্যাণ্ডের সৈন্যকে দে'খলাম অত্যধিক মদ্যপানের ফলে হতচেতন, মুখে দুর্গন্ধ এবং ভাষা অশ্লীল। স্বেচ্ছাসেবিকা দু'টির প্রতি যে ভাষা প্রয়োগ ক'রেছিল, তা' কখনও শুনিনি।

১৪ই মার্চ্চ, '৪৫

অধ্যাপক হাসান ফতেহ্‌ আমাকে টেল্‌ এল্‌ আমার্ণা এবং টুন্‌-এল্‌ গাবেল পরিদর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ ক'রলেন। এই টেল্‌ এল্‌ আমার্ণা বিখ্যাত সূর্য্য উপাসক ফেরায়ুন আখেটাটনের প্রতিষ্ঠিত রাজধানী। এই স্থানে তিনি আমন দেবতার পূজা বন্ধ ক'রে অতীত মিশরের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রেছিলেন; নূতন নগর সৃষ্টি ক'রেছিলেন এবং নূতন সমাধি ক্ষেত্র রচনা ক'রেছিলেন। প্রাচীন পুরোহিতগোষ্ঠী বিপ্লব সৃষ্টি ক'রেছিলেন,—জনসাধারণ তাদের প্রাচীন দেবতার বিসর্জ্জনে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছিল। সমস্ত দেশব্যাপী বিপ্লব! কথিত আছে, সম্রাট আখেটাটন এবং তাঁর অনুপমা সুন্দরী স্ত্রী নাফ্‌রিটিটি দেশত্যাগ ক'রে চ'লে যান। সঙ্গে সঙ্গে টেল্‌-এল্‌-আমার্ণা পরিত্যক্ত হয়। আবার প্রাচীনপন্থী আমন দেবতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। আখেটাটনের বিষয়ে অনেক প'ড়েছি। সুতরাং এই সুযোগ ত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত নই। মিঃ সালেহ্‌উদ্দিন বল্লেন, টুন্‌-এল্‌ গাবেল আরও চমকপ্রদ স্থান। লিবিয়ান মরুভূমির পার্শ্বে নবাবিষ্কৃত গ্রীক রোমক স্থপতির স্মৃতি। এখানে দেখতে পাওয়া যা'বে আইবিস্‌ পাখীর মামি আর বানরদেবতার মামি। সুতরাং স্থির হ'ল আজকেই ২টার সময় আমরা দক্ষিণ মিশরে যাত্রা ক'রব। আমাদের সঙ্গে যা'বেন চারুশিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ

হেকেল্, কপটিক্ শিল্পের অধ্যাপক রামেশিস, স্থপতি বিদ্যার অধ্যাপক মিঃ হাসান ফতেহ্—এবং মিঃ সালেহ্‌উদ্দিন।

আমরা ৫ টার সময় ষ্টেশনে উপস্থিত হ'য়েছি। মিঃ সালেহ্‌উদ্দিন পূর্ব্বেই আমার টিকিট কিনে রেখেছিলেন—২ পাউণ্ড ৬০ পিয়াস্তা। তাঁকে মূল্য দিতে গেলে কিছুতেই নিতে স্বীকৃত হ'লেন না। তাঁর ভদ্রতার আতিশয্য মাঝে মাঝে আমাকে বড় বিব্রত করে। কিন্তু এত অমায়িক ব্যবহার যে তাঁর সঙ্গে বেশী বাদানুবাদও চলে না। ট্রেনের এক ঘণ্টা দেরী ছিল। সুতরাং প্রথম শ্রেণীর অপেক্ষা-গৃহে ব'সে আমরা বিশ্রাম ক'রছিলাম। অধ্যাপক হাসান ফতেহ্ একটি আলোচনার অবতারণা ক'রলেন—বিষয়বস্তু 'ন্যায় ও অন্যায়'। মিঃ হাসান কথা বল্‌তে খুব ভালবাসেন, এবং বলার ভঙ্গী অত্যন্ত মনোরম। কিন্তু প্রায়ই কোন আলোচনা তিনি শেষ ক'র্‌তে পারেন না এবং আলোচনার সূত্র হারিয়ে ফেলেন। মিঃ হাসান বল্লেন,—যা কিছু মানুষের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে তাই অন্যায়। আমি উত্তর দিলাম—পৃথিবীতে ন্যায় ও অন্যায় ব'লে কিছুই নেই। সমস্তই আপেক্ষিক এবং ন্যায় ও অন্যায়ের কষ্টিপাথর দেশ, কাল ও পাত্র। অধ্যাপক রামেশিস আলোচনায় যোগ দিলেন। তিনি আরবী এবং ফরাসী ভাষায় আলোচনা ক'রলেন। মিঃ সালেহ্‌উদ্দিন অতি সুন্দর ফরাসী বলেন। আমার ফরাসীতে ভাল জ্ঞান না থাকায় সব আলোচনা ভাল বুঝতে পারিনি। তবু আরবীর সাহায্যে অনেক জিনিষ পরিষ্কার হ'য়েছে। একমাত্র ইংরাজীর উপর নির্ভর ক'রলে এদেশে বড় অসুবিধা হয়।

আমরা ট্রেনে প্রথম শ্রেণীর কামরাতে একজন পূর্ত্তবিজ্ঞানের অধ্যাপকের সাক্ষাৎ পেলাম। অধ্যাপক হাসান তাঁর সঙ্গে পিরামিড গঠনে মিশরের ভূমির স্থান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দেড় ঘণ্টাকাল আলোচনা ক'রলেন। আমরা দক্ষিণ মিশরের প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করেছি, অস্তায়মান সূর্য্যের ম্লান রশ্মি নীলের জলে প্রতিফলিত দেখ্‌তে দেখ্‌তে চ'লেছি। দক্ষিণ মিশরে নীলের পরিসর ক্রমশঃ বিস্তৃত হ'য়ে গেছে। ডাঃ হেকল্ আমাকে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রলেন। কিন্তু উত্তরের প্রারম্ভেই তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—অধ্যাপক চৌধুরী! আপনি এমন কোন ধর্ম্মের সন্ধান দিতে পারেন, যে ধর্ম্ম পৃথিবীর সকল মানুষ, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকালে অনুসরণ ক'রতে পারে। দেখুন, আমি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ ক'রেছি, আমি বিশ্বাস করি না যে একমাত্র মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীই মুক্তির অধিকারী, আমার মুসলমান পরিবারে জন্ম একটি আকস্মিক ঘটনা। আমি

কপট্, কিংবা ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ ক'রতে পা'রতাম। আমি যে মুসলমান ধর্ম্ম অনুসরণ ক'রছি, তা' বিচার ক'রে নয় যে এটা ভাল, এটা মন্দ। একমাত্র জন্মের অধিকারেই আমি মুসলমান ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। আমি যখন অষ্ট্রীয়ার ভিয়েনা সহরে ১৯৩৬ সালে উপস্থিত হ'য়েছিলাম, হিট্‌লার তখন অতি দ্রুতগতিতে শক্তি সঞ্চয় ক'রছেন। প্রতিদিন ইহুদী-বিরোধী আইন প্রচারিত হ'চ্ছে। তাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হ'য়েছিলাম। হিটলার যদি ব'লতেন আমি অমুক ইহুদীকে শাস্তি দিচ্ছি কারণ সে দোষী,—তা' হ'লে তাঁর মনোবৃত্তি বুঝতে পা'রতাম। কিন্তু তুমি দোষী কারণ তুমি ইহুদী—এই মনোভাব আমি কিছুতেই সমর্থন ক'রতে পারি নি। ডাঃ হেক্‌ল অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গেই কথা বলেছিলেন। আমি বুঝতে পা'রলাম যে ইনি সাধারণ শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত ন'ন। তাঁর প্রাণের ভিতর একটি গভীর প্রশ্ন ও সংঘাত চলেছে। আমি উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা ক'রলাম,—আপনি কি নিরীশ্বরবাদকে ধর্ম্ম ব'লে আখ্যা দেবেন? তিনি ব'ল্লেন, না। ঈশ্বরহীনতার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নেই। তারপর আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ধর্ম্মকে একটি পথ ব'লে মনে করেন —না লক্ষ্য ব'লে মনে করেন? তিনি বল্লেন, ধর্ম্ম একটি পথ মাত্র। এবার আমি স্বচ্ছন্দে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলাম;—হাঁ, আপনার প্রস্তাবিত একটি মাত্র ধর্ম্ম পৃথিবীর পক্ষে প্রযুজ্য হ'তে পারে। ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব এই মতবাদ প্রচার ক'রেছিলেন এবং বর্ত্তমান যুগে মাদাম ব্লাভাস্কি অনুষ্ঠানবিহীন সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম প্রচার ক'রেছেন। অবশ্য, সে ধর্ম্মের রূপ এক প্রকার নয়। ধর্ম্মে সাধারণতঃ চারটি অঙ্গ আছে—উপাস্য, উপাসক, উপাসনা এবং মণ্ডলী। উপাস্য সম্বন্ধে ধারণা প্রত্যেক ধর্ম্মেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মানসিক শক্তি এবং চিন্তাধারাকে কেন্দ্র ক'রেই রূপায়িত হয়; এবং ক্রমশঃ অবস্থার পরিবর্ত্তনে কিংবা ভক্তদের কর্ম্মপদ্ধতির দ্বারা উপাস্য-রূপ পরিবর্ত্তিত হয়। উপাসনার পন্থাও সব সময় এক প্রকার ধারার অনুবর্ত্তন করে না। তারপর উপাসক ও উপাস্যের মধ্যে ভক্তি, কর্ম্ম এবং জ্ঞানের প্রচ্ছদপটে আদর্শ পরিবর্ত্তন হয়। ধর্ম্মরাজ্যে মানুষ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হ'লে অধিকার ভেদে উপাস্য, উপাসক এবং উপাসনার সামঞ্জস্য হ'য়ে আসে। পথ-রূপে গৃহীত ধর্ম্ম ন্যূনাধিক পরিমাণে ব্যবহারিক। কর্ম্মপথ একটি জীবনধারা। এই পথটি অনেকটা আনুষ্ঠানিক। ধর্ম্ম মানুষকে ইপ্সিত রাজ্যে খানিকটা দূর এগিয়ে দিতে পারে। তারপর মানুষকে নিজের পথ মনোনয়ন ক'রে নিতে হয়। একবার যখন দৃষ্টি বিমল হ'য়ে

আসে, তখন তার অন্তর্লোক খুলে যায়, সে ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা তার লক্ষ্যবস্তুর সান্নিধ্য লাভ করে। সর্ব্বশেষে উপাসকমণ্ডলী একটি ধর্ম্মগোষ্ঠী স্থাপন করে, যার যোগসূত্র আচার, বিচার এবং উপাসনারীতি এবং যার দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের ধারা—জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ সম্পর্কিত কতকগুলি বিধি। সুতরাং যদি সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম এবং তৎসঙ্গে উপাস্য এবং সম-উপাসনা-ধারা একটি মাত্র ভাষার প্রচ্ছদপটে পরিকল্পিক হয়, তবে সেই ধর্ম্ম কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হ'বে। আমার পরিকল্পিত সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের রূপ জীবসেবা। সে ধর্ম্মের উপাস্য জীব, উপাসনা সেবা এবং উপাসক যে কোন মানব। এই সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের মণ্ডলীর ভিতরে কোন বিধিবদ্ধ আচার বা অনুষ্ঠান নেই। দেশ, কাল এবং অবস্থায় প্রয়োজনে, ভাষার পার্থক্যে কিংবা সামাজিক আবেদনে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী বিভিন্ন মণ্ডলীর সৃষ্টি ক'রতে পারে।

ডাঃ হেক্‌ল ব'ল্লেন, আপনার পরিকল্পিত এই মানবীয়-ধর্ম্মের উপাসনা-রীতি স্পষ্ট ক'রে বলুন।

আমি উত্তর দিলাম—অতি সহজ উপাসনা-রীতি। যে কোন কার্য্য জীবের কল্যাণার্থ সম্পাদিত হয়, তাই উপাসনা। কার্য্যের পরিসর দ্বারা উপাসনার গুরুত্ব নির্ণীত হ'বে না। উপাসকের মনোবৃত্তিদ্বারাই তার কার্য্যের ফল নির্ণীত হ'বে। মানবের অন্তর্নিহিত আগ্রহ এবং ঐকান্তিকতা দ্বারাই তার কার্য্যের মূল্য স্থির করা হ'বে। এই মতানুসারে ব্যক্তিগত অধিকার এবং ব্যক্তিগত মনের প্রসারতার উপর মানুষের কার্য্যক্রম নির্ভর ক'রবে। এখানেই বুদ্ধদেব তাঁর ধর্ম্মের ভিতরে কয়েকটি কর্ম্মের মন্ত্র উপস্থাপিত ক'রেছিলেন। তাঁর 'অষ্টপন্থা' অতি সহজ—যার যেমন সামর্থ্য, সাধনা এবং চিন্তার প্রসারতা, তা'র জীবসেবার রূপ তেমনই। অধ্যাপক ব্লামেশিস জিজ্ঞাসা ক'রলেন, আপনার পরিকল্পিত ধর্ম্মের ভিতরে ধর্ম্মগুরু, ঈশ্বরের বাণী এবং মহাপুরুষদের স্থান কোথায়?

আমি উত্তর দিলাম,—এ অতি সাধারণ ব্যাপার। সেমিটিক মন ধারণা করে যে ঈশ্বর কোন দেবদূতের মধ্যস্থতায় তাঁর বিশেষ মনোনীত ব্যক্তির নিকট তাঁর বাণী প্রেরণ করেন এবং সেই মনোনীত ব্যক্তি তাঁর পারিপার্শ্বিক মানবমণ্ডলীর ভিতরে স্বয়ং সেই বাণী প্রচার ক'রেন। এইভাবে যথাক্রমে মুসা, যীশু, মহম্মদের নিকট প্রাচীন গাঁথা, বাইবেল এবং কোরাণ প্রকাশিত হ'য়েছিল। এই তিনটি ধর্ম্মই বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই সব ধর্ম্মের অনুবর্ত্তকগণ—ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের বাণীর সম্বন্ধে কোন সন্দেহ পোষণ ক'রতে

পারে না, কারণ ধর্ম্মগুরুগণ সন্দেহাতীত। সুতরাং এই তিনটি ধর্ম্মের পটভূমিকায় কোন অধ্যাত্মবিদ্যা (metaphysics) নেই! এর সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নেই। ঈশ্বরের নামে দেবদূতের মধ্যস্থতায় যে বাণী আবিষ্কৃত হ'য়েছে, তাহা সত্য। কিন্তু আর্য্যজাতি মনে ক'রে যে ঈশ্বর স্বয়ং যুগে যুগে পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ পরিগ্রহ ক'রে মানবের শিক্ষার জন্য ধরাধামে আবির্ভূত হ'ন। যদিও তিনি অসীম, তিনি সসীম রূপ পরিগ্রহ ক'রে তাঁর কর্ম্ম দ্বারা লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। সে শিক্ষার ভিত্তি জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম; তা' সমষ্টিগতই হোক কিংবা ব্যক্তিগতই হো'ক। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ব'লেছেন, হে মানব, তুমি তোমার কর্ম্ম কর। তোমার প্রত্যেক কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ কর। তোমার নিজের ব্যক্তিগত কোন প্রেরণা নেই। তুমি স্বার্থগন্ধবিহীন আত্মোৎসর্গ কর। ভগবানের চরণে অহেতুকী ভক্তি নিবেদন কর, তুমি ভগবৎ প্রেমে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দাও। প্রেমিক, প্রেমময় এবং প্রেম অঙ্গাঙ্গীভূত হ'য়ে এক হ'য়ে উঠুক। অবতাররূপে ভগবান যে নিয়ম, যে আদর্শ প্রচার করেন, তিনি স্বয়ং সে সমস্ত নিয়ম ও আদর্শের অধীন। ভগবানের জাগতিক কর্ম্ম-পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে প্রত্যেক মানুষ নিজের প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রতে পারে। আপনি তাকে আরবী ভাষায় 'অহি' ব'লে আখ্যায়িত ক'রতে পারেন। ভারতবর্ষে ধর্ম্মগ্রন্থ কোনটিই ঈশ্বরের প্রেরিত পুস্তক নয়। সেগুলি মহাপুরুষদের উপলব্ধ সত্যের প্রকাশমাত্র। সে উপলব্ধির মূল ধ্যান, ধারণা, কর্ম্ম, ভক্তি।

আমার সহযাত্রী সকলেই অত্যন্ত সুধী, আমার বক্তব্য তাঁরা অনুধাবন ক'রেছিলেন। প্রায় সাড়ে ৯টার সময় আমরা দায়রুৎ ষ্টেশনে পৌছলাম। ষ্টেশনে মিঃ তুস্থন বে আবুগাবেল্ স্বয়ং দু'খানি মোটর এবং কর্ম্মচারী নিয়ে অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত; আমরা দশ মিনিটের মধ্যে তাঁর গৃহে পৌছলাম।

নৈশ ভোজন প্রস্তুত। রাত্রি ১১টায় ভোজন পর্ব্ব সমাধা ক'রে শয়নকক্ষে গেলাম। আমি এবং মিঃ সালেহ্ উদ্দিন রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত মিশরের অভিজাত সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে বহু আলোচনা ক'রলাম। তিনি স্বয়ং একজন তুর্ক সিরিয়ান সংমিশ্রিত অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু নিজে মিশরীয় অভিজাত সম্প্রদায়কে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না, কারণ তা'দের জীবনের মন্ত্র হ'ল আত্ম-প্রকাশ। কিন্তু আমাদের গৃহস্বামী মিঃ তুস্থন বে মিশরীয় হ'লেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম। তাঁর উর্দ্ধতন চতুর্থ পুরুষ ১০০ বৎসর পূর্ব্বে সিরিয়া থেকে ইব্রাহিম পাশার সঙ্গে মিশরে এসেছিলেন। মিঃ তুস্থন ফরাসী দেশে কৃষিবিদ্যা

শিক্ষা ক'রবার জন্য গিয়েছিলেন। তাঁর চিত্র এবং শিল্পসংগ্রহ সুবিখ্যাত। তাঁর উদ্যানবাটিকা এই অঞ্চলে একটি দর্শনীয় বস্তু। আমাদের আজকের ব্যবস্থা সুন্দর, খাদ্য সামগ্রী সুন্দরতর এবং আতিথেয়তা সুন্দরতম। মিঃ তুমুনের সমস্ত জিনিষটাই অতিশয় আন্তরিকতাপূর্ণ।

১৫ মার্চ্চ, '৪৫

৮ টার সময় প্রাতরাশ শেষ ক'রে সাড়ে ৮ টায় টেল্ এল্ আমার্ণা যেতে হ'বে। সৌরদেবতা আবিষ্কারক, সৌরপূজার প্রবর্ত্তক সম্রাট আখেটাটনের প্রতিষ্ঠিত নগর পরিদর্শন ক'রব। সূর্য্য, মানুষ, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ, লতা, নদী, পর্ব্বত সমস্ত জগতের প্রাণ। সূর্য্যোদয়ে জগতের জাগরণ, সূর্য্যাস্তে জগৎ নিদ্রামগ্ন—সুতরাং কৃতজ্ঞ মানব সূর্য্যদেবতার উপাসনা ক'রবে। কিন্তু প্রাচীন আমন দেবতার ভক্ত পুরোহিত এ পরিবর্ত্তন স্বচ্ছন্দমনে গ্রহণ করেন নি। সুতরাং সম্রাট আখেটাটন আমনের প্রভাবের বহুদূরে, নীলনদের একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর উপকণ্ঠে, আরব পর্ব্বতমালার অদূরে তাঁর নূতন রাজধানী স্থাপনের প্রয়াস করেন। এই বালুকাময় মরুপ্রান্তর অতিক্রম ক'রলেই সিনাই মরুদেশ, তারপর লোহিত সাগর। তিন বৎসরের মধ্যেই এই নগর পরিকল্পিত, নির্ম্মিত এবং ভূষিত হ'য়েছিল। ইতিহাস বিখ্যাত টেল্ এল্ আমার্ণা পরিদর্শন ক'রব—মনে খুব আনন্দ!

আমাদের সঙ্গে র'য়েছেন গ্রামের বেদুইন মাতব্বর (উম্‌দা)। আমরা ৯টার সময় মোটরে ক'রে নীলের পার্শ্বে উপস্থিত হ'লাম। পথে গ্রামবাসিগণ কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে লক্ষ্য ক'র্‌ছিল, কারণ মরুপ্রান্তরের সমীপবর্ত্তী এই গভীর গ্রামদেশে সাধারণতঃ কোন দর্শকের সমাবেশ বিরল। সুতরাং আমরা সকলেই তাদের কৌতূহলের বস্তু। নীলের খেয়াঘাটে একটি বাজার বসেছে। গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ বাজারে এসেছে। পরিধানে প্রায়ই ছিন্ন-বস্ত্র, গাত্রবর্ণও পরিষ্কার নয়। পুস্তকে প্রাচীন মিশরীয়দের যে বিবরণ পড়েছি, অনেকটা তারই অনুরূপ। বাজারের পাশে দেখলাম, দুগ্ধমন্থনের অদ্ভুত গ্রাম্য-ব্যবস্থা—একটি সম্পূর্ণ ছাগচর্ম্ম থলের আকারে তৈরী ক'রে তার ভিতরে দুগ্ধ পূর্ণ ক'রে ঝাঁকান হ'চ্ছে। থলেটি একটি গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা, অন্য পার্শ্বের দড়িটি হাতে নিয়ে একজন অনবরত নাড়ছে। এই শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া দ্বারা প্রায় ৩ ঘণ্টা পরে মাখন তৈরী হয়। এই প্রকার চিত্র সাকারা

সমাধিক্ষেত্রে দেখেছিলাম। প্রায় ১০ টার সময় নীল অতিক্রম ক'রে আমরা গাধায় চ'ড়ে পাহাড়ের উপত্যকার দিকে চলেছি। মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনবসতি, প্রত্যেক বসতিরই প্রান্তদেশে কবরস্থান, এবং প্রত্যেকটি কবরের উপরেই মৃত্তিকা নির্ম্মিত পিরামিড আকারে ত্রিকোণ স্তূপ। অতীত যুগের সংস্কারের একটু আভাষ পাওয়া যাচ্ছিল। প্রায় দেড় ঘণ্টা মরুভূমির পথ অতিক্রম ক'রে আমরা টেল্ এল্ আমার্ণার পশ্চিম প্রান্তে সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হ'লাম। প্রাচীন মিশরে মনুষ্যাবাস রচিত হ'ত নগরের পূর্ব্ব দিকে, আর মৃতের সমাধি হ'ত নগরের পশ্চিম সীমান্তে, কারণ পূর্ব্ব দিকে সূর্য্যোদয় এবং পশ্চিম প্রান্তে সূর্য্যাস্ত।

আমরা প্রায় ত্রিশটি সমাধি অতিক্রম করলাম। তার ভিতরে সবগুলি উল্লেখযোগ্য নয়। ২৫ নং সমাধি একটি চূণপাথরের পাহাড় কেটে তৈরী করা হয়েছে। প্রাচীরের দ্বারপথেই আখেটাটন্ এবং তাঁর স্ত্রী নিফ্রিটিটির চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। তাঁদের পশ্চাতে তিনটি পুত্র করযোড়ে উপাসনারত। উপর দিক থেকে সূর্যরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে এই সম্রাট পরিবারকে উদ্ভাসিত করছিল। দক্ষিণ পার্শ্বে প্রাচীর গাত্রে প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় লিখিত এই সমাধির পরিপূর্ণ বিবরণ। আমরা সমাধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেখলাম, সমস্ত সমাধিক্ষেত্র আঠারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই স্তম্ভগুলি চূণের পাহাড় কেটে নির্ম্মাণ করা হয়েছে—প্রত্যেক শ্রেণীতে ছয়টি করে স্তম্ভ, দেখতে অনেকটা ভারতীয় স্তম্ভেরই মতন, কিন্তু খুব উচ্চ নয়। প্রত্যেকটি শ্রেণীর অভ্যন্তরে সূর্য্যোপাসনার বিভিন্ন রীতি উৎকীর্ণ ছিল।

২৩নং সমাধিতে আখেটাটনের স্ত্রীর চিত্র অঙ্কিত ছিল। তিনিও তাঁর স্বামীর অর্চ্চনা-ধারা অনুসরণ করেছিলেন—তারই সম[illegible] চিত্র প্রাচীরে অঙ্কিত রয়েছে। এই প্রাচীরেই সু-বিচ্ছুরিত সূর্য্যরশ্মি অভ্যন্তরস্থ মৃতদেহকে আলোকিত করে তুলেছিল।

৪নং সমাধিতে আখেটাটন এবং নিফ্রিটিটির যুগলমূর্ত্তি সূর্য্যচক্রের অভ্যন্তরে চিত্রিত ছিল। প্রাচীরের অপর পার্শ্বে নীলের উপর নৌকারোহী মিশরবাসী দিক্‌চক্রবালের দিকে চলেছে। প্রাচীর চিত্রের রঙ্‌গুলি এখনও বেশ উজ্জ্বল এবং বিচিত্র। এই বর্ণসমাবেশের মধ্যে নীল রঙেরই আধিক্য।

৩নং মাহু সমাধি—এই সমাধিটি এই অঞ্চলে বিশেষ বিখ্যাত। আবিসিনিয়ার একজন রাজা পরাজিত এবং নিহত হয়েছেন। তিনি পরলোকে সূর্য্যের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করছেন। আখেটাটন্ তাঁর আত্মার

মুক্তিদানের জন্য দাঁড়িয়েছেন। প্রাচীরগাত্রে একটি চিত্রে সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞী রথারোহণ করে নগর থেকে বহির্গত হচ্ছেন। আর একটি চিত্রে তাঁরা নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করছেন। উপরে সূর্য্যদেব তাঁর আশীর্ব্বাদরূপে জ্যোতি ছড়িয়ে দিয়েছেন—কি প্রাণবন্ত ছবি! প্রায় ৩৫০০ বৎসরের ব্যবধানেও এই মূর্ত্তিগুলি ম্লান হয়ে যায় নি। অভ্যন্তরস্থ প্রকোষ্ঠে দেখলাম, বিভিন্ন শ্রেণীর উপাসক বিভিন্ন পন্থায় সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করছেন এবং এই অর্চ্চনার বিধি-ব্যবস্থা অত্যন্ত নিপুণহস্তে অঙ্কিত করা হয়েছে। একটি চিত্রে দেখলাম—সুদানের একজন রাজা শৃঙ্খলাবদ্ধ, সম্রাট আখেটাটন তাঁকে সূর্য্যোপাসনায় প্রবর্ত্তিত ক'রছেন। এই চিত্রদ্বারা পরোক্ষে মিশরের বহির্দেশে সূর্য্যোপাসনা প্রচারের কাহিনী বিবৃত র'য়েছে। তারপর শুনলাম, সমস্ত সমাধি ন্যূনাধিক একই পরিকল্পনায় রচিত। সুতরাং আমরা আখেটাটনের বাসস্থান টেল্ এল্ আমার্ণার দিকে এগিয়ে চল্লাম।

প্রায় দেড় মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিম দিকে সম্রাটের প্রাসাদ। পথে আমরা **তুহুন** নামক একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ দে'খলাম। এই শহরে টেল্ এল্ আমার্ণার শ্রমিকগণ বাস ক'রত। শহরটির বাসগৃহগুলি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিকল্পিত- প্রত্যেকটি গৃহে তিনটি কক্ষ, তাহা ছাড়া একটি স্নানাগার, রন্ধনশালা ও অঙ্গন—প্রত্যেক গৃহই সমচতুষ্কোণ। পথগুলি সরল এবং সমকোণে পরস্পরকে অতিক্রম ক'রে গেছে। টেল্ এল্ আমার্ণা শহরে রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দেয়। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দে'খলাম, মৃত্তিকা এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রাচীরের একটি অংশ দাঁড়িয়ে আছে। কাষ্ঠখণ্ড জীর্ণ হ'য়ে প্রায় মৃত্তিকার আকার পেয়েছে। হাতে নিয়ে দেখলাম, কাষ্ঠত্বের অতি অল্পই অবশিষ্ট রয়েছে। মৃত্তিকানির্ম্মিত ইষ্টকখণ্ড ২০″ × ২০″ × ১২″ ইঞ্চি এবং সেগুলি পোড়ান হয় নি। দু'টি শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত স্তম্ভও দেখলাম; একটি স্নানাগার অনেকটা অক্ষত অবস্থায় দেখতে পেলাম। রক্ষিদের গৃহটি তার আকৃতি থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছিল। আখেটাটনের বিরুদ্ধে অধিকাংশ মিশরবাসী আমন দেবতার পুরোহিতের প্ররোচনায় বিপ্লব সৃষ্টি ক'রেছিল। ভাবপ্রবণ সম্রাট প্রজাদের বিদ্রোহে বিরক্ত হ'য়ে সস্ত্রীক দেশত্যাগ ক'রে চলে যান। তাঁর পরে তাঁর জামাতা টুটেনখামন পুনরায় আমন দেবতার পূজার প্রতিষ্ঠা করেন, সমস্ত নগর পরিত্যাগ ক'রে মিশরবাসী লক্সরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। টেল্ এল্ আমার্ণার ইতিহাস এইখানেই শেষ।

আমরা দ্বিপ্রহরের ভোজনের জন্য গ্রামের বেদুইন উম্‌দা কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে গালিচা বিস্তৃত রয়েছে, একটি বিশাল পাত্র সুরুয়া পরিপূর্ণ, অনেকগুলি খুব্‌জ রুটি এবং সেলাড, টমেটো, পিঁয়াজ ও ফল। আমরা পাঁচ জন অতিথি আর গ্রামের দুই জন বেদুইন সর্দ্দার (উম্‌দা) উপস্থিত। বেদুইন প্রথা অনুসারে আমরা একসঙ্গে বসে ভোজনারম্ভের পূর্ব্বে নতজানু হয়ে বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়ে নিলাম। প্রত্যেকে এক একখানি খুব্‌জ রুটি নিলাম। জামার আস্তরণ গুটিয়ে নিয়ে সুরুয়াপূর্ণ পাত্রে হাত ডুবিয়ে দিয়ে এক এক খণ্ড মাংস তুলে নিলাম; সুরুয়া দিয়ে রুটি ভিজিয়ে মাংসখণ্ড দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিলাম। প্রত্যেকেই খণ্ডিতাবশেষ মাংস আবার সুরুয়াপূর্ণ পাত্রে ছেড়ে দিল। আমি একটু আশ্চর্য্য হ'লাম, কারণ ব্যক্তিবিশেষের ভুক্তাবশিষ্ট মাংসখণ্ডের সঠিক সন্ধান পাওয়া যাবে না। প্রত্যেকে আবার হাত ডুবিয়ে মাংসখণ্ড তুলে নিল, কিন্তু তার নিজের ভুক্তাবশেষই যে পেয়েছে তার কোন সম্ভাবনাই দেখিনি। আমি মিঃ সালেহ্‌উদ্দিনের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি আমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারলেন। তিনি বল্লেন, অধ্যাপক চৌধুরী অসুস্থ, সুতরাং তিনি শুধু ফলই খাবেন। অবশ্য বেদুইনের নিমন্ত্রণে আসন ত্যাগ ক'রে উঠে যাওয়া গুরুতর সামাজিক অপরাধ এবং বেদুইন রীতিবিরুদ্ধ, বিশেষতঃ বেদুইন সর্দ্দার যদি জানতে পারেন যে তাঁর অতিথি অ-মুসলমান তবে এক অশোভন পরিস্থিতি হ'বে। বেদুইন সর্দ্দার আমার অসুস্থতা জেনে খুব অপ্রস্তুত হ'লেন; তৎক্ষণাৎ আরও ফলের ব্যবস্থা ক'রলেন, এবং তাঁর অসুস্থ অতিথির সুবিধার জন্য সর্ব্বক্ষণ সযত্ন দৃষ্টি রেখেছিলেন। বেদুইন সর্দ্দার তাঁর অতিথির প্রতি খুব আন্তরিক সহৃদয়তা দেখিয়েছেন। আমরা প্রায় ৩ টার সময় ভোজন পর্ব্ব শেষ ক'রে গ্রামের বেদুইন সর্দ্দারদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আবার দায়রুথের পথে চল্লাম।

তখন মরুভূমি অত্যন্ত উত্তপ্ত, বালুকারাশি সূর্য্যের আলোকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত চারিদিকে ছ'ড়িয়ে প'ড়ছিল। মনে হ'চ্ছিল যেন আখেটানাটনের সমাধির পার্শ্বে সূর্য্যদেবতার আশীর্ব্বাদ। একটু এগিয়ে গিয়ে আমি দেখলাম—একটি বিরাট সমুদ্র, জল অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং সেই উজ্জ্বল জলে তরঙ্গরাশি চারিদিকে বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে। আমি মিঃ তুস্থন বে-কে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, এখানে নদী কোথা হ'তে এল? তিনি উত্তর দিলেন, এটি মরুনদী—মৃগতৃষ্ণিকা। আমি মরুভূমির এই রূপ আর কখনও দেখিনি। আরবের ঘনকৃষ্ণবর্ণ বালুকারাশি

দেখেছি, প্যালেষ্টাইনে তুষারাচ্ছন্ন মরুভূমি দেখেছি ; কিন্তু এই সূর্য্যকরতপ্ত দগ্ধ মরু বালুকা অপরূপ !—এর তুলনা নেই। ইহা বালি নয় জল নয়,—সূর্য্যরশ্মি নয় ; অথচ বালি এবং রশ্মির সমাবেশে জলের সৃষ্টি। মৃগতৃষ্ণিকা না বলে দিলে কে বুঝতে পারবে যে এটা সমুদ্র নয়! আজ প্রকৃতির এই ভীষণ অপরূপ লীলা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। বা আল্ বেকে মেঘের তরঙ্গে সূর্য্যালোকের খেলা দেখেছি, ইন্দ্রধনু রচনা দেখেছি, আজকে আবার মরুভূমিতে সূর্য্যালোকের খেলা দেখলাম—ভয়ঙ্করেরও যে একটা সৌন্দর্য আছে, মৃগতৃষিকাই তার পরিচয় দেয়।

আমরা ৪ টার সময় নীল অতিক্রম ক'রে মোটরের পাশে এলাম। গ্রামের বহু বালক বালিকা এসেছে। প্রায়ই জীর্ণবস্ত্রপরিহিত, রুগ্নদেহ, চক্ষু-রোগগ্রস্ত—বহুকাল অস্নাত। নীলের অববাহিকায় দেখলাম, একজন যুবক এবং একটি মহিষ পাশাপাশি উপুড় হ'য়ে নীলের অপরিষ্কার জল পান ক'র্‌ছে। জলের কি অভাব!

সন্ধ্যায় আমরা অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসে টেল্ এল্ আমার্ণার বিষয় আলোচনা ক'রছি, অধ্যাপক হাসান ফতেহ্ এবং রামেশিস এক বোতল হুইস্কি শেষ ক'রলেন। তাঁদের খুব ইচ্ছা ছিল যে আমিও তাঁদের সঙ্গে যোগদান করি। তুম্বুন্ বে বল্লেন, অতিথির সম্মান রাখা আপনার কর্ত্তব্য। আমি বল্লাম, আমার মাতার নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা আরও কর্ত্তব্য। মায়ের নাম শুনে তাঁরা আর আমাকে অনুরোধ করেন নি। মা সকল দেশেই সমান পূজনীয়া।

ডাঃ হেকেল এবং আমি একপাশে ব'সে অগ্নিকুণ্ডে ভুট্টার খোসা নিক্ষেপ কর্‌ছিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে অগ্নির বিভিন্ন রূপ বিশ্লেষণ ক'র্‌ছিলাম। ডাঃ হেকেল পাঁচ বৎসর ফরাসী দেশে ছিলেন। তিনি নরওয়ে, সুইডেন, ডেন্‌মার্ক, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, স্পেন, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, ইতালি, গ্রীস এবং তুরস্ক ভ্রমণ ক'রেছেন। ইনি মিষ্টভাষী, সদালাপী, অনুসন্ধিৎসু ভদ্রলোক। তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, আপনি কোন্ দেশ বেশী ভালবাসেন? তিনি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, আপনি মানুষের কথা না ভৌগোলিক সম্পদের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন? আমি উত্তর দিলাম—মানুষ এবং ভৌগোলিক সম্পদের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। কারণ, মানুষের প্রকৃতি এবং চরিত্র দেশের ভূমি, জলবায়ু, বৃক্ষলতাই সৃষ্টি করে। এবার ডাঃ হেকেল উত্তর দিলেন, এটা আংশিক সত্য ; কেননা

একজন শিল্পী কিংবা স্থপতিবিদ্ এই দু'টিকে বিচ্ছিন্ন ক'র্‌তে পারেন। উদাহরণস্বরূপ স্কাণ্ডিনাভিয়ার কথাই ধরা যাক্—এই দেশটি অপূর্ব্ব, এখানকার অধিবাসীরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পর্ব্বতমালা অত্যন্ত সবুজ এবং সজীব। এখানকার মানুষ অতি ধীরে কথা বলে, মনে হয় যেন সমস্ত দেশটাই ঘুমন্ত। মানব-বসতিও বিরল। কিন্তু আপনি পর্ত্তুগালে গেলে দেখবেন, প্রকৃতি সেখানে জীবন্ত, কিন্তু অধিবাসীরা সর্ব্বদাই ব্যস্ত, তারা শুধু কথা কয় না, চীৎকার করে। জার্ম্মাণরা বেশ কর্কশ এবং গর্ব্বিত। আমি দশ মাস কাল বার্লিনে ছিলাম—সেখানে আমি প্রায় প্রত্যেক দিন নির্জ্জনতার লোভে পাঠের সময় বার্লিনের উপকণ্ঠে একটি সমাধিতে গিয়ে পড়াশুনা ক'রেছি। মানুষের চির-নিদ্রার স্থানটি আমার অতিশয় প্রিয়, এবং জার্ম্মাণগণ তাদের সমাধিক্ষেত্রগুলিকে প্রায় উপাসনার বেদীরূপে রচনা ক'রেছে। সেখানে জলের উৎস, ফুলের বাগান, লতাগুল্ম, উপবন, বসবার আসনের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনি সেখানে নিদ্রিত মৃত মানবের সঙ্গে সমাধির নির্জ্জনতা উপভোগ ক'র্‌তে পারেন। আমি স্পেনে তিন মাস ছিলাম। এ দেশটি পাহাড় ও ফুল দিয়ে ঢাকা, এদেশের মানুষ ফুল ভালবাসে, রঙ্ ভালবাসে, এরা খুব আনন্দপ্রিয়। কিন্তু ফরাসী জাতির মত এরা চীৎকার করে না, স্থানে অ-স্থানে উল্লাস প্রকাশ করে না। আমি প্যারিস থেকে অনেক সময় পালিয়ে যেতাম—ফরাসী দেশের ভয়ে নয়, ফরাসী জাতির ভয়ে। ফ্রান্সের লোকেরা কাজে অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মায়, সেখানে আপনি কয়েকদিন বেশ কাটাতে পারেন, কিন্তু চিরকাল বাস ক্'র্‌তে পার্‌বেন না। যদি কোন লাইব্রেরী কিংবা চিত্রশালায় প্রবেশ করেন, তবে নিরাপদ ; কিন্তু পথে বেরুলে কিংবা কাফে অথবা থিয়েটারে ঢুকলে আপনি হারিয়ে যাবেন। ইতালিতে আপনি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ কিংবা স্থপতি অথবা প্রত্নতত্ত্বের সামগ্রী দেখে আনন্দ পাবেন এবং সেখানকার প্রকৃতিও বেশ সজীব। ইতালিয়ানরা মিশরের মানুষের মত। কিন্তু তারাও উচ্ছৃঙ্খল এবং বিদেশীয়দের ফরাসী জনসাধারণের মত প্রতারণা কর্‌বার চেষ্টা করে। অষ্ট্রীয়াতে তাইরল পর্ব্বতমালা আপনাকে সর্ব্বদাই অভিনন্দন করে। পথ আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করে। অষ্ট্রীয়ান জাতি খুব অতিথিবৎসল এবং ভদ্র। আমি সত্যিকার ইউরোপের প্রাণের সন্ধান পেয়েছিলাম অষ্ট্রীয়া দেশে। ১৯৩৭ সালে তারা জিগীষু জার্ম্মাণজাতির পদবিক্ষেপের ভার অনুভব ক'র্‌ছিল, কিন্তু তারা চীৎকার করে নি, কারণ চীৎকার করা অষ্ট্রীয় মনের স্বভাববিরুদ্ধ। ইংলণ্ডে পৃথিবীর

প্রায় সকল দেশেরই অতীত ঐশ্বর্য্যসম্ভার সঞ্চিত রয়েছে—কোনটি বা ক্রীত, কোনটি বা উপহৃত, কোনটি বা অপহৃত। ইংরাজ জাতি বলে যে তারা প্রাচ্যের শিল্পসম্ভার সংগ্রহ ক'রে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা ক'রেছে। যদি তারা এই সব জিনিষ তাদের চিত্রশালায় কিংবা মিউজিয়মে সুরক্ষিত না রাখত, তবে এগুলি অবশ্যই নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেত। প্রাচ্য দেশের লোকেরা ইংলণ্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে ইংলণ্ডকে স্থপতি-অপহারক বলে অযথা নিন্দা করে। তারপর একটু রসিকতা ক'রে ডাঃ হেকল বল্লেন, অধ্যাপক চৌধুরী, ভারতবাসীরা নিশ্চয়ই ইংলণ্ডের নিকট খুবই কৃতজ্ঞ? ব'লেই তিনি হেসে উঠলেন, আমি কিন্তু গম্ভীর। তারপর তিনি আবার বল্লেন, আমি অবিবাহিত। আমার লাইব্রেরী কিংবা চিত্রশালার নিভৃত কোণটি আমার প্রিয়। আমি একজন স্থপতি বিশেষজ্ঞ। আমি মিশরের চারুশিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। আমি চারুশিল্প সৃষ্টি করি না, কিন্তু চারুশিল্পের উৎস সন্ধান করি। আমি পরিকল্পনা রচনা করি, নিপুণ শিল্পীর নিকট সৃষ্টি করার ভার অর্পণ করি। তারা আমার কল্পনাকে মূর্ত্তি দেয়। আমি মনে করি আমার স্ত্রী আমার শিল্প-সাধনায় বিঘ্ন জন্মাবে। আমি জানি, আপনারা ব'লবেন, আমি স্বার্থপর। কিন্তু এটা আমার প্রকৃতি। আমি বহু লোকের সঙ্গ পছন্দ করি না। মানুষের চীৎকার শু'নলে পালিয়ে যাই। দেখুন, এখানে কত লোক, আমি কিন্তু নিভৃতে আপনার সঙ্গে গল্প ক'রছি। আপনি একদিন কায়রোতে আমার লাইব্রেরীতে যাবেন। কিন্তু শিল্প-বিদ্যালয়ে নয়—সেখানে অনেক লোক। আমি ভ্রমণ ক'রতে ভালবাসি, যেমন আপনি ভালবাসেন। তবে আমি প্রশ্ন করি না। আমি অন্য লোকের ধারণা গ্রহণ করি না। আপনার এক ধারা, আমার অন্য ধারা। আমি বুঝি, আপনার সময় কম, আপনার মিশরে স্থিতি আর সামান্য কয়েক মাস মাত্র। কাজেই আপনাকে মধু আহরণ ক'রে বেড়াতে হয়। আপনি মক্ষিকা। এই ব'লে তিনি নিজের রসিকতা নিজেই খুব উপভোগ ক'রলেন। তিনি নিজের কথা শু'নতে নিজেই খুব ভালবাসেন।

এবার আমাদের ডিনারের সময় হ'য়েছে। আমরা ডিনার খেয়ে বিশ্রামের জন্য গেলাম।

১৬ই মার্চ্চ, '৫৫

আজকে লিবিয়ার প্রান্তদেশে প্রাচীন মিশরের গ্রীক সাম্রাজ্যের সীমান্তে একটি সমাধিক্ষেত্রে পরিদর্শন ক'রতে চলেছি। এই নগরটির নাম টুন্-এল্ গাবেল্। এখানে আইবিস পক্ষী এবং বানরের মামির সমাধি। প্রাচীন কালে মিশরীয় সভ্যতার শেষ যুগে তারা বিশ্বাস ক'রত যে, মানবের সমস্ত পাপপুণ্যের সংবাদ এই আইবিস পক্ষী রাখত; এবং পৃথিবীর শেষদিনে ভগবানের সম্মুখে সে পাপপুণ্যের সংবাদ বিবৃত ক'রবে। এই আইবিস পাখী মৃতের সঙ্গে কথোপকথন ক'রে তাদের জীবিত আত্মীয়-স্বজনের নিকট সংবাদ বহন ক'রে আনত, এবং জীবলোকের বার্ত্তা পরলোকে মৃত পূর্ব্বপুরুষের নিকট পৌঁছে দিত। প্রত্যেক পরিবারই এই পক্ষীকে অতি যত্নে পালন ক'রে অর্চ্চনা ক'রত। প্রতি গৃহে দু'টি পাখী একই সময় পালিত হ'ত। মৃত পক্ষীর দেহকে মামিতে পরিবর্ত্তিত ক'রে খুব সমারোহের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হ'ত। বানরকে শেষযুগে মিশরীয়রা বুদ্ধি-দেবতার প্রতীকরূপে পূজা ক'রেছিল। মৃত্যুর পরে বানরকে সমারোহের সঙ্গে মামি ক'রে পূজা করা হ'ত।

আইবিস পাখী এবং বানরের সমাধিক্ষেত্র এই টুন্-এল্ গাবেল্ নগরে। এই নগরটিব প্রথম পরিকল্পনা ক'রেছিলেন টুটেন্খামন। পরে আরবীয় গ্রীক-রোমক যুগে এই নগরটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। নীলনদের একটি প্রাচীন অববাহিকার পার্শ্বে আল্ আশ্‌মুনিন্ নগরে গ্রীক-রোমান রাজপ্রতিনিধি স-পুরোহিত বাস ক'রতেন। এই নগরে গ্রীক-রোমান বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রায় ৫০০ বৎসর পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য ও সম্ভ্রম নিয়ে গ্রীক্ এবং রোমক জাতি মিশরে রাজত্ব ক'রেছিল। সে সময়ে আশ্‌মুনিন্ নগরকে কেন্দ্র ক'রে গ্রীকরোমান সভ্যতা, শিল্প ও ভাষা মিশরে প্রচারিত হ'য়েছিল। আল্ আশমুনিন্ রাজধানী; তার পশ্চিম প্রান্তে মরুভূমি অতিক্রম ক'রে লিবিয়া পর্ব্বতের সানুদেশে সমাধিক্ষেত্রে টুন্-এল্ গাবেল প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। এই স্থানটি লোকালয়ের বহুদূরে মরুভূমির উপত্যকাদেশে এবং গ্রীক রোমান সাম্রাজ্যের একটি সীমান্ত কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হ'ত। প্রতি বৎসর একবার ক'রে মৃত আত্মার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করবার জন্য আত্মীয় সমাগম হ'ত। সঙ্গে সঙ্গে আইবিস পক্ষী ও বানরের মামির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হ'ত। এই টুন্-এল্ গাবেল সমাধিক্ষেত্র পনের বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হ'য়েছে। সুতরাং মিশরের সাধারণ ইতিহাসে ইহার বিশেষ উল্লেখ নেই। আল্ আশ্‌মুনিন্ এবং টুন্-এল্ গাবেলের বিস্তৃত

বিবরণ প্রকাশিত হ'লে মিশরের চিন্তাধারার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হ'বে।

আমরা আজকে মৃত ও জীবিতের বাসস্থান দে'খতে চ'লেছি। তিনটি মোটর, আমার সঙ্গে র'য়েছেন অধ্যাপক হাসান্ ফতেহ্, অধ্যাপক রামেশিস এবং মিঃ মুরাদ (প্রত্নতত্ত্ববিভাগের একজন কর্ম্মচারী)। আমরা প্রায় ১০ মিনিটের মধ্যে দায়রুথের সীমান্ত অতিক্রম ক'রে লিবিয়ার মরুদেশের পূর্ব্বপ্রান্তে উপস্থিত হ'য়েছি। প্রান্তদেশে নীল নদ, তারপর মরুভূমি, তারপর ধূসর প্রায় স্পষ্ট লিবিয়ার পাহাড়। পর্ব্বতমালার অপর প্রান্তে সাহারা—বহুদূর চ'লে গেছে—পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত। আমাদের পথ নীলের পাশে পাশে, আমাদের সঙ্গে চলেছে খেজুরের বন, মাঝে মাঝে সবুজ উপত্যকা, কোথাও কোথাও ফেলাহীন (কৃষকের) পর্ণকুটীর। এই কুটীরগুলি প্রায়ই মাটি দিয়ে তৈরী। ঘরের সামনে র'য়েছে মহিষ, গাধা, ছাগল, ভেড়া বা উট। ফেলাহীন দরিদ্র কৃষক তাদের মুরগী, ছাগল এবং ভেড়া ঘরের ভিতরেই বেঁধে রাখে, কারণ চুরি যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। এরা অত্যন্ত দরিদ্র, সারাদিন জমি চাষ করে কিংবা মাঠে গরু চরায়। অন্য কোন কাজ বিশেষ নেই। কুটীর-শিল্প মিশরে প্রগতিশীল নয়; এখানে স্বদেশী জিনিষ কিনবার জন্য কোন উৎসাহ নেই। মাঝে মাঝে দু'একটি উম্‌দার গৃহ দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আহ্‌লান্ ও সাহ্‌লান্ বলে অভিনন্দন জানাচ্ছিল। অপরিচিত অতিথির প্রতি এই সাদর সম্ভাষণ—ইসলামের সামাজিক রীতি এবং ইহা মনোরম। পথে অধ্যাপক রামেশিস্ ফেলাহীন কৃষকদের জীবন-যাত্রা এবং কর্ম্মধারা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন। তিনি ব'ল্লেন,—ফেলাহীন কৃষকের সমস্ত বৎসরব্যাপী কাজ করা উচিত নয়। বৎসরের কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ তাদের বিশ্রামের জন্য নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। তা হ'লে তারা কুটীরশিল্প কিংবা নৃত্যগীত প্রভৃতি চারুকলার অনুশীলন ক'রবে। প্রাচীন কালে ঋতুবিশেষে কর্ম্ম নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে মানুষকে প্রত্যেকদিন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। এটা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলিকে পূর্ণ প্রকাশিত হওয়ায় সুযোগ দেয় না।" আমি বল্লাম,—আমার মতে বর্ত্তমান কার্য্যধারাই ভাল। সপ্তাহে তারা ৬ দিন কাজ করে, ১ দিন বিশ্রাম করে কিংবা উৎসব বিশেষে কাজ বন্ধ রাখে। নিরবিচ্ছিন্ন কাজ কিংবা নিরবিচ্ছিন্ন বিশ্রাম উভয়ই স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। সবিরাম কাজ স্বাস্থ্য এবং মনের অনুকূল। অধ্যাপক হাসান ফতেহ্ ব'লে

উঠলেন, অধ্যাপক চৌধুরী নিয়মবদ্ধ কাজ ভালবাসেন। বিশ্রাম কিংবা কাজ, যাই হোক, মানুষের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। প্রকৃতি মানুষকে তার কর্ম্ম এবং বিশ্রাম মনোনয়ন ক'রতে সাহায্য করে। দেখুন না, নীলের জলপ্লাবন তাকে বৎসরে তিন মাস ক্ষেতের কাজে আবদ্ধ রাখে। এবং শস্য কর্ত্তনের সময় আবার সে ক্ষেত্রকর্ম্মে ফিরে আসে; আবার বিশ্রাম করে। প্রকৃতিই তার সকল ব্যবস্থা করে। কিন্তু ইদানীং মানুষ একটি যন্ত্র, ভোরবেলা বাঁশীর শব্দে বলে দেয়,—এসো; আবার বারটার সময় বলে দেয়,—থাম; আবার চলতে সুরু করে ১ ঘণ্টা পরে, আবার থামে সন্ধ্যায়। দিনের পর দিন চলেছে এই নিয়মবদ্ধ কর্ম্মতালিকা—এতে মানুষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোন অবকাশ নেই। মানুষের অন্তরাত্মা যন্ত্রের পেষণে নিয়মেয় আবর্ত্তনে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠে।

আমি ব'ল্লাম,—যন্ত্রের দু'টি রূপ আছে। একদিকে যন্ত্র মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে, অন্যদিকে বিধিবদ্ধ এবং সুব্যবস্থিত করে। পিরামিড নির্ম্মাণের দিন চলে গেছে। বর্ত্তমান যুগে চেষ্টা ক'র্লে একটি পিরামিড তৈরী করতে ৩০ বৎসর লাগবে না, ৩ বৎসরেই হবে। সুনিয়ন্ত্রিত পরিশ্রম, অর্থ ব্যয় এবং শ্রম ব্যয় লাঘব করে। হ'তে পারে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শ্রম নিয়ন্ত্রিত ক'র্লে অনেক লোক কর্ম্মচ্যুত হয়; কিন্তু বর্ত্তমান যুগে মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে, প্রকৃতি মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে না। সুতরাং প্রাচীন যুগের দোহাই দিয়ে প্রকৃতি মানুষকে পূর্ব্বের মত পরিচালিত ক'রবে, এ আশা করা বৃথা। যতই আদর্শবাদী হো'ন না কেন, আপনি প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় ফিরে যেতে পারেন না। জননী জঠর শিশুর পক্ষে যতই নিরাপদ হো'ক না কেন সে কখনও আর মাতৃগর্ভে ফিরে গিয়ে পুনরায় নিরাপদ আশ্রয় লাভ ক'রতে পারে না।

অধ্যাপক হাসান বল্লেন, আপনি তো অদ্ভুত মানুষ! ভারতবাসী হ'য়ে, গান্ধীর দেশবাসী হয়েও আপনি যন্ত্রশিল্পের সমর্থন করেন। আমি জোরের সহিত উত্তর দিলাম,—করি, যেমন জাপানীরা করে। আমার পরিকল্পনায় কুটীর-শিল্পের সঙ্গে যন্ত্রশিল্পের কোন প্রতিযোগিতা নেই। কুটীরশিল্প গৃহশিল্পই থাকবে, যন্ত্রও থাকবে। রাষ্ট্রশক্তি সংরক্ষণ ব্যবস্থা দ্বারা এই দু'টি শিল্পকেই রক্ষণ ক'রবে। অবশ্য পরাধীন দেশের কথা ভিন্ন।

আমরা নীলের একটি অববাহিকা অতিক্রম ক'রব। এখানে খেয়ার নৌকা কোন মানুষ দ্বারা পরিচালিত হয় না। একটি শৃঙ্খলের সঙ্গে ঘুরিয়ে দুই তীরে

দুইটি স্তম্ভের সঙ্গে নৌকাটি বাঁধা থাকে। মানুষ কিংবা জন্তু অথবা কোন মোটর তুলে দিয়ে শিকল টেনে দিলে আপনি ঘুরে অন্য তীরে গিয়ে নৌকাটি উপস্থিত হয়। তখন শিকলের কড়াটি স্তম্ভের একটি "হুকের" ভিতরে আটকে দিলেই নৌকা স্থির হ'য়ে থাকে। আমরা আর আধ ঘণ্টা চ'ললে লিবিয়ার মরুভূমির অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'র্‌ব। আজ আমার আগ্রহ এবং উৎসাহ অফুরন্ত। আমি মরুভূমির বিশালতা দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে যতদূর দৃষ্টি যায়,কেবল চলেছে বিরাট শূন্যতা। লিবিয়ার পাহাড়ের অস্পষ্ট ক্ষীণ প্রাচীর রেখা ভিন্ন আর কিছুই চক্ষে প্রতিভাত হয় না। নীচে দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম, কঠিন প্রায়-প্রস্তরীভূত বালুকারাশি,—স্থানে স্থানে বালুকার চিহ্নও নেই; কোথাও কোথাও নানাবর্ণের উপলখণ্ড। কে জানে কবে কোন্ শতাব্দীতে এক জলপ্লাবনের অবকাশে নীলনদ মরুভূমিকে এই উপলখণ্ড উপহার দিয়েছিল! আমরা প্রায় ৮ মাইল মরুপথ অতিক্রম ক'রে বালুকার রাজ্যে এসে উপস্থিত হ'য়েছি। মরুভূমির শীতল বায়ু আমার কাছে নূতন অভিজ্ঞতা! আমার সহযাত্রীরা কথা বলছিলেন, আমি নীরব। চতুষ্পার্শ্বের প্রকৃতিকে নিবিড় ক'রে উপভোগ ক'রছিলাম। আমি আমার ধ্যানমগ্ন দৃষ্টিকে কিছুতেই ব্যাহত ক'রতে প্রস্তুত ছিলাম না। শুধু মাত্র আমাদের বাহনের চক্রধ্বনি ভিন্ন মরুভূমির নীরবতা ভঙ্গ করবার মত আর সব জিনিষ আমাকে পীড়া দিত।

আমরা এসে মিশরের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একটি বিশ্রামাগারে উপস্থিত হ'য়েছি। এই বিশ্রামাগারটি একটি ক্ষুদ্র কুটীর—দু'টি শয়ন কক্ষ, একটি ভোজন কক্ষ, রন্ধনশালা, একটি বৈদ্যুতিক ডায়নামো। জল এবং আলোর ব্যবস্থা রয়েছে, টেলিফোন আছে; চারি পাশে ছোট বাগান—মরুভূমির মধ্যে এই সবুজ অংশটুকু খুব চমকপ্রদ। লাল ফুল, সবুজ লতা এবং একটি শিকামোর বৃক্ষ—মরুভূমির মধ্যে জীবনের প্রতীক। সেখানে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য মিঃ আসাদ নামে একজন মিশরীয় যুবক উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই অঞ্চলের ভূস্বামী। তিনি ১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ফৈজপুর কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন এবং গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রেছিলেন। তিনি আমাকে ভারতবাসী জেনে খুব আগ্রহের সঙ্গে নাগপুর, জয়পুর, দিল্লী এবং কলিকাতার কথা ব'ল্লেন। ইনি বেশ মার্জ্জিতরুচি, আমার নিকট এই মৃত নগরের বহু উপাখ্যান ব'লে গেলেন।

আমরা কফি পান ক'রে টুন্-এল্ গাবেলের সমাধি অভিমুখে চল্লাম। এই

সমাধির সম্মুখে একটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ রয়েছে, তার উপরে প্রস্তরের প্রস্ফুটিত পদ্ম। সেই পদ্মের অভ্যন্তরে মৃত আত্মার তৃপ্তির জন্য নানাপ্রকার ধূপ এবং সুগন্ধি দ্রব্য প্রজ্জ্বলিত করা হয়। প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে প্রাচীর গাত্রে অঙ্কিত রয়েছে নানাপ্রকার গ্রীক চিত্র। সমস্ত আবেষ্টনীকে প্রথম দৃষ্টিতেই জানিয়ে দিচ্ছিল যে এটা সম্পূর্ণ মিশরীয় নয়। প্রস্তরখণ্ডের চূণের রঙ এবং চতুষ্কোণ ইষ্টকখণ্ডগুলি গ্রীক। প্রাচীরের পূর্ব্ব পার্শ্বের চিত্রটিতে মিশরের তদানীন্তন নানাপ্রকার কুটীর শিল্প অঙ্কিত রয়েছে,—জাল বয়ন, বস্ত্র বয়ন, মৃৎশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, ধাতুদ্রাবন, ফলের রসনিষ্কাশন এবং যবরস নিষ্কাশন। কোথাও বা সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হ'চ্ছিল। সর্ব্বশেষ অংশে দেখলাম, একটি তাম্রশিল্পী শবাধার বিবিধ ধাতুবিভূষিত ক'রছে। এই প্রাচীরের বিপরীত দিকে ছিল কয়েকটি গাভী এবং বৃষ। চিত্রে একটি গাভী বৎস প্রসব ক'রছিল। সাকারা সমাধি প্রাচীরে অঙ্কিত চিত্রের অনুরূপ মিশরের সমাজের এবং কৃষক জীবনের নানাপ্রকার চিত্র অঙ্কিত ছিল। এগুলি সমস্তই সম্পূর্ণরূপে মিশরীয়।

প্রবেশ পথের উত্তর পার্শ্বে মিশরের কয়েকটি নারীর চিত্র অঙ্কিত ছিল, কিন্তু তাদের পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ মিশরীয় নয়। গ্রীক নারীদের মত আকণ্ঠ গাউন জানুদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান। কোথাও বা পরিচ্ছদের ভিতরে মিশরীয় এবং গ্রীক রীতির সংমিশ্রণ। মিশরীয়রা তখনও তাদের পোষাক সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন করেনি। প্রাচীর গাত্রে অঙ্কিত লিপি অর্দ্ধেক গ্রীক, অর্দ্ধেক হায়রোগ্লিফিক। সমাধিকক্ষটির মধ্যস্থলে শবাধার রক্ষিত ছিল; চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাচীরের মধ্যে শবের সমাধির প্রত্যেকটি নিয়ম এবং রীতিনীতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অঙ্কিত রয়েছে। কিন্তু মামী-করণের কোন ব্যবস্থাই দেখলাম না। চিত্রের উপরিভাগে দেখলাম, কয়েকজন নারী তাদের বক্ষঃস্থল আঘাত ক'রে মৃতের জন্য শোক এবং সম্মান প্রদর্শন ক'রছিল। একটি বানর দেবতা নীলনদের পুণ্যবারি সিঞ্চিত ক'রে মৃতের পরলোক যাত্রার পথ পবিত্র ক'রে দিচ্ছিল। আইবিস পাখী অত্যন্ত গম্ভীর মূর্ত্তিতে বিজ্ঞের মতন বসে ছিল। মধ্যস্থলে মৃতদেহটি একটি সুসজ্জিত নৌকার মধ্যে শায়িত। প্রাচীন মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যস্থলে একটি নদী রয়েছে। সে নদী অতিক্রম ক'রে পরলোকে যেতে হবে; সুতরাং নৌকার প্রয়োজন। পুরোহিতগণ সে নৌকার রজ্জু টেনে নিয়ে চলেছে। চিত্রের নিম্নাংশে মৃতের জীবদ্দশায় ব্যবহৃত দ্রব্যাদি উৎসর্গ করা হ'চ্ছে। চিত্রে আরও ছিল—আবিসিনিয়ার রাজা ফেরাযুনকে একটি হস্তী উপহার দিয়েছিলেন।

কয়েকটি ছাগল, ভেড়া, মহিষ এবং গরু বলির জন্য সংগহীত রয়েছে। অন্যদিকের প্রাচীরে অঙ্কিত ছিল মিশরের জীবনের প্রতীক্-চিহ্ন শিকামোর বৃক্ষ। শিকামোর বৃক্ষ বহুদূর শাখাপ্রসারী, ঘনপত্র সমন্বিত এবং অত্যন্ত গাঢ় সবুজ। এই বৃক্ষটিকে কেন্দ্র ক'রে বহু কবিতা এবং সাহিত্য রচিত হ'য়েছে। তারই পার্শ্বে র'য়েছে পাতালপুরীর দেবতা শৃগাল—মিশরীয় ভাষায় আনুবিস। একটি মৃতদেহ—তাঁর স্ত্রীর কোলে শায়িত—পার্শ্বে আইবিস পাখী,—স্ত্রী করজোড়ে আইবিস পক্ষীদেবতার নিকট পরলোকগত স্বামীর কল্যাণ প্রার্থনা ক'র্‌ছেন। চিত্রটি অত্যন্ত জীবন্ত। হতভাগ্য স্ত্রীর মুখের প্রত্যেকটি রেখায় তাঁর অন্তরের আবেগ ফুটে উঠেছে। তার একটু উপরের চিত্রে মৃতদেহকে শিলাতল অতিক্রম ক'রে পরলোকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে। চিত্রগুলি অনেকটা সাকারা সমাধি মন্দিরের চিত্রের অনুরূপ। তবে টুন্-এল্-গাবেল নগরটি বৎসর পরে নির্ম্মিত হ'য়েছিল; সুতরাং তার ধ্বংসাবশেষ অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

এই সমাধিক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আমরা টুন্-এল্-গাবেল নগরের অন্যান্য সমাধি, পথ, গৃহবাটিকা দেখে চলেছি। সমাধিগুলি প্রায়ই কাঁচা ইটের তৈরী—পাথর কিংবা কোথাও পোড়া মাটি দিয়ে তৈরী ইটও ছিল; স্তম্ভগুলি পাথরের। পথগুলি অত্যন্ত সরু,—গলিগুলি সঙ্কীর্ণ হ'লেও সরল। প্রত্যেকটি সমাধির পার্শ্বেই ধূপ পোড়াবার ব্যবস্থানুযায়ী স্তম্ভ র'য়েছে।

আমরা ইসাডোরার সমাধিমন্দিরে প্রবেশ ক'রেছি। ইহা এই অঞ্চলের একটি সুবিখ্যাত সমাধিমন্দির। প্রাচীর গাত্রে গ্রীক ভাষায় ইসাডোরার মৃত্যুকাহিনী উৎকীর্ণ র'য়েছে। ইসাডোরা এবং তাঁর প্রেমিক প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় নদী অতিক্রম ক'রে পরস্পরের সান্নিধ্য লাভ ক'রত। একদিন ইসাডোরা নদীতে ডুবে গেল। সে আর অভিসারে আসে নি। তার প্রেমিক বিহ্বল হ'য়ে পথের সমস্ত খর্জ্জুরবৃক্ষকে ইসাডোরার সন্ধান জিজ্ঞাসা ক'র্‌ল, তোমরা আমার প্রিয়তমকে দেখেছ? কিন্তু উত্তর পেল না। আকাশ, বাতাস, বালুকা, নদী এবং নদীতীরের সমস্ত পদচিহ্নকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ল—প্রতিধ্বনি তার কথার উত্তর দিল। ইসাডোরা স্মরণে তার প্রেমিক একটি সমাধিমন্দির স্থাপন করে। কল্পিত ইসাডোরা সেই সমাধিতে শায়িত রয়েছে; প্রাচীরে একটি অর্দ্ধ-নিমিলিত শুক্তির আকারে শ্বেত-প্রস্তর ইসাডোরার শবাধারকে আচ্ছাদিত ক'রে রয়েছে। তার নিম্নে নদীর নীল জল প্রবাহিত হ'য়ে যাচ্ছে। শুক্তির অভ্যন্তরস্থ মুক্তার

জ্যোতিঃ ইসাডোরার অন্তরের জ্যোতিঃ। এই কাহিনীটি গ্রীক লৌকিক উপকথায় শুক্তিমুক্তার জন্মের ইতিহাস।

অদূরে রয়েছে অন্য একটি বিদ্যালয়গৃহ এবং পুস্তকালয়। সমাধি নগরের অভ্যন্তরে চিত্র বিদ্যালয় একটি অপ্রাসঙ্গিক পরিকল্পনা, কিন্তু এই বিদ্যালয়টি গ্রীকজাতির চিত্র এবং পুস্তক-প্রীতির আভাষ দেয়। প্রাচীর গাত্রে প্রাথমিক চিত্রাঙ্কন-শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক চিহ্নই বিদ্যমান। এবং তার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ ছিল। কৃত্রিম মোজেইক দ্বারা তৈরী গৃহতল খুবই সুন্দর। একটি ভূ-নিম্নস্থ সমাধিমন্দিরে জালের কাজ করা গবাক্ষ দেখলাম। বোধ হয় 'মাসরাবাইয়া' স্থপতি শিল্প আরবদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়নি। প্রাচীন মিশরেও তার চিহ্ন রয়েছে।

সর্ব্বশেষ সমাধিটি সুবিখ্যাত গ্রীক কথাকাহিনীর নায়ক ইডিপাসের কল্পিত সমাধি। ইডিপাস কম্‌প্লেক্স্‌ বর্ত্তমান যুগে মনস্তত্ত্ববিদ্‌ ফ্রয়েডের অনুগ্রহে সমস্ত জগতে ছড়িয়ে গেছে। ইডিপাস জনৈক গ্রীকরাজপুত্র। দৈববাণী প্রচারিত হ'ল, ইডিপাস তাঁর পিতাকে হত্যা ক'রবেন এবং মাতাকে বিবাহ ক'রবেন। এই দৈববাণী অত্যন্ত নিদারুণ এবং মর্ম্মান্তিক। শোকার্ত্ত রাজা এবং মহিষী পুত্রকে বহুদূরে নির্ব্বাসিত ক'রলেন এবং নগরের দ্বারদেশে ৪ জন নৃসিংহদেবী দ্বাররক্ষীরূপে নিযুক্ত ক'রলেন। তারা কোন অপরিচিতকে নগরে প্রবেশ ক'রতে দেবে না। যে কোন লোক দ্বারদেশে প্রবেশের জন্য উপস্থিত হ'লে একটি প্রহেলিকার উত্তর দিয়ে নগরে প্রবেশ ক'রতে হ'ত। প্রহেলিকাটি এইরূপ,—সে কোন্‌ জন্তু, যে বাল্যে চতুষ্পদ, যৌবনে দ্বিপদ এবং বার্দ্ধক্যে ত্রিপদ? প্রায় ২৫ বৎসর পরে একজন উন্নত দেহ, সুস্থ সুপুরুষ নগরের দ্বারদেশে উপস্থিত। নগররক্ষী দেবী প্রহেলিকার সমাধান চাইলেন সে সুপুরুষ উত্তর দিল—মানুষ, কারণ মানুষ শৈশবে চতুষ্পদ, যৌবনে দ্বিপদ, বার্দ্ধক্যে ত্রিপদ। যুবক রাজদ্বারে পরিচিত হ'লেন। ক্রমশঃ, রাজা ও রাণী এই যুবকটিকে রাজ প্রাসাদের অভ্যন্তরে স্থান দিলেন। ততদিনে রাজা ও রাণী দৈববাণী বিস্মৃত হ'য়েছেন। রাজমহিষী ঐ যুবকের সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য ও বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হ'য়ে ষড়যন্ত্র ক'রে তাঁহার দ্বারা রাজার হত্যা সাধন ক'রলেন; পরে তাঁর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হ'লেন।

মাতা ও পুত্র পরস্পরের পরিচয়, নিদারুণ মনস্তাপ!

এই কাহিনী গ্রীক কথাসাহিত্যে নানারূপে নানা অলঙ্কারে প্রচারিত হ'য়েছে। ইডিপাস আদেশ দিলেন যে, এই কাহিনী বলা এবং লেখা নিষিদ্ধ। কিন্তু এই

নিষেধ সত্ত্বেও সুদূর মিশরে এক মরুভূমির মধ্যে এই কাহিনীটি প্রাচীরগাত্রে চিত্রিত রয়েছে। এই চিত্রে ক্রমশঃ ইডিপাসের মাতা শিশুপুত্রকে আদর ক'রছেন, নগররক্ষীর দৈববাণী প্রচার ক'রছেন, নির্ব্বাসিত ইডিপাস নগরপ্রান্তে নৃসিংহদেবীর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, ইডিপাস তাঁর পিতাকে হত্যা ক'রছেন, মাতা এবং পুত্র বিবাহিত—এই সমস্ত চিত্রগুলি অঙ্কিত রয়েছে—অত্যন্ত জীবন্ত এবং মনে হ'চ্ছে যেন দর্শকের চক্ষুর সম্মুখে এই ঘটনাগুলি সংঘটিত হ'চ্ছে।

প্রাচীর গাত্রের চিত্রগুলিতে গ্রীসের উপকথা এবং মিশরীয় জাতীয় জীবনের সামাজিক চিত্র নানাভাবে নানা দিক থেকে অঙ্কিত রয়েছে। সমস্ত চিত্রগুলিতে জীবন, মৃত্যু ও পরলোক সম্বন্ধে বার্ত্তা। মৃতের আত্মীয়স্বজন এখানে এসে পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার বলি এবং উপহার দিত। প্রত্যেক সমাধির পার্শ্বেই আত্মীয়-স্বজনের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল। তার মধ্যে রন্ধনশালা, ভোজনপাত্র এবং শয়ন প্রকোষ্ঠ কোথাও কোথাও বিদ্যমান রয়েছে। পরলোকের সঙ্গে যুক্ত শৃগালদেবতা, আইবিস পক্ষী, ইশিস ও টথ দেবতা, পুরোহিত, শোকযাত্রী, পুণ্যবারি-কমণ্ডলু, বলি উদ্দেশ্যে নীত পশু অঙ্কিত রয়েছে। কতকগুলি শবাধার ভূ-নিম্নে কোথাও প্রাচীরগাত্রে সংযুক্ত, আর কোথাও বা ভূমির উপরে রক্ষিত। এই সমস্ত আচার বোধ হয় পারিবারিক নিয়ম ও রীতি অনুসারে ব্যবস্থিত ছিল। প্রত্যেক চিত্রেই প্রার্থনার আভাষ পাওয়া যায়। উৎকীর্ণ লিপিগুলি অনেক স্থানে হায়রোগ্লিফিকের পরিবর্ত্তে গ্রীক অক্ষর। প্রাচীর চিত্রের বর্ণগুলি এখনও বেশ সজীব। আমরা হাত দিয়ে ঘসে দেখলাম, কোথাও রঙ্ উঠে নি। এই রঙ্গুলি সাধারণতঃ লাল, নীল এবং পিঙ্গল।

এবার আমরা আইবিস পক্ষীর সমাধিক্ষেত্র দেখতে চলেছি। পথে একটি বিরাট কূপ রয়েছে—মরুভূমির মধ্যে কূপ খনন কি ভীষণ শ্রমসাধ্য কাজ! কূপ হ'তে একটি চক্র দ্বারা জল উত্তোলিত হয় এবং জল ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪০ মিটার নীচে। এই কূপের চতুষ্পার্শ প্রস্তর দিয়ে বাঁধান। আমরা ভূ-নিম্নে এই কূপের জল স্পর্শ ক'রতে নেমে গেলাম। ৪৮টি সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে জলস্পর্শ করতে পেরেছিলাম। এই কূপের ব্যাস ৬ মিটার। কূপটি সাধারণতঃ বানর এবং পক্ষীর মৃতদেহ প্রক্ষালনের জন্য ব্যবহৃত হ'ত। জল অত্যন্ত শীতল, সুস্বাদু এবং পবিত্র ব'লে বিবেচিত। কূপের পার্শ্বে কয়েকটি শিকামোর বৃক্ষ ছিল, সেখানে পক্ষী এবং বানর প্রতিপালিত হ'ত। কূপের অপর পার্শ্বে একটি

প্রস্তর নির্মিত যূপকাষ্ঠ রয়েছে—বোধ হয়, বলির পশুর সংখ্যাধিক্য বশতঃই প্রস্তর নির্মিত যূপকাষ্ঠের প্রয়োজন হ'য়েছিল।

জলকূপ থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে পূর্ব্বদিকে পাখী এবং বানরের মামি সমাধিস্থ রয়েছে। এই পবিত্র পক্ষী এবং বানর দেবতা জ্ঞানে পূজিত হ'য়েছিল। বৎসরের একটি বিশেষ দিনে এই অঞ্চলে বহু মিশরবাসী এখানে এসে মৃত পক্ষী এবং বানরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান ক'রত। সমাধিক্ষেত্রটি চূণের পাহাড় কেটে মরুভূমির নীচে নির্ম্মাণ করা হ'য়েছিল। প্রায় ৫০ একর পরিমিত জমি এই সমাধিক্ষেত্রের অভ্যন্তরে রয়েছে। সমাধির দ্বারপার্শে একটি ছোট প্রকোষ্ঠ, কয়েকটি অর্দ্ধসম্পন্ন মামি এবং মামী-করণের উপযোগী কিছু রাসায়নিক দ্রব্য সে স্থানে সঞ্চিত ছিল। ৪টি সম্পূর্ণ মামি বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় এককোণে সংগৃহীত ছিল। বোধ হয় এই প্রকোষ্ঠে সমাধিক্ষেত্রের প্রাথমিক অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন হ'ত এবং এই প্রক্রিয়া বহুদিন ধরে চলেছিল। হয়'ত কোন এক দিন কোন দৈব দুর্ঘটনায় কিংবা রাজ আদেশে সে অনুষ্ঠান বন্ধ হ'য়ে গেল। কাজেই অর্দ্ধ-সমাপ্ত মামি, আংশিক ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং কয়েকটি অপ্রোথিত অথচ সম্পূর্ণ মামি এই প্রকোষ্ঠে সংগৃহীত ছিল।

আমরা সমাধির অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রলাম। এপিস বৃষের সমাধি সাকারায় দেখেছিলাম। সুতরাং জন্তু-সমাধিক্ষেত্রে সঙ্গে পরিচয় ছিল, কিন্তু টুন্-এল্ গাবেলের সমাধিটি সাকরা থেকে পৃথক। এপিস বৃষ স্বয়ং দেবতা, কিন্তু আইবিস পক্ষী এবং বানর দেবতা নয়, দেবদূত—দৈব শক্তিসম্পন্ন। আইবিস পক্ষী আকারে ভারতীয় ধনুসপাখীর মত এবং এই বানরগুলি ভারতীয় কৃষ্ণবর্ণ হনুমানেরই অনুরূপ। সমাধির দক্ষিণ-দিকে চূণের পাহাড় কেটে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ গর্ত্ত তৈরী করা হ'য়েছে; তার ভিতরে কোথাও মাটির পাত্রের, কোথাও বা কাষ্ঠসিন্ধুকে, কোথাও বা প্রস্তর নির্ম্মিত শবাধারে এই মামিগুলি সংরক্ষিত হ'য়েছিল। কোথাও বা পক্ষী এবং বানর বিভিন্ন পাত্রে সংরক্ষিত, কোথাও বা কয়েকটি এক পাত্রে রক্ষিত। বোধ হয়, গৃহকর্ত্তার অবস্থানুসারে তাদের পালিত পশু-পক্ষীর সমাধি-ব্যবস্থাও বিভিন্নরূপ ছিল। অবস্থা বিশেষে প্রস্তর, কাষ্ঠ কিংবা মৃত্তিকা শবাধার রূপে ব্যবহৃত হ'য়েছিল। হয়'ত বা এই সমাধি ক্ষেত্রের অংশবিশেষ ব্যক্তি অথবা পরিবার অথবা গ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল—কোথাও আমরা দেখলাম, ৫০, ৬০ কি ১০০টি পর্য্যন্ত পক্ষী একই সঙ্গে সমাধিস্থ। বৎসরের মধ্যে একটি বিশেষ দিনে, বোধ হয় শরৎকালে, ধনী

নির্ধন নির্ব্বিশেষে পুরোহিত পরিচালিত হ'য়ে মিশরবাসী মামির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং বলি প্রদান ক'রতে আসত। কয়েক জায়গায় প্রদত্ত উপহার সংগৃহীত দেখলাম। সমাধিক্ষেত্রের বামপার্শ্বে কয়েকটি মেষ ও মহিষের কঙ্কাল দেখলাম, এই জীবগুলিও মামীকৃত হয়েছিল। মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীর আটটি দিক্ আটটি দেবতা কর্ত্তৃক রক্ষিত। এই আটটি দেবতা অষ্টদিক্পাল। এই সমস্ত পশু এবং পক্ষী অষ্টদিক্পালের বাহন কিংবা প্রতীক্। আমরা কয়েকটি পক্ষী এবং বানরের মামি হাতে নিয়ে দেখলাম। সমস্তগুলিই প্রায় জীর্ণ হ'য়ে "ফসিল" হ'য়ে গিয়েছিল। বস্ত্রখণ্ড অতি মসৃণ, সূক্ষ্ম এবং হাত দিতেই খসে যাচ্ছিল, অথচ দূর থেকে বেশ পরিষ্কার ও সুন্দর দেখাচ্ছিল; বস্ত্র-বন্ধন কৌশলও ভারী চমৎকার।

এই পক্ষী এবং বানর প্রাচীন মিশরে কি অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল। মানুষের মনস্তত্ব যে কত বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হ'য়েছিল, তার প্রমাণ মিশর দেশে পাওয়া যায়। এই জাতি জীবনের সত্য, মৃত্যুর রূপ এবং পরলোকের তথ্য আবিষ্কার করবার জন্য কত বিভিন্ন প্রকারের গবেষণা ক'রেছিল—তার ইয়ত্তা নেই। তারা প্রকৃতির উপাসনা ক'রেছে, প্রকৃতির প্রতীকের প্রতি দেবত্ব আরোপ ক'রেছে, তারা আত্মা আবিষ্কার ক'রেছে, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস ক'রেছে। স্বর্গ মর্ত্ত্যকে একই সঙ্গে কল্পনা ক'রেছে। দৃশ্য এবং অদৃশ্য জগতের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপন ক'রেছে! প্রত্যেক যুগেই মানুষ ধারণা করে যে তাদের আবিষ্কৃত সত্যই একমাত্র সত্য, যেমন মিশরীয়গণ ধারণা ক'রেছিল। পরবর্ত্তী যুগে হিন্দু, চৈনিক, পারসীক, গ্রীক, রোমক, মুসলমান এবং ইউরোপীয়গণ এইরূপই ধারণা ক'রেছে। কিন্তু সত্য কোথায়?—আল্ আজ্‌হর, বা আল বেক, দামাস্কাস, জেরুজালেম, সাকারা, টেল্-এল্-আমার্ণা টুন্-এল্-গাবেল প্রত্যেকেই প্রচার ক'রে চলেছে একই বাণী। কিন্তু মানুষ একটি বিন্দুকে কেন্দ্র ক'রে কেবলই চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমরা প্রায় ২টার সময় বিশ্রামাগারে ফিরে এলাম। লাঞ্চ প্রস্তুত ছিল এবং লাঞ্চের প্রয়োজনীয়তা ছিল খুব। অত্যন্ত আগ্রহে লাঞ্চ শেষ ক'রে বিশ্রাম না ক'রেই আল্ আশ্‌মুনিন্—জীবন্ত জীবের নগর—প্রাচীন গ্রীক ও রোমক রাজধানী দেখতে চল্লাম। ডাঃ হেকল এবং অধ্যাপক রামেশিস অন্য পথে কায়রোতে চলে গেলেন। আমি এবং হাসান ফতেহ্ একটি মোটরে ক'রে মরুভূমি অতিক্রম করছি। তখন প্রায় ৩টা বাজে; সূর্য্য অস্তগামী, দিনের

আলো ম্লান হ'য়ে আসছিল। মরুভূমিতে সূর্য্যাস্ত কি যে অপরূপ, তা কল্পনাতীত! আলোর ম্লানিমা প্রকৃতির আবেষ্টনীকে এমন সুন্দর ক'রে রূপায়িত ক'রতে আর কোথাও দেখা যায় না। মরুযাত্রী আলোর উজ্জ্বলতা এবং আলোর ম্লানিমা অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে অনুভব ক'রতে পারে। সমুদ্রে অন্ধকারের আগমন এমন স্পষ্ট ক'রে অনুভব করা যায় না, কারণ নীল জল আর নীল আকাশের আবেষ্টনীতে অন্ধকার নীলিমাময় হ'য়ে আসে। কিন্তু মরুভূমিতে যোজনের পর যোজন শ্বেত বালুকা—এখানে অন্ধকারের সমাগম বর্ণ-বৈপরীত্যে তীব্রভাবে অনুভূত হয়। মরুভূমিতে সূর্য্যাস্তের অন্ধকার প্রায় স্পর্শ করা যায়। হঠাৎ তুসন্ বের মোটর মরুভূমির বালুকাতে অচল হ'য়ে গেল। আমাদের মোটরটি একটু অপেক্ষাকৃত কঠিন স্থানে রেখে আমরা তুসন্ বের মোটরের অবস্থা দেখতে গেলাম। আমি মোটরের এঞ্জিন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। ড্রাইভার এবং অন্যান্য যাত্রীরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে মোটর তুলবার চেষ্টা ক'রছিল। আমি কিন্তু বালুকাস্তূপ থেকে বিচিত্র বর্ণের খণ্ড খণ্ড প্রস্তর কুড়িয়ে নিচ্ছিলাম। প্রায় ৩৫ মিনিট পরে ৪ জন যাত্রী কাঁধ দিয়ে ৪টি চাকা তুলল। মোটর চলতে আরম্ভ ক'রেছে। হাসান ফতেহ্ বল্লেন, অধ্যাপক চৌধুরী, আ নার ভাগ্য ভাল। আমরা যে কি বিপদে পড়েছিলাম, আপনার ধারণা নেই। মোটর ক্রমশঃ বালুকার নিম্নে ডুবে যাচ্ছিল। এই লিবিয়ার মরু বালুকার নিম্নে কত মোটরের সমাধি হ'য়েছে! লিবিয়ার মরুবাসী বেদুইন অত্যন্ত হিংস্র। আমরা যদি আজকে রাত্রির পূর্ব্বে মরুভূমি অতিক্রম ক'রতে না পারতাম, তবে বেদুইনরা এখানে আমাদের সমাধি রচনা ক'রত। আপনার সৌভাগ্য যে মোটর চলছে। আমি এতক্ষণ পরে বুঝলাম যে আমার সমস্ত সহযাত্রী কেন এত আগ্রহের সহিত মোটর উদ্ধারের জন্য চেষ্টা ক'রছিল, এবং আমাকে বাদ দিয়েই এই কাজটি ক'রছিল।

প্রায় ৫টার সময় খেজুর বনের পাশ দিয়ে আমরা আল্ আশ্-মুনিন্ নগরে প্রবেশ ক'র্লাম। দূর থেকে নগরের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল—দৈত্যের বাসস্থানের মতন বিরাট প্রাচীর বেষ্টিত নগর অধুনা ধ্বংসাবশেষ মাত্র। কয়েকটি সুবিশাল গ্রানাইট-নির্ম্মিত প্রস্তরস্তম্ভ অতীত ঐশ্বর্য্যের স্বাক্ষ্যরূপে দণ্ডায়মান। মিশরের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই রোমান "বেজিলিকা"-পুনঃ স্থাপিত ক'রে মিশরের অতীত সভ্যতার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করবার

প্রয়াস পাচ্ছে। আল্ আশ্ মুনিন্-এর অভ্যন্তরে ৩টি নগর প্রোথিত র'য়েছে—সর্ব্বপ্রথম টুটেনখামেন ইষ্টকদ্বারা এই নগর নির্ম্মাণ করেন; তারপর গ্রীকরা প্রস্তর দিয়ে নগরের কোন কোন অংশ নির্ম্মাণ করেন; সর্ব্বশেষে রোমক সম্রাটগণ স্তম্ভের উপরে এই নগরটি নির্ম্মাণ করেন। নগর হতে নগরান্তরে যাবার পথগুলি অনেকটা অক্ষুন্ন রয়েছে, রোমক স্তম্ভগুলি প্রায় পূর্ব্বের মতই আছে। পার্শ্বের জলকূপটি টুম্-এল্-গাবেলের জলকূপ থেকে অধিকতর বৈজ্ঞানিক উপায়ে খোদিত। প্রাসাদগুলির ধ্বংসাবশেষ বিভিন্ন তলের পরিচয় দিচ্ছিল। এই চার হাজার বৎসরের ব্যবধানেও রোমক পরিকল্পনার ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছিল। সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে; আমরা তাড়াতাড়ি প্রত্যাবর্ত্তন ক'রলাম।

পরিপূর্ণ মনে দায়রুথের পথে চলেছি। অধ্যাপক হাসান ফতেহ্ আবার আলোচনা আরম্ভ ক'রলেন। এই কয়দিনের সান্নিধ্যে আমি হাসানের চরিত্রের সূক্ষ্ম দিকটার পরিচয় পেয়েছিলাম। ব্যক্তিগত আলোচনা করবার মত বন্ধুত্ব আমাদের গড়ে উঠেছে। অধ্যাপক হাসান পত্নীত্যাগ ক'রছেন, মিঃ সালেহ্ উদ্দীনও পত্নীত্যাগ ক'রেছেন; অথচ দুজনের প্রকৃতি কি বিভিন্ন! অধ্যাপক হাসান পত্নীর সঙ্গ ত্যাগ করতে পারেননি, এবং প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করেন। মিঃ সালেহ্ উদ্দিনের স্ত্রী ভিন্ন প্রকৃতির—দায়িত্ব জ্ঞানহীনা, সৌন্দর্য্যগরবিনী এবং বিজয়াকাঙ্ক্ষিনী। আমি মিঃ হাসান্ ফতেহ্‌র জন্য সহানুভূতি অনুভব ক'রেছিলাম, কারণ তাঁর একজন সঙ্গীর প্রয়োজন, যিনি তাঁর জীবনের দুঃখে কষ্টে সমভাগিনী হ'তে পারেন। তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজের প্রতি নিজে দৃষ্টি দিতে পারেন না। মিঃ সালেহ্ উদ্দিন নিজের অবস্থায় সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আয়ত্ত ক'রতে পেরেছেন। অবশ্য এই জন্য তাঁকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে। আমি আরও অনেক স্ত্রী-পরিত্যক্ত মিশরীয় ভদ্রলোকের সংস্পর্শে এসেছি। অনেকেরই ব্যক্তিগত সমস্যা রয়েছে এবং এটা মিশরের একটি সামাজিক সমস্যা। আমি অধ্যাপক হাসান্‌কে আজকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রব স্থির ক'রলাম, পূর্ব্বেও এই ইচ্ছা হ'য়েছিল, কিন্তু পাছে অসন্তুষ্ট হন, এই আশঙ্কায় তাঁর ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন করিনি। কিন্তু আজকে অপ্রিয় প্রশ্ন করবার অধিকার হয়েছে ব'লে মনে করলাম। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বল্লাম, বন্ধু হাসান্, আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রব, অবশ্য অত্যন্ত ব্যক্তিগত। আশা করি, আমার অনুসন্ধিৎসা আপনাকে

বিব্রত ক'রবে না। হাসান্ বল্লেন,—আপনি জিজ্ঞাসা না ক'রলেই বিব্রত হ'ব, এত সঙ্কোচ না ক'রে প্রশ্ন করুন।

প্রঃ—আপনি যখন আপনার পরিত্যক্তা স্ত্রীর সংস্পর্শে আসেন, আপনার মানসিক প্রতিক্রিয়া কি রকম হয়? এ কথা সত্যই যে আপনি তাঁর সঙ্গ-কামনা করেন এবং নিজেও তাঁকে আপনার সঙ্গ দিয়ে তৃপ্ত হ'ন। আপনারা একযোগে সঙ্গীত আলোচনা করেন, শিল্প প্রদর্শনী দেখে বেড়ান, একসঙ্গে পানভোজন করেন;—এটা কি ক'রে সম্ভব? তাঁর সান্নিধ্যে এলে আপনার কি রকম অনুভূতি হয়?

উঃ—অধ্যাপক, এ প্রশ্ন আজ পর্য্যন্ত আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেনি; বোধ হয় সঙ্কোচের জন্য, কিন্তু এ প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। আমার ব্যাপারে বিবাহ-বিচ্যুতি ঘটা করে আসে নি। আমরা যেমন এক সঙ্গে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে সম্মত হয়েছিলাম, তেমনি সে সম্মতি ভঙ্গ করতেও সম্মত হ'লাম।

প্রঃ—আপনি মিস্ হাস্নাইনের সঙ্গে জীবনের কত আনন্দময় মুহূর্ত্ত অতিবাহিত ক'রেছেন, সুখে দুঃখে আপনাদের জীবনের অনেক সময় এবং অনেক ঘটনা জড়িত রয়েছে। আপনারা পরস্পর ভাববিনিময় ক'রেছেন, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা আপনাদের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছিল,—কিন্তু আজকে সমস্ত ভেঙ্গে গেছে, অথচ আপনাদের অন্তরের কোন প্রতিক্রিয়াই হয় না!

উঃ—আমাদের বিবাহ-বিচ্যুতি হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে বা সহসা কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থিরীকৃত হয় নি। আমাদের মতান্তর অথবা মনান্তর ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে সঞ্চিত হ'য়েছিল—আমাদের মনান্তর মতান্তরেরই অনুগামী এবং ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ ক'রেছিল; উভয়পক্ষেরই মন বিচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হ'য়েছিল—যেমন বিবাহের পূর্ব্বে মিলনের জন্য আকুল হয়েছিল। বিবাহ-বিচ্যুতি ভিন্ন আমাদের আর গত্যন্তর ছিল না। আদর্শকে উপলব্ধি করার জন্য এবং কার্য্যে পরিণত করার জন্য আমাদের যে ধারণা ছিল—সেটা মিলনের মধ্য দিয়ে আর সম্ভব হল না। সুতরাং বিবাহ-বিচ্যুতি ভিন্ন আর উপায়ান্তর রইল না।

প্রঃ—আপনি পুনরায় তাঁকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক?

উঃ—না, সে অসম্ভব। এ প্রশ্ন আর আমার মনে উঠে না। আমি বিবাহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন; সত্য কথা, বিবাহ ব্যাপারে আমি বীতশ্রদ্ধ।

আমার মনে হয়, আমার বিবাহ না করাই উচিত ছিল। সে দিন আপনি মিঃ সালেহ্ উদ্দিনের গৃহে মিস হাস্নাইনের সঙ্গে আমার আলোচনা শুনেছিলেন। সূক্ষ্মদর্শী লোক আপনি, আমাদের কথার অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত এবং আভাষ ছিল, তা নিশ্চয়ই আপনার কাছে গোপন নেই, এই অবস্থায় এবং এই মানসিক পরিস্থিতিতে আমি তাঁকে আর বিবাহ করার কথা ভাবতেই পারি না; বোধ হয় তিনিও আর ভাবেন না। বিবাহের পূর্ব্বে আমরা দু'জনেই আমাদের আদর্শ এবং চিন্তারাজ্যে অনেক বিষয় একমত হ'য়েছিলাম কিন্তু বিবাহের পরে দেখা গেল, আমাদের জীবনধারার পার্থক্য অনেক বেশী বিস্তৃত। এই অবস্থায় আর বিবাহের কোন প্রশ্ন আসে না।

প্রঃ—আপনাদের বিবাহের প্রস্তাব কে প্রথম করেন;—আপনি না তিনি?

উঃ—সেটি আমার মনে নেই।

প্রঃ—আপনি যদি বিবাহের প্রস্তাব একবার ক'রে থাকেন, আবার ক'রছেন না কেন?

উঃ—এ চিন্তা অসম্ভব।

প্রঃ—বন্ধু, আপনার একটি মধুর গৃহ এবং গৃহিণীর অত্যন্ত প্রয়োজন। আপনার অন্তরের মূলবস্তু একক জীবনের পরিপন্থী; আপনি শিল্প, সঙ্গীত, স্থপতিকে ভালবেসে মনে ক'রছেন—আপনার সাধনা সম্পূর্ণ; কিন্তু আপনি আপনাকে বিশ্লেষণ ক'রতে ভয় পাচ্ছেন। বিশ্লেষণ ক'রলে দেখতে পাবেন যে, আপনার পার্শ্বে একটি সহানুভূতিসম্পন্না, কর্ত্তব্যপরায়ণা, প্রীতিময়ী নারী উপস্থিত থাকলে আপনার ধীশক্তি, আপনার সাধনা বহুদূর এগিয়ে যাবে। আপনার ব্যবহারিক জীবনে কয়েকটি অসংলগ্ন কার্যক্রম বোধ হয় শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে উঠবে।

অধ্যাপক হাসান ফতেহ্ সম্পূর্ণ নীরব হ'য়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন, বোধ হয় এই পৃথিবী তাঁর পক্ষে অত্যন্ত নিষ্করুণ, নির্ম্মম এবং গ্রন্থিবিহীন।

আমরা প্রায় ৬টায় দায়রুথে এসে পৌঁছুলাম। মিঃ সালেহ্ উদ্দিন এবং তুসন্ বে ৭টায় এলেন। কফি পানান্তে আমরা অগ্নিকুণ্ডের কাছে এসে বিশ্রাম ক'রছি—মিঃ সালেহ্ উদ্দিন বল্লেন, মিঃ তুসন্ বে একজন আদর্শ জমিদার। তিনি এই দুর্দ্দিনে প্রজার কাছ থেকে অর্দ্ধেক মাত্র ভূমিকর গ্রহণ করেন এবং

একটি সমবায় সমিতি গঠন ক'রে প্রজাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চিনি, বস্ত্র এবং অন্যান্য দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষ প্রজাদের মধ্যে বণ্টন করেন। এমন সময় মিঃ তুসন্ বে একখানি ছবি এনে অগ্নিকুণ্ডের পশ্চাৎ দিকে প্রাচীরের মধ্যস্থলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্পর্শের উপরে স্থাপন ক'রলেন। এই চিত্র তাঁর স্ত্রী অঙ্কন ক'রেছেন—একটি স্থলপদ্ম, সবুজ বৃন্ত, একটি শ্বেত কোরক, অন্যটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত, একটি স্বচ্ছ জলপাত্রে সংরক্ষিত। চিত্রের পটভূমিকা নীলাভ, সম্পূর্ণ চিত্রটির পটভূমকা হরিদ্রাভ শ্বেত ; প্রাচীরটিও হরিদ্রাভ শ্বেত। অগ্নিকুণ্ডের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ গলিত স্বর্ণের হরিৎ আভা প্রায় চিত্রটিকে স্পর্শ ক'রছিল—সমস্ত গৃহের আবেষ্টনী এই চিত্রের অবস্থানের সঙ্গে অত্যন্ত সু-সমঞ্জস। একটি মাত্র বস্তুর আবির্ভাবে সমস্ত গৃহখানি এক নূতন রূপ পরিগ্রহ ক'রল। সে রূপের তুলনা নেই। তারপর আমরা তুসন্ বের সেলুন, অপেক্ষা-গৃহ, অভ্যর্থনা-গৃহ, অতিথি-কক্ষ, ভোজন-কক্ষ, পুস্তকাগার এবং চিত্রশালা দেখলাম। ভারতবর্ষের স্থপতির একটি এলবাম রয়েছে। দূরে, বহু দূরে আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে মরুভূমির পার্শ্বে একজন তরুণ মিশরীয় জমিদারের চিত্রশালায় ভারতবর্ষের স্থপতি দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। মিঃ সালেহ্ উদ্দিন এবং অধ্যাপক হাসান্ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে যুদ্ধান্তে একবার ভারতবর্ষে এসে তাঁরা এই সুন্দরের দেশে, শিল্পের দেশে, সভ্যতার দেশে "মুক্তিস্নান" করে যাবেন।

১৭ই মার্চ্চ '৪৫

আজকে আমরা কায়রো প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মালায়ুই নামক একটি ছোট সহরে এসেছি। অধ্যাপক হাসান্ একজন জমিদারের আদর্শ কৃষি-প্রতিষ্ঠানের গৃহবাটিকা পরিকল্পনা ক'রেছেন। আমরা গ্রাম-রচনা দেখে বুঝতে পারলাম, অধ্যাপক হাসানের চেষ্টায় মিশরে একটি নূতন গ্রাম-সৃষ্টির প্রচেষ্টা হ'চ্ছে। তাঁর পরিকল্পিত গ্রামে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ন্যূনতম ব্যয়ে স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্যের উপর ভিত্তি ক'রে ফেলাহীনদের গৃহ নির্ম্মিত হ'বে। এই জমিদারের প্রায় ৪০ হাজার একর জমি র'য়েছে। মিশরে জমিদার এক বিরাট শ্রেণী। ১২,০০০ ভূম্যধিকারীর মধ্যে প্রায় ৪,০০০ জমিদার মিশরের ⅘ ভাগের অধিকারী। বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় ১ একর জমির দাম প্রায় ৬০০৲ টাকা, যুদ্ধের পূর্ব্বে ছিল ১৫০৲ টাকা। কৃষিপ্রতিষ্ঠানের পরিচালক মিশর

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের একজন গ্রাজুয়েট। তিনি বল্লেন যে, এই সমস্ত জমি চাষের বাৎসরিক ব্যয়—শ্রমিক, পশু, পশুর খাদ্য, বীজ, সরকারী রাজস্ব এবং তত্ত্বাবধানের ব্যয় সমেত—প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা। জমিদারের বর্ত্তমানে বাৎসরিক আয় প্রায় সাড়ে ৮ লক্ষ টাকা। এখানে শ্রমিকদের দৈনিক পারিশ্রমিক দশ আনা থেকে দেড় টাকা। শ্রমিককে ভোর ৮টা থেকে ১২টা এবং অপরাহ্ণে ২টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত মোট ৮ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। তার দ্বিপ্রহরের খাদ্য একখানি রুটি, একটু কাল পনির এবং কাঁচা সেলাড্। এই সেলাড্ অবশ্য পশুখাদ্যের জন্য উৎপন্ন তৃণ কিংবা শাক থেকে তৈরী হয়। আমি কৃষিক্ষেত্রের বহুদূর ঘুরে দেখলাম যে প্রায় প্রত্যেক শ্রমিকই অতি জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত, কাহারও পরণে পাটের চট, জুতা নামমাত্র—শতছিন্ন! আমি কয়েকটি ৭।৮ বৎসরের বালক-বালিকাদের এই কৃষিক্ষেত্রে কাজ ক'রতে দেখলাম।

আমরা এই গৃহবাটিকায় লাঞ্চ খেয়ে সামোলাৎ ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধ'রব। পথে একটি অতি প্রাচীন কপ্টিক মঠ পরিদর্শন ক'রলাম। এই মঠটির ইতিহাস মুসলমানদের মিশর জয়ের পূর্ব্বেকার। কপ্টিক খৃষ্টানরা বিশ্বাস করে যে, বন্ধ্যা অথবা মৃতবৎসা নারী সমস্ত রাত্রিব্যাপী প্রার্থনা ক'রলে অথবা 'হত্যা' দিলে কুমারী মাতা মেরীর আশীর্ব্বাদে সে সন্তানবতী হয়। নিয়ম আছে যে, প্রার্থনারতা নারীর ব্যবহৃত কোন একটি অলঙ্কার মেরী মাতার উদ্দেশ্যে এই মঠে উৎসর্গ ক'রতে হয়। মিঃ হাসন্ ফতেহ্ রহস্য ক'রে বল্লেন, এই মঠে বিশপের নিয়োজিত কয়েকজন দেবদূত রয়েছেন যাঁহাদের প্রসাদে অলৌকিক ঘটনা ঘটে। বর্ত্তমান যুগের এই বন্ধ্যা এবং মৃতবৎসা নারীর সন্তানের পিতৃত্ব অলৌকিক ঘটনা নয়। সহস্র বৎসর ধ'রে সঞ্চিত অলঙ্কাররাশি একটি প্রকোষ্ঠে সংরক্ষিত আছে, সেটা বৎসরে একবার ক'রে উন্মুক্ত হয়।

আমরা সামোলাৎ ষ্টেশনে এসে কায়রোর ট্রেনে যাত্রা ক'রলাম। রাত্রি ৯টায় কায়রো পৌঁছেছি।

১৮ই মার্চ্চ, '৪৫

আজ কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে হঠাৎ দামাস্কাসের মাদ্রাসাতুস্-সানা-উইয়ার অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা হ'লো। তিনি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে শিশুর মত আবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন—হে প্রিয় হিন্দী, আপনাকে সত্যি আমরা ভালবেসেছিলাম,

আপনি চ'লে আসার পর আপনার সম্বন্ধে আমরা অনেক আলোচনা ক'রেছি। বোধ হয় ভারতবর্ষের লোক এত ভাল ব'লেই যে একবার ভারতবর্ষে গেছে সে আর ফিরে আসতে চায়নি। আমি উত্তর দিলাম—আমিও দামাস্কাসকে ভালবেসেছিলাম, তাই দামাস্কাস থেকে ফিরে আসতে কষ্ট হ'য়েছিল। সাদর সম্ভাষণ বিনিময়ের পরে আমরা পত্রালাপের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলাম।

বিকালে মিসেস মাজ্‌হার সাইদের কাছে গিয়েছিলাম. কারণ তিনি মিশরের নারীশিক্ষা সম্বন্ধে "Egypt in 1945" এ প্রবন্ধ লিখবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কফির টেব লে বসে তিনি তাঁর বাগদাদের অভিজ্ঞতার বিষয়ে ব'ললেন। সেখানে তিনি কিছুকাল নারীশিক্ষা পরিচালনা ক'রেছিলেন। ইরাকের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি একটি মজার গল্প ব'ললেন। সেখানে পরীক্ষার ফল গুণানুসারে প্রকাশ করা অসম্ভব; কারণ অমুক প্রথম, অমুক দ্বিতীয়, অমুক তৃতীয় ব'লে ঘোষণা ক'রলে সাম্যের অপমান করা হয়। শেখের পুত্র যদি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, আর বেদুইনের পুত্র যদি প্রথম স্থান অধিকার করে, তবে সমাজে শেখের পরিবারের অপমান হবে। শেখ্ নিজে এসে ব'লেন—আমি শেখ, আমার পুত্রের স্থান নীচে হবে কেন? ছাত্র বলে—আমিও বেতন দিয়েছি, বই কিনেছি, প'ড়েছি, পরীক্ষা দিয়েছি, আমার চেয়ে অমুক বেশী নম্বর পাবে কেন? পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হ'লে শিক্ষকের এবং পরীক্ষকের জীবন দুর্ব্বিষহ হ'য়ে ওঠে। পরীক্ষার ফল বাহির হবার পূর্ব্বে শিক্ষক, পরীক্ষক এবং শিক্ষামন্ত্রী শহরের বাইরে চ'লে যান। অবশ্য পরীক্ষায় সাধারণতঃ শতকরা দশজনের বেশী কৃতকার্য্য হয় না।

মিসেস মাজ্‌হার সাইদ ব'ললেন—এর জন্য শিক্ষক অনেকটা দায়ী। কারণ সিরিয়ান এবং লেবানী শিক্ষক বাগদাদে খুব বেশী। তাঁরা মনে করেন যে, ছাত্র বেশী সংখ্যায় সফল হ'লে ক্রমশঃ তাঁদের স্থান পূর্ণ ক'রবে এই নব্য শিক্ষিত ইরাক সন্তান। সুতরাং যথা সম্ভব কঠিন ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন। এর কারণ স্বার্থ-সংঘাত। তিনি আরও এই ধরণের অনেক কথাই ব'লেছিলেন। তিনি ভারি সুন্দর গল্প বলেন। তাঁর কথাবার্ত্তা বেশ পুরুষোচিত। তিনি তাঁর দেশকে ভালবাসেন এবং শিক্ষা ব্যাপারে বেশ উদার; তাঁর নারী-স্বাতন্ত্র্যবোধ খুব উগ্র। ভারতবর্ষ দেখার জন্য তাঁর খুব আকাঙ্ক্ষা। তারপর তিনি ব'ললেন—নিমন্ত্রণ ক'রলে ভারতে আসবেন।

মিশরে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুব স্পষ্ট। তিনি ব'ললেন—আমি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সমর্থন করি। কিন্তু একই বিদ্যালয়ে সকল

শিশুর পাঠের ব্যবস্থা করা সমীচীন নয়। মনের দিক দিয়ে, স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে এবং সংস্কারের দিক দিয়ে অন্ততঃ দুই শ্রেণীর বিদ্যালয় থাকা উচিত। অশিক্ষিত, অনাদৃত এবং রুগ্ন বালক-বালিকার সঙ্গে অভিজাত, সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও সুস্থ বালক-বালিকার একসঙ্গে অবস্থান এবং পঠন ব্যবস্থা দ্বারা যদিও কখনো কখনো নিম্নশ্রেণীর উপকার হয়, কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই উচ্চ শ্রেণীর বালক-বালিকার অবনতি হয়। আমি উত্তর দিলাম—আপনি কি বিভিন্ন মনোবৃত্তিসম্পন্ন ও বিভিন্ন স্তরের বালক-বালিকার জন্য বিভিন্ন শিক্ষাগার স্থাপন করা সম্ভব মনে করেন? কোন দেশেই তা' সম্ভব নয়—সুতরাং একটু ত্যাগ স্বীকার এক শ্রেণীকে ক'রতেই হবে। তিনি জোরের সঙ্গে ব'ললেন, দশটি শিশু অর্দ্ধ-শিক্ষিত না হ'য়ে একটি শিশু সুশিক্ষিত হ'লে দেশের মঙ্গল বেশী হবে—এই ধারণা নিয়ে আপনি বিচার ক'রলে অন্য সিদ্ধান্তে আসবেন। তারপর তিনি ব'ললেন—যাক এ প্রশ্নের মীমাংসা হ'তে পারে না। এই জন্যই এখনও মিশরে প্রত্যেক বড় শহরে ফরাসী, ইটালিয়ান, জার্ম্মাণ ও আমেরিকান পরিচালিত বিদ্যালয়ে বড় ঘরের ছেলেরা পড়াশুনা করে এবং আমাদের স্বদেশ-প্রীতি সত্ত্বেও বিদেশীয় পরিচালিত বিদ্যালয়ে আমরা শিশুদের পাঠের ব্যবস্থা করি।

আমি সেদিন **মালায়ুই** কৃষি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের সঙ্গে মিশরের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনার কথা ব'ললাম। তাঁর মতে গ্রামের বেদুইন কিংবা কৃষক শিশুদের জোর ক'রে বেলা ৮টা থেকে ১টা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে বন্ধ ক'রে রাখা একটা আর্থিক অপচয়। কারণ এই সময় তারা পিতার কৃষিক্ষেত্রে সাহায্য ক'রতে পারে, গৃহপালিত পশুর সাহায্য ক'রতে পারে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সাহায্য ক'রতে পারে। তারপর পাঁচ বৎসর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা লাভ করে তা'র দ্বারা ভবিষ্যৎ ব্যবহারিক জীবনে কোন কাজেই আসে না। এর পরিবর্ত্তে কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হোক, অর্থাৎ দেশের যে অঞ্চলে যে বৃত্তি সহজে সাধনা করা সম্ভব, শিশুকে তারই উপযুক্ত ক'রে দেওয়া উচিত। তা' না' ক'রে সমস্ত দেশে একই রকম শিক্ষা, একই রকম ভাষা, একই রকম অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা পরবর্ত্তী জীবনে কোন কাজেই আসে না। দু'চারটি শিশু হয়ত ভাল বেরিয়ে যায়—কিন্তু তার জন্য এত অর্থ, সময় ও শক্তি ব্যয় করা খুব সমীচীন ব'লে মনে হয় না। ইহা অপেক্ষা গ্রামের মসজিদে ইমামের কাছে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রলে বোধ হয় দেশের পক্ষে ভাল ফল হবে। অবশ্য ইমামকেও একটু ভাল শিক্ষা দিয়ে উপযুক্ত ক'রে নেওয়া

দরকার! এর জন্য ইমামকে ২৫ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩০০ টাকা মাসে বেতন দেওয়া উচিত। তা হ'লে ভাল লোক পাওয়া যাবে, ভাল বেতন পেলে অনেক শিক্ষিত লোক গ্রামে ফিরে আস্‌বে। এর ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ভূমিকর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। জমির দাম বেড়ে যাচ্ছে অথচ জমির কর পূর্ব্ববৎ রয়েছে—একথাটা ভাবা দরকার।

মিসেস্ মাজ্‌হার সাইদ্ ব'ল্‌লেন—এটা চিন্তার বিষয় বটে। তিনি যুক্তিবাদী এবং চিন্তাশীল।

১৯শে মার্চ্চ, '৪৫

আজকে মাজিষ্টের (এম, এ) ক্লাসের বক্তৃতায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন ও উত্তর প্রণালী আলোচনা ক'রলাম। সেই সঙ্গে প্রথমেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-ধারার দোষগুণ সামান্য আলোচনা করা হ'ল। এখানকার ছাত্র আমার পড়াবার পদ্ধতি ভালবাসে। আমি শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরে যাব শুনে তারা দুঃখিত হ'ল। এদেশে চিরকাল বাস ক'রব না—এটা তারাও জানে, আমিও জানি; তবু এই স্বল্প দিনের প্রীতিময় স্মৃতি আমাদের ভিতর একটি সুন্দর বন্ধন গড়ে তুলেছে, উভয় দিকেই সে বন্ধন মধুময়। ডাক্তার আবদুল ওহ্‌হাব আজ্‌জম্ আমার পড়াশুনা সম্বন্ধে খুব উৎসাহিত এবং গীতার আরবী অনুবাদ শেষ হ'য়েছে শুনে খুব আনন্দ প্রকাশ ক'রলেন।

রাত্রিতে মিঃ সালেহ্‌উদ্দিনের নিকট বললাম, আমি আগামী বুধবারে ওয়াই, এম, সি, এ-র সমাবর্ত্তনে "মধ্যপ্রাচ্যের ভ্রাম্যমান" বিষয়ে বক্তৃতা দোব এবং সেই উপলক্ষে আমার মিশরের বন্ধুদের প্রীতি ভোজের ব্যবস্থা ক'রব। তিনি বললেন —খুব ভাল কথা—আপনার বক্তৃতা হবে ওয়াই. এম. সি. এ.-তে; কিন্তু ডিনার হবে এই গৃহে। কারণ আমার গৃহ আপনারই গৃহ।

মিঃ সালেহ্‌উদ্দিন লোক ভাল, কিন্তু এত ভাল তা' ধারণা করা যায় না, তাঁর সৌজন্য আমাকে অনেক সময়ে মুগ্ধ ক'রেছে। কিন্তু আজকের সুজনতা সমস্ত অতীতকে অতিক্রম ক'রেছে। ধন্যবাদ দিয়ে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রতে কুণ্ঠা বোধ করলাম। তিনি এত সজ্জন, সুশীল, সাত্ত্বিক, তবু তাঁর উপর কেন এই বিধির অবিচার বুঝতে পারলাম না। তাঁর শোকবহ জীবনের ভার তিনি একাই বহন করেন কিন্তু তার জন্য কোন অভিযোগ করেন না। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ ক'রেছেন। তিনি বলেন, আমার চাইতেও দুঃখী

মানুষ আছে ; আল্লাহ্ ত' আমাকে তত দুঃখ দেননি। সুতরাং আমি আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞ।

আমি অন্য কথা তুলে ব'ল্লাম যে বক্তৃতা এবং ডিনার এক স্থানেই হ'বে এবং সেটা ওয়াই. এম. সি. এ -তেই হবে—ভারতীয় খাদ্য পরিবেশন ক'রে মিশরীয় বন্ধুদের নূতন অভিজ্ঞতা দান ক'রব। মিঃ সালেহ্উদ্দিনকে নিমন্ত্রণের ভার দিলাম। মিঃ আলেক্জাণ্ডারকে ফোন ক'র্লাম—আমার ২৫ জন অতিথির জন্য ব্যবস্থা ক'র্তে হবে।

আজকে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ডাঃ ওয়াট্সনের সঙ্গে দেখা ক'রলাম। তিনি 'দীন্ ই-ইলাহি' বিষয় সংবাদ রাখেন। তিনি সুফী সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী। আমার সঙ্গে প্রায় দু'ঘণ্টা ভারতীয় মতবাদের সঙ্গে গ্রীক দর্শনের তুলনা ক'র্লেন। আমি বেদান্ত দর্শন এবং কোরাণের পার্থক্যের উপর নির্ভর ক'রে সুফী মতবাদের আলোচনা ক'র্লাম। মিশরের সুফী মতবাদ 'সাজ্লিয়া' সম্প্রদায়ের নৃত্য গীত এবং জালালুদ্দিন রুমি প্রবর্ত্তিত'দরবেশিয়া নৃত্য গীত নিয়ে আলোচনা ক'রলাম। তারপর বল'লাম বর্ত্তমান বস্তুতান্ত্রিক আমেরিকা হয়'ত অদূর ভবিষ্যতে সুফীবাদ নিয়ে মেতে উঠতে পারে, কারণ এই শ্লথ জীবন-যাত্রার মধ্যে একদিন ক্লান্তি এসে পড়া আশ্চর্য্য নয়। ডাঃ ওয়াট্সন খুব উৎসাহের সঙ্গে কথাগুলি শুনলেন এবং আমাকে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্য অনুরোধ ক'রলেন। আমি তখন আরব ভাষার উপর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব আলোচনায় খুব ব্যস্ত ছিলাম, সুতরাং তাঁর কাছে মার্জ্জনা চেয়ে অব্যাহতি নিলাম।

দ্বিপ্রহরে মিঃ জেট্মল আমাকে বল্লেন আজকে তাঁদের বাড়ীতে সুয়েজ থেকে মাছ এসেছে—আমি খেলে তিনি খুব খুশী হবেন। মিঃ জেট্মল অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ; তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা ক'রতে পারলাম না।

২০শে মার্চ্চ, '৪৫

লাঞ্চের পরে ষ্টেট্ লাইব্রেরীতে গিয়ে আমি আহম্মদ বিন হান্বাল প্রণীত আল মোহিঁতের একটি আলোকচিত্র নেবার ব্যবস্থা ক'রলাম। এই পুস্তকখানির দুই খণ্ড পাণ্ডুলিপি পৃথিবীতে আছে ; একটি বার্লিনে আর একটি কায়রোতে। বার্লিনে পুস্তকখানি কি অবস্থায় আছে জানি না কিন্তু কায়রোতে পুস্তকখানি বেশ ভাল ভাবেই আছে ; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ সহজে এর প্রতিলিপি নিতে দেন না।

যাই হোক গ্রন্থাগারিকের সহিত দেখা ক'রে আলোকচিত্র নেবার ব্যবস্থা ক'র্লাম।

পথে জেট্‌মলের দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, তিনি ডেকে বল্‌লেন, আজকে দ্বিপ্রহরে আমার স্ত্রী আপনাকে আমন্ত্রণ ক'রেছেন। আমি আপনার বাড়ীতে ভোর বেলা নিমন্ত্রণ কর্‌বাব জন্য লোক পাঠিয়েছি। আমি অপ্রস্তুত হ'য়ে বল্‌লাম, কাল তো আপনার বাড়ীতে খেয়েছি,—তিনি হেসে উত্তর দিলেন, কালকে ছিলেন আমার অতিথি, আজকে আমার স্ত্রীর অতিথি। আমরা জেট্‌মলের বাড়ী গেলাম, আজকে লাঞ্চ সম্পূর্ণ সিন্ধী—সমস্ত জিনিষ দই এবং শাক দিয়ে তৈরী, আরও কয়েকটি ডিস্‌ ছিল—অপর্য্যাপ্ত ফল। মিসেস জেট্‌মল এবং তাঁর তিনটি কন্যা আনন্দের সঙ্গে আমাদের ভোজনে তৃপ্ত ক'রলেন। বিদেশে বন্ধুত্ব এবং প্রীতি অত্যন্ত আনন্দদায়ক।

বৈকালে মিঃ ছোটেলাল সস্ত্রীক ভারতে ফিরে যাচ্ছেন। আমরা ইণ্ডিয়া ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কিছু ফুল ও মালা নিয়ে কুব্‌রী লেমন ষ্টেসনে উপস্থিত হ'লাম। সেখানে শুন্‌লাম হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে তাঁরা মোটরে ক'রে পোর্ট সাইদে চলে গেছেন। সেখান থেকে ষ্টীমারে পোর্ট সুদান হ'য়ে বম্বে যাবেন। আমরা নিরাশ হ'য়ে ফিরে এলাম।

২১শে মার্চ্চ, '৪৫

সেখ মুস্তাফা আব্দুর রাজী বে ওয়াকফ্‌ বিভাগের মন্ত্রী। তিনি শেখ মুস্তাফা আব্দুর রাজীর ভ্রাতা। তিনি ১৯২৪ সালে রাজা ফোয়াদের খিলাফত দাবীর বিরুদ্ধে একটি যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন এবং খিলাফত রাজতন্ত্র ইসলামবিরুদ্ধ ব'লে ঘোষণা করেন। এই অপরাধে শেখ আলী আব্দুর রাজী নির্ব্বাসিত হন। শেখ মুস্তফা আব্দুর রাজী আধুনিক মুসলিম জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক; বর্ত্তমানে মন্ত্রী। 'Egypt in 1945'-এর জন্য একটি প্রবন্ধ লিখতে সম্মত হ'য়েছিলেন। এই সম্বন্ধে আমার সঙ্গে তিনি কথা ব'ল্‌তে চেয়েছিলেন। বেলা ১০টার সময় আমি এবং অধ্যাপক নাসিফ্‌ তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য তাঁর আফিসে উপস্থিত হ'লাম—সম্মুখে প্রাচীন মুসলিম আড়ম্বরের সঙ্গে সিপাহি দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের সঙ্গে অনুমতি-পত্র থাকা সত্ত্বেও আমাদের নাম-ধাম পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রে নিল; কিছুক্ষণ পরে একজন অফিসার এসে উপরে নিয়ে গেল। তারপর আরও ১৫ মিনিট পর আমাদের

অভ্যর্থনা করবার জন্য একজন সেক্রেটারী এলেন। আমরা তিনটি কক্ষ পার হ'য়ে মন্ত্রীর কক্ষে এলাম। পূর্বে এই সব নিয়মের বন্ধন ছিল না; আহমদ মাহের পাশার হত্যার পরে এই সমস্ত ব্যবস্থা হ'য়েছে।

শেখ মুস্তাফা আব্‌দুর রাজী আমাদের কফি দিয়ে অভ্যর্থনা ক'রলেন এবং ভারতবর্ষে মুসলমান সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রলেন। তিনি আমাকে হিন্দু জেনে খুব আশ্চর্য্য হ'লেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, হিন্দুরা মুসলমান সম্বন্ধে কোন আলোচনা ধর্ম্ম-বিগর্হিত বলে মনে করেন। আমি হেসে বল্‌লাম যে রাজমন্ত্রীরও অপপ্রচারের হাত হ'তে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই। রহস্যালাপের পরে তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আপনি কি রকম প্রবন্ধ চান। আমি তিনটি প্রশ্ন লিখে দিলাম:—

(১) বর্ত্তমান মিশরে মুসলিম সংস্কৃতির মূলধারা কোন্ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে?

(২) ভবিষ্যৎ-ইসলাম সংস্কৃতির রূপ কি হবে? এবং তা'তে মিশরের কি দান থাকবে?

(৩) মুসলিম জগতের মধ্যে মিশরের অধিনায়কত্ব দাবী করার যোগ্যতা কি?

তিনি প্রশ্ন পড়ে বল্লেন যে, এর উত্তর লিখে দেবেন।

খুব মার্জ্জিত, ভদ্র, অমায়িক, অধ্যাপকজনোচিত পাণ্ডিত্য গরিমায় উজ্জ্বল মুখখানি!

বৈকালে ওয়াই, এম, সি, এ-তে আমি 'মধ্যপ্রাচ্যের ভ্রাম্যমান' বিষয়ে বক্তৃতা দিলাম। কয়েকজন আমেরিকান উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা অনেক প্রশ্ন ক'রলেন; মধ্য প্রাচ্য সম্বন্ধে একজন ভারতীয় অধ্যাপকের অনুসন্ধিৎসা দেখে বিস্মিত হ'লেন। একজন ক্যাপ্টেন বল্‌লেন, আমি তিন বৎসর মিশরে আছি, আমাকে তো এত যত্ন ক'রে মিশর এবং মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে কেউ বলেনি। আহমদ ইউসুফ বে বল্‌লেন আপনার জানবার ইচ্ছা থাকলে আমরা জানাতাম। মিসেস ওয়ালী খান বললেন মধ্যপ্রাচ্যের লোক ইউরোপীয়দের বিশ্বাস করে না, কাজেই প্রাণ খুলে শ্বেতজাতির সঙ্গে কথা কয় না। আমেরিকান ক্যাপ্টেন উত্তর দিলেন যে—আমরা তো রাজ্য স্থাপন ক'রতে আসি নি, আমেরিকার বিরুদ্ধে এ সন্দেহ কেন? অধ্যাপক নাসিফ উত্তর দিলেন, সন্দেহ একদিনে হয় না বা যায় না। ইউরোপের সঙ্গে আমেরিকার খুব বেশী পার্থক্য আছে কি? মিস জয়নাব হাকিম বল্লেন, যুদ্ধের পরে আমেরিকার পরীক্ষা হবে। মিঃ

আলেকজাণ্ডার সবাইকে ডিনারে ডেকে মুখবন্ধ ক'র্লেন। আমার প্রায় পঁচিশ জন বন্ধু এই ডিনারে যোগ দিয়েছিলেন—আমার খরচ হ'ল বার পাউণ্ড কুড়ি পিয়াস্তা। মিঃ সালেহ্ উদ্দিন মাত্র একটি কথা ব'ল্লেন, অধ্যাপক চৌধুরী, সত্যি কি আপনি এত শিগ্ গির ফিরে যাবেন ?

২২শে মার্চ্চ, '৪৫

আজকে মহম্মদ আলির মস্জিদ দেখতে যাব। ভারতীয় সৈন্যবিভাগ থেকে একটি দল মহম্মদ আলির দুর্গ দেখতে যাবে। আমি দশটায় ওয়াই. এম. সি. এ-তে এসে দেখি, মিস রোশেনহাম আমার জন্য বসে আছেন। তিনি জন্মে জার্মাণী, রক্তে সেমিটিক, ধর্ম্মে ইহুদী। ভারতবর্ষে যাওয়ার জন্য তিনি অস্থির ; আমাকে অনুরোধ ক'রেছেন যে, বৃটিশ কন্সাল থেকে তাঁকে একটি 'ভিসা' বন্দোবস্ত ক'রে দিতে হবে। তাঁদের ধারণা আমি অধ্যাপক সুতরাং আমার অনুরোধ মাত্রই কন্সাল আমাকে 'ভিসা' দেবেন। অবশ্য জার্ম্মাণীতে একজন অধ্যাপকের অনুরোধের মূল্য অনেক বেশী। কিন্তু ভারতীয় অধ্যাপক যে কত অসহায়, সেটা মিস্ রোশেনহাম্ জানেন না। তাঁকে আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম যে এ বিষয়ে কন্সালের সঙ্গে কথা বলব, কিন্তু ভিসার ভরসা দিতে পারলাম না।

বেলা ১টার সময় আমরা একটি মিলিটারী বাসে উঠে চললাম, পথে কসব আল্ আইনীর বিপরীত দিকে নীলের ওপারে জাহিরিয়া উদ্যান দেখলাম, সেখানে পৃথিবীর সমস্ত জাতীয় বৃক্ষলতা, গুল্ম সংগৃহীত রয়েছে। মধ্যে ভারতীয় অশ্বত্থ ও অশোক গাছ দেখলাম। উদ্যানটির একাংশে মধ্যপ্রাচ্যের সৈন্যাধ্যক্ষ অবস্থান ক'রছেন সুতরাং সেই অংশে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

তারপর আমরা এলাম আন্দুলেসিয়ান উদ্যানে। নীলের জল প্রতিনিয়তই এই উদ্যানের শিলাতল চুম্বন করে প্রবাহিত হ'চ্ছে। এর অপর নাম মুরিস উদ্যান। কারণ একজন মুর (স্পেনীয়) উদ্যানের অনুকরণে ইহার পরিকল্পনা ক'রেছিলেন। এই উদ্যানের তিনটি পৃথক্ অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে জলের খেলা—চীনে মাটির টালি দিয়ে একটি উৎস রচনা করা হ'য়েছে। তার পাশে ধাঁধাঁর ঘরে প্রবেশের জন্য চারটি পথ আছে ; কোন লোকই যে পথে যাবে সে পথে আর ফিরে আসতে পারবে না। পথ তাকে বিপথে নিয়ে যাবেই। এই খেলা খুবই আমোদজনক। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে "প্রেম ভবন" (বায়ত্ উল্ হুব্)। যদি কোন যুগল একটু নির্জ্জনতা অভিলাষ করে, তবে ঘন পত্রাচ্ছাদিত

উপবনের ভিতরে গিয়ে লোকদৃষ্টির অগোচরে বিশ্রম্ভালাপের অবসর পায়। সর্ব্বশেষ অংশই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নীলের প্রান্তে শ্রেণীবদ্ধ বসবার আসন রয়েছে। সে আসনগুলি ক্রমশঃ উপরে উঠে গেছে, এবং একটি জলাশয়ের ভিতরে শেষ হ'য়েছে। সে জলাশয়ের ছয়টি মুখ রয়েছে; সেই মুখ দিয়ে অনবরত জল পড়ছে। তার নীচের স্তরে আবার ছ'টি সিংহ মুখ, সর্ব্বশেষ স্তরে আরো ছ'টি সিংহ মুখ। প্রত্যেক সিংহ মুখের নীচেই বিচিত্র বর্ণের শিলাতল আর উপরে বিভিন্ন বর্ণের বৈদ্যুতিক আলো। যখন সমস্ত সিংহমুখগুলি খুলে দেওয়া হয় এবং বৈদ্যুতিক আলোর ছটায় জলের রূপ বিভিন্ন বর্ণ পরিগ্রহ করে, তখন এক অপূর্ব্ব আলোক সৃষ্টি হয়। মহীশূরে 'নন্দনকাননে' জলের খেলার ব্যবস্থা রয়েছে। জলের মধ্যে অপ্সরীর খেলা খুবই মনোরম!

. তারপর "এণ্ডারসন পাশা"র মিউজিয়াম দেখতে গিয়াছিলাম। এই মিউজিয়াম "করাত্‌লি বে" ভবনে অবস্থিত। করাত্‌লি বে অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্রীট দ্বীপবাসী ব্যবসায়ী ছিলেন আর এণ্ডারসন পাশা বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে মিশরে বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি মিশরে অবস্থান কালে যুদ্ধান্তে বহু প্রত্নতত্ত্ব সামগ্রী সংগ্রহ করেন। তিনি যখন এই সমস্ত জিনিষ নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রতে ইচ্ছা করেন, মিশর তখন নিজেদের গৌরবের সামগ্রী বিদেশে নিয়ে যাবার অনুমতি দেন নি, এমন কি তাঁকে যে সমস্ত উপহার দেওয়া হ'য়েছিল সেগুলির মধ্যে অনেকাংশ মিশরে রেখে যেতে হ'ল। তিনি তখন তাঁর সমস্ত জিনিষ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য মিশর সরকারকে "দান" ক'রলেন। সেই সমস্ত জিনিষের দ্বারা একটি যাদুশালা নির্ম্মিত হ'ল; তারই নাম 'এণ্ডারসন পাশা মিউজিয়ম'।

এই মিউজিয়ামের মধ্যে অধিকাংশই তৈজসপত্র এবং গার্হস্থ্য সামগ্রী; প্রধানতঃ রন্ধনের বাসন, নানা বর্ণের বোতল, রন্ধন পাত্র, ভোজন পাত্র, নারীদের অপেক্ষা-গৃহ, সজ্জাকক্ষ, প্রসাধন কক্ষ রয়েছে। আরব, বাগদাদ, সমরকন্দ, দামস্কাস, কনষ্টাণ্টিনোপল, গ্রাণাডা প্রভৃতি সকল দেশেরই জিনিষ দেখলাম; কিন্তু ভারতবর্ষের কোন সামগ্রী দেখলাম না। একটি প্রকোষ্ঠে দেখলাম নারীদের খেলার সামগ্রী; এই জিনিষগুলি সত্যই খুব উপভোগ্য। সর্ব্বশেষে দেখলাম—চাইনীজ্‌ কক্ষ, তার পাশে রয়েছে মিশরের সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী সম্রাজ্ঞী নেফ্রিটিটির কল্পিত প্রসাধন কক্ষ। সেই গৃহের এক পার্শ্বে একটি আলমারী ছিল; সেই আলমারীটি খুলে ভিতরে দাঁড়িয়ে ঘোরালেই পশ্চাৎবর্ত্তী কক্ষে উপস্থিত

হওয়া যায় এবং তার পার্শ্বে "মাশ্‌রা বাইয়া"। এখানে দাঁড়িয়ে সমস্ত প্রাসাদের বিভিন্ন অংশ দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু নারীকে দেখতে পাওয়া যাবে না। আমি তাড়াতাড়ি এই গৃহটি দেখে বখশিশ দিয়ে চলে এলাম, কারণ মহম্মদ আলির মসজিদে যেতে হবে।

তিনটের সময় আমরা মহম্মদ আলি দুর্গ পরিখার উপর উপস্থিত হ'লাম। বর্ত্তমান মিশরের ইতিহাস এই মহম্মদ আলি পাশার জীবনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সামান্য একজন তুর্ক সৈন্যরূপে তিনি জীবন আরম্ভ করেন। ক্রমে সৈন্যাধ্যক্ষ, শাসনকর্ত্তা এবং খেদিবএর পদে উন্নীত হন। তিনি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিকল্পনা ক'রে বিশাল মুসলিম রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর বীর পুত্র ইব্রাহিম পাশা, প্যালেষ্টাইন, লেবানন, সিরিয়া ও সুদান জয় ক'রে সমস্ত মুসলমান রাজ্যকে কেন্দ্রীভূত ক'রে বিরাট মুসলিম রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু ইংরাজের কূটনীতির জন্য সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। এই মহম্মদ আলির রাজত্বকালে মিশর ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। প্রাচীনপন্থী আজ্‌হার উলেমাগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী ইউরোপীয় জাতিগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তিনি ফরাসী শিক্ষক, ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ, ফরাসী বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্য্যের জন্য নিযুক্ত ক'রেছিলেন। যুবকদের বৃত্তি দিয়ে তিনি ইটালি, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। নীলের অপর তীরে মকত্তম পাহাড়ে নূতন কায়রো নগরের পরিকল্পনা করেন, প্রাচীর বেষ্টিত একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন—এই দুর্গের নাম মহম্মদ আলির দুর্গ, এইখানেই মহম্মদ আলির বিশাল মসজিদ। নীলের পশ্চিম তীরে গীজা উপত্যকায় মিনা নগরের প্রান্তদেশে ফেরায়ুন খুফুর পিরামিড—তারই বিপরীত দিকে নীলের পশ্চিম তীরে মকত্তম পাহাড়ের উপরে মহম্মদ আলি প্রাচীন ফেরায়ুনকে প্রতিযোগিতা ক'রে সৃষ্টি করলেন তাঁর নব মিশরের স্বপ্ন এই নূতন নগর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কনষ্টান্টিনোপলের খলিফা নূর ওসমানের মসজিদের অনুকরণে স্থাপন ক'রলেন মহম্মদ আলি মসজিদ।

পিরামিডের অভ্যন্তর থেকে নিষ্ঠুর ভাবে তিনি প্রকাণ্ড আলাবাষ্টার প্রস্তর খণ্ড তুলে নিলেন এবং সেইগুলি দিয়ে মসজিদের প্রাচীর অনুরঞ্জিত করা হ'ল। মহম্মদ আলি প্রাচীন ফেরায়ুন সম্রাটদের প্রতি কোন শ্রদ্ধা পোষণ করেন নি। এই মসজিদের অভ্যন্তরে রয়েছে এক্‌শত বেলোয়ারী আলোর ঝাড়; জেরুজালেমে মসজিদ উল আক্‌সারের অনুকরণে পরিকল্পিত হ'য়েছে বেলওয়ার-এর মধ্যমণি।

প্রাচীর গাত্রে রয়েছে কোরাণের আয়াত এবং চারজন খলিফা আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলির নাম উৎকীর্ণ। এর ভিতরে রয়েছে চারটি গম্বুজ, দুইটি মিনার এবং মধ্যস্থলে একটি সুবিশাল শীর্যস্তম্ভ। এই মসজিদ নির্ম্মাণে সতের বৎসর সময় লেগেছিল (১৮৩০-৪৭)।

মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে সমস্ত কায়রো নগর দর্শকের চক্ষে ধরা পড়ে। আমরা দেখলাম সমগ্র "মিনারের নগর" কায়রো, শান্তসলিলা নীল নদ বয়ে চলেছে অবিশ্রান্ত গতিতে ভূমধ্যসাগরের দিকে, কত সহস্র ঘটনার নীরব সাক্ষী এই নীলনদ !

এই মসজিদেই শায়িত রয়েছেন মহম্মদ আলি, তাঁর বীর পুত্র ইব্রাহিম পাশা এবং এই বংশের অন্যান্য সন্তান। দূরে পিরামিডের অভ্যন্তরে শায়িত রয়েছেন এমনি শত শত নরপতি।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আমরা দেখতে গেলাম জোসেফের কূপ—সেই ওল্ড টেষ্টামেণ্ট বর্ণিত কূপ—এই কূপে জোসেফকে তাঁর ভ্রাতাগণ নিক্ষেপ ক'রেছিল এবং এইখানেই তিনি নব-জীবনলাভ ক'রেছিলেন। ইহুদীদের পক্ষে এই স্থানটি খুব পবিত্র। কিন্তু আমরা দেখলাম এই কূপের জলে কয়েকজন ভারতীয় রজক সৈন্যদের বস্ত্র পরিষ্কার ক'রছে ; কি শোচনীয় দৃশ্য ! কি ভাগ্যবিপর্য্যয় ! ইহুদীগণ এই ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ; কিন্তু তারা নিরুপায়। তারা আক্ষেপ করে, কিন্তু বিচার প্রার্থনা ক'রবার সাহস নাই। আমরা রাত্রি আটটার সময় ফিরে এলাম।

২৩শে মার্চ্চ, '৪৫

আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানীর সঙ্গে আমাদের বন্দোবস্ত করারও চেষ্টা করলাম কিন্তু তারা কোন আশা দিতে পারল না। আমি গৃহে বসে আজকে কয়েকটি অর্দ্ধসমাপ্ত ও আংশিক সমাপ্ত প্রবন্ধের উপর কাজ ক'রলাম। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর গ্রন্থগুলি যাবার পূর্ব্বেই ফিরিয়ে দিতে হবে ; সুতরাং প্রায় দশ ঘণ্টা কাজ ক'রলাম।

২৪শে মার্চ্চ, '৪৫

ডক্টর ওয়ালী খান একখানি নিমন্ত্রণ চিঠি নিয়ে এলেন ; ক্যাপ্টেন্ দয়াল সোমবার দিন হাইফাতে চলে যাবেন। তাঁর বিদায় ভোজ উপলক্ষে একটি ডিনারে আমাকে উপস্থিত হতে হবে।

বৈকাল তিনটার সময় মিস রোশেনহাম আবার এসে উপস্থিত হ'লেন। তিনি আমাকে একজন জার্ম্মাণ ইহুদীর সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিলেন—তিনি আমার বাড়ীর পাশে থাকেন—নাম হের ককমান; ঔষধের রাসায়নিক। সম্প্রতি তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হ'য়েছে। তিনি একটি কন্যা নিয়ে ফ্লাটে আছেন। কন্যাটি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে—শুক্রবার দিন বাড়ী আসে, সোমবার দিন চলে যায়। একটু আলাপের পর হের্ ককমানকে জিজ্ঞাসা ক'র্লাম, যুদ্ধ শেষে কি আপনি জার্ম্মাণীতে চলে যাবেন? অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে তিনি উত্তর দিলেন—অসম্ভব, সে হ'তেই পারে না। আমার আত্মীয়স্বজনকে গেষ্টাপো নৃশংসভাবে হত্যা ক'রেছে। সেই স্মৃতি আমি ভুলতে পারি না। আমি তারপর বল্লাম, —যুদ্ধান্তে যখন সমস্ত স্থির হবে তখন বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত জার্ম্মাণ ইহুদীগণ কি তাদের পিতৃভূমিতে ফিরে যাবে না? অত্যন্ত করুণ স্বরে হের ককমান উত্তর দিলেন, ফিরে গিয়ে কি হবে? জার্ম্মাণী ত' ইহুদীদের জন্য পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেছে। পুত্র আছে ত' পিতা নাই, স্বামী আছে ত' পত্নী নাই—গৃহ আছে ত' গৃহিণী নাই। তারা ফিরে গিয়ে কি ক'রবে? জার্ম্মাণীতে ইহুদীদের বন্ধন কোথায়? আর বেশী প্রশ্ন ক'বে তাঁকে দুঃখ দিতে ইচ্ছে হ'ল না; সুতরাং মিসেস্ রোশেনহামের সঙ্গে কং. ব'লে সম্ভাষণ জানিয়ে ফিরে এলাম। বৈকালে ডক্টর ফোয়াদ হাসনাইন-এর সঙ্গে গীতার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা ক'রলাম। ইনি হিব্রু ভাষার অধ্যাপক, তাঁর ওয়াষ্টফেলিয়ান ইহুদী স্ত্রী ভারতবর্ষ দেখবার জন্য খুব উৎসাহী। আমার সঙ্গে যত জার্ম্মাণ-এর আলাপ হয়েছে প্রায় সকলেরই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব রয়েছে। মিসেস্ ওয়ালী খান একদিন বলেছিলেন—আমি মিঃ ওয়ালী খানকে বিয়ে করেছিলাম কারণ তিনি ভারতবাসী। ভালমন্দ কিছু বিবেচনা করিনি, কারণ কৈশোরে আমার ধারণা ছিল ভারতবাসী মাত্রই শ্রদ্ধার পাত্র। এমনি ধারণা এখনও অনেক জার্ম্মাণের রয়েছে।

২৫শে মার্চ্চ, '৪৫

আজকে ট্রান্সজর্ডনএর কন্সাল আব্দুল আজিজ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি আমাকে বল্লেন যে সান্ ফ্রান্সিসকো কন্ফারেন্সে তাঁর কন্সাল যাবেন; তাঁর একজন খুব ভাল ইংরাজী জানা সেক্রেটারীর প্রয়োজন—আমি গেলে তিনি খুব খুসী হবেন। আমি উত্তর দিলাম যে, বৃটিশ কন্সাল এ বিষয়ে সম্মতি দিবেন কিনা সন্দেহ আছে; যদি তিনি সম্মত হ'ন তবে আমি

সান্-ফ্রান্সিস্‌কোতে যাব। তাঁরা আমার যাতায়াতের ব্যয়, হোটেল খরচ, এবং একমাসের জন্য একশ পঞ্চাশ পাউণ্ড দিতে স্বীকৃত হলেন। আমীর আবদুল্লার কাছে পত্র লেখা হবে।

বৈকালে মিসেস ওয়ালী খান আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। গীতার ভূমিকা তিনি শুনলেন, এর পূর্ব্বেও তিনি ওয়াই, এম, সি, এ তে এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আমার বক্তৃতা শুনেছিলেন। তিনি গীতার জ্ঞানবাদ শুনে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন এবং বল্‌লেন যে পুস্তক ছাপা হ'লে একখণ্ড না পাঠালে তিনি আমাকে অভিসম্পাত ক'রবেন। তাঁর খুব ইচ্ছা যে, একবার ভারতবর্ষে আসেন। তাঁর কন্যা মিস জামিলা ভারতবর্ষে আসবার জন্য খুবই আগ্রহান্বিত; জামিলা চমৎকার আরবী বলে, হিন্দী শিখ্‌তে চায়।

হোটেলে গিয়ে শুনলাম, ফোয়াদ দাহান অত্যন্ত অসুস্থ এবং শাফি দাহানকে টেলিগ্রাম করা হ'য়েছে। আমি একখানা চিঠি লিখলাম ফোয়াদের আরোগ্য প্রার্থনা ক'রে। সে চিঠিখানি শাফি পড়ে এত খুশী হ'য়েছিল যে, সে একঘণ্টার মধ্যে চিঠিখানি বাঁধিয়ে আন্‌ল; বন্ধুদের দেখিয়ে বল্‌লে যে, আমাদের পরিবারে স্মৃতিস্বরূপ এই চিঠিখানি সযত্নে রক্ষিত হবে। তান্‌তার এই দাহান পরিবার আমাকে অত্যন্ত ভালবাসে। আমার ছাত্র ত্রিপলীর নসরৎ, লেবাননের রফী, তালিফার আতাল্লাহ আওরান, আম্মানের হামদি মালহাস্ প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে আসত। আমি তাদের এই আন্তরিকতায় মুগ্ধ।

২৬শে মার্চ্চ, '৪৫

আজকে ভারি আনন্দে কেটেছে। সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন দয়ালের বিদায় ভোজে উপস্থিত ছিলাম। এই বিদায় ভোজের অনুষ্ঠান হ'য়েছিল একটি গ্রীক পেন্সন হাউসে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সেন্সর বিভাগের কর্ণেল সিং, গুজরাণওয়ালার মেজর চন্দন সিংহ, দিল্লীর ক্যাপ্টেন কিষণ-প্রসাদ, লাহোরের ক্যাপ্টেন দত্ত, ডাঃ ওয়ালি এবং মিসেস ওয়ালি খান। নূতন পরিচিতের মধ্যে—মিসেস গুরুদয়াল এবং কোয়েটার মিস ডলি খান। এই পেন্সনটি আজকের উৎসব উপলক্ষে সুসজ্জিত করা হ'য়েছে এবং অভ্যর্থনা কক্ষটি সম্পূর্ণ ফরাসী ধরণে সাজানো হ'য়েছে। পেন্সন অধিকারিণী গ্রীক মহিলা জনৈক মিশরীয় ভদ্রলোককে বিবাহ ক'রেছেন। ইনি বেশ স্থূলাকৃতি, মিষ্টভাষিণী, হাস্যময়ী। আমি নূতন অতিথি সুতরাং আমার প্রতি বিশেষ সযত্ন দৃষ্টি দিতেছিলেন।

কর্ণেল সিং তাঁর পদমর্য্যাদা রক্ষা ক'রে কথা বল্‌ছিলেন। মেজর চন্দন সিং খুব ভদ্র, কিষণচাঁদ অতি উজ্জ্বল মেধাবী যুবক, তবে একটু আত্মম্ভরী। ক্যাপ্টেন দয়াল যৌবনের প্রতীক, প্রতি অঙ্গে তিনি তাঁর তারুণ্য অনুভব ক'রছিলেন; তাঁর ব্যঙ্গোক্তি, কটূক্তি, নৃত্য, সঙ্গীত প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ঝরে প'ড়ছিল। তিনি হাইফা চ'লে যাবেন কা'ল, সুতরাং আজ জীবনকে খুব উপভোগ ক'রে নিচ্ছেন। ক্যাপ্টেন দত্ত ভারি শান্ত, সুবোধ. সামরিক জীবনের জন্য তিনি সৃষ্ট হন নাই। মিসেস্ গুরুদয়াল এবং মিস্ ডলি ইণ্ডিয়ান জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স হস্‌পিটালের সেবিকা। মিসেস্ গুরুদয়াল বহু কাল বিলাতে ছিলেন। মিস্ ডলির মাতা ইংরাজ মহিলা, পিতা একজন সিন্ধী মুসলমান। তিনি অপরূপ সুন্দরী; দৈর্ঘ্যে প্রায় সার্কেশিয়ানদের মত, কুন্তলদাম স্বর্ণাভ—ইহুদী নারীর মত, বর্ণ কাশ্মিরী তরুণীর মত কোমল ও মসৃণ। চক্ষু বিসদৃশ ক্ষুদ্র, চঞ্চল দৃষ্টি; কণ্ঠস্বর সঙ্গীতের মত, পরিধানে সবুজ ওডনা, পায়জামা এবং রেশমের স্বল্প নীলাভ জরীদার পাঞ্জাবী। মিসেস্ গুরুদয়ালের পোষাক সাধারণ বাঙালী মেয়ের মত। তিনি ব'ললেন—আজকে বাঙালী অতিথির সম্মানার্থে আমি শাড়ী প'রে এসেছি। মিসেস্ ওয়ালি খান ব'ললেন যে, জার্ম্মাণীতে শাড়ী পরিহিতা ভারতীয় নারী অত্যন্ত সম্মানের পাত্রী। এটা ভারতীয় নারীর বিশেষত্ব। তাঁরা কোথাও শাড়ী ত্যাগ করেন না।

খাদ্য পরিবেশন বুফে ডিনার, লৌকিকতা নাই, সামাজিকতা নাই, ইচ্ছানুযায়ী জিনিষ নিয়ে খেলেই হ'ল। ডিনারের পরে সঙ্গীত আরম্ভ হ'লো। ক্যাপ্টেন দত্ত হঠাৎ "চল্, চল্‌রে নওজোয়ান" গান আরম্ভ ক'রলেন। এর পরেই ক্যাপ্টেন কিষণচাঁদ আরম্ভ ক'রলেন—"ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা" তারপর "জনগণমন অধিনায়ক"। আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম—মিশরে অবাঙ্গালীর মুখে বাঙ্গলা গান শুনে! গানের সঙ্গে সমস্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে উঠলেন—তাই দেখে গ্রীক্ মহিলারাও দাঁড়িয়ে উঠলেন—আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য। আমি কিষণচাঁদকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—আপনি এই সঙ্গীত কোথায় শিখলেন? তিনি উত্তর দিলেন—দিল্লী পাব্‌লিক স্কুলে পড়বার সময় আমাদের স্কুলের সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন একজন বাঙ্গালী মহিলা—তিনি সমস্ত প্রদেশের সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। যদিও অনেকেই সঙ্গীতের শব্দার্থ বোঝেন নি, কিন্তু মর্ম্মার্থ উপলব্ধি ক'রেছিলেন। প্রত্যেকেই এক একটি গান ক'রলেন, আমরা দু'একজন ছাড়া। তারপর গ্রীক মহিলা একটি আরবী, একটি ফ্রেঞ্চ ও একটি গ্রীক সঙ্গীত শুনালেন। প্রত্যেকেই ভদ্রমহিলার প্রশংসা ক'রলেন। কিন্তু

তাঁর স্বামী ব'ললেন—এ কি রকম আপনাদের ব্যবহার? সমস্ত প্রশংসাই আমার স্ত্রীর প্রাপ্য? আমি কি কেউ নহি? যা কিছু আয়োজন ত' আমিই ক'রেছি, অথচ আমার অস্তিত্ব আপনারা সভা থেকে মুছে দিয়েছেন! আমি আপনাদের নারীস্তুতির প্রতিবাদ করি। আমি উত্তর দিলাম—এই অভিযোগ কি শুধু ব্যঙ্গ মাত্র—না এর মধ্যে কোন অন্তর্বেদনা আছে?

প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না ক'রে আমি মিসেস্ গুরুদয়ালকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—এই যুদ্ধের কার্য্যভার গ্রহণ ক'রে আপনারা যে জীবন যাপন ক'রছেন তার প্রতি কি আপনায় শ্রদ্ধা আছে? তিনি উত্তর দিলেন—আমি এ কাজকে ভালই বাসি। আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম আমি শুনেছি যে ভারতীয় আহত সৈন্যদের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া হয় না; সুতরাং আমি স্বেচ্ছাসেবিকার ব্রত গ্রহণ ক'রেছি। আমি বল্লাম—আর অনেক দিক দিয়েই ত' ভারতীয় সৈন্যদের সেবা করা যেত। তিনি ব'ললেন—হাঁ, তা জানি। তবে আপনাদের ধারণা নাই যে যুদ্ধে আহত সৈন্যরা মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে একটুখানি সস্নেহ ব্যবহারের জন্য কত আকাঙ্ক্ষিত হ'য়ে থাকে! আত্মীয়-স্বজনবিহীন হাসপাতালে সহানুভূতি-বিবর্জ্জিত নার্সের পরিচর্য্যা মরণোন্মুখ আহত সৈন্যকে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে পারে না। আমি জানি যে এটা আমাদের যুদ্ধ নয়—তবুও আমাদের আত্মীয়-স্বজন এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছে এবং তারা কত যন্ত্রণা ভোগ ক'রছে! আমি এখনও বিশ্বাস করি যে এই যুদ্ধে যোগ দিয়ে আমরা মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে, মাতৃত্বের দিক দিয়ে ভালই করেছি।

তারপর আমি মিস্ ডলিকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—আপনি ত' যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন। রাশিয়াতে নারীরা সৈন্যবিভাগে যোগ দিয়েছে—আপনারা কি তাই ক'রবেন?

তিনি সজোরে উত্তর দিলেন—আমরাও যুদ্ধ ক'রবো।

আমার প্রশ্ন—আপনি কি মনে করেন না এই যুদ্ধের কাজ ক'রে নারীরা অনেকটা পুরুষ হ'য়ে যাচ্ছে? গৃহই কি আপনাদের সত্যিকার আশ্রয় নয়?

উত্তর—হাঁ, গৃহ আমাদের একটি আশ্রয় বটে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রও সময় বিশেষে আশ্রয়স্থল হ'য়ে ওঠে।

প্রশ্ন—যুদ্ধক্ষেত্র ও গৃহক্ষেত্র এ দু'টির সামঞ্জস্য কি ক'রে ক'রবেন?

উঃ—কেন? ইংরাজ, আমেরিকান নারীরা ত' বেশ সামঞ্জস্য ক'রে নিয়েছে।

প্রশ্ন—ইংরাজ ও আমেরিকান নারীর অভিজ্ঞতা ও আদর্শ কি খুব লোভনীয়?

এমন সময় মিসেস্ ওয়ালি খান ব'ললেন—এ সমস্যা অত্যন্ত জটিল। এই সমস্ত নারী যখন যুদ্ধান্তে গৃহে ফিরে যাবে তখন কি ভাবে সমাজে তাদের স্থান হ'বে, সেটা চিন্তনীয় বিষয় বটে। যুদ্ধে যোগ দিলে নারীর মর্য্যাদা যে নষ্ট হ'য়ে যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

মিসেস্ গুরুদয়াল ব'ললেন—আপনারা পুরুষ জাতি ত' দশ হাজার বৎসর পৃথিবীর রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা ক'রেছেন, এবার আমরা সে ভার গ্রহণ ক'রতে চাই। আমাদের শিক্ষার সুযোগ দিন, কর্ম্মের সুযোগ দিন; আমরা পুরুষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট না হ'তে পারি—তবে নিকৃষ্ট হ'ব না, এটা নিশ্চয়ই।

রাত্রি ১১টা বেজে গেছে, এবার আমাদের উঠতে হ'বে—এক কাপ ক'রে কফি পান ক'রে উঠলাম। এখানে কোন রঙীন পানীয়ের ব্যবস্থা ছিল না—কারণ এই উৎসব ভারতবাসীর।

২৭শে মার্চ্চ, '৪৫

হাফিজ আফিফি পাশার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ব্যাঙ্ক ডি মিশরে গিয়েছিলাম। তিনি আমার "১৯৪৫ সালের মিশর" এর জন্য প্রবন্ধ লিখবেন। তিনি বহুকাল লণ্ডনে মিশরের রাজদূত ছিলেন এবং কিছুদিন পূর্ব্বে মিশরের পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন। বর্ত্তমানে মিশরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্ক ডি মিশরের পরিচালক। আমি সাড়ে ৯টায় উপস্থিত হ'য়েছি, অধ্যাপক নাসিফ আসেন নি; সুতরাং আমি ঘুরে ঘুরে ব্যাঙ্কের কার্য্য প্রণালী দেখতে লাগলাম।

বিরাট প্রাসাদ, সুবিশাল কক্ষ, অপেক্ষা-গৃহ প্রায় রাজপুরীর অভ্যর্থনাকক্ষেরই অনুরূপ—স্বর্ণখচিত কাউন্টার, কুশান চেয়ার, পুরু কাচের টেবিল, বৈদ্যুতিক আলোর ঝাড়; নানা বর্ণের ছটা! ছাদ বিচিত্র কারুকার্য্য মণ্ডিত, গৃহতল সম্পূর্ণ মোজেইক খচিত। প্রত্যেকটি কর্ম্মচারীর পরিচ্ছদ ব্যাঙ্কের নামাঙ্কিত। নিম্নতন কর্ম্মচারীদের পরিচ্ছদ মর্য্যাদানুরূপ। এই প্রতিষ্ঠানকে মিশর জাতীয় প্রতিষ্ঠান ব'লে মনে করে। কিন্তু ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ ইজিপ্ট, অর্থাৎ সরকারী ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ ইংরেজ, সভাপতি নামমাত্র একজন মিশরীয় পাশা। এই ব্যাঙ্কের হস্তে নোট ছাপবার অনুমতি রয়েছে—এবং মিশরের সমস্ত নোটের

সংরক্ষিত তহবিল লণ্ডনে আছে। সেখান থেকেই মিশরের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং জাতীয়তাবাদী মিশরীয়গণ ব্যাঙ্ক ডি মিশরকেই সমর্থন করে। হাফিজ আফিফি পাশা এই ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়েই মিশরের বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদির উন্নতির চেষ্টা ক'রছেন। প্রায় দশটি বড় বড় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার এই ব্যাঙ্কের উপরই ন্যস্ত রয়েছে।

অধ্যাপক নাসিফ ১০টার ৫ মিনিটে পূর্ব্বে এলেন—আমরা দু'জনে কার্ড দিয়ে প্রবেশ ক'রলাম। হাফিজ আফিফি পাশা প্রস্তুত ছিলেন। সাদর সম্ভাষণের পরেই তিনি কাজের লোক, কাজের কথা আরম্ভ ক'রলেন। তিনি আমাকে প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় লিখে দিতে ব'ললেন—আমি চারিটি প্রশ্ন ক'রলাম—তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে উত্তর দিলেন এবং ব'ললেন—এক মাস পরে আমার নিকট প্রবন্ধটি পাঠিয়ে দেবেন।

দশ মিনিটের মধ্যে আলোচনা শেষ ক'রে এলাম। এই একটি মিশরীয় ভদ্রলোক দেখলাম যিনি কফি দিয়ে অভ্যর্থনা করেন নি।

১১টার সময় ষ্টেট্ লাইব্রেরীতে গিয়ে আহ্‌মদ বিন্ হান্‌বালের প্রণীত আল্ মোহিতের আলোকচিত্র আনতে গেলাম। কিন্তু ডিরেক্টারের দস্তখত হয়নি ব'লে সেটা পাওয়া গেল না। গ্রন্থাগারিককে ব'ললাম, পাঁচ মাইল দূর থেকে এসেছি, আজকে আপনাদের বই দেবার দিন, দস্তখতের অজুহাতে আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া নিয়ম হ'তে পারে, কিন্তু একজন অধ্যাপকের সময়ের মূল্য যে কত বেশী, সে ধারণা আশা করি আপনাদের আছে। তিনি একটু লজ্জিত হ'লেন এবং মিষ্ট কথায় ব'ললেন—তিনি নিরুপায়।

হে **লালফিতা**! তোমার বন্ধন থেকে পৃথিবী কবে মুক্ত হবে?

রাত্রে আজ অধ্যাপক হাসান ফতেহ্‌র গৃহে নিমন্ত্রণ, তাঁর শিল্প সংগ্রহ দেখতে হবে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ফরাসী স্থপতিবিদ্ ম'সিয়ে হারুণ, মিঃ সালেহ্‌উদ্দিন, ডাঃ ও মিসেস ওয়ালি খান, প্রিন্সিপাল ও মিসেস ইউসুফ প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। আমার মিশর ত্যাগের প্রাক্কালে অধ্যাপক হাসান ফতেহ্ নিজের লিখিত একটি নাটক পড়ে শুনাবেন। এই নাটকটি মিশরের সাধারণ জীবনের কাহিনী। তিনি ছ'মাস ধরে নাটকের প্রত্যেকটি দৃশ্যের জন্য অধ্যাপক রামেশিসের সঙ্গে একত্র হ'য়ে পট রচনা ক'রেছেন। নাটকটি অভিনীত হ'বে ষোড়শ শতাব্দীর পরিত্যক্ত একটি তুর্কী রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে। রাজা ফারুক স্বয়ং নাটক অভিনয়ে উপস্থিত থাকবেন।

মিসেস ওয়ালি খান একজন শিল্পবিশারদ ; তিনি ইউরোপের বহু চিত্রশালা দেখেছেন। মিসেস ইউসুফ বে একজন বিখ্যাত শিল্পী। নারী শিল্পী সাধারণতঃ একটু বেশী বিশ্লেষণপ্রিয় ; তাঁরা প্রত্যেক জিনিষের ক্ষুদ্রাংশ নিয়ে সমালোচককে বিব্রত করেন। সুতরাং অধ্যাপক হাসান যতেহ্ গোড়া থেকেই খুব সংযত হ'য়ে কথা ব'লেছিলেন। তাঁর চিত্রশালায় পৃথিবীর বহুদেশের শিল্পসম্ভার সংগৃহীত রয়েছে—আবিসিনিয়ার বেতের কাজ, সুদানের কাঁথা, মরক্কোর সূচীশিল্প, পারস্যের ক্ষুদ্র চিত্র, আরবের মাস্‌রাবাইয়া—আরও কত কি! কিন্তু ভারতবর্ষেব কোন জিনিষ ছিল না। তিনি বলেন যে, আরব শিল্প মিশবের ঐতিহ্যেব সংস্পর্শে এসে মিশরের শিল্পকে প্রাণবন্ত ক'রে দিয়েছে।

হঠাৎ আমরা একটা অন্ধকার গৃহে উপস্থিত হ'লাম। দেখছি, একটি চিত্রিত কাচখণ্ডের উপর রয়েছে নীল নদের একটি মাছ, পারস্য দেশের একটি হরিণ, ওমর খাইয়ামের দুইটি কবিতা ; উপরে একটি নাইটিঙ্গেল পাখী একটি গোলাপ পূর্ণ পাত্র থেকে গোলাপের নির্য্যাস চুষে নিচ্ছে—নাইটিঙ্গেলের গণ্ডদেশ ঈষৎ গোলাপী আভামণ্ডিত। পশ্চাৎদেশ থেকে বৈদ্যুতিক আলো কাচখণ্ডেব ভিতর দিয়ে স্ফুরিত হ'য়ে গৃহের অন্ধকারকে আরো জীবন্ত ক'রে তু'লছিল। অন্ধকার কক্ষটি ত্যাগ ক'রেই দেখলাম কাঠের একটি মাসরাবাইয়া (জালেব কাজ)—প্রাচীন তুর্কী বাজার খান খলিলি থেকে তিনি পুরাতন গৃহের অংশ কিনে এটি তাঁর গৃহে স্থাপন ক'রেছেন। এই সমস্ত জিনিষই পূর্ণ পরিকল্পিত স্থপতির অংশ। তিনি এর নাম দিয়েছেন বায়েৎ-উল আরাবী (আরব কক্ষ)।

তিনি বলেন যে, চীন থেকে আরম্ভ ক'রে তুর্কীস্থান পর্য্যন্ত এবং আরব থেকে আরম্ভ ক'রে মরক্কো ও স্পেন পর্য্যন্ত মুসলিম শিল্পের প্রচ্ছদপটে ধর্ম্মের আবেদন পাওয়া যায়—যদিও প্রত্যেক দেশের স্থানীয় শিল্পীগণ নিজেদের নৈপুণ্যের নিদর্শন রেখে গেছেন। ফরাসী স্থপতিবিদ মঁসিয়ে হারুণ বললেন যে, অধ্যাপক হাসান শিল্পের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জাতির প্রতিভার নিদর্শন খুঁজে বেড়ান, কিন্তু এই নিদর্শনটি আংশিক মাত্র।

মিসেস ওয়ালি খান্ ব'ললেন—এতকাল মিশরে থেকেও এই তীর্থস্থানটি দেখিনি, এজন্য অধ্যাপক চৌধুরীকে ধন্যবাদ। আমরা এবার অভ্যর্থনা কক্ষে বসলাম। কিছু সঙ্গীতের আয়োজন ছিল। অধ্যাপক হাসান্ বীণা বাজাতে আরম্ভ ক'রলেন। ইউরোপের সঙ্গীতের সঙ্গে প্রাচ্য সঙ্গীতের সম্মেলন মিশরীয়

সঙ্গীত ধারার একটা বৈশিষ্ট্য। আমি আব্‌দুল ওহ্‌হাব ও উম্মে কুল্‌সুম-এর সঙ্গীত শুনেছি। মিশরে আরব সঙ্গীতের প্রাচীন ধারা প্রায় নষ্ট হ'য়ে গেছে, কারণ প্রতি বৎসর ফরাসী, ইতালিয়ান অভিনেতৃদল মিশরে শীতকালে এসে বড় বড় শহরে অভিনয় ও সঙ্গীত অনুষ্ঠান করেন এবং তাঁদের প্রভাবে আরবের স্বাভাবিক সঙ্গীত ধারা অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে। হাসান ফতেহ্‌ আরবী, গ্রীক, ইতালিয়ান, ফরাসী, তুর্কী এবং মিশরীয় অমিশ্রিত সুরে বীণা বাজালেন। মিসেস ওয়ালি খান একটি জার্ম্মাণ সুর বাজিয়ে আমাদের তৃপ্ত ক'রলেন। আমরা প্রায় রাত্রি সাড়ে দশটার সময় বাড়ী ফিরে এলাম।

২৮শে মার্চ্চ, '৪৫

আজকে আল্‌-আজ্‌হারের গবেষক ছাত্রদের পরীক্ষা। এখানে ছাত্রদের গবেষণা বিভাগে প্রবেশের পূর্ব্বে একটি প্রাথমিক পরীক্ষা হয়। মিশরে যে কোন আলেমই গবেষণার অধিকার পায় না। গবেষণা ক'রতে হ'লে পূর্ব্বে অনুমতি নিতে হয়। এই অনুমতি দেবার পূর্ব্বে ছাত্রদিগের ৭ দিন আগে গবেষণা সংক্রান্ত একটি বিষয় ও তৎসংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তকের নাম ব'লে দেওয়া হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে আজ্‌হারের উলেমাসঙ্ঘের সম্মুখে এবং ছাত্রগণের উপস্থিতিতে এক ঘণ্টা কাল ঐ বিষয়ে গবেষক ছাত্রকে বক্তৃতা দিতে হয়—তারপর প্রশ্ন করা হয়। বক্তৃতা এবং প্রশ্নোত্তরে সন্তুষ্ট হ'লে তাকে একজন ওস্তাদের অধীনে গবেষণা ক'রতে হয়।

আজকের পরীক্ষার বিষয় ছিল—হজরত আলির মৃত্যুর পর আব দুল মালেক ইবন্‌ মারওয়ানের রাজত্ব পর্য্যন্ত হেজাজের পতন। গবেষক ছাত্রটি দাঁড়িয়েছে একটি আসামীর কাঠগড়ার উপরে—ছাত্র ও দর্শকগণ বসেছেন গ্যালারীতে, সম্মুখে ডায়াসের উপরে চেয়ারে বসেছেন পাঁচ জন বিখ্যাত উলেমা – রাজকীয় বিদ্যালয়ের ডাঃ সাফি গারবাল, ডাঃ জিয়াদা এবং আজ্‌হারের শেখ্‌ হবীব, আব্‌দুল আজিজ্‌ এবং মহম্মদ সারনা গাউই। সকলের পোষাকই ইউরোপীয় হাট, কোট, টাই—শুধু মাথার উপরে আজ্‌হারের প্রতীক চিহ্ন। ছাত্রদের অনেকেরই পরিধানে ছিল গালাবাইয়া, কোমরে কাশ্মীরা, মাথায় তরবুশ এবং তার চারদিকে ফোতা (কাপড়ের পট্টী)।

সাধারণ মাদ্রাসার মত এখানে কোন কালিন ছিল না, তাকিয়া ছিল না; তার বদলে ছিল ডেস্ক, চেয়ার, টেবিল, ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান। আজ্‌হার

প্রাচীনপন্থী হ'লেও বর্ত্তমানে ইউরোপীয় জীবনধারা কিছু কিছু গ্রহণ ক'রেছে। সময়ের প্রভাব থেকে মানুষ কিছুতেই মুক্ত হ'তে পারে না—মিশরীয় সভ্যতাও এর ব্যক্রিক্রম নয়।

গবেষক ছাত্রটি প্রায় ৪২ মিনিট বক্তৃতা দিল অনর্গল আরবী ভাষায়—তার মধ্যে ব্যঙ্গ রয়েছে, উচ্ছ্বাস রয়েছে এবং অনুসন্ধিৎসাও ছিল। বক্তৃতার পরে দশ মিনিট বিশ্রাম। অধ্যাপক আব্‌দুল আজিজ আমাকে বক্তৃতার সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আমি শুধু ব'ললাম যে, হেজাজ থেকে যদি দামাস্কাসে রাজধানী পরিবর্ত্তিত না হ'ত তা'হ'লে ইসলামিক সভ্যতার রূপ অন্য রকম হ'ত। দামাস্কাসে গিয়ে আরবগণ একটি বৃহত্তর গ্রীক-রোমান সভ্যতার সন্ধান পেয়েছিল, অন্যদিকে সাহেবীগণ হেজাজের মধ্যে বাস ক'রে প্রাচীন আরবীয় জীবনধারাকে অক্ষুন্ন রেখে এবং হদিস সংগ্রহে ও সমালোচনায় ব্যাপৃত রইলেন। সুতরাং একদিকে যেমন ইসলাম আরবের বাইরে চ'লে গেল অন্যদিকে তেমনি ইসলাম আরবমুখী হ'য়ে রইল। ডাঃ জিয়াদা আমার সঙ্গে একমত হ'য়ে আমাকে খুব উৎসাহিত ক'রলেন। তারপর আলোচনার সময় ছাত্রকে ডাঃ সাফি গরবাল এই প্রশ্নটিই জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন। ছাত্রটি দেখলাম আমার মন্তব্যটি মেনে নিল। তাকে গবেষণার উপযুক্ত ব'লে ঘোষণা করা হ'ল।

এইরকম গবেষক ছাত্রদের পরীক্ষা দুই পাস চ'লবে। এই নিয়মটি আমার খুব ভাল লেগেছিল।

২৯শে মার্চ্চ, '৪৫

কাল শেখ্ আবদুল আজিজের সঙ্গে কথাবার্ত্তার সময় তিনি গীতার আরবী অনুবাদের কথা বলেছিলেন—এ সম্বন্ধে তিনি খুব উৎসাহ প্রকাশ ক'রেছিলেন। আজকে আমার সঙ্গে তাঁর আলোচনা হ'বে স্থির হয়েছিল। সেই অনুসারে আমি আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে অধ্যাপক হবীবের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রলাম। তিনি ইউসুফ আলির কোরাণের ভাষ্য পড়েছেন, রাধাকুমুদ মুখার্জ্জীর সোসালিজম্ পড়েছেন, মাক্সমুলার প্রণীত বেদের অনুবাদ পড়েছেন। অধ্যাপকের সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে আরও কিছুকাল পূর্ব্বে আলাপ হ'লে ভাল হ'ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শেষ করে ডাঃ ফোয়াদ হাস্‌নাইনের সঙ্গে কায়রোর উপান্তে ইলেকট্রিক ট্রামে ক'রে হেলিওপলিসে গেলাম। দেখলাম তাঁর গৃহটি

অতি পারিপাটী সুসজ্জিত; তাঁর স্ত্রী একজন ওয়েষ্টফালিয়ান ইহুদী। ডাঃ ফোয়াদ হাস্‌নাইন জার্ম্মাণীতে অবস্থান কালে এদের পরিবারে কিছুকাল অতিথি ছিলেন। তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—আপনাদের বিবাহ কোন্ মতে হয়েছে? তিনি ব'ললেন—ইসলামিক অনুষ্ঠান অনুসারে বিবাহ হ'য়েছে, কিন্তু আমি আমার ধর্ম্ম ত্যাগ করি নি, এবং আমার স্বামীও আমাকে ধর্ম্ম ত্যাগ কর'তে বলেন নি। ধর্ম্ম নিয়ে আমাদের কোন মতভেদ নেই এবং আমার দুটি ছেলে তারা এখন অত্যন্ত শিশু; ধর্ম্মের প্রশ্ন তাদের মনে জাগেনি। তারপর তিনি আমাকে তাঁর গৃহের প্রত্যেকটি অংশ দেখালেন। তিনি ব'ললেন—এই চিত্রগুলি থেকে আরম্ভ ক'রে রন্ধনশালার বাসনের মধ্যে আমার হস্তচিহ্ন পাবেন। আমার স্বামীর সংসারের সমস্ত কাজই আমি করি। স্বামী ও সন্তানের পরিচর্য্যা ক'রে আমি তৃপ্তি পাই, আমার শিশুদের জন্য কোন নার্স নাই। মায়ের মত শিক্ষয়িত্রী পৃথিবীতে কেউ নাই। আমি ব্যঙ্গ ক'রে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, শিশুর প্রতি আপনার পক্ষপাত স্বামীর ঈর্ষ্যা উদ্রেক করে না? ডাঃ ফোয়াদ ব'ললেন—অধ্যাপক হিন্দীর জীবনে বোধ হয় এ অভিজ্ঞতা আছে। তারপর বল্লেন, আমার স্ত্রী অত্যন্ত স্বার্থপর; আমি এখন তাঁর কাছে তৃতীয় পক্ষ। দুটি শিশু তাঁর সমস্ত হৃদয় জুড়ে আছে, আমার স্থান কোথায়?

মিসেস ফোয়াদ আমাকে ভারতবর্ষের নারী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আমি ভারতীয় নারীর জীবনাদর্শ, বিবাহবিচ্যুতি, বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ ইত্যাদির কথা ব'ললাম। তিনি ব'ললেন যে—হিন্দুনারীর জীবনাদর্শের প্রতি প্রত্যেক জার্ম্মাণ মহিলার শ্রদ্ধা আছে। তিনি শুনেছেন যে ভারতের নারী অত্যন্ত ধর্ম্মবিলাসী এবং সেই জন্যই ভারতের অকল্যাণ। আমি তাঁকে ব'ললাম—আপনি ভারতবর্ষে গিয়ে আমার বাড়ীতে অতিথি হবেন, এবং সত্যিই ভারতীয় মহিলারা ধর্ম্মান্ধ কিনা পরীক্ষা ক'রে আসবেন।

তারপর কফির টেবিলে ব'সে তিনি প্রত্যেকটি খাদ্য প্রস্তুতের নিয়মাবলী বলে গেলেন। তিনি ব'ললেন, এগুলির সমস্তই জার্ম্মাণীতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের খাদ্য, এবং মেয়েরা স্কুলে পড়বার সময় এই সব খাদ্য তৈরী করে ও বিক্রি ক'রে। আমি তাঁকে জার্ম্মাণীতে সহশিক্ষার কথা জিজ্ঞাসা ক'রলাম। তিনি উত্তর দিলেন—জার্ম্মাণীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার প্রথা আছে। এর পূর্ব্ব ভাগে সহশিক্ষা সমর্থিত হয় না। আমার ব্যক্তিগত মতে পুরুষ কিম্বা নারীর বিশ

বৎসর বয়সের পূর্ব্বে সহশিক্ষা হওয়া উচিত নয়। কারণ, পুরুষ কিম্বা নারী নিজেদের সমাজে যেমন স্বাধীনভাবে ফুটে উঠতে পারে, একে অন্যের সান্নিধ্যে স্বভাবতঃই একটু জড়তা অনুভব করে—সে জড়তা ভেঙ্গে দিলে যতটুকু ক্ষতি হয় তার চেয়ে জড়তা রাখলে অনেক লাভ হয়। হিটলার স্বয়ং সহশিক্ষার বিরোধী। ৬টার সময় আমরা ফিরে এলাম।

আজকে ওয়াই-এম-সি-এর শতবার্ষিকী উৎসব। রাত্রিতে আন্তর্জ্জাতিক ভোজ। ভারতবর্ষের ওয়াই-এম-সি-এর পক্ষ থেকে আমি একজন প্রতিনিধি। এই উৎসবের প্রধান অতিথি মিশরের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় নক্রাশী পাশা। মিশরের বহু সম্ভ্রান্ত পাশা এবং রাজপ্রতিনিধি উপস্থিত আছেন। আমেরিকার মন্ত্রী মিঃ এস, সি, টাক, মধ্যপ্রাচ্যের ব্রিটিশ মন্ত্রী স্যার এডওয়ার্ড গ্রীগ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা নিজেদের দেশের পক্ষ থেকে এই উৎসবে অভিনন্দন জানালেন। ভারতবর্ষের প্রতিনিধি মেজর আলেকজাণ্ডার এবং আমি মধ্যস্থলে নির্দ্দিষ্ট আসনে বসলাম। নক্রাশী পাশার বক্তৃতার পর মিঃ টাক এবং স্যার গ্রীগ বক্তৃতা দিলেন। নক্রাশী পাশার বক্তৃতার মধ্যে একটু উচ্ছ্বাস ছিল। আমেরিকান মন্ত্রীর বক্তৃতায় ব্যঙ্গের সঙ্গে একটু গর্ব্বের ভাব মিশ্রিত ছিল। ব্রিটিশ মন্ত্রীর বক্তৃতা পরিমিত শব্দের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল—এর মধ্যে কোন উচ্ছ্বাস নাই, ব্যঙ্গ নাই, গর্ব্ব নাই, অথচ অনেক কিছুর আভাষ ছিল।

আজকে ডিনার অপেক্ষা ডিনারের আয়োজনই জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। সিরিয়াতে ষ্টেট ডিনারে আমি উপস্থিত ছিলাম—সে আন্তরিকতা এখানে দেখলাম না। ডিনার হলে আমার পাশে একজন ফ্রেঞ্চ কানাডিয়ান কর্ণেলের সঙ্গে আলোচনা হ'ল। তিনি আমাকে ভারতবর্ষের "সত্য খবর" জিজ্ঞাসা ক'রলেন এবং জাপানের প্রতি ভারতবর্ষের দৃষ্টিভঙ্গী জানতে চাইলেন। বোধ হয় তাঁর অনুসন্ধিৎসা কৃত্রিম ছিল না। রাত্রি ১০টার সময় বাড়ী ফিরে গিয়ে প্রায় ১টা পর্য্যন্ত আজ্‌হার বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটগুলি সংশোধন ক'রে নিলাম।

৩০শে মার্চ্চ, '৪৫

আজ ষ্টেট্ লাইব্রেরী থেকে আল্ মোহিত্ গ্রন্থের আলোকচিত্র পেয়েছি। ১লা এপ্রিল আমাকে খ্রীষ্টান সৈন্যদের জন্য ইষ্টার পর্ব্বোপলক্ষে অভিভাষণ দিতে হবে, তজ্জন্য ষ্টেট্ লাইব্রেরী থেকে খ্রীষ্টান পর্ব্বসমূহ সম্বন্ধে কয়েকখানি বই দেখলাম। মিঃ সালাবি নামক একজন তরুণ কর্ম্মচারী আমাকে একসঙ্গে

অনেকগুলি পুস্তক দিলেন। ইষ্টার সম্বন্ধে হিব্রু, ক্যাথলিক, সিরিয়াক এবং গ্রীক খ্রীষ্টানদের বিভিন্ন মত র'য়েছে। এই পর্ব্বটির ইতিহাস অনুশীলন ক'রে দেখলাম যে একটি জিনিষ কত বিভিন্ন আকারে, বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন অবস্থার পেষণে সম্পূর্ণ পথক রূপ পরিগ্রহ করে। অথচ সমসাময়িক বিশ্বাসী ভক্তগণ এই লৌকিক আচারকে কত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে—এবং আচারকে ধর্ম্মের অচ্ছেদ্য অংশরূপে অনুষ্ঠান করে।

আজ্‌হারের শেখ আব্‌দুল আজিজের সঙ্গে গীতার ভূমিকা নিয়ে তাঁর গৃহে আলোচনা ক'রতে গিয়েছিলাম। আমি দরজায় কলিংবেল টিপতেই একটি ছোট্ট দশ বছরের মেয়ে এসে দরজা খুলে দিল এবং ফরাসী ভাষায় আমাকে সম্ভাষণ জানাল। আমিও ফরাসী ভাষায় উত্তর দিয়ে শেখ আবদুল আজিজের কথা জিজ্ঞাসা ক'রলাম। সে তখন ব'লল—আপনি আসবেন বাবা ব'লেছেন এবং মা আপনার জন্য খাবার তৈরী ক'রেছেন। সরল এই ছোট্ট মেয়েটির সুন্দর কথাগুলি আমার খুব ভাল লেগেছিল। আমরা উপরে উঠলাম—উপরে গিয়ে অধ্যাপকের লাইব্রেরীতে প্রবেশ ক'রলাম। সেটাই তাঁর বসবার ঘর। চারিদিকে সমস্ত শেল্‌ফ ভরা পুস্তক—মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো, সোনার জলে নাম লেখা। দর্শন এবং মনোবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকই বেশী। বেশীর ভাগই আরবী, ফ্রেঞ্চ; ইংরাজী অল্প। অধ্যাপক আমাকে অভ্যর্থনা ক'রে বললেন—আমি দর্শনের ছাত্র—আজকে দর্শনের দেশের লোক আমার দর্শনের পুস্তকাগারে প্রবেশ ক'রে আমার গ্রন্থগুলিকে সম্মানিত ক'রেছেন। এই দেখুন—আপনার ঋগ্বেদের অনুবাদ আমার কাছে রয়েছে, বুদ্ধের জীবনী রয়েছে। আমি উত্তর দিলাম, প্রাণহীন দর্শন-পুস্তক অপেক্ষা জীবন্ত দর্শনেরই সন্ধান পেলাম—সেটা আমার সৌভাগ্য। সৌজন্য বিনিময়ের পরে তাঁর স্ত্রী-কন্যা এলেন—পশ্চাতে ভৃত্য, হস্তে কফি এবং কতকগুলি মিশরীয় পিষ্টক। তাঁদের ব্যবহারে মনে হ'ল আমি যেন তাঁদের পরিবারের কত পুরাতন বন্ধু, অনেক দিন পরে বিদেশ থেকে এসেছি, তাই এই অভ্যর্থনা।

এবার আমাদের কাজ আরম্ভ হ'ল। গীতার ভূমিকাংশের অনুবাদ এবং সংশোধন উপলক্ষে তিনি ব'ললেন—আমি অত্যন্ত ব্যস্ত, তবু গীতার আলোচনার লোভ আমি সংবরণ ক'রতে পারছি না। তাঁর ধারণা গীতার এই উদার মত হিন্দুর সংস্কারবিমুক্তি মনেরই ছায়া। যদিও শেখ্ আব্‌দুল আজিজ মারাগী বলেন ভারতীয় ধর্ম্মের ক্রম বিবর্ত্তন এবং নির্দ্দিষ্ট ধারণার অভাবেই আপাতঃদৃষ্টিতে একটা উদার ভাব দেখা যায়—কিন্তু হিন্দুদের আচার ও নিয়ম লক্ষ্য ক'রলে বুঝা

যায়, হিন্দুর চিন্তায় সংস্কারের প্রতি নিষ্ঠাই ধর্ম্মের স্থান অধিকার ক'রেছে। আমি উত্তর দিলাম যে, হিন্দুরা জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মফল বিশ্বাস করে। কিন্তু সকল লোকের মানসিক বৃত্তি ও অধিকার এক রকম নয়, তাই হিন্দুরা প্রত্যেক স্তরের মানুষের জন্যই একটা স্থান ক'রে দিয়েছে—সেখানে অধিকারভেদে হিন্দু জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি একক কিম্বা সম্মিলিতভাবে গ্রহণ করে। অন্যান্য ধর্ম্মে একটা লঘিষ্ঠ সাধারণ স্তরের অবতারণা ক'রে প্রত্যেক মানুষকে নিম্ন পর্য্যায়ে নামানো হ'য়েছে। কিন্তু অধিকারভেদে যেরূপে, যেভাবে, যে অবস্থায় যেমন ইচ্ছা মানুষ হিন্দুধর্ম্ম অনুসরণ ক'রতে পারে—এই জন্যই হিন্দুরা ভারতবর্ষে বহু অনার্য্য জাতিকে আত্মস্থ ক'রতে পেরেছে। ভারতবাসী ভীল, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির প্রকৃতি উপাসনা, বৌদ্ধ কর্ম্মবাদ, গ্রীকো-ইরানিয়ান সৌন্দর্যবাদ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ ক'রেছে এবং ভারতীয়রূপে সাজিয়ে গিয়েছে। হূণ, শক, সিথিয়ানকেও পরিপূর্ণভাবে আপনায়িত ক'রে নিয়েছে। মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদের ভক্তিবাদ, আত্মসমর্পণ এবং কর্ম্মবাদ গ্রহণ ক'রতে দ্বিধা করে না—এটা ভারতীয় ধর্ম্ম বিশ্বাসের ভিত্তিহীনতার জন্য হয়নি, এটা সম্ভব হ'য়েছে—কারণ, হিন্দু বিশ্বাস করে যে সর্ব্বশেষ বিশ্লেষণে একমাত্র ঈশ্বরেরই পরিচয় পাওয়া যায় এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড একই স্থান থেকে সৃষ্ট হ'য়েছে এবং একই স্থানে লয় পাবে—সুতরাং আপাতঃদৃষ্টিতে যা বিভিন্ন, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহা এক। একের লীলা অংশে বিভিন্নরূপ দেখায় কিন্তু নিত্য অংশে সমস্ত জিনিষই এক। অধ্যাপক আজিজ আমাকে ব'ললেন—আপনি ভারতীয় ধর্ম্মের চিন্তাধারা সম্বন্ধে আমাকে একখানি পুস্তক পাঠিয়ে দিলে বিশেষ সুখী হবো ; কেননা আমরা ভারতীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারতীয় মনীষীলিখিত পুস্তক বেশী পাইনি। যেমন ইসলাম ধর্ম্মকে ইউরোপীয় খৃষ্টানগণ বিকৃত ক'রেছে এবং পৃথিবীর চক্ষে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা ক'রেছে, তেমনি হিন্দুধর্ম্মকেও এরা সমানভাবে বিকৃত ও হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা ক'রেছে। আমরা আমাদের প্রাচ্য মন দিয়ে প্রাচ্য দেশের চিন্তাধারা অনুশীলন ক'রে পৃথিবীর কাছে নূতন দৃষ্টিতে আমাদের ধর্ম্ম এবং বিশ্বাসকে উপস্থিত ক'রবো। আসুন, আমরা সমগ্র প্রাচ্যের জাতিগুলি মিলে এই কাজটা করি। ভারি আনন্দ হ'লো—আজ্‌হারী শেখের মুখে এমন প্রাণস্পর্শী সংস্কারবিমুক্ত কথা শুনে।

রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত আমরা কাজ ক'রলাম। তিনবার কফি পান হ'লো। মাঝে মাঝে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা এসে আমাদের আলোচনার মধ্যে সুমিষ্ট রস সিঞ্চন ক'রে যাচ্ছিলেন—কি সুন্দর আনন্দমুখর পরিবার !

৩১শে মার্চ্চ, '৪৫

মিশরের মিউজিয়ম যুদ্ধের সময় বন্ধ, এবং সমস্ত মূল্যবান জিনিষ মকত্তম পাহাড়ের গুহার মধ্যে প্রোথিত ক'রে রাখা হ'য়েছে। যা আছে তাও সৈন্য-বিভাগ ছাড়া আর কারও দেখবার অনুমতি নেই। আমি ভারতীয় অধ্যাপক ব'লে শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী আমাকে মিউজিয়ম দেখবার জন্য বিশেষ অনুমতি দিয়েছেন এবং বিখ্যাত ইহুদী প্রত্নতাত্ত্বিক অ্যালেন বো আমার সঙ্গে থাকবেন ও আমাকে সাহায্য ক'রবেন স্থির হয়েছে। আমাদের সঙ্গে ছিলেন মঁসিয়ে রুস্তম বে, ইনি হায়রোগ্লিফিক অক্ষর বিশেষজ্ঞ এবং গ্রীশ, জার্ম্মাণী, ইংলণ্ডে মিউজিয়ম পরিচালনা শিক্ষা ক'রে এসেছেন। এই রুস্তম বে মিসেস্ হাস্‌-নাইনের প্রথম স্বামী, সুতরাং আমি তাঁর সম্বন্ধে একটু বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলাম। ভদ্রলোক খুব অমায়িক। আমাদের সঙ্গে আরও ছিলেন ডাঃ হেক্‌ল বে, মিঃ সালেহ্‌ উদ্দিন এবং কপ্‌টিক মিউজিয়মের অধ্যক্ষ। প্রত্নতাত্ত্বিকের এমন সমাবেশ সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। আমরা পাঁচ ঘণ্টা মিউজিয়ম দেখলাম। বোধ হয়, পাঁচ দিন দেখলেও আমার দেখা শেষ হ'ত না। তবে আমি এর পূর্ব্বেই দামাস্কাস, বেরুথ, জেরুজালেম, বা আল-বেকের মিউজিয়াম দেখেছিমাম, তারপর গিজার পিরামিড, সাকারার সমাধি, টেল্‌-এল্‌ আমার্ণার মৃতের নগর, টুল্‌-এল্‌-গাবেলের ভু-নিম্নস্থ সহর, আল্‌-আশমুনীনের গ্রীকো-রোমান রাজধানী দেখেছিলাম। লাকসার, অবিডোস, বেনি ইউসুফ এবং আলেকজাণ্ড্রিয়ার বিষয় পড়াশুনা ক'রেছিলাম ; সুতরাং আমার পক্ষে এই মিউজিয়ম দেখার ও বোঝার খুবই সুবিধা হ'য়েছিল।

এই মিউজিয়ম সম্বন্ধে নোট নিয়েছি, একটি বিরাট প্রবন্ধ লিখবো। পৃথিবীর অতীত ঐশ্বর্য্যের এমন একত্র সমাবেশ আর কোথাও নেই। ইউরোপের বড় মিউজিয়মগুলিতে আমাদের দেশের অপহৃত ধনরত্ন রয়েছে কিন্তু এখানে সমস্তই জাতীয় ঐশ্বর্য্য। স্তরে স্তরে বিভিন্ন কক্ষে বিভিন্ন যুগের স্থপতি, প্রত্নতত্ত্ব, অলঙ্কার, চিত্র, অস্ত্র আরও কত কি! মিশরের বর্ত্তমান রাষ্ট্র মুসলমান পরিচালিত হ'লেও তারা মিশরের প্রাক্‌-ইসলামিক ঐতিহ্যের অধিকারী বলে গর্ব্ব অনুভব করে এবং মিশরকে তারা ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। মিশরের ঐতিহ্যকে রক্ষা করবার জন্য মিশররাষ্ট্র বাৎসরিক আড়াই লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করে। কৃতী ছাত্রদের ইউরোপের বিভিন্ন মিউজিয়মে পাঠিয়ে তাদের মিউজিয়ম বিশেষজ্ঞ ক'রে তোলে। বর্ত্তমানে ডাঃ ক্রাজ্‌ওয়েল এই বিভাগের অধ্যক্ষ। আমি

ডাঃ অ্যালেন রো-এর সঙ্গে কথা বলে স্থির ক'রলাম যে ভারতীয় কোন ছাত্র মিশরে মিউজিয়মতত্ত্ব শিক্ষা ক'রতে গেলে সেখানে বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দেবেন।

১লা এপ্রিল, '৪৫

আজকে সোলেমান জওহর অঞ্চলের আবাস ত্যাগ ক'রে ওয়াই-এম্-সি-এ-তে এলাম। পূর্ব্বাবাসের অধিকারী হাজি মুসা একজন দরিদ্র মধ্যবিত্ত মিশরীয় মুসলমান। তাঁর পেন্‌সনে বাস ক'বে মিশরের মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রার অনেকটা আভাস পেয়েছি। গ্রামেব অতি সন্নিকটে অবস্থিত নগরের উপকণ্ঠে প্রকৃত মিশরের গ্রাম্যজীবনের সংস্পর্শে এসেছি। এই দুঃখী দুক্কী অঞ্চলের রাজপথ দিয়ে অতি প্রত্যূষে ফেরিওয়ালা কৃষক তার নানাবিধ শস্য নিয়ে যায়—শাক, আলু, কপি, টমেটো, বীট, গাজর, ডিম, মুর্গী, রুটি, পিঁয়াজ, কলা, দুধ ইত্যাদি। প্রত্যেকের মাথায় একটি ক'রে সুন্দর ঝুড়ি—তাল কিংবা খেজুরপাতার তৈরী ; মাথার উপরে নিয়ে চলেছি, সুদীর্ঘ তাদের কণ্ঠস্বব-কর্কশ অথচ স্বর-সমন্বিত। ত্রিপলীতে ফেরিওয়ালাদের মুখে যেমন গান এবং ছড়ার আধিক্য দেখেছি, মিশরে তার কোন চিহ্নই পাই নি। মিশরে দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত পরিবারে রন্ধনের কোন ব্যবস্থা নেই। শুষ্ক রুটি, টমেটো, পিঁয়াজ এবং কাঁচা শাক দিয়ে তৈরী সেলাড্, কখনও কখনও সিদ্ধ ডিম অথবা শুষ্ক ভাজা মাংস—এদের প্রধান খাদ্য। সাধারণ মানুষ একটি ঘর নিয়ে অনায়াসে বাস করে—রন্ধনের প্রয়োজন নেই, কাঠ কয়লার ব্যবস্থা নেই। রাস্তায়, বাজারে, কাফেতে সর্ব্বত্রই ভোজনের ব্যবস্থা র'য়েছে। সুতরাং মিশরের সাধারণ নারীদের রন্ধনশালায় বদ্ধ হ'য়ে থাক্‌বার প্রয়োজন নেই। এদের পারিবারিক জীবন অনেকটা মুক্ত।

ওয়াই-এম্-সি-এ তে এসে আজ আমেরিকান ভ্রমণ বিভাগে ও টমাস কুকের নিকট আমার নূতন ঠিকানা জানিয়ে দিলাম—ওয়াই-এম্-সি-এ-তে আমি মিশর আগমনের পরই আশ্রয় নিয়েছিলাম, আবার ওয়াই এম্-সি-এ থেকে বিদায় নেব। ওয়াই-এম্-সি-এ—'সোল্‌জার্স ক্লাবে' (Soldiers' Club) ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকা, সিংহল এবং অন্যান্য পূর্ব্বদেশীয় সৈন্যগণ অবসর বিনোদনের জন্য আসেন। এঁদের অনেকের সঙ্গে আলাপ হ'য়েছে। গুর্খা সৈন্যদের এখানে আগমন নিষিদ্ধ। ভারতীয় সৈন্যদের সংস্পর্শে গুর্খা সাথীগণ

রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হ'য়ে যাবে—সুতরাং কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সচেতন। এই সমস্ত ভারতবাসী হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, পাঠান, পার্শী—সকলেই ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীকে এক নূতন চক্ষে দেখেন।

আজকে সন্ধ্যায় ইষ্টার পর্ব্ব উপলক্ষে ওয়াই-এম-সি-এতে ইষ্টার উৎসবে ভাষণ দিলাম। জেরুজালেমে যীশুর জন্মস্থান, কক্ষস্থান এবং সমাধি পরিদর্শন ক'রে এসেছি—সুতরাং আমার ভাষণে খৃষ্টান বন্ধুরা ব্যক্তিগত স্পর্শ পেয়েছিলেন। আমার অভিভাষণের পর কয়েকজন রোমপ্রত্যাগত ধর্ম্মযাজক আমাকে খৃষ্টান মনে ক'রে খুব গর্ব্বের সঙ্গে ভারতীয় খৃষ্টানের দৃষ্টিভঙ্গীর জয়গান ক'রেছিলেন।

২রা এপ্রিল, '৪৫

'১৯৪৫ সালের মিশর' পুস্তকের জন্য অনেকগুলি প্রবন্ধ আমার নিকট এসেছে। অধ্যাপক নাসিফ ও মিঃ সালেহ্‌উদ্দীন এর জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম ক'রেছেন। আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। আজ আহম্মদ বিন্ হান্‌বাল প্রণীত "মজ্‌মুয়া উল্-মোহিত" পুস্তকের পাণ্ডুলিপির ফটোপ্রিণ্ট পেয়েছি। এই পুস্তকের দুইখানি মূলখণ্ড মাত্র পৃথিবীতে আছে—একখানি জার্ম্মাণীতে, অপরখানি কায়রো রাজকীয় গ্রন্থাগারে। আহম্মদ বিন হান্‌বাল মুসলিম আইনের অন্যতম প্রণেতা। আল্ মোহিত মুদ্রিত হ'লে মুসলমান জগতে খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'বে। গীতার আরবী অনুবাদ শেষ হ'য়েছে এবং অনুবাদের সংশোধনও প্রায় শেষ ক'রেছি। অধ্যাপক হবীব এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছেন।

রাত্রে সেন্সর বিভাগের অন্যতম ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মেজর চন্দন সিং আমাকে সুবেদার সুয়ারেজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই সুবেদার ইঙ্গ-মিশরীয় সেন্সর বিভাগে পর্ত্তুগীজ শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। বর্ত্তমানে মিশর থেকে বিনা সেন্সরে কোন পুস্তক কিংবা পাণ্ডুলিপি অথবা ছবি নিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। তিনি ব'ল্লেন, আমার পুস্তকগুলি এবং পাণ্ডুলিপি ছাড়পত্র পেতে প্রায় ৩ সপ্তাহ লাগবে। কিন্তু আমার পক্ষে সমস্ত কাগজপত্র সেন্সর অফিসে দিয়ে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকা অসম্ভব। শেষ-মুহূর্ত্তে সমাপ্ত কাগজও সঙ্গে ক'রে ভারতবর্ষে নিয়ে আসা প্রয়োজন। সুবেদার সুয়ারেজ গোয়া নিবাসী খৃষ্টান, যথেষ্ট মদ্যপান করা সত্ত্বেও তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন এবং তাঁর বিভাগের

কার্য্য সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ ক'রলেন। তিনি ব'ল্লেন, সেন্সর বিভাগ সাম্প্রদায়িকতা দোষে অত্যন্ত দুষ্ট। মুসলমান মুসলমানকে সাহায্য করে, শিখ শিখকে সাহায্য করে, মাদ্রাজী মাদ্রাজীকে সাহায্য করে, কিন্তু গোয়ানিবাসীদের পক্ষে ব'লবার কেউ নেই। আমার মনে হ'চ্ছিল, তাঁর দাবী উপেক্ষিত হওয়াতেই বোধ হয় তিনি মনে বড় আঘাত পেয়েছেন। সুতরাং তাঁর অভিযোগ! লোকটি বেশ ভদ্র, বিনয়ী এবং যুক্তির সঙ্গে কথা বলেন।

ডিনার টেবিলে রেডক্রশ বিভাগের সরবরাহকারী মেজর কণ্ট্রাক্টর নিমন্ত্রিত ছিলেন। তিনি ধর্ম্মে পার্শী, এবং বহুকাল সুইজারল্যাণ্ডে স্বাস্থ্যপরিবর্ত্তনের জন্য বাস ক'রেছেন। তিনি আমার ওয়াই-এম্-সি-এতে প্রদত্ত বক্তৃতা শুনেছিলেন। তিনি বল্লেন যে আমি মিশরীয়দের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বদান্যতার জন্য অত্যধিক প্রশংসা ক'রেছি। তাঁর মতে মিশরীয়গণ অত্যন্ত তোষামোদপ্রিয়। মিঃ আলেকজাণ্ডার এবং আরও দু'তিন জন সামরিক কর্ম্মচারী মিশরীয়দের সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না। আমি উত্তর দিলাম—প্রত্যেক জাতির ভিতরেই ভাল এবং মন্দ দু'টি দিক আছে। আমি মিশরে এসেছিলাম সু-দৃষ্টি নিয়ে, তাই ভাল দিক দেখেছি। ইচ্ছা ক'রলে আমি মিশরের মন্দ দিক নিয়ে যে আলোচনা ক'রতে পারি না, তা নয়। তবে আমার উদ্দেশ্য এবং কার্য্যপন্থার আদর্শ অনুযায়ী আমি মানুষের সঙ্গে সৌহার্দ্দ স্থাপনের চেষ্টাই ক'রব। আমি মিশরের উপদেষ্টা নই, আমি দর্শক। তারপর মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আরও আলোচনা হ'ল। এঁরা অনেকেই দেশগুলি দেখেছেন, কিন্তু এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী অন্যরূপ। দেখা শুধু একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নয়, এতে পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত একটি ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন আছে।

ডিনারের পর দু'জন দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয় এলেন। একজন মিঃ খোসালচাঁদ, নিবাস পেশোয়ার। তিনি যানবাহন বিভাগে কাজ করেন। অপর জন মিঃ হাসান আলি, নিবাস সুরাট। তিনিও ঐ বিভাগেরই কর্ম্মচারী। ইনি আগা খানের দলভুক্ত খোজা মুসলমান। তিনি খুব গর্ব্ব ক'রে বল্লেন, ১৯২৫ এবং ১৯৩৭ সালে আগা খানকে তাঁর সমতুল স্বর্ণ উপহার দেওয়া হ'য়েছিল। এবার তাঁর সমতুল হীরকখণ্ড উপহার দেওয়া হ'বে এবং পূর্ব্ব আফ্রিকার খোজা সম্প্রদায় এর মধ্যে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড সংগ্রহ ক'রেছেন। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, আপনারা আগা খানকে এত অর্থ দিয়ে কি লাভ করেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমরা আগা খানকে একটি কপর্দ্দকও দিই না। এই সমস্ত

প্রদত্ত অর্থ ই আবার আমাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসে। এই অর্থ দ্বারা আগা খান অবৈতনিক বিদ্যালয়, মাতৃসদন ও চিকিৎসালয় স্থাপন ক'রেছেন। আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ১২ মাসে ৬০টি পর্ব্ব র'য়েছে। সেখানে আমাদের সম্প্রদায়ের যে কোন লোক বিনা ব্যয়ে উৎসবে যোগদান ক'রতে পারেন। বিবাহের জন্য সেই উৎসব অনুষ্ঠানকে সংযুক্ত ক'রতে পারেন, তার জন্য অতিরিক্ত কোন অর্থের প্রয়োজন হয় না। তিনি তারপর খোজা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখা-উপশাখা সম্বন্ধে আলাপ ক'রলেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে আগা খান মহম্মদের জামাতা আলির বংশধর এবং শিয়া মতানুযায়ী ভগবানের বিশেষ কৃপার পাত্র। তিনি ইচ্ছা ক'রলেই মানুষকে উদ্ধার ক'রতে পারেন।

৩রা এপ্রিল, '৪৫

আজ দ্বিপ্রহরে মিশরের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ডাঃ আলি মেহের পাশার সঙ্গে আমার প্রস্তাবিত '১৯৪৫ সালের মিশর' পুস্তকের বিষয় আলোচনা হ'য়েছিল এবং তিনি শুনে খুব সুখী হলেন যে, একজন ভারতীয় অধ্যাপক নূতন দৃষ্টি নিয়ে মিশরের কৃষ্টি আলোচনা ক'রেছেন। তিনি আমার রচিত 'মিশরের কৃষক' প্রবন্ধের উল্লেখ ক'রলেন।

লাঞ্চের টেবিলে মিঃ আলেকজাণ্ডার তাঁর ওয়াই-এম-সি-এর জীবন, তাঁর আমেরিকার শিক্ষা এবং জাপানের অভিজ্ঞতা আলোচনা ক'রলেন। তিনি সম্প্রতি প্যালেষ্টাইন থেকে এসেছেন। সুতরাং আমার সঙ্গে যীশুর জন্ম, কর্ম্ম এবং মৃত্যুর কিম্বদন্তী নিয়ে অনেক কথা বললেন। তিনি বল্লেন, আপনি ধর্ম্মতত্ত্বের অধ্যাপক না হ'য়ে ধর্মের এই সমস্ত সূক্ষ্ম সংবাদ নিয়ে কি ক'রে আলোচনা করেন? তারপর তিনি দক্ষিণ ভারতে সিরিয়ান খ্রীষ্টানের আগমন, বিস্তার এবং বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা ক'রলেন। ভদ্রলোকটি বেশ মার্জ্জিত।

আমেরিকান ওয়াই-এম্-সি-এর ডিরেক্টর মিঃ মিলার এবং মিসেস্ মিলারের সঙ্গে আজকে আমার ডিনারে নিমন্ত্রণ ছিল। মিঃ মিলার লাহোর, মাদ্রাজ এবং কলিকাতায় বহুকাল ওয়াই-এম্-সি-এ সংক্রান্ত কাজ ক'রেছেন, তারপর ব্রহ্মদেশ এবং চীনেও অনেক কাল বাস ক'রেছেন। বর্ত্তমানে তিনি প্যালেষ্টাইনে আছেন। আমি সম্প্রতি প্যালেষ্টাইন থেকে ফিরেছি জেনে তিনি আরব ইহুদী এবং নিখিল আরব-আন্দোলন সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রলেন। ডাঃ কেনানের সঙ্গে আরবদের ব্যাপারে

তিনি একমত নন; মিঃ মিলারের রাজনৈতিক মত খুব সুস্পষ্ট। তিনি বল্লেন, নিখিল আরব আন্দোলন খানিকটা দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হ'তে পারে; কিন্তু ক্রমশঃ সে আন্দোলন বিক্ষোভ এবং বিচ্ছেদে পরিণত হ'তে বাধ্য; কারণ বর্ত্তমানে আরব জাতীয় দেশগুলির মধ্যে শিক্ষা, অর্থ, ঐতিহ্য এবং রাজনৈতিক জ্ঞান বিভিন্ন স্তরের। সুতরাং উন্মাদনার প্রথম আবেগে একযোগে কাজ করা সম্ভব হ'লেও কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে এই দেশগুলির মধ্যে অন্তর্বিদ্রোহ এবং পরস্পরের স্বার্থসংঘাত অত্যন্ত কদর্য্যরূপে দেখা দেবে, যেমন বলকান অঞ্চলে দেখা দিয়েছিল। মিঃ মিলার বহুকাল চীনদেশে বাস করেছেন; তাঁর মতে চীনজাতি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোত্তম, শান্তিপ্রিয় এবং স্বল্পে সন্তুষ্ট। তিনি জাপানীদের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ। তিনি বল্লেন, ব্রিটিশ এবং আমেরিকার সমবেত নৌ-শক্তি যেদিন জাপান আক্রমণ ক রবে সেদিন জাপানে জীবন্ত নরক দেখা দেবে; সেদিনই পার্ল হারবারের প্রতিশোধ নেওয়া হ'বে। মিসেস্ মিলার বল্লেন, সমগ্র জাপান জাতিকে নির্ম্মুল ক'রে দেওয়ার জন্য আমেরিকা চেষ্টা ক'রবে না; কিন্তু দোষীকে শাস্তি দিতেই হবে। আমি শুধু বল্লাম; জগতের ইতিহাসে দোষীকে শাস্তি দেওয়ার প্রচেষ্টার অন্তরালে কত নির্দ্দোষ যে আত্মাহুতি দেয়, তার সংবাদ কত জন রাখেন!

৪ঠা এপ্রিল, '৪৫

ভোর বেলা ৮টার সময় মিস্ রোশেনহাম এসে উপস্থিত হ'লেন। তাঁর অনুরোধ, আমাকে ব্রিটিশ কনসালের নিকট গিয়ে তাঁর ভারতে আগমনের জন্য ভিসা সংগ্রহ ক'রে দিতে হ'বে। এই মহিলার ধারণা—আমি একজন ভারতীয় অধ্যাপক, সুতরাং আমাদের অনুরোধ ব্রিটিশ কন্‌সাল কখনও উপেক্ষা ক'রতে পারেন না, কারণ তিনি জার্ম্মাণীতে দেখেছেন যে একজন অধ্যাপকের সম্মান নগরের রেক্টরের সম্মানের সমতুল্য কিংবা বেশী। কিন্তু ভারতবর্ষে অধ্যাপকদের অবস্থা যে কি দুর্ব্বহ এবং তাঁদের প্রভাব যে কত সীমাবদ্ধ, তা' এই ভদ্র মহিলা জানেন না। তিনি ভারতবর্ষে আসার জন্য অত্যন্ত উৎসুক এবং অনেকবার ভিসার জন্য চেষ্টা ক'রেছেন। তিনি ভারতের কয়েকখানি দর্শন, শ্রীমদ্‌ভাগবত, গীতা, এবং বুদ্ধদেবের জীবনী প'ড়েছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা ইনি পোষণ করেন। তাঁর ইচ্ছা, ভারতে এসে তিনি বেনারসে কিংবা বেলুড়ে শেষজীবন যাপন ক'রবেন। তাঁর উৎসাহ এত বেশী যে প্রয়োজন

হ'লে তিনি কোন ভারতীয়কে বিবাহ ক'রে তাঁর স্ত্রীরূপে ভারতবর্ষে আসবার জন্যও প্রস্তুত। এ কথাটি আমাকে প্রায় স্পষ্ট ক'রেই বল্লেন। আমি তাঁকে কন্সালের অফিসে নিয়ে গিয়েছিলাম। কন্সাল বল্লেন—মিস্ রোশেনহামের জন্মস্থান ওয়েষ্টফেলিয়া এবং তিনি ধর্ম্মে ইহুদী। তাঁর ইতিহাস আমাদের নিকট র'য়েছে। তাঁকে ভারতবর্ষে যেতে দিতে পারি, যদি ভারত সরকার তাঁকে ভারতে থাকার অনুমতি দেন।

কন্সালের অফিস থেকে বেরিয়ে মিস্ রোশেনহাম আমাকে একজন অতীন্দ্রিয় দর্শক (clairvoyant) মাদাম্ জিনির নিকট নিয়ে এলেন। তাঁর বাড়ী কায়রোর শারাহ্-এল্-জবিবে। তিনি জাতিতে চেকোশ্লোভাকিয়ান,—জার্ম্মাণ, চেক্, ফরাসী, ইতালি এবং আরবী বেশ ভাল বলেন। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। তাঁর গৃহে কৃষ্ণমূর্ত্তি, ব্লাভাস্কি, অলকট প্রভৃতি মহা মহা ব্যক্তিদের চিত্র সজ্জিত রয়েছে। প্রাচীর গাত্রে অনেকগুলি রহস্যময় রেখা ও চিত্র অঙ্কিত ছিল। আমি প্রবেশমাত্রই তিনি অত্যন্ত পরিচিতের মত আমার হাত ধ'রে টেবিলের পাশে বসালেন। চক্ষু বুজে তিনি আমার ভবিষ্যৎ ও অতীত ব'লে দিতে লাগলেন। যথা, আপনার দুইটি পুত্র আছে (মিথ্যা কথা, আমার পুত্রসন্তান নেই); আপনি মিশর থেকে ২ মাসের মধ্যে চ'লে যাবেন, এবং ১ বৎসর পরে আবার ফিরে আসবেন; অবশ্য সেটা ইউরোপ যাত্রার পথে। আপনাকে মোট ৩ বার মিশরে আসতে হবে। একজন ভারতীয় উচ্চ রাজকর্ম্মচারী আপনার খুব সহায়, কিন্তু নিম্নস্তরে আপনার বহু শত্রু। আপনি আর একবার বিবাহ ক'রবেন। আপনার দুই স্ত্রী ভারতবর্ষে বাস ক'রবেন কিন্তু বিভিন্ন স্থানে,—আপনার দ্বিতীয়া স্ত্রী অহিন্দু,—ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার মনে হ'ল, এই চেক মহিলাকে পূর্ব্ব থেকেই আমার গতিবিধি সম্বন্ধে কিছু সংবাদ দেওয়া হ'য়েছে এবং হয়ত বা মিস রোশেনহাম একটি "প্লান" করেছেন। যাক্, অত্যন্ত দূরত্ব রেখে ভারতবর্ষের প্রাচীন অলৌকিক শক্তি ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা ক'রে আমি মাদাম্ জিনিকে পারিশ্রমিক হিসাবে ১ পাউণ্ড দিলাম। তিনি কিছুতেই তা' গ্রহণ ক'রলেন না; বল্লেন, আপনি মিস্ রোশেনহামের বন্ধু, আরও অনেকবার আমার নিকট আসবেন এবং আসতেই হবে। আপনার নিকট থেকে আমি পারিশ্রমিক গ্রহণ ক'রতে পারি না।

আমি সাড়ে ১১টার সময় আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ এল্ ডারের সঙ্গে দেখা ক'রতে যাব স্থির ছিল, সুতরাং বিদায় নিয়ে এলাম।

ডাঃ এল্‌ডার আমার সঙ্গে ভারতীয় মুসলমান এবং বহির্ভারতীয় মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা ক'রলেন। একজন আমেরিকান মিশনারী, যাঁর মধ্যপ্রাচ্যে কোন সাম্রাজ্যবাদী আদর্শ নেই, তাঁর মুখে এই সমস্ত বিশ্লেষণ শুনে বেশ কৌতূহল অনুভব ক'রেছিলাম। আধ ঘণ্টা আলোচনার পর তিনি 'মিশরে আমেরিকা' নামে একটি প্রবন্ধ আমার পরিকল্পিত '১৯৩১ সালের মিশর' গ্রন্থের জন্য দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ওয়াই-এম্‌-সি-এর পাশে রাস্তায় আমার সামনে চারটি কিশোর বালক এসে উপস্থিত হ'ল। একটির হাতে সেলাই ব্রুস ও জুতার পালিশ, দ্বিতীয়টির হাতে মিশরের কয়েকখানি নগ্ন ছবি, তৃতীয়টির হাতে কয়েকটি ফাউণ্টেন পেন এবং চতুর্থ টি তাদের সাথী। প্রথমটি জিজ্ঞাসা ক'রল, জুতা পালিশ ক'রবেন? দ্বিতীয়টি চোখের সামনে কয়েকটি ছবি দেখিয়ে বল্লে, নেবেন? তৃতীয়টি বল্লে, ফাউণ্টেন পেন চাই?—তিন জনেরই প্রশ্নের উত্তরে বল্লাম—প্রয়োজন নেই। চতুর্থটি জিজ্ঞাসা ক'রল, আপনি কি মুসলমান?—আমি সস্মিত মুখে আল্‌হাম্‌ দুলিল্লাহ্‌ ব'লে চলে এলাম। কিশোর বালক চতুষ্টয় চ'লে গেল। হোটেলে আমাদের ভৃত্য রেজাক জিজ্ঞাসা ক'র্‌ল, আপনার মাণিব্যাগ আছে ত?—আমি পকেটে হাত দিয়ে বল্লাম, হাঁ, ঠিকই আছে। তার পাশে আমাদের হোটেলের ধোপার ছেলেটি ব'ল্লে, না, আপনি নিশ্চয়ই কিছু হারিয়েছেন। আমি লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, আমার পকেটে পার্কার ফাউণ্টেন পেনটি নেই। রেজাক বল্লে, ঐ যে চারটি ছেলে এসেছিল, তারা পকেটমার। আপনাকে বিদেশী পেয়ে পকেট মেরেছে। জিজ্ঞাসা ক'রলাম, তুমি কি করে জানলে? সে বল্লে, ঐ ধোপার ছেলেটি দেখেছে। তারা দল বেঁধে এসেছিল—জুতা ব্রুস কর্‌বার ছলে আপনাকে পথে দাঁড় করিয়ে চোখের সামনে ছবি ধ'রে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলে। ফাউণ্টেন পেনটি সঙ্গে সঙ্গে হাতে তুলে ধরা হ'ল এবং চতুর্থটি আপনার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার ক'রে চলে গেল। আমি রজক পুত্রকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, তুমি এ সব দেখেও আমায় বল্লে না কেন? সে উত্তরে বল্লে, আরও অনেকে দেখেছে, একা আমি কেন? এটা প্রাত্যহিক ব্যাপার। এদের ধরিয়ে দিলে আর আমার কায়রো থাকা সম্ভব হবে না।

কলমটি আমার বহুদিনের সাথী ছিল্‌। আমার মনের অনেক অকথিত কথা এই কলমটির সাহায্যে প্রকাশ ক'রেছি। আমার নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তের বন্ধু, আমার সঙ্গে পৃথিবীর পরিচয়ের যোগসূত্র—এই কলমটির সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ থাকবে

না জেনে বড়ই দুঃখিত হ'লাম। রেজাককে বল্লাম, যদি এই কলমটি উদ্ধার ক'রে দিতে পারো, তা হলে তোমকে ২ পাউণ্ড পুরস্কার দেব। সে অনেকক্ষণ ঘুরে এসে বল্লে, ঐ বালকগুলি এ মহল্লার নয়, সুতরাং আর পাওয়া যাবে না। যাক্, আমার এই দান অনিচ্ছাকৃত হ'লেও মিশরবাসীদের দিয়ে গেলাম।

আজকে বিকালে আল্-আজ-হর বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বক্তৃতা শু'নতে গিয়েছিলাম। বিষয়বস্তু ছিল, 'অল্‌বারমকা', অর্থাৎ ব্রহ্মক পরিবার। বাগদাদ খলিফা আব্বাসীয় বংশের প্রধানতম মন্ত্রী পরিবার ভারতীয় ব্রহ্মক বংশের সন্তান। বক্তৃতার শেষে অধ্যাপক সরণাগায়ুই কফির আসরে বসে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—মিশর কেমন লাগল? কলম হারানর ক্ষত তখনও শুকোয় নি। আমি বল্লাম, কাফেতে ব'সে কফি খাওয়া, কিট্‌কেট্ খেলা এবং পকেটমারদের কৌশল অবলোকন করা কায়রোর জীবনের একটা অংশ বটে। তারপর তাঁর সঙ্গে কায়রোর অভিজাত সম্প্রদায়, ছাত্র সমাজ, ফেলাহীন এবং বিদেশী সমাজ নিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা আলোচনা হ'ল। অধ্যাপক আব্দুল আজিজ এবং সুদানী অধ্যাপক আলোচনায় যোগ দিলেন। শেষে বল্লেন, আপনি এই সূক্ষ্ম সংবাদগুলি কি ক'রে পেলেন? আমি লজ্জিত হ'য়ে বল্লাম, চোখে দেখা যায়, কানে শুনা যায় এবং বুদ্ধি থাকলে দুটো যোগ ক'রতে পারা যায়।

রাত্রিতে আমি অধ্যাপক আজিজ এবং সরণাগায়ুইকে ডিনারে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলাম। তাঁরা একজন আমেরিকান ভদ্রলোক লেঃ আর্‌নোল্ডের বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি পৃথিবীর বিখ্যাত চিঠিগুলি পাঠ ক'রে শুনালেন। বিখ্যাত পারস্য সম্রাট দারায়ুসের নিকট ম্যাসিডনাধিপতি আলেকজাণ্ডারের পত্র, পোল্যাণ্ডদেশীয় প্রেমিকা পোলোস্কার নিকট নেপোলিয়ানের পত্র, ইতালীয় লিউনাদে ভিয়াদ্রিচির পত্র, জনৈক জার্ম্মাণ ইহুদী অধ্যাপকের আধুনিকতম পত্র। এই জার্ম্মাণ পত্রের মর্ম্মকথা—অধ্যাপকের প্রিয়তম পাঠগৃহ, উদ্যানবাটিকা এবং পুস্তক সংগ্রহ নাৎসী অত্যাচারের পরে ও বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে—সেই সমস্ত ক্ষুদ্রতম সংবাদের জন্য পত্রের প্রতি এই অধ্যাপকের কি আকুল আগ্রহ! বক্তৃতা শেষে মিঃ আলেকজাণ্ডার একটি গল্প ব'ল্লেন, জনৈক আমেরিকান শিশু তাঁর মার নিকট শুনেছিল যে বিপদে ভগবানকে ডাকলে তিনি সকল দুঃখ দূর করেন। শিশুটির মাতা অত্যন্ত পীড়িতা, কোন প্রকার সাহায্য না পেয়ে শিশুটি একখানি পত্র লিখল—ভগবানের নিকট এক শত ডলার প্রার্থনা ক'রে। চিঠির উপরে লিখল, To God, P.O. Heaven—আমেরিকার ডাকবিভাগ কখনও এমন পত্র

পায়নি। তাঁরা পত্রখানি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। রুজভেল্ট চিঠি পড়ে ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র বিভাগের মধ্যস্থতায় ৫ ডলার ছেলেটির নামে পাঠিয়ে দিলেন। ছেলেটি উত্তরে রুজভেল্টকে লিখল—ভগবান, তোমার ৫ ডলারের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আর ওয়াশিংটনের মারফৎ টাকা পাঠিও না। এরা যুদ্ধের জন্য তোমার প্রেরিত মুদ্রার ২৫ ভাগ কেটে রেখেছে। এই চিঠিখানিও পৃথিবীর অন্যতম রক্ষণীয় পত্র।

৫ই এপ্রিল '৪৫

আজকে ১০টার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে মিঃ নসর আসাদের সঙ্গে গীতার অনুবাদ নিয়ে আলোচনার সময় নির্দ্ধারিত হ'য়েছিল। কিন্তু তিনি আসেন নি। সুতরাং আমার ১১টার সময় ডাঃ হাসানের সঙ্গে কার্য্যক্রমের বিচ্যুতি হ'য়ে গেল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, ডাঃ ফোয়াদ হাস্‌নাইনের সঙ্গে মিলে আহম্মদ বিন হানবালের আল্ মাহিত্ পুস্তকখানির একটি বিবৃতি তৈরী ক'রে নিলাম।

তারপর ডাঃ মুসার্‌রাফার (বিজ্ঞানের ডীন্) সঙ্গে মিশরে বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তৃতির বিষয় আলোচনা ক'রলাম এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার দেখিয়ে দিলেন। মোটের উপর, মিশর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগ যে খুব উচ্চাঙ্গের গবেষণায় নিযুক্ত আছেন, তা মনে হ'ল না। আমার কলমটি হারিয়ে গেছে, তার জন্য বিশেষ অসুবিধা অনুভব ক'রছি। বিস্তৃতভাবে কিছুই লিখতে পারছি না।

বৈকালে কণ্টিনাণ্টাল হোটেলে মিস্ জয়নাব হাকিমার সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, লেবাননের মিঃ মুস্তাফা বে নাস্‌লী এবং তাঁর সদ্য পরিণীতা স্ত্রী বেরুথ থেকে তখনি বিমানযোগে কায়রো এসে পৌঁচেছেন এবং তাঁরা এই হোটেলে কয়েকদিন মধুচন্দ্র যাপন ক'রবেন। তাঁরা বিবাহের পর মিশরে নীলের তীরে বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে বেড়াবেন। লেবাননের বন্ধুটিকে পেয়ে আমার খুবই আনন্দ হ'য়েছিল। আমি বেরুথের বন্ধুদের কথা জিজ্ঞাসা ক'রলাম এবং আমার প্রীতিসম্ভাষণ জানালাম।

মিস্ জয়নাব হাকিমা আমাকে তাঁর **শুভ্‌রা** উপকণ্ঠস্থিত ভবনে কফির নিমন্ত্রণ ক'রলেন। আমি সময় অভাবে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রতে পারিনি। তার পরিবর্ত্তে তাঁকে আমার সঙ্গে ওয়াই-এম্-সি-এর হোটেলে ডিনারে নিমন্ত্রণ ক'রলাম এবং ভারতীয় খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ ক'রতে অনুরোধ ক'রলাম। তাঁকে

ওয়াই-এম্-সি-এ প্রাচীর গাত্রে অঙ্কিত ভারতীয় অনেকগুলি চিত্র দেখিয়ে ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক শোভার কিছু আভাস দিলাম। এই মহিলাটি ভারত-সীমান্ত, কুর্দ্দীস্থান এবং পারস্য দেশ ভ্রমণ ক'রেছেন। সুতরাং ভারতের সম্বন্ধে খুব উৎসাহী। তিনি কুর্দ্দীস্থানের নারীদের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প ব'লেছিলেন।

ডিনারের টেবিলে মিঃ আলেকজাণ্ডার, মিস্ জয়নাব ও আমি ভারতীয় খাদ্যের রন্ধন প্রণালী এবং স্বাদ নিয়ে আলোচনা ক'রলাম। নারী সুতরাং রন্ধন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে। ভারতীয় পকোড়া এবং চাটনী খুব পছন্দ ক'রলেন।

৬ই এপ্রিল '৪৫

ভোরবেলা ইঙ্গমিশরীয় সেন্সার অফিসে গেলাম। তাঁরা বল্লেন, আমার যে সমস্ত মুদ্রিত পুস্তক রয়েছে তার জন্য শারাহ্ মাদাবেকৃস্থিত পাবলিসিটি সেন্সরে গিয়ে ছাড়পত্র নিতে হ'বে। আমি মিঃ সুয়ারেজের সঙ্গে দেখা ক'রলাম। তিনি পাবলিসিটি সেন্সরের নিকট ফোন ক'রে বল্লেন,—আপনি পাবলিসিটি সেন্সার অফিসে যান, আমি সমস্ত কিছুই ঠিক ক'রেছি। পাবলিসিটি সেন্সার অফিসে গিয়ে দেখা ক'রতেই তাঁরা বল্লেন,—আপনার বিষয় আমরা সংবাদ পেয়েছি। আপনি যে কোনদিন আসবেন, আমরা আপনাকে যথাসম্ভব সাহায্য ক'রব।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে পূর্ব্ব আফ্রিকার ইস্মাইলিয়া ভদ্রলোক মিঃ হাসান আলির সঙ্গে দেখা হ'ল। আমরা একটা বড় কাফেতে ঢুকলাম। সেখানে বসেই পূর্ব্ব আফ্রিকার ভারতীয়দের সম্বন্ধে আলোচনা ক'রলাম। তিনি বল্লেন, বর্ত্তমানে ভারতীয়দের অবস্থা যুদ্ধের জন্য আরও খারাপ হ'য়েছে। যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে অনেক অর্ডিনান্স করা হ'য়েছে,—যার ফলে ভারতীয়গণ ইউরোপীয় নিবাস অঞ্চলে ভূমি ক্রয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'য়েছে। আমার বাস টাঙ্গানিকা। সেখানে তিন হাজার ইউরোপীয়, ত্রিশ হাজার ভারতবাসী, পঁচাত্তর হাজার দেশীয় লোক। ভারতবাসী সাধারণতঃ ব্যবসায়ী, আইনজীবী, চিকিৎসক, রাজকর্ম্মচারী এবং শিক্ষক। স্থানীয় বাসিন্দারা নিরক্ষর এবং ধর্ম্মহীন। কোথাও কোথাও সমুদ্রপ্রান্তে আরব বসতি রয়েছে এবং ক্বচিৎ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী স্থানীয় লোক রয়েছে। সাধারণতঃ তারা প্রকৃতি উপাসক (এনিমিষ্ট্)। কিন্তু এরা সরল এবং

নিজেদের সমাজ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এদের বৃত্তি চাষ, পশুপালন এবং বিবাহ। প্রত্যেক পুরুষ ইচ্ছামত বিবাহ করে। স্ত্রীর মূল্য একটি ছাগ কিংবা মেষ অথবা গরু। স্ত্রীর সংখ্যা অনুসারে পুরুষের প্রাধান্য নিরূপিত হয়। তুই স্ত্রী কখনও এক গৃহে বাস করে না। স্বামী তার জমিজমা ভাগ ক'রে দেয় এবং প্রত্যেক স্ত্রীকে একটি ঘর তৈরী ক'রে দেয়। স্ত্রী সেই জমি চাষ ক'রে তার সন্তানসন্ততি প্রতিপালন করে এবং বৎসরান্তে জমির কিছু ফসল স্বামীকে দান করে। স্বামী ইচ্ছা ক'রলেই তার স্ত্রী এবং সন্তানসন্ততি বিক্রয় ক'রে দিতে পারে। তাদের প্রিয় জিনিষ মদ, সঙ্গীত ও নৃত্য। ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ পূর্ব্ব আফ্রিকায় বেশ সঙ্ঘবদ্ধ, বিশেষ ক'রে আগা খানের সম্প্রদায়। তাঁদের মধ্যে দারিদ্র্য নেই। তাঁরা ভারতবর্ষকে ভালবাসেন এবং সকলেই ইচ্ছা করে যে, ভারত-ভূমিতেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হোক এবং দেহান্তে অস্থিগুলি যেন ভারতের ভূমিতেই প্রোথিত কিংবা ভস্মীভূত হয়।

সন্ধ্যায় অধ্যাপক হবীব গীতার অনুবাদ সংশোধনের জন্য আমার গৃহে এসেছিলেন এবং আমরা ৫টা থেকে ৭টা পর্য্যন্ত কাজ ক'রলাম। তারপর অধ্যাপক আব্দুল আজিজের গৃহে উপস্থিত হ'লাম। অধ্যাপক হবীব পরিশ্রান্ত কিন্তু তথাপি তিনি রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত আলোচনা ক'রে অনেকগুলি শব্দের পরিবর্ত্তন ক'রলেন। তারপর সাড়ে ৯টায় ওয়াই-এম-সি-এতে ফিরে এসে দেখলাম, মিঃ মহিউদ্দীন আমার জন্য অপেক্ষা ক'রছেন। তাঁর সঙ্গে আরব কৃষ্টির উপর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে রাত্রি সাড়ে ১১টা পর্য্যন্ত আলোচনা ক'রলাম। তিনি চলে যাবার পর গীতার পরিপূর্ণ রূপ সম্বন্ধে একটি খসড়া তৈরী ক'রলাম।

আমার শয়ন প্রকোষ্ঠের বিপরীত দিকে রিও কাবারে। এটা সৈন্যদের নগ্ন নৈশ উৎসবস্থল—মত্তপের চীৎকার, কামাতুরের বিভ্রান্ত ইঙ্গিত, নৃত্য-পরায়ণা নটীর অসংলগ্ন চরণক্ষেপ এবং সঙ্গীতের আর্ত্তনাদ। আমি পরিশ্রান্ত, ঘুম আস্‌ছিল না। আমি কেবলই ভাবছিলাম, অবস্থা বিশেষে মানুষ এবং পশুর দূরত্ব খুব বেশী নয়।

৭ই এপ্রিল '৪৫

পূর্ব্ব ব্যবস্থামত আজ মুস্তাফা নাহাস পাশার সঙ্গে দেখা ক'রেছি। জগলুল পাশার সহকর্ম্মী ওয়াফদ্ নেতা মিশরের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী, বহুনিন্দিত, বহু

প্রশংসিত এই জননায়ক—শত্রুর নিন্দাও অনেক সহ্য করেছেন, বন্ধুজনের প্রীতিও অর্জ্জন ক'রেছেন যথেষ্ট। ডাঃ হাসান ইব্রাহিম হাসান আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনিও ওয়াফদ্ ভাবাপন্ন ব'লে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী কর্ত্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডীন অব্ দি ফাকাল্টি অব আর্টস' পদ থেকে অপসারিত হ'য়েছেন। আমরা ঠিক ৭টার সময় ব্রিটিশ এম্বেসীর সম্মুখে কায়রো নগরের সম্ভ্রান্ত পল্লী গার্ডেন সিটির উপকণ্ঠে নাহাস পাশার গৃহে উপস্থিত হ'লাম। প্রবেশ দ্বারে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রলেন। নাহাস পাশা যদিও নজরবন্দী নন তথাপি তাঁর গতিবিধি, আলাপ পরিচয় সম্বন্ধে পুলিশ অত্যন্ত কঠোর দৃষ্টি দিচ্ছে। এমন কি তাঁর টেলিফোনের আলাপও লিপিবদ্ধ করা হয়। নাহাস পাশা স্বয়ং তাঁর পূর্ব্বতন প্রধান মন্ত্রী আলি মেহের পাশা সম্বন্ধেও এরূপ ব্যবস্থা ক'রেছিলেন ব'লে শুনলাম।

নাহাস পাশার গৃহবাটিকা রাজপ্রাসাদের মতই বিরাট। নগরের অতি অভিজাত অংশে একটি কৃত্রিম পর্ব্বতশিখরে নানা জাতীয় পুষ্পশোভিত, উদ্যান-বেষ্টিত, শ্বেতমর্ম্মরমণ্ডিত পথ অতিক্রম ক'রে আমরা প্রাসাদের অপেক্ষাগৃহে প্রবেশ ক'রলাম। বিরাট স্তম্ভ, সুবিশাল কক্ষ, বিচিত্রবর্ণের আস্তরণ, স্বর্ণখচিত আসন, কৃষ্ণ মেহগনি প্রস্তুত টেবিল এবং বিভিন্নাকৃতি বৈদ্যুতিক আলোর ঝাড় —মনে হ'চ্ছিল যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদকের ভার্সাই প্রাসাদের অংশবিশেষ। সমস্ত প্রাচীরের বিভিন্ন অংশে বিরাট দর্পণ লম্বিত রয়েছে। বিপরীত দিকে সোফার উপর নাচের ভঙ্গীতে রক্ষিত পুতুলের প্রতিচ্ছবি দর্পণে শোভা পাচ্ছে। স্বর্ণ সিগারেটকেস, শুক্তিমুক্তার ভস্মরক্ষণী,—আবলুস কাঠের আলমারীতে সজ্জিত রয়েছে প্রাচীন চীন, পারস্য এবং সমরখন্দের বাসন। পথে ডাঃ হাসান আমাকে বলেছিলেন, নাহাস পাশা মধ্যপ্রাচ্যের গান্ধী। আমার কেবলই মনে হ'চ্ছিল, মিশরীয় গান্ধী এবং ভারতের গান্ধীর জীবনযাত্রা কি বিভিন্ন! একজন রক্তরেশম ভূষিত হাবসী ভৃত্য রূপোর ট্রেতে ক'রে চীনের বাসনে অত্যন্ত আভিজাত্যপূর্ণ পদক্ষেপে আমাদের জন্য কফি এবং একটি বালক ভৃত্য সোনার থালায় কিছু মিশরীয় সিগারেট্ নিয়ে এল। পথপার্শ্বে অন্য সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল একটি ছোট শিশু। সযত্ন পরিপাটি তার সাজসজ্জা—সযত্ন রচিত তার কেশরাজি—হাতে একটি পুতুল। পুতুল ও পুতুলের পোষাকের রঙ্ আর শিশুটি এবং তার পোষাকের রঙ্ অত্যন্ত সুসমঞ্জস। শিশুসজ্জা মিশরের অভিজাত পরিবারের একটি বিশেষ অলঙ্কার।

ঠিক ৮টার সময় একজন ভৃত্য এসে সংবাদ দিল—পাশা আসছেন। ২ মিনিট পরে লিফ্‌টে নাহাস পাশা নেমে এলেন। সুগঠিত দেহ, মধ্যমাকৃতি, মুখমণ্ডল বার্দ্ধক্যের রেখাঙ্কিত, চক্ষুদ্বয় অত্যন্ত উজ্জ্বল, মৃদুভাষী—নাহাস পাশা দূর থেকেই 'আহ্‌লান ও সাহ্‌লান' বলে আমাকে অভিনন্দন জানালেন। তাঁর প্রথম কথাই হ'ল—অধ্যাপক চৌধুরী, আপনার মধ্য দিয়ে আমি ভারতবর্ষকে আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তারপর বল্লেন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের অনেক কাহিনী। দু'জনাই প্যারিসে অনেকদিন একসঙ্গে ছিলেন। প্যারিসের উদ্যানে দুই বন্ধু মিলে প্রাচ্য ভূখণ্ডের তথা ভারতবর্ষ ও মিশরের অনেক সমস্যার বিশ্লেষণ ক'রেছিলেন এবং কার্য্যক্রমও নির্দ্ধারিত ক'রেছিলেন। এই সময়ই পণ্ডিত জওহরলাল প্যারিসে উপস্থিত হ'ন এবং তাঁর সঙ্গেও নাহাস পাশার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। তখন জওহরলাল যুবক মাত্র। তাঁর চিন্তাধারার পরিণতি যে বিরাট রূপ পরিগ্রহ ক'রবে, এ কথা নাহাস পাশা কল্পনা ক'রতে পারেন নি। মিশরে ফিরে এসে নাহাস পাশা ভারত পরিদর্শনের জন্য জাহাজে আরোহণ ক'রেছিলেন কিন্তু সে জাহাজ বোম্বাই না এসে মোম্বাসার দিকে চলে গেল এবং নাহাস পাশাকে মোম্বাসাতে কয়েক মাস নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বে ব্রিটিশের অতিথিরূপে বাস ক'রতে হ'য়েছিল। তারপর তিনি গান্ধী ও টেগোর সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা ক'রলেন। প্রায় ১৫ মিনিট আলাপের পর বুঝলাম, এই মিশরীয় নেতা আত্মপ্রত্যয়শীল। তিনি যেটুকু চিন্তা করেন, তা' বেশ পরিষ্কার, স্পষ্ট এবং সুশৃঙ্খল। আলাপের সময় তিনি মুক্তবাক্; ব্রিটিশ কূটনীতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুব স্পষ্ট। বর্ত্তমানে তিনি যদিও ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহভাজন, রাজা ফারুকের অপ্রীতিভাজন এবং অভিজাত সম্প্রদায়েরও সম্পূর্ণ আস্থাভাজন ন'ন, তবুও তিনি বিশ্বাস করেন যে, ওয়াফদ্ দলই মিশরের জনমতের প্রতিনিধি। তিনি গর্ব্বের সঙ্গে বল্লেন, যন্ত্রী যেমন তার যন্ত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত; আমিও তেমনি মিশরীয় জনমতের সঙ্গে সুপরিচিত।

আমি নাহাস পাশাকে আমার পরিকল্পিত '১৯৪৫ সালের মিশর' পুস্তকখানির জন্য কিছু লিখতে অনুরোধ ক'রলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ বল্লেন,—১৯৪৫ সাল মিশরের এক অভিশাপ! মন্ত্রীপরিবর্ত্তন, লর্ড ময়েন হত্যা, মাহের পাশার হত্যা, রুজভেল্ট ও চার্চ্চিলের মিশর আগমন, যুদ্ধান্তে নক্রাশি পাশার যুদ্ধঘোষণা, নিখিল আরব আন্দোলন, সান্‌ফ্রান্সিস্কো কন্‌ফারেন্স, আরও কত কি হ'বে—তা কে জানে! এই চঞ্চল পরিস্থিতির মধ্যে মিশরের যথার্থ সন্ধান পাওয়া যাবে

না। আমি উত্তর দিলাম, এই বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিরই একটি সমসাময়িক চিন্তার ধারা এবং ঘটনাক্রম লিপিবদ্ধ ক'রতে চাই। আমি শুধু ঘটনাপ্রবাহ জানতে চাই না। তার পশ্চাতে যে চঞ্চল মনোবৃত্তি র'য়েছে তারই ইতিহাস লিপিবদ্ধ ক'রব এবং এই পরির্ত্তনই ইতিহাসের প্রচ্ছদপট হবে! আমি সহানুভূতি নিয়ে এই পরিবর্ত্তনগুলির পটভূমিকায় মিশরের জীবন্ত রূপ অঙ্কিত ক'রব। তবে অবশ্য বিভারলি নিকলস্ কিংবা মিস মেয়োর ভূমিকা গ্রহণ ক'রব না। নাহাস পাশা আমার উক্তি শুনে খুব উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন এবং বল্লেন, আমি নিশ্চয়ই আপনার পুস্তকের জন্য কিছু লিখ্‌ব; তবে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তিনি আমাকে অনুযোগ দিলেন যে, আমার পূর্ব্বেই তাঁর সঙ্গে দেখা করা উচিত ছিল। আমি বল্লাম, আপনি সব সময়ই ব্যস্ত। আপনার সময় নষ্ট ক'রতে কুণ্ঠা বোধ ক'রেছিলাম এবং আমি অপেক্ষা ক'রছিলাম যে মিশর সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জেনে আপনার সঙ্গে পরিচয় ক'রব। নচেৎ আমাদের আলাপ শুধুমাত্র পরিচয়েই নিবদ্ধ থাকত।

রাত্রি সাড়ে ৯টার সময় ফিরে এলাম। আজকের এই পরিচয়, আলাপ এবং ব্রিটিশ, মিশর ও ভারতবর্ষের ঘটনা বিশ্লেষণ আমাকে বেশ আনন্দ দিয়েছে। নাহাস পাশাকে তাঁর পরিচিত বন্ধুরা আশ্রিতবৎসলতার জন্য খুব প্রীতির চক্ষে দেখেন; এটা ডাঃ হাসানের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বেশ বুঝলাম।

৮ই এপ্রিল '৪৫

বিজ্ঞান বিভাগের ডীন ডাঃ মুসাবুরাফা বে'র সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপ্রকোষ্ঠে পূর্ব্বব্যবস্থামত ১১টায় দেখা ক'রেছি। তিনি বল্লেন, ডাঃ মেঘনাদ সাহা এবং ডাঃ শিশির মিত্রের ডিনারের দিন আমি আপনাকে অনেক অনুসন্ধান ক'রেছি; কিন্তু সন্ধান পাই নি। শুনলাম, আপনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় অধ্যাপকরূপে সেদিন 'বর্ত্তমান ভারত' সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। কিন্তু আমি এত বিলম্বে সংবাদ পেলাম যে আমার সময় ছিল না। তারপর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও কয়েকজন কর্ম্মকর্ত্তার সঙ্গে পরিচয় ক'রিয়ে দিয়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন এবং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রলেন। শেষে আমাকে অনুরোধ ক'রলেন, আর্য্যভট্টের কয়েকখানি গ্রন্থ যদি আমি আরবী ভাষায় অনুবাদ করি, তা' হ'লে মিশর বিশ্ববিদ্যালয় আমার স্থিতিকাল-পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ ক'রবে এবং যথোচিত পারিশ্রমিক দিতে

কার্পণ্য ক'রবে না। আমি বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্বন্ধে জানি না, বিশেষ ক'রে অঙ্কশাস্ত্রকে আরবী ভাষায় রূপান্তরিত করার মত বিদ্যা আমার নেই ব'লে অক্ষমতা জানালাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-রেক্টর ডাঃ সালেহ্ বল্লেন কেন, আপনি ত' ভাল আরবী বলেন। ঐ আরবীতে অনুবাদ ক'রলেই যথেষ্ট হবে। প্রয়োজন হ'লে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আপনার ছুটির বন্দোবস্তও আমরা ক'রব। এই প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে আবার আমার অক্ষমতা জানালাম। ডাঃ মুসাররাফা '১৯৪৫ সালের মিশর' পুস্তকের জন্য একটি প্রবন্ধ দেবেন ব'লে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আজ দ্বিপ্রহরে অধ্যাপক হবীব লাঞ্চের আয়োজন ক'রেছেন—আল্ আজ্হরের অধ্যাপক আবদুল আজিজ, অধ্যাপক সরণাগায়ুই এবং সুদানী অধ্যাপক আবদুল হামিদ উপস্থিত ছিলেন। লাঞ্চের পূর্ব্বভাগে আমরা গীতার অনুবাদ নিয়ে অনেক আলোচনা ক'রলাম এবং কয়েকটি স্থানের পরিবর্ত্তন করা হ'ল লাঞ্চের আয়োজন সম্পূর্ণভাবে মিশরের গ্রাম্য ভোজন। খাদ্যের ভিতরে মুলুকিয়া শাক, পায়রার মসল্লম, এবং কাঁচা কুমড়োর মর্ম্মালেড খুব ভাল লেগেছিল। লাঞ্চের পর অধ্যাপক আবদুল আজিজ গীতা-প্রণেতার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ আরম্ভ ক'রলেন এবং আমাকে কোরাণের কর্ম্মবাদের সঙ্গে গীতার কর্ম্মবাদের একটি তুলনামূলক সমালোচনা ক'রতে অনুরোধ ক'রলেন। আমাদের আলোচনায় সুদানী অধ্যাপকটি ব'ল্লেন, স্থানে স্থানে গীতার সূক্ষ্মতত্ত্ব সাধারণ মানবের বুদ্ধির অগম্য সুতরাং গীতায় সার্ব্বজনীনতার অভাব রয়েছে। গীতার বিরুদ্ধে এই ছিল তাঁর প্রধান অভিযোগ। অধ্যাপক আবদুল আজিজ উত্তরে বল্লেন, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণ এমন সূক্ষ্ম যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থকে দৈনন্দিন জীবনের আদর্শ ব'লে গ্রহণ করে, সে দেশে গণবুদ্ধি এবং গণচেতনা অবশ্যই অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু। অধ্যাপক সরণাগায়ুই ভারতের চিত্রশিল্প বিশ্লেষণ ক'রে ভারতীয়দের আদর্শ-প্রীতির ধারা অনুধাবন ক'রলেন। অধ্যাপক হবীব অতিথিদের সম্বর্দ্ধনায় ব্যস্ত থাকায় এ আলোচনায় যোগ দিতে পারেন নি। আল্-আজ্-হরের অধ্যাপক হ'য়েও এই সকল অধ্যাপক ইসলামাতিরিক্ত চিন্তার গবেষণা করেন এবং তাঁদের সঙ্গে আলাপ ক'রে বেশ তৃপ্তি পাওয়া যায়।

৯ই এপ্রিল '৪৫

আজকে ভোর ৮টা থেকে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আল্ মোহিতের

একটি সম্পূর্ণ সার সঙ্কলন ক'রলাম। এ বিষয়ে হিব্রু ভাষার অধ্যাপক ডাঃ হাসনাইন্ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছেন। তারপর গীতার সমস্ত অনুবাদের টাইপ করা অংশগুলি সংশোধন ক'রলাম। প্রায় ৩টা বেজে গেল। সেদিনই আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বক্তৃতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ ক'রলাম। এই স্বল্প পরিচয়েও কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য বেশ একটা প্রীতি অনুভব ক'রেছিলাম। তারাও আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশত এবং আমার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশ ক'রত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ বিশেষ ক'রে ডাঃ আবদুল ওহ্হাব আজ্জাম আমাকে খুব স্নেহের চক্ষে দেখেছিলেন। বিদায়ের দিনে তাঁরা অনেকেই উপস্থিত থেকে আমাকে প্রীতি জ্ঞাপন ক'রলেন। তাঁদের সুজনতা, আতিথ্য এবং সদালাপের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

পাঁচটার সময় মিসেস নাজ্লা এল হাকিমের গৃহে উপস্থিত হ'লাম। তিনি আমাকে '১৯৪৫ সালের মিশরের' জন্য তাঁর প্রবন্ধ এবং ডাঃ আহ্মদ হেফ্নী লিখিত মিশরের সঙ্গীত ও মিঃ বাবলি বে' রচিত 'মিশরের অপরাধতত্ত্ব' সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ দিলেন। এই প্রবন্ধ কয়েকটি তাঁর স্বামী ডাঃ মাজ্হার সাইদ্এর চেষ্টাতেই পেয়েছিলাম। তাঁর বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় তাঁর ভগ্নী মিস জয়নাব হাকিমার সঙ্গে দেখা হ'ল। মিস জয়নাব বল্লেন, অধ্যাপক চৌধুরী, আপনি মিশর ত্যাগ ক'রে যাচ্ছেন, আর আমাকে এই সংবাদটুকুই বলেন নি, এটা আপনার অন্যায়। কিছুক্ষণ ভদ্রতা বিনিময়ের পরে তিনি বল্লেন, মাদাম আলিয়া আত্রাসকে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে। সেদিন আমার ভগ্নীর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় হ'য়েছে। তাঁর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আপনি তাঁর সঙ্গে অবশ্য দেখা ক'রবেন। আমি বল্লাম, আজকে আমার কিছুতেই সময় হবে না। ' মিঃ সালেহ্উদ্দীন এল আজমের গৃহে আমাকে গীতার শেষ অধ্যায় নিয়ে কাজ ক'রতে হ'বে। তিনি আমার জন্য আলেকজেন্দ্রিয়া থেকে ফিরে আসবেন। সুতরাং অন্য এক দিন মাদাম আত্রাসের সঙ্গে দেখা ক'রব, আপনি দয়া করে ব'লে দেবেন। আমরা একই ট্রামে ফিরে এলাম। পথে মাদাম আলিয়া আত্রাসের বিষয় অনেক আলাপ হ'ল। তাঁর সঙ্গীত এবং নৃত্য, তাঁর কন্যা আল্ আসমাহানের সঙ্গীত, অভিনয় ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে মিশরের অভিজাত সম্প্রদায়ের নারী-জীবনের সম্বন্ধে তিনি অনেক গল্প ব'ল্লেন।

সন্ধ্যা ৭টা থেকে মিঃ সালেহ্‌উদ্দীনের পাঠগৃহে ব'সে কাজ ক'রেছি, কিন্তু তিনি অনুপস্থিত। তাঁর হাবসী ভৃত্য আমাকে যথেষ্ট সম্মান করে এবং পরিচর্য্যা করে। তাঁর তিনটি ভৃত্যই ঘনকৃষ্ণবর্ণ, মুখে দাসমুক্তির ক্ষতচিহ্ন বর্ত্তমান। হাবসী ভৃত্য সাধারণতঃ কোন কথা বলে না; বালক ভৃত্য মহম্মদ আমার উপস্থিতি মাত্রই সব সময় কফি নিয়ে আসে এবং আজ পর্য্যন্ত কোন দিন বকশিস দাবী করে নি। আমি প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রলাম। মিঃ সালেহ্-উদ্দীন আসেন নি। এটা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার। তাঁর কার্য্যক্রমের কখনও ব্যত্যয় হয় না। ১০ টার পর আমি ওয়াই-এম্-সি এতে ফিরে এলাম। সারাদিন প্রায় অভুক্ত; ওয়াই-এম্-সি-এর ডিনার হল বন্ধ হ'য়ে গেছে, পাশের একটি কাফেতে গিয়ে চারটি সিদ্ধ ডিম, এক টুকরো রুটি, কিছু সালাড এবং মাখন দিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি ক'রে নিজ গৃহে ফিরে এলাম।

১০ই এপ্রিল '৪৫

ভোর ৮টায় প্রাতরাশ শেষ ক'রে মিঃ সালেহ্‌উদ্দীনের গৃহে উপস্থিত হ'লাম, কারণ তাঁর গত রাত্রের অনুপস্থিতি অতি অভিনব ব্যাপার! তিনি আমাকে দেখেই মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রে বললেন—শিল্পী অধ্যাপক হাসান বিশেষ কোন কারণে তাঁকে ষ্টেশন থেকে মা-আদি উপকণ্ঠে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ১০টার পূর্ব্বে কোন ট্রেন ধরতে পারেন নি। ভৃত্যরা বলেছে যে আমি ডিনার না খেয়েই চলে গেছি। ভৃত্যদের ত' তিরস্কার ক'রেছেনই, আমাকেও অনুযোগ ক'রে ব'ল্লেন যে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর গৃহে ডিনার গ্রহণের অধিকার আমার অবশ্যই রয়েছে; সুতরাং আমি ডিনার গ্রহণ না করাতে আমাদের দূরত্বই সূচিত হ'য়েছে। শাস্তি স্বরূপ প্রা[illegible] আবার আমাকে গ্রহণ ক'রতে হ'ল, কারণ আমি লাঞ্চের নিমন্ত্রণ ডাঃ হাসান ইব্রাহিম হাসানের গৃহে পূর্ব্বাহ্ণেই গ্রহণ ক'রেছিলাম। সাড়ে ১০টা পর্যন্ত গীতার শেষ অধ্যায় সংশোধন ক'রলাম।

তারপর আমি ট্রান্স-জর্ডনের কন্সালের সেক্রেটারী মিঃ আবদুল আজিজের গৃহে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো কনফারেন্সের অধিবেশনে যোগদানের বিষয় শেষ সিদ্ধান্ত জানবার জন্য উৎসুক ছিলাম। তিনি বল্লেন, ট্রান্সজর্ডনকে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো কন্‌ফারেন্সে কোন পৃথক আসন দেওয়া হ'বে না; তবে পরিদর্শক রূপে তাঁরা উপস্থিত থাকতে পারেন। এই অপমানজনক ব্যবস্থায় ট্রান্সজর্ডনের আমীর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হ'য়েছেন এবং ব্রিটিশ বৈদেশিক বিভাগও তাদের মত পরিবর্ত্তন

ক'রতে অনিচ্ছুক। কাজেই, আমার সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো কনফারেন্সে পরিদর্শকের সেক্রেটারী হ'য়ে যাবার কোন সার্থকতা নেই। আমি মিঃ আবদুল আজিজকে তাঁর সহৃদয় ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় গ্রহণ ক'রলাম।

তারপর ডাঃ হাসানের গৃহে লাঞ্চের নিমন্ত্রণে উপস্থিত হ'য়েছি। আজকের লাঞ্চের ব্যবস্থা হয়েছে গ্রু.প.পি হোটেলে। লাঞ্চের পর আমরা ৪টা পর্য্যন্ত বসে '১৯৪৫ সালের মিশরের' জন্য 'ফোয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রস্তুত ক'রলাম। ৫টার সময় একজন অস্ট্রিয়াবাসী ভদ্রলোকের গৃহে প্রাচ্যসম্মেলনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমার আলোচনা ছিল। মিস্ জয়নাব এই আলোচনার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। সেখানে আধ ঘণ্টা ভারতের কৃষ্টি এবং পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন মিশরের ধারণার তুলনা ক'রলাম। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অস্ট্রিয়াবাসীদের খুব উচ্চ ধারণা আছে। একদিন অস্ট্রিয়া ইউরোপ এবং খৃষ্টীয় সভ্যতাকে তুর্ক আক্রমণ থেকে রক্ষা ক'রেছিল, বর্ত্তমান খৃষ্টীয় সভ্যতার মূল অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে রয়েছে ;—ভারতবর্ষও তেমনি সমস্ত প্রাচ্য সভ্যতার মূলকেন্দ্র—এই ব'লে আমার মধ্য দিয়ে তিনি ভারতবর্ষকে অভিনন্দিত ক'রলেন।

৭টার সময় আবার মিঃ সালেহ্‌উদ্দীনের গৃহে উপস্থিত হ'য়েছিলাম। শুনলাম তার কনিষ্ঠা কন্যা নওয়ারা সম্প্রতি তাঁর স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্য হেতু অত্যন্ত মানসিক অশান্তিতে দিন অতিবাহিত ক'রছিলেন। তাঁর স্বামী সৈন্যবিভাগে ক্যাপ্টেন এবং রাজপরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং অত্যাচার এবং অনাচার ইদানীং একটু অধিক মাত্রায় আরম্ভ ক'রেছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত নানাকারণে নওয়ারাকে মদ্যপান পর্য্যন্ত আরম্ভ ক'রতে হ'য়েছে।

আজ ভোরবেলাই মিঃ সালেহ্‌উদ্দীন তার কন্যার অবস্থাবিপর্য্যয়ের কথা আমাকে বলেছিলেন। যিনি স্বয়ং ধূমপান পর্য্যন্ত করেন না, তাঁর কন্যার এই পানাসক্তি দেখে তিনি আতঙ্কিত হ'য়ে উঠেছেন। নওয়ারাকে স্বামীর পান বিলাসের জন্য মাসিক প্রায় ১০০ পাউণ্ড বিল পরিশোধ ক'রতে হয়। নওয়ারার পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে আয় মাসিক ২৫০ পাউণ্ড এবং তাঁর মাতার সম্পত্তি থেকে ভবিষ্যতে আরও ২০০ পাউণ্ড ক'রে পাবে। মিঃ সালেহ্‌উদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর কায়রোর অট্টালিকাগুলিও নওয়ারার অংশেই আসবে। তার মূল্য প্রায় লক্ষ পাউণ্ড। মিঃ সালেহ উদ্দীন এমন কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ ক'রলেন যার জন্য তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত এবং ইহাই গতরাত্রের অনুপস্থিতির আংশিক কারণ। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, নওয়ারা কি এই উচ্ছৃঙ্খল জীবন ভালবাসে,

না স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণার প্রতিশোধ স্বরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা আরম্ভ ক'রেছে? মিঃ সালেহ্‌উদ্দীন বল্লেন, তিনি আজিজিয়ার মুখে শুনেছেন যে গত তিন মাস ধরে স্বামীর সঙ্গে অর্থ নিয়ে বিরোধের জন্যই সে মদ্যপান আরম্ভ ক'রেছে। আমি একটু চিন্তা ক'রে বল্লাম, নওয়ারার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন। সুতরাং আজকে সন্ধ্যা ৭টায় নওয়ারাকে ডেকে পাঠান হ'ল। আমি জানি, নওয়ারা হস্তরেখাতত্ত্ব এবং কোষ্ঠীতত্ত্বে বিশ্বাস করে। তার নবজাত কন্যাকে সে অত্যন্ত ভালবাসে। এই দুর্ব্বলতার আশ্রয় নিয়ে আমি তার একটা উপকার ক'রতে চেষ্টা ক'রলাম। আমার ভারি দুঃখ হ'চ্ছিল, মিঃ সালেহ্‌উদ্দীনের এত পবিত্র চরিত্র, এত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা; সহৃদয় এবং ধর্ম্ম ভীরু এই লোকের উপর বিধাতার এ কি অভিসম্পাত! শৈশব থেকে মায়ের স্নেহ দিয়ে কন্যাদ্বয়কে মানুষ ক'রেছেন, আজকে নওয়ারার পরিণতি দেখে তাঁর অন্তরে কি ব্যথা!

সাড়ে ৭টার সময় নওয়ারা ডাইনিং টেবিলে এসে উপস্থিত হ'য়েছে। সাদর সম্ভাষণের পর তাঁর হস্তরেখা পরীক্ষা ক'রলাম। হস্তরেখা দেখে তার অতীত সম্বন্ধে আমি অনেক কথাই বল্লাম। আমার কথাগুলি প্রায় নির্ভুল, কারণ আমি তার অতীত সম্বন্ধে প্রায় সবই শুনেছিলাম। তারপর খুব গম্ভীরভাবে বল্লাম—নওয়ারা, তোমার ভবিষ্যৎ ভাল নয় কারণ তুমি পিত্তশূল বেদনায় ভুগবে! তোমার কন্যার উপরও তোমার শরীরের প্রভাব পড়বে। তোমার কন্যাও খুব কষ্ট পাবে। কন্যার বিপদের কথা শুনে নওয়ারা খুব কাতর হ'য়ে পড়ল। আমি বল্লাম,—একখানি বিড়াল চক্ষু পাথর (cat's eye) হাতে ধারণ করবে এবং কন্যাকে নীল পাথরের মালা পরিয়ে দেবে—জন্মের আঠার মাস পরে ক্রমশঃ সে ভাল হ'বে। মিঃ সালেহ্‌উদ্দীন জিজ্ঞাসা ক'রলেন—নওয়ারা কিসে ভাল হবে? আমি উত্তর দিলাম, তার জন্মতারিখ, সময় ও স্থান আমাকে বলুন; আমি কোষ্ঠী তৈরী ক'রে দেব এবং তার ভবিষ্যৎ বলে দেব। মিঃ সালেহ্‌উদ্দীন তার জন্ম সময় ইত্যাদি কাগজে লিখে দিলেন। দেখলাম নওয়ারা খুব উৎকণ্ঠিত। এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে নওয়ারার জীবনের গতি পরিবর্ত্তন ক'রিয়ে দেব স্থির ক'রলাম।

১১-১২ই এপ্রিল—অত্যন্ত ব্যস্ত—ডায়েরী লিখিনি।

১৩ই এপ্রিল, '৪৫

সারাদিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় বড়ই ক্লান্ত মনে হ'চ্ছিল। নিজের ঘরে

বিশ্রাম ক'রছিলাম। এমন সময় মিঃ আলেকজাণ্ডার এসে বল্লেন, আজ ওয়াই-এম্-সি-এতে দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যের আসর ব'সবে এবং আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে। সর্ব্বনাশ! কোথায় বিশ্রাম ক'রব—ভাবলাম; তা' না ক'রে নৃত্যের আসরে যোগ দিতে হবে? তা'ও আবার দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য! আমি পুর্ব্বেও এই দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য সৈন্যশিবিরে দেখেছিলাম। এই নর্ত্তকীদল অত্যন্ত কদাকার, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, প্রায়ই কোটরগত চক্ষু এবং শিষ্টাচার বিবর্জ্জিত। এই দলে ৭টি পুরুষ এবং ৩টি নারী আছে। তারা ওয়াই-এম্-সি-এতে বাস ক'রছে এবং প্রতি রাত্রেই প্রায় কোনরকম বিবাদ লেগেই আছে। এই শ্রেণীর শিল্পী দিয়ে ভারতীয় নৃত্যকলা দেখিয়ে ভারতবর্ষের নৃত্যকলা সম্বন্ধে কি ধারণা প্রচার করা হ'বে, তা' সহজেই অনুমান করা যায়। মিঃ আলেকজাণ্ডারের নিমন্ত্রণ পেয়ে আমার চক্ষুর সামনে এই নর্ত্তকীদলের আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষার চিত্র ভেসে উ'ঠল।

এমন সময় বেয়ারা রেজাক এসে বল্লে, আপনাকে ফোনে ডাক্‌ছে। মিস্ হাকিমা জয়নাব ফোন ক'রছেন। তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন, আমি কি করছি? আমি উত্তর দিলাম, আমাকে আজ নৃত্যের মৃত্যু দেখতে হবে। আপনিও এসে এই শবযাত্রায় যোগদান করুন। তিনি সজোরে উত্তর দিলেন, মৃত্যু আমি ভালবাসি না। আমার এখানে এসে জীবননৃত্য দেখে যান। আমার আজ খুব ভাল মাছ রান্না হ'য়েছে, এসে ডিনারে যোগ দিলে বাধিত হ'ব। আমি তাঁকে বল্লাম, চক্ষুর আনন্দের চেয়ে জিহ্বার আনন্দই অধিকতর মনোরম হবে। সুতরাং নৃত্যের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার আশায় আমি মিস্ জয়নাবের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'র্লাম।

কায়রো থেকে ৮ মাইল দূরে রাজ উদ্যান **কুব্বা** উপকণ্ঠে ঠিক ৮টার সময় উপস্থিত হ'য়েছি। মিস্ জয়নাব আমার জন্য উদ্যানবাটিকার পার্শ্বেই অপেক্ষা ক'রছিলেন। দূর থেকে অতি ক্ষুদ্র দ্বিতল একটি গৃহ দেখতে পেলাম। লতাকুঞ্জের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ থেকে নানা বর্ণের আলোকচ্ছটা স্ফুরিত হ'চ্ছিল। তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে বল্লেন, ঐ আলোকমালা বিভূষিত সম্রাজ্ঞীর কক্ষে আপনাকে অভিনন্দিত করা হ'বে। আমি উত্তর দিলাম, সম্রাজ্ঞী তো পায়ে হেঁটে চলেছেন; সম্রাট কোথায়? মিস্ জয়নাব হেসে উত্তর দিলেন, তিনি আসছেন এবং সে উৎসবে আপনাকে নিমন্ত্রণ করা হ'বে। সম্প্রতি মিস্ জয়নাবের বিবাহের প্রস্তাব হ'চ্ছিল।

আমরা গৃহদ্বারে আসতেই একটি কিশোরী পরিচারিকা এল। সমস্ত ঘর নীল আলোয় ভরে গেছে। দু'পাশের লতাগুল্ম সবুজ, বারান্দায় পিটোনিয়া ফুলের উৎসব—নীল আকাশ, উজ্জ্বল নক্ষত্র, শান্ত আবেষ্টনী। ইউক্যালিপ্টাস গাছগুলি গৃহের চতুষ্পার্শ্বে আকাশ এবং আলোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিল। আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে সুন্দর প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ ক'রলাম।

ডানদিকের বারান্দা দিয়ে তাঁর বসবার ঘরে এলাম। সমস্ত ঘরটি লাল আলোকে উজ্জ্বল, স্বল্প হরিদ্রাভ প্রাচীরের উপর রক্তবর্ণ রেখাচিত্র, দরজা এবং জানালার পর্দ্দাগুলি লাল। ফুলগুলি অবশ্য কৃত্রিম, কিন্তু তা'ও লালবর্ণের। পিয়ানোর ঢাকনা লাল, দেওয়ালে রয়েছে কয়েকটি জাপানী চিত্র, সেগুলিও লালবর্ণের। আমি সমস্ত গৃহে বর্ণ সম্মিলন দে'খছিলাম। সামনের বারান্দায় খুব হাল্কা সবুজ রঙের ক্ষীণ আলো এবং ক্রমশঃ বাম পার্শ্বের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। সিঁড়ির পার্শ্বস্থ প্রাচীরে সবুজ বর্ণচ্ছটা। অভ্যর্থনা গৃহে বহুদেশ থেকে সংগৃহীত নানাপ্রকার প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুগুলি (curios) সজ্জিত র'য়েছে। তার মধ্যে ইরাক, কুর্দ্দীস্থান, লিবিয়া, তুরস্ক, গ্রীস, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডেরই বেশী। আমার খুব ভাল লেগেছিল তিনটি বানর—পাথর দিয়ে তৈরী। একটি চোখে হাত দিয়ে আছে, একটি কানে হাত দিয়ে আছে, আর একটি মুখে হাত দিয়ে আছে। তিনটি আদর্শের প্রতীক—খারাপ জিনিষ দে'খ না, খারাপ কথা শু'ন না, খারাপ কথা ব'ল না—(see no evil, hear no evil, speak no evil).

মিস্ জয়নাব বর্ত্তমানে জড়শিল্প বিদ্যালয়ের পরিচালিকা। যে সব শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, তাদের জন্যই তিনি তাঁর সময় অতিবাহিত ক'রছেন। তিনি প্রত্যক্ষ পরিচয়ের দ্বারা শিক্ষাদান করেন। এই তিনটি বানর তাঁর শিক্ষা পদ্ধতির অন্যতম বাহন। তিনি ইরাক এবং কুর্দ্দীস্থানের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক আলাপ ক'রলেন। তারপর প্রত্যেকটি ঘর ঘুরে দেখলাম—প্রতিটি ঘরেই বিভিন্নরূপ সজ্জা এবং তা'ও অভিনব বর্ণের। এমন সময় একটি ফোন এল। তিনি বল্লেন, মাদাম আলিয়া আত্রাস আমার সঙ্গে কথা ব'লছিলেন। আপনি এখানে আছেন শুনে তিনি একটু আশ্চর্য্য হ'লেন। তিনি আপনাকে কালকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন। আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুত হ'য়ে বল্লাম—মাদাম আত্রাস আমাকে আরও একদিন নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন, কিন্তু আমি এত ব্যস্ত ছিলাম যে একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। মিস্ জয়নাব বল্লেন, আমার ভগ্নীপতি মাজ্‌হার সাইদ এবং দামাস্কাসের একজন অধ্যাপক ও মক্কার একজন প্রসিদ্ধ

শেখকেও নিমন্ত্রণ ক'রবেন। সুতরাং আপনি অবশ্যই আসবেন। আমিও যাব। আমি বল্লাম, সবাই উপস্থিত থাকলে আমিও যাব। হঠাৎ মিস জয়নাব বল্লেন, মাদাম আত্রাস কিন্তু আপনার সঙ্গে নিভৃতে কথা ব'লতে চান। আপনি জানেন, তাঁর কন্যা আল্ আস্‌মাহান আত্মহত্যা ক'রেছেন, কিংবা তাঁকে নীলের জলে ডুবিয়ে মারা হ'য়েছে। সেই থেকে মাদাম আত্রাস বিশেষ বিভ্রান্ত। ভারতবর্ষে অনেক অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন লোক আছেন ব'লে তিনি বিশ্বাস করেন এবং কন্যার আত্মার সম্বন্ধেই আপনার সঙ্গে নিভৃতে কথা ব'লতে চান। তান্‌তা সহরে দাহান-গৃহে আলোচনার কথা আমার ম'নে প'ড়ল। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, মিসেস আত্রাস কি মনে করেন যে তাঁর মৃতা কন্যার আত্মার সম্বন্ধে আমি অলৌকিক কিছু ক'রতে পারি! মিস জয়নাব বল্লেন, সে কথা আমি জানি না। তবে মাদাম আত্রাসকে আপনি সান্ত্বনা দিতে পারেন, এটা আমি বিশ্বাস করি। আপনি না গেলে তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হ'বেন। আমি তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রলাম, কিন্তু সময় বড় অল্প।

তারপর আমরা ভোজনকক্ষে উপস্থিত হ'লাম। ভারী মজা! ছোট কিশোর গৃহের পরিচারিকা -সে ভৃত্য, পাচক, এবং মিস জয়নাবের সেক্রেটারী, এমন কি সর্ব্বশেষে তাঁর বাড়ীর গার্ড। মেয়েটি কেবলই হাসছিল। আমি তাকে অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করছিলাম, সে শুধু হাঁ, না উত্তর দিচ্ছিল। তারপর সে মিস জয়নাবের কানে কানে জিজ্ঞাসা ক'রল—এ কি সেই হিন্দী, যাঁর জন্য তুমি কলম খুঁজেছিলে? তৎক্ষণাৎ মিস জয়নাব টেবিল থেকে উঠে গিয়ে একটি কলম নিয়ে এলেন এবং আমার পকেটে দিয়ে বল্লেন, অধ্যাপক, মিশরে আপনার কলম পিক্‌পকেট হ'য়েছে। বিদেশীরা বলে মিশর পিক্‌পকেটের দেশ, কিন্তু এদেশে ভাল লোকও আছে! আপনাকে হারান কলমটি দিতে পারলাম না, কিন্তু আপনি এটি প্রত্যাখ্যান ক'রবেন না। মিশরের ভগিনী এই কলমটি আপনাকে দিল। তাঁর সানুনয় অনুরোধের জন্য কলমটি আমি প্রত্যাখ্যান ক'রতে পারলাম না।

ডিনারের পর আমার জেরুজালেম থেকে কেনা অলিভের সিগারেট কেস্ মিস্ জয়নাবকে উপহার দিয়ে লিখে দিলাম—ভারতীয় ভ্রাতার মিশরের ভগ্নীর প্রতি দান। অত্যন্ত ক্ষুদ্র জিনিষ। তবু প্রীতির চিহ্ন তিনি অতি যত্ন ক'রেই গ্রহণ ক'রলেন। হয়ত' আর জীবনে এই বিদেশিনী ভগ্নীর সঙ্গে দেখা হ'বে না, কিন্তু তাঁর সহৃদয় ব্যবহার কখনও ভুলব না। রাত্রি ১১॥টার সময় ফিরে এলাম।

১৪ই এপ্রিল '৪৫

ভোরবেলা আমেরিকান ওয়ারশিপিং বিভাগে মিঃ এল্‌ডোজের কাছে ফোন করে জানলাম যে আমেরিকান জাহাজ কবে আসবে ঠিক নেই, স্থতরাং ব্রিটিশ টমাস কুক কোম্পানীতে গিয়ে জাহাজের জন্য অনুরোধ করলাম। আশা ক'রছি, মে মাসের মধ্যেই জাহাজ পেয়ে যাব। ১০টায় সেন্সর অফিসে গিয়ে আমার কাগজপত্র দিয়ে এলাম। কখন যে কাগজপত্র ফিরে পাব তা' অনিশ্চিত।

মাদাম আত্রাসের কাছে ফোন ক'রলাম, তিনি অত্যন্ত খুসী হ'লেন এবং আগে টেলিফোন ক'রিনি ব'লে অনুযোগ দিয়ে বল্লেন, আমি এ ক'দিন আপনাকে খুব খুঁজেছি। মিস্ জয়নাব আপনাকে বলেনি? আমি লজ্জিত হ'লাম, মিস্ জয়নাব আমাকে বলেছিলেন, আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আর আমার সময়ও ছিল না। আরও বল্লেন, কাল রাত্রে আপনাকে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলাম। আজ লাঞ্চে আসছেন তো? আমি প্রত্যাখ্যান ক'রতে পারলাম না।

ঠিক ১টার সময় মাদাম আত্রাসের গৃহে উপস্থিত হ'য়েছি। নীলের তীরে প্রকাণ্ড প্রাসাদ! সেই অঞ্চলে সবলেই তাঁর বাড়ী চেনে এবং তাকেও চেনে। সর্ব্বক্ষণ তাঁর গৃহে লোকজনের যাতায়াত। নীচে কোন ভৃত্য ছিল না। বাড়ীর দরজাতেই আমার সঙ্গে দামাস্কাসের সঙ্গীতের অধ্যাপক ডাঃ ইব্রাহিমের সঙ্গে দেখা হ'ল। এর পূর্ব্বেও ডাঃ মাজ্‌হার সাইদের গৃহে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। তিনি ও তাঁর স্ত্রী বর্ত্তমানে মাদাম আত্রাসের গৃহে অতিথি। তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হওয়াতে খুব খুশী হ'লাম। আমরা লীফ্‌টে উঠে উপরে গেলাম এবং সর্ব্ব-সাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট অভ্যর্থনা কক্ষে উপস্থিত হ'লাম। এই অভ্যর্থনা কক্ষটি মিশরীয় পাশার গৃহের অনুরূপ সুসজ্জিত। একটু পরেই একজন হাবসী ভৃত্য এসে আমাদের দ্বিতীয় অভ্যর্থনা গৃহে নিয়ে গেল। সে কক্ষটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কিন্তু মূল্যবান দ্রব্যসম্ভারে সুসজ্জিত। কুশান চেয়ার, গালিচা, চিত্র, পিয়ানো, টেলিফোন, মর্ম্মরমূর্ত্তি—আরও কত কি? ডাঃ ইব্রাহিম বাইরে চ'লে গেলেন। আমি একা বসে দেয়ালের চিত্রগুলি দে'খলাম। প্রায় প্রত্যেক চিত্রই লেবানন পাহাড় এবং দরুজ পর্ব্বতের ছবি। মাদাম আত্রাসের আদি নিবাস দরুজ পর্ব্বতে তাঁর স্বামী আলি মনসুর আত্রাস বিখ্যাত দরুজী শেখ—সামন্ত নরপতি ছিলেন। হঠাৎ পায়ের শব্দে পিছনে দেখলাম, মাদাম আত্রাস ঘন কৃষ্ণবর্ণ সার্টিনের পরিচ্ছদে ভূষিত হ'য়ে অগ্রসর হ'চ্ছেন। পশ্চাতে রূপার ট্রে হাতে ক'রে তাঁর চেম্বারলেন অভ্যর্থনার জন্য কফি নিয়ে আসছে। ভৃত্যের পোষাক পরিচ্ছদ দেখে

গৃহস্বামিনীর আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মাদাম আত্রাস আমার পাশে বসে রূপার থালায় কতকগুলি চিনাবাদাম কফির সঙ্গে দিলেন। এই চিনাবাদাম-গুলি নানাপ্রকার মশলা মাখিয়ে উপরে রূপালি তবক দিয়ে জড়ান র'য়েছে, কি পরিশ্রম ক'রে এ ব্যবস্থা করা হ'য়েছে! এমন চিনাবাদাম আমাদের দেশে কখনও দেখিনি। মিনিট পাঁচেক পরে তিনি রন্ধনকক্ষে চ'লে গেলেন—বল্লেন, আমার জন্য তিনি স্বয়ং রন্ধনের ব্যবস্থা ক'রবেন। এ ব্যবস্থার সমস্ত আয়োজন সিরিয়ার গ্রাম্য ভোজনের অনুকরণে হ'বে।

আমি একটা টেবিলে বসে নাহাশ পাশার সঙ্গে আলোচনা লিপিবদ্ধ ক'রছিলাম। একটু পরেই মিস্ জয়নাব হাকিমা এলেন এবং আমাকে দেখে খুব খুসী হ'লেন। তাঁর মুখ চোখ দুষ্টুমি হাসিতে ভরা। এই প্রৌঢ়া নারী কিশোরীর মত উচ্ছ্বাসী এবং সরল। আমরা কথা বলছি—মাদাম আত্রাস আসতেই মিসেস্ জয়নাব বল্লেন—হিন্দী অধ্যাপককে এনে দিয়েছি—আমার কাজ শেষ! মাদাম আত্রাস বল্লেন, ওস্তাদ হিন্দী! এবার একা থাকবেন না, মিস্ জয়নবাকে দিয়ে গেলাম। ক্রমশঃ অন্যান্য নিমন্ত্রিতগণ এলেন। ডাঃ এবং মিসেস্ মাজ্হার সাইদের আগমনে সমস্ত অতিথিবর্গের কোলাহল বেড়ে গেল। আমরা আড়াইটার সময় লাঞ্চে ব'সলাম। এবার মাদাম আত্রাসের পরিধানে রয়েছে রক্ত গোলাপী সার্টিনের গাউন, অতি মূল্যবান সোনালি জরির কোমরবন্ধ এবং মাথার উপরে তীব্র গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ রেশমের অবগুণ্ঠন! দরুজির অভিজাত বংশের নারীরা পুরুষের সম্মুখে কোন অনুষ্ঠানে অনবগুণ্ঠিতা হ'য়ে উপস্থিত হ'ন না। এই তাঁদের সামাজিক রীতি। আজকে ভোজ উৎসবে আমি প্রধান অতিথি। গৃহস্বামিনী আমার পাশে ব'সলেন। অপর পার্শ্বে মিসেস্ ইব্রাহিম। আমি আয়োজন দেখে মাদাম আত্রাসকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—আজকে এই রাজকীয় অভ্যর্থনা এবং আয়োজন কার জন্য? তিনি করুণস্বরে উত্তর দিলেন, আজকে বহুকাল পরে আমার গৃহে ভোজের আয়োজন হ'চ্ছে! আমার কন্যা আস্মাহানের মৃত্যুর পর আমার গৃহে কোন ভোজের ব্যবস্থা হয়নি, নৃত্যের আসর বসেনি, আমার ভারতীয় বন্ধুর অভ্যর্থনার জন্য এই আয়োজন! আমি ভাবলাম, মাদাম আত্রাসের সঙ্গে আমার পরিচয় মাত্র এক দিনের। অথচ আমার জন্য এই আয়োজন কেন? মনে মনে তৃপ্তিলাভ না ক'রে একটু অস্বস্তি বোধ ক'রলাম।

ভোজনকক্ষ নাতিক্ষুদ্র। কিন্তু ভোজন পরিবেশনের জন্য যে বাসন দেখে-ছিলাম, মধ্যপ্রাচ্যের কোন হোটেলেও আমি তা' দেখিনি। সমস্ত খাদ্য সিরিয়ান।

দামাস্কাসের লোকেরা গর্ব্ব করে যে, পৃথিবীর প্রথম রন্ধনশালা দামাস্কাসেই স্থাপিত হ'য়েছিল। এ গর্ব্ব খুব নিরর্থক নয়। টেবিল ক্লথের রঙ্, থালা বাসনের রঙ, দেয়ালের রঙ, কুশানের রঙ প্রভৃতি সব কিছুতেই বেশ বর্ণসামঞ্জস্য ছিল। শব্জী, মাছ, মাংস, রুটি এবং মিষ্টি সমস্তই মাদাম আত্রাস স্বয়ং তত্ত্বাবধান ক'রেছেন এবং অত্যন্ত সুস্বাদু হ'য়েছে। আমার বিপরীত দিকে ব'সে আরব শেখ ভদ্রলোক যা' খেলেন সেটা প্রায় ইব্‌ন সাউদের ভোজনেরই অনুরূপ। আমাদের টেবিলের প্রায় অর্দ্ধেক খাদ্যই এই আরব শেখ শেষ ক'রেছেন। আমি পরিবেশনে দেখলাম—মাদাম আত্রাস আমার প্রতি একটু পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন ক'রলেন এবং মিস্ জয়নাব হাস্যকৌতুকে এই পক্ষপাতিত্বের ইঙ্গিত ক'রছেন। অবশ্য, এই হাস্য পরিহাসে কেহ কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি।

লাঞ্চের পরে সেলুনে এসে মাদাম আত্রাস আমাকে "বোজা" ধর্ম্মের (আরবী ভাষায় বুদ্ধকে বোজ বলা হয়) জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ক'রলেন এবং তিনি প্রায় পরীক্ষার্থী ছাত্রীর মত ভারতবর্ষের বিষয়ে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রছিলেন। আমি শুনেছিলাম, মাদাম আত্রাসের ভারতবাসীদের সম্পর্কে ধারণা অত্যন্ত খারাপ। বোধ হয়, তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভারতবাসীদের নিকট থেকে সঠিক সংবাদ জানবার জন্য এই সমস্ত প্রশ্ন ক'রেছিলেন। হ'তে পারে, নারী মাত্রই একটু বেশী আলাপপ্রিয় এবং অনুসন্ধিৎসু ; অথবা তিনি অতিথিকে আনন্দ দেওয়ার জন্যই ভারতীয় সংবাদের অবতারণা ক'রেছিলেন। আমরা বিদায় গ্রহণ ক'রলাম পাঁচটার সময় ; আসবার আগে মিস জয়নাব প্রস্তাব ক'রলেন যে আগামী কাল সাড়ে তিনটার সময় সকলে মিলে মৎস্য যাদুশালা (acquarium) দেখ'তে যাব। আমি মাদ্রাজে বিখ্যাত মৎস্য যাদুশালা দেখেছি, মিশরের সঙ্গে তার তুলনা ক'রতে ইচ্ছা হ'ল। আমি স্বীকৃত হ'লাম। মাদাম আত্রাস খুব উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বল্লেন, তিনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন। মাদাম আত্রাসকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি চ'লে এলাম। তিনি আসবার পথে তাঁর গৃহের নৃত্যমঞ্চ দেখিয়ে দিলেন। বাইরে কোথাও তিনি নৃত্য করেন না। তাঁর কন্যা এবং তিনি এই নৃত্যশালায় নৃত্য ক'রতেন। নৃত্য রসিকগণ তাঁর গৃহে এসে অসম্ভব দক্ষিণা দিয়ে নৃত্যোৎসবে যোগ দিতেন। এই প্রথা মিশরের গায়িকা মহলেও প্রচলিত আছে ; কিন্তু নৃত্যশিল্পী সম্প্রদায়ে এই ব্যবস্থা নূতন ও অভিজাত।

আজ সঠিক জানলাম যে আমার ভারতে ফিরে যাওয়ার জাহাজ পাওয়া যাবে। আজ রাত্রে আমার ভারতীয় বন্ধুগণ আমার মিশর ত্যাগ উপলক্ষে

বিদায় ভোজের ব্যবস্থা ক'রেছেন। রাত্রি ৮টার সময় ওয়াই-এম্-সি-এ ডিনার হলে বহু সম্ভ্রান্ত কায়রো নিবাসী, মিশর প্রবাসী ও ভারতবাসী উপস্থিত হ'য়েছেন। অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ ভোজের আয়োজন; ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন ৫০ পাউণ্ড ব্যয় ক'রেছেন। আমি মিঃ নারুর অনুপস্থিতিতে একটু দুঃখিত হ'য়েছিলাম। তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি, যদিও ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি। কয়েকজন ফটোগ্রাফার, সংবাদপত্রের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ভোজনের টেবিলে মাননীয় মুরাদ-বে-বব্রি, অধ্যাপক হবীব, মগদউদ্দিন নাসিফ, মিঃ সালেহ্উদ্দীন এল-আজম, মিঃ হাসান ফতেহ, ডাঃ এবং মিসেস ওয়ালি খান প্রভৃতি সকলেই উচ্ছ্বসিত এবং অযথা বিশেষণ প্রয়োগ ক'রে আমার বিদায় মুহূর্ত্তগুলি ভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছিলেন। সর্ব্বশেষে আমি মিশরীয়দের ভদ্রতা, আতিথেয়তা এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সহৃদয়তা এবং ভারতীয়তাবাদের প্রশংসা ক'রে বিদায়ভোজ সমাপন ক'রলাম।

১৫ই এপ্রিল, '৪৫

সেন্সর অফিসে এসে আমার বন্দর পরিত্যাগ অনুমতিপত্রে ত্রুটি সংশোধন ক'রে নিলাম। পোর্ট সাইদ্ থেকে জাহাজ ছাড়বার কথা ছিল, কিন্তু এখন পোর্ট স্যুয়েজ থেকে রওনা হওয়াই স্থির হ'ল। মিশরীয় স্বরাষ্ট্রসচিবের দপ্তরে গিয়ে আমার কামেরা সেন্সর করিয়ে নিলাম। কাজটি সাধারণতঃ তিনদিনের ব্যাপার; কিন্তু আমি পররাষ্ট্র বিভাগের কর্ম্মচারী মুস্তাফা বে-র নিকট থেকে একখানা চিঠি নিয়ে এসেছিলাম ব'লে কাজটি বিনা বকৃশিসে ১০ মিনিটেই নিষ্পন্ন হয়ে গেল।

সেন্সর অফিস থেকে এসে ডাঃ হাসানের সঙ্গে গিয়ে আমার '১৯৪৫ সালের মিশর' পুস্তকের জন্য নাহাস পাশা লিখিত ভূমিকা নিয়ে এলাম। তারপর আল্-আজ্-হর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আমার সার্টিফিকেট নিয়ে এলাম।

বাড়ী ফিরে দেখি আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য কয়েকজন মিশরীয় ছাত্র উপস্থিত হ'য়েছে। এদের সহৃদয়তা অকৃত্রিম।

পূর্ব্ব দিনের ব্যবস্থা অনুসারে বৈকাল ৩টায় acquarium দেখার জন্য জামলিক ব্রীজের নিকট উপস্থিত হ'লাম। আমার জন্য মিস্ জয়নাব হাকিমা এবং মাদাম আলিয়া আব্বাস অপেক্ষা ক'রছিলেন। মিস্ জয়নাব বল্লেন—পূর্ব্বে ধারণা ছিল, পুরুষই নারীর জন্য অপেক্ষা করে, কিন্তু মিশরবাসীরা এত ভদ্র যে সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন ক'রে নারীরাই পুরুষের জন্য অপেক্ষা ক'রছে।

মাদাম আব্রাস আমার হ'য়ে উত্তর দিলেন, এটা ভারতবাসীর মোহজাল বিস্তারের ক্ষমতা! আমি একখানা ট্যাক্সিকে ইঙ্গিত ক'রতেই মাদাম আব্রাস বল্লেন, আমরা হেঁটেই যাব। জামালিকের সুবিশাল রাজপথে বিরাট বিটপী শ্রেণীর ছায়াপথের অন্তরালে আমরা অতি ধীর পদবিক্ষেপে গল্প ক'রতে ক'রতে প্রায় এক মাইল পথ হেঁটে এসেছি। দেখতে পেলাম, মাদাম আব্রাস অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। তিনি বল্লেন, ১০ বৎসরের মধ্যে তিনি কখনও এতটা পথ পায়ে হেঁটে আসেন নি। আমরা ৪টার সময় acquariumএ প্রবেশ ক'রলাম।

এই মৎস্য যাদুশালা খেদিব ইসমাইল পাশা প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। একটি কৃত্রিম পাহাড় রচনা করা হ'য়েছিল। নীল নদের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে একটি অববাহিকা খনন করা হ'য়েছে। নীলের জলেই নীলের মাছ ভাল থাকবে, এই ধারণা থেকেই এইরূপ বন্দোবস্ত করা হ'য়েছে। পাহাড়ের নানাপ্রকার বৃক্ষলতা, গুল্ম রোপণ করা হ'য়েছে। এখন দেখলে পাহাড়টিকে প্রকৃতিজাত ব'লেই মনে হয়। মাঝে মাঝে কৃত্রিম গুহার সৃষ্টি করা হ'য়েছে। গুহার ভিতরে মাছের জন্য কাঁচ দিয়ে ঘেরা ঘর তৈরী হ'য়েছে। এই মাছগুলি সাধারণতঃ নীলনদ, ভূমধ্যসাগর, আরব সাগর, লোহিত সাগর, আত্‌লান্তিক মহাসাগর থেকে সংগ্রহ করা হ'য়েছে। মৎস্যের সংখ্যা বেশী নেই, এবং মাদ্রাজের মত বৃহদাকারও নয়, তবে এখানকার মাছগুলির বর্ণ-বৈচিত্র্য অপরূপ। আমরা পথপার্শ্বস্থিত ছয়টি বিভিন্ন গুহাভ্যন্তরস্থিত রূপালী মাছ দেখলাম। তারপর aquarium-এর কাফেতে ছাতার নীচে বসে বৈকালিক চা পান ক'রলাম। আমার ব্যয় হল ১ পাউণ্ড ১৭ পিয়াস্তা এবং বকৃশিস ১৫ পিয়াস্তা। মিস জয়নাব জিজ্ঞাসা ক'রলেন, আমাদের অতঃপর কি কর্ত্তব্য? মাদাম আব্রাস বল্লেন, আমি সিনেমায় যাওয়ার জন্য একটি বক্স ভাড়া নিয়েছি, আমরা সিনেমায় যাব। আমি ব'ল্লাম, অসম্ভব। আজ রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য মিনা শিবির থেকে ভারতীয় বন্ধুরা আসবেন রাত্রি ৯টায়। ইংলিশ ব্রীজ কাম্প থেকে ক্যাপ্টেন গুহ আসবেন। মাদাম আব্রাস উত্তরে ব'ল্লেন, আমরা ৯টার মধ্যেই ফিরব এবং আপনার বাসগৃহের পাশেই সিনেমা হাউসে বন্দোবস্ত ক'রেছি। অগত্যা বাধ্য হ'য়ে ৬টার সময় সিনেমায় এলাম।

মাদাম আব্রাস সিনেমা হলে গিয়েই বিহ্বল হ'য়ে প'ড়লেন। তিনি বেশী কথাবার্ত্তা ব'লছিলেন না। তাঁর চোখ দিয়ে অবিরল অশ্রুধারা বয়ে আসছিল। তিনি কথা ব'লতে খুব ভালবাসেন, কিন্তু এখানে এসেই একেবারে নির্ব্বাক!

শুধু ব'ল্লেন, আমার কন্যা আস্‌মাহানের মৃত্যুর পরে এই প্রথম সিনেমায় এলাম। মিস্‌ জয়নাব ব'লেছিলেন, এই সিনেমা গৃহে মাদাম আলিয়া আত্রাসের কন্যা মিশরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা এবং নর্ত্তকী মিস্‌ আস্‌মাহান আত্রাস প্রথম অভিনয় ক'রেছিলেন। কন্যার স্মৃতি আজ মাতাকে বিভ্রান্ত ক'রেছে। মাঝে মাঝে মাদাম আত্রাস দু'একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রছিলেন। হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, আপনি তো ভারতবর্ষের লোক ; সে দেশে ফকির, যোগী আছেন। তাঁরা পরলোকের সংবাদ রাখেন। আমার কন্যা কোথায় আছে, কি ভাবে আছে, সেটা আপনি বলতে পারেন? আমি কিন্তু অপ্রস্তুত হ'য়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। এই শোকার্ত্তা জননীকে আজ পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীতে তাঁর কন্যার শৈশবের স্মৃতি আঘাত দিচ্ছে। হঠাৎ ব'লে উঠলেন, আপনি জানেন, আমার কন্যার অপমৃত্যু হয়েছে, তাকে নীলের জলে ডুবিয়ে হত্যা করা হ'য়েছে। অপমৃত্যু হ'লে আত্মার মুক্তি নেই। এ কথা আমাদের দরুজি জাতির বিশ্বাস। আপনাদেরও কি এই ধারণা? আমি তাঁকে হিন্দু ধর্ম্মে আচরিত শ্রাদ্ধের কথা ব'ললাম। তিনি খুব মন দিয়ে শুনলেন। মিস্‌ জয়নাব আমাকে বল্লেন, আজকে মাদাম আত্রাসকে একা বাড়ী যেতে দেবেন না। আপনিই তাঁকে বাড়ী পৌঁছে দেবেন। তাঁর মতিস্থির নেই!

মিস্‌ জয়নাব ৮টার সময় সম্পূর্ণ সিনেমা না দেখেই চলে গেলেন। ৯টার সময় সিনেমা শেষে আমরা ওয়াই-এম্‌-সি-এ তে এলাম। মিঃ নায়ায়, বানার্জ্জী, চৌধুরী, আলী প্রভৃতি অনেক ভারতীয় বন্ধু আমার জন্য অপেক্ষা ক'রছিলেন। মাদাম আত্রাস বাইরে ট্যাক্সিতে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা ক'রলেন। আমি সাড়ে ৯টার সময় ক্যাপ্টেন গুহের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে মাদাম আত্রাসকে বাড়ী পৌঁছে দিতে গেলাম।

মাদাম আত্রাস আমাকে ডিনারের জন্য অনুরোধ ক'রলেন ; এত সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আমি প্রত্যাখ্যান ক'রতে পারলাম না। ডিনারের টেবিলে দামাস্কাসের অধ্যাপক ডাঃ ইব্রাহিম এবং তাঁর স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। মাদাম আত্রাস পরলোক, জন্মান্তরবাদ, ভারতীয় শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে দরুজিদের মতামতের আলোচনা ক'রলেন। এই অবসরে তিনি তাঁর প্রথম জীবনের ইতিহাস ব'ল্লেন। তিনি একজন বেদুইন শেখের কন্যা ; তাঁর অপরূপ সৌন্দর্য্যের খ্যাতি উত্তর-পশ্চিম আরব দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আল্‌ মনসুর আত্রাস দরুজি পর্ব্বতের একজন সামন্ত নরপতি। তিনি মাদাম আত্রাসকে তৃতীয় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন।

তখন তাঁর আর দুইটি স্ত্রী বর্ত্তমান ছিল। মাদাম আত্রাস এই বিবাহ মোটেই অনুমোদন করেন নি, কিন্তু আল্ মনস্থর আত্রাসের সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক সম্মান এত বেশী ছিল যে তাঁর সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়ার সম্মান প্রত্যাখ্যান করা তাঁর পিতার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিবাহের ৫ বৎসর পর আল্ মনস্থর আত্রাস চতুর্থবার বিবাহ করেন। এই বিবাহে মাদাম আলিয়া আত্রাস অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হ'য়ে পড়েন। এই সময় লীগ অব নেশনের প্ররোচনায় ফরাসী জাতি সিরিয়া দেশে আধিপত্য স্থাপন করে। কিন্তু দরুজি সামন্ত নরপতিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেছিলেন। সে বিদ্রোহের নেতা ছিলেন আল্ মনস্থর আত্রাস। বিদ্রোহের শেষ অংশে যখন তাঁর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হ'য়ে পড়ে, তখন তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীকে আরবে পাঠিয়ে দেন, তৃতীয় স্ত্রী তাঁর একটি পুত্র ফরিদ আত্রাস এবং কন্যা আস্‌মাহানকে নিয়ে কায়রো চ'লে আসেন। প্রথম স্ত্রী আত্মহত্যা করেন, চতুর্থ স্ত্রীর সংবাদ তিনি জানেন না। বিদ্রোহের শেষে আল্ মনস্থরকে হত্যা করা হয়। সে অবধি তিনি কায়রোর অধিবাসিনী। সে আজ ২১ বৎসরের কথা।

মাদাম আত্রাস অপূর্ব্ব সুন্দরী, বিলাসপরায়ণা। তিনি জীবনে কখনও কোন অসুবিধা ভোগ করেন নি, অর্থস্বাচ্ছল্য তাঁকে সব সময়ই প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ইচ্ছাপূরণের সুযোগ দিয়েছিল। কায়রোর প্রবাসজীবনে তিনি প্রথমে অর্থকৃচ্ছ্রতা অনুভব করেন। মাত্র দু' একটি পরিচিত সিরিয়ানের পরিচয়ের সুযোগে তিনি কায়রোর অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পান এবং কিছুকালের মধ্যেই তাঁর সঙ্গীতের খ্যাতি কায়রোতে প্রচারিত হয়; সঙ্গীত ব্যবসায় দ্বারা তিনি প্রভূত অর্থোপার্জ্জনও করেন। তাঁর কন্যা আস্‌মাহানকে তিনি সঙ্গীত এবং নৃত্যে পারদর্শিনী ক'রে তোলেন। মিস্ আসমাহানের অভিনয় ও সঙ্গীত নীলের হিল্লোলের মত সমস্ত মিশরের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি সৌন্দর্য্যে ক্লিওপেট্রা, কণ্ঠস্বরে গ্রীটা গার্ব্বো, নৃত্যে এনা পাভ্‌লোভা, এবং সঙ্গীতে মিশরের নাইটিঙ্গেল ব'লে পরিচিত হ'ন। তাঁর অভিনয় দেখার জন্য এবং সঙ্গীত শুনবার জন্য এবং কখনও কখনও তাঁকে শুধু দেখবার জন্য সিনেমায়, রঙ্গালয়ে কিংবা সঙ্গীতের আসরে সহস্র সহস্র লোকের সমাবেশ হ'ত। মাদাম আত্রাসের পুত্র ফরিদ আত্রাস বর্ত্তমানে মিশরে জনপ্রিয় অভিনেতা। কয়েকমাস পূর্ব্বে মিস্ আস্‌মাহান নীলের জলে নৌকাবিহারের সময় মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কেহ বলে আত্মহত্যা, কেহ বলে

আকস্মিক ঘটনা, কারও মতে চক্রান্ত ইত্যাদ, ইত্যাদি। এখনও মিশরে রাজবিচারালয়ে এ সংক্রান্ত কয়েকটি মোকদ্দমা বিচারাধীন রয়েছে।

মাদাম আত্রাস আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—আমি কি পাপ ক'রেছি যার জন্য জীবনের প্রতি স্তরে দুর্ভাগ্য, দুর্ঘটনা, এবং নিরাশা আমাকে অনুসরণ ক'রে চলেছে? এর চেয়ে গৃহস্থ বধূর সরল জীবনও শ্রেয়। আমার মনে হয়, এ আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল। আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি তো মুসলমান, মুসলমান পুনর্জন্ম ও কর্ম্মফল স্বীকার করে না। তিনি বল্লেন, আমরা দরুজি সম্প্রদায়, মুসলমান হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রলেও আমাদের পূর্ব্বতন সংস্কারে আমরা বিশ্বাস করি। তা না' হ'লে জীবনের বহু প্রশ্নই অমীমাংসিত থেকে যায়। বলুন তো, একজন মানুষ হঠাৎ অন্য আর একজনকে দেখলে আত্মীয়তা অনুভব করে, আবার অন্য কাউকে দেখলে হিংসার ভাব, বিরক্তির ভাব কেন মনে আসে? এটা কি পূর্ব্বজন্মের সংস্কার নয়? ওস্তাদ হিন্দী, আপনার কি মনে হয়, আপনি আমাকে কোথাও কখনও দেখেছেন। আমার মনে হচ্ছে, আপনাকে আমি অনেকবার দেখেছি এবং আপনি আমার অত্যন্ত পরিচিত।

আমি মাদাম আত্রাসের কথায় একটু উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলাম। আমি তাঁর কথার কোন উত্তর দিতে পারিনি। আমি বিস্মিত হ'য়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি আবার বল্লেন, হয় তো পূর্ব্বজন্মে আপনি সিরিয়াবাসী ছিলেন, কিংবা আমি ছিলাম ভারতবাসী। তা' না হ'লে আমি আপনাকে এত বিশ্বাস করি কেন? আমার জীবনের এত কথা বল্লুম কেন? আপনি ভারতবাসী। প্রথম দিনে ডাঃ মাজ্‌হার সাইদের গৃহে আমি স্পষ্ট ক'রে বলেছিলাম যে ভারতবাসী অসভ্য, নারীদের সম্মান করে না; এবং তারা ভদ্রসমাজে পরিচয়ের অনুপযুক্ত, কিন্তু আপনাকে দেখে এবং আপনার সঙ্গে পরিচয়ে আমার সে ভুল ধারণা চলে গেছে। বলুন তো এটা কি ক'রে সম্ভব হল! তারপর রহস্য করে বল্লেন, ওস্তাদ হিন্দী, আপনার সঙ্গে আমি ভারতবর্ষে যাই। বর্ত্তমানে কায়রোর জীবন আমার ভাল লাগছে না। আপনি জানেন পিরামিডের সন্নিকটে আমার বিরাট অট্টালিকা র'য়েছে; লেবাননে ও দরুজি পর্ব্বতে প্রাসাদ র'য়েছে, এ সমস্ত দান ক'রে যাব। আমাকে নিয়ে চলুন।—ডাঃ ইব্রাহিম বল্লেন,—মাদাম আত্রাস, আপনি জানেন, কি বলছেন? যদি সিরিয়াতে ব'সে কোন দরুজি আত্মীয়ের সম্মুখে আপনি এ প্রস্তাব ক'রতেন, সেখানে একটি নির্ম্মম ঘটনা হ'য়ে যেত। আমি বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম,

কেন? ডাঃ ইব্রাহিম বল্লেন, কোন দরুজি সামন্ত নরপতির স্ত্রীর এ আলাপ এমন কি রহস্তের অবসরেও অচিন্ত্যনীয়। নিকটতম আত্মীয় ভিন্ন বাক্যালাপ নিষিদ্ধ। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, কেন মাদাম আত্রাসের তো স্বামী জীবিত নেই, এবং তিনি তো এখন কোন দরুজি সমাজের সংশ্লিষ্ট ন'ন। দরুজিদের কি বিধবা বিবাহ হয় না? মাদাম আত্রাস বল্লেন, দরুজি সম্প্রদায়ে বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে। কিন্তু সেটাও দরুজিদের মধ্যেই নিবদ্ধ। তারপর ডাঃ ইব্রাহিমকে উদ্দেশ্য ক'রে তিনি বল্লেন, আমি জন্মে দরুজি নই, আমি বেদুইন মুসলিম কন্যা; বিবাহের পর আমি দরুজি সম্প্রদায়ভুক্ত হ য়েছি। আমি স্বামীর মৃত্যুর পর বর্ত্তমানে এই সম্প্রদায় ত্যাগ ক'রতেও পারি। আপনি জানেন, আমার একজন ইংরাজ মেজরের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব হ'য়েছিল। আমি সংবাদ সংগ্রহের জন্য জিজ্ঞাসা ক'রলাম, একজন লোক ইচ্ছা ক'রলে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে দরুজি সম্প্রদায়ে প্রবেশ ক'রতে পারে কি? ডাঃ ইব্রাহিম উত্তর দিলেন, অসম্ভব। দরুজি জাতি ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত এবং আল্লাহ্ অনুগ্রহের চিহ্ন স্বরূপ মানুষকে দরুজি সম্প্রদায়ে প্রেরণ করেন। এই সৌভাগ্য জন্মান্তরের কর্ম্মফল। একজন দরুজি মুসলমান যে কোন সম্প্রদায়ের নারীকে বিবাহ ক'রতে পারে, কিন্তু একটি দরুজি নারী আপন সম্প্রদায়ের বাইরে কোন মুসলমানকে বিবাহ ক'রতে পারে না। যদি করে, তা হ'লে তার হত্যা অবশ্যম্ভাবী। মাদাম আত্রাসকে দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কত চেষ্টা হ'য়েছিল, এখনও কি আলিয়া আত্রাসের জীবন নিরাপদ? মিস আসমাহানের হত্যার ষড়যন্ত্রে কি দরুজি সম্প্রদায়ের কোন হাত নেই এ কথা কি নিশ্চয়রূপে বলা যেতে পারে? মাদাম আত্রাস শিউরে উঠলেন। কন্যাহীনা জননী পুত্রের অমঙ্গলের ইঙ্গিতে আতঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন।

আমাদের ডিনারের পর মাদাম আত্রাস ডিনার হলের উত্তর পার্শ্বে এক কোণে যবনিকা উত্তোলন ক'রলেন। দে'খলাম, একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি ধূলায় অবলুণ্ঠিত—তার কবন্ধ থেকে মস্তিষ্ক বিচ্যুত, আলুলায়িত কুন্তল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, অতি সূক্ষ্ম মখমল মর্ম্মরমূর্ত্তির দেহ আচ্ছাদন ক'রে র'য়েছে; কবন্ধের পার্শ্বে একটি বীণা, পদনিম্নে কয়েকটি বিভিন্ন প্রকারের বাদ্যযন্ত্র। ডাঃ ইব্রাহিম বল্লেন, এই মর্ম্মরমূর্ত্তি মাদাম আত্রাসের কন্যা মিস আসমাহান আত্রাসের। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে একজন ফরাসী শিল্পীকে দি'য়ে এই মূর্ত্তিটি নির্ম্মাণ করা হ'য়েছিল। মিস আস্‌মাহানের আকস্মিক মৃত্যুর পর একদিন

মিসেস আব্রাস অভিভূত অবস্থায় এই মূর্ত্তিটিকে আঘাত ক'রে ভূলুণ্ঠিত ক'রেছেন। তিনি কন্যার এই কৃত্রিম মূর্ত্তিটি সহ্য ক'রতে পারছেন না। তার পাশে আসমাহানের প্রিয় বাদ্যযন্ত্রগুলিকে এই মূর্ত্তিটির পদপ্রান্তে রেখে একটি যবনিকার আচ্ছাদন দেওয়া হ'য়েছে। মাদাম আব্রাসের দৃষ্টি থেকে যতদূর সম্ভব এই স্মৃতিকণাগুলি দূরে সরিয়ে রাখা হ'য়েছে। আমরা খুব গভীর মনোযোগের সঙ্গে কথা ব'লছিলাম। এই অবসরে মাদাম আব্রাস কন্যার মর্ম্মরমূর্ত্তি সংলগ্ন বীণাটি তুলে এনে আমাদের পাশে বসেছেন। ডাঃ ইব্রাহিম স্তম্ভিত হ'য়ে মাদাম আব্রাসকে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, ঐ বীণা আপনি স্পর্শ ক'রবেন না। মাদাম আব্রাস আমাকে ব'ল্লেন, জানেন, আমার কন্যা চলে যাওয়ার পর আমি আজ পর্য্যন্ত কোন বাদ্যযন্ত্র স্পর্শ করি নি, আমি জানি আপনি আমার সঙ্গীত শুনতে চান, অথচ বল্‌তে পারছেন না। আজকে আপনাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য আমি বীণা তুলে নিলাম। আমি প্রথম যৌবনে এই বীণাখানি অতি প্রাচীন যুগের এক দরুজি নরপতির গৃহ থেকে সংগ্রহ ক'রেছিলাম। তারপর আবার আসমাহানকে আমার সঙ্গীত ও বীণা উপহার দিয়েছিলাম। সে আমার উপহারের মর্য্যাদা রাখে নি। আজকে আপনাকে আমি বীণা আর সঙ্গীত শোনাব। মিসেস ইব্রাহিম আমাকে একান্তে বল্লেন, আপনি একটু সতর্ক থাকবেন। মাদাম আব্রাস আজকে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে প'ড়েছেন। তিনি এরূপ অবস্থায় কি যে না করতে পারেন বুঝি না।

তারপর হঠাৎ মাদাম আব্রাস বীণার সুর দিয়ে সঙ্গীত আরম্ভ ক'রলেন। গানটি অতি প্রাচীন আরবী সঙ্গীতের একটি চরণ, "যে গেছে, তারে আর ফিরে পাব না।" প্রায় ১৫ মিনিট পর সঙ্গীত বন্ধ হয়ে গেল। ডাঃ ইব্রাহিম বল্লেন, আজকে বিশ বৎসর আমি মাদাম আব্রাসের সঙ্গীত শুনেছি। কিন্তু এমন দরদ, এমন প্রাণ দিয়ে তিনি তো তাঁর সঙ্গীত সাধনা শুনান নি। মাদাম আব্রাস বলে উঠলেন, ওস্তাদ হিন্দী, আমার কন্যার সঙ্গীতের তুলনায় এ সঙ্গীত কিছুই নয়। আমার কন্যা যখন মুগ্ধ হ'য়ে সঙ্গীত সাধনা ক'রত, নীলের ধারা তখন স্তব্ধ হ'য়ে যেত। চলুন আকাশে চাঁদ উঠেছে, নীলের মাঝে আপনাকে সঙ্গীত শোনাব। আমার আস্‌মাহান নীলকে বড় ভালবাসত। প্রায়ই রাত্রে নীলের উপর নৌকাবিহার ক'রে সঙ্গীত সাধনা ক'রত। তার সঙ্গীত শুনে নীলের দু'পাশে কতলোক সমবেত হ'ত। সে একটা দেখবার জিনিষ ছিল। তার সঙ্গীত ভেসে আসত নীলের হাওয়ায়। সে এক অপূর্ব্ব জিনিষ! বোধ

হয়, এই নীলকে ভালবাসত বলেই সে নীলের জলে সমাধিলাভ ক'রেছে। চলুন, আজ আপনাকে নীলের উপরে নৌকায় সঙ্গীত শোনাব।

আমার সম্মতির অপেক্ষা না ক'রে মাদাম আত্রাস তাঁর ভৃত্যকে একখানি নৌকা ব্যবস্থা করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন; তিনিও বীণা হাতে নিয়ে উঠলেন। ডাঃ ইব্রাহিম, মিসেস ইব্রাহিম এবং আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর অনুসরণ ক'রলাম। মাদাম আত্রাসের আহ্বান এত আন্তরিকতাপূর্ণ এবং কন্যাহীনা জননীর আবেগ এত সুস্পষ্ট যে আমরা কোন প্রতিবাদ ক'রে তার মনে ব্যথা দিতে সাহস করি নি। রাত্রি ১১টা বেজে গেছে। পথ ঘাট প্রায় সম্পূর্ণ নির্জ্জন। কচ্চিৎ দু'একখানি চলন্ত বাসের শব্দ নীরবতাকে আরও সুস্পষ্ট করে দিয়ে যা'চ্ছিল। নীলের পাশেই বড় বড় সেলুনওয়ালা নৌকা পাওয়া যায়—বিলাসী সম্প্রদায়ের জন্য নীলবিহারের ব্যবস্থা রয়েছে! মাদাম আত্রাসের ভৃত্য গিয়ে একটি নৌকার আয়োজন ক'রেছে। আমরা অতি মন্থর পদবিক্ষেপে নীলের তীরে এসে উপস্থিত হ'লাম। একখানা খোলা নৌকায় উঠে নীলের দক্ষিণ দিকে স্রোতের সঙ্গে চলেছে।—চারজন যাত্রী,—সকলেই নীরব। নীল আকাশ, পূর্ণ জ্যোৎস্না, উজ্জ্বল তারকা, স্তব্ধ নীল নদ। মাদাম আত্রাস একটু পরেই বীণাতে সুরঝঙ্কার দিতে লাগলেন—যে সুর অতি যত্নের সঙ্গে তিনি তাঁর কন্যাকে শিখিয়েছিলেন, যে সুর আস্‌মাহান অত্যন্ত ভালবাসত। হঠাৎ অর্দ্ধ পথে বীণা থামিয়ে দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, ওস্তাদ হিন্দী, বলুন তো আমার এই সঙ্গীত আমার কন্যা শুনতে পাচ্ছে কি না, পরলোকের সঙ্গে ইহলোকের মানুষের সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব কিনা? শুনেছি ভারতবর্ষে সাধু ফকির রয়েছেন, তারা পরলোকগত আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেন। আমি ভারতবর্ষে যাব, যদি আপনি এমন একজন ফকিরের সন্ধান দিতে পারেন। আপনি নিজে কিছু ব'লতে পারেন কি? এমনই আরও কত কি প্রশ্ন তিনি ক'রলেন। আমি কখনও উত্তর দিয়েছি; কখনও দিই নি। তিনিও বোধ হয় সব উত্তর আশা করেন নি। মাঝে মাঝে ডাঃ ইব্রাহিম দু'একটি কথা বলছিলেন। মিসেস ইব্রাহিম অত্যন্ত শান্ত, ধীর, স্বল্পভাষী।

আমরা প্রায় সাড়ে বারটায় ফিরে এলাম। ফিরবার পথে তিনি নিজের মনেই গুণ গুণ ক'রে একটি গান গাইলেন—"ওগো তুমি আমার অনেকদিনের চেনা পথিক"—ছিল গানের প্রথম কলিটি। রাত্রি ১টার সময় ট্যাক্সি ক'রে ঘরে ফিরেছি। মাতৃস্নেহ পৃথিবীর সকল দেশেই সমান!

১৬ই এপ্রিল '৪৫

টমাস কুক্ ভোর বেলায় টেলিফোন ক'রে বল্লেন যে আমার জাহাজ ১৯শে এপ্রিল পোর্ট সুয়েজ থেকে ভারতের পথে ছাড়বে। আজকে আমার যাওয়ার দিন, সুতরাং বহু মিশরীয় বন্ধুবান্ধব এবং ভারতীয় সমিতির অনেকেই দেখা ক'রতে ষ্টেশনে আসবেন। আমি পোর্ট সুয়েজে মিঃ মাথুনিকে সংবাদ দিয়েছিলাম। কাজেই সেখানে যাব স্থির করলাম। দেরী হয়, দু'দিন পোর্ট সুয়েজ দেখে যাব।

গতকল্য রাত্রে আমার খুব ভাল পেন্সিলটি পিক্‌পকেট হয়েছে। কাজেই মনে আরও অস্বস্তি বোধ ক'রছি। পূর্ব্বদিন সিগারেট লাইটারটি চুরি হয়ে গেছে। আমি আমেরিকান এক্সপ্রেসে গিয়ে তাদের প্যাসেজ বাতিল ক'রে দিয়ে এলাম। ২০ পাউণ্ডের মিশরীয় নোট বদলে ২৬০৲ টাকা নিলাম। আমাকে বিনিময়ে ৩২৲ টাকা দিতে হ'ল। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি ভ্রমণকারীদের যে উপকার করে, সে তুলনায় পারিশ্রমিক বেশীই নেয়। টমাস কুককে টিকিটের মূল্য দিলাম ৪৫ পাউণ্ড। আর কায়রো থেকে সুয়েজ ৫২ মাইলের জন্য ভাড়া দিলাম ২৮০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৩৫৲ টাকা। ষ্টেশন থেকে টমাস কুকের লোক এসে আমাকে পাসপোর্ট, ডাক্তারী পরীক্ষা, পোর্টপুলিশ এবং কাষ্টমস অফিসের সমস্ত বাধাগুলি অতিক্রম ক'রিয়ে দেবে—তার জন্য দিতে হল ১॥০ পাউণ্ড। আমার জাহাজের নাম 'এস্, এস্, রিজওয়ানি।'

১০টার সময় মিঃ সালেহ্উদ্দীনের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে গেলাম। তাঁর ভৃত্য আহম্মদকে ৭৫ পিয়াস্তা বকশিস দিলাম। এই ভৃত্যটি কখনও বকশিস দাবী করে নি। ইতিপূর্ব্বে তাকে দু'বার ২৫ পিয়াস্তা ক'রে বকশিস দিয়েছিলাম। সে অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে নিয়েছিল। মিঃ সালেহ্উদ্দীন তাঁর কন্যা নওয়ারার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমাকে নিয়ে গেলেন। তাঁর শিশুটি অত্যন্ত সুন্দর, মায়ের মত রঙ্, কাল কোঁকড়ান চুল। নওয়ারা খুব গর্ব্বের সঙ্গে তার নূতন মাতৃত্বের আনন্দ নিয়ে শিশুর বুদ্ধিমত্তা, দৃষ্টি ও হাসির ব্যাখ্যা ক'রছিলেন। মিঃ সালেহ্উদ্দীন কিন্তু এই শিশুটিকে বিশেষ আদর করেন না, কারণ চেহারা নাকি তার মাতাল দুশ্চরিত্র পিতার মত। আমি নওয়ারাকে বল্লাম, তাঁর কোষ্ঠী অনুসারে দেখা যাচ্ছে, তাঁর প্রথম সন্তান কিডনির রোগে আক্রান্ত হবে। এই রোগ ছাড়বার জন্য একটি প্রস্তর ধারণ ক'রতে হবে,

সেটি মায়ের জন্য, এবং মায়ের কখনও কোন উত্তেজক জিনিষ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ অর্থাৎ নওয়ারাকে কন্যার মঙ্গলের জন্য মদ ছেড়ে দিতে হবে। কন্যার অমঙ্গল আশঙ্কায় নওয়ারা এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন এবং প্রতিজ্ঞা ক'রলেন যে আর কখনও মদ স্পর্শ ক'র্‌বেন না। মিঃ সালেহ্‌উদ্দীন এই প্রতিজ্ঞা শুনে আনন্দে অধীর হ'য়ে গেলেন। তাঁর আদরের কন্যাকে যেন তিনি ফিরে পেলেন। আমি তাঁকে শুনিয়ে নওয়ারাকে একান্তে বল্লাম, তোমার কোষ্ঠীতে দেখা যাচ্ছে, তোমার পিতৃভাগ্য জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। নওয়ারা খুব গর্ব্বের সঙ্গে বল্লেন, ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ আমার পিতা; আমার পিতা যে কত মহৎ সে কথা আমরা মনে-প্রাণে জানি। এই ব'লে পরম গর্ব্বে পিতাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন,—কেমন এ তো সত্য কথা? অমনি মিঃ সালেহ্‌উদ্দীন কন্যাকে ছোট একটি চুম্বন দিয়ে বল্লেন, আমার পাগল মেয়ে! বহুকাল পরে পিতা-কন্যা মিলনের সে আনন্দ দৃশ্য আমি কখনও ভুলব না।

আমরা নওয়ারার কাছে বিদায় নিয়ে ফির্‌ছি, মিঃ সালেহ উদ্দীন বল্লেন, আজ আমার সঙ্গে আপনাকে একটি সিসিলিয়ান হোটেলে লাঞ্চ খেতে হবে। আপনি সিসিলিয়ান ডিস ভালবাসেন। আমি বল্লাম, অসম্ভব। আমার অনেক কাজ। তিনি বল্লেন, বিদায়ের দিনে আমার সঙ্গে না খেয়ে আপনি যাবেন—এটাও অসম্ভব। আমি মিঃ সালেহ্‌উদ্দীনের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারি না। ইনি যে কত মহৎ এখানে লিখে তাঁকে আর ছোট ক'রব না! বিধাতার এই অপূর্ব্ব সৃষ্টির সঙ্গে আলাপ—বন্ধুত্ব—এটা আমার মিশরের লব্ধ-সম্পদ। আমার পুস্তক "১৯৪৫ সালের মিশর" মিঃ সালেহ্‌উদ্দীনকে বন্ধুর অর্ঘ্যরূপে দান ক'রব।

বিদায় নেবার জন্য ডাঃ হাসান, অধ্যাপক নাসিফ্‌, অধ্যাপক আবদুর রাজি রেক্টর আলি ইব্রাহিম পাশা, ডীন ডাঃ আজ্‌জামের সঙ্গে দেখা ক'রে অধ্যাপক শেখ্‌ মহম্মদ হবীবের সঙ্গে দেখা ক'রলাম। তারপর মাদাম আলিয়া আব্রাসের নিকট বিদায় নেওয়ার জন্য জামালিক প্রাসাদে উপস্থিত হ'লাম। সেলুনে এসে বসে আছি; তখন প্রায় বারটা। মাদাম আব্রাস ভিতর থেকে কফি এবং লিবিয়ান মিষ্টি পাঠিয়ে দিলেন। আধ ঘণ্টা বসে আছি, মাদাম আব্রাসের দেখা নেই, অথচ আমাকে হোটেলে যেতে হবে। অধ্যাপক হাসান ফতেহ্‌র সঙ্গে দেখা ক'রতে হ'বে। ইণ্ডিয়া ইউনিয়নের মিঃ জেঠমল এবং মিঃ দয়ালদাসের সঙ্গে দেখা ক'রতে হবে। মাদাম আব্রাসের সঙ্গে দেখা না হ'লে ফিরেও

আসতে পারছি না! হঠাৎ তাঁর পরিচারিকা এসে আমাকে ভিতরের সেলুনে ডেকে নিয়ে গেল। অপরূপ নব পরিচ্ছদে বিভূষিতা, সালঙ্কৃতা বর্ষীয়সী নারী, মসৃণ নীল রঙের রেশমী গালবাইয়া, মাথায় খুব হাল্কা গোলাপী রঙের অবগুণ্ঠন, মুখমণ্ডল শুভ্ররেণু মণ্ডিত, ওষ্ঠাধর রক্তিম উজ্জ্বল, ভ্রূযুগল চিত্রিত, স্বর্ণাভ কেশদাম পিন-নিবদ্ধ। অঙ্গুরী উজ্জ্বল, হীরক খচিত ব্রেসলেট, পাদুকা রূপার ফিতে দিয়ে বাঁধা। কোমরে একটি কাল মখ্‌মলের গ্রন্থি—তাঁর সমস্ত শরীর থেকে নির্য্যাসের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল। এতক্ষণে বুঝলাম, তার আধঘণ্টা বিলম্বের হেতু কি। তিনি সহাস্যবদনে বল্লেন, ওস্তাদ হিন্দী, আপনি নিশ্চয়ই খুব অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন। আমার দেরী হ'য়েছে কিন্তু আপনি দরুজির রাণীকে দেখতে চেয়েছিলেন। যাই হোক্, আজ আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেয়ে যাবেন। আমি মিঃ সালেহ্‌উদ্দীনের নিমন্ত্রণের কথা বল্লাম। তিনি প্রায়ই আমার কাছে মিঃ সালেহ্‌উদ্দীনের মহত্ত্বের কথা শুনেছেন এবং বিদায়ের দিনে তাঁর সঙ্গে লাঞ্চ খাব শুনে একটু ঈর্ষ্যান্বিত হলেন এবং বল্লেন, মিঃ সালেহ্‌উদ্দীন আপনার কে হ'ন? আমি বল্লাম,—আমার পূর্ব্বজন্মের বন্ধু।

মিঃ সালেহ উদ্দীন হোটেলের বারান্দায় আমার জন্য অপেক্ষা ক'রছিলেন। তিনি আমার প্রিয় খাদ্যগুলির জন্য পূর্ব্বেই ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। ডিনার শেষ ক'রে আমরা আড়াইটায় অধ্যাপক হাসান ফতেহ্‌র গৃহে বিদায়ের জন্য উপস্থিত হ'য়েছি। দেখলাম তিনি নীচে নাম্‌ছেন। আমাকে দেখেই সহাস্যে করমর্দ্দন করে বল্লেন, ভারী আশ্চর্য্য! আমি এইমাত্র আমার ভ্রাতার (আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর ডাঃ ফাহামি ফতেহ্‌) নিকট বলছিলাম। আজ চার পাঁচ দিন আপনার দেখা নেই। মিসেস্ হাসনাইন এবং আমি আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য উৎসুক। আমাদের অনেক ব্যবস্থা আপনাকে ক'রতে হবে। আমি দুঃখের সঙ্গে বল্লাম, আজই আমি ভারতবর্ষে ফিরে চলেছি। হঠাৎ একখানি জাহাজের বন্দোবস্ত হ'য়েছে। তিনি আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, সে অসম্ভব। আমি জানি—অধ্যাপক হাসান ফতেহ্‌র জীবনে কয়েকটি নূতন সমস্যার অবতারণা করেছি। আমার সহৃদয় সমালোচনা, স্বার্থহীন আলাপ এবং নির্ব্যিক্তক উপদেশ একাধিক মিশরীয় পরিবারে আলোড়নের সৃষ্টি ক'রেছে। আজকেই নওয়ারা আর তাঁর পিতা মিঃ সালেহ্‌উদ্দীনের মিলন হয়েছে। মাদাম আব্রাস অনেক সান্ত্বনা পেয়েছেন। মিসেস্ হাসনাইন আমার বক্তব্যগুলি চিন্তা ক'রেছেন, অধ্যাপক হাসান ফতেহ্‌ নূতন পথ নির্দ্দেশের চেষ্টা ক'রছেন।

অভিজাত বংশের প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই এক একটি সমস্যা রয়েছে। সে সব বিষয়ের আলোচনা সমাজের ভয়ে কিংবা ব্যক্তিগত কারণে মিশরবাসীর সঙ্গে তাঁদের সম্ভব হয়নি, বিদেশী ভারতবাসীর সঙ্গে সম্ভব হ'য়েছিল এবং আমি যথাশক্তি এই সমস্যাগুলির আলোচনা ক'রেছি। মানুষ যে কত দুর্ব্বল, সামান্য কথার আঘাতে তারা ভেঙ্গে পড়ে, একটু সহানুভূতি স্পর্শে কত শুষ্ক প্রাণে নবীন আশার সঞ্চার হয়!

আমরা ১০ মিনিট আলাপ ক'রেই বিদায় নিলাম। তিনি আসবার সময় আমাকে কয়েকখানি ফটোগ্রাফ দিলেন এবং বল্লেন আমি ভারতবর্ষে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রব—ইনস্‌আল্লাহ্‌ (আল্লার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক)।

এখান থেকে মিঃ সালেহ্‌উদ্দীন বিদায় নিলেন। আমি ট্যাক্সিতে প্রায় ৪টায় ওয়াই-এম-সি-এ আবাসে উপস্থিত হ'য়েছি। মিঃ আলেকজাণ্ডার আমার জন্য চা পানের ব্যবস্থা ক'রেছেন। তিনি এত ভদ্রলোক, অমায়িক এবং মিষ্টভাষী! এই ক'দিন এক হোটেলে বাস ক'রে ওয়াই-এম-সি-এ সম্বন্ধে বহু তথ্য জেনেছি। চায়ের টেবিলে এসে মিঃ মহীউদ্দিন যোগ দিলেন।

৪-৪৫ মিঃ এ বেয়ারা বচ্চন সিং খবর দিল ট্যাক্সি এসেছে। পাঞ্জাবী মুসলমান আর্দ্দালী সেকান্দর আমার জিনিষপত্র নীচে নিয়ে গেল। প্রত্যেক বেয়ারাকে ২৫ পিয়াস্তা ক'রে বকশিস্‌ দিলাম। কিন্তু বচ্চন সিং আর সেকান্দর কিছুতেই বকশিস্‌ নিলে না। তারা বল্লে, বিদায়ের মুহূর্ত্তে কাজের বকশিস্‌ নিতে নেই। নিলে তারা বেইমান হয়ে যাবে। তাদের বল্লাম, ভারতে ফিরলে কলকাতায় এসো। আমি তোমাদের কাজের ব্যবস্থা ক'রব।

মিশরের বড়-ছোট, ধনী-দরিদ্র, উত্তম-অধম, বহু লোকের সংস্পর্শে এসেছি; প্রায় সকলেই আমার সঙ্গে খুব আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা দেখিয়েছেন। আমার সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের মিশরীয় ভৃত্যদল নীচে নেমে এল। সকলের মুখেই করুণ বিদায়ের আভাস লক্ষ্য করলাম। এই স্বল্প পরিচয়ে প্রভুভৃত্যের যে সুমিষ্ট সম্বন্ধ গড়ে উ'ঠেছিল বিদায়ের ক্ষণে সেটা খুব নিবিড় মনে হ'ল। এদের সহৃদয়তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

৫ টার সময় আমার মোটর কুব্‌রু-ই লেমন ষ্টেশনে এসে পৌছিল। টমাস্‌ কুকের কুপন দিয়ে ডি লুক্সে সুয়েজের ট্রেনের টিকিট নিলাম। প্লাটফর্ম্মে প্রবেশ ক'রেছি, দেখলাম ওয়েটিং রুমের সামনে অতি নিভৃত কোণে সিরিয়ান গ্রাম্য পোশাক পরিহিতা কৃষ্ণ রেশমে অবগুণ্ঠিতা একটি নারী—আপাদমস্তক কৃষ্ণবর্ণ,

অতি মসৃণ রেশমের পোষাকে আবৃতা, অত্যুজ্জ্বল অঙ্গুরীয় এবং অতি মূল্যবান ভ্যানিটি বাগ ভিন্ন আভিজাত্যের কোন চিহ্নই নেই। টমাস্ কুকের বেয়ারা আমার জিনিষপত্র গাড়ীতে তুলে দিল। আমি সঙ্গে গেলাম। পশ্চাতে সেই অবগুণ্ঠিতা নারীও ট্রেনের কামরায় প্রবেশ ক'রলেন। দেখলাম, ইনি মাদাম আলিয়া আত্রাস—দরুজির সামন্ত নরপতির পত্নী মাদাম আলিয়া আত্রাস, বিখ্যাত নর্ত্তকী আল্ আসমাহানের মাতা মাদাম আলিয়া আত্রাস! নিভৃতে সেলুনের এক পাশে বসে আমাকে একান্তে বল্লেন, এমনই ভাবে আর কখনও ষ্টেশনে আসি নি। আমাকে কায়রোর অনেকেই জানে সুতরাং এই সিরিয়ান পোষাকে এসেছি। এই ব'লে করমর্দ্দন ক'রলেন; তারপর বল্লেন, আজকে আমার ভারতীয় বন্ধুকে বিদায় দিতে এসেছি সুতরাং এই কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ। আমি মিঃ মহীউদ্দিনকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিলাম,—এই আমার ভারতীয় বন্ধু এবং ভ্রাতা। তিনি বল্লেন, আমি এঁর নাম শুনেছি। সে দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টারের নিকট আপনার ঠিকানার জন্য টেলিফোন ক'রেছিলাম, তিনি মিঃ মহীউদ্দিনের টেলিফোন আমাকে ব'লে দিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য এই নারীর কি আগ্রহ! আমার মুখের ভাব দেখে তিনি বল্লেন, ওস্তাদ হিন্দী, আপনি চকিত হ'চ্ছেন কেন? মাদাম আলিয়া আত্রাসের সঙ্গে পরিচয় অগৌরবের নয়। আমি ইণ্ডিয়ান ক্যাম্পেও আপনার অনুসন্ধান ক'রেছি। তারপর জিজ্ঞাসা ক'রলেন, মিঃ মহীউদ্দিনকে আপনি ভাই ব'লে পরিচয় দিলেন, কিন্তু আপনি তো হিন্দু, মুসলমান কি ক'রে আপনার ভাই হবে? আমি সস্মিতমুখে উত্তর দিলাম, ভারতমাতার সমস্ত সন্তানই পরস্পরকে ভাই বলেই বিবেচনা করেন, এবং তারা যথার্থ বন্ধু। আপনি আপনার ইংরাজ মেজর বন্ধুর নিকট ভারতীয়দের সম্বন্ধে যা' শুনেছেন, তার উপর নির্ভর ক'রে আমাদের মূল্য নির্দ্ধারণ ক'রবেন না। মাদাম আত্রাস খুব খুসী হ'য়ে বল্লেন, তা হ'লে মুসলমান নারীও আপনার ভগ্নী হ'তে পারে। আশা করি, আমার ভগ্নীত্বের অর্ঘ্য আপনি প্রত্যাখ্যান ক'রবেন না। তারপর তিনি আমাকে বল্লেন, সুয়েজের পথে বড় ধূলো। আমার এই চশমাটি নিন! সব সময়ই আমি আপনার চোখের উপর থাকব। এমন সময় ডাঃ হাসান, ইব্রাহিম হাসান এবং মিঃ সালেহ্ উদ্দীন আমার সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রলেন, সঙ্গে সঙ্গে এলেন অধ্যাপক হবীব। ডাঃ হাসান আমাকে নাহাস পাশার একখানি ফটোগ্রাফ দিয়ে বল্লেন, নাহাস পাশা আপনাকে উপহার দিয়েছেন। মাদাম

আব্রাস বল্লেন, ঐ দেখুন আপনার ভারতীয় বন্ধুরা আসছেন। আপনি তাঁদের সঙ্গে আলাপ করুন। দামাস্কাসের ডাঃ ইব্রাহিম সস্ত্রীক এসেছেন এবং জয়নাব হাকিমাও অন্য দিক দিয়ে এসে উপস্থিত হ'লেন। মিসেস্ ইব্রাহিম আমাকে একটি গোলাপ কোটের কলারে লাগিয়ে দিলেন। আমি বল্লাম, সহৃদয়তার ভার আর কত বাড়াবেন? মিস্ জয়নাব বল্লেন, আপনি দেশে গিয়ে তো আমাদের সবাইকে ভুলে যাবেন। সেখানে স্ত্রী, বন্ধু বান্ধবী আরও কত কে আছেন। আমি বল্লাম, মিশরে এসে ভারতীয় বন্ধুবান্ধবদের ভুলি নি, ভারতে ফিরে গিয়েও মিশরের বন্ধুবান্ধবদের ভুলব না। মাদাম আব্রাস উত্তর দিলেন, আশা করি, আপনাদের দেশের সকলেই এমন ভাল। অধ্যাপক ইব্রাহিম বল্লেন, ভারতীয়গণ খুব প্রীতিময়। দেখুন না যে মুসলমানই ভারতে গেছেন, তিনিই ভারতের প্রীতির বন্ধন ছেড়ে আর ফিরে আসতে পারেন নি। মিসেস্ ইব্রাহিম বল্লেন, আমি কিন্তু ভারতীয় বন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞ, কারণ তিনি দামাস্কাসকে খুব ভালবাসতেন, আর সিরিয়ার খুব প্রশংসা করেন। সুতরাং সিরিয়ান আমরা তাঁকে খুব ভালবাসি।

মিঃ জেটমল, দয়ালদাস, কিষণচাঁদ, আরও অনেক ভারতীয় বন্ধু এসেছেন—হাতে তোড়া বাঁধা ফুলের। অনেকগুলি গোলাপ এবং এক বাক্স "টার্কিস ডিলাইট"। মিঃ দয়ালদাস ব'ল্লেন, এই মাত্র ইন্দো-ইজিপ্‌শান সম্মেলনে আপনাকে তাঁদের প্রথম অনারারী সভ্য ক'রে নেওয়া হ'য়েছে। আগামী ডাকে আপনি চিঠি পাবেন। মাননীয় মুরাদ বে বক্‌রি সংবাদ পাঠিয়েছেন, আমার রচিত গীতার অনুবাদ তিনি ৫০০ পাউণ্ড দিয়ে ক্রয় করতে প্রস্তুত আছেন। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বল্লাম, ভারতের জিনিষ বিক্রয় ক'রে ভারতবর্ষের অসম্মান করতে প্রস্তুত নই। মিঃ কিষণচাঁদ আমার রচিত মিশর সম্বন্ধীয় পুস্তক বিক্রয়ের ভার গ্রহণ ক'রলেন। মিঃ জেটমল অনেকগুলি গোলাপ দিয়ে বল্লেন, মিশরের আত্মীয়তার সুগন্ধ বহন ক'রে আপনি ভারতে নিয়ে যান। আমি ফুলগুলি নিয়ে সেলুনের প্রত্যেক মহিলাকে একটি ক'রে গোলাপ উপহার দিলাম। মিশরেই ফুল রয়ে গেল। মাদাম আলিয়া আব্রাস ফুলের তোড়াটি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন।

আর পাঁচ মিনিট মাত্র আমি কায়রোতে থাকব। গাড়ী ছাড়বার সঙ্কেত শু'নলাম। সবাই সেলুন থেকে নেমে গেলেন। মিঃ সালেহ্ উদ্দীন এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নি। সবাই নেমে গেলেন, তিনি গাড়ীতে উঠে আমার

কর[illegible] দু' চোখ বেয়ে জল পড়ছিল, গাড়ী ছেড়ে দিল। আমি ভারতের যাত্রী।

—সমাপ্ত—